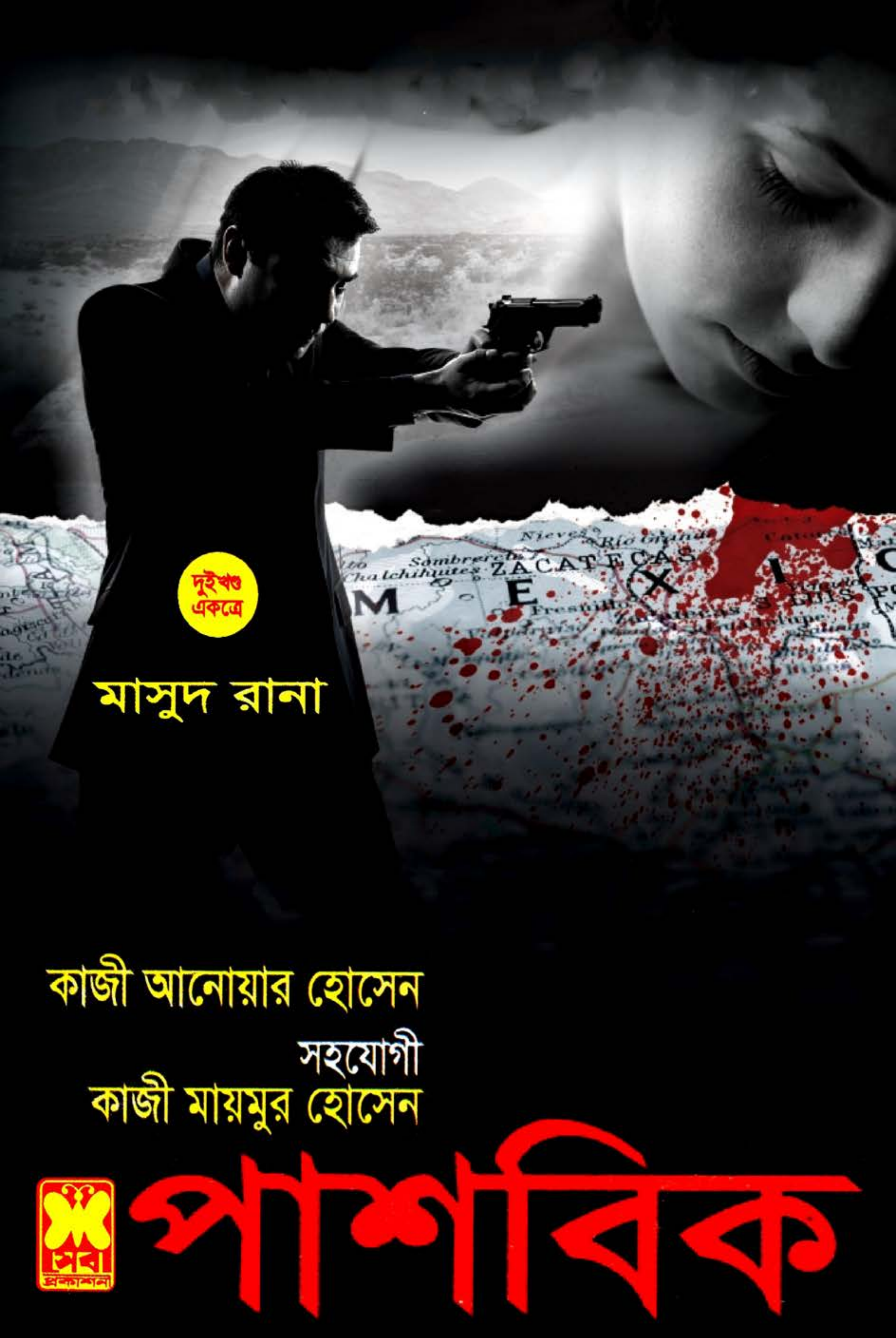
দুইখণ্ড একত্রে
মাসুদ রানা
কাজী আনোয়ার হোসেন
সহযোগী
কাজী মায়মুর হোসেন
পাশবিক
সেবা প্রকাশনী

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত, দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর, সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ-শিহরন-ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ, চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

মাসুদ রানা

পাশবিক

কাজী আনোয়ার হোসেন

অসুস্থ রানা ভাবতেও পারেনি, আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে যাবে এই জটিল ষড়যন্ত্রের জালে। যে হারিয়ে গেছে দশ হাজার বছর আগে, নতুন করে আবারও কি ফিরল সেই দানব? নির্মমভাবে খুন করছে সৈনিক, বিজ্ঞানী ও তাদের সহকারীদের। ইউ. এস. আর্মির অনুরোধে ভয়ঙ্কর বেপরোয়া ওই নৃশংস প্রাণীর পিছু নিল রানা, সঙ্গে দক্ষ ক'জন সশস্ত্র যোদ্ধা। কিন্তু হাড়ে হাড়ে বুঝল ওরা, বৃথা ওসব আধুনিক অস্ত্র! অনায়াসেই আলাস্কার তুষারাচ্ছন্ন অরণ্য-পর্বতে ওদেরকে হত্যা করছে ওটা! ধাওয়া খেয়ে পালাতে লাগল ওরা। তারপর আঁধার গিরিখাদে আহত রানার মুখোমুখি হলো ওই নিষ্ঠুর দানব। অন্তরের গভীরে বুঝে নিল রানা, আর কোনও উপায় নেই।

সেবা প্রকাশনী

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

মাসুদ রানা

পাশবিক

কাজী আনোয়ার হোসেন
সহযোগী
কাজী মায়মুর হোসেন

দুই পর্ব একত্রে

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
ISBN 984-16-7447-5

প্রথম পর্ব

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

এক

কুচকুচে কালো, নিচু ঘন মেঘ ছুঁয়ে ঝোড়ো হাওয়া তুলে ছুটছে হেলিকপ্টার। ওটার রোটর ব্লেডের খাপাটি-খাপাটি শব্দ ছাপিয়ে রেডিয়োতে ধমকে উঠলেন শেরিফ জর্জ হফম্যান: 'নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, আগামী চার ঘণ্টার ভেতর মারা পড়বে?'

তুষারাবৃত অরণ্যের মাথা ছুঁয়ে বহু দূরের নীল পর্বতের দিকে চলেছে হেলিকপ্টার। একবার মুখ তুলে ওটাকে দেখে নিয়ে জ্বলন্ত সিগার বুটের নীচে পিষে ভাবলেন শেরিফ: কিছুই করার নেই? মরবে অসহায় বাচ্চা ছেলেটা?

প্যাট্রল কারের ভিতর ঘেউ করে উঠল রেডিয়ো, 'শেরিফ হফম্যান!'

ঝট্ করে ঘুরে রেডিয়োর দিকে চাইলেন শেরিফ। কনকনে শীতের হাওয়ায় চারকোনা চেহারা লালচে। জানালা দিয়ে ভিতরে হাত ভরে মাইক্রোফোন অন করলেন তিনি। 'বলছি!'

ওদিকের লোকটা জানাল, 'শেরিফ, ভলান্টিয়াররা ট্রেইলের শুরুতে বাচ্চাটার কোনও চিহ্ন পায়নি। গার্ডরা পৌঁছে গেছে সেই সিডার পাস পর্যন্ত। ওরাও কারও কোনও পায়ের ছাপ দেখেনি।'

ভুরু আরও কুঁচকে বললেন হফম্যান, 'মন দিয়ে শোনো আমার কথা! আঁধার নামতে আর মাত্র চার ঘণ্টা বাকি। তার আগেই ছেলেটাকে খুঁজে না পেলে বরফে জমে যাবে ও।

আবহাওয়া অফিস থেকে জানিয়ে দিয়েছে, আসছে বড় তুষার ঝড়। ...আমরা আকাশে কয়টা পাখি তুলেছি?'

'ছয়টা কপ্টার, স্যর,' বেড়ে গেল রেডিয়োর স্ট্যাটিক। 'কিন্তু জঙ্গলে খোঁজা প্রায় অসম্ভব। তা ছাড়া, সূর্যের আলো ঢাকা পড়েছে ঘন কালো মেঘে। জঙ্গলের ভেতর বেশি দূর দেখা যাচ্ছে না।'

বিড়বিড় করে কপালের দোষ দিয়ে গাড়ির গায়ে হেলান দিলেন প্রকাণ্ডদেহী হফম্যান। ওজনের ভারে দুলে উঠেছে ভারী গাড়ি। 'সবাইকে আরও ভালভাবে খুঁজতে বলো। রাত নেমে গেলেও খুঁজব আমরা। কারও আপত্তি থাকলে একবার ভেবে দেখুক, হিংস্র জন্তু-জানোয়ার ভরা জঙ্গলে কেমন লাগছে চার বছরের ওই বাচ্চার!'

ক্ষোভ নিয়ে সামনের সিটে মাইক্রোফোন ছুঁড়ে ফেললেন তিনি। আর তখনই পাশে এসে থামল কালো এক পিকআপ। দরজা খুলে গেল। নুড়ি পাথরে জুতোর আওয়াজ পেয়ে ঘুরে চাইলেন শেরিফ। সামান্য হাঁ হয়ে গেল মুখ। পিকআপ থেকে সুঠামদেহী এক যুবক নেমে আসতেই তার পাশে লাফিয়ে নেমেছে কোমরসমান, বিশাল, কালো এক নেকড়ে।

পিকআপের নাক ঘুরে হফম্যানের সামনে থেমে জানতে চাইল যুবক, 'নতুন কিছু জানা গেল, শেরিফ?'

মাথা ঘুরিয়ে জঙ্গলের গাছের সারি দেখছে মস্ত নেকড়ে।

ওটাকে খুব কাছ থেকে দেখে হতবাক হয়েছেন হফম্যান, তিন সেকেণ্ড পর বললেন, 'ওটাকে নিয়ে আসার মানেটা কী, মিস্টার রানা?'

'কোনও মানে নেই,' শান্ত স্বরে বলল মাসুদ রানা।

বিসিআই থেকে ওকে লম্বা ছুটি দেয়া হয়েছে। বিখ্যাত বাংলাদেশি ব্রেইন স্পেশালিস্ট ডক্টর অনিল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রতি সপ্তাহে ফোন করেন, একবার দেখেও গেছেন, কিছু ওষুধ পাল্টে

BanglaBook.org

দিয়ে খানিক গল্প করে বিদায় নিয়েছেন। ইজরায়েলী কারাগারের হাসপাতালে *পি-সেভেন ভিএম নামের ভয়ঙ্কর এক বিষাক্ত সিরাম ইঞ্জেক্ট করা হয়েছিল ওর শরীরে। চেয়েছিল ওকে বোধবুদ্ধিহীন যোম্বি করে দিতে। কিন্তু ব্রেন-ওয়াশ সিরামের প্রথম ডোযের পর পরই তিনতলার জানালা থেকে লাফিয়ে নেমে প্রহরী দু'জনকে খুন করে বেরিয়ে গিয়েছিল ও জেল ভেঙে। উপযুক্ত চিকিৎসার পর সুস্থ হয়েছে। কিন্তু ডাক্তাররা বলে দিয়েছেন, বছরের একটা বিশেষ সময়ে ওর ক্ষুরধার বুদ্ধি, শারীরিক রিফ্লেক্স ও স্মৃতিশক্তি খানিকটা কম থাকবে ওই মারাত্মক সিরামের প্রভাবে। সেই সময় বিসিআই রানাকে কোনও অ্যাসাইনমেন্ট দেয়া থেকে বিরত থাকবে। ডক্টর অনিল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ধারণা করছেন: আগামী কয়েক বছরে শরীর থেকে বেরিয়ে যাবে সিরাম, জটিল এই রোগ সম্পূর্ণ নিরাময় হবে। রোগ ধরা পড়বার পর থেকে তাঁর কথা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলছে রানা। অসুস্থতা বাড়লে কমিয়ে দিচ্ছে কাজ, ভাবতে দিচ্ছে না মনটাকেও। নিজের জন্য বেছে নিচ্ছে পছন্দের আর কোনও কাজ। সেই কারণেই আজ এই জঙ্গলের ধারে শেরিফের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে ও।

'খবর দিতে লোক পাঠিয়েছিলাম, শুনলাম আমাদের কাউন্টি থেকে দূরে কোথাও গেছেন।'

'একটু আগে ফিরেছি,' ফ্যাকাসে নীল জিন্সের প্যান্টের হাঁটুর কাছে মোকাসিন জুতোর ফিতা টাইট করল রানা। পরনে বাদামি চামড়ার শার্ট। 'সংক্ষেপে বলুন কী হয়েছে।'

এক পা সামনে বাড়লেন উত্তেজিত শেরিফ হফম্যান। 'মিস্টার রানা, জঙ্গলে হারিয়ে গেছে চার বছরের এক ছেলে। যদি সন্ধ্যার আগে খুঁজে না পাই, মারা পড়বে। তুষার ঝড় আসছে।

---

* অখণ্ড অবসর

BanglaBook.org

রাতে খোঁজা সম্ভব নয়। আমার সব ক'জন ডেপুটি, তিন শ' ভলান্টিয়ার আর প্রায় এক হাজার ন্যাশনাল গার্ড খুঁজছে উত্তর রিজে। ট্র্যাক করতে ব্যবহার করা হচ্ছে কুকুর। আকাশ থেকে চোখ রাখছে ছয়টা হেলিকপ্টার। কিন্তু এত কিছু করেও ছেলেটার কোনও হদিস পাওয়া যায়নি। যেন স্রেফ মিলিয়ে গেছে হাওয়ায়।'

হফম্যানকে পাশ কাটিয়ে স্কোয়াড কার থেকে পোর্টেবল রেডিয়ো তুলে নিল রানা, গুঁজে নিল বেল্টে। শান্ত শোনাল কণ্ঠ: 'ছেলেটাকে শেষবার ঠিক কোথায় দেখা গেছে?'

'ওদিকে,' জঙ্গল দেখিয়ে দিলেন শেরিফ। 'ট্রেইলের শুরুর দিকে। ওর বাবা-মা বলেছে, এক মিনিট আগে ছিল, পরের মিনিটেই উধাও।'

'গায়ে কী ছিল?' পিকআপ থেকে খাবার ও ইমার্জেন্সি কিট নিয়ে চামড়ার ব্যাগে পুরে ওটা কাঁধে ঝোলাল রানা। কোমরের বেল্টে ঝুলছে চামড়ার কেসে সিঙ্গল ক্যান্টিন।

'নীল শার্ট, লাল কোট, পুরনো জিন্সের প্যান্ট আর টেনিস শু,' বললেন শেরিফ। 'সূর্য যতক্ষণ থাকবে, অসুবিধে হবে না ওর, কিন্তু রাত নামলে...' মিলিয়ে গেল হফম্যানের কণ্ঠ। চেয়ে আছেন তুষার ছাওয়া ঘন জঙ্গলের দিকে।

রানা পরে নিল চামড়ার কোট। ওটা অদ্ভুত ডিযাইনের। নেমেছে উরু পেরিয়ে। চিরে দেয়া হয়েছে সামনের দিক। কাঁধের উপর জোড়া চামড়ার ভারী হুড। বৃষ্টি বা তুমুল ঝড় এলে রক্ষা করবে মাথা-ঘাড়। রেড ইণ্ডিয়ান জিনিস।

'ট্র্যাকে নামিয়ে দেয়া হয়েছে কুকুর?' জানতে চাইল রানা।

'হ্যাঁ। শুধু কুকুর না, শত শত ভলান্টিয়ার খুঁজছে ওকে। শহরের সক্ষম সবাই নেমে পড়েছে।'

'সবাইকে বলুন, যে-যেখানে আছে, সেখানেই যেন থাকে।' ভুরু কুঁচকে জঙ্গল দেখল রানা। ওখানে ক্রমেই নামছে অন্ধকার।

Banglabook.org

‘এমনিতেই ট্র্যাক মাড়িয়ে ফেলেছে অনেকে।’

প্রকাণ্ড নেকড়ের দিকে চাইল রানা। ‘হান্টার?’

মুখ তুলে ওকে দেখল কালো নেকড়ে। সোজা হয়ে দাঁড়াতেই কাঁধে ফুলে উঠেছে থোকা-থোকা পেশি। শক্ত হয়ে গেল শরীর। মস্ত মাথা ঘুরিয়ে হাঁটতে লাগল জঙ্গলের দিকে।

ওর বাবার নামও ছিল হান্টার, মা নেকড়ে। প্রথম হান্টারকে ডগ ক্যানারিতে রেখে দেশে ফিরেছিল রানা। কিন্তু রটওয়েইলার কুকুরটা পালিয়ে গিয়েছিল ক্যানারি থেকে, মিশে গিয়েছিল নেকড়েদের পালে। কিন্তু রানা অ্যাসপেনে ফিরলেই হাজির হতো খাটো লেজ ও আন্তরিক আদর নিয়ে। তখন সঙ্গে থাকত মাদি এক বিশাল নেকড়ে। এভাবে কেটে গেল দু’বছর, কিন্তু শেষবার রটওয়েইলার আর তার সঙ্গিনীকে রানা দেখেছে জঙ্গলে, মৃত অবস্থায়। ওদের বাচ্চাগুলোকেও গুলি করে খুন করেছিল নিষ্ঠুর এক ট্র্যাপার। কিন্তু পড়ে যাওয়া এক গাছের কাণ্ডের নীচে মাটি খুঁড়ে লুকিয়ে পড়েছিল রটওয়েইলার ও মাদি নেকড়ের শেষ সন্তান– আহত দ্বিতীয় হান্টার। মা-র গোত্রের মতই দেখতে হয়েছে সে। কিন্তু আকারে যে-কোনও নেকড়ে-ছানার চেয়েও অনেকটা বড়।

নেকড়ের সঙ্গে হাঁটতে শুরু করতেই রানাকে পিছন থেকে ডাকলেন শেরিফ হফম্যান, নার্ভাস: ‘সত্যিই কি ভাবছেন ছেলেটার বাঁচার সুযোগ আছে? মানে, যেভাবে ট্র্যাক মাড়ানো হয়েছে...’

এক মুহূর্ত দ্বিধা করল রানা, ঘুরে চাইল শেরিফের চোখে।

কুচকুচে কালো মণিতে দৃঢ়বদ্ধ প্রতিজ্ঞা দেখলেন হফম্যান।

ওই দুই চোখ হিম শীতল হাওয়ার চেয়েও ঠাণ্ডা।

কোনও জবাব না দিয়ে ঘুরে রওনা হয়ে গেল রানা, ঢুকে পড়ল বরফে ছাওয়া জঙ্গলে।

অরণ্যে স্‌স্‌স্‌ শব্দে বইছে কনকনে হিমেল হাওয়া, সেই সঙ্গে

BanglaBook.org

ঝরঝর করে ঝরছে ঝুরঝুরে তুষার। বড় একা পল। মনে ভয়, বড় ভয়। জানে না এত ভয় কেন। ঘনিয়ে আসছে আঁধার। একটু পর ডুবে যাবে সূর্য। হাঁটতে হাঁটতে এ কোথায় এসে পড়েছে ও!

'উফ্, কী ঠাণ্ডা!' বিড়বিড় করল পল। অস্ফুট স্বরে ডাকল, 'আম্মু!'

যদি আব্বু-আম্মু এসে ওকে নিয়ে যেত গরম কোথাও!

ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল পল। দু'গাল বেয়ে দরদর করে নামল অশ্রু। তুষার ছাওয়া জঙ্গলে থরথর করে কাঁপছে শীতে। খটা-খট শব্দ তুলছে দু'পাটি দাঁত। কোথাও যাওয়ার নেই ওর। ভীষণ একা। ভাবল, কেউ এসে যদি ওকে নিয়ে যেত এখান থেকে!

ঘন জঙ্গলে দুঃসাহসী পুরুষ চিতার মত দ্বিধাহীনভাবে চলেছে মাসুদ রানা। মাঝে মাঝে থেমে পড়ে জমি দেখছে, সতর্ক। পিছনের আকাশে ভোমরার মত চক্কর কাটছে ন্যাশনাল গার্ডদের হেলিকপ্টার।

ওদিকে মনোযোগ নেই রানার, অন্য কাজে ব্যস্ত। ভাল করেই জানে, শেরিফ হফম্যানের কথাই ঠিক। একবার রাত নামলে দু'চার ঘণ্টার ভিতর মারা পড়বে ছেলেটা। পড়ে যাওয়া এক গুঁড়ির কাছে থামল রানা। এখানে পিছলে গিয়েছিল ছেলেটা। চার পাশের জমি দেখল ও।

উঠে বামে গেছে ছেলেটা। একটু গিয়েই ডানে। তারপর আবারও বামে। বাচ্চারা এমনই হয়। পূর্ণবয়স্ক মানুষের চেয়ে তাদেরকে ট্র্যাক করা ঢের কঠিন। সাধারণ মানুষ সোজা পথ বেছে চলে, কিন্তু বাচ্চারা উদ্দেশ্যহীন এগোতে থাকে। সামান্য কারণে আরেক দিকে চলে যায়।

এই বাচ্চার পা টেনে হাঁটবার চিহ্ন দেখে রানা বুঝেছে, বড্ড

Banglabook.org

ক্লান্ত ও। ভীষণ শীত, জমিয়ে দিতে চাইছে রক্ত। কোনও দিকেই মনোযোগ নেই।

ছোট্ট পা-র অস্পষ্ট ছাপ ঝুঁকে দেখছে রানা। ছেলেটা খুব হালকা, নইলে ভালভাবে মাটিতে পড়ত চিহ্ন, সহজ হতো ট্র্যাক করা। রানার অসতর্ক চোখে এড়িয়ে যেতে পারে অগভীর ছাপ। আগের চেয়েও মনোযোগী হলো ও। অন্য কারণে চিন্তিত: ক্রমেই ধূসর হয়ে উঠছে দিনের হলদে আলো। একটু পর নামবে সন্ধ্যা।

একবার মুখ তুলে ঢলে পড়া সূর্য দেখল রানা। কুঁচকে গেল ভুরু। অন্তরের গভীরে বুঝল, কেমন লাগছে বাচ্চাটার। হারিয়ে গেছে। একা। জঙ্গলে কোথাও নেই বাবা-মা।

কঠোর হয়ে গেল রানার দৃষ্টি।

না, ছেলে, তুমি মরবে না... আমি তোমাকে খুঁজে বের করব!

আরও একঘণ্টা পর সার্চ পার্টি ট্র্যাক মাড়ায়নি, এমন চিহ্ন পেল রানা। পরবর্তী ঘণ্টায় বুঝল, পায়ের চিহ্ন মুছে ফেলেছে সার্চ পার্টি। গত দুই ঘণ্টা ধরে নিজেকে সামান্য বিশ্রাম না দিয়েই হেঁটে চলেছে রানা।

ওর জানা হয়ে গেছে, খুবই কাছে পৌঁছে গেছে।

এদিকে ফুরিয়ে আসছে সময়।

একটু পর ঝুপ্ করে নামবে রাত।

কিন্তু বেশি দূরে নেই বাচ্চাটা।

ছোট ছোট জুতোর ছাপ স্বাভাবিক নয়। টলতে টলতে গেছে। আর হাঁটতে পারছে না। বার-বার থেমে বিশ্রাম নিচ্ছে।

ডুবতে শুরু করা সূর্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে দ্রুত হাঁটছে রানা। বার-বার থামছে, দেখছে নানান চিহ্ন, তারপর আবারও রওনা হয়ে যাচ্ছে। গত বছর একটা বাচ্চা মেয়েকে খুঁজে বের করেছিল ও। ওদের মন বোঝে। সামনে একটা ঢালু টিলা দেখে সেদিকে চলল রানা। অনুসরণ করছে প্রায় অদৃশ্য ছাপ। কখনও

BanglaBook.org

কখনও আন্দাজে বুঝে নিচ্ছে কোন্ দিকে যেতে পারে ছেলেটা।

কিছুটা যাওয়ার পর টিলার মাঝে সরু এক গিরিপথ পেয়ে গেল। সম্ভবত ওদিকেই গেছে ছেলেটা। অন্তত ও নিজে ছোট হলে তা-ই যেত। আবারও হাঁটতে লাগল রানা। চোখ এড়াচ্ছে না সামান্য সব চিহ্ন। সাবধান না থেকে উপায়ও নেই ওর। পায়ের ছাপ হারিয়ে গেলে ব্যাকট্র্যাকের সময় পাবে না, তার আগেই নামবে রাত।

টিলার খুব কাছে পা পিছলে গেছে ছেলেটার। ওখানে থেমে ছাপগুলো মনোযোগ দিয়ে দেখল রানা। নিশ্চিত হয়ে নিল।

ওই যে, খুদে পায়ের ছাপ গেছে ডানদিকের ঢালে।

কিন্তু ওখান থেকে বামে মোড় নিল।

পথ হারিয়ে হাঁটছে বেঘোরে।

অনুসরণ করছে রানা, পাত্তা দিচ্ছে না ভয়ঙ্কর শীতকে।

পাশে আলতো পায়ে হাঁটছে হান্টার। খানিকটা কুঁজো হয়ে উপরের ঢালের দিকে চলেছে রানা। দ্রুত পা, কিন্তু সতর্ক। যে-কোনও সময়ে গিরিপথ থেকে সরবে বাচ্চাটা। লালচে হয়ে ওঠা ডুবন্ত সূর্যের দিকে দ্বিতীয়বার ঘুরেও চাইল না রানা।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা মনোযোগ ধরে রেখে পরিশ্রান্ত হয়ে উঠেছে। আগেই জানত, এমন হবে, যখন হতাশা ধরে বসতে চাইবে ওকে। আর মাত্র কয়েক মিনিট পর হারিয়ে যাবে শেষ আলো। তার মানে, আজ রাতে আর ছেলেটাকে খুঁজে পাবে না। অন্ধকারে সম্ভব হবে না ট্র্যাক করা।

'না, খোকা, এই তো এসে পড়লাম বলে!' বিড়বিড় করল রানা। 'মরতে দেব না আমি তোমাকে!'

BanglaBook.org

ক্লান্তিতে অবশ হয়ে গেছে পল। একটা পা তুলে সামনে ফেলবে সে শক্তি নেই। এপাশ-ওপাশ তাকিয়ে ঝড়ে উপড়ে পড়া একটা

বুড়ো ওকের পাশে বসে পড়ল ও, সামান্য ফুঁপিয়ে উঠে কুঁকড়ে শুয়ে পড়ল হাত-পা বুকের কাছে নিয়ে। বুঝতে পেরেছে, বাবা-মা কেউ আসবে না। কেউ জানেই না ও যে হারিয়ে গেছে। খামোকাই অভিমান হচ্ছে ওর মা-বাবা-নিনির ওপর। অসাড় হয়ে আসছে শরীর, কাঁপছে ঠক-ঠক করে। ও জানে, জঙ্গলে মস্ত সব বাঘ-ভালুক, হাতী-নেকড়ে-সিংহ থাকে। আর একটু আঁধার হলেই, গন্ধ শুঁকে এসে হাজির হবে— চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে ওকে। কেউ জানতেই পারবে না, আজ রাতের মধ্যেই ও হজম হয়ে যাবে বাঘের পেটে। চোখ বুজে কতক্ষণ শুয়ে ছিল বলতে পারবে না, হঠাৎ চোখ মেলেই দেখতে পেল, টিলার ওপর ছায়াভরা গ্র্যানেট পাথরের স্ল্যাবে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল, কালো এক ভয়ঙ্কর নেকড়ে!

মুখ তুলে ওটাকে দেখেই চমকে উঠে বসল পল, চিৎকার করতে চাইল, কিন্তু পারল না; গলা শুকিয়ে কাঠ।

ওই নেকড়ের পাশেই ডাকাতের মত লম্বা এক লোক!

একটা লোক... সঙ্গে মস্ত নেকড়ে?

হ্যাঁ, লোক। আর নেকড়ে!

চাঁদের রুপালি আলোয় জ্বলজ্বলে চোখে নেকড়েটা দেখছে ওকে। বেরিয়ে আছে সাদা, বড় বড় দাঁত।

ভীষণ ভয় পেল পল। স্থির হয়ে গেছে মূর্তির মত।

উপরের স্ল্যাব থেকে নেমে আসছে লোকটা। পাশেই নেকড়ে। কোনও শব্দ করছে না তারা। তারপর নরম সুরে কথা বলল লোকটা। 'কিচ্ছু ভয় নেই, খোকা।'

এক ছুটে এসে পলের গালে গরম নাক ঘষে দিল নেকড়ে।

হাসতে চাইল পল। কাঁপা দু'হাতে ধরল নেকড়ের ঘাড়।

কয়েক সেকেণ্ড পর পলকে বুকে তুলে নিজের কোটে মুড়িয়ে নিল লোকটা। ঠাণ্ডা মাটি স্পর্শ করছে না পলের পা। গাছের

BanglaBook.org

সারির ভিতর দিয়ে রওনা হয়ে গেল লোকটা ওকে নিয়ে। পাশেই হাঁটছে কালো নেকড়ে। তখনই আরম্ভ হলো তুষার ঝড়ের প্রথম তোড়। তুমুল বেগে বইছে হাওয়া। তবুও ভয় পেল না পল। এই লোকটা তার কোটে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে রেখেছে ওকে।

শীতল ঝড়ের মাঝেও গরম হয়ে উঠছে পলের শরীর। ভাবল, এত শক্তিশালী লোক নিশ্চয়ই ওকে মরতে দেবে না? অন্তরের গভীরে বুঝে গেল, এই মানুষটার কাছে ও খুব নিরাপদ।

'সত্যিই, কসম খোদার,' মাথা নাড়লেন শেরিফ হফম্যান, 'আপনি যে সত্যিই বাচ্চাটাকে ফিরিয়ে আনতে পারবেন, মিস্টার রানা, আমরা কেউ তা ভাবতেও পারিনি!'

দুলন্ত গাছের ডালের আঘাতে ছড়ে যাওয়া হাত ও মুখ রানার, কোনও কথা না বলে চুমুক দিল কড়া, কালো কফিতে।

ওরা আছে শেরিফের অফিসে। রাস্তার ধারে সার দিয়ে দাঁড়ানো লোকগুলোর মধ্যে থেকে ছুটে এসে চিলের মত ছোঁ দিয়ে বাচ্চাটাকে বুকে তুলে নিয়েছিল মা। কীভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে ভাষা খুঁজে পাচ্ছিল না বাবা, তোতলা মানুষ, তোতলাচ্ছিল আরও। তারপর সবাই মিলে সে কী আনন্দ! কে কার আগে হাত মেলাবে... আনন্দে ফেটে পড়েছিল গোটা শহর। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে জানতে চাইল রানা, 'বাচ্চাটা সুস্থ আছে তো?'

'হ্যাঁ,' নিজের কাপে আরও কফি ঢাললেন শেরিফ। 'ডাক্তার বলেছে, একটু ডিহাইড্রেশন হয়েছে, শকের ভেতর আছে, কিন্তু ফ্রস্ট বাইট নেই। হাসপাতালে ভর্তি করে নিয়েছে। ওর বাবা-মা ফোন করেছিল। তারা আপনাকে বিশেষ ভাবে সম্মান ও কৃতজ্ঞতা জানাতে চায়।'

আরেক চুমুক কফি নিল রানা। 'তাদেরকে বলবেন, আমি খুশি যে পল সুস্থ।'

BanglaBook.org

নীরবতা নামল ঘরে।

মনোযোগ দিয়ে মাসুদ রানাকে দেখলেন শেরিফ হফম্যান।

বাঙালি যুবকের চেহারা দেখলে মনে হয় সে ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর লোক। চওড়া দুই কাঁধ, ব্যায়াম করা দেহ, কিন্তু এসব নয়, দেখা মাত্র আকর্ষণ করে অন্য কিছু– ওই দুই চোখের গাঢ় কালো মণি। ওখানে আছে অদ্ভুত মায়া। নিজেকে যেন লুকিয়ে রেখেছে সবার কাছ থেকে। কিন্তু কখনও কখনও ধরা পড়ে যায় ওর নরম অন্তর।

'মিস্টার রানা, আপনি মানুষের সঙ্গে মিশতে পছন্দ করেন না, তাই না?' বললেন শেরিফ। 'আপনার জন্যে বিশেষ সংবর্ধনা অনুষ্ঠান করতে চাইছে শহরের সবাই। সম্মান হিসেবে এই শহরের চাবি দিতে চাইছে ওরা।'

'এই শহরের কোনও চাবি ছাড়াই তো চমৎকার আছি,' মৃদু হাসল রানা।

'কিন্তু শহরের সবাই যখন আপনাকে সম্মান দিতে চাইছে, আপনি আপত্তি তুলবেন কেন?'

মাথা নাড়ল রানা। 'অনুষ্ঠান আমার ভাল লাগে না। আর কোনও পুরস্কারের জন্যেও তো কিছু করিনি।'

'কিন্তু... জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বাচ্চাটাকে নিশ্চিত মৃত্যুর কবল থেকে উদ্ধার করে এনেছেন,' আপত্তির সুরে বললেন হফম্যান। 'আমরা হাজার খানেক লোক ওকে খুঁজে বের করতে পারিনি। ছেলেটা ঠিক মারা যেত আপনি না থাকলে।' চুপ করে আছে রানা। তাতে মোটেও বিরক্ত হলেন না শেরিফ। 'গত বছর জঙ্গল থেকে উদ্ধার করলেন ওই নব দম্পতিকে। চার দিন অনাহারে থেকে ট্র্যাক করে খুঁজে বের করেছিলেন। মরতে বসেছিলেন নিজেই। আপনি না থাকলে লাশ হয়ে যেত ওরা। এসবের জন্যে আপনার পুরস্কার পাওয়া উচিত না?'

BanglaBook.org

'কোনও কারণে আপনাদের মনে স্থান পেয়ে থাকলে, সেটাই আমার জন্যে সেরা পুরস্কার,' বলল রানা।

মাথা দোলালেন শেরিফ। জানতে চাইলেন, 'মিস্টার রানা, শুনলাম এবার চলেছেন মাঞ্চুরিয়াতে? ওখানে কেন?'

'সিরাজউদ্দীন বেঙ্গল সায়েন্স ইন্সটিটিউট চাইছে যেন অন্তত একটা সাইবেরিয়ান বাঘ ধরে দিই।' গম্ভীর হয়ে গেল রানা। 'ওই জিনিস পাওয়া যায় না বললেই চলে। কিন্তু কয়েক দিন আগে একটা নাকি দেখা গেছে। হয়তো ওখানে আর নেই, আবার থাকতেও পারে। চেষ্টা করে দেখব ধরতে পারি কি না।'

মৃদু হাসলেন শেরিফ হফম্যান। 'আপনার প্রিয় সেই শ্রদ্ধেয় ডক্টর সিরাজউদ্দীন?' শুকিয়ে গেল তাঁর হাসি। 'শুনেছি, দুনিয়ার সবচেয়ে চতুর আর হিংস্র প্রাণী ওই বাঘ। গ্রিজলির চেয়েও ভয়ঙ্কর। গোপনে পিছু নিয়ে শিকার করে মানুষকে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল রানা। 'আমিও তা-ই শুনেছি। সেরা ট্র্যাকার ওই সাইবেরিয়ান টাইগার। নড়তে শুরু করার আগে আওয়াজ করে না, আর সব সময় অ্যাম্বুশ করে আচমকা। আগেও একটা ধরেছি। কিন্তু এবারেরটা অন্যরকম।'

'কোন্ দিক থেকে আলাদা?'

'জঙ্গল একেবারে ভিন্ন।' ডেস্কে কফির কাপ নামিয়ে রাখল রানা। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'ডার্ট ছুঁড়তে হবে খুব কম রেঞ্জ থেকে। তিরিশ ফুটেরও কম।'

'তার মানে বাঘের অত কাছে যেতে হবে? আপনার দিক থেকে বাতাস ওদিকে গেলে?'

'কোনও না কোনও উপায় বেরোবে।' একবার হাত নেড়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল মাসুদ রানা।

শেরিফ জর্জ হফম্যান ভাবলেন: খুবই যোগ্য লোক ওই মানুষটা, আর তেমনি বদ্ধ পাগল! এমন ঝুঁকি কেউ নেয়?

Banglapdf.org

দুই

রাতের নিকষ অন্ধকারে জঙ্গলের মাঝ দিয়ে দ্রুতপায়ে চলেছে সে।

স্প্রুস, বার্চ আর পাইনের ডালপালা দুলিয়ে এলোমেলো করে দিচ্ছে শীতল হু-হু হাওয়া। হঠাৎ থেমে বার কয়েক বুক ভরে বাতাস নিল সে। প্রতি দমে ফুলে উঠছে পেশিবহুল, প্রশস্ত বুক। তার জানা আছে, পায়ের নীচের সব শেওলা টিকে আছে শত শত শতাব্দী ধরে। অন্তত বারোটা ফুলের সুবাস রাতের হাওয়ায়, আমন্ত্রণ জানাচ্ছে তাকে। এসব ফুলের কথা ভাল করেই জানে সে। কাছের গাছটার বাকল উপশম করে ব্যথা। আর ওই দিকের গাছটার শেকড় খেলে ভরে পেট। প্রতিটি গাছের গোপন তথ্য তার জানা। কী ধরনের কাজে ব্যবহার হয়, তা-ও অজানা নয়। অথচ এই এলাকা তার অচেনা। অনেক দূর থেকে এসেছে সে। কিন্তু বুঝতে পারছে, এই অঞ্চলে ভালভাবেই বাস করতে পারবে।

পৃথিবীর অন্য যে-কারও চেয়ে অনেক ভালভাবে।

ওই যে, গেটের সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে গার্ড।

এবার সময় হয়েছে।

তার জানা আছে, কুকুর গায়ের গন্ধ পাওয়ার আগেই শেষ করতে হবে কাজ। মানুষের চেয়ে ঢের তীক্ষ্ণ শিকারি অনুভূতি কাজ করছে মগজে। একটা উদ্দেশ্য আছে তার। আর সেজন্য এগোতে লাগল গেটের দিকে।

BanglaBook.org

মানুষের স্বাভাবিক বুদ্ধিমত্তাও কাজ করছে মগজে, আর আছে প্রচণ্ড দৈহিক ক্ষমতা ও পাশবিক হিংস্রতা। কুঁজো হয়ে খালি পায়ে হেঁটে চলেছে নিঃশব্দে। ভূতের মত বেরিয়ে এল ঘন অরণ্য থেকে— যেন চাঁদের মরা আলোর আবছায়ায় শেওলাময় বনভূমি থেকে হাজির হয়েছে মারাত্মক এক প্রেতাত্মা গেটের খুব কাছে। কেউ জানে না, কী করবে সে, কেন।

একেবারে শেষ সময়ে দানবের মত ভুতুড়ে অবয়বটা দেখল গার্ড অন্ধকারে, হতবাক হয়ে গেল ভয়ে। পরক্ষণে চিৎকার করে ঘুরেই গুলি ভরল রাইফেলের চেম্বারে।

কিন্তু দেরি হয়ে গেছে বড্ড।

নখরওয়ালা মস্ত থাবার প্রচণ্ড এক থাবড়া খেয়ে ঘাড় থেকে ছিটকে চলে গেল প্রথম গার্ডের মাথা, ঝর-ঝর করে ঝরছে তাজা রক্ত। ওই একই সময়ে ফড়ফড় করে বুক চিরে দ্বিতীয় গার্ডের কলিজাটা ছিঁড়ে নিয়ে কচমচিয়ে চিবিয়ে খেল সে। দূরের তারকাঁটার বেড়ার কাছে ঘেউ-ঘেউ করছে কুকুর। তীরের মত ছুটে এসে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইল এক জার্মান শেফার্ড। পরক্ষণে উল্টোদিকে উড়ে গেল ওটার দ্বিখণ্ডিত দেহ। যে শক্তি ব্যবহার করে কুকুরটাকে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে, তা কোনও মানুষের ক্ষমতার উর্ধ্বে।

তার জন্য এসব কিছুই নয়। গুলি শুরু করেছে তৃতীয় গার্ড। পাঁজরের হাড় উপড়ে নেয়ায় মরতে সময় নিল মাত্র তিন সেকেণ্ড।

কয়েক মুহূর্তে শেষ হয়ে গেল সব লড়াই।

নিচু ঘড়-ঘড়ে গর্জন ছেড়ে রক্তাক্ত তুষার দেখল সে, ঘুরে চাইল এই ফ্যাসিলিটির সিকিয়োর ভারী, ধাতব দরজার দিকে। ছুটন্ত গণ্ডারের চেয়েও দ্রুত পৌঁছে গেল ওখানে। আগেই দেখে নিয়েছে চারপাশ। প্রচণ্ড হুঙ্কার ছেড়ে দুই হাতে স্টিলের দরজার কিনারা ধরতেই মড়-মড় করে উঠল কবাট। পরক্ষণে বজ্রপাতের

BanglaBook.org

শব্দ তুলে গোটা প্যানেল উপড়ে এল রিইনফোর্স্‌ড্‌ কংক্রিটের দেয়াল থেকে।

সামনে আলো দেখে সরু হলো তার লাল দুই চোখ। মৃত্যুভয়ে আর্তচিৎকার করে উঠেছে ভেতরের সাদা ল্যাব-কোট পরা লোকজন, ঘুরেই দৌড় দিল তারা। কিন্তু রক্ষা নেই কারও!

সন্তুষ্ট গর্জন ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল আততায়ী অসহায় বিজ্ঞানী ও ল্যাব-সহকারীদের উপর। ছিটকে পড়ছে দুর্বল মানুষের রক্তাক্ত লাশ। এদের লাশ চাই তার। লাশ...

কেউ বাঁচবে না তার হাত থেকে!

তিন

'ছোট হলে হবে কী, মারাত্মক হিংস্র দানব, তা-ই না?' বলে উঠেছেন সাদা ল্যাব-কোট পরা বয়স্ক প্রফেসর, পক্বকেশ আহমেদ সিরাজউদ্দীন বাঙালি— ধর্মব্যবসায়ী ও পাকিস্তানপন্থী বেঈমানদের ওপর খেপে গিয়ে বাঙালি জাতির নাম জুড়ে দিয়েছিলেন নিজের নামের শেষে আজ থেকে তিরিশ বছর আগে। এখন মনোযোগ দিয়ে দেখছেন লাল পিঁপড়ার সেনাবাহিনী— কোনও কোনও পিঁপড়া দৈর্ঘ্যে মানুষের বুড়ো আঙুলের সমান। প্রফেসর যা ফেলেছেন অ্যাকুয়েরিয়ামে, তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে ওরা। মাত্র কয়েক সেকেণ্ডে খুন হয়ে গেছে ইঁদুর বিষক্রিয়ায়। এখন আরাম করে তার মাংস সাবাড় করছে পিঁপড়ার দল। কিন্তু মাত্র তিন মিনিট পর থাকল শুধু সাদা কয়েকটা হাড়।

Banglabook.org

স্টপওয়াচ বন্ধ করলেন ডক্টর সিরাজউদ্দীন, আবারও দেখলেন অ্যাকুয়েরিয়াম। কুঁচকে গেছে ভুরু। 'হ্যাঁ, সত্যিই ভয়ঙ্কর হিংস্র।'

সিরাজউদ্দীন বেঙ্গল সায়েন্স ইন্সটিটিউটের ল্যাবোরেটরিতে উপস্থিত সহকারীদেরকে ঘুরে দেখলেন দুনিয়া-সেরা ক্রিপটোযুলোজিকাল জিনিয়াস। যেন নিজেকেই জিজ্ঞেস করলেন, 'ওদের দিয়ে কী করব আমরা? শিকারকে খাওয়ার আগেই খুন করে ফেলছে বিষ দিয়ে।' আরেকবার অ্যাকুয়েরিয়াম দেখে নিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, আগে বের করতে হবে এদের বিরুদ্ধে সিরাম... নইলে বিরক্ত করে ছাড়বে ডাক্তার আর ড্রাগস কোম্পানি। ...তোমাদের কেউ বিষের মলিকিউলার ওজন পেলে?'

প্রকাণ্ড এক ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের সামনে থেকে বিড়বিড় করল এক মহিলা, 'এখনও না, ডক্টর। আরও দু'এক মিনিট লাগবে।'

মুখ ফিরিয়ে আবারও অ্যাকুয়েরিয়াম দেখলেন সিরাজউদ্দীন। কাঁচের ওদিকে পিলপিল করে ঘুরে বেড়াচ্ছে বিষাক্ত পিঁপড়াগুলো। ওরা ছাড়াও ল্যাবোরেটরিতে রয়েছে দুনিয়ার প্রায় সব ধরনের বিষাক্ত প্রাণী– কীটপতঙ্গ, স্তন্যপায়ী ও সরীসৃপ। এই মস্ত ঘরে রয়েছে কালো কাঁকড়াবিছা, গোক্ষুর, অ্যাডার, স্টোনফিশ, নিঃসঙ্গচারী বাদামি মাকড়সা, ভয়ানক বিষাক্ত সিডনি ফানেল ফাঁদপাতা মাকড়সা। শেষের ওটার কামড়ে কেউ টের পাবে না কী হয়ে গেল, কিন্তু বিষ রক্তে মিশে গেলে মরতে হবে পূর্ণবয়স্ক লোককে চব্বিশ ঘণ্টার ভিতর। ওটার অ্যান্টি-ভেনম তৈরি করেছেন স্বয়ং আহমেদ সিরাজউদ্দীন বাঙালি।

'এদের বিষ সম্ভবত নিউরোমাসকিউলার জাতের,' রেকর্ডারের জন্য মুখ খুললেন তিনি। হাতের ইশারা করলেন। মাথা দোলাল ভিডিয়ো টেকনিশিয়ান। পিঁপড়ার নৃশংস ওই হত্যাকাণ্ডের ছায়াছবি

BanglaBook.org

তুলেছে সে। 'শিকারের যেখানেই বিষ ঢেলে দিচ্ছে, অনায়াসেই তার দেহের লিগামেন্টাম ভেদ করছে। অবশ হচ্ছে মেডুলা অবলংগাটা, ফলে বন্ধ হচ্ছে শ্বাস-প্রশ্বাস। এখন কথা হচ্ছে, আমরা যদি...'

'ডক্টর?'

সাদা, ঝোপের মত ভুরু কপালে তুলে ঘুরে চাইলেন আহমেদ সিরাজউদ্দীন বাঙালি। হাঁটু ছোঁয়া কালো চুলের এক তরুণী বিজ্ঞানী এসে দাঁড়িয়েছে তাঁর সামনে। নেপালি মেয়েটা জানে, কাজে বাধা পড়লেও বিরক্ত হবেন না ডক্টর। সব সময় ধৈর্য ধরে সবার কথা শোনেন, এখানে চাকরি নেয়ার পর একবারও দেখেনি, কখনও কারও সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছেন বাঙালি বিজ্ঞানী।

'হ্যাঁ, টিপা,' নরম সুরে বললেন তিনি, 'কী বলবে?'

'কয়েকজন ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, স্যর।'

মৃদু হেসে আবারও অ্যাকুয়েরিয়ামের দিকে ফিরলেন বৃদ্ধ। 'বাছা, এত লোক দেখা করতে চাইছে, কিন্তু সময় কোথায় তাদের সঙ্গে কথা বলার? এখনও আমাদের ক্যান্টিন খোলা, ওখানে গিয়ে ওদেরকে অপেক্ষা করতে বলো। আজকাল দারুণ মুরগির রোস্ট করছে গাফ্ফার আলী।'

'এঁরা অপেক্ষা করবেন না, স্যর,' বিজ্ঞানীর এক ফুটের ভিতর পৌঁছে গেল টিপা মুই, চোখ বিস্ফারিত। গলা নিচু করল, 'তিনজন তাঁরা। দু'একজনের পরনে ইউনিফর্ম।'

স্মিত হাসলেন সিরাজউদ্দীন, 'ইউনিফর্ম? কীসের ইউনিফর্ম?'

'আর্মির ইউনিফর্ম, স্যর!'

হাসি ম্লান হলো না বিজ্ঞানীর, চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। 'বেশ, টিপা, জোর করে ঠেলে দিচ্ছ বিপদে, নিজে রয়ে যাও নিনার কাজে সাহায্য করতে। ওই বিষের মলিকিউলার ওজন বের

BanglaBook.org

করবে। ...ও, আরেকটা কথা, পঞ্চাশটা পিঁপড়ার বিষ চাই। ইলেকট্রোশক মেথডে ক্লোরোফর্ম দেবে– ঠিক ওই কালো বিধবা মাকড়সার মতই।' চোখ থেকে চশমা খুলে বুক পকেটে রেখে দিলেন। 'আমি দেখে আসি এত অধৈর্য কারা।'

'জী, স্যর। তাঁরা অপেক্ষা করছেন অবযার্ভেশন রুমে।'

'বেশ, যাচ্ছি।'

ল্যাবোরেটরি থেকে বেরিয়ে অবযার্ভেশন রুমে এলেন বিজ্ঞানী, কিন্তু দরজা পেরিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁকে দেখে কেউ ভাববে না, যৌবনে তিনি দুর্দান্ত সুপুরুষ বা আকর্ষণীয় ছিলেন। পিছনে ফেলে এসেছেন বাহাত্তর বছর, চুল সব কাশ ফুলের মত সাদা, মোটা ভুরুও; চওড়া কপালে ভারী কয়েকটা ভাঁজ। কিন্তু আয়নার মত ঝকঝক করছে দুই চোখ, চট্ করে যে-কেউ বুঝবে, সামনের ওই বৃদ্ধের মগজ আসলে ক্ষুরের মত ধারালো। ঝট্ করে বুঝে ফেলেন জটিল সব রহস্যের সমাধান। আসলে শিল্প, বিজ্ঞান আর বুদ্ধিমত্তার সমন্বয় ঘটিয়েই তিনি হয়ে উঠেছেন দুনিয়া-সেরা প্যালিয়োনটোলজিস্ট ও ক্রিপটো যুলোজিস্ট।

অনেকেই জানেন না, আসলে বায়োলজির বিশেষ একটি অংশ ক্রিপটোযুলোজি। গোটা দুনিয়ায় নামকরা বড়জোর বারোজন বিজ্ঞানী কাজ করছেন ওই বিষয়ে। বেশিরভাগ বিজ্ঞানী জানেনও না, এ শাখায় কাজ করছেন কেউ। সংক্ষেপে বললে: বিজ্ঞানের এই জটিল বিষয় কঠিন সব যুক্তি প্রয়োগ করে খুঁজে বের করে, যেসব প্রাণীকে ধরে নেয়া হয়েছে বিলুপ্ত, সেসব কেন এখনও রয়ে গেছে পৃথিবীতে।

বয়স চল্লিশ পেরিয়ে যাওয়ার পর ক্রিপটো যুলোজির প্রাঙ্গণে পা রাখেন আহমেদ সিরাজউদ্দীন বাঙালি। পরের তিন দশকে হয়ে ওঠেন সেরাদের সেরা। চিলির আন্দেজ পর্বতে আবিষ্কার

BanglaBook.org

করেন জীবিত অ্যাটাকামা শকুন, তারপর গ্রিনল্যাণ্ডের উত্তর উপকূলের গভীর সাগরে অন্ধ স্টোনফিশ। সবাই ধরে নিয়েছিলেন প্যালিয়োনলিথিক পিরিয়ডেই হারিয়ে গেছে ওই মাছ। কিন্তু থিয়োরির মাধ্যমে প্রথমে ডক্টর সিরাজউদ্দীন প্রমাণ করেন, গ্রিনল্যাণ্ডের পুব স্রোতের দক্ষিণে রয়ে গেছে ওই মাছ। ওরা আসছে আর্কটিক সাগর থেকে। তাঁর গবেষণা-পত্রে জানান, আর্কটিক সার্কেলের উপরের অংশে মেরু বিন্দুর কাছে বরফের নীচে আরামসে বাস করছে অন্ধ স্টোনফিশ। কিন্তু ফাণ্ড জোগাড় করতে পারেননি বলে আরও গবেষণা করা সম্ভব হয়নি।

অবশ্য, তাঁর আশ্চর্যজনক আবিষ্কারের কারণে বিজ্ঞানীদের সমাজে হয়ে ওঠেন পরিচিত। আর এ কারণেই তাঁর কাজের বিষয়ে আগ্রহী হন কয়েকজন ধনী ফিলানথ্রোপিস্ট। তাঁরা দেখেন: লোভহীন, নিষ্কলঙ্ক আহমেদ সিরাজউদ্দীন বাঙালির মুনাফা-শূন্য বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ জ্ঞান সত্যিই কাজে আসবে গোটা বিশ্বের মানুষের। ফলে ডোনেশন দিতে শুরু করেন তাঁরা। আর ফাণ্ড পেয়ে বড় আকারে সিরাজউদ্দীন বেঙ্গল সায়েন্স ইন্সটিটিউটের কাজ শুরু করেন বাঙালি বিজ্ঞানী। দক্ষ কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ দেন। আর এখন দুই দশক পেরিয়ে যাওয়ার পর দুনিয়ার প্রায় সব বিজ্ঞানী চেনেন তাঁকে। অচেনা সব স্পিশিস এবং তাদের টিকে থাকবার বিষয়ে আর সবার চেয়ে অনেক বেশি জানেন তিনি। বিজ্ঞানীরা বুঝে গেছেন: বিশেষ করে ভয়ঙ্কর বিষাক্ত সব সাপ, মাছ, মাকড়সার বিষয়ে তাঁর জ্ঞানের তুলনা হয় না। নানান বিষের মলিকিউলার চরিত্র চট্ করে ধরে ফেলেন তিনি।

প্রথমে নানান বিষ নিয়ে গবেষণা শুরু করেছিলেন কয়েকটি মেডিকেল ইন্সটিটিউটকে সহায়তা দেয়ার জন্য। কিন্তু তাঁর আবিষ্কার করা অ্যান্টি-ভেনমের চাহিদা বাড়তে লাগল দুনিয়া

BanglaBook.org

জুড়ে। গবেষণা করে বের করলেন, অন্তত বারো ধরনের বিষের প্রতিষেধক। সেজন্য চার আনা পয়সাও নেননি তিনি কারও কাছ থেকে। তাঁর লেখা বই, তাঁর লেকচার তাঁকে করে তুলেছে বায়োলজির এক সত্যিকারের মস্ত সাধক।

শুধু যে অ্যাকাডেমিকরা সহায়তা চেয়েছেন, তা নয়, নানান সরকারী এজেন্সি সাহায্য চেয়ে কখনও ফিরে যায়নি তাঁর কাছ থেকে। একবার সিআইএ আবদার করল, তাদের ফিযিশিয়ানরা যা বের করতে পারছে না, তা করে দিতে হবে। ভয়ঙ্কর এক বিষের প্রতিষেধক তৈরি করলেন তিনি। আফ্রিকার মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়া মারাত্মক এক ভাইরাসের অ্যান্টি-সিরাম আবিষ্কার করে রক্ষা করলেন হাজার হাজার মানুষকে।

এখন তাঁর চৌকো মুখে দেখা দিয়েছে মৃদু হাসি। খেয়াল করেছেন, অতিরিক্ত চকচক করছে কর্নেলের ইউনিফর্মের রুপালি ওক গাছের পাতার মত ব্যাজ। পাশেই এক মেজর, আরেক পাশে অচেনা সংগঠন থেকে আসা এক লোক। শেষেরজনের পরনে সিভিলিয়ান পোশাক। কিন্তু সিরাজউদ্দীন বুঝে গেলেন, এঁদের তিনজনের ভিতর ক্ষমতা বেশি এঁর। হাতে জ্বলছে সিগারেট। বসে আছেন চেয়ারে।

প্রতিটি উচ্চারণ নিখুঁত, ব্যাকব্রাশ খাটো ধূসর চুলের কর্নেল বললেন, 'ডক্টর সিরাজউদ্দীন, আমি আর্মির লেফটেন্যান্ট কর্নেল রব ম্যাক্সিমিলিয়ান। আর এ মেজর জন পিটারসন। আর ইনি...' হাতের ইশারায় ভদ্রলোককে দেখালেন, 'মিস্টার জেন্স সিমন্স। ডিপার্টমেন্ট অভ ইন্টেরিয়রের হয়ে লিয়াসোঁ করছেন।'

হাসিমুখে কয়েক মুহূর্ত লেফটেন্যান্ট কর্নেলের ওজন বুঝে নিলেন আহমেদ সিরাজউদ্দীন বাঙালি। এই লোক সব কর্তৃত্ব নিজের হাতের মুঠোয় ভরতে চান। পদ কী, সেই বিষয়ে সব সময় সতর্ক। এ কারণেই অতিরিক্ত চকচক করছে ইনসিগনিয়া। মুখটা

Banglabook.org

ফোলা, ইউনিফর্ম ছিঁড়ে বেরোতে চাইছে সামলে রাখা পেট। কথার সময় পিছনে বেঁধেছেন দুই হাত। 'এত দ্রুত আমাদের সময় দেয়ায় ধন্যবাদ, ডক্টর। কথা দিচ্ছি, বাড়তি সময় নেব না।'

যেভাবে কথা বলেছেন, সামান্য বিরক্ত হলেন বাঙালি বিজ্ঞানী। তাঁর যেন উপায় নেই এঁর কথা না শুনে! তবে চোখে-মুখে কিছুই প্রকাশ পেল না। গিয়ে বসলেন রহস্যময় মিস্টার সিমন্সের উল্টোদিকের চেয়ারে। 'সবার জন্যেই আমার দরজা খোলা, লেফটেন্যান্ট কর্নেল।' ভদ্রতার ত্রুটি নেই কণ্ঠে: 'হয়তো জানেন, ক'দিন আগেও মিলিটারির এক রিসার্চ টিমের হয়ে ডিযাইন করে দিয়েছি আপনাদের আর্কটিক সার্ভাইভাল প্রোটোকল। কাজেই বিনা দ্বিধায় বলুন কী জন্যে এসেছেন।'

আপাতত দায়িত্বে আছেন রব ম্যাক্সিমিলিয়ান, বুঝে গেলেন তিনি। মিটিঙে সাক্ষী হিসাবে আর টুকটাক নোট নেয়ার জন্য এসেছে মেজর জন পিটারসন। তৃতীয়জন জেম্স সিমন্সের কাজ কী, তা বোঝা গেল না।

'এখানে এসেছি, ডক্টর, কারণ আপনি আর্কটিকের বিষয়ে আমাদের অনেকের চেয়ে অনেক বেশি জানেন,' বললেন চকচকে লেফটেন্যান্ট কর্নেল। 'ক্রিপটোযুলোজির সেরাদের একজন।' টেবিলের পাশ দিয়ে পায়চারি শুরু করেছেন। 'কাজেই ধারণা করছি, বাজে এক পরিস্থিতিতে আপনার কাছ থেকে সহায়তা পাব।'

আপাতত মুখ বুজে রইলেন বাঙালি বিজ্ঞানী। চেয়েও দেখলেন না মিস্টার সিমন্সের দিকে। অবশ্য, কয়েক মুহূর্ত পর সহজ সুরেই বললেন, 'হয়তো সাহায্য করতে পারব।'

খুব সতর্কতার সঙ্গে মূল কথায় এলেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল ম্যাক্সিমিলিয়ান: 'ডক্টর, আমরা আর্কটিকের এক হিংস্র প্রাণীর বিষয়ে কিছু প্রশ্ন করব। বিশেষ করে আলাস্কা আর উত্তর প্রদেশের

Banglabook.org

গভীর জঙ্গল-পাহাড়ে থাকে সে।' ডক্টর আহমেদ সিরাজউদ্দীনের সামনে থামলেন। 'গত কয়েক দিন আগে ট্রেইনিঙে ব্যস্ত এলিট মিলিটারি স্কোয়াডের ওপর হামলা করেছে। আমাদের ছেলেদের খুন করে ফেলেছে। আমরা এখন জানতে চাই, ওটা কী ধরনের জন্তু।'

ভাবলেশহীন ভাবে তথ্যটা হজম করলেন বিজ্ঞানী। কয়েক মুহূর্ত পর বললেন, 'আমার মনে হয়, আলাস্কার ওয়াইল্ডলাইফ অফিশিয়ালরা আমার চেয়ে ঢের ভাল বলতে পারবেন ওই বিষয়ে। বুঝতে পারছি না এসবের সঙ্গে আমি বা ক্রিপটোযুলোজির সংযোগ কোথায়। আসলে অনেক বছর আগেই যেসব প্রাণী পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেছে বলে ধরে নেয়া হয়েছে, কিন্তু আসলে রয়েছে এখনও, সেই বিষয়ে কাজ করে ক্রিপটোযুলোজি। যেমন ধরুন, উনিশ শ' সাতাত্তর সালে নিউ যিল্যাণ্ডের ক্রাইস্টচার্চের কাছের প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানিজ ফিশিং ভেসেল যুইয়ো ম্যাম-এ যেভাবে হামলা করেছিল এক সরীসৃপ, জাল টেনে নিয়ে গিয়েছিল নয় শ' ফুট নীচে– এসব নিয়ে কাজ করে ক্রিপটোযুলোজি।' চুপ হয়ে গেলেন ডক্টর, কয়েক মুহূর্ত পর বললেন, 'বা, আশির দশকে ইউ.এস.এস. স্টার্ন-এ অচেনা যে প্রাণী হামলা করেছিল, ছিঁড়ে নিয়ে গিয়েছিল সোনার সিস্টেম, জাহাজের খোলে কামড়ের অসংখ্য দাগ রেখে গিয়েছিল– এসব বিষয়ে গবেষণা করে ক্রিপটোযুলোজি। তখন ওই জাহাজ পরীক্ষা করে দেখেছিল ন্যাভাল ওশন্স সেন্টার। বাধ্য হয়ে মেনে নিতে হয়েছিল, সাগরের অচেনা মস্ত কোনও দানব হামলা করেছিল সোনার সিস্টেমকে।'

নীরবে দাঁড়িয়ে আছেন লেফটেন্যাণ্ট কর্নেল ম্যাক্সিমিলিয়ান, আড়ষ্ট চেহারা। 'তা ঠিক, ডক্টর। সেসব দুর্ঘটনার কথা আমরা শুনেছি। সাগরে ওই ধরনের কিছু থাকতে পারে। কিন্তু সেসব

Banglabook.org

কারণে এবার আপনার কাছে আসিনি আমরা।'

'তাই?' মৃদু হাসলেন আহমেদ সিরাজউদ্দীন। 'তা হলে বলুন কী কারণে এসেছেন? আপাতত জরুরি কাজে ব্যস্ত আমি।'

গম্ভীর মুখে মেজরের কাছ থেকে ফাইল নিয়ে ওটা থেকে ফুল সাইযের কয়েকটা রঙিন ছবি টেবিলে বিছিয়ে দিলেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল ম্যাক্সিমিলিয়ান।

বুক পকেট থেকে বের করে নাকে চশমা তুললেন বাঙালি বিজ্ঞানী। দুই হাতে ধরলেন একটা ছবি। এতই দ্রুত মনোনিবেশ করেছেন, যেন এক সেকেণ্ডে এই ঘর থেকে চলে গেছেন কোটি মাইল দূরে।

ঘরে পিন পতন নীরবতা। চুপচাপ ছবি দেখছেন, ধীরে ধীরে কুঁচকে উঠছে বিজ্ঞানীর ভুরু। সামান্য বাঁকা হয়ে গেল ঠোঁটের কোণ। আরও কিছুক্ষণ পর আবারও মন দিলেন প্রথম ছবিতে। আট বাই দশ ইঞ্চি সাইজের একটা ছবি তুলে নিয়ে নাকের কাছে ধরলেন। তীক্ষ্ণ চোখ তাঁর কিছুই এড়াচ্ছে না। 'লেফটেন্যান্ট কর্নেল,' ছিন্নভিন্ন সৈনিকদের লাশের দিকে চেয়ে আছেন, 'এসব ক্ষত কি একই জন্তু করেছে?'

দ্বিধাহীন ভাবে বললেন ম্যাক্সিমিলিয়ান, 'জী।'

'আপনারা শিয়োর?'

'হ্যাঁ, ডক্টর, আমরা নিশ্চিত।'

'কীভাবে শিয়োর হলেন? পুরো নিশ্চিত না হলে কখনও মন্তব্য করা হয় না বিজ্ঞানের মাঠে।'

আরও গম্ভীর হয়ে গেলেন ম্যাক্সিমিলিয়ান। 'আবছা কিছু ভিডিয়ো ইমেজ পেয়েছি আমরা। ভাল করে কিছু দেখা যায়নি, আক্রমণ করেছে কী ধরনের জন্তু। আর, ডক্টর, আমরা নিশ্চিত নই, ওখানে একটা ছিল, না দুটো। প্রমাণ বলতে শুধু ছবি। ওই হামলা থেকে আমাদের মনে হয়েছে, মাত্র একটাই ছিল।'

BanglaBook.org

কোনও কথা না বলে নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞের ছবি দেখছেন বাঙালি বিজ্ঞানী, সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ছবিটা বেছে নিলেন। চকচকে কাগজ স্পর্শ করলেন, মনে হলো অন্তর থেকে বুঝতে পারছেন মারা যাওয়ার আগে কেমন কষ্ট পেয়েছে সৈনিক। কয়েক মুহূর্ত পর বললেন, 'এই কাজ আর্সাস আর্কোটস হরিবিলিসের নয়।'

ধৈর্য রাখতে পারলেন না লেফটেন্যান্ট কর্নেল ম্যাক্সিমিলিয়ান, 'একটু খুলে বলবেন, ডক্টর?'

'গ্রিজলি ভালুক এই কাজ করবে না,' কাছ থেকে ছবিটা দেখলেন বিজ্ঞানী। পায়ের ছাপ আছে বালিতে। সোজা দৌড়ে চলে গেছে দূরের একঝাড় গাছের আড়ালে। কিন্তু পায়ের ছাপের তিন ফুট দূরে আরেক ধরনের ট্র্যাক। ওই ট্র্যাকও সোজা গেছে ঝর্নার পাশ দিয়ে।

'কিন্তু কথা হচ্ছে...' দ্বিধান্বিত হয়ে পড়েছেন আহমেদ সিরাজউদ্দীন বাঙালি। 'এটা খুব অস্বাভাবিক।'

'কী অস্বাভাবিক?' জানতে চাইলেন ম্যাক্সিমিলিয়ান।

'ছাপ যেভাবে গেছে।'

'আমাদের ট্র্যাকাররাও একই কথা বলেছে, ডক্টর। ক্যামেরা থাকলেও তেমন কিছুই জানতে পারিনি। স্যর, আপনার কি মনে হয় ওখানে দুটো জন্তু ছিল?'

সময় নিয়ে ভাবলেন বাঙালি বিজ্ঞানী, তারপর বললেন, 'কর্নেল, আমি ট্র্যাকিঙের এক্সপার্ট নই। ওই বিষয়ে বিশেষ কিছু বলতে পারব না। কিন্তু আমার মনে হয় না, এসব খুনের পেছনে দুটো জন্তু ছিল।'

'কিন্তু মূল ছাপ থেকে দূরের ট্র্যাকের কী ব্যাখ্যা দেবেন?'

'ব্যাখ্যা দিতে পারব না। আগেই বলেছি, আমি ওই বিষয়ে পারদর্শী নই।'

'কিন্তু আপনি নিশ্চিত হয়ে বলছেন, এসব গ্রিজলির কাণ্ড নয়?

BanglaBook.org

হয়তো পোলার ভালুক? বা বাঘ?'

'না, গ্রিজলি নয়, বাদামি ভালুকও নয়,' আহমেদ সিরাজউদ্দীন মাথা নাড়লেন। 'গ্রিজলির পাঁচটা আঙুলের ছাপ পড়ে। কিন্তু এই জন্তুর স্পষ্টভাবে পড়েছে চারটে আঙুলের ছাপ। অন্যটা দুর্বল। ছাপ প্রায় মানুষের মতই।' চুপ হয়ে গিয়ে একটু পর আবারও বললেন, 'মানুষের সঙ্গে মিল খুব বেশি।' নীরবতা নামল ঘরে। সামান্য বিরতি নিয়ে বললেন, 'না, এই জন্তু কোনও ধরনের ভালুক নয়। ওই খুনখারাবি করতে পারত বাঘ, কিন্তু ছাপগুলো... মনে হচ্ছে মানুষের মতই কোনও প্রাণীর। কোনও খুনি বলেই ধারণা করছি আমি।'

'কিন্তু, ডক্টর, কোনও মানুষের সাধ্য নেই, এতজনকে খালি হাতে এভাবে খুন করবে,' প্রথমবারের মত মুখ খুললেন জেন্স সিমন্স।

বাইফোকাল চশমার উপর দিয়ে ভদ্রলোককে দেখলেন আহমেদ সিরাজউদ্দীন। 'যথেষ্ট প্রমাণ হাতে না এলে কিছুই বলা সম্ভব নয়, কাজেই সে চেষ্টাও করব না আমি।' কাঁধ ঝাঁকালেন। 'বিজ্ঞানের নিয়মই এমন।'

চেয়ারে পিঠ হেলান দিয়ে বসলেন জেন্স সিমন্স, নীরবে ফুঁকতে লাগলেন সিগারেট।

বাঙালি বিজ্ঞানী পকেট থেকে ম্যাগনিফাইয়িং গ্লাস বের করতেই তাঁর উপর প্রায় ঝুঁকে এলেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল ও মেজর।

কিছুক্ষণ ছবি পর্যবেক্ষণ শেষ করে বললেন সিরাজউদ্দীন, 'এসব ছাপ... কত দূর পর্যন্ত অনুসরণ করেছে আপনাদের লোক?'

'হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?' জানতে চাইলেন ম্যাক্সিমিলিয়ান।

'কারণ একই এলাকা দখল করে রাখা কোনও জন্তুর ছাপ নয়

BanglaBook.org

এসব।'

'মানে, ডক্টর? একটু খুলে বলুন।'

'এসব ছাপ টেরেস্ট্রিয়াল জন্তুর নয়,' বললেন বিজ্ঞানী। 'বাঘ হাঁটলে বা দৌড়াবার সময়েও নিজের রাজত্ব সম্পর্কে জরুরি তথ্য বা ছাপ রাখে। নির্দিষ্ট দূরত্বে থাবা রেখে এগোয়। এসব ছবিতে বাড়তি দুই থাবার ছাপ নেই। পরিষ্কার বুঝতে পারছি, এসব ট্র্যাক গ্রিজলির নয়। যদিও থাবার আকার দেখে প্রথমে তেমনটাই ভেবেছিলাম।'

'হ্যাঁ, আমাদের মিলিটারি ট্র্যাকাররাও একই কথা বলেছে,' বললেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল ম্যাক্সিমিলিয়ান। 'কিন্তু পাহাড়ি অঞ্চলে যাওয়ার পর ওই ছাপ হারিয়ে ফেলে তারা। আমাদের বলেছে, পাথুরে এলাকায় কেউ ট্র্যাক করতে পারবে না। ওই জন্তু যেন বুঝতে পেরেছে, অনুসরণ করে তাকে খুন করতে চাইব আমরা।'

'আমরা যা মনে করি, তার চেয়ে ঢের বেশি চালাক হয় বেশিরভাগ প্রাণী,' চট্ করে একবার জেন্স সিমন্সকে দেখে নিলেন বিজ্ঞানী। লোকটা চুপ করে বসে সিগারেট টানছে। 'ওটা কোনও বাঘ নয়। কোনও ধরনের বিড়াল জাতের প্রাণী বা কুকুর শ্রেণীর নয়। বড় আকারের কোনও ভালুকও নয়। ওটার ছাপ বাইপেডাল, আমাদের মত মানুষের মতই প্রায়।'

অন্য তিনজন অপেক্ষা করছেন, কিন্তু আর কিছুই বললেন না আহমেদ সিরাজউদ্দীন, ল্যাব-কোটে রেখে দিলেন ম্যাগনিফায়িং গ্লাস ও বাইফোকাল। দু'হাতের ভাঁজে রাখলেন থুতনি। অন্যদের কথা শুনতে তৈরি।

'বাইপেডাল?' জানতে চাইলেন সিমন্স। 'এর মাধ্যমে কী বোঝাতে চাইছেন, ডক্টর?'

মৃদু হাসলেন বিজ্ঞানী। 'আমি বোঝাতে চেয়েছি, আপনাদের

BanglaBook.org

সৈনিকদের খুন করেছে দু'পেয়ে কোনও জন্তু, মিস্টার সিমন্স।'

'এ তো অসম্ভব,' আবারও চেয়ারে পিঠ ঠেকালেন জেম্স সিমন্স। 'একমাত্র দুই পায়ে চলে মানুষ, ডক্টর। তা হলে এসব ট্র্যাক রেখে গেছে কী ধরনের প্রাণী, ডক্টর? বিগফুট? নিশ্চয়ই নিজের এলাকার সীমানা থেকে বেরিয়ে যাবে না? আমরা ট্র্যাক করতে পারিনি, কারণ ছাপ হারিয়ে গেছে পাথুরে এলাকায়।'

'আপনার কথার সঙ্গে একমত হওয়া কঠিন,' ভুরু কুঁচকে ফেললেন আহমেদ সিরাজউদ্দীন। 'হতে পারে অনেক কিছুই, যা আমি জানি না। তা হলে, এজন্যেই কি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন? আপনাদের ট্র্যাকাররা জানিয়ে দিয়েছে: কোনও জন্তুর ছাপের সঙ্গে মিল দেখতে পায়নি এসব ছাপের। তা হলে কি আপনারা এসেছেন অনাবিস্কৃত কোনও প্রজাতির বিষয়ে জানতে?'

'সত্যি বলতে, আমরা এমনই ভেবেছি,' বললেন লেফটেন্যান্ট-কর্নেল ম্যাক্সিমিলিয়ান। 'ডক্টর, আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, এভাবে হামলা হয়েছে বলে তার ফলাফল আমাদের জন্যে খুবই অনাকাঙ্ক্ষিত হয়ে উঠেছে। সিকিয়োর ফ্যাসিলিটির ভেতর পড়ে থাকছে আমাদের মৃত সৈনিকরা। অথচ আমরা জানি না, কে বা কী খুন করছে ওদেরকে। বা কেন খুন হলো ওরা।'

ক্ষত-বিক্ষত রক্তাক্ত লাশের ছবি আবারও দেখলেন আহমেদ সিরাজউদ্দীন। 'আমি এই বিষয়ে কোনও জবাব দিতে পারব না,' কয়েক মুহূর্ত পর বললেন। 'শত শত বছর আগে বিলুপ্ত হয়ে গেছে ধরে নেয়া হয়েছে, এমন অনেক প্রজাতি এখনও রয়ে গেছে পৃথিবীর বুকে। কিন্তু এই ধরনের ছাপ ফেলে এমন কোনও জন্তু সম্পর্কে কিছুই জানা নেই আমার।' চেয়ার ছেড়ে পায়চারি শুরু করলেন তিনি। 'আপনাদের প্রশ্নের জবাব খুঁজতে হলে সায়েন্টিফিক এক্সপিডিশন করতে হবে। লাগবে স্যালিভা

BanglaBook.org

স্যাম্পল, ব্লাড স্যাম্পল, ছাপের প্লাস্টার কাস্ট, চুলের স্যাম্পল, ভিডিয়ো সার্ভেইল্যান্স রেকর্ড ইত্যাদি। আপনারা কি এ ধরনের বড় এক্সপিডিশনের জন্যে যথেষ্ট ফাণ্ড...'

'আইনী কিছু সমস্যার কারণে তা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়,' উঠে দাঁড়ালেন জেন্স সিমন্স। 'আমরা আপনার মূল্যবান মতামত চেয়েছি।' জোর দিয়ে বললেন, 'আপনার মতামত আমাদের জন্যে অত্যন্ত জরুরি।'

তাঁর চোখে চেয়ে রইলেন আহমেদ সিরাজউদ্দীন। বললেন, 'মিস্টার সিমন্স, আমার ধারণা: এতজন মানুষ খুন করল যে জন্তু, তার আছে গ্রিজলির মত শক্তি, গতি সাইবেরিয়ান বাঘের, আর চতুরতা ও ফাঁদে ফেলার কৌশল রয়েল বেঙ্গল টাইগারের। সুন্দরবনের বাঘই দুনিয়ার সবচেয়ে দক্ষ শিকারি। আরও বলব, আপনাদের মিলিটারির ট্র্যাকাররা অনুসরণ করার পরেও যখন আওতার বাইরে রয়ে গেছে ওই জন্তু, এ থেকে বুঝতে হবে, সে অত্যন্ত বুদ্ধিমান।'

'আচ্ছা, আপনার নিজের কী মনে হয়– ওটা কী হতে পারে?' সামান্য কর্তৃত্ব প্রকাশ পেল সিমন্সের কণ্ঠে।

কাঁধ ঝাঁকালেন বাঙালি বিজ্ঞানী। একবার ছবির দিকে চেয়ে নিয়ে বললেন, 'এসব ছাপ দেখে আমার ধারণা হয়েছে, বাম দিকের ছাপ কীভাবে হলো তা জানা অসম্ভব।'

তিনি চুপ হয়ে যাওয়ায় নীরবতা নেমেছে ঘরে। কয়েক সেকেণ্ড পর যে যার কাগজপত্র গুছিয়ে নিতে লাগলেন আর্মির দুই অফিসার।

'আপনারা কি ওটাকে ধরতে চান?' আগ্রহের সঙ্গে জানতে চাইলেন বিজ্ঞানী।

'হ্যাঁ, অবশ্যই,' জোর দিয়ে বললেন ম্যাক্সিমিলিয়ান। 'তাই করব।'

BanglaBook.org

'তা হলে এমন একজনকে খুঁজে নিতে হবে, যে সত্যি জানে কীভাবে ট্র্যাক করতে হয়,' বললেন আহমেদ সিরাজউদ্দীন। কয়েক মুহূর্ত দ্বিধা করলেন, তারপর নরম সুরে জানালেন, 'আমি এক লোককে চিনি, যে ওই জন্তুকে ট্র্যাক করতে পারবে। ট্র্যাকার হিসেবে তার তুলনা সে নিজেই। কিন্তু আপনাদের কথায় কাজ নেবে কি না, সেটা অন্য বিষয়। নিজের মনের বিরুদ্ধে কিছুই করে না সে।'

এক পা সামনে বাড়লেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল। 'সে কে?'

ভুরু কুঁচকে কী যেন ভাবলেন বিজ্ঞানী, তারপর বললেন, 'তার নাম মাসুদ রানা।'

চার

পালচে সূর্য পাটে বসতেই ঝিরঝিরে হাওয়ায় ভেসে এল পাহাড়ি লরেলের মিষ্টি সুবাস। সাদামাঠা চামড়ার প্যাক খুলে ভিতরের জিনিস টেবিলে রাখছে মাসুদ রানা। বিসিআই চিফ, মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খানের অ্যাসপেনের বাংলো-বাড়ির সদর দরজা হাট করে খোলা। ছল্-ছল্ আওয়াজ তুলছে একটু দূরের ঝর্না। কিন্তু অন্য কারণে সতর্ক হয়ে উঠল রানা। ঝর্না বইছে, কিন্তু চারপাশের আর সব আওয়াজ হঠাৎ করেই থেমে গেছে।

এই পাহাড়ি বাংলো-বাড়ির চারপাশে জংলা এলাকা। একটু আগেও কূজন করছিল নানান পাখি। এখন থমথম করছে চারপাশ। মুখ তুলে দরজার দিকে তাকাল ও। নুড়ি পাথরের রাস্তা

Banglabook.org

বেয়ে ধীর গতিতে উঠে আসছে চমৎকার ভাবে টিউন করা কোনও গাড়ি। কিন্তু পৌঁছুতে মিনিট খানেক সময় লাগবে ওটার।

ধীর পায়ে সামনের বারান্দায় বেরিয়ে এল রানা। ওর পরনে নীল, পুরনো জিন্স প্যান্ট ও চামড়ার শার্ট, পায়ে হাঁটু সমান মোকাসিন।

কালো গাড়িটা থামল বারান্দা থেকে দশ ফুট দূরে। নেমে পড়লেন মোটামত এক লেফটেন্যান্ট কর্নেল। তাঁর পিছনে আছেন সিভিলিয়ান পোশাকে আরেক লোক। পরনে কোঁচকানো সুট। চোখে কালো সানগ্লাস, মনোভাব আড়াল করবে ওই জিনিস। দু'হাত পিছমোড়া করে কর্নেলের পিছু নিলেন। ভঙ্গিটা এমনই, যেন স্কুল-টিচার, ছাত্র লেখাপড়া করেনি বলে এখনই ধমকে উঠবেন। তার পিছনে আসছে এক মেজর।

রানা বুঝে গেল, কর্তৃত্ব ওই কালো সানগ্লাসের হাতেই।

'আমি লেফটেন্যান্ট কর্নেল রব ম্যাক্সিমিলিয়ান, ইউনাইটেড স্টেটস আর্মি,' ইউনিফর্মড় লেফটেন্যান্ট কর্নেল বললেন, 'সম্ভব হলে মিস্টার রানার সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'তাকে পেয়ে গেছেন,' জানিয়ে দিল রানা।

হাসি-হাসি ভঙ্গি নিয়ে রানার সামনে থামলেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল। 'ভাল। আমরা আসলে কয়েকটা ফোটোর বিষয়ে আপনার মতামত জানতে এসেছি। অবশ্য, আপনি চাইলে পরে অফিশিয়ালি অ্যাপয়েন্টমেন্ট করব।'

কয়েক মুহূর্ত লোকটাকে দেখে নিয়ে হাতের ইশারা করল রানা। 'আসুন, ভেতরে গিয়ে আলাপ করা যাক।'

রানার পিছু নিয়ে বাংলো-বাড়ির সামনের ঘরে ঢুকলেন তাঁরা।

পরের কয়েক মিনিটে খুলে বললেন, কীভাবে খুন হয়েছে একদল সৈনিক ও বিজ্ঞানী।

রানার নিজ হাতে তৈরি পোক্ত টেবিলে ফোটো বিছিয়ে দিলেন

BanglaBook.org

ম্যাক্সিমিলিয়ান, জানতে চাইলেন: এতজন সশস্ত্র সৈনিককে খুন করেছে কে, কারা বা কী।

ছবিগুলো মনোযোগ দিয়ে দেখছে রানা।

রক্তাক্ত লাশের ছবি দেখবার চেয়ে অনেক বেশি সময় নিল ট্র্যাক আর এলাকা দেখতে।

ও চুপ করে আছে দেখে ম্যাক্সিমিলিয়ান বললেন, 'আমরা আসলে জানতে চাই, একদিকের ট্র্যাক থেকে অন্য ট্র্যাক এত দূরে কেন।'

'হাওয়ার জন্যে,' নিচু স্বরে বলল রানা।

জেন্স সিমন্সের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়েছে ওকে। এবার সামনে বেড়ে জানতে চাইলেন, 'এক্সকিউয মি, আপনি বললেন "হাওয়ার জন্যে"? কথাটা একটু খোলাসা করবেন?'

এরা বুঝবে না, আগেই ধারণা করেছে রানা। 'অন্য পায়ের ছাপের পাশে সরাসরি গেছে এগুলো। কিন্তু হাওয়া সরিয়ে নিয়েছে ইঞ্চি ইঞ্চি করে। ওপাশের ছাপ সরে যেতে পারেনি, কারণ উত্তরের হাওয়া বাধা পেয়েছে ওদিকের বোল্ডারে।'

হতবাক মনে হলো ম্যাক্সিমিলিয়ানকে। কয়েক সেকেণ্ড পর বললেন, 'এটা সম্ভব, মিস্টার রানা?'

ট্র্যাকে আঙুল রাখল রানা। 'ওদিকের ছাপ অন্যগুলোর মতই। কিন্তু সরে গেছে হাওয়ার কারণে।' আর্মি ম্যানের হাতে ছবি ধরিয়ে দিল। 'বালিতে সহজেই এমন দেখা যায়। আর কিছু জানতে চান?'

'ইয়ে...' দ্বিধা করলেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল। 'না, আসলে, আমরা চাইছি...'

ঘরে তৈরি হয়েছে থমথমে পরিবেশ।

মুখ হাঁ করে চুপ হয়ে গেছেন ম্যাক্সিমিলিয়ান। যেন ভয়ঙ্কর এক দুর্যোগ ঢুকে পড়েছে ঘরে। বন্য, হিংস্র, মত্ত, বিপজ্জনক।

BanglaBook.org

ঘাড় ফিরিয়ে লোক দু'জনকে দেখল হাণ্টার।

রানা দেখল, আড়ষ্ট হয়ে গেছে লোক তিনজন। হঠাৎ দেখা দিল তাদের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

প্রকাণ্ড নেকড়ে দাঁড়িয়ে আছে তাদের মাত্র দুই ফুট পিছনে। কুচকুচে কালো, অবশ্য পিছনে সামান্য ধূসর ছোপ। কালো মণি থেকে ছিটকে বেরোচ্ছে প্রচণ্ড শক্তির দাপট ও শিকারি জিঘাংসা। আরেক পা সামনে বেড়ে নিচু করে নিল মাথা। আবারও হয়ে গেল পাথরের মূর্তি।

ওর নীরবতা ভয়ঙ্কর– আত্মা কাঁপিয়ে দিয়েছে লোকগুলোর।

কয়েক সেকেণ্ড পর মৃদু তুড়ি বাজাল রানা। 'হাণ্টার।'

নিরীহ ভঙ্গি নিয়ে রানার পিছনে চলে গেল নেকড়ে। ওখান থেকে চোখ রাখল অতিথিদের উপর।

স্বাভাবিক স্বরে বলল রানা, 'আপনি কী যেন বলছিলেন?'

খপ্ করে মুখ বন্ধ করলেন ম্যাক্সিমিলিয়ান, সামলে নিয়ে কয়েক মুহূর্ত পর বললেন, 'আ... বলছিলাম, আপনি আমাদের... সাহায্য করতে পারবেন কি না একটা কাজে।'

সামান্য কেঁপে গেছে কণ্ঠস্বর, খেয়াল করেছে রানা। মেজর পিটারসনের দুই হাত মুঠো হয়ে গেছে উত্তেজনার কারণে।

দর-দর করে ঘামছে তিনজনই। বৃষ্টিঝরা কলাপাতার মত পুরো ভিজে গেছে কর্নেলের ফ্যাকাসে মুখ।

এরা কথা বলতে পারবে না হাণ্টার এখানে থাকলে, বুঝে গেছে রানা। নিচু স্বরে বাংলায় বলল, 'হাণ্টার, বাইরে।'

পাশবিক শক্তি নিয়ে ভীতিহীন ভাবে তিনজনকে পাশ কাটিয়ে বাংলো-বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল কালো নেকড়ে। আগে একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখে নিয়েছে 'শিকার'-গুলোকে।

হাণ্টার বিদায় নিতেই ফিরল স্বস্তির পরিবেশ। রানা জানে, খুব কাছেই থাকবে প্রকাণ্ড নেকড়ে, যদিও দেখা যাবে না ওকে।

BanglaBook.org

দরকার পড়লে মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়বে শত্রুর উপর।

'হায়, ঈশ্বর,' ফিসফিস করলেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল। পকেট থেকে রুমাল নিয়ে মুছে ফেললেন মুখের ঘাম। 'ওটা... আপনার কুকুর?'

'মায়ের দিক থেকে ও আসলে নেকড়ে।'

'ও, আচ্ছা,' চট্ করে নার্ভাস চোখে দরজা দেখে নিলেন ম্যাক্সিমিলিয়ান। 'এখানে কী করছে ওটা?'

হাসল না রানা, অপমান করতে চাইল না এদেরকে। শান্ত স্বরে বলল, 'ওর যা খুশি, তাই করে। যখন খুশি আসে, আবার চলে যায়।'

'না, মানে, আমি জানতে চাইছি, আপনি কি ওটার মালিক?' আরেকবার দরজা দেখলেন ম্যাক্সিমিলিয়ান। 'ওটা কি ট্রেইণ্ড? যখন-তখন আসে যায়?' নড়ে যাঁর যাঁর মত তৈরি হয়ে গেছেন তাঁরা। সবার চোখ বার-বার ফিরছে দরজার দিকে।

'না, ও ট্রেইণ্ড নয়,' বলল রানা। 'ওর মালিক ও নিজেই। ইচ্ছে হলে চলে আসে, আবার ইচ্ছে হলে বিদায় নেয়।'

'ওজন কত?' বললেন ম্যাক্সিমিলিয়ান। 'মানে, আগে কখনও এত বড় নেকড়ে... দেখিনি...'

'বংশ কেমন, তার ওপর নির্ভর করে কত বড় হবে,' আবারও নিজের চামড়ার ব্যাগ আনপ্যাকের কাজে ব্যস্ত হলো রানা। 'মর্দা নেকড়ে সাধারণত এক শ' পাউণ্ড ওজনের হয়। হান্টারের ওজন কমবেশি এক শ' ষাট পাউণ্ড। আর বড় হবে না।'

মানসিক আঘাত অনেকটা সামলে নিয়েছেন ম্যাক্সিমিলিয়ান।

রানা বলল, 'জেন্টলমেন, আপনাদের যদি আরও প্রশ্ন থেকে থাকে, বলে ফেলুন।'

নিজেকে রক্ষা করতে দরজার দিকে কাত হয়ে দাঁড়ালেন ম্যাক্সিমিলিয়ান, আঙুল তুলে দেখালেন রক্তাক্ত সৈনিকদের লাশের

BanglaBook.org

ছবি। বললেন, 'আমরা জানতে চাই, কোন্ জন্তু ওদের খুন করেছে। পুরো এক প্লাটুন সশস্ত্র সৈনিক ছিল ওখানে, তারপরেও মরতে হয়েছে ওদের।'

ছবি দেখে ভুরু কোঁচকাল রানা। মাথা নাড়ল। বিড়বিড় করল, 'হতে পারে গ্রিজলি।' অনিশ্চিত কণ্ঠ। 'কিন্তু সম্ভাবনা খুব কম।'

'কেন গ্রিজলি নয় মনে হচ্ছে আপনার, মিস্টার রানা?'

'কারণ গ্রিজলি শিকারকে ক্ষত-বিক্ষত করে,' আগের চেয়ে নিশ্চিত রানা। 'বার-বার হামলা করবে, ছিঁড়ে ফেলবে মাথা ও মুখ। এদেরকে যে-মেরেছে, সে মাত্র এক আঘাতে খুন করেছে। বা বড়জোর দুই আঘাতে।' ফোটো দেখাল। 'এই লোক মারা গেছে একটা ক্ষত থেকে। রাগ বা ভয় থেকে হামলা করা হয়নি।' আরও মনোযোগ দিল রানা ছবিতে। 'এই কাজ যে করেছে, তার একটা উদ্দেশ্য আছে।'

'কিন্তু কী জন্তু কোন্ উদ্দেশ্যে খুন করবে ওদেরকে?'

মাথা নাড়ল রানা। 'তা আমার জানা নেই।'

'কিন্তু আপনি না ট্র্যাকিঙের ব্যাপারে...'

'লেফটেন্যান্ট কর্নেল,' বাধা দিল রানা। 'আমি কোনও বিষয়ে নিজেকে পারদর্শী বলে দাবি করি না, এখনও করছি না। এ-ও ভাবছি না, আপনাদের কোনও কাজে আসতে পারব। আমার জানা নেই কোন্ জন্তু খুন করেছে আপনাদের লোকদের।'

রানা চুপ হয়ে যেতে নীরবতা নেমেছে ঘরে।

কেউ কিছু বলছে না, আবারও মুখ খুলল রানা, 'আমি শুধু বলতে পারি, আপনাদের সৈনিকদেরকে খেয়ে নেয়ার জন্যে খুন করা হয়নি। আত্মরক্ষার জন্যেও নয়। নিজের এলাকা রক্ষা করতেও খুন করেনি ওটা।'

'তার মানে, বাঘের মত নয়?'

BanglaBook.org

'ওটা বাঘ নয়।'

'আপনি এত নিশ্চিত কেন?'

'কারণ, সৈনিকরা ছিল সমতল এলাকায়, চারপাশে ছিল খোলা মাঠের মত জায়গা,' বলল রানা। 'বাঘ অ্যাম্বুশ করে উঁচু জায়গা অথবা গোপন জায়গা থেকে বেরিয়ে। শিকারের পিছন থেকে ধাওয়া করে আক্রমণ করাটা বাঘের অপছন্দ।'

'ধাওয়া করে না বাঘ? ...কেন?'

ব্যাগ থেকে জিনিসপত্র বের করছে রানা। তার ফাঁকে বলল, 'বাধ্য না হলে তেড়ে যায় না। কেউ জানে না, কেন করে না। হয়তো অতিরিক্ত ওজনদার বলেই। তিন বা চার লাফে আপনাকে ধরতে না পারলে, ধরে নিতে পারেন বেঁচে গেছেন।'

ছবি দেখাল রানা। 'এই ট্র্যাক দেখুন। ওই জিনিস নড়ে জেট বিমানের গতি তুলে। তা-ও আবার সোজা পথে।' আরও দু'একটা ছবি দেখে নিল রানা, তারপর বলল, 'এগুলো খেয়াল করুন। একই হামলায় একের পর এক সৈনিককে খুন করেছে। কোথাও পৌঁছুতে চেয়েছে ওটা।' কয়েক মুহূর্ত পর বলল, 'আমার মনে হয় না ওটা কোনও জন্তু।'

নীরবে সামনে বাড়লেন জেন্স সিমন্স, দ্বিধা ঝেড়ে বললেন, 'বলছেন, ওটা কোনও জন্তু নয়? আপনি বোধহয় ভুল করছেন, মিস্টার রানা। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, এ ধরনের খুন করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।'

'আপনার কথা শুনলাম, কিন্তু আমি নিজের মতামত পাল্টে নেব না,' বলল রানা। 'আজ পর্যন্ত এমন কোনও জন্তু দেখিনি, যেটা এভাবে খুন করে। কিছু করার পিছনে যে-কোনও জন্তুর উদ্দেশ্য থাকে। হয় ভয়, বা আত্মরক্ষার জন্য খুন করে। কিন্তু এসব ছবিতে দেখছি কোনও কারণ ছাড়াই খুন করা হয়েছে। শত্রুকে ক্ষত-বিক্ষত করেনি, অর্থাৎ রাগ ছিল না ওটার।

BanglaBook.org

একজনকে খতম করে গেছে পরেরজনকে শেষ করতে।' কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল রানা, 'জেন্টলমেন, আপনারা আমার মতামত জানতে চেয়েছেন, সেটা আমি জানিয়ে দিয়েছি।'

'এসব ছাপের বিষয়ে আরও কিছু বলবেন?' জানতে চাইলেন জেন্স সিমন্স। 'আপনি পুরো শিয়োর এসব ভালুকের কীর্তি নয়?'

'না, ভালুকের নয়। থাবা অনেক আলাদা। আপনাদের ট্র্যাকারও একই কথা বলবে।' জেন্স সিমন্সের দিকে চাইল রানা। 'আমার কাছে জানতে চাইলে বলব, এসব ছাপ পড়েছে মানুষের পায়ের কারণে।'

নিচু স্বরে বললেন সিমন্স, 'আগে কখনও এ ধরনের জন্তুর ছাপ দেখেছেন?'

'না।'

'কখনও না?'

'না।'

বিব্রত মনে হলো জেন্স সিমন্সকে। চট্ করে দেখে নিলেন বাইরের দরজা। অনেকটা বোঝানোর সুরে বললেন, 'দেখুন, মিস্টার রানা, আমাদের বলা হয়েছে, আপনি খুব দক্ষ ট্র্যাকার। তখন আপনার ব্যাকগ্রাউণ্ড ঘেঁটে দেখেছি। ...আমার ধারণা হয়েছে, আপনি নিশ্চয়ই আগেও দেখেছেন ওই জন্তুর ছাপ– নয় কি?'

রানা চুপ করে থাকল।

'কারও সঙ্গে যোগাযোগ করলে, আগেই তার ব্যাকগ্রাউণ্ড চেক করি আমরা,' বললেন সিমন্স। 'আপনার নাম মাসুদ রানা চৌধুরী। আপনার বাবা-মা মারা যান অ্যাক্সিডেন্টে। লেখাপড়া করেন অক্সফোর্ডে। বাংলাদেশ আর্মিতে মেজর ছিলেন। পরে কাজ নেন ঢাকার ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডিং কর্পোরেশনে। ওই চাকরি ছেড়ে নানান দেশে চালু করেন রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি।

BanglaBook.org

নাম করেছে ওই সংস্থা। আর্কিয়োলজির বিষয়ে ঝোঁক আছে আপনার, নামও হয়েছে তাতে। সত্যিকারের অভিযাত্রী আপনি। কয়েক বছর আগে অ্যাসপেনের জঙ্গল থেকে উদ্ধার করেন এক আহত উতে ইণ্ডিয়ান চিফকে। হাসপাতালে থাকতে রাজি না হওয়ায় তাকে নিজের বাড়িতে রেখে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। বহুদিন ছিল সে আপনার কাছে। তার কাছ থেকেই শিখে নেন ইণ্ডিয়ানদের ট্র্যাকিং টেকনিক। পরের কয়েক বছরে হয়ে ওঠেন দুনিয়া-সেরা একজন ট্র্যাকার। পাহাড়-জঙ্গলে বেশ কয়েকবার বিপদগ্রস্ত মানুষের প্রাণ রক্ষা করেছেন। অ্যাসপেনে এসে শুনলাম, স্থানীয়রা আপনাকে বন-পাহাড়ের বিষয়ে সত্যিকারের গুরু মনে করে। বিলুপ্ত-প্রায় প্রাণীর বিষয়ে কাজ করে এমন কিছু সংগঠনের সঙ্গেও আপনার যোগাযোগ আছে। ...আরও ডিটেইলসে যাব?'

তুমি প্রায় সবই জানো, মনে মনে বলল রানা। বুঝে গেছে, জেম্স সিমন্স এসেছে সিআইএ থেকে। আরও সতর্ক হয়ে উঠল। সহজ সুরে বলল, 'সব জেনেই এসেছেন, বুঝতে পারছি। তো?'

'নিশ্চয়ই ওই জন্তুর ব্যাপারে কোনও সূত্র দিতে পারবেন? সামান্য সন্দেহ হলেও তা আমাদের কাজে আসবে।'

'ভালুকের সঙ্গে সামান্য মিল আছে এসব ছাপের,' বলল রানা। 'কিন্তু বার-বার মাড়ানো হয়েছে ট্র্যাক। গলেও গেছে বরফ। কাজেই নিশ্চিত হয়ে কিছু বলা কঠিন। আর ওই ছাপ ফেলে যাওয়া প্রাণী বাইপেডাল, ভালুকের মত চার হাত-পায়ে ছোটেনি বা দুলতে দুলতে যায়নি। ওটা যা-ই হোক, ওজন তিন শ' পাউণ্ড। ডানহাতি। প্রতি পঞ্চাশ ফুট যাওয়ার পর দেখে নিয়েছে চারপাশ। হাঁটার সময় ঝুঁকে হাঁটে। যেন শিকার ধরবে। ঝট্ করে ঘুরবার সময় একই সঙ্গে ব্যবহার করে দুই পায়ের পাতা। হামলা করলে ডানদিক থেকে বামে আঘাত হানে। তখন মুষ্টিযোদ্ধার মত ভর দেয় বাম পায়ে।'

হতবাক হয়ে গেছে অতিথিরা।

কয়েক মুহূর্ত পর মুখ খুললেন ম্যাক্সিমিলিয়ান, 'আপনি ছবি দেখে এত কিছু বুঝেছেন?'

মাথা দোলাল রানা।

'কিন্তু... কী করে?'

একটা ছবির দিকে আঙুল তাক করল রানা। 'এগিয়ে যাওয়ার সময় একদিকে চাপ পড়ছে পায়ে, দেখা যাচ্ছে পেশির সংকোচন। নির্দিষ্ট ছাপ ফেলছে। এ ছাড়া, সহজ আরও কিছু বিষয় দেখে অনেক কিছুই বুঝে নেয়া যায়।'

'কিন্তু আমাদের ট্র্যাকাররা... ওরা এসব বুঝল না কেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'জানি, আপনাদের ট্র্যাকাররা কাজে দক্ষ, লেফটেন্যান্ট কর্নেল। কিন্তু আমার যা মনে হয়েছে, শুধু তা-ই জানালাম। এর বেশি কিছু বলারও নেই।'

নীরব হয়ে গেল ঘর।

কয়েক সেকেণ্ড পর পায়চারি শুরু করলেন ম্যাক্সিমিলিয়ান, কী যেন ভাবছেন। কিছুক্ষণ পায়চারি করে মিস্টার জেন্স সিমন্সের দিকে ফিরলেন। 'মিস্টার সিমন্স, আড়ালে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

ঘরে ঢুকে সানগ্লাস খোলেনি সিআইএ এজেন্ট। আরও কয়েক সেকেণ্ড রানাকে দেখল সে, তারপর কর্নেলের পিছু নিয়ে বেরিয়ে গেল বাইরে। টেবিলের কাছ থেকে তাদেরকে দেখতে পেল রানা বারান্দায়। ফিসফিস করছে দু'জন। কী নিয়ে আলাপ হচ্ছে; আন্দাজ করতে পারছে ও। তাদের কথায় কোনও কাজ নেয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ওর নেই।

কিছুক্ষণ পর আবারও ঘরে ঢুকলেন ম্যাক্সিমিলিয়ান। চেহারা দেখে মনে হলো, কথা গুছিয়ে নেয়ার কাজে ব্যস্ত। একটু পর মুখ খুললেন, 'আমরা একটা অনুরোধ করব, মিস্টার রানা। জবাব

BanglaBook.org

দেয়ার আগে দয়া করে ভাল করে একটু ভেবে দেখবেন।' দ্বিধা-রাগ-ভয় নেই তাঁর চোখে।

'বলুন কী বলবেন,' বলল রানা।

'এই যে পরিস্থিতি,' মাথা নাড়লেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল। 'এটা সত্যিই অস্বাভাবিক। হয়তো বুঝবেন, আমাদের সৈনিকদের মেরে ফেলা হয়েছে কোনও কারণ ছাড়াই। ওদের বউ-বাচ্চা আছে, মিস্টার রানা। ওদের বেতনের ওপর নির্ভর করত তারা। অনেকের বুড়ো বাবা-মা অপেক্ষা করছেন ছেলে ফিরবে। কিন্তু ওরা আর কখনও ফিরবে না। আর্মি থেকে জানানো হবে, মারা গেছে ওরা। অনেকগুলো পরিবারের মাথায় বাজ পড়বে। আর ওই জন্তু যে শুধু সৈনিকদের খুন করেছে, তা-ও নয়। নিরীহ একদল বিজ্ঞানীও খুন হয়ে গেছেন। সবার লাশ গায়েব করে দিতে পারি আমরা। বলে দিতে পারি, শত্রু দেশের একদল সৈনিক তাদেরকে মেরে ফেলেছে বা বোমা মেরে উড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু তাতে মৃত মানুষগুলোর প্রতি অসম্মান দেখানো হবে। বা তাদের পরিবারকে অপমান করা হবে। বাধ্য হলে হয়তো তা-ও করা হবে। ...কিন্তু ওই ভয়ঙ্কর জন্তু রওনা হয়েছে দক্ষিণ এলাকার দিকে। কয়েক দিনের ভেতর পৌঁছে যাবে অসামরিক এলাকায়। মস্ত বিপদে পড়বে হাজার হাজার নিরীহ মানুষ।'

ম্যাক্সিমিলিয়ান চুপ হয়ে যেতে রানা বলল, 'স্যাটালাইটের ইনফ্রারেড সিগনেচার দেখে ওটাকে ধরতে পারছেন না কেন? গ্লোবাল ইমেজিং সিস্টেম ব্যবহার করুন। শুনেছি, আপনাদের নতুন টেকনোলজি যে-কোনও জন্তু বা মানুষের সিগনেচার আলাদা করতে পারে।'

'সে চেষ্টা কি আমরা করিনি, মিস্টার রানা?' মানুষটার চেহারায় দেখা দিল অসহায়ত্ব। 'কিন্তু ওই বিশাল এলাকায় লাখে

BanglaBook.org

লাখে প্রাণী– মুস, ভালুক, এল্ক্, নেকড়ে... নির্দিষ্ট ওই জানোয়ারের হিট সিগনেচার ট্র্যাক করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। এখন প্রয়োজন এমন এক দক্ষ ট্র্যাকার, যে কি না খুঁজে বের করবে নির্দিষ্ট ওই জন্তুকে। তা করতে হবে ওই দানব কোনও গ্রাম বা শহরে পৌঁছে যাওয়ার আগেই। নইলে খুন হবে শত শত মানুষ। ...মিস্টার রানা, আপনি আমাদের বেতনভুক কর্মচারী নন, কাজেই কোনও নির্দেশ দিতে পারি না আমরা। আপনার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কোনও কাজও চাপিয়ে দিতে পারি না। কিন্তু যুক্তিবাদী একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে আপনার কাছে অনুরোধ করব– স্যর, দয়া করে আমাদের সাহায্য করুন। ট্র্যাক করে যেভাবে হোক শেষ করতে হবে ওই দানবকে, নইলে বহু নিরীহ পরিবারের সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

লেফটেন্যান্ট কর্নেল থেমে যাওয়ার পর কয়েক সেকেণ্ড পেরিয়ে গেল, তারপর জানতে চাইল রানা, 'আপনাদের নিজেদের লোক যথেষ্ট নয়?'

'না,' মাথা নাড়লেন ম্যাক্সিমিলিয়ান। 'ওরা চেষ্টা করেছে। ব্যর্থ হয়েছে। সত্যি বলতে, ওদের মেরে ফেলেছে ওটা।'

রানা টের পেল, বুকে রোমাঞ্চ, শিহরন আর বিপদের উথাল-পাথাল ঢেউ। চুপ করে আছে দেখে লেফটেন্যান্ট কর্নেল বললেন, 'আমরা একটা কিলার টিম জড় করেছি। ওই দলের নেতা হিসাবে আপনি থাকলে খুবই খুশি হব। যদিও ওই জঙ্গল-পাহাড়ে আপনার মূল কাজ হবে ওই জন্তুকে ট্র্যাক করা। অন্যরা লড়বে ওই জন্তুর বিরুদ্ধে। প্রথম সুযোগে শেষ করে দেবে। আপনি নিজেকে ভাবতে পারেন অবযার্ভার হিসেবে। অত্যন্ত দক্ষ ওই দলের প্রথম কাজ হবে আপনাকে রক্ষা করা। সব বিপদ থেকে আপনাকে আড়াল করা। ...আর শুনেছি, আপনি নিজেও কঠিন সব বিপদকে মোটেও পাত্তা দেন না।'

banglabook.org

জানালা দিয়ে রানার চোখ চলে গেল পাহাড়-অরণ্যের দিকে। এরই মাঝে নেমেছে রাতের আঁধার। আশপাশেই কোথাও অপেক্ষা করছে হাণ্টার। কেউ ওর উপর হামলা করলেই ঝড়ের বেগে এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে কালো দানবের মত। বাইরের অন্ধকারে চেয়ে রানা বুঝে গেল, ম্যাক্সিমিলিয়ানের কথা শুনে পাল্টে গেছে ওর সিদ্ধান্ত। তবুও কেন যেন খচ্-খচ্ করছে ওর মন।

'বেশ, ওই দলের নেতা হিসেবে যোগ দেব,' কয়েক মুহূর্ত পর বলল রানা, 'সঙ্গে নেব হাণ্টারকে।'

'আপনি যা ভাল বোঝেন,' নেকড়ের কথা শুনে আবারও নার্ভাস হয়ে গেছেন লেফটেন্যাণ্ট কর্নেল ম্যাক্সিমিলিয়ান।

'আপনাদের কোনও ধরনের মিলিটারি কমাণ্ড অনুযায়ী চলব না আমি,' বলল রানা। 'দলের নেতা হিসাবে ট্র্যাক করব। আমার কোনও মেথড বা নির্দেশ অমান্য করতে পারবে না দলের কেউ। ট্র্যাক করার ওই কাজ এমনিতেই যথেষ্ট কঠিন হবে। বেয়াড়া কাউকে নিয়ে বিপদ বাড়াতে চাই না। এতে কারও কোনও আপত্তি থাকলে আমাকে মাফ করতে হবে, অন্য মানুষ খুঁজে নেবেন।'

'কোনও আপত্তি নেই আমাদের। অক্ষরে অক্ষরে আপনার নির্দেশ মেনে চলবে সবাই। যেহেতু ট্র্যাকিঙের কাজে ব্যস্ত থাকবেন, সেজন্যে অন্যদের নিয়ে ওই জন্তুর বিরুদ্ধে লড়বে সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড। তবে তার বিরুদ্ধে আপনার কোনও আপত্তি থাকলে দায়িত্ব থেকে সরে যাবে।'

দূরের আকাশে চোখ রাখল রানা। তারা নেই একটাও। বইতে শুরু করেছে শীতল হাওয়া। বৃষ্টি হবে রাতে।

কেন যেন একবার শিউরে উঠল রানা। মনে অস্বস্তি। কেউ যেন বলছে বুকের ভিতর: রানা, মস্ত ভুল করেছিস!

BanglaBook.org

ওটা জন্তু, মানুষ বা দানব, যা-ই হোক, ওটাকে ঠেকাতে হবে, ভাবল রানা। নইলে সর্বনাশ করবে বহু মানুষের।

নিজেকে বলল রানা, দায়িত্ব নিয়েছিস, তা পালন করার চেষ্টা কর।

'আগেই আপনাদের সেটআপ জানিয়ে দেবেন,' বলল রানা।

মাথা দোলালেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল। 'নিশ্চয়ই, যা করার দ্রুত করব। কাল সকালেই রওনা হবেন আপনি আলাস্কার উদ্দেশে।'

'তাতে আপত্তি নেই আমার,' একবার সিআইএ-র মিস্টার সিমন্সকে দেখল রানা। চোখ দেখা গেল না কালো সানগ্লাসের কারণে। ঠোঁটে তার হাসির আবছা রেখা।

রানার অন্তর বলল, ওই কালো সানগ্লাসের ওপাশে আছে অশুভ কী যেন। তবে সেটা কী ও দেখতে চায়।

পাঁচ

BanglaBook.org

বিশ্বের মানচিত্রের শেষাংশ এই অঞ্চল– আলাস্কা। এখানেই রয়েছে চিরকালীন শুভ্র বরফ-তুষারে ছাওয়া নিষ্ঠুর, গভীর অরণ্য; আবার এ অঞ্চলেই রয়েছে অরণ্যবিহীন ধু-ধু তুন্দ্রা ও ধবধবে বিশাল গ্লেসিয়ার, যেখানে দিনের পর দিন বইছে মানবদেহ অসাড় করে দেয়া কনকনে, হু-হু হাওয়া। এই এলাকায় আগেও এসেছে রানা। ভাল করেই জানে, ভয়ঙ্কর এই তুষারাঞ্চলে যে-কোনও মুহূর্তে বিনা নোটিসে যে-কাউকে স্পর্শ করতে পারে হিম শীতল

মৃত্যু।

হাজারো অভিযাত্রী, এমন কী আলাস্কার আদিবাসীদেরও অনেকে নির্মমভাবে জীবন দিয়েছে ব্রুক্স্ রেঞ্জে এসে। এসব ভাল করে জানে বলেই, রানা কখনও ছোট চোখে দেখেনি এখানকার নির্দয় প্রকৃতি ও বর্বর পাশবিকতাকে। বাঁচতে চাইলে পাহাড়ি এ এলাকার প্রতি থাকতে হবে গভীর শ্রদ্ধা, তার চেয়েও বেশি চাই সতর্কতা; নইলে মৃত্যু আসবে বেঘোরে, আচমকা। হারিয়ে যেতে হবে হতভাগ্য মানুষদের মতই। হিমবরফের দেশে এসে অনেকেই ভেবেছে, প্রস্তুতির আতিশয্য অর্থহীন, সামান্য ঢিলে দিলে কিছুই হবে না; কিন্তু উঁচু শীতল এলাকায় আর কখনও দেখা যায়নি তাদেরকে। বরফের নীচে ঢেকে গেছে লাশ, বা খেয়ে ফেলেছে বন্য-প্রাণী।

কী কী ইকুইপমেন্ট ব্যবহার করবে সাধারণ ট্র্যাপার বা ক্যাম্পাররা, তা জানে রানা। আগে চাই ভারী ক্যালিবারের স্কোপসহ রাইফেল, শটগান এবং প্রচুর কার্তুজ। এরপর প্রচুর শুকনো খাবার। একটা কুঠার, হ্যাচেট, খাপসহ ছোরা; চামড়া ছেলার ছোট ব্লেডের ছুরি, তাঁবু, টপোগ্রাফিকাল ম্যাপ, ওখানে চিহ্নিত থাকতে হবে ফেডারেল ইমার্জেন্সি স্টেশন, একটা কমপাস, দড়ি, রেইন কোট, ম্যাচ, বিপদে আগুন জ্বালতে ফ্লিন্ট, এক তা চামড়ার টুইন, ইমার্জেন্সি মেডিকেল ইকুইপমেন্ট, দুটো খচ্চর ও একটা ঘোড়া, তাদের জন্য খাবার এবং অবশ্যই একটি রেডিয়ো।

কিন্তু এতসব লটবহর বয়ে বেড়ানো রানার পছন্দ নয়। এই বরফের জগতে বাঁচতে চাইলে দক্ষতার উপর নির্ভর করতে হবে ওকে। পারতপক্ষে সংগ্রাম না করেই এড়িয়ে যাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ। সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটিয়ে দেবে ভয়ানক বিপর্যয়ের সময়ে। তখন এই কঠিন জমি-অরণ্য-পাহাড় থেকেই সংগ্রহ

BanglaBook.org

করবে দরকারী রসদ। সেজন্য ওর পিঠে থাকবে ছোট একটা ব্যাগ। কাঁধে চামড়ার পাউচ, ভিতরে বাতাসে শুকিয়ে নেয়া গরুর মাংস আর হার্বাল মলম– জিনিসটা রাঁধবার সময় কাজে আসবে, আবার লাগবে ক্ষত মেরামত করতেও। এ ছাড়া, সঙ্গে চাই কমপাস, কম ব্যবহৃত ট্র্যাকের মানচিত্র, চক, মার্কিং স্টিক, চকমকি পাথর ইত্যাদি।

ডান কোমরে সিঙ্গল ক্যান্টিন, যদিও প্রায় ব্যবহারই করবে না ওটা। প্রতিটি ঝর্নায় থেমে পানি খেয়ে ভরে নেবে পেট। উঁচু এলাকায় ডিহাইড্রেশন হয়ে ওঠে সত্যিকারের নিঃশব্দ খুনি। বেল্টে ঝুলবে বাউয়ি নাইফ ও হ্যাচেট। কাঁধের স্ট্র্যাপে কার্তুজ, অন্য কাঁধে লিভার-অ্যাকশন স্কোপহীন ৪৫.৭০ ক্যালিবারের মারলিন রাইফেল।

পরনে উলের প্যান্ট, চামড়ার শার্ট ও জ্যাকেট, পায়ে হাঁটু সমান উঁচু মোকাসিন। শেষ জিনিসটার তলির লাইনিং হাঁসের পালক দিয়ে তৈরি। বাড়তি কোনও পোশাক থাকবে না। মোকাসিনের কারণে শীত থেকে নিরাপদ থাকবে পা, ভিজে গেলে চট্ করে শুকিয়ে নেবে ইণ্ডিয়ানদের ওই জুতো। ওটার কারণে চলতে পারবে নিঃশব্দে। ট্র্যাকিং শুরু করলে ডাল-পাতার ভিতর পলিয়েস্টার বা সুতির কাপড়ের মত খসখসে আওয়াজ করবে না চামড়ার পোশাক ও মোকাসিন।

প্রাচীন অ্যাযটেক পুরোহিতদের কথা পড়েছিল বইয়ে, তাঁরা জ্যাকেটের কাঁধে ডাবল চামড়ার হুড রাখতেন। বৃষ্টি থেকে কাঁধ রক্ষা করতে কাজে আসত নীচের হুড। উপরের হুড টুপির মত। মাথা দিয়ে বাড়তি তাপ বেরিয়ে যাওয়া রোধ করত ওই জিনিস। অনেক আগেই মানুষ জানত, শীতে খোলা জায়গায় দেহের ষাট ভাগ তাপ বেরিয়ে যায় শুধু মাথা দিয়েই। রানার হুড অত্যন্ত পুরু, বরফের মত ঠাণ্ডা এলাকায় ওটা রক্ষা করবে ওর মাথা।

BanglaBook.org

আমেরিকান প্রথম দিকের ফ্রন্টিয়ার স্কাউটদের মতই আলাস্কা অভিযানে শুধু হালকা জিনিস সঙ্গে এনেছে রানা। স্পেশাল রেসপন্স স্কোয়াডের হাই-টেক অস্ত্র এবং যন্ত্রপাতি ওর কাছে নেই। তার কোনও দরকার আছে বলেও বোধ করছে না।

নিরাপদ আশ্রয় এবং দরকারী খাবারের জন্য প্রকৃতির উপর নির্ভর করবে। ক্ষুধা পেলে দক্ষতার সঙ্গে খুন করবে আশপাশের কোনও জন্তুকে, আর খাওয়া শেষ হলে আবারও রওনা হবে দূরের পথে। রাতে পনেরো মিনিটে তৈরি করবে সাধারণ, কিন্তু চমৎকার মাছের ফাঁদ। পেতে রাখবে ঝর্নার পানিতে। ভোরে উঠে নাস্তার জন্য পাবে কমপক্ষে আধ ডজন পাহাড়ি ট্রাউট। খাওয়া শেষ হলেও রয়ে যাবে কয়েকটা, সেগুলো খেতে পারবে দুপুরে বা বিকেলে। উতে ইণ্ডিয়ান চিফের কাছ থেকে মন দিয়ে রানা শিখেছে, কীভাবে ভারী জিনিসপত্র না বয়েই বরফ-শীতে পাড়ি দিতে হয় হাজার মাইল পাহাড়ি পথ।

রানার ধারণা: ওর নেতৃত্বাধীন আর্মি টিমের সঙ্গে থাকবে চল্লিশ পাউণ্ড ওজনের আর্কটিক সার্ভাইভাল গিয়ার। তার ভিতর থাকবে, লোড-বেয়ারিং ভেস্ট বা এলবিভি, সঙ্গে আর্মার্ড কেভলার। এ ছাড়া, পিঠের ব্যাকপ্যাকে প্রত্যেকের জন্য ওঅটর পিয়োরিফায়ার, কোল্ড ওয়েদার টেন্ট, আর্কটিক স্লিপিং ব্যাগ, বাড়তি পোশাক ও মোজা, ডিহাইড্রেটেড ফুড, প্রপ্যান আভন, নাইট ভিশন ইকুইপমেন্ট, টিয়ার গ্যাস, ফ্লেয়ার, বায়োনিক লিসেনিং ডিভাইস ইত্যাদি।

BanglaBook.org

ওই দলের সঙ্গে আরও থাকবে ভারী অস্ত্র। এম-১৬ কারবাইন থেকে শুরু করে বেনেলি শটগান, এমএইচ-৪০ সিলিণ্ড্রিকাল গ্রেনেড লঞ্চার। কোথায় আছে বুঝতে ব্যবহার করবে জিপিএস। আজকাল আমেরিকান সৈনিক শেষের জিনিসটা ছাড়া কানা হয়ে গেছে। নিজে রানাও ব্যবহার করেছে ওই সিস্টেম,

কিন্তু ভাল করেই জানে, মেশিন মানেই মেশিন– ওটা যে-কোনও সময়ে নষ্ট হবে। কাজেই নিজের দক্ষতা, মানচিত্র, কমপাস ইত্যাদির মাধ্যমে ন্যাভিগেট করাই ভাল। ওকে ভুল তথ্য দেবে না সূর্য বা তারা।

আধুনিক ইকুইপমেন্টের উপর ভরসা না করে প্রকৃতির বুকে বেঁচে থাকতে চাইলে, অসংখ্য বিষয়ে চোখ রাখতে হবে। বিপর্যয় এলে ঠাণ্ডা রাখতে হবে মাথা। ধরে নিতে হবে, কারও কাছ থেকে সাহায্য পাওয়া যাবে না এই বরফের দেশে। কাজেই টিকে থাকতে চাইলে লাগবে প্রবল মানসিক জোর এবং প্রচণ্ড দৈহিক শক্তি।

রানার মনে পড়ল, প্রথমবার আলাস্কায় এসে বৃদ্ধ এক ট্র্যাপারের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল।

পাহাড়ি এলাকায় চলেছে শুনে গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন বুড়ো। জিজ্ঞেস করতে অনেকক্ষণ ভেবে তারপর বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, শীতের মৌসুমে শুধু একটা রাইফেল আর একটা ছোরার উপর ভরসা করে বেঁচে থাকা সম্ভব।' আরও বলেন, 'কিন্তু, বাছা, তোমার হতে হবে সত্যিকারের ইনজুন। বন্য প্রাণী হিসেবে ভাবতে হবে নিজেকে। কারণ, বাছা, ওই পাহাড়ি এলাকায় ঈশ্বরও নেই, আর কোনও দয়াও পাবে না প্রকৃতির কাছ থেকে।' আরও কিছুক্ষণ পর বলেছিলেন, 'আমি যখন পাহাড়ি এলাকায় যাব, সঙ্গে নেব আমার ঘোড়া আর দুটো প্যাক মিউল। পাহাড়ি এলাকার জঙ্গলে তিনটা ঘোড়ার চেয়ে শক্তপোক্ত থাকে একটা মাত্র খচ্চর। সকালে ধীরে সুস্থে রওনা হব ক্যাম্প ভেঙে, আর সন্ধ্যার আগেই ক্যাম্প করব। শীত বাড়লে বা ঝড় শুরু হলে ভুলেও ক্যাম্প ছেড়ে কোথাও যাব না।' টুথপিক দিয়ে দাঁত খোঁচাতে শুরু করে বলেছিলেন, 'বাছা, নিশ্চয়ই পাহাড়ে শীত পার করবে না তুমি?'

BanglaBook.org

'না,' মাথা নেড়েছে রানা। 'এমনি জিজ্ঞেস করলাম।'

পাহাড়ের দিকে আঙুল তাক করে ট্র্যাপার বলেছিলেন, 'ওই এলাকা মানুষের জন্যে নয়। সারাজীবনে দু'একজনকে দেখেছি, যারা শীত পার করে আবারও ফিরে আসতে পেরেছে। কিন্তু অনেকেই আর ফিরতে পারেনি। যারা ফিরেছে, তারা চিরকালের জন্যে বদলে গেছে।'

পরে রানা বুঝেছে, এক ফোঁটা মিথ্যা কথা বলেননি বৃদ্ধ ট্র্যাপার।

পৃথিবীতে মাত্র দু'একটা জায়গায় এভাবে ভয়ঙ্কর শীত ও বৃষ্টি পড়ে। বোকাদের কখনও ক্ষমা করে না এই দেশ। কেউ পাহাড়ে আহত হলে, মাসের পর মাস টিকে থাকতে চাইলে, তাকে একমাত্র সহায়তা দেবে তার অসীম ধৈর্য ও স্থির সংকল্প। প্রয়োজন হলে সহ্য করতে হবে তীব্র ব্যথা, তখন সতর্ক ভাবে চিকিৎসা করতে হবে নিজের ক্ষতের। যেভাবে হোক রক্ষা করতে হবে খাবার। শুধু নিজের প্রাণ-রক্ষায় ব্যয় হবে প্রচুর সময়, নইলে জোগাড় হবে না প্রয়োজনীয় সব জিনিস।

ধৈর্য ধরে নিয়ম মেনে চলা অত্যন্ত জরুরি। নইলে হতে হবে স্রেফ উন্মাদ। আর ঐ দেশে একদিনও বাঁচে না পাগল। অবশ্য, এবার যে মিশনে ওরা চলেছে, তাতে মস্ত বিপর্যয় হওয়ার কথা নয়। যদিও যে-কোনও বিপদের জন্য তৈরি থাকা উচিত। হঠাৎ আকস্মিক ভাবেই একেবারে পাল্টে যেতে পারে অতি স্বাভাবিক পরিস্থিতি।

ভাবনার জালে বন্দি রানা হঠাৎ করেই সচেতন হয়ে উঠল মিলিটারি সি-১৪১ বিমানের ভোঁতা গর্জনে। ফিউজেলাজের বাইরে গোঙাতে শুরু করেছে প্রকাণ্ড চারটে জেট ইঞ্জিন।

আনমনে হাসল রানা। কবে যেন অজান্তেই শিখে নিয়েছিল কীভাবে উপেক্ষা করতে হবে অদরকারী আওয়াজ। প্রয়োজনীয়

Banglabook.org

এই যোগ্যতা ট্র্যাকিঙের সময় খুব কাজে আসে।

কাছের জোরালো আওয়াজ পাত্তা না দিলেও অনেক নিচু পর্দার আওয়াজ ঠিকই শুনবে। হয়তো সিকি মাইল দূরে ডাকছে উডলার্ক। জরুরি বার্তা না-ও দিতে পারে। আবার বলে দিতে পারে, কী দেখে উত্তেজিত বা ভীত। হয়তো উডলার্ক দেখেছে জলচর সাপ। বেশিরভাগ পাখির মতই ঝর্না বা পানিতে ভাইপার নড়লেই উঁচু গ্রামে চিৎকার জুড়বে ওটা। মনে হবে, দাবানল শুরু হয়েছে জঙ্গলে, তখন মিষ্টি ডাক পাল্টে যায় একেবারেই।

ওটা শুনেই বুঝে নেয়া যায়, কত কাছে ওই সাপ। বিরক্ত না করলে দিনের আলোয় নড়াচড়া করবে না এসব সরীসৃপ। আসলে অদৃশ্য সব প্রাণীর হাজারো আওয়াজ বুকে নিয়ে বন্য সমাজে কী চলছে, সর্বক্ষণ প্রচার করছে জঙ্গল। শুধু বুঝতে হবে, ওই সমাজের ঘোষণাকারীরা কী বলতে চায়।

স্থানীয়রা বলে ওই ভাষা বুনো প্রকৃতির।

তারপুলিনে শুয়ে ঘুমিয়ে আছে হান্টার, ওর ঘাড়ের ঘন, কালো রোম এলোমেলো করে দিল রানা। বিমানের যাত্রীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, সেই ভয়ে নেকড়েকে যাত্রী কমপার্টমেন্টে রাখতে ভয় পেয়েছে মিলিটারি অফিশিয়ালরা। রানাও তর্কে যায়নি, হান্টারকে নিয়ে উঠে পড়েছে কার্গো হোল্ডে। ওর আপত্তি নেই বিশ্বস্ত বন্ধুর পাশে থাকতে।

রানার মনে পড়ল, কীভাবে পেয়েছিল দ্বিতীয় হান্টারকে। তখন মাত্র তিন সপ্তাহের নেকড়ে-ছানা ছিল ওটা। জঙ্গলে একটু দূরে লাশ হয়ে পড়ে ছিল ওর প্রিয় কুকুর *প্রথম হান্টার* আর তার সঙ্গিনী নেকড়ে। ওই দম্পতির অন্য চার ছানা খুন হয়েছিল পোচারদের হাতে। কিন্তু পড়ে থাকা এক গুঁড়ির আড়ালে মাটি খুঁড়ে আহত অবস্থায় লুকিয়ে পড়েছিল দ্বিতীয় হান্টার। ক্ষুধার্ত, অসুস্থ ও আহত। দু'একদিনের ভিতর মরত, কিন্তু ওকে

BanglaBook.org

ডালপালার নীচ থেকে বের করে এনে এক টুকরো কাঁচা মাংসের লোভ দেখিয়ে কোলে তুলে নিয়েছিল রানা।

এতই দুর্বল, কয়েক মাস লেগেছিল বাংলো-বাড়ির ঘরে পায়চারি করতে। অবশ্য, তারপর ক্রমেই বড় হয়ে উঠল। নয় মাস বয়সেই হয়ে গেল প্রকাণ্ড এক নেকড়ে। ইচ্ছা করেই ট্রেইনিঙের মাঝ দিয়ে ওকে নিয়ে যায়নি রানা। কিন্তু নেকড়ে আর কুকুরের মিশ্রণ বলেই বোধহয় অত্যন্ত বুদ্ধিমান হয়েছে দ্বিতীয় হান্টার। যে-কোনও কিছু চট্ করে বুঝে নেয় অনায়াসেই। ওর জানা আছে, কোথায় মিলবে খাবার। কাকে বিশ্বাস করা যায়, কাকে নয়। কৌতূহলের শেষ নেই। আর প্রতি বছর রানা বাংলো-বাড়িতে ফিরলেই হাজির হয়েছে প্রিয় মানুষটাকে সঙ্গ দিতে।

ছয় মাস বয়স হওয়ার পর হান্টারকে বারান্দায় চমৎকার এক ডগহাউস তৈরি করে দিয়েছিল রানা। মেঝেতে পুরু করে বিছিয়ে দিয়েছিল খড়, তার ওপর পুরনো কম্বল। শীতের রাতে জ্বেলেছে হিট ল্যাম্প। কখনও বেঁধে রাখেনি নেকড়ের বাচ্চাকে। নিজের মন বুঝে স্বশিক্ষিত হয়ে বেড়ে উঠেছে ওটা।

বাংলোর আশপাশে আসত নেকড়ের পাল, তখন রাতে ঘুমিয়ে পড়বার আগে রানা ভেবেছে: একদিন বনের ডাকে হারিয়ে যাবে দ্বিতীয় হান্টার।

দুই বছর বয়সে পূর্ণ নেকড়ে হয়ে উঠল ওটা। তখন থেকে গায়েব হয়ে যেতে লাগল দিনের পর দিন। কখনও ফিরল রক্তাক্ত শরীর নিয়ে। রানা বুঝে গেল, এলাকার অন্য নেকড়ের পালের সর্দারদের সঙ্গে শুরু হয়েছে ওর লড়াই।

প্রাকৃতিক স্বাভাবিক নিয়মেই নিজ রাজত্ব কায়েম করতে চাইল দ্বিতীয় হান্টার। মসনদ ওর বাংলো-বাড়ি, চারপাশে চাই প্রজা। কোনও কোনও রাতে রানা শুনল, চিৎকার জুড়েছে বহু দূরের নেকড়ের পাল। তাদের নেতাকে দমন করতে বিদায় নিয়েছে

BanglaBook.org

দ্বিতীয় হাণ্টার। নিজ এলাকায় স্বাধীনভাবে চলতে চাইলে লড়াই করে অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে ওকে।

কখনও বাধা দেয়নি রানা। ভেবেছে, ওর মতই পরিবার নেই দ্বিতীয় হাণ্টারের। যদি ভিড়ে যেতে পারে কোনও নেকড়ের পালে, সহজ হবে ওর জীবন। কিন্তু বার-বার অন্তরের টানে আবারও ফিরেছে মস্ত নেকড়ে। একসঙ্গে দিনের পর দিন সৌখিন ট্র্যাপিং ও ট্র্যাকিং করেছে– কেউ কাউকে চোখের আড়াল হতে দেয়নি। রানাকে বোধহয় আপন পিতা বলে মনে করে নেকড়ে, অনুসরণ করে অন্ধের মত।

বোধহয় রানার কথা ভাবে: ওর বাবা নিঃশব্দ পায়ে হেঁটে পৌঁছে যায় সতর্ক হরিণের পিছনে, আঙুল স্পর্শ করে চমকে দিতে পারে হতভম্ব প্রাণীটাকে। বা ঘুমন্ত গ্রিজলির ঘাড়ের রোম নেড়ে দিয়ে সরে পড়ে নীরবে। তখনও ঘুমিয়ে থাকে মস্ত ভালুক। অন্য কেউ এসব পারে না, কাজেই মন দিয়ে সব খেয়াল করে হাণ্টার। বুঝে গেছে, ওর কাছে কোনও দাবি নেই মানুষটার। পরস্পরের সত্যিকারের অন্তরের বন্ধু ওরা। কখনও বাংলো-বাড়ির বেডরুমে গভীর রাতে ঘুম ভাঙলে রানা দেখেছে, ওর বুকে পিরিচের মত থাবা রেখে অবাক, মুগ্ধ চোখে ওকে দেখছে নেকড়ে। নাক রেখেছে ওর গলার কাছে। বুঝতে চাইছে, প্রাণের বন্ধু সুস্থ আছে কি না।

রানাও অন্তরে স্বীকার করে নিয়েছে, জ্ঞানীরা ঠিক কথাই বলেন: জীবনে মাত্র একবার সত্যিই কোনও জন্তুকে ভালবাসতে পারে মানুষ। আর ওর ভালবাসার জন্তুটা দ্বিতীয় হাণ্টার। বোধহয় আর কখনও কোনও কুকুর বা নেকড়েকে এতটা পছন্দ করতে পারবে না। মাত্র তিন বছর বয়স দ্বিতীয় হাণ্টারের। আরও বহু বছর বাঁচবে। হয়তো অত দিন নিজেও বাঁচবে না রানা।

এবারের অভিযানে হাণ্টারকে এনেছে বলে খচ-খচ করছে ওর

BanglaBook.org

মন। কিন্তু না আনলে ছটফট করত হান্টারের মন।

রুক্ষ-কঠিন-শীতার্ত এই এলাকার গভীরে গেলে মস্ত নেকড়ে সঙ্গে থাকিলে নানাদিক থেকে সুবিধা পাবে ও। অসতর্ক হলে হানা দেবে ভয়ঙ্কর, নিষ্ঠুর মৃত্যু; কিন্তু পাশে হান্টার থাকলে বহু আগেই সাবধান করবে ওকে। পাশাপাশি ওরা চললে জটিল ট্র্যাক খুঁজে বের করা সহজ হবে।

তাতে হয়তো রক্ষা পাবে একদল নিরীহ মানুষ।

যে-কোনও সময়ে আবারও হামলা করবে ভয়ঙ্কর ওই দানব।

ছয়

আবছা ধূসর আলোয় ঘুম ভাঙবার পর বুঝল, তেমন ঘুটঘুটে অন্ধকার নয় অরণ্য। নিজেকে দেখল: না, সম্পূর্ণ উলঙ্গ নয় সে। এখন আর নেই দামি শার্ট বা বুট। কিন্তু কোমর-উরুতে রয়ে গেছে ছেঁড়া প্যান্ট।

মেঝেতে বিছিয়ে আছে সবুজ শেওলা, চারপাশে আকাশ-ছোঁয়া মস্ত সব গাছ। ঘন পাতার মাঝ দিয়ে নেমে অরণ্যের মেঝেতে নানান আলপনা এঁকেছে সোনালি আলো।

ধীরেসুস্থে উঠে বসে মাথা স্পর্শ করল সে।

নতুন করে বদলে যায়নি খুলি।

তা হলে কি থেমে গেল দেহের পরিবর্তন?

পরিষ্কার মনে পড়ল, কী করেছে সে।

কী হয়ে উঠেছে!

BanglaBook.org

ভয়ঙ্কর দানবের মত খুশিতে খল-খল করে হেসে ফেলল সে।

গাঢ় ঘুম ভেঙে এখন লাগছে সব ছেঁড়া স্বপ্নের মত। অবশ্য, স্পষ্ট মনে পড়ল গতরাতের দৃশ্য: জানের ভয়ে পালাতে চেয়েছিল ওরা, চিৎকার করছিল প্রাণপণে। মগজে গনগনে ক্রোধ নিয়ে রক্তিম চোখের নিখুঁত দৃষ্টিতে দেখেছে সে শত্রু-দেহের আতঙ্কের লালচে আভা। তখনই প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে হামলা করল। ছাড়ল না কাউকে। খুনের পর খুন করে পেয়েছে জান্তব আনন্দ। প্রতিদিন পাল্টে যাচ্ছে তার শরীর, সেই সঙ্গে হয়ে উঠছে ও আরও নিখুঁত একটা খুনের মেশিন; জঙ্গলের বিষয়ে বাড়ছে সচেতনতা, সেই সঙ্গে বাড়ছে গায়ের জোর।

বেশ ক'দিন আগে বাতিক চেপে বসেছিল বলে প্রসিজার বা নিয়ম না মেনেই এক্সপেরিমেন্ট করেছিল। সেজন্য পেতে হয়েছে প্রচণ্ড ব্যথা। দুই থাবা দিয়ে ছিটকে ফেলে দিয়েছিল ল্যাবোরেটরির সব ইকুইপমেন্ট। যে-ই সামনে পড়েছে, হয়ে গেছে খুন। নেশা ধরেছিল খুনের। অতিরিক্ত অ্যাড্রিনালিনের জোয়ারে দারুণ মজা লেগেছে সবাইকে ছিঁড়েখুঁড়ে দিতে। সারারাত মানুষই হোক বা অন্য কোনও প্রাণী, কেউ রক্ষা পায়নি তার হাত থেকে। পরদিন সকালে ভয়ানক ক্লান্তিতে মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়েছিল মেঝেতে লাশগুলোর পাশে। তখন ওই জ্বলন্ত ফ্যাসিলিটিতে সে ছাড়া জীবিত কেউ ছিল না।

এখন সে পুরো নিশ্চিত, সত্যিই সফল তার এক্সপেরিমেন্ট। আশা করেনি, সেই আমলের ওই দানবের দৈহিক ও মানসিক সব ক্ষমতা পেয়ে যাবে। কাজেই ক্ষোভও নেই। টের পেয়েছে, হারাতে শুরু করেছে ও তার নিজ পরিচয়। এমনই হওয়ার কথা। ইনফেকশন আরও বাড়লে হয়তো ভুলেই যাবে কে ছিল সে। তাতেই বা কী? মস্ত বড় এক বিজয়ী মনে হচ্ছে নিজেকে। ভেড়ার পালে যেন সত্যিকারের প্রচণ্ড শক্তিশালী এক সিংহ! প্রতিবার

BanglaBook.org

বদলে যেতেই আরও আক্রমণাত্মক ও ক্ষমতাশালী হয়ে উঠছে।

ভাবতে গিয়ে আবারও হেসে ফেলল। কী অবাকই না হয়েছিল, যখন পাল্টে যেতে লাগল দেহ! তখনও ভাবতে পারেনি, হয়ে উঠবে এত শক্তিমান! অথচ, আগে সামান্য মানুষ হিসাবে কাটাচ্ছিল সে সাধারণ জীবন!

প্রথম ফ্যাসিলিটির সব চুরমার করে দেয়ার পর নিজেই অবাক হয়েছিল। ব্যস্ত হয়ে ট্রান্সমিট করেছিল কমাণ্ড সেন্টারে। জানিয়ে দিয়েছিল, নিজ দেহে ইনজেক্ট করেছে এক্সপেরিমেন্টাল ডিএনএ। কিন্তু আরও বহু টেস্ট করতে হবে, নইলে নিশ্চিত হওয়া যাবে না, পূরণ হবে কি না ওদের গোপন উদ্দেশ্য। প্রসিজার না মেনে মারাত্মক ঝুঁকি নিয়ে নিজ দেহে ডিএনএ দিয়েছে বলে ভীষণ খেপে গিয়েছিল কর্তৃপক্ষ। কিন্তু মুখে যা-ই বলুক তারা, আসলে খুশি হয়েছে, মানব দেহে ব্যবহার করা যাবে ওই সিরাম।

মাত্র কয়েক ঘণ্টা পর লাশ সরাতে এবং দায়িত্ব নেয়ার জন্য হাজির হলো দ্বিতীয় টিম। বিধ্বস্ত ফ্যাসিলিটি ও করুণভাবে খুন হয়ে যাওয়া রক্তাক্ত মানুষের লাশ দেখে হতবাক হয়ে গিয়েছিল। সবার বুঝতে দেরি হয়নি, এক্সপেরিমেন্ট প্রায় সফল।

মৃত কলিগদের পরিণতি তাদেরও হোক, তা চায়নি কেউ। সবাই মিলে আটক করেছে ওকে। সবাই জানত, নির্দিষ্ট সময়ে আবারও উন্মাদ হয়ে উঠবে ও, পাল্টে যেতে থাকবে ওর শরীর।

ওকে বন্দি করে রাখতে বেছে নেয়া হয়েছিল স্টিলের রিইনফোর্স্‌ড্ ঘর। ওখানে ছিল স্টিলের দরজা, চৌকাঠ আর আড়া নিয়েব্রিয়াম-টাইটেনিয়ামের। ওর রক্ত সংগ্রহ করে অ্যানালাইয করা হলো। দীর্ঘ ওই সারাটাদিন জেলের মেঝেতে বসে ভেবেছে সে, শুধু স্রষ্টাই জানেন এবার কী হবে রাতে।

ওর কাছ থেকে পাওয়া নতুন ডিএনএ-র জিন নিয়ে গবেষণা করছিল ফ্যাসিলিটির বিজ্ঞানীরা। লেলিহান শিখার মত ওর শরীরে

BanglaBook.org

ছড়িয়ে পড়েছিল অদ্ভুত ওই জিন। অথচ, কিছুই বুঝতে পারেনি ওর প্রাক্তন ওই কলিগরা।

পরে তাদেরকে মরতে হয়েছে বলে, আবছা একটু যেন অনুশোচনাও এসেছিল মনে। হয়তো ঠাণ্ডা মাথায় সবাইকে খুন করা অনুচিত হয়েছে। কিন্তু দুঃখ যেভাবে চেপে ধরার কথা, তেমন হয়নি। আর পরে স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে মনে হতে লাগল, শালার কুকুরের বাচ্চাগুলো মরলে তার কী!

সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পর খুলে গিয়েছিল মস্ত স্টিলের দরজা, চৌকাঠে এসে পা রেখেছিলেন মাথাভরা সাদা চুলের এক বিজ্ঞানী। উনিই ছিলেন গোটা অপারেশনের দায়িত্বে। তাঁকে ভাল করেই চিনত সে। পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিল, নিয়ম না মেনে নিজের দেহে সিরাম দিয়েছে বলে নাখোশ নন তিনি।

অখুশি হলেই বা কী হতো?

অন্তর থেকে যা চেয়েছিল, সেই ক্ষমতা তো পেয়ে গেছে সে!

একটা কথাও বলেননি বৃদ্ধ বিজ্ঞানী। দরজা ভিড়িয়ে রেখে চলে যান নীরবে।

মৃদু হাসল সে। পরিষ্কার মনে পড়ছে, কীভাবে শুরু হলো সব।

আকস্মিক ভাবেই পাওয়া গেল দানবের লাশ। সবাই বুঝেছিল, ওটাই হোমো-সেপিয়েন্সের পূর্বপুরুষ—নুর-দানব। দশ হাজার বছর ধরে বরফ জমাট গ্লেসিয়ারের সমাধিতে চমৎকার ভাবে সংরক্ষিত ছিল।

ডিএনএ অ্যানালাইয করে জানা গিয়েছিল: সাধারণ মানুষের চেয়ে বহুগুণ শক্তিশালী ছিল ওই দানব। যেমন ছিল জোর, তেমনই তার গতি। অবিশ্বাস্য অকিউলার স্পেস মগজে— তাই ঘুটঘুটে আঁধারেও দেখত পরিষ্কার। অবশ্য, সবাই হতাশ হলো ওটার অপেক্ষাকৃত ছোট টেমপোরাল লোব দেখে। বেশি ভাবত

BanglaBook.org

না ওই দানব। তা হতেই পারে। প্রকৃতি তাকে দিয়েছে প্রচণ্ড দৈহিক শক্তি, বদলে কেড়ে নিয়েছে অতিরিক্ত চিন্তার ক্ষমতা।

বিজ্ঞানীরা নাম দিলেন দানবের: হোমো-সিমিটার বা তলোয়ার-মানব, তবে ঘরোয়া আলোচনায় বলা হয় নর-দানব।

শুভ্র বরফের কফিন থেকে লাশ খুঁড়ে নেয়ার পর, দেখা গেল নীচে পড়ে আছে সেবার টুথ্‌ড্‌ টাইগার বা দাঁতাল বাঘ। সাত শ' পাউণ্ডের শিকারি জন্তুর ঘাড় সরু কাঠির মত ভেঙে দিয়েছিল ওই মানব-দানব। ওরা সবাই বুঝল: বিশ্বের আর সব প্রাণীর চেয়ে হোমো সেপিয়েন্সের পূর্বপুরুষ হোমো-সিমিটারের হিংস্রতা, টিকে থাকার ক্ষমতা ও দৈহিক শক্তি ছিল বহুগুণ বেশি।

নিজেদের মাঝে তর্কে মেতে উঠলেন বিজ্ঞানীরা।

পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখলেন, দানবের ডিএনএ-তে রয়েছে অদ্ভুত কিছু অর্গানিক পদার্থ, যা পাওয়া যায় না বর্তমান বিশ্বে। সেই আমলের ফল-মূল ও ফুল খেয়ে তার সিস্টেমে ছড়িয়ে গিয়েছিল নানান কেমিকেল। আর সেসব তৈরি করেছিল জেনেটিক অ্যান্টিফ্রিয বা জমাট-বিরোধী পদার্থ। মৃতদেহে পানি জমাট বেঁধে যাওয়ার সময় মোটেও বিস্তৃত হয়নি তার কোষ। অর্থাৎ, শূন্য ডিগ্রির নীচে থাকলেও কখনোই পুরোপুরি জমাট বাঁধেনি দানবের লাশ।

আর এটাই এই শতাব্দীর সেরা আবিষ্কার।

অথচ, কিছুই আবিষ্কার করেনি বিজ্ঞান।

এতে কোনও কৃতিত্ব নেই কোনও বিজ্ঞানীর।

খল-খল করে হাসল এ যুগের নর-দানব।

বড্ড ক্ষুধা পেয়েছে!

এবার ধরতে হবে কোনও শিকার।

সেটাকে খাওয়ার পর গভীর রাতে হামলা করবে আজ দূরের ফ্যাসিলিটিতে।

BanglaBook.org

সাত

একটু পর ল্যাণ্ড করবে মস্ত বিমান, ম্যাক্সিমিলিয়ানের দেয়া ফাইল আরেকবার ঘাঁটছে রানা। ওর সঙ্গীদের বিষয়ে যতটা পারা যায় জেনে নেয়া উচিত।

ওকে অনানুষ্ঠানিক ভাবে ব্রিফ করেছেন লেফটেন্যাণ্ট কর্নেল। তথ্য বলতে তেমন কিছুই ছিল না। তবে রানা বুঝতে পেরেছে, ওর সঙ্গে শিকার করতে যারা যাবে, তারা সাধারণ আর্মির লোক নয়– স্পেশাল রেসপন্স টিমের লোকও নয়।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলেছেন ম্যাক্সিমিলিয়ান, 'ওরা সিএমসি বা সেণ্ট্রাল মিলিটারি কমিশনের হয়ে কাজ করছে না।'

অর্থাৎ, ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সির সঙ্গে এদের কোনও সম্পর্ক নেই। যতদূর মনে হয়, এই শিকারি দল জড় করা হয়েছে নানান দেশের আর্মি ত্যাগ করা সৈনিকদেরকে নিয়ে।

কিন্তু সেটা করা হয়েছে কেন?

সিএমসি একমাত্র ফেডারেল এজেন্সি, যেটা পসি কোমিটেটাসের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত নয়। ফলে ইচ্ছা করলে কংগ্রেশনাল অ্যাপ্রুভাল ছাড়াও আমেরিকার মাটিতে সিএমসিকে কাজে লাগাতে পারত ইউএস সরকার। এ ক্ষেত্রে তা করা হয়নি। বিষয়টি অত্যন্ত সন্দেহজনক। মনে হয়, সরকার যেন ভয় পেয়েছে মিলিটারিকে কাজে লাগাতে। কিন্তু এমন হওয়ার তো কথা নয়।

BanglaBook.org

রানা জানতে চাওয়ায়, সানগ্লাস পরা জেন্স সিমন্স অস্পষ্ট জবাব দিয়েছেঃ নানান কারণেই আমেরিকার সৈনিক ব্যবহার না করে মানুষ-শিকার বা জন্তু শিকারে দুনিয়া-সেরা লোকগুলোকে জড় করেছে তারা। প্রত্যেকে এরা হাইলি ট্রেইণ্ড, ভুল করবে না দায়িত্ব পালন করতে।

তর্ক করেনি রানা। ধরে নিয়েছে, জরুরি কিছু জানতে চাইলে এক গাদা মিথ্যা বলবে এই সিআইএ এজেন্ট।

এদিকে ম্যাক্সিমিলিয়ান রানাকে বোঝাতে গিয়ে বার-বার বলেছেন, কোনও বিপর্যয় হলে সঙ্গে সঙ্গে ওই এলাকায় পৌঁছে যাবে হেলিকপ্টার।

কথাটা হয় ভুল, নয়তো ডাহা মিথ্যা। চাইলেই হেলিকপ্টার পৌঁছে যেতে পারবে না আলাস্কার দুর্গম সব এলাকায়। প্রস্তুতি নিতেই অনেক সময় নিয়েছে আর্মি ও সিআইএ। ওরা যেন সাফল্য পাওয়ার চেয়ে দুর্যোগ ঠেকাতেই বেশি ব্যস্ত।

আড়মোড়া ভেঙে উঠে দাঁড়াল দ্বিতীয় হান্টার। চোখ পড়ল রানার চোখে। সঙ্গে সঙ্গে হয়ে উঠল সতর্ক। দেখে নিল খালি কার্গো হোল্ড, তারপর বার কয়েক চোখ পিটপিট করে হাই তুলল।

ওর চওড়া ঘাড়ে হাত রাখল রানা। শক্ত হয়ে আছে নেকড়ের পেশি। বন্ধু মৃদু হাসতেই নাক দিয়ে গুঁতো দিল বুকে।

'আরও কিছুক্ষণ শুয়ে থাক্,' বলল রানা। 'একটু পর মাটিতে নামব। কিন্তু তখনও গাল চাটতে দেব না।'

একবার ওকে হতাশ চোখে দেখে নিয়ে ধুপ্ করে তারপুলিনে শুয়ে পড়ল হান্টার। কুচকুচে কালো চোখ থাকল ষাট ফুটি কার্গো হোল্ডের দরজার উপর, সতর্ক।

একবার মস্ত হান্টারকে দেখল রানা। ভাবল, ওর নিজের আত্মবিশ্বাসের অভাব নেই। আর আরও নিরাপদ বোধ করবে

BanglaBook.org

পাশে কালো নেকড়ে থাকলে। ওটা গভীর ভাবে ঘুমিয়ে থাকলেও কাছাকাছি কেউ এলেই তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে। দেরিও করে না হামলা করতে।

নেকড়ের ছানা পাওয়ার পর ওই জাতের বিষয়ে রীতিমত গবেষণা করেছে রানা। তখনই জেনেছে, কুকুর বা কয়োটে থেকে নেকড়ে নানানদিক থেকে আলাদা। চারপাশের আওয়াজ অনেক বেশি লক্ষ করে তাদের মগজ। আছে দূর-দৃষ্টি। কল্পনা করে নিতে পারে সামনে কী ঘটবে।

বিড়াল ছাড়া অন্য আর সব প্রাণীর চেয়ে বহু দূরের আওয়াজ শুনতে পায়। আবার পাত্তাও দেয় না অপছন্দের শব্দকে। এদিক ওদিক সরে ওদের নাক, টের পায় সামান্য সব গন্ধ। ইনফ্রারেড ছুঁড়তে দক্ষ বাদুড় ছাড়া অন্য স্তন্যপায়ী প্রাণীর চেয়ে অনেক তীক্ষ্ণ ওদের চোখ। রাতে শিকারে বেরোলে ব্যবহার করে ওই ক্ষমতা। প্রখর দৃষ্টি ও গন্ধ পাওয়ার শক্তি ওদেরকে করে তুলেছে দক্ষ শিকারি।

বেশিরভাগ শিকারি প্রাণী কোনও না কোনও বিশেষ দক্ষতার উপর ভর করে শিকার ধরে। ওই ক্ষমতা আসে প্রকৃতিগত ভাবে। কিন্তু নেকড়েরা শিকার করতে গিয়ে প্রয়োজনে বার-বার চোখ ও ঘ্রাণ ইন্দ্রিয় ব্যবহার করে। একবার শিকারের পিছু নিলে সফল না হওয়া পর্যন্ত পিছু ছাড়ে না। এদিক থেকে ওদেরকে সেরা শিকারি বলা যায়। আর ধূসর নেকড়েদের চেয়েও এক কাঠি সরেস দ্বিতীয় হাণ্টার। ওর আছে মানসিক ও দৈহিক প্রচণ্ড ক্ষমতা। আকারও প্রকাণ্ড, প্রায় পূর্ণবয়স্ক একটা ভালুকের সমান।

বেশিরভাগ নেকড়ে চর্বিহীন ও হাড় জিরজিরে হয়। টিকে থাকতে গিয়ে দিনের পর দিন বা সপ্তাহের পর সপ্তাহ চলতে হয় তাকে, সহ্য করতে হয় ভীষণ ক্ষুধা। কিন্তু হাণ্টারের জীবনে তেমন হয়নি। ছোটবেলায় রানার অঢেল যত্ন পেয়েছে বলেই

Banglabook.org

হয়তো হয়ে উঠেছে অন্য সব নেকড়ের চেয়ে অনেক বড় ও শক্তিশালী। ওকে বলা যেতে পারে নেকড়ের মাঝে হেভিওয়েট দানব। কাঁধে-পায়ে থোকা-থোকা পেশি। ইস্পাতের তারের মত ঘাড় ওজন ধরে রাখছে মস্ত মাথার। একবার মাঝারি আকারের কোনও হরিণের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লে তার আর রক্ষা নেই।

হাত বাড়িয়ে হান্টারের থাবা ধরল রানা।

মাথা নিচু করে নিল নেকড়ে।

ওটার শ্বদন্ত স্পর্শ করল রানা।

হান্টারের চোয়ালের হাড়ে গভীর ভাবে গেঁথে আছে গজালের মত ক্ষুরধার দাঁত– প্রায় বুনো শুয়োরের চোখা দুই দাঁতের সমান। গত বছর অসুস্থতার ছুটির সময়ে দ্বিতীয় হান্টারকে নিয়ে ব্রিটিশ কলাম্বিয়ায় গিয়েছিল, মনে পড়ল রানার।

গহীন অরণ্য কিসপিয়ক্স-এ দুই টুরিস্ট দম্পতি হারিয়ে গেছে শুনে ট্র্যাক করেছিল। পুরো চার দিন লেগেছিল তাদেরকে খুঁজে বের করতে। এত সময় ব্যয় হয়েছিল, কারণ জঙ্গল সম্পর্কে তাদের কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না। উচিত ছিল চুপচাপ বসে-শুয়ে কাটিয়ে দেয়া সময়। তাতে থাকত দেহে যথেষ্ট সামর্থ্য। পরবর্তীতে সাহায্য এলেই ফিরে যেতে পারত সভ্য এলাকায়। কিন্তু বোকার মত দু'জন ঘুরে বেড়িয়েছে নানাদিকে। ব্যয় করে ফেলেছে জরুরি ক্যালোরি। তাদেরকে খুঁজতে গিয়ে শীতের ভিতর অনেক ক্যালোরি খরচ করতে হয়েছে রানাকেও। বোকা ওই দম্পতিকে পাওয়ার পর মেডিকেল হেলিকপ্টারের জন্য রেডিয়ো করেছে। কিন্তু সেই সময়ে হারিয়ে গেল দ্বিতীয় হান্টার।

চিন্তিত হয়ে নেকড়ের ট্র্যাক অনুসরণ করল রানা।

অনেকটা দূরে এক ঝাড় লম্বা বার্চ গাছের নীচে পাওয়া গেল হান্টারকে। মুখোমুখি হয়েছে আরেক নেকড়ের।

ওটা ছিল মস্ত এক ধূসর আলফা মেল, দলের নেতা।

BanglaBook.org

ওই দল খতম করে দিয়েছিল বড় এক এল্ক্ হরিণকে।

দলের নেতা হিসাবে প্রথমে খাওয়ার অধিকার আছে শুধু ধূসর নেকড়ে দলের নেতার।

কিন্তু হঠাৎ করেই ওখানে হাজির হয়েছে হান্টার। কোনও ভাবেই মানবে না, ওর আগে হরিণের মাংস পেটে পুরবে আর কেউ। গর্জন ছেড়ে হান্টারকে ভাগিয়ে দিতে চেয়েছে আলফা মেল। কিন্তু তখন পাল্টা গর্জন ছাড়ল কালো নেকড়ে। ওই ভয়ানক হুঙ্কার শুনে থমকে গিয়েছিল রানাও।

তখনই হামলা করল ধূসর নেকড়ে।

প্রথম আক্রমণ বিদ্যুদ্বেগে এড়িয়ে গেল হান্টার। কাঁধ দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিল ধূসর নেকড়েকে। ওটা দ্বিতীয়বার হামলা করবার আগেই সরে গেল নিজেই। আসলে তখনই শুরু হলো দুই নেকড়ের সত্যিকারের দীর্ঘ লড়াই। বন্য ওই সংগ্রাম চলল কয়েক ঘণ্টা। বার-বার পিছিয়ে গেল হান্টার, আবারও হামলা করল, ছিটকে সরে গেল নানানদিকে, ঝাঁপিয়ে পড়ল নতুন উদ্যমে।

নীরবে লড়াই দেখল রানা।

পুরো ছয় ঘণ্টা চলল যুদ্ধ।

কেউ রাজি নয় হারতে।

শত্রুকে খুন করে ফেলবার মত মারাত্মক কোনও হামলা করতে পারল না ওরা। কিন্তু এক পর্যায়ে আলফা মেলের ঘাড়ে দাঁত বসাল হান্টার। কুলকুল করে ক্ষত থেকে ঝরতে লাগল রক্ত। তখন বাধ্য হয়ে হাঁটু গেড়ে বসতে হলো ধূসর নেকড়েকে।

জঙ্গলে মাফ করে না কেউ কাউকে।

ব্যতিক্রম নয় হান্টারও, সতর্ক ভাবে সামনে বেড়ে কামড় বসাল ধূসর নেকড়ের ঘাড়ে। পরক্ষণে হামলা করল সর্বশক্তি নিয়ে। আলফা মেলের ঘাড়-গলার ক্ষত থেকে ছিটকে বেরোল উষ্ণ রক্ত। মাটিতে পড়ে বার কয়েক দাপাদাপি করে স্থির হয়ে

BanglaBook.org

গেল পূর্ণবয়স্ক ধূসর নেকড়ে। ওটার লাশের পাশে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল হান্টার, তারপর ক্লান্ত পায়ে সরে এসে খেতে লাগল মৃত এল্‌ক্‌।

হান্টারের খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত দূরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করল নেকড়ের পাল। তারপর তাদের নতুন নেতা সন্তুষ্ট হয়ে সরে যেতেই ঝাঁপিয়ে পড়ল অবশিষ্ট মাংসের উপর।

হান্টারের ওই লড়াই কখনও ভুলবে না রানা। যে বন্য-হিংস্রতা নিয়ে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল কালো নেকড়ে, তা ছিল দেখবার মত। ওর পেট পুরে খাওয়া শেষ হলে একবার ফাঁকা গুলি করে নেকড়েদের সরিয়ে দিয়েছিল রানা। নীরবে ওকে দেখছিল হান্টার। হরিণের পিছন দিকের মাংস কেটে স্টেক সংগ্রহ করেছিল রানা। এরপর আগুন জ্বেলে মাংস রাঁধল নিজের জন্য। ফিরতি পথে খাবার হিসাবে কাজে আসবে, তাই বাতাসে শুকিয়ে তৈরি করল বিশ পাউণ্ড মাংসের জার্কি। হরিণের পিছনের পায়ের মস্ত এক অংশ কেটে ওটার চামড়া ছিলে তার ভিতর মাংসের টুকরো রেখে কাঁধে ঝুলিয়ে নিল। জানত, রেঞ্জার বেস পর্যন্ত পৌঁছুতে ওই পরিমাণ মাংস লাগবে ওর নেকড়ের।

রানার জানা ছিল, ওরা চলে গেলে হামলে পড়বে শিকারি নানান বন্য প্রাণী। কোনও কিছুই ফেলনা যাবে না এলকের।

হান্টারের সেদিনের ওই লড়াইয়ের কথা মাঝে মাঝেই মনে পড়ে রানার। অবাক হয়ে ভাবে, সেদিনের পিচ্চি নেকড়ে শাবক বড় হয়ে গেছে সত্যি! বন্যদের মাঝেও যেন আরও বন্য। অন্তর থেকে জানে, লড়াই করতে হবে, নইলে টিকবে না।

আর হান্টারের ওই লড়াই থেকে রানাও বুঝেছে, যতক্ষণ দাঁড়াতে পারবে, শত্রুর বিরুদ্ধে লড়বে কালো নেকড়ে। প্রাণ থাকতে কখনও পিছিয়ে যাবে না।

হাত বাড়িয়ে হান্টারের ঘাড়ের রোম এলোমেলো করে দিল

BanglaBook.org

রানা। লক্ষ করল, মনোযোগ দিয়ে দূরে চেয়ে আছে কালো নেকড়ে। যেন সামনে বিপদ টের পেয়ে হয়ে উঠেছে হুঁশিয়ার। ওর চোখ অনুসরণ করে কার্গো হোল্ডে কিছুই দেখল না রানা।

আবছা আঁধার ছাড়া চারপাশে কিছুই নেই।

আট

ছায়াচ্ছন্ন অরণ্যে অর্ধ-উলঙ্গ হয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে সে। অবাক হয়ে ভাবছে, কী করে ভুলে গেল নিজের নাম!

সামান্য বিব্রত।

দু'হাত তুলল মুখের সামনে। কুঁচকে গেল ঝোপের মত দুই সাদা ভুরু। গতবার ঘুম থেকে উঠে দু'হাত দেখেছে, কিন্তু এখন সব বদলে গেছে একেবারে!

চওড়া ও পুরু থাবার শেষে ধারালো নখর। ক্রমেই আরও পাল্টে যাচ্ছে সে, হয়ে উঠছে ওই দানবের মতই প্রচণ্ড শক্তিশালী। এমনই হওয়ার কথা। হিংস্রতার দিক থেকে কেউ কিছুই নয় ওর কাছে। আর কখনও মানুষের মত হতে পারবে না। কখনও দুর্বল হবে না, হবে না অসুস্থ। দশ হাজার বছর আগের ওই দানবের মতই থাকবে সে রাজার হালে। যা খুশি করবে।

বাধা দেবে কে?

কারও সাধ্য নেই ওকে খতম করবে!

অবাক কাণ্ড, মনে পড়ছে না নিজের নাম!

ঠিকই আছে আর সব স্মৃতি।

BanglaBook.org

পরীক্ষা করে দেখেছে নিজেকে।

যে অদ্ভুত ডিএনএ নিজ দেহে ইনজেক্ট করেছে, ওই বিষয়ে সবই মনে রয়ে গেছে। শব্দটা ইলেক্ট্রোফোরেসিস।

এ কথা ঠিক, পুনর্গঠিত বেশিরভাগ ডিএনএ এখনও হোমো সেপিয়েন্সের, কিন্তু এক্সপেরিমেন্টের পর অন্য এক শতাংশ ডিএনএ একেবারেই পাল্টে দিয়েছে তাকে।

ওই এক শতাংশ ডিএনএ পরীক্ষা করে জানা গেছে, সব ধরনের অসুখের বিরুদ্ধে দুর্দান্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলছে ওটা। ওই ডিএনএ যেন অসীম শক্তির এক রিচার্জেবল ব্যাটারি, প্রায় অনন্ত কাল ধরে কাজ করবে দেহে।

সব কোষ বুড়ো হলে মৃত্যুর দিকে যেতে হবে, জানে সে। এক পর্যায়ে নতুন করে তৈরি হবে না কোষ। কিন্তু বর্তমানের আধুনিক মানুষের করুণ পরিণতি কখনও বরণ করবে না অদ্ভুত দানব হোমো-সিমিটার। তার ডিএনএ থেকে গবেষণায় বেরিয়ে এসেছে, এক সময় আর পুনর্গঠিত হবে না ওই কোষ। মরতেই হবে, কিন্তু সেই মরণ হবে বহু শত বছর পর। হিসাব-নিকাশ থেকে আন্দাজ করা হয়েছে, এক থেকে দেড় হাজার বছর বাঁচবে হোমো-সিমিটার।

গবেষণা করেও বের করা যায়নি, ঠিক কী কারণে এত বছর বাঁচত ওই দানব। বিজ্ঞানীদের ধারণা: দীর্ঘ জীবনের পিছনে ছিল বিশেষ ইমিউন সিস্টেম। কোনও রোগ ধরে বসলে ডিএনএ-র কোডিং ভেঙে বেরিয়ে আসত অবিশ্বাস্য পরিমাণের নিয়ন্ত্রক এনযাইম। দেরি না করে হামলা করত ফরেন এজেন্ট বা ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়াকে। গবেষণা অনুযায়ী, মাত্র গোটা দশেক ভাইরাসকে বন্দি করত কোটি কোটি এনযাইম। আর এ কারণে মানুষের চেয়ে অনেক পোক্ত ছিল নর-দানবের ইমিউন সিস্টেম

বিজ্ঞানীরা যখন জিজ্ঞাসু চোখে পরস্পরকে দেখছেন, জানতে

Banglabook.org

চাইছেন মানুষের দেহে ওই ডিএনএ কপি করা যাবে কি না; ওই সময়ে নিজের দেহে টেস্ট করল সে, নিল ওই ডিএনএ-র কোডিং।

কখনও ভাবতে যায়নি, ওই জিনিস দেহে ইনজেক্ট করবার অধিকার তার আছে কি না। ভাল করেই জানত, যদি সফল হয়, পেয়ে যাবে সুপার হিউম্যানের যোগ্যতা। দেরি করেনি ঝুঁকিটা নিতে। তার উদ্দেশ্য বিজ্ঞান চর্চা ছিল না।

কিন্তু তাতেই বা কী?

চেয়েছে বহু কাল ধরে বাঁচবে, আর সেজন্য যা করা দরকার, তাই করেছে।

তখন বুঝতে পারেনি কত বদলে যাবে সে। এখনও টের পাচ্ছে, দেহের ভিতর তৈরি হচ্ছে প্রচণ্ড শক্তি। ফুলে ফুলে উঠছে সব পেশি। আরও শক্ত ও পুরু হচ্ছে সব হাড়। কে জানে, হয়তো পরের ঘুম ভেঙে উঠে দেখবে, আরও পাল্টে গেছে সে।

মনে নেই, প্রথম রাতে কী কারণে ল্যাবোরেটরিতে হামলা করেছিল। শুধু লাল এক আভার ভিতর দিয়ে দেখেছিল চিৎকার করছে মানুষগুলো। কালো সব নখ বাগিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সে সবার উপর। ডামে, বামে, সামনে বা পিছনে, যাকে পেয়েছে, খুশি মনে খুন করেছে। রক্তে ভেসে গিয়েছিল মেঝে। পরদিন সকালে ঘুম ভেঙে বুঝল, কী করে ফেলেছে। তখন দেরি না করে যোগাযোগ করেছে কমাণ্ড সেন্টারে।

তারপর এল দ্বিতীয় রিসার্চ টিম।

তখনও মনে হয়েছিল, খুন করে ফেলা উচিত সবকটাকে। তাকে বন্দি করলে কী হবে, ঠিকই বেরিয়ে গিয়েছিল কম্পাউণ্ডে—তা-ই করেছে, যা আগেও করেছিল।

স্টিলের দরজা আগেই ভিড়িয়ে রেখে গিয়েছিল বুড়ো বিজ্ঞানী।

BanglaBook.org

আর রাত বাড়তেই দুই হাতের প্রচণ্ড শক্তি ব্যবহার করে কবাট ও সিমেন্টের দেয়াল বিধ্বস্ত করে দিল সে। ছিটকে পড়ল স্টিলের মস্ত কবাট, ল্যাবোরেটরিতে ভাসতে লাগল ভাঙা দেয়ালের গুঁড়ো। তখনই লালচে দৃশ্যপটে ধরা পড়ল লোকগুলো। হামলা করল সে সবার উপর। পালিয়ে যেতে চেয়েছিল তারা, চিৎকার-চেঁচামেচি হচ্ছিল।

কিন্তু যাবে কোথায়?

দ্বিতীয় রাতের খুনগুলো আগের চেয়েও অনেক বেশি আনন্দ দিয়েছে তাকে। ভেবে পায়নি, কোথা থেকে এল এত ক্ষমতা!

জঙ্গলের ভিতর খল-খল শব্দে হাসল সে।

সত্যিই হয়ে উঠেছে পৃথিবীর বুকে একমাত্র আরাধ্য দেবতা।

কেউ ঠেকাতে পারবে না তাকে।

কেউ না!

চাইলে ছুটন্ত গণ্ডারকে ছিটকে ফেলবে। তার মস্ত দুই হাতের আওতায় এলে বাঁচবে না কোনও মানুষ বা জানোয়ার। গভীর চাওয়া ছিল মনে, মানুষের শয়তানী বুদ্ধি আর প্রাগৈতিহাসিক দানবের প্রচণ্ড শক্তি তার হোক। কিন্তু এখন বার-বার পরিবর্তনের মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে, কমে যাচ্ছে মানুষের খল-বুদ্ধি। জেগে উঠছে বুকের গভীরে ঘুমিয়ে থাকা এক দানব। সামনে এমন এক সময় আসবে, যখন সামান্য নিয়ন্ত্রণও থাকবে না নিজের ওপর। মানুষের মত চিন্তা না করে ভাববে নর-দানবের বোবা ভাষায়।

কিছুক্ষণ এসব নিয়ে ভাবল সে, তারপর মেনেও নিল।

আসলে কিছুই যায় আসে না তার।

ওকে নিয়ে বিজ্ঞানীদের গবেষণা বা টেস্ট চুলোয় যাক!

আসল কথা ক্ষমতা আর দীর্ঘ আয়ুষ্কাল!

এ তো মিথ্যা নয়, আগামী একটি হাজার বছর বিশাল এ দেশে রাজত্ব করবে সে!

BanglaBook.org

পুরো স্বাধীন জীবন!
বাধা দেবে না কেউ!
ইচ্ছা মত খুন করবে!
খুন করবে!
খুন করবে আর খুন করবে!

নয়

দুপুরে প্রকাণ্ড মিলিটারি বিমান থেকে নামল রানা, আড়ষ্ট দেহে একবার ভেঙে নিল আড়মোড়া। কাঁধে তুলে নিল ছোট প্যাক ও মারলিন রাইফেল। র‍্যাম্প বেয়ে নামলেন ক্যামোফ্লেজ ইউনিফর্ম পরা লেফটেন্যাণ্ট কর্নেল ম্যাক্সিমিলিয়ান।

মনে হলো নিজ হাতে কর্তৃত্ব রেখেছেন। হাঁটার ভঙ্গি অলস। থেমে দু'হাত পিছমোড়া করলেন একবার, মৃদু হাসলেন। কোমরের হোলস্টারে কোল্ট .৪৫ রিভলভার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ওটা ছিল স্ট্যাণ্ডার্ড আর্মি ইশ্যু।

'আফটারনুন, লেফটেন্যাণ্ট কর্নেল,' বলল রানা। র‍্যাম্প বেয়ে নামতে শুরু করেছে। পাশেই হাণ্টার।

মস্ত নেকড়েকে দেখে সতর্ক হয়ে উঠেছেন ম্যাক্সিমিলিয়ান। কিন্তু কেটে গেছে প্রথম দর্শনের নার্ভাস ভাব। প্রয়োজন পড়লে গুলি চালাবেন। বার-বার চোখ যাচ্ছে হাণ্টারের ওপর।

'আমাদের বেস-এ স্বাগতম, মিস্টার রানা। বিমানের কার্গোয় করে আসতে গিয়ে খারাপ লাগেনি তো?'

BanglaBook.org

'না,' মস্ত ফ্যাসিলিটির উপর চোখ বোলাতে শুরু করেছে রানা। চোখ এড়াচ্ছে না কিছুই। ওর মনে হলো না জায়গাটা কোনও ব্যাটল পোস্ট। মিল বেশি রিসার্চ স্টেশনের সঙ্গে। উঁচু তারকাঁটার দেয়ালের ওপাশে ছয়টা ব্ল্যাকহক হেলিকপ্টার, সম্পূর্ণ সশস্ত্র। পড ভরা রকেট, খোলা বে থেকে নাক বের করেছে এম-৬০।

উজ্জ্বল রোদে ভুরু কুঁচকে দূরে চাইল রানা।

ওদিকে ২৫এমএম বুশমাস্টার কামানসহ আটটি বিপজ্জনক হালকা সাঁজোয়া যান। আরেক পাশে অন্তত পনেরোটি হামভি। প্রতিটার ছাতে এম-৬০ মেশিনগান। এ ছাড়া, রয়েছে ছয়টি পার্সোনেল ট্রাক। টহল দিচ্ছে কমপক্ষে ষাটজন সৈনিক। কোনও রিসার্চ স্টেশনে এত লোক থাকে না। কম্পাউণ্ডের চারপাশে টিনের ছাত দিয়ে তৈরি উইণ্টার হাট। ওপাশে দুই একর জমি জুড়ে একতলা টিনের লম্বা বাড়ি। আলাস্কার আরও উত্তর দিকে দেখা যায় এসব রিসার্চ আউটপোস্ট।

'ওরা ভাবছে এখানে হামলা হবে,' মনে মনে বলল রানা। চারপাশে কেমন যেন ভয়ের পরিবেশ।

লেফটেন্যাণ্ট কর্নেল ম্যাক্সিমিলিয়ানের দিকে চাইল রানা।

'রাত আটটার সময় ব্রিফ করা হবে,' বললেন তিনি। 'ততক্ষণ বিশ্রাম নিতে পারেন।'

আলতো করে হাণ্টারের ঘাড়ে হাত রাখল রানা। 'খাবারও লাগবে।'

'নিশ্চয়ই! ক্যাণ্টিন খুলে রাখা হয়েছে, আসুন,' একটু দূরের একতলা দালান দেখালেন ম্যাক্সিমিলিয়ান।

রানা ক্যাণ্টিনে ঢুকে অর্ডার দিতেই চমকে গেল সৈনিকরা। হাণ্টারের জন্য তিরিশ পাউণ্ড কাঁচা মাংস চেয়েছে ও। আপত্তি নিয়ে মুখ খুলতে যাচ্ছিল বাবুর্চি, কিন্তু তাকে হাতের ইশারায়

BanglaBook.org

নির্দেশ দিলেন ম্যাক্সিমিলিয়ান।

নিজে খেতে বসবার আগে বাইরে হান্টারের সামনে মাংস রেখে এল রানা। সারাদিন ও রাতে ওই মাংস সাবাড় করবে নেকড়ে। দেহে জমা করবে খাবার। যখন শিকার পাবে না, তখন ওই চর্বি ভেঙে চলবে ওর।

নেকড়েরা তা-ই করে। সহজ বুদ্ধি, কেউ জানে না আগামী এক সপ্তাহ শিকার ধরতে পারবে কি না, কাজেই শিকার পেলে পরবর্তী দিন-রাত ধরে সেটা খেয়ে শেষ করে। ক্যান্টিনের বাইরে হান্টারকে রেখে নিজের টেবিলে এসে বসল রানা।

এ মিশনের গুরুত্ব নিয়ে বলতে শুরু করলেন ম্যাক্সিমিলিয়ান। 'খোলা এই জায়গায় সব খুলে বলা সম্ভব নয়,' নিচু স্বরে বললেন, 'কিন্তু একটা বিষয়ে কোনও সন্দেহ রাখবেন না: ওই জন্তুকে শেষ করতে দুনিয়ার সেরা সৈনিক জড় করেছি। হিসেবের ভেতর রাখা হয়েছে সব ধরনের বিপদের কথা। আপনার মূল কাজ হবে ট্র্যাক করে ওই জন্তুর কাছে দলের সবাইকে পৌঁছে দেয়া।'

সুস্বাদু স্টেক খাওয়ার মাঝে চট্ করে হান্টারকে দেখল রানা। নেকড়ের আশপাশে কেউ নেই। পঞ্চাশ ফুট দূরে দাঁড়িয়ে দেখছে কয়েকজন সৈনিক। চোখে ভয় ও কৌতূহল। মনে হলো না বিরক্ত করবে হান্টারকে। কিন্তু, সত্যিই যদি বিরক্ত করা হয়, খুন হয়ে যাবে সেই লোক।

আবারও নিজের খাবারে মন দিল রানা। কিন্তু একটু পর দেখল, মাথা তুলে চাইলেন ম্যাক্সিমিলিয়ান।

খুব কাছে পৌঁছে গেছে কেউ, টের পেয়ে মুখ তুলল রানা। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন খাটো গড়নের সাদা চুলের এক বৃদ্ধ।

প্রফেসর আহমেদ সিরাজউদ্দীন বাঙালি। পরনে সাফারি সুট, আর্কটিকে বেমানান। দু'হাত ভরেছেন পুরনো ফিশিং ভেস্টের

BanglaBook.org

পকেটে। ডানদিকের পকেট থেকে ঝুলছে ঘড়ির চেন। চওড়া হাসি দিলেন রানার উদ্দেশে।

চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল রানা, মৃদু হাসছে। আলিঙ্গন করল বৃদ্ধকে।

'আরেব্বাপরে! তোমাকে দেখতে লাগছে নায়ক জন ওয়েইনের মত, বাছা!' খুশি মনে রানার পিঠ চাপড়ে দিলেন বৃদ্ধ। 'শুনেছি মাঞ্চুরিয়ার অভিযানের কথা। আহত হওনি তো?'

মাঞ্চুরিয়া থেকে ফিরে যোগাযোগ করতে ভুলে গিয়েছিল বলে একটু লজ্জিত রানা। ওর অসুখটা মাঝে মাঝে চরম বিরক্ত করে তুলছে ওকে। হ্যাঁ, মরতে মরতে বেঁচে গেছে মাঞ্চুরিয়ায়। আটকা পড়েছিল পাহাড়ি এক গুহায় সাইবেরিয়ান মস্ত দুই সাদা বাঘের মাঝে। এলাকার অধিকার নিয়ে লড়ছিল তারা। কাবাবের হাড্ডি হওয়ার ইচ্ছা রানার ছিল না। কিন্তু সরে যাওয়ারও উপায় ছিল না। দুই বাঘের যে-কোনওটা খুন করত। অল্পের উপর দিয়ে বেঁচে গেছে, কারণ নিজেদেরকেই খুন করে ফেলেছে দুই বাঘ।

মাথা নাড়ল রানা। 'আহত হইনি, তবে মরার জন্যে তৈরি হয়ে গিয়েছিলাম।'

'মরে যাওয়া কোনও কাজের কথা নয়,' বললেন সিরাজউদ্দীন। খেয়াল করেছেন খাবার ছেড়ে উঠে পড়েছে রানা। 'আরে, বসে পড়ো। খেয়ে নাও। শান্ত পরিবেশে আপাতত এটাই আমাদের শেষ দিন। তারপর থাকতে হবে দৌড়ের ওপর।' রানা চেয়ারে বসতেই পাশে নিজে বসে বললেন, 'কী বুঝলে মাঞ্চুরিয়ার বাঘের ব্যাপারে?'

মুখের খাবার শেষ করে বলল রানা, 'ট্র্যাক ছিল ছয় দিন আগের। বিউরেইস্কিয বেক্রেটের উঁচু এলাকা। বছরের বেশিরভাগ সময় বরফ-শীতল পরিবেশ। জেনেটিক কারণে বা শীতে ওটার হয়েছিল ঘন দাড়ি। সাইবেরিয়ান টাইগার, বিশাল।'

BanglaBook.org

স্মৃতি রোমন্থন করল রানা, 'বয়স সতেরো বছর। ওজন সাত শ' পাউণ্ডেরও বেশি। লেজসহ দৈর্ঘ্যে তেরো ফুট। দূর থেকে মনে হয়েছিল কাস্পিয়ান। কিন্তু আসলে তা ছিল না।'

মাথা দোলালেন সিরাজউদ্দীন।

চুপ হয়ে গেছে রানা। ওরা চলেছে শীতের উঁচু এলাকায়। এখন থেকে সঞ্চয় করতে হবে এনার্জি। শুধু উষ্ণ থাকতে গিয়েই খরচ হবে চারগুণ ক্যালোরি।

এতক্ষণ বাংলায় কথা হচ্ছিল, একটি বর্ণও বুঝতে পারেননি লে. কর্নেল। তাঁর কথা ভেবেই ইংরেজি শুরু করলেন বৃদ্ধ:

'এবারে সমস্যার দিকে নজর দেয়া যাক, নানান ধরনের ঝামেলা...'

বাধা দিলেন ম্যাক্সিমিলিয়ান, 'প্রফেসর, এখানে আলাপ না করলেই কি নয়?'

হাত নেড়ে কথাটা উড়িয়ে দিলেন সিরাজউদ্দীন। 'রাখুন তো আপনার ফালতু ভয়! আমরা পাক হায়েনা মারা মুক্তিযোদ্ধা, জীবনে কখনও ভয় পাইনি, আর এখন এক পা কবরে রেখে নতুন করে শিখব কীভাবে ভয় পেতে হবে? তবে একটা কথা, বুড়ো হয়ে গেছি বলেই ভাবছি, আমার হয়তো উচিত হবে না আপনাদের অভিযানে যাওয়া। আমার কারণে বিপদে পড়তে পারে অন্যরা।'

ঝট্ করে ম্যাক্সিমিলিয়ানের দিকে ফিরল রানা। 'আপনি তো একবারও বলেননি আমাদের সঙ্গে ট্র্যাকিং করবেন প্রফেসর!'

'মিস্টার রানা, বলার সময় পেলাম কোথায়,' সিরাজউদ্দীনকে দেখালেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল, 'হ্যাঁ, তাঁর যাওয়ার কথা অবযার্ভার হিসেবে। তবে ভাববেন না, যে-কোনও বিপদ হলে, বা তাঁর শরীর খারাপ হলে, পাহাড় থেকে হেলিকপ্টারে করে পৌঁছে দেয়া হবে কাছের হাসপাতালে। তাতে লাগবে বড়জোর তিরিশ

BanglaBook.org

মিনিট।' পূর্ণ আত্মবিশ্বাস ঝরল কণ্ঠে, 'ভরসা রাখতে পারেন আমাদের ওপর। তাঁর সুস্থতার বিষয়ে সামান্য ঝুঁকিও নেব না আমরা।'

'প্রফেসর?' বৃদ্ধের দিকে চাইল রানা।

রানার কাঁধে হাত রাখলেন সিরাজউদ্দীন। 'আমার কোনও বিপদ হবে না, রানা। তোমার বোধহয় মনে নেই, গত কয়েক বছরে কঠিন কয়েকটা অভিযানে গিয়ে কষ্টসহিষ্ণু হয়ে গেছি।' মৃদু হেসে চেয়ারের পিঠে হেলান দিলেন। 'হ্যাঁ, বুড়ো হয়ে গেছি, কিন্তু একেবারে বাতিল মাল হয়ে যাইনি। আর দরকার পড়লে...'

'হেলিকপ্টারে করে সরিয়ে নেয়া হবে,' বললেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল। 'তাতে মোটেও সময় নেব না আমরা।'

'ঠিক-ঠিক,' সায় দিলেন মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খানের বন্ধু। 'কাজেই কোনও চিন্তা কোরো না তুমি।'

'কিন্তু ওই ট্র্যাক অত্যন্ত দুর্গম, প্রফেসর,' আপত্তির সুরে বলল রানা। 'প্রতিদিন পেরোতে হবে মাইলের পর মাইল পাহাড়ি এলাকা। চলার পথে বাধ্য হলে আরও বাড়াতে হবে হাঁটার গতি। তাল রাখা কঠিন হবে আপনার জন্য। আপনি অসুস্থ হয়ে পড়লে অনেক পিছনে পড়বে সাপোর্ট টিম। ...এসব বাদ যাক, আমরা কিন্তু জানি না কোন্ জন্তুর পিছু নেব, ওটা কতটা ভয়ঙ্কর। যে ধারণা দেয়া হয়েছে, ওটা পৃথিবীর সবচেয়ে বিপজ্জনক জন্তু। তার অভ্যেস জানা নেই। কী করবে জানা নেই। ...টেরিটোরিয়াল না নকটারনাল কেউ জানে না। আমি অনুসরণ করব, কিন্তু আমার জানা নেই, ওটা আহত হলে বা কোণঠাসা হলে কী করবে। হয়তো পাল্টা হামলা করবে, বা উল্টো শিকার করতে চাইবে।' একটু কড়া হয়ে গেল রানার কণ্ঠ, 'প্রফেসর, আপনি বয়সের তুলনায় যথেষ্ট শক্ত, কিন্তু আমরা যে কাজে যাব, সেটা কিন্তু হাড় খুঁজে বের করার অভিযান নয়। আমরা যার পিছু নেব, ওটা খুন

BanglaBook.org

করতে পারে বাঘের মত। আরও খারাপ দিক, কোনও কারণ ছাড়াই খুন করে খুনের নেশায়।'

মৃদু হাসলেন সিরাজউদ্দীন। 'বুঝতে পারছি, তুমি আমার জন্যে চিন্তিত। সব সময় আমার ভাল চেয়েছ অন্তর থেকে। কীসে আমার ভাল, সেদিকে নজর রেখেছ। কিন্তু এই ক্ষেত্রে, সিদ্ধান্ত নিয়েছি: আমি অবশ্যই যাব এই অভিযানে।' রানার চোখে চোখ রাখলেন তিনি। নরম সুরে বললেন, 'রানা, বাছা, তুমি বুঝতে পারছ, ওখানে কী পেয়ে যেতে পারি? কল্পনা করতে পারো?'

চোখের পলক পড়ল না রানার। 'আপনি বড়জোর দেখবেন মারাত্মক এক খুনিকে। এত দ্রুত খুন করে, বুঝবার আগেই খতম হয় যে-কেউ।' গলা নিচু করল, 'আগ্নেয়াস্ত্র বা বড় দলের তোয়াক্কা করে না। প্রফেসর, ওটাকে বাঘের মত তাড়িয়ে দেয়া যাবে না। টোপ ফেলে বা অ্যাম্বুশ করে ফাঁদে ফেলা যাবে না। যে ধরনের জানোয়ারই হোক, তার সম্পর্কে আমাদের কিছুই জানা নেই। শুধু আঁচ করছি, ওটা পৃথিবীর সবচেয়ে নৃশংস খুনি, এক কিলিং মেশিন। চলেছি তার আস্তানায়। আর্মির লোক বলছে, ব্যাক আপ হিসাবে দক্ষ একদল সৈনিক থাকবে। কিন্তু সত্যিই যদি ওই জানোয়ার হামলা করে, ব্যাক আপ টিম পৌঁছুবার আগেই খুন হব আমরা। কাজেই আরেকবার ভেবে দেখুন, জন্তুটাকে খুঁজতে গিয়ে ওই পাহাড়ি এলাকায় খুন হবেন কি না।'

এসব বলেছে, তাই কৃতজ্ঞ চোখে রানাকে দেখলেন প্রফেসর। 'সবই বুঝতে পারছি, রানা। কিন্তু এই অভিযান থেকে নিজেকে সরিয়ে নেব না।' আন্তরিক হাসলেন তিনি। 'আমার যে বয়স, হয়তো চলেছি জীবনের শেষ অভিযানে। রানা, বলো তো, বাছা, তুমি আমাকে শেষবারের মত দারুণ এক অভিযান থেকে জোর করে বাদ দিতে চাও?'

এক মুহূর্ত পর প্লেটের দিকে চাইল রানা। চুপ করে আছে।

BanglaBook.org

'যাক, তা হলে কথা শেষ,' বললেন প্রফেসর, 'এবার বলো, তোমার ঘোড়াটা, মানে, ওই নেকড়েটা কোথায় গেল?'

'বাইরে,' বলল রানা।

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন প্রফেসর আহমেদ সিরাজউদ্দীন, স্লেটের মত ধূসর র‍্যাম্পের দরজা পেরিয়ে পৌঁছে গেলেন বাইরে। গমগম করে উঠল ভারী গলা।

জানালা দিয়ে রানা দেখল, খাটো প্রফেসরের দুই কাঁধে দুই পা রেখে দাঁড়িয়ে পড়েছে হাণ্টার। চেটে চলেছে মানুষটির মুখ। শোনা গেল তাঁর সন্তুষ্টির হাসি।

আহত দ্বিতীয় হাণ্টারকে জঙ্গল থেকে নিয়ে ফিরবার পর, সোজা রানা যোগাযোগ করেছিল প্রফেসর সিরাজউদ্দীনের সঙ্গে। তিনি বলে দিয়েছিলেন: 'নিয়ে এসো ওকে, আমি দেখব কী করা যায় ওর জন্যে।'

বিনা টাকায় নেকড়ে-ছানার চিকিৎসা করেন। রানার কাছ থেকে সব দায়িত্ব বুঝে নিয়ে জরুরি সব অ্যাণ্টিবায়োটিক, ড্রাগস ও ভিটামিন দিয়েছেন হাণ্টারকে। সব সময় নরম আচরণ করেছেন, ঠিক ভাবে পরিষ্কার করেছেন ক্ষত, নিজ বাড়িতে আদরে রেখে সুস্থ করে তুলেছেন।

ছয় সপ্তাহ যমের সঙ্গে লড়াই করেছে বাচ্চাটা। সর্বক্ষণ পাশে থেকেছেন প্রফেসর। কখনও নেকড়ে-ছানার ইনটেসটাইনের প্লেগের খিঁচুনি ঠেকাতে প্রায় লিথাল ডোজ দিয়েছেন স্যালাইন সলিউশন ও থোরাযিনের। কিন্তু আসলে নেকড়ে-ছানাকে রক্ষা করেনি বিজ্ঞান। হাণ্টার টিকে গেছে, কারণ ওর রয়েছে বাঁচার অদম্য আগ্রহ। যেন জেদ ধরেছিল, প্রকৃতি যা খুশি করুক, এভাবে মরবে না ও। আরও তিন সপ্তাহ পর একদিন সত্যিই চার পায়ে উঠে দাঁড়াল।

জানালা দিয়ে প্রফেসর আর নেকড়ের কুস্তি দেখছে রানা।

BanglaBook.org

বুঝতে পারছে হাণ্টারের মনের কথা। ওর জান্তব হৃদয় কখনও ভুলবে না ওই লোকটা ওকে ভালবাসে। কখনও ভুলবে না। রানা ও প্রফেসর ছাড়া কাউকে নিজের শরীর স্পর্শ করতে দেয়নি হাণ্টার কোনওদিন।

খাবার শেষ ওর, অন্য বিষয়ে মন দিল রানা। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'এবার সংক্ষেপে বলে ফেলুন।'

'ওই জানোয়ার,' টপোগ্রাফিকাল ম্যাপে লেসার তাক করলেন ম্যাক্সিমিলিয়ান, 'সরল রেখার মত দক্ষিণে চলেছে– অ্যানাকটুভুক পাস ব্যবহার করে এনডিকট পাহাড়ি এলাকায় ছিল। আমাদের ট্র্যাকাররা বলেছে, তখনও দক্ষিণেই চলছিল। এ পর্যায়ে পাথফাইণ্ডার হারিয়ে ফেলেছে তাকে।' সিসটানশে গিরি সঙ্কটের এক মাইল নীচের এলাকায় রশ্মি ফেললেন তিনি।

এখনও শিকারি দল পৌঁছায়নি, ভাবল রানা। ঘরের চারপাশে ঘুরে এল ওর চোখ। 'আর কাউকে তো দেখছি না, শুধু প্রফেসর আর আমি অনুসরণ করব ওই জানোয়ারকে?'

'ছি-ছি, তা নয়,' মাথা নাড়লেন ম্যাক্সিমিলিয়ান। কথা গুছিয়ে নিয়ে বললেন, 'আগে কখনও এমন দল গঠন করিনি আমরা, মিস্টার রানা। দুনিয়া থেকে সেরা লোকদের জড় করা হয়েছে। তারা দুনিয়ার সবচেয়ে দক্ষ সৈনিক। এক এক করে প্রত্যেককে বাছাই করা হয়েছে, কারণ প্রত্যেকে সত্যিকারের সৈনিক। অন্তর থেকে শিকারি।'

চুপ করে রইল রানা। বাইরে হাসছেন প্রফেসর। কয়েক মুহূর্ত পর ও বলল, 'আপনি বলছেন, বিশেষ দল একত্র করেছেন, লেফটেন্যান্ট কর্নেল। আমার প্রশ্ন হচ্ছে: এরা অন্য যে-কোনও দল থেকে কোন্ দিক থেকে আলাদা?'

'আসলে বুঝিয়ে বলতে পারিনি,' বললেন ম্যাক্সিমিলিয়ান, 'পৃথিবীর সবচেয়ে দক্ষদের জোগাড় করেছি আমরা। আপনি তো

Banglabook.org

জানেন, ব্যবহার করতে পারব না ইউনাইটেড স্টেটস আর্মিকে। গত সপ্তাহে এখানে যা ঘটল, তাতে হৈ-চৈ পড়ে গেছে রাজনৈতিক আঙিনায়। আর্মি ব্যবহার করলে অনুমতি লাগত কংগ্রেশনাল কমিটির। কিন্তু বিদেশি একদল সৈনিক ভাড়া করলে এসব কথা উঠছে না।'

'ওরা কখন আসছে?' জানতে চাইল রানা একটু তেড়া সুরে।

'আসবে...' থমকে গেলেন ম্যাক্সিমিলিয়ান, 'বুঝলাম না, আসলে কী জানতে চাইছেন?'

'পুরনো হয়ে যাচ্ছে ট্র্যাক,' বলল রানা। 'এদিকের জমি শক্ত। ট্র্যাক করা সহজ। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নানাদিক থেকে ক্ষয় হবে। আর ছবি থেকে যা দেখেছি, পেরিয়ে গেছে অনেক সময়। ট্র্যাক থেকে কিছু বুঝে নেয়া কঠিন হয়ে উঠছে। তা ছাড়া, ধুলো ও পাতার নীচে হারিয়ে যাবে অনেক চিহ্ন। পাহাড়ি এলাকার উঁচু-নিচু তাপমাত্রার কারণে পাল্টে যাবে ছাপ। গরম ও শীত, দুটোই পাল্টে দেবে চিহ্ন। আপনারা যদি আশা করেন, পিছু নেব ওই জানোয়ারের, তো যত দ্রুত সম্ভব ওসব ছাপের কাছে আমাকে পৌঁছে দিতে হবে। আপনারা ভুলে যাচ্ছেন, এখনও কাজেই নামতে পারিনি আমরা।'

কয়েক মুহূর্ত রানার দিকে চেয়ে রইলেন ম্যাক্সিমিলিয়ান, তারপর বললেন, 'ঠিক আছে, মিস্টার রানা, শেষ খবর অনুযায়ী আগামীকাল সকালে পৌঁছবে ওই টিম। তখনই রওনা হবেন আপনারা।' মেঝে থেকে তুলে কী যেন রাখলেন টেবিলের উপর। 'এবার দেখুন, এটা থেকে কিছু বুঝতে পারেন কি না।'

জিনিসটা দানবের ফুট প্রিন্টের প্লাস্টার করা ছাপ। ওই একই সময়ে আবারও টেবিলের পাশে পৌঁছে গেলেন ডক্টর সিরাজউদ্দীন। বুক পকেট থেকে চশমা বের করে ঝুঁকে পড়লেন পায়ের ছাপের উপর।

BanglaBook.org

নীরবে ছাপ দেখছে রানা।

'কী বুঝলেন?' একটু পর জানতে চাইলেন ম্যাক্সিমিলিয়ান, 'কোনও অনুমান? নিশ্চয়ই ফোটোগ্রাফের চেয়ে অনেক পরিষ্কার?'

ছাপে আলতো করে হাত বোলাল রানা। 'যখন হামলা করেছে, তার কতক্ষণ পর এই ছাপ তোলা হয়েছে?'

'আন্দাজ ছয় ঘণ্টা।'

'আবহাওয়া কেমন ছিল?'

'শুকনো।'

'বাতাস?'

সামান্য ভেবে নিয়ে বললেন ম্যাক্সিমিলিয়ান, 'মৃদু হাওয়া ছিল, আমার অনুমান।'

'ছাপ কি বালি, ধুলো না কাদার ভেতর ছিল?'

'ধুলোর ভেতর,' দৃশ্যতই বিরক্ত হয়ে উঠছেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল। 'এসব জেনে কী হবে? আপনি বলেছেন, পায়ের ছাপ কতক্ষণ আগের বা কী ধরনের ক্ষয় হয়েছে, তা খুব জরুরি; কিন্তু এসবই তো থাকার কথা ছাপের ভেতর। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, কী ধরনের জন্তুর বিরুদ্ধে লড়তে হবে?'

চট্ করে রানাকে দেখলেন ডক্টর সিরাজউদ্দীন। ডক্টর ভাল করেই জানেন, এই আমেরিকান কর্নেল ভুল করছে, দুর্ব্যবহার করলে ট্র্যাকিং করবার কাজটাই নেবে না রানা, স্রেফ মানা করে দেবে।

মাথা নাড়ল রানা, 'না।'

'অ্যাঁ?' বিজ্ঞানী ও রানাকে দেখলেন ম্যাক্সিমিলিয়ান। বুদ্ধিমান লোক, ঝটপট বুঝে গেছেন, ঠ্যাকা আসলে তাঁর। মুখ থেকে মুছে ফেললেন আগের বিরক্তি, সেখানে ফুটল নার্ভাসনেস।

বুঝিয়ে বলল রানা, 'এটা পায়ের নীচের ছাপ। জমিতে পা ফেলছে মানুষের মত করে। সাধারণত, যে-কোনও ট্র্যাকে দেখা

BanglaBook.org

যায়, ধীর গতিতে গেছে কোনও জন্তু। কিন্তু এই জানোয়ার ছুটতে শুরু করে অনেক গতি তুলেছে। সম্ভবত দৌড়াচ্ছিল। পা জমির দিকে নামাবার সময় যেভাবে ছাপ ফেলেছে, তাতে মনে হচ্ছে সে পুরুষ। পায়ের বাইরের দিক বেশি ব্যবহার করে পুরুষ। মেয়েরা ভিতরের অংশ। এই জানোয়ারের বয়স বেশি নয়, কারণ চিন্তা-ভাবনা করতে গিয়ে মোটেও সময় নষ্ট করেনি।'

'চিন্তা-ভাবনা করতে গিয়ে সময় নষ্ট করেনি, তা কোথা থেকে বুঝলেন?'

মৃদু মাথা নাড়ল রানা। 'বুঝিয়ে বলা কঠিন, তবে বহুবার ট্র্যাক করলে এক সময় ট্র্যাকারের মনে নিশ্চিত অনুভূতি তৈরি হয়। বলে দিতে পারে, যাকে ট্র্যাক করছে, তার বয়স কত। আমার কোনও ভুল না হয়ে থাকলে, ওই জানোয়ারের বয়স বড়জোর পাঁচ বা ছয় বছর।'

'নিশ্চিত নন, যে ওটা কী?'

'না, জানা নেই।'

লেফটেন্যান্ট কর্নেলকে হতভম্ব মনে হলো। কয়েক সেকেণ্ড পর বললেন, 'কিন্তু নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পেরেছেন, ওটা কী?'

চিন্তা করতে শুরু করে আনমনে বলল রানা, 'জানি, ওটা কীভাবে চলে। কী ভেবেছে, তা-ও আঁচ করতে পারি, বা কীভাবে হামলা বা খুন করবে। ব্যবহার করে ডান হাত। বয়স বোঝা গেছে। ওজন তিন শ' পাউণ্ড। শক্তিশালী, দ্রুত আর বিপজ্জনক। কিন্তু জানি না, ওটা আসলে কী।'

'আপনি অবশ্য বলেছেন, ট্র্যাক অনেকটা ভালুকের মত।'

'ট্র্যাক নষ্ট হয়েছে, এবং তার মানে এই নয় যে, ওটা কোনও ভালুক,' বলল রানা, 'আগেও বলেছি, এসব ছাপ অনেকটা মানুষের পায়ের ছাপের মত। শুধু বলা যায়, ওটা কোনও বাঘ নয়। কোনও মানুষ হতে পারে না, কারণ একেকবারে যেভাবে

BanglaBook.org

দূরে দূরে পা রেখে গেছে, তা পারবে না কোনও মানুষ। আমার ধারণা, ওটা এমন কোনও জন্তু, যেটা আগে কখনও দেখিনি আমি। দেখেনি অন্য কেউ।'

প্লাস্টারের ছাপ মনোযোগ দিয়ে দেখছেন বাঙালি বিজ্ঞানী, একটু পর মুখ তুলে ম্যাক্সিমিলিয়ানকে দেখলেন। 'লেফটেন্যান্ট কর্নেল, আপনার আপত্তি না থাকলে এই ছাপ আমার ইন্সটিটিউটে পাঠাতে চাই। সেক্ষেত্রে ভালভাবে অ্যানালাইয করা যাবে। এটা যথেষ্ট ভাল ছাপ, হয়তো এ থেকে জরুরি কোনও সূত্র পাবে আমার সহকারীরা। এমন কিছু, যেটা খালি চোখে দেখা যাচ্ছে না।'

'তা অসম্ভব নয়, প্রফেসর,' এতক্ষণ সব শুনে হতাশ হয়েছেন ম্যাক্সিমিলিয়ান। 'আপনারা একটু বসুন, আমি আসছি,' বলে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পর আবার ঘরে ঢুকে থামলেন ওদের সামনে। সিদ্ধান্তের সুরে বললেন, 'ঠিক আছে, জেন্টলমেন, আগামীকাল ভোরে সূর্য উঠতেই পৌঁছবে স্পেশাল রেসপন্স টিম। আপনারা বলেছেন, এই মিশনে সময় খুব গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই পাল্টে নিয়েছি আমার নির্দেশ। আগামীকাল প্রথম বেসে আপনাদের সঙ্গে দেখা করবে ওই টিম। প্রথমে হামলা হয়েছিল ওখানে। আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেয়ার পর আমরা কপ্টারে করে যাব দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্টেশনে। তখন বুঝবেন কী ধরনের হামলা হয়েছিল। আর, মিস্টার রানা, ওখান থেকেই ট্র্যাক শুরু করবেন আপনি।'

মাথা নাড়ল রানা। 'প্রথম বা দ্বিতীয় বেসে ঘুরে দেখার ইচ্ছে আমার নেই। সরাসরি পৌঁছুতে চাই তৃতীয় বেসে। ...শেষ স্টেশনে কখন হামলা করা হয়েছিল?'

'চব্বিশ ঘণ্টা আগে।'

'বাঁচতে পেরেছে কেউ?'

আড়ষ্ট কণ্ঠে জবাব দিলেন ম্যাক্সিমিলিয়ান, 'না।'

দুই ভুরু মৃদু কুঁচকে গেল বিজ্ঞানীর। বললেন, 'আপনাদের

Banglabook.org

বোধহয় এসব আউটপোস্টের সিকিউরিটি আরও বাড়ানো উচিত। লোকবল চাই, সেই সঙ্গে অস্ত্র। বুঝতে পারছি না, ওই জন্তু এখন পর্যন্ত বেঁচে থাকল কী করে!'

রক্তাক্ত তুষারের ছবি স্পর্শ করলেন ম্যাক্সিমিলিয়ান, 'আসলে... ওটা... কীভাবে যেন সবকিছু...' চুপ হয়ে গেলেন।

'কীভাবে যেন সব বুঝে ফেলে?' জানতে চাইলেন ডক্টর।

'হ্যাঁ। কাজে আসছে না আমাদের কোনও ট্যাকটিক।' ছবি থেকে মুখ তুললেন না ম্যাক্সিমিলিয়ান। 'ওটা ভাল করেই জানে, কীভাবে ভেদ করতে হবে আমাদের সিকিউরিটির পর্দা। কখন পাহারা দিচ্ছে গার্ড বা কোথায় থামবে– সব জানা তার। হামলার আগে ভাল করে দেখে নিচ্ছে চারপাশ। বেস আক্রমণ করার আগেই শেষ করে দিচ্ছে লিসেনিং পোস্টের গার্ডদের। তারপর ঢুকে পড়ছে কম্পাউণ্ডে।'

একের পর এক অসংখ্য জিজ্ঞাসা রানার মনে, কিন্তু মুখ ফুটে কিছু জানতে চাইল না। একটা বিষয় পরিষ্কার, যে হামলা করছে, সে এমন কোনও প্রাণী, যেটাকে আগে কখনও দেখেনি কোনও মানুষ। বুঝতে পারছে, মনে যেসব প্রশ্ন জেগেছে, সেগুলোর জবাব পেতে হলে আগে যেতে হবে শেষ সাইটে। চিন্তা করতে হবে জন্তুটার মত করে। নইলে ট্র্যাক করতে পারবে না। লেফটেন্যান্ট কর্নেলের চোখে তাকাল রানা। ওর মনে হলো না কিছু গোপন করছেন তিনি। চেয়ার ছেড়ে উঠে সিরাজউদ্দীনকে বলল ও, 'আজ রাতে পরিপূর্ণ বিশ্রাম নেবেন। আগামীকাল থেকে শুরু হবে খাটুনি।'

'ঠিকই বলেছ, বাছা,' চেয়ার পিছনে ঠেলে উঠে পড়লেন প্রফেসর, 'বেশ, কর্নেল। আমরা রওনা হব...'

মাথা দোলালেন ম্যাক্সিমিলিয়ান। 'ভোর পাঁচটায়। সাইটে পৌঁছব ছয়টার সময়।'

BanglaBook.org

'ভাল। রাতে ডিনার সেরে শুয়ে পড়ব।'

'যা লাগবে, দরকারী সব পাবেন আপনার কোয়ার্টারে, প্রফেসর।'

'থ্যাঙ্ক ইউ।' একবার রানাকে দেখলেন তিনি। 'আমি তা হলে বিশ্রাম নিতে গেলাম, রানা।'

মাথা দোলাল রানা। নেকড়ের পাশে থেমে দেখল, বিজ্ঞানীর কোয়ার্টার দেখিয়ে দিয়ে অন্য দিকে গেলেন লেফটেন্যাণ্ট কর্নেল।

রাতের আঁধার নেমেছে চারপাশে।

হাঁটতে শুরু করে কনস্ট্রাকশনের পুরনো জিনিসপত্রের একটা স্তূপের সামনে থামল রানা। খুঁজতে গিয়ে একটু পর পেয়ে গেল জুতোর ফিতার মত সরু তার। ওটা টাইটেনিয়াম অ্যালয়ের তৈরি। খুঁজে নিল নিরেট ইস্পাতের খাটো টিউব। শীতল জিনিসটা চমৎকার ভাবে এঁটে গেল মুঠোর ভিতর।

নিজ ঘরে ফিরল রানা, তিন ঘণ্টা পর ক্যান্টিন থেকে সেরে এল ডিনার। রাতে বিছানায় গেল না। ভোর পর্যন্ত কাজ করে তৈরি করে নিল ওর অস্ত্র। রেখে দিল চওড়া ও পুরু চামড়ার বেল্টের ভাঁজে। ভুরু কুঁচকে ভাবল, ওই জন্তুর মুখোমুখি হলে, হয়তো এই অস্ত্র রক্ষা করবে ওকে।

BanglaBook.org

দশ

ঘন কালো মেঘের মাঝ দিয়ে গর্জন ছাড়তে ছাড়তে নেমে আসছে

ব্ল্যাকহক হেলিকপ্টার। বেসের উঠানে পরিষ্কার দেখা গেল, সাদা তুষারে দেড় দিন আগের রক্তের ছোপ ছোপ দাগ। বহুবার মাড়িয়ে দেয়া হয়েছে আর্মির বুট দিয়ে। নীচে চেয়ে নানান ধরনের গিরিখাদ ও টিলা মনে গেঁথে নিল রানা। বুঝতে পারছে, অত্যন্ত যৌক্তিক ছিল ওদিক থেকে হামলা করা।

যান্ত্রিক ফড়িং মাটি স্পর্শ করতেই দরজা খুলে নামল রানা। প্রফেসর সিরাজউদ্দীনকে নেমে পড়তে সাহায্য করল। হাত দিয়ে পোশাক ঝেড়ে সরে গেলেন তিনি। রানার পাশেই হাণ্টার। এক শ' গজ দূরে আগুনে পোড়া ফ্যাসিলিটি। দুর্ভাগ্যক্রমে ওই টিনের ছাতের দালানে রয়ে গিয়েছিল বিজ্ঞানীরা, এমন সময় হামলা করেছে ওই দানো। উপায় ছিল না কারও বাঁচবার। প্রচণ্ড শক্তি ব্যবহার করে ছিঁড়ে নেয়া হয়েছিল ফায়ার-রেযিস্ট্যাণ্ট স্টিলের দরজা ও চৌকাঠ।

বিধ্বস্ত হয়েছে গোটা ফ্যাসিলিটি।

রানাকে সাহায্য করতে যাদেরকে আনা হয়েছে, তারা নেমে পড়েছে দ্বিতীয় কপ্টার থেকে। সেদিকে চাইল রানা।

দলের প্রত্যেকের পরনে স্পেশালাইয্ড্ ফরেস্ট ক্যামোফ্লেজ্ড্ বিডিইউ বা ব্যাটল ড্রেস ইউনিফর্ম। ভেস্ট থেকে ঝুলছে নানান অস্ত্র ও ম্যাগাযিন। রানা বা বিজ্ঞানীকে পাত্তা দিল না কেউ। মালপত্র নামাতে শুরু করেছে তৃতীয় ব্ল্যাকহক থেকে।

পারতপক্ষে কথা বলছে না, প্রশ্ন নেই কারও, চোখ-মুখ আবেগহীন। ট্রেইণ্ড, জানে কার কী দায়িত্ব। তাদেরকে দেখতে গিয়েই দ্বিতীয় একটা বিষয় খেয়াল করল রানা।

অন্যদের পাশেই বিডিইউ পরনে কাজ করছে এক মেয়ে। গায়ে বাড়তি হাই-টেক কোনও হালকা আর্মার। এক হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল কপ্টারের পাশে, ঝুঁকে গেল মস্ত এক রাইফেলের উপর। ওটা চিনতে পেরে অবাক হলো রানা।

BanglaBook.org

অত ভারী অস্ত্রের রিকয়েল সহ্য করতে পারবে ওই মেয়ে?

প্রায় আধ হাত লম্বা বুলেট ম্যাগাযিনে ভরে নেয়ার পর ক্লিক শব্দে রাইফেলের ব্রিচে আটকে নিল সে ওটা। চেম্বারে বুলেট পাঠিয়ে কাঁধে তুলল রাইফেল। ভাব দেখে মনে হলো, কোনও ওজন নেই ওটার। ডানে-বামে ঘোরাল রাইফেলের নল। তারপর পেয়ে গেল টার্গেট।

স্টেশনে বইছে হু-হু শীতল হাওয়া। শিরশির করে উঠল রানার পিঠ, কঠোর চোখে চাইল মেয়েটার দিকে।

স্নাইপার স্কোপের মাধ্যমে ওকেই টার্গেট করেছে ওই মেয়ে।

কয়েক সেকেণ্ড পর প্রকাণ্ড রাইফেল নামিয়ে অন্য দিকে চাইল সে। অস্ত্র রেখে গোছাতে লাগল নিজের মালপত্র।

বিধ্বস্ত ফ্যাসিলিটির দিকে মন দিল রানা। দেখলে মনে হবে, করুণ ভাবে এখানে হেরে গেছে একদল সৈনিক। বার-বার বিস্ফোরণে ধরেছে আগুন। ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ভাঙা স্টিলের দরজা, জানালা ও নানান পোড়া জিনিস। রক্তিম তুষার জানিয়ে দিচ্ছে: এখানে খুন হয়েছে একদল মানুষ।

রক্তের পাশ দিয়ে হেঁটে পুরো কম্পাউণ্ড ঘুরে এল হাণ্টার। শুঁকল রক্ত ও অন্যান্য ঘ্রাণ। মানুষের গায়ের গন্ধ থেকে আলাদা করতে চাইছে অমানুষের গন্ধ।

ট্র্যাক দেখল রানা, ভীষণ ভয়ে বরফ-ঠাণ্ডা পরিবেশে নানানদিকে পালাতে চেয়েছে নারী-পুরুষ বিজ্ঞানী, তাদের সহকারী ও সৈনিকরা। ফ্যাসিলিটিতে ঢুকেছিল যে ভয়ঙ্কর জন্তু, তাকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য সব ধরনের চেষ্টা করেছে তারা। এই মৃত্যুর চেয়ে রাতের আঁধারে শীতে জমে মারা যাওয়াও ভাল ছিল তাদের কাছে।

ফ্যাসিলিটির দিকে পা বাড়াল রানা। একবার দেখে নিল লেফটেন্যান্ট কর্নেল ম্যাক্সিমিলিয়ানকে। 'ওদের বলুন, আমি ফিরে

BanglaBook.org

না আসা পর্যন্ত যেন ওদিকেই থাকে।'

ঘুরে চাইলেন ম্যাক্সিমিলিয়ান, স্পষ্ট শুনতে পাননি। 'কিছু বললেন?'

'যে-যেখানে আছে, সেখানেই যেন থাকে।' ভাঙা দরজার দিকে চলল রানা। বুঝে গেছে, ডিসকভারি টিম, স্যানিটেশন টিম বা যে দলের লোকই হোক, ইতিমধ্যেই না বুঝে নষ্ট করেছে ফ্যাসিলিটির সব জরুরি প্রমাণ ও সূত্র।

তবুও একবার নিজ চোখে দেখবে, ঠিক করেছে রানা। এখন ওই জানোয়ারের ট্র্যাক খুঁজে বের করা জরুরি। সেক্ষেত্রে বুঝবে, কী ভাবছে তার মগজ। অক্ষত ট্র্যাক বলে দেবে জানোয়ারটার অভ্যাস কেমন। দরজার কাছে পৌঁছে কবজা দেখল রানা। ছিঁড়ে নেয়া হয়েছে প্রচণ্ড শক্তি ব্যবহার করে। এই কাজ করতে চাইলে ক্ষুরধার কুঠার ব্যবহার করতে হবে দানবের মত কাউকে।

মেঝের কাছে ঝুঁকল রানা। ভিতরে গেছে পায়ের ছাপ। শক্ত হয়ে গেল ওর চোয়াল। ফ্যাসিলিটি ছেড়ে পালাতে গিয়ে সব ছাপ জাবড়ে দিয়েছে আতঙ্কিত মানুষগুলো। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মস্ত ঘরে ঢুকল রানা। তার আগে হাতের ইশারা করেছে। অন্ধকারে যেন ওর পিছু না নেয় কেউ।

ফ্যাসিলিটির মাঝে বাসি রক্তের পাঁশুটে গন্ধ। থমথম করছে চারপাশ। আবছা আলোয় চোখ চালাল রানা। মানিয়ে নিল বদ্ধ পরিবেশে। চোখ সরু করে চাইল দূরের আঁধারে।

সতর্ক করছে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়: রানা, সামনে মস্ত বিপদ!

ধোঁয়া ও রক্তের গন্ধের সঙ্গে মিশে আছে জং-ধরা তামার ঘ্রাণ। দূরে টিপটিপ করে জ্বলছে লাল বাতি। ওখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল রানা। বিশেষ কোনও দিকেই চেয়ে নেই। ভাবছে: সেই রাতে জানোয়ারটা হামলা করলে কী ছিল সবার মনের অবস্থা? দানব এসেছে খুন করতে! এবং পেয়েও গেছে সবাইকে

BanglaBook.org

হাতের মুঠোয়!

বেশি ভাবতে গেল না রানা। একপাশে চওড়া করিডোর। হামলা করলে নিজে ওদিকে যেত আগে। সাইড প্যাক থেকে ফ্ল্যাশলাইট নিয়ে বাতি জ্বেলে করিডোরের মেঝেতে আলো ফেলল। রক্তাক্ত পায়ের ছোপ গেছে দরজার দিকে। কোনও চিহ্ন নষ্ট না করেই করিডোরের আরও গভীরে ঢুকল রানা। যাওয়ার পথে মনোযোগ দিয়ে দেখছে চারপাশ। বিশ ফুট যাওয়ার পর পেল প্রথম শুকনো রক্তের ছাপ। ওটা দানবের পায়ের। বামদিকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে, কোনও উদ্দেশ্য ছিল।

পায়ের তৈরি চিহ্ন খেয়াল করল রানা। বুঝল, ওটার গতি ও দ্বিধাহীনতা। সামনে বাড়ল। মেঝেতে থকথক করছে রক্ত। চিহ্ন খুঁজে নেয়া কঠিন। ঢুকে পড়ল ফ্যাসিলিটির অনেকটা ভিতরে। শীতল এই পরিবেশেও দরদর করে ঘামছে। কপাল থেকে ঝেড়ে ফেলল নোনা ঘাম। নিঃশব্দে চলেছে চিতার মত, যেন হামলা করবে কোনও অবলা প্রাণীর উপর। অনেক আগেই সবাইকে খুন করে গেছে ওই জানোয়ার, কিন্তু দুরু-দুরু করছে বুক। অজান্তেই দম হয়ে উঠেছে গভীর ও কাঁপা।

ডানদিকে কী যেন। থামল রানা। ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেলল দেয়ালে। কয়েক সেকেণ্ড ভুরু কুঁচকে দেখল। আলো পড়েছে চারটে দীর্ঘ আঁচড়ের দাগে।

প্রচণ্ড আক্রোশে পাতলা কাগজের মত ছিঁড়ে ফেলেছে ইস্পাতের দেয়াল। ততক্ষণে লাশ হয়ে গেছে অন্তত বারোজন মানুষ। তাতে কমেনি দানবের রাগ, ধ্বংস করে দেবে সব!

দেয়ালে আবারও আলো ফেলল রানা। ওই ইস্পাতের চেয়েও কঠিন কিছু ভয়ঙ্কর শক্তিতে ছিঁড়ে ফেলেছে ধাতব দেয়াল।

তিন নখরের টান মসৃণ।

কিন্তু চতুর্থ নখের আঁচড় অন্যরকম।

BanglaBook.org

ছেঁড়া ধাতব দেয়ালের একটা ফাটলে আলো ফেলল রানা।

ওই যে!

দুই সেকেণ্ড পর বুঝল, জিনিসটা কী।

পকেট নাইফ বের করে ফাটল থেকে সাবধানে বের করল নখটা। বাঁকানো, ধারালো করাতের মত।

চট্ করে একবার কাঁধের উপর দিয়ে পিছন দিক দেখে নিল রানা। কেউ নেই। সাবধানে বুক পকেটে রেখে দিল কালো নখ।

ফ্যাসিলিটির আরও ভিতরে চলল।

পরের অংশ বিধ্বস্ত ল্যাবোরেটরি। ভেঙে ফেলা হয়েছে সব। একপাশে ধাতব কবজা থেকে ঝুলছে স্টিলের এক দরজা। ভিতরে আলো ফেলল রানা। এক সেকেণ্ড পর বুঝল, এটা আসলে স্টোরেজ ভল্ট। পিছনের দেয়ালে সারি দিয়ে রাখা রেফ্রিযারেটার। গোটা ফ্যাসিলিটির একমাত্র ঘর, যেখানে ভাংচুর করেনি দানব।

কাঁচের প্রতিটি দরজা অক্ষত। ছেঁড়া হয়নি ভারী কবজা। ঘরের মাঝে ঠিক-ঠাক আছে স্টেইনলেস স্টিলের অটপসি টেবিল। মেঝেতে ঝুঁকে নির্দিষ্ট অ্যাংগেলে আলো ফেলল রানা। ভাবছে, প্রচণ্ড আক্রোশের বশে তছনছ করেছে ফ্যাসিলিটি, সেক্ষেত্রে কেন রক্ষা পেল এই ঘর?

ধূসর টাইলে কোনও চিহ্ন নেই যে এখানে ঢুকেছে দানব।

রানার মন বলছে, চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে কিছু।

প্রায় অদৃশ্য ছাপ এড়িয়ে পুরো ঘর সার্চ করল রানা।

দেয়ালে কোনও আঁচড় নেই। ভাঙা হয়নি কিছু।

আরও কিছুক্ষণ পর পাউডারের সরু রেখা দেখল রানা। ওটা অনুসরণ করে খুলল একটা রেফ্রিযারেটারের দরজা।

ভিতরে অসংখ্য সিরাম। এখনও চলছে ফ্রিয।

সিরামের লেবেল দেখল রানা, বুঝে গেল এখানে কী ঘটছে।

BanglaBook.org

খুঁজে বের করল সিরামের ম্যানিফেস্ট।

নিশ্চিত হয়ে গেল আরও।

বেরিয়ে এল ঘর ছেড়ে।

এসব ফ্যাসিলিটি প্রথম দৃষ্টিতে যা মনে হয়, তা নয়।

মনে মনে বলল, পুরো নিশ্চিত না হয়ে মুখ খুললে মস্ত বিপদ হবে।

সতর্ক পায়ে ফ্যাসিলিটির সদর দরজার দিকে চলল রানা।

ওই হোল্ডে যা দেখেছে, অন্যরাও তা বুঝবে। ভুলেও বলা উচিত হবে না ও পেয়েছে ওই দানবের নখ।

খোলা জায়গায় বেরিয়ে ম্যাক্সিমিলিয়ানের সামনে থামল রানা। বুঝে গেছে, ওই জানোয়ারের ছাপ আশপাশে খুঁজে লাভ হবে না, সবই নষ্ট করা হয়েছে বুট দিয়ে মাড়িয়ে।

'ইচ্ছে হলে ওই দালান ঘুরে আসতে পারো,' সাপোর্ট টিমের উদ্দেশে বলল রানা।

চুপ করে আছে সবাই, যেন মেপে নিচ্ছে রানাকে।

ওই দলের একজনের উপর স্থির হলো রানার চোখ।

সে প্রকাণ্ডদেহী যোদ্ধা। পিপের মত বুক। পেশিবহুল হাত। হেভিওয়েট বক্সারদের মত দেহ। রানাকে নিরীখ করছে সে। মুখের একপাশ পুড়ে গিয়েছিল আগুনে। ওদিকের চোখ নিষ্প্রাণ, পাথরের মার্বেল। অন্য চোখে কষছে নানান হিসাব। দৃষ্টি শীতল ও বন্য।

তাকে পাত্তা না দিয়ে লেফটেন্যান্ট কর্নেলের দিকে ফিরল রানা। 'এখান থেকেই দলের দায়িত্ব নেব। নিশ্চয়ই এদেরকে জানানো হয়েছে আমার বিষয়ে?'

'হ্যাঁ। দলের নেতা আপনি, তা জানানো হয়েছে।'

'ঠিক আছে।' বরফ ছাওয়া টিলা দেখল রানা। 'এবার রওনা হব। প্রথমে যাব আমি। খুঁজে বের করব ট্র্যাক। আপাতত

Banglabook.org

কম্পাউণ্ডে থাকবে সবাই।'

নিঃশব্দে ওর পাশে পৌঁছে গেল হাণ্টার।

'বেশ,' বললেন লেফটেন্যাণ্ট কর্নেল, 'গুড লাক। আপনি ট্র্যাক পেলেই পিছু নেবে ওরা।'

হেলিকপ্টারের কাছে ডক্টর আহমেদ সিরাজউদ্দীনের পাশে থামল রানা। বৃদ্ধ বুঝে গেলেন, রানা কিছু বলতে চাইছে, কিন্তু আপাতত বলবে না সবার সামনে। মারলিন রাইফেল তুলে পিঠে ঝুলিয়ে নিল রানা। যেন হঠাৎ করেই ট্র্যাকিঙের দিকে চলে গেছে সমস্ত মনোযোগ। বেরিয়ে এল খোলা গেট দিয়ে। ইশারা করতে হয়নি, পাশে চলেছে হাণ্টার।

গেট পেরোবার পর থামল রানা, সময় নিয়ে দেখল চারপাশ। এবড়োখেবড়ো তুষারের মাঝে প্যাচ-প্যাচে কাদাটে জমি। ঝুঁকে একমুঠো শুকনো তুষার তুলল রানা, সরু রেখায় ফেলল নীচে। মৃদু হাওয়ায় কাত হয়ে একপাশে পড়ছে গুঁড়ো। কিছুক্ষণ অটল পাথুরে মূর্তির মত চুপ করে থাকল রানা, চোখ-কান খোলা।

পিছনে আওয়াজ। নুড়ি পাথরে পড়ছে বুট।

ঘুরে চাইল না রানা। শুনল কর্কশ এক কণ্ঠ: 'আমরা যে-কোনও সময়ে রওনা হতে পারি, ট্র্যাকার।'

মনে হলো না কথাটা শুনতে পেয়েছে রানা।

'আরে, তুমি দেখছি ওয়েস্টার্ন সিনেমার ইণ্ডিয়ানদের মত নাটক শুরু করলে! আমরা শিকারে বেরিয়েছি, ঘাড়ে ভূত নামিয়ে তারপর জানতে হবে শিকার পাবে কি না?' রানা টের পেল, লোকটার মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে হাণ্টার। কর্কশ হাসল সে। 'ভাল কুকুর জোগাড় করেছ।'

না ঘুরেও প্রকাণ্ডদেহী যোদ্ধাকে দেখল রানা। পুড়ে গেছে তার একদিকের মুখ। হাণ্টারের দিকে তাক করল তর্জনী। ভঙ্গি দেখে মনে হলো, ওটা পিস্তল। জোরে বলল, 'ক্লিক!' হাসির সুরে স্পষ্ট

BanglaBook.org

টিটকারি। ঘুরে চলে গেল কম্পাউণ্ডে।

আবারও টিলার দিকে মন দিল রানা। পরিষ্কার দেখছে প্রতিটা ঝোপঝাড়, গাছ বা পাতা। দূরের ঢাল উঠে গেছে বহু ওপরে। ওদিকে না গিয়ে সবচেয়ে কম বাধা যেদিকে, সে আঁধার পথ ব্যবহার করবে প্রতিটি প্রাণী। কিছুক্ষণ পর নিশ্চিত হলো রানা, স্বাভাবিক পথ কোন্‌টা হওয়া উচিত।

তখনই আবারও শুনল পায়ের আওয়াজ। পা ফেলা হচ্ছে সাবধানে, ওর প্রতি সম্মান রেখে। ধৈর্য আছে তার। যেন বিরক্ত করতে চাইছে না। পনেরো ফুট পিছনে থেমে গেল শব্দ। চারপাশে আর কোনও আওয়াজ নেই।

ঘুরে দাঁড়িয়ে অবাক হলো রানা। ধারণা করেছিল, যে এসেছে, সে থেমেছে পনেরো ফুট দূরে। তা নয়, দশ ফুট দূরে দানবের মত জাপানি যোদ্ধা– ওর সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড। কুঠারের মত চেহারা, অনুভূতি নেই কালো চোখে। জাপানিদের তুলনায় দানব বলা চলে তাকে, পরনে বিডিইউ। হাতে ক্যামোফ্লেজড্ এমপি-৫। আরেক হাতে নল-কাটা পাম্প-অ্যাকশন রেমিংটন শটগান। ডান কাঁধের উপরে দীর্ঘ কাটানার বাঁট। এক মুহূর্ত রানাকে দেখল সে, তারপর মাথা দোলাল।

পাল্টা নড করল রানা।

'আমি তানামুরা,' ভারী কণ্ঠে বলল জাপানি। অদ্ভুত জোর গলায়। আবার একই সঙ্গে প্রকাশ পেল ধৈর্য।–যেন নিয়ন্ত্রিত সবদিক থেকে। তাকে দেখে রানার মনে হলো, এক শ' বছর আগের লড়াইরত এক সামুরাই যোদ্ধা উঠে এসেছে।

'আমি আপনার সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড। বলতে এসেছি, আপনার সম্পর্কে অনেক কিছুই শুনেছি। আর আপনার নির্দেশ জানিয়ে দেয়া হয়েছে আমাদেরকে। অমান্য করা হবে না কোনও নির্দেশ। আপনি যোগাযোগ করবেন, সেজন্য অপেক্ষা করব আমরা।'

Banglabook.org

সামনে বেড়ে ছোট একটা রেডিয়ো রানার হাতে দিল সে। 'পাহাড়েও ভালভাবেই কাজ করবে ওটা।'

'ধন্যবাদ,' হিপ পকেটে রেডিয়ো রাখল রানা। আরেকবার দেখল দূরে দলের সবাইকে। 'ট্র্যাক পেলে যোগাযোগ করব।'

'বুঝতে পেরেছি,' বলল তানামুরা।

ডানদিকের এক শৈলশিরার দিকে চলল রানা, পাশে হাণ্টার। উপরে ঘন সবুজ জঙ্গল। রানা আন্দাজ করল, উত্তর দিকের স্প্রুসের জঙ্গলে ঢুকেছে দানব। ঝোপঝাড় কম বলে ওদিক দিয়ে যাওয়া সহজ। মাথার উপর ছায়া দেবে গাছ। ইলেকট্রনিক ও মানব লিসেনিং পোস্ট এড়িয়ে যাবে।

রানা স্থির করেছে, প্রথমে খুঁজে বের করবে বুনোপথ। এমন কী খরগোশও বার-বার একই পথে চলে। রওনা হয়ে শৈলশিরার উপরের জঙ্গলে পৌঁছল রানা। তেমন ঘন ঝোপঝাড় নেই। যার যার আস্তানা থেকে বেরিয়ে একই পথে খাবার ও পানির কাছে যায় ছোট প্রাণী। তাদের পিছু নেয় মাংসাশী জানোয়ার। কিছুক্ষণ পর মাটিতে ডেবে যাওয়া ছাপ পেল রানা। ওই ট্র্যাক চার দিন আগের। দৈর্ঘ্যে মাত্র আধ ইঞ্চি। এ পথে বোধহয় গেছে ছোট কোনও ভালুক।

মৃদু হাসল রানা।

ভালুক নয়, ওটা লেমিং।

নিঃশব্দে, হাঁটতে লাগল রানা। কিছুক্ষণ চলবার পর সরু ট্রেইল হয়ে উঠল চওড়া রাজপথের মত। এই ট্রেইলে চলে প্রচুর জন্তু-জানোয়ার। এল্‌ক্, ভালুক ও নেকড়ের পায়ের ছাপ পরিষ্কার দেখল রানা। ট্রেইলে চলতে চলতে বুঝল, মিলিটারি কম্পাউণ্ড এড়াতে গিয়ে বাঁক নিয়েছে পথ। যে যার পথে গেছে অসংখ্য জন্তু, কিন্তু কেউ দেখতে পাবে না ওই কম্পাউণ্ড থেকে। বেঁকে যাওয়া কাঁচাপথে আধ মাইল যাওয়ার পর, প্রথমবারের মত

BanglaBook.org

অস্বাভাবিক জানোয়ারটার ছাপ পেল রানা।

থমকে দাঁড়িয়ে দেখল চারপাশের জঙ্গল। চলছে নানান গুঞ্জন, আশপাশে নেই বিপজ্জনক কোনও জানোয়ার। ওই যে, চল্লিশ ফুট দূরে সাদা ওক গাছের অ্যাকর্ন আরামসে চিবুচ্ছে লাল দুই স্কুইরেল। ট্রেইলের শেষে ধমকের সুরে সঙ্গীকে মিলনের জন্য ডাকছে মাদী কলার্ড পিকা। জঙ্গলে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে রানা। ভুরু কুঁচকে দেখল দানবের ছাপ।

খেপে গিয়ে ছুটছিল। পায়ের থাবা দিয়ে ক্ষত-বিক্ষত করেছে তুষার। সামনের ছাপ স্পষ্ট ও গভীর। আরও জোরে ছুটতে শুরু করেছিল গোড়ালি ব্যবহার করে। রানার আগের হিসাব ঠিকই আছে, জন্তুটার ওজন আন্দাজ আড়াই শ' থেকে তিন শ' পাউণ্ড, আকার বড় ভালুকের সমান। উচ্চতা ছয় ফুটেরও বেশি। ডান হাত ব্যবহার করে। বয়স বড়জোর ছয় বছর।

রেডিয়ো নিয়ে সুইচ অন করল রানা। 'মাসুদ রানা বলছি।'

জবাব দিল তানামুরা, 'হ্যাঁ, মিস্টার রানা?'

'আমি উত্তর-পুবের শৈলশিরায়। ফ্যাসিলিটি থেকে বেরিয়ে উত্তর দিকের ঢাল ধরে এলে উপরে আমাকে পাবেন। আগেই জানিয়ে দেব কোথায় থামতে হবে।'

'ঠিক আছে, মিস্টার রানা।'

বেল্টে রেডিয়ো গুঁজে ভাবল রানা, সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড জাপানি যোদ্ধা তানামুরার দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলবে না কেউ, কণ্ঠে আত্মবিশ্বাসেরও অভাব নেই তার। কিন্তু ওই জানোয়ারকে শেষ করতে হলে চাই সবার একত্রিত প্রচেষ্টা।

আবারও ট্র্যাক করতে চাইল রানা, কিন্তু নতুন কোনও ছাপ না দেখে চলল উপরের ঢালের দিকে। দ্বিতীয় ছাপ পেল বিশ ফুট দূরে। তৃতীয় ও চতুর্থ চিহ্ন আরও বিশ ও চল্লিশ ফুট দূরে। তুষারে গভীর ভাবে বসে গেছে এসব ছাপ।

BanglaBook.org

ট্র্যাক খুঁজতে খুঁজতে চলল। ভাবছে, ওটা আসলে কী?

শৈলশিরার চূড়ায় পৌঁছে টের পেল, সামনে প্রকাণ্ড সব গ্র্যানেট খণ্ড ব্যবহার করে সরে গেছে ওটা। কোথাও কোনও ছাপ নেই।

গলা শুকিয়ে গেছে, টের পেল রানা। উৎরাই বেয়ে নামতে গিয়ে বুঝল: ওই দানব ভাল করেই জানে, কী জন্য ধাওয়া করা হবে তাকে।

খুব সাবধানে পিছনে আসছে দলের অন্যরা, সহজ সুরে বলল রানা, 'ওটা আশপাশে নেই। চলে আসতে পারেন।'

স্প্রুসের কচি চারার ওদিক থেকে দেখা দিল আগুনে পোড়া এক মুখ, রাগ-হিংসা নিয়ে চেয়ে আছে রানার দিকে।

কেন যেন ওই একই দৃষ্টিতে লোকটাকে দেখল রানা।

ঝামেলা যদি হয়, তো আগে মোকাবিলা করাই ভাল।

অনুভূতি শূন্য দৃষ্টিতে রানাকে দেখল সে, তারপর হঠাৎ করেই হাসল নীরবে। ঘুরে দাঁড়াল, হাতে বড় শটগান। নেমে আসতে লাগল শৈলশিরার চূড়া থেকে।

পরের মিনিটে গাছের সারি থেকে বেরিয়ে এল অন্যরা। প্রত্যেকের হাতে অস্ত্র। ট্যাকটিকাল ইন্সট্রাকশনের কারণে ছড়িয়ে পড়ে আসছে পাথরে ছাওয়া এলাকার উপর দিয়ে। কাভার দিচ্ছে একে অপরকে। মনে হলো না কেউ ভীত। সবার শেষে ঝোপ থেকে বেরোল জাপানি সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড। সামনে প্রফেসর সিরাজউদ্দীন।

বৃদ্ধ ভাল ভাবেই হাঁটছেন, দেখল রানা। যদিও তাতে ভরসা পাওয়ার কোনও কারণ নেই। মাত্র শুরু হয়েছে ওদের দুর্গম-যাত্রা। অবশ্য, প্রথম দিনেই বুঝে নেয়া যাবে, কতটা সহ্য করতে পারবেন প্রফেসর। ওর ধারণা: প্রথম দু'একদিন টিকবেন তিনি,

BanglaBook.org

কিন্তু তারপর বয়সের কারণে শুরু হবে সমস্যা। এখন মানা করলেও শুনবেন না, উড়িয়ে দেবেন সব কথা।

আসলে পাহাড়ে মাইলের পর মাইল পথ চললে দেখা যায়, এক সময় ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ে চমৎকার শরীরের যুবক। প্রথম সমস্যা করবে পিঠ, তারপর ঊরু এবং শেষে পায়ের পাতা। তখন একই সঙ্গে বেঁকে বসবে গোটা শরীর। প্রতি সকালে বিছানা ছেড়ে উঠতে হলে শারীরিক সামর্থ্যের চেয়ে বেশি লাগবে মানসিক শক্তি।

রানা দেখেছে, পাহাড়ে দশ দিন চলে ভেঙে পড়েছে জিমনেশিয়ামে নিয়মিত ব্যায়াম করা চমৎকার দেহের যুবক। উঠে দাঁড়াতে পারেনি স্লিপিং ব্যাগ ছেড়ে। প্রথম কঠিন কাজ তখন বুট পরে উঠে দাঁড়ানো। ডক্টর সিরাজউদ্দীনের মানসিক শক্তির অভাব নেই, এখন দেখবার বিষয়, জেদ করে ক'দিন হাঁটবেন তিনি।

রানার সামনে এসে দাঁড়াল নিরেট দেহের জাপানি। সামান্য নড করল। তাতে প্রকাশ পেল সম্মান। কাঠ-বাদামের মত চোখে ওকে দেখছে তানামুরা। চোখ চলে গেল নীচের ঢালে। 'ওটা ওদিক দিয়ে নেমে গেছে?'

'হ্যাঁ,' ফ্রন্টিয়ার স্টাইলে মারলিন রাইফেলের ফিতা বুকে ঠিক করে নিল রানা। 'আগের মতই দক্ষিণে চলেছে। ট্র্যাক একদিন আগের।'

তানামুরার কাটানার হাতল ও নল-কাটা শটগান আগেও দেখেছে রানা। দু'কাঁধের পিছন থেকে বেরিয়ে আছে দুই বাঁট। হাতে এমপি-৫ সাবমেশিনগান। ব্যাণ্ডোলিয়ারে বাড়তি ম্যাগাযিন ও শটগানের শেল। ঊরুর পাশে বড় কমব্যাট ছোরা।

আগুনে পোড়া টড ওয়েইলারকে পাত্তা না দিয়ে দলের অন্যদেরকে দেখল রানা। কোথাও দেখা গেল না মেয়েটাকে।

এদের কাকে বিশ্বাস করবে, আর কাকে নয়, এখনও জানে না

রানা। অবশ্য, তানামুরাকে যোগ্য বলেই মনে হয়েছে ওর। ধীরে ধীরে সবার সম্পর্কে ধারণা তৈরি হলে তখন বুঝবে, বিপদে কার উপর ভরসা করা যাবে।

ট্রেইলে গোড়ালিতে ভর করে বসে দেখল রানা, জানোয়ারটার শেষ ছাপ। বুঝতে চাইল, ঠিক কোন্ পথে গেছে ওটা।

অন্ধকার ছিল তখন।

কয়েক মুহূর্ত পর বুঝল রানা, কোথায় গেছে ওটা।

দলনেতা উঠে দাঁড়াতেই তানামুরা জানতে চাইল, 'আমরা কি রওনা হব?' এরই মাঝে রানার ট্র্যাকিঙের স্টাইল বুঝতে শুরু করেছে।

'একটা কথা সবাইকে মনে রাখতে হবে,' তানামুরাকে বলল রানা। 'আমি থাকব সামনে।' মাথা দোলাল জাপানি। 'আপনারা আসবেন এক শ' গজ পেছনে। এতে ভুল হলে চলবে না।'

'আমাদের আপত্তি নেই,' বলল তানামুরা। 'তবে আমাদের একজন হয়তো সাহায্য করতে পারবে আপনাকে। হয়তো জানেন, আমাদের দলের প্রত্যেকের বিশেষ দক্ষতা আছে বলেই তাকে নেয়া হয়েছে দলে। এসব নানান যোগ্যতা অনুযায়ী আমাদের ব্যবহার করতে পারবেন মিশনের জন্যে।'

'একটু আগে কার কথা বলেছেন?' জানতে চাইল রানা।

দ্বিধা না করেই কর্তৃত্বের সঙ্গে ডাকল তানামুরা, 'জিনা উইলসন!'

ঘাড় ফিরিয়ে চাইল রানা, শৈলশিরায় উঠে এসেছে মেয়েটা। কয়েক সেকেণ্ডে পৌঁছে গেল দলের কাছে। হাতে বিশাল স্নাইপার রাইফেল। চোখে-মুখে কোনও অনুভূতি ছাড়াই রানাকে দেখল।

দৈর্ঘ্যে পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চি জিনা উইলসন, হালকা-পাতলা। চুল কালচে-সোনালি, পনি টেইল করা। চোখদুটো সাগর নীল। চাঁদের মত গোল মুখ, কিন্তু দেহে এক ছটাক বাড়তি মেদ নেই।

BanglaBook.org

বুকে ঝুলছে ব্যাণ্ডোলিয়ার, তাতে আঙুলের চেয়ে লম্বা ধাতব জ্যাকেট পরা .৫০ ক্যালিবারের বুলেট।

তানামুরা বলতে শুরু করল, 'আমি মিস্টার রানাকে বলেছি...'

'আমাকে রানা বলে ডাকলেই হবে,' বলল রানা।

নড করল জাপানি। 'হাই।' জিনা উইলসনের দিকে চাইল। 'তাঁকে বলেছি, তুমিও ট্র্যাকিং জানো। হয়তো কাজে আসবে তাঁর।'

'কতটুকু জানো তুমি?' মেয়েটার কাছে জানতে চাইল রানা।

আত্মবিশ্বাসী তরুণী দৃঢ়কণ্ঠে বলল, 'জানি, আপনি মিস্টার...'

'রানা বললেই চলবে।'

'বেশ। জানি আপনি কে, আপনার সম্পর্কে কিছু কথা শুনেছি। আমি হয়তো আপনার মত অতটা দক্ষ ট্র্যাকার নই, কিন্তু অনেকের চেয়ে দক্ষ। পাঁচ বছর ব্যয় করেছি ট্র্যাকার ও পাথফাইণ্ডার প্রোগ্রামে। ছোটবেলা থেকেই শিকার করতাম। হয়তো খুব বেশি জানি না, কিন্তু কী করা উচিত, তা জানি। বোকার মত ভুল করি না। আর আপনার সঙ্গে ট্র্যাকিং করতে চাই শেখার লোভে।' লোভনীয় ঠোঁট মুড়িয়ে রানাকে দেখল জিনা।

তোমার সুন্দর ঠোঁট বা মুখ দেখার চেয়েও জানা জরুরি, তুমি আসলে কতটা শিখেছ, মনে মনে বলল রানা। জানতে চাইল, 'ভালুকের থাবায় কয়টা আঙুল থাকে?'

'পাঁচ।'

'নেকড়ের?'

'পাঁচ।'

'নেকড়ের ছাপ থেকে কয়োটির ছাপ আলাদা করবে কী করে?'

'নেকড়ের থাবার পিছনের প্যাড বড় হয়, আর ডিজিট ক্ল-এর ছাপ পড়ে না।'

BanglaBook.org

'ভালুকের চলার সঙ্গে পাহাড়ি সিংহের তফাৎ কী?'

'ভালুক ভবঘুরে। নির্দিষ্ট পথ নেই, মনে করে এলাকা ওর বাবার। কিন্তু কুগার চলে বৃত্তাকার পথে। সেই ডায়ামিটার আন্দাজ পঞ্চাশ মাইল।'

মৃদু মাথা দোলাল রানা। 'বেশ। কিন্তু ওদের শিকার করতে চাইলে গুরুত্বপূর্ণ দিক কী?'

'আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন, শৈলশিরায় থাকবে কুগার। একবার ট্র্যাক হারিয়ে গেলেও ওই শৈলশিরা খুঁজতে শুরু করলেই পাবেন পায়ের ছাপ। কিন্তু একবার যদি ভালুকের ছাপ হারিয়ে বসেন, বৃত্ত বড় করতে শুরু করে খুঁজে বের করতে হবে ছাপ।'

যথেষ্ট ভাল ট্র্যাকার এই মেয়ে, মনে মনে স্বীকার করল রানা। মুখে বলল, 'বলো তো, কোনও মানুষ ডানদিকে গেছে, না বামদিকে, তা বুঝবে কী করে?'

'অন্তত পঞ্চাশটা প্রেশার রিলিয মার্ক আছে,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল জিনা। 'কিন্তু বড় কথা, কেউ ডানদিকে গেলে সাধারণত বাম পায়ের ছাপ ডান পায়ের চেয়ে গভীর হবে। বামদিক বাদ দিয়ে ডানদিকে চলেছে সে। কাজেই ছাপ পড়বে গভীর ভাবে। একই রকম, বামদিকে যে গেল, তার ছাপ বেশি পড়বে অন্য পায়ের।'

'কিন্তু ট্র্যাক যদি থাকে কোনও শৈলশিরায়?'

'শৈলশিরার ঢাল যদি বামদিকে থাকে, আর কেউ ডানদিকে যায়, তো ডানদিকের পায়ের ছাপ পড়ব গভীর ভাবে। একই ভাবে উল্টো হবে বামে গেলে।'

যথেষ্ট সন্তুষ্ট রানা, কিন্তু তা প্রকাশ করল না। জানতে চাইল, 'ক্রসহেড করতে হলে?'

'আপনি ক্রসহেড করতে বললে, সামনে বেড়ে ক্রিসত্র সাইন খুঁজব। আপনি যদি দক্ষিণে যান, আমি যাব পুব ও পশ্চিমে। খুঁজব ওদিকে চিহ্ন আছে কি না।'

BanglaBook.org

'আর সাইড হেডিং?'

'সাইড হেডিং মানে, ট্র্যাকে সমান্তরাল ভাবে চলব আমরা, যাতে উল্টোদিকে সূর্যের আলোয় আবছা ছাপও দেখতে পাই। এটা করা হয় পাথুরে জমিতে, যেখানে ছাপ পড়ে না বললেই চলে। আসল কথা, নির্দিষ্ট অ্যাংগেলে সূর্যের আলো পড়তে হবে, যাতে পাওয়া যায় চিহ্ন।' ভারী রাইফেল সরাল জিনা। এত চট্ করে সরিয়ে নিয়েছে যে মনে মনে প্রশংসা করল রানা। 'অনেক প্র্যাকটিস করতে হয়েছে,' মৃদু হাসল জিনা। 'শিখেছি ছোটবেলায় বাবার কাছে।'

'তখন অত ওজনের রাইফেল দেননি তিনি তোমাকে,' মৃদু হাসল রানা। 'আগে কী ট্র্যাক করেছ?'

'ভালুক, কুগার, কয়োটি, নেকড়ে, এলক... প্রায় সব।'

'শেষ কয়েকটা শিকার?' জানতে চাইল রানা।

সরাসরি রানার চোখে চাইল মিষ্টি চেহারার মেয়েটা, চোখের পলক পড়ল না, 'শেষ কয়েকটা শিকার ছিল মানুষ-শিকার, মিস্টার রানা।'

রানা বুঝল, এত সহজ মেয়ে নয় জিনা উইলসন। জঙ্গলের বুনো জন্তুর মতই সতর্ক। ভাল করেই শিখেছে জঙ্গলের প্রাথমিক নিয়ম।

'বেশ, শেষ প্রশ্ন,' বলল রানা, 'বলো তো, খুব কাছে সাপ এল, কিন্তু দেখতে পাওনি– বুঝবে কী করে?'

'সাপ... সাপ...' আয়ত চোখে রানার দিকে চাইল জিনা।

অপেক্ষা করছে রানা।

দু'জনের সওয়াল শুনছে তানামুরা। চোখে আগ্রহ।

কয়েক সেকেণ্ড পর বলল জিনা, 'মিস্টার রানা, ঠিক বুঝতে পারছি না আপনি...'

রাইফেলের ফিতা ঠিক করে নিল রানা। 'তুমি আমার সঙ্গে

BanglaBook.org

ট্র্যাক করতে পারো, জিনা।' তানামুরাকে বলল, 'অন্যদেরকে বলুন, আমি ট্র্যাক না দেখা পর্যন্ত চিহ্ন মাড়িয়ে নষ্ট করা চলবে না।'

নড করল জাপানি। 'তাই বলা হয়েছে। অবশ্য, খুব কাছেই থাকব আমরা।'

ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করে বলল রানা, 'জিনা, চলো, যাওয়া যাক।'

ওর পিছু নিল মেয়েটা। খুবই হুঁশিয়ার। ঢালু পথে রওনা হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'সাপ খুব কাছে চলে এলে কী করে বুঝব?'

সামনের জঙ্গলে চোখ রাখল রানা। 'ওটাই বুঝিয়ে দেবে কোথায় আছে।'

ঢালু পথের মাঝে নেমে রীতিমত গরম লেগে উঠল সবার। ঝকমকে নীল আকাশে জ্বলছে সোনালি সূর্য। শিরার ভিতর অ্যাড্রিনালিনের ঢেউ টের পাচ্ছে রানা। সামনের এক পাথরে দেখেছে ওই জানোয়ারের পায়ের ছাপ।

মস্ত নেকড়েকে নিয়ে গিরিখাদের কাছে পৌঁছে গেছে। পিছু নিয়ে নিঃশব্দে আসছে জিনা উইলসন।

প্রফেসর সিরাজউদ্দীন, জিনা ও তানামুরা ছাড়া অন্যদের ধারণা, ওই জন্তুর পিছু নেয়ার ক্ষমতা আছে শুধু ট্রেইণ্ড মিলিটারি ট্র্যাকারদের। তাই বলে অবহেলা করছে রানাকে, তাও নয়। নীরবে আসছে শিকার করতে। এখন যদি মুখ খোলে কেউ, সেই আওয়াজ হবে জঙ্গলে বোমা পড়বার মত। সাবধান হয়ে উঠবে অন্তত এক শ'টা জন্তু।

চলতে হবে নিঃশব্দে, নইলে গহীন রহস্য জানাবে না অরণ্য।

দলের সবাই এক শ' গজ পিছনে, সামনে রানা ও জিনা।

ঢালু জমি সমতল হতেই হাত উঁচু করে জিনাকে থামতে

BanglaBook.org

ইশারা করল রানা। ওর মতই কাদাটে জমিতে বসে পড়েছে মেয়েটা। বুঝতে চাইছে, কাদা যথেষ্ট শক্ত, না নরম। ওটার কমপোযিশন, ওয়াটার গ্রেড লেভেল– এমন অন্তত এক ডজন বিষয় মনে রাখতে হবে, নইলে ছাপ পেলেও কিছুই বুঝবে না।

জঙ্গল এখানে হালকা। ছড়িয়ে ছিটিয়ে জন্মেছে গাছপালা। খুঁজতে শুরু করে পায়ের সমান ছোট এক ডোবা পেল রানা। কাদাটে পানিতে হাত নামিয়ে খুঁজল দানবের ছাপ।

তারই ট্র্যাক, সন্দেহ নেই।

বড়জোর একদিন আগের।

কিন্তু পানির কারণে নষ্ট হয়েছে চিহ্ন।

দানবটা কোথায় গেছে, বুঝবার উপায় নেই এখন।

নিঃশব্দে রানার পিছনে থেমেছে জিনা। ওর বুটের মৃদু আওয়াজ না পেলে রানা ভাবত, ওখানে কেউ নেই। ঘাড় ফিরিয়ে মেয়েটাকে বামদিকে যেতে ইশারা করল। নিজে চলল ডানদিকে। দু'জনের মাঝে বিশ ফুট ফারাক রেখে দীর্ঘ পাতাওয়ালা সবুজ ঘাসের অরণ্যে ঢুকল ওরা।

পাঁচ মিনিট পর উপরের জমিতে দ্বিতীয় ছাপ পেল রানা। কিন্তু গতরাতের ঝড়-বৃষ্টিতে উপরের ঢাল বেয়ে পানি নেমেছে বলে নষ্ট হয়েছে ওই চিহ্নও। ছাপের উপর কয়েকটা পাতা। আরেকটু হলে চোখেই পড়ত না। নজরে পড়ল কারণ, সামান্য শক্ত জমিতে রয়ে গেছে নখের দাগ।

জিনার দিকে ঘুরে চাইল রানা।

ওর থেমে যাওয়া লক্ষ করেছে মেয়েটা।

মুখ তুলে ওকে দেখছে বুঝতে পেরে একবার মাথা দোলাল রানা।

শত্রুকে দেখতে না পেয়ে এবং ঘ্রাণ নেই বলে রানার পিছনে থেমে গেছে হান্টার, বার-বার নাক কুঁচকেও পেল না কোনও

BanglaBook.org

গন্ধ।

ঢালু পথে উপরে চলল রানা। দেখতে দেখতে চলেছে পুরনো সব ট্র্যাক। বিরক্ত হয়ে উঠছে নিজের উপর। এক সারি পায়ের ছাপ গেছে ওদিকে, ব্যবহার করা হয়েছে পায়ের সামনের দিক। উপরে উঠতে গিয়ে নখ দিয়ে খামচে ধরেছে মাটি। ছাপ মানুষের পায়ের মতই।

ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করে পরের ছাপ পেল রানা বিশ ফুট দূরে। ওটা বাম পায়ের।

একেক কদম ফেলেছে বিশ ফুট পেরিয়ে!

বিশ-পঁচিশ ফুট... তা কি সম্ভব?

পারবে কোনও জানোয়ার?

ঢালু এলাকায় পাঁচ ফুটের বেশি পেরোতে পারবে না কোনও বাঘ!

বাধ্য হয়ে থামল রানা। নতুন করে দেখল পিছনের ট্র্যাক।

মনে হলো, কোথাও ভুল করেছে। কিন্তু একটু পর মানল, কোনও ত্রুটি হয়নি ওর।

জানোয়ারটা কত শক্তিশালী তা টের পেয়ে চমকে গেছে রানা।

সান্ত্বনা দিল নিজেকে, বোধহয় হঠাৎ করেই খেপে গিয়েছিল ওটা, তখন ধমনীতে ছিল অতিরিক্ত অ্যাড্রিনালিন, নইলে এক কদমে পৌঁছুতে পারত না এত দূরে।

জিনা কাছাকাছি আসতেই আবারও সামনে বাড়ল রানা। ভাবছে: ওটা আসলে কী জন্তুর পায়ের ছাপ? কখনও দেখেনি ওই জন্তু। আর দেখতে চায়, তাও বোধহয় নয়!

BanglaBook.org

এগারো

সিরাজউদ্দীন বেঙ্গল সায়েন্স ইন্সটিটিউটের ল্যাবোরেটরিতে ক্রিপটোযুলোজি ও প্যালিয়োনটোলজি বিশেষজ্ঞ নিনা সয়্যার ও টিপা মুই বসে আছে পাশাপাশি চেয়ারে। টেবিলে দেখছে প্লাস্টারের কাস্ট। দু'ঘণ্টা আগে ওই ছাপ দিয়ে গেছেন এক মিলিটারি অফিশিয়াল। ওটা প্রায় ষোলো ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের কাস্ট। আর গবেষণা করতে গিয়ে ধাঁধার ভিতর পড়ে গেছে নিনা ও টিপা।

ইন্সটিটিউটে ডক্টর সিরাজউদ্দীন না পৌঁছুনো পর্যন্ত দায়িত্ব দেয়া হয়েছে ল্যাবোরেটরি ডিরেক্টর নিনা সয়্যারকে।

আরও কিছুক্ষণ ওই ছাপ দেখে কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'কেমব্রিজ থেকে ইকোসিস্টেমের ওপর ডক্টরেট করেছি, তার আগে মাস্টার্স করেছি প্যালিয়োনটোলজির ওপর। তারও আগে গ্র্যাজুয়েশন করেছি হিস্টোরিকাল জিয়োলজি ও ফসিলাইযেশনের মলিউক্যাল থিয়োরির ওপর। তারপর বেশ কয়েক বছর নামকরা কয়েকটা ইন্সটিটিউটে বর্তমানের সেরা ক'জন প্যালিয়োনটোলজিস্টের অধীনে গবেষণা করেছি।' মাথা নাড়ল সে। ছাপের দু'ইঞ্চি দূরে নিয়ে গেল মুখ। 'কিন্তু বলতে লজ্জা নেই, জীবনেও দেখিনি এই ধরনের কোনও পায়ের ছাপ।'

টিপা মুই টুঁ শব্দ করল না।

থমথম করছে মস্ত ল্যাবোরেটরি।

BanglaBook.org

ফুঁ দিয়ে চোখ থেকে হলদেটে চুল সরাল নিনা। আবারও শুরু করল, 'টিপা, বাপের জন্মেও দেখিনি এই জিনিস। বুঝতেই তো পারছি না কী দিয়ে কাজ শুরু করব।' পা নাচাতে শুরু করল সে। 'দেখলে মনে হয় মানুষের পায়ের ছাপ। কিন্তু পাঁচ আঙুল মিলে যেন বড় একটা থাবা। থাবার শেষে ধারালো সব নখ। ধরে নিতে পারি, এটা কোনও প্রাণীর থাবা, মানুষের নয়।'

'না, মানুষের নয়,' বিড়বিড় করল টিপা, 'কিন্তু আবার কোনও জানোয়ারেরও নয়। কারণ দেখতে মানুষের পায়ের পাতার মত।'

'হুঁ।' টেবিলে টোকা দিতে শুরু করেছে নিনা সয়্যার। 'তা হলে এটা মানুষের না। আবার জানোয়ারেরও না।' শুকনো হাসল। 'তা হলে এটা কী?'

আবারও নীরবতা নামল ঘরে।

'ঠিক আছে, ডক্টর সিরাজউদ্দীন স্যারের মত করে ভাবা যাক,' বলল নিনা। 'তিনি বিশেষ কোনও ফসিল চিনতে না পারলে ক্যাটাগোরাইয করেন ওটার সংখ্যা, আকার, লোকেশন, বয়স বা আকার বুঝে। কোনও ক্যাটাগোরিতে ফেলে তারপর খুঁজে বের করেন ওটা কোন্ পরিবারের। ওখান থেকে খুঁজে বের করেন আসলে জন্তুটা কী। প্রতিটি প্রজাতির আত্মীয়ের ভেতর মিল থাকতেই হবে।'

'চেষ্টা করে দেখা যায়,' বলল টিপা মুই, 'প্রথমে ধরা যাক স্পিশিস: হোমো সেপিয়েন্স। বয়স: এক সপ্তাহ।'

চুপ করে আছে নিনা সয়্যার। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'এত কম বয়স ধরলে কোথাও যেতে পারবে না, টিপা।' পেন্সিল তুলে ছাপ দেখাল। 'ওটার পাঁচটা আঙুল আছে। নখও পাঁচটা। মস্ত বড়। ওই পা দেখে মনে হয়, ওটা হোমো সেপিয়েন্সের কাছাকাছি কিছুর। আবার না-ও হতে পারে। পাঁচটা আঙুল আছে এমন আর সব জন্তু কারা?'

BanglaBook.org

ভাবতে হলো না টিপা মুই-এর, বলল, 'হোমো হ্যাবিলিস আর হোমো ইরেকটাস। এ ছাড়া বাঁদর শ্রেণী, বড় বিড়াল আর ভালুক– গ্রিজলি, কোডিয়াক, বাদামি আর কালো ভালুক... এ ছাড়া স্তন্যপায়ী বেশিরভাগ জন্তুর পাঁচ আঙুল। নেকড়ে, র‍্যাকুন, চিপমাঙ্ক, স্কুইরেল, শজারু...' খুব হতাশ হয়ে গেল কণ্ঠ, 'এ ছাড়া বিভার, মিঙ্ক, স্কাঙ্ক, ব্যাজার...'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' একবার সহকারিণীকে দেখে নিল নিনা সয়্যার। 'বুঝতে পেরেছি।'

কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকল ওরা।

একটু পর বলল নিনা সয়্যার, 'তা হলে দেখা যাক কী করতে পারি। আমরা জানি, ওটা আসলে কী হতে পারে না। একেবারে শূন্য থেকে শুরু করতে হবে। ধরে নেব, ওটা অচেনা কোনও স্পিশিস।'

'আমাদের প্রফেসর তাই করেন।'

'হ্যাঁ। আমরা প্রথমেই এই ছাপের ফসফোরেসেন্ট স্ক্যান করব। দেখব প্লাস্টার থেকে ট্রেসিং পাওয়া যায় কি না। ধরে নেয়া যায়, ওটা কন্ট্যামিনেটেড্, কাজেই ওই জন্তুর চুল বা রক্তের হিমোগ্লোবিন না পেলে ডিএনএ-র ট্রেস করতে পারব না। তবুও চেষ্টা করতে দোষ নেই। তালিকার ওপর থেকে নীচের দিকে যাব আমরা। আপাতত ক্লাসিফাই করার কথা ভাবতেও যাব না।'

'তার মানে প্রসিজার অনুযায়ী চলব,' বলল টিপা মুই।

'হ্যাঁ, একেবারে ডক্টরের প্রসিজার অনুসরণ করে। এটা যেহেতু খুব জরুরি, তাই অন্য সব কাজ আপাতত বন্ধ।' উঠে দাঁড়িয়ে রহস্যময় ছাপ দেখল নিনা সয়্যার, 'আমরা যদি কিছু পাই, তো সেটা পাব কারণ ডক্টর সিরাজউদ্দীনের কাছ থেকে কিছু শিখেছি।'

মাথা দোলাল টিপা মুই।

'টম জেরাল্ড!'

ওয়াশিংটনের ইউ.এস. মার্শাল অফিসে নিজ টেবিলে কপালের নীচে দু'হাত রেখে আরাম করে ঘুমাচ্ছিল ডেপুটি ইউ.এস. মার্শাল টম জেরাল্ড, আচমকা বিকট হুঙ্কার শুনে মেলল দুই রক্তিম চোখ। আর তখনই দেখল ওর উপর ঝুঁকে পড়েছেন মার্শাল ফ্র্যাঙ্ক করেলি। নিষ্ঠুর চেহারা দেখে অধীনস্থরা তাঁর নাম দিয়েছে গলা-ছেলা শকুন। হাতে এখন খরচের ভাউচার। ওটা গোল পাকিয়ে হাতের ইশারা করলেন তিনি। 'জেগে ওঠো!'

ঘুম ভরা টম জেরাল্ড বিড়বিড় করল, 'যা, স্লা!'

হঠাৎ করেই ওর ডেস্কের চারপাশের অন্তত পনেরোটা ডেস্কে ব্যস্ত হয়ে উঠল অন্য কলিগরা। কেউ কেউ লাফ দিয়ে চেয়ার ছেড়ে রওনা হয়ে গেল জরুরি কাজে। কিন্তু ঘরে পায়ের সামান্য আওয়াজ নেই।

'হাই, চিফ, এইমাত্র ভাবছিলাম আপনার সঙ্গে দেখা করে...'

টমের নাকের কাছে গোল পাকানো বল নাচালেন মার্শাল ফ্র্যাঙ্ক করেলি। ভয়ঙ্কর চেহারা করে বললেন, 'ভাউচারের ব্যাখ্যা কই! গাড়ির পেট্রলের খরচ সাত হাজার ডলার? এই শহর ছেড়ে একবারও কোথাও যাওনি! এবার বাঁচতে চাইলে তোমাকে ক্লাসিক চাপা মারতে হবে!'

'ট্র্যাভেল এক্সপেন্সেস, স্যর!'

'ট্র্যাভেল এক্সপেন্সেস?' মস্ত নাকটা ঝুলে গেল বসের। মনে হলো জীবনে শোনেননি যাত্রা-খরচ বলে কিছু আছে। 'ট্র্যাভেল এক্সপেন্সেস? বেআক্কেলে! এর চেয়ে ঢের তুরুপ দেয়ার মত টেক্কা চাই তোমার!' আঙুল তাক করে নিজ অফিস দেখালেন টমকে। 'এক্ষুণি ওখানে চাই তোমাকে।' কোনও জবাব আশা না করে হন হন করে হাঁটতে লাগলেন নিজ অফিসের দিকে।

BanglaBook.org

ধীরেসুস্থে চেয়ার ছাড়ল টম জেরাল্ড। একবার ঠিক করে নিল টাই। চারপাশ থেকে উঠল মৃদু গুঞ্জন:

'গুড লাক, টম!'

'গলা-ছেলা শকুন মারলে চুপ করে থেকো!'

'সত্যিই মারবে বলে মনে হয় না!'

'কনুই দিয়ে পিঠ ফুটো করে দিলেও মুখ বুজে...'

'চোপ! সব শালা বেঈমান!' বিড়বিড় করে মার্শাল ফ্র্যাঙ্ক করেলির অফিসের দিকে চলল টম। তাঁর ঘরে ঢুকে ভিড়িয়ে দিল দরজা। মুঠো করে ফেলেছে দুই হাত। গম্ভীর।

কঠোর চোখে ওকে দেখলেন মার্শাল করেলি। বার কয়েক মাথা নাড়লেন। ঠোঁটে ফুটে উঠল সরু হাসি। ওই জিনিস যখন তখন দেখা যায় না। টেবিলে ফেললেন গোল করা ভাউচার। চেয়ারে পিঠ ঠেকিয়ে আরেকবার মাথা নেড়ে বললেন, 'তা হলে ট্র্যাভেল এক্সপেন্সেস? ...তারপর গত সপ্তাহে এনে জেলে ভরলে ওই কার্টেলকে, ঠিক? এমিলিও আলভারেজ এবার আর পালাতে পারল না।'

মাথা দোলাল টম জেরাল্ড। চোখে পড়ল, আরেকটা এনভয়েস হাতে তুলে নিয়েছেন করেলি। 'এখানে দেখা যাচ্ছে, ছয় সপ্তাহ ধরে তোমার ইনফর্মারদের অ্যালটমেন্টের পুরো টাকা দিয়েছ। ওই কেস নিয়ে কয় সপ্তাহ ধরে কাজ করছিলে?'

'ছয় মাস, স্যর।'

'তার মানে, গত মাসে ইনফর্মারদের টাকা খাইয়ে খুঁজে বের করেছ কার্টেলের আস্তানা?'

কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে বলল টম, 'নিশ্চিত হওয়ার পর টাকা দিতেই হলো ওদেরকে।'

কর্কশ হাসলেন ফ্র্যাঙ্ক করেলি। 'বুঝতে পেরেছি।' দরজা দেখিয়ে দিলেন। 'বাইরে ওটা থিয়েটার, টম। আমিও ওখানে

Banglapdf.org

কাজ করেছি। আমাদের ছেলেরা জানে, কী করেছ তুমি। কিন্তু আমি চাই না অন্যরাও তোমাকে অনুসরণ করুক। ...মস্ত ঝুঁকি নিয়ে পার পেয়েছ, কারণ শহরে তোমার কন্ট্যাক্ট ভাল। কিন্তু ওয়াচারদের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক রাখতে জানে না অনেকে। ওই আর্ট আজকাল ভুলতে বসেছে সবাই। তুমি ভোলোনি বলে জিতে গেলে। কিন্তু অন্যদের উচিত হবে না চেষ্টা করা।' ভুরু কুঁচকে কী যেন ভাবলেন তিনি। 'কেউ না কেউ চেষ্টা করবে। খরচ করবে কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকা, কিন্তু বাড়ি ফিরবে খালি হাতে। ফলে আগুন দিয়ে পাছা জ্বেলে দেয়া হবে তার। আর খারাপ দিক হচ্ছে, ওই কাজ করতে হবে আমাকে। কোনওভাবেই তাকে রক্ষা করতে পারব না।'

নীরব হয়ে গেলেন করেলি।

চুপ করে আছে টম জেরাল্ড।

'তুমি বোধহয় জানো না, উঁচু পর্যায় থেকে ধমক দেয়া হয়েছে ওই এমিলিও আলভারেজের কেসে,' বললেন করেলি।

'ও তো প্রমাণসহ ধরা পড়েছে, তারপরেও আবার কী,' ভুরু কোঁচকাল টম জেরাল্ড।

'কারণ ওর ওপর চোখ রেখেছিল ডিইএ,' বললেন ফ্র্যাঙ্ক করেলি। 'ব্যাপারটা জুরিসডিকশনাল ডিসপিউট বলতে পারো।'

'আদালত অনেক আগেই অপরাধী বলে ওকে ঘোষণা দিয়েছে, বস।'

'আর তখনই আমাদের এফবিআই-এর চোখ পড়ল ওর ওপর,' বললেন করেলি, 'ঠোকাঠুকি লেগে গেছে ইন্টেলিজেন্স আর কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের মাঝে। তোমার কাজ ছিল আমেরিকায় গোপনে কেউ হেরোইন পাচার করছে কি না, তা খুঁজে দেখা। কিন্তু ধরে ফেললে এমিলিও আলভারেজকে। যদি প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত রিপোর্ট দিতে, আগেই ওই কাজ থেকে তোমাকে সরিয়ে

BanglaBook.org

নিতাম। এখন এফবিআই দাবি করছে, আলভারেজের আইনী দিক ঠিক ভাবে দেখা হয়নি। তুমি পেটের সব খবর বের করেছ। ওই ব্যাটা এখন বলছে: তুমি পড়ে শোনাওনি আইনে ওর কী অধিকার আছে।' চুপ হয়ে গেলেন করেলি, একটু পর বললেন, 'এফবিআই বলছে, ওরাই ওকে ধরত, কিন্তু হঠাৎ কোথা থেকে এসে চিলের মত আলভারেজকে ছিনতাই করে উধাও হয়েছ তুমি। এ জন্য সুষ্ঠু তদন্ত দাবি করছে ওরা।'

সংক্ষিপ্ত পায়চারি শুরু করেছে টম জেরাল্ড। একবার স্পর্শ করল কালচে নেমপ্লেট। ওখানে সোনারঙে লেখা: মার্শাল ফ্র্যাঙ্ক করেলি।

'বস্, আসলে নতুন করে আলভারেজকে আইনী প্রক্রিয়ায় আনতে হবে– তা কেন? প্রমাণিত অপরাধী সে। ফেডারাল কয়েকটা অপরাধে দোষী। যদি লোমপোক থেকে পালিয়ে না যেত, অন্তত আরও পঞ্চাশটা বছর থাকত জেলে। হয়তো শেষে পেত প্যারোল। তাই হবে এক সময়। আমি শুধু তাকে ফেরত দিয়ে আসব ওখানে। ...ব্যস্ততার কারণে বুঝতে পারিনি আইনী অধিকার পড়ে শোনাতে হবে ওকে। কিন্তু ওর সব আমেরিকান বন্ধুর নাম এখন আমাদের কাছে। ধরার সময় ওই আইনী অধিকার ওদেরকে আচ্ছা মত শুনিয়ে দেব। ওদের আত্মা কেঁপে যাবে আমরা পিছু নিলে, বস্।'

ভুরু কুঁচকে টমকে দেখলেন মার্শাল করেলি। 'কিন্তু তুমি যে আলভারেজকে হাসপাতালের ইমার্জেন্সি রুমে ঘুরিয়ে নিয়ে এলে, তার...'

কাঁধ ঝাঁকাল টম। 'গ্রেফতার এড়াতে চেয়েছে, বস, সহজ ব্যাপার।'

'আচ্ছা?' ভুরু আরও কুঁচকে গেল করেলির।

ভীষণ গম্ভীর চেহারা করল টম। বস্ শুনে ফেলেছেন,

BanglaBook.org

বদমাসটাকে বেদম পিট্টি দিয়েছে ও!

'জেরাল্ড, এফবিআই-এর ঝামেলা আমি দেখব। জানিয়ে দেব ইনভেস্টিগেশনের বিষয়ে আর্টিকেল ৩১ দেখে নিতে। পছন্দ হবে না ওদের। কিন্তু সহ্য করবে পাছার জ্বলুনি। যদি আরও ঝামেলা করতে চায়, চুমু দিতে হবে আমার ফুটকি ভরা লালচে পাছায়।' সামনের কাগজ তুলে নিলেন তিনি। 'ঠিক আছে, তোমার জন্যে অন্য অ্যাসাইনমেন্ট আছে। দেরি না করে নামবে ওই কাজে।'

চুপ করে আছে টম জেরাল্ড।

'বিষয়টা হচ্ছে,' ফাইল খুললেন করেলি, 'আলাস্কায় মিলিটারি দুর্ঘটনা হয়েছে। ওখানে...'

'আর্মি?' বিস্ময় লুকাতে পারল না টম, 'ওদের তো নিজেদের মার্শাল আছে। আমাদেরকে দরকার কেন?'

'আগে শোনো,' ধৈর্যের সঙ্গে বললেন করেলি। অন্য ডেপুটি মার্শাল হলে সুযোগ দিতেন না, ধমক দিয়ে ছাড়িয়ে দিতেন ভূত। 'একটু বেশি ক্লাসিফায়েড কয়েকটা রিসার্চ স্টেশনে দেখা দিয়েছে নানান ঝামেলা। লাশ হয়ে গেছে একদল লোক। তাদের ভেতর বিজ্ঞানী আর সৈনিকরা ছিল। আমি চাই তুমি ওদিকে নজর দাও।'

'আমি কেন, বস? বা আমাদেরকে চাইছে কেন ওরা?'

জবাব দিলেন না ইউএস মার্শাল। চেয়ার ছেড়ে চলে গেলেন জানালার কাছে। বহু দূরে চোখ। ফ্যাসিলিটির শেষে বেল্টওয়েতে মন্থর গতিতে চলেছে জ্যামে পড়া গাড়ি।

'কারণ, কংগ্রেসে আমাদের বন্ধুরা অদ্ভুত কিছু তথ্য পেয়েছে। ওসব স্টেশন অফ্‌ দ্য বুক বায়োলজিকাল ওঅর রিসার্চের চর্চা করছিল। জুরিসডিকশন অনুযায়ী এসব দেখার কথা নয় আমাদের বা এফবিআই-এর। কিন্তু ক্যাপিটল হিল চাইছে আমরা ওদিকে নজর দিই।'

BanglaBook.org

'আপনি চাইছেন আমি যেন ওই কাজ নিই?'

'হ্যাঁ।'

ফ্র্যাঙ্ক করেলি ওকে বিপদে ঠেলে দেবেন না, কিন্তু কেন যেন অস্বস্তি বোধ করল টম জেরাল্ড। জানতে চাইল, 'আমি আসলে কী তদন্ত করব, বস? কিছুই জানি না বায়োলজিকাল ওঅরফেয়ার সম্পর্কে। ঠাণ্ডার ভাইরাস আর ইবোলার তফাৎও বুঝব না। এক শ' বছর চেষ্টা করেও তো...'

'তোমার অ্যাসাইনমেন্ট ওয়াশিংটনে,' বললেন করেলি।

বিস্ময় চাপতে পারল না টম। 'ওয়াশিংটন?'

নিজের হাতের দিকে চেয়ে আছেন বস।

জানতে চাইল ও, 'আসলে কী হয়েছে, বস?'

চুপ করে কী যেন ভাবছেন গলা-ছেলা শকুন। কিছুক্ষণ পর বললেন, 'টম, সরকারের টাকা বেআইনীভাবে খরচ করে বায়োলজিকাল ওয়েপন্স তৈরি করা মানেই, গোপনে উচ্চপদস্থ লোক সরাসরি জড়িত এসবে। প্রেসিডেন্টের উনিশ শ' বাহাত্তর সালের ইউনাইটেড নেশন্স এগ্রিমেন্ট ভঙ্গ করছে তারা। হয়তো তৈরি হচ্ছে এমন কোনও ভাইরাস, যেটা শেষ করে দেবে গোটা পৃথিবীকে।' সামান্য বিরতি নিয়ে বললেন তিনি, 'তার ফল কী হতে পারে, তুমি ভাল করেই জানো, টম।'

শিরশির করে উঠল জেরাল্ডের মেরুদণ্ড। 'বুঝতে পেরেছি, স্যর। আপনি চাইছেন পেন্টাগন, ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সি বা সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স বেআইনী কোনও অপারেশনে জড়িত কি না, তা যেন দেখি। প্রেসিডেনশিয়াল ডিরেকটিভের বাইরে কিছু দেখলে যোগাযোগ করব।'

মাথা দোলালেন করেলি।

কী যেন ভাবল টম, তারপর বলল, 'যা বুঝলাম, এ কাজ করতে চাইলে নিয়মের বাইরে যেতে হবে। অনেক বাইরে। আর

BanglaBook.org

সেজন্য লাগবে প্রচুর ফাণ্ড। চাই নিজের লোকবল। নিজেই বাছাই করব তাদের। প্রয়োজনে যেতে হবে নানাদিকে। আমাকে বা আমার লোককে যেন কোনও ভাবেই বাধা না দেয়া হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে। লাগবে নিজের চেক ভাউচার।' একটু পর বলল টম, 'এ ছাড়া, প্রতিটি ডিসট্রিক্টে হুঁশিয়ার করতে হবে ডেপুটি মার্শালদেরকে। যে-কোনও অনুরোধ এলে যেন অন্য কাজ রেখে সেদিকে নজর দেয়। আর, স্যর, এ ধরনের অধিকার আমাকে দিলে, লাগবে তার লিখিত প্রমাণ।'

টম থেমে যাওয়ার পর ঘরে নামল নীরবতা।

একটু পর বললেন করেলি, 'তুমি কখনও আমাকে ডুবিয়ে দাওনি, জেরাল্ড। কিন্তু অনুমতি দেয়ার আগে আরেকবার দেখা করব চিফের সঙ্গে।'

'তাতে আমার কোনও আপত্তি নেই, স্যর,' হাসল টম। 'বড় কথা বেঁচে থাকা।' বেরিয়ে যাওয়ার জন্য দরজার দিকে ঘুরল। কিন্তু পিছন থেকে এল ডাক।

'এক মিনিট, টম।'

ঘুরে চাইল টম জেরাল্ড।

'জিজ্ঞেস করলে না, কেন তোমাকে দেব এই অ্যাসাইনমেণ্ট?' প্রিয় স্যাঙাতের চোখে চাইলেন করেলি। 'কারণটা সহজ: পুলিশ হওয়ার মত বহু লোক আছে এই ডিপার্টমেণ্টে, কিন্তু সত্যিকারের ক্রিমিনাল হওয়ার মত যোগ্যতা রয়েছে শুধু তোমার।'

BanglaBook.org

বারো

হঠাৎ চোখের কোণে নড়াচড়া দেখে ক্ষিপ্র প্যান্থারের মত ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়াল রানা, ধক্ করে উঠেছে হৃৎপিণ্ড।

চট্ করে গাঢ় ছায়ায় সরে গেছে কী যেন!

দেখতে প্রায় মানুষের মতই, যেন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ছিল ওদেরকে।

এক সেকেণ্ড আগে ছিল, পরক্ষণে নেই!

আধ মাইল দূরের শৈলশিরার উপরের জঙ্গলে অভাব নেই ঝোপঝাড়, বড় গাছ ও ছায়ার। বোধহয় ভুল করেনি রানার চোখ, বিদ্যুদ্বেগে উধাও হয়েছে কেউ।

রানা টের পেল, পিছনে এসে হাঁটুতে দু'হাত রেখে দাঁড়িয়েছে ক্লান্ত জিনা। কিছুই বোধহয় খেয়াল করেনি।

ওকে ভয় পাইয়ে দিতে চাইল না বলেই চুপ থাকল রানা।

'ওটা আসলে কী?' বাতাসে জলকণা মাত্রাতিরিক্ত, দরদর করে ঘামছে জিনা।

আরও কয়েক মুহূর্ত ওদিকে চেয়ে রইল রানা, তারপর আস্তে করে মাথা নাড়ল। 'জানি না। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নাও। বেশি করে পানি খাও।'

রানা ঘন ঝোপের ভিতর দিয়ে রওনা হতেই প্রকাণ্ড রাইফেল তুলে পিছু নিল জিনা।

ভুল দেখেনি, পরিষ্কার বুঝতে পারছে রানা।

ওটা সিধা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। মানুষ ছাড়া অন্য প্রাণী ওভাবে

BanglaBook.org

দাঁড়ায় না। অথচ ওটা মানুষ হতে পারে না। স্টিলের কবজা থেকে ছিঁড়ে ফেলেছিল ধাতব দরজা। উপড়ে নিয়েছিল মানুষের ঘাড় থেকে মাথা। নিজের বিস্ময় নিজের কাছেই রাখল রানা।

সামান্য টলতে টলতে পৌঁছে গেছেন ডক্টর সিরাজউদ্দীন। সঙ্গে তানামুরা এবং অন্যরা। নিজেকে সামলে রাখতে চাইছেন বৃদ্ধ বিজ্ঞানী।

রানার পথচলার গতি দেখে চমকে গেছে তানামুরা।

প্রায় বিকেল এখন, একবারেরও জন্যও থামেনি রানা।

আসলে নিজেকে একবারও অতিক্লান্ত মনে হয়নি ওর। আর্মিতে থাকতে কমাণ্ডো ট্রেনিঙের সময় ভাল মত শিখে নিয়েছে, কীভাবে জঙ্গলে বা পাহাড়ে টিকে থাকতে হবে। বুনো জন্তুর মতই নীরবে পেরোতে পারবে মাইলের পর মাইল। দিনের পর দিন ঘুম ছাড়াও চলবে ওর। দরকার পড়লে প্রতিদিন হাঁটবে এক শ' মাইল পথ। কিন্তু অন্যদের কাছ থেকে ওই কষ্ট-সহিষ্ণুতা আশা করছে না রানা। হাঁটতে হাঁটতে ঠিক করল, দরকার পড়লে কমাবে চলার গতি।

হাঁটতে হাঁটতে একটু ঝুঁকে গেছে তানামুরা, দেখে মনে হচ্ছে মাটিতে খুঁজছে ট্র্যাক।

মৃদু হাসল রানা, ধীরে ধীরে ট্র্যাক করা শিখছে জাপানি যোদ্ধা। আবারও দূরের ওই শৈলশিরার দিকে চাইল।

'সামনে কোথাও আছে, তাই না?' জানতে চাইল তানামুরা।

'মনে হয়,' বলল রানা। জরুরি তথ্য গোপন করবে না, ঠিক করেছে। কিন্তু পুরো নিশ্চিত না হয়ে মন্তব্যও করবে না। ওর কথা ভুল হলে তার ফলাফল মারাত্মক হতে পারে। মস্ত বিপদে পড়তে পারে দলের সবাই।

'হাই, এটা ভাল যে সামনে পাব তাকে,' বড় করে দম নিল তানামুরা। মাটিতে রাইফেলের বাঁট ঠেকিয়ে ভর দিয়েছে নলের

Banglabook.org

ডগায়।

লোকটার কালো চোখে চোখ পড়ল রানার।

জাপানি যোদ্ধা জানে না, রহস্যময় এই অপারেশনের মূল উদ্দেশ্য কী, বা কী চায় সিআইএ বা আর্মি; সে শুধু জানেঃ দায়িত্ব নিয়েছে, কাজেই শেষ করবে কর্তব্য। বিরতি নেবে না, দরকার পড়লে মরবে বিনা দ্বিধায়।

রানা ভাবল, এরা জানে না রিসার্চ স্টেশনে দানবের নখ পেয়েছে ও। সবার উপর থেকে ঘুরে এল ওর চোখ। অন্তরে বুঝল, ডক্টর সিরাজউদ্দীন ছাড়া অন্তত একজনকে বিশ্বাস করতে পারবে।

সে তানামুরা।

ধুপ্ করে তুষারে বসল হতক্লান্ত টড ওয়েইলার, মাথা তুলে দূরের শৈলশিরার উপর দেখল রানাকে। নড়ছে না বাঙালি লোকটা। নিচু স্বরে কী যেন বলছে জিনা উইলসন আর কং তানামুরাকে। রানার পায়ের পাশে দাঁড়িয়ে আছে ওর সেই মস্ত নেকড়ে, বাদুড় যেমন আকাশে কান খাড়া করে, সেভাবে তাক করেছে কান।

একপাশে বসে পড়েছেন বৃদ্ধ প্রফেসর। মুখ থেকে ঝেড়ে ফেলছেন বিন্দু-বিন্দু ঘাম।

দলের আরেকজন বাড রলিন্স টড ওয়েইলারের পাশে বসে পড়ল এম-২০৩ হাতে। অস্ত্রটা তাক করেছে বজ্রপাতে পড়া এক গাছের দিকে। বাড রলিন্স ছোটখাটো আকৃতির লোক, কিন্তু ছয় বছর স্পেশাল ফোর্সে কাজ করে হয়ে উঠেছে সেতারের টেনে বাঁধা তারের মত।

ঘাড়ের পিছন থেকে ঘাম ঝাড়ল টড। ‘ওই লোক ক্লান্ত হতে শেখেনি,’ বিড়বিড় করে বলল। রানাকে একবার দেখে নিল। ‘ডেল্টা ফোর্সের পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত

BanglaBook.org

একটানা এত মাইল হাঁটিনি। সেটা ছিল সারাদিনে পঞ্চাশ মাইল পেরিয়ে যাওয়া।' মাথা নাড়ল সে। 'ওই লোক আগামী এক সপ্তাহ এভাবে হাঁটালে এক সময় আমার উচ্চতা নেমে আসবে এক ইঞ্চিতে।'

হাসল বাড রলিন্স। শৈলশিরায় দেখল রানা ও হাণ্টারকে। 'আসলেই। আর তার ওই কুকুরটাও দেখার মত।'

'ওটা কুকুর না, গাধা। নেকড়ে।'

'জানি ওটা কী।' কাঁধ ঝাঁকাল বাড। 'জীবনে এত বড় নেকড়ে দেখিনি। ভীষণ হিংসুটে। বাধ্য না হলে ওটার ধারে-কাছে যাব না। কে জানে, সুযোগ পেলে কী করে বসবে!'

সূর্য এড়াতে পোড়া মুখ সরাল টড। 'আগামী তিন ঘণ্টার ভেতর ক্যাম্প করতে হবে। নইলে রোদ পাব না। পাহাড়ে চট্ করে হারিয়ে যায় দিনের আলো। আগেও এসব জায়গায় এসেছি।'

'তাই?' আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইল বাড। 'কবে এসেছিলে?'

'দশ সালের দিকে,' পাশে থুতু ফেলল ওয়েইলার। 'নর্থ রিজে রেকন ইউনিটে ছিলাম। কেন আনা হয়েছিল, জানি না। বোধহয় খুঁজে বের করতে চেয়েছিল একটা গুহা। বরফে কম্প্লিট জমে গিয়েছিল পাছাটা, কিছুই পাইনি আমরা।'

'আবারও সুযোগ পেয়েছ পাছা ঠাণ্ডা করার,' শুকনো স্বরে বলল বাড রলিন্স। উঠে রওনা হয়ে গেছে রানা শৈলশিরা থেকে নেমে চলেছে নীচের উপত্যকার দিকে। 'তবে আমার মনে হয়, এবারও খামোকা এসেছ। একটা গুলিও করতে পারবে না কারও দিকে।'

ঘোঁৎ করে উঠল টড ওয়েইলার। 'তুমি একটা গাধা, বাড। আসল খবর শোনোইনি!' টিলা দেখাল সে। 'তুমি না স্পেশাল ফোর্সের লোক ছিলে? তাও বুঝলে না? সামনের ওই লোক

BanglaBook.org

আসলে পৃথিবীর সেরা ট্র্যাকার। ওই শালার তুলনা হয় না। আর কঠিন কিছুর পিছু নিয়েছে ও।' উঠে দাঁড়িয়ে কাঁধে শটগান ঝুলিয়ে নিল ওয়েইলার। 'আর্মিতে ওর সমান একটা ট্র্যাকারও নেই। ওরা কেউ একদিনে পঞ্চাশ মাইল ট্র্যাক করতে পারবে না। কিছুই এড়াচ্ছে না মাসুদ রানার চোখ।' কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'ওটা যা-ই হোক, ঠিকই কোণঠাসা হবে এর কাছে।'

বাডকে আরেকবার দেখে নিয়ে হাঁটতে লাগল টড। নির্বিকার সুরে বলল, 'তার আগে গুলি রেখো অস্ত্রের চেম্বারে।'

জিনার পাশে গভীর মনোযোগ দিয়ে মাটি দেখছে রানা। কয়েক সেকেণ্ড পর খুব নিচু স্বরে বলল, প্রায় শোনাই গেল না কণ্ঠ।

জিনা বুঝল, ঝর্নার কুলুকুলু আওয়াজকে ব্যবহার করে চারপাশের অন্য আওয়াজের সঙ্গে কথা মিশিয়ে দিচ্ছে রানা।

'সকালে খুশি মনে রওনা হয়েছে ওরা,' ফিসফিস করে বলেছে রানা। 'কিন্তু দিন শেষে হয়ে উঠেছে একদল বাফেলোর মত।' বিরতি নিয়ে বলল, 'এমনই হয়। আরামে থাকলে অসতর্ক হয়ে ওঠে সবাই। ধরো, নিরানব্বুইবার ঝর্না পেরিয়েও সাপ দেখলে না। আর এক শ'বারের বার ধরেই নিলে, কোনও বিপদ হবে না। কিন্তু শেষবারে থাকল সাপ। ওটা যখন হামলা করল, রক্ষা করবে কে তোমাকে? মানুষের অভ্যেস এমনই হয়। বোকারা মারা পড়ে।'

একবার ঘুরে পিছনের সবাইকে দেখল জিনা।

তাদের দিক থেকে কোনও আওয়াজ পেল না।

ঘনিয়ে আসছে সন্ধ্যা, কুলকুল আওয়াজে বইছে ঝর্না। জিনার মনে হলো, নীরবে আসছে পিছনের ওরা। তৈরি করেছে লম্বা লাইন। সামনের জন থেকে দশ ফুট পিছনে দ্বিতীয়জন।

মাসুদ রানা কী কারণে সতর্ক, বুঝল না জিনা। পাশাপাশি চলেছে ওরা।

BanglaBook.org

নীরবে সামনের জমি দেখছে রানা।

ঝর্নার শক্ত পাড়ে একটা পায়ের ছাপ। আর নেই। যেন ওখানে এসেই দুনিয়া থেকে উধাও হয়েছে জানোয়ারটা।

মাথা সামান্য নাড়ল রানা। চাপা স্বরে বলল, 'হান্টার।'

কোনও শব্দ না করে দ্রুতপায়ে সামনে বাড়ল মস্ত নেকড়ে। নিচু করে নিয়েছে মাথা।

ওটার হিংস্রভাব দেখে অজান্তেই শক্ত হাতে রাইফেল ধরল জিনা। নেকড়ের কালো চোখে প্রাণের কোনও চিহ্ন নেই।

ট্র্যাক দেখাল রানা। বাংলায় বলল, 'সার্চ, হান্টার।'

ঝর্নার বাঁকে হারিয়ে গেল নেকড়ে।

সামনে ও দু'পাশে কালচে ঘন অরণ্য।

রানার পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে জিনা।

গম্ভীর চোখে জানোয়ারটার পায়ের ছাপ দেখছে রানা। ওকে দেখাচ্ছে জঙ্গলের কোনও বাদামি দেবতার মত।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল জিনা, তারপর জানতে চাইল, 'আপনি আসলে কী কারণে এত চিন্তিত?'

কিছুক্ষণ পর বলল রানা, 'একটা ব্যাপার স্পষ্ট নয়।'

'সেটা কী?'

'খেয়াল করো ট্র্যাকের প্রেশার রিলিজ,' সামনের ডানদিক দেখল রানা। 'ওটা ডানদিকে গেছে। কিন্তু আসলে ওদিকে কোনও চিহ্ন নেই। আছে শুধু ওই রিজ।'

ওদের ডানদিকে শৈলশিরা। খাড়া উঠে গেছে এক শ' পঞ্চাশ ফুট উপরে। ওদিকে কোনও পথ নেই। কোনও ছাপও নেই জানোয়ারটার। কাজেই ভাবার কারণও নেই, শৈলশিরায় উঠেছে।

ফিসফিস করে বলল জিনা, 'রানা, খেয়াল করেছেন, সারাদিন ঝর্না থেকে সরেনি ওটা?'

'সেটাই ভাবিয়ে তুলছে আমাকে,' বলল রানা।

BanglaBook.org

'এ থেকে কী বুঝব?'

'ওটার মত বড় আকারের জন্তু দিনের আলোয় ঝর্নার পাশ দিয়ে চলবে না,' বলল রানা। ঝর্নার স্রোতের আওয়াজকে ব্যবহার করে আড়াল করছে নিজের কণ্ঠ।

ব্যাপারটা বুঝতে অসুবিধা হলো না জিনার। কলধ্বনির সঙ্গে মিলিয়ে দিচ্ছে রানা নিজ কণ্ঠ। কাজটা করছে এতই নিখুঁত ভাবে, অবাক হতে হয়। প্রকৃতির আর সব আওয়াজে হারিয়ে যাচ্ছে গলার আওয়াজ। যেন নিজেও জঙ্গলেরই একটা অংশ রানা।

'বড় প্রাণী ভোরে ঝর্না থেকে মিটিয়ে নেবে তৃষ্ণা,' বলল বিসিআই এজেন্ট। 'আবার রাতেও। ঘড়ির কাঁটার মত চলে এসব। দিনে ভুলেও ঝর্নার আশপাশে ভিড়বে না। শিকার করবে সারাদিন ধরে।'

'কিন্তু ওই জন্তু একবারও কিছু খায়নি,' রানার মত করেই গলা নিচু করল জিনা। কণ্ঠ মিশিয়ে দিয়েছে ঝর্নার আওয়াজের সঙ্গে। 'খুব দ্রুত চলেছে ওটা।'

'হুঁ,' সায় দিল রানা, 'সে কারণেও অবাক হয়েছি। বড় প্রাণী এসব করবে না। বড়জোর তিন বা পাঁচ মাইল সরবে প্রতি ঘণ্টায়। কিন্তু এই জানোয়ার মাইলের পর মাইল চলেছে কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে। এর কোনও ব্যাখ্যা আমার কাছে নেই।'

রানার কানের কাছে মুখ নিল জিনা। 'রানা, আমি বোধহয় এর কারণ বুঝেছি। যে কারণে সারাদিন ঝর্নার পাশে ছুটছে ওটা।'

'ঠিক মানুষের মত?' বলল রানা।

'হ্যাঁ। মানুষের মতই।' মাথা দোলাল জিনা। 'মনে হয় না হঠাৎ পাল্টে নেবে অভ্যেস। ওটা এমন কোনও জানোয়ার, যেটা আসলে মানুষ নয়, কিন্তু প্রায় তেমনই। আগের মতই ছুটবে

BanglaBook.org

ঝর্নার কিনারা ধরে।'

শৈলশিরার দিকে চাইল রানা। ওর চোখ ইঞ্চি ইঞ্চি করে তল্লাশী করছে শৈলশিরা। কয়েক মুহূর্ত পর বলল, 'না, অন্য কিছু করবে সে!'

শৈলশিরার দিকে চেয়ে আছে।

'কী সেটা?' বলল জিনা। 'এক শ' গজ সরে ক্রস-ট্রেইল করব? আমি সতর্ক থাকব, নষ্ট করব না কোনও ট্র্যাক।'

চুপ করে আছে রানা।

অপেক্ষা করল জিনা।

কিছুক্ষণ পর এবড়োখেবড়ো শৈলশিরা দেখে নিয়ে বলল রানা, 'আপাতত তা-ই করো। চারপাশ দেখবে, তবে ওই এক শ' গজের বাইরে চলে যেয়ো না।'

'ঠিক আছে,' এক পাথর থেকে আরেক পাথরে পা রেখে সরে যেতে লাগল জিনা। চলেছে ঝর্নার ভাটির দিকে।

'কিছুক্ষণ পর শৈলশিরা দেখা শেষ হলো রানার। ওপরে আছে চাপড়া পাথর ও ছোট সব গুহা। চাইলে বিশ মিনিটে চূড়ায় উঠে যেতে পারবে দক্ষ পর্বতারোহী।

সামনে বেড়ে পাথরের একটা স্ল্যাবে উঠল রানা, খুঁজে নিল অসমান্তরাল এবড়োখেবড়ো পথ। বার-বার পা রেখে দেখে নিচ্ছে ওজন নিতে পারবে কি না নীচের পাথর।

উঠছে নিঃশব্দে। জঙ্গল বা পাহাড়ে নীরবে চলতে চাইলে প্রথমে ব্যবহার করতে হবে গোড়ালি, তারপর সাবধানে রাখতে হবে পায়ের পাতা। প্রতিবার হতে হবে সাবধান, নইলে তৈরি হবে আওয়াজ। এড়িয়ে যেতে হবে কোনও পাথর, শুকনো ডাল বা পাতা।

বেয়ে উঠতে শুরু করে উপরের ধূসর ধুলো লক্ষ করছে রানা। বিশ মিনিট পর ওর সতর্ক চোখে ধরা পড়ল, পাথরে গভীর

BanglaBook.org

পায়ের ছাপ।

ঘুরে নীচের ঝর্না দেখল রানা। মাথা নাড়ল আনমনে। চমকে গেছে জানোয়ারটার লাফিয়ে উঠবার ক্ষমতা দেখে। অন্তত তিরিশ ফুট উঠেছে ওটা। বাঘের সাধ্যি নেই এক লাফে এই দূরত্ব পেরোয়।

ভুল ধারণা করেনি রানা। উপরের পাথরে আরও ছাপ আছে। ওগুলো প্রমাণ করছে জন্তুটার প্রচণ্ড শক্তি। অসংখ্য চিহ্ন দেখল রানা। বেশিরভাগ ট্র্যাকার ওসব বুঝবেই না। ও ঠিকই বুঝে গেল, কেন কোনও ছাপ নেই ঝর্নার আশপাশে।

খাড়া টিলা বেয়ে উঠতে শুরু করে চূড়ায় গিয়ে থামল রানা। নীচে চেয়ে দেখল। দলের শুরুতে কং তানামুরা, এখনও অনেকটা দূরে।

হাতের ইশারা করে তাদের গতি বাড়াতে বলল রানা।

ঝর্নার আরেক দিকে পৌঁছে গেছে জিনা।

হাত নেড়ে ওকে আসতে বলল রানা। শৈলশিরার গোড়ায় সবাই জড় হওয়ার পর নিঃশব্দে ইঙ্গিত করল উপরে উঠতে।

BanglaBook.org

তেরো

পাহাড়ের চূড়ায় সাদা নরকঙ্কালের করোটির মত ঝুলছে গোল, ফ্যাকাসে চাঁদ। ওই ম্লান আলোয় রক্তিম চোখে হাত-পা দেখল সে। তাকে দেখাচ্ছে প্রাচীন আমলের আদিম মানুষের মত। এক ঝোপ থেকে আরেক ঝোপে চলেছে যেন ভয়ানক এক প্রেতাত্মা।

আজকের মত ঘুম শেষ তার। নতুন করে পাল্টে গেছে আবারও, নেই সেই আগের মানুষ। এখন ঢের শক্তিশালী, সত্যিকারের কঠিন পাথরের মত হয়ে উঠেছে কাঁধ-বুক-পেট-উরু-হাত-পায়ের মাংসপেশি। আঙুলের ডগা দিয়ে বেরিয়ে এসেছে করাতের মত ধারালো, কুচকুচে কালো নখ। সবই এখন তার পুরুষালী, এবং ম্যাগনাম সাইয।

হ্যাঁ, সবাইকে খতম করবে রাতে!

জানা ছিল, রিসার্চ স্টেশনগুলোয় হামলা করেছে বলে পিছু নেবে তারা। শেষ করতে চাইবে ওকে।

সেজন্য মরতে হবে উল্টে তাদেরকেই।

কিন্তু এখন না।

এমন জায়গায় কোণঠাসা করবে, যেখানে সাহায্য পাওয়া যাবে না হেলিকপ্টারের। রাস্তা থাকবে না পালাবার।

বড়জোর আর একদিন, বা দু'দিন, তারপর খতম করবে তাদেরকে!

আজ ভোর থেকে চোখে চোখে রেখেছে।

বিশেষ করে ওই মোকাসিন পরা লোকটা!

সঙ্গে আবার নেকড়ে রাখে! ইহ্!

তবে ওদের পদক্ষেপ খুব নিশ্চিত।

মানুষের মনে ভয় বলতে যা থাকে, তেমন কিছু ওর নিজের বুকে নেই। কিন্তু বুঝতে পারছে, একটা সময় ওই লোক আর নেকড়েটাকে এড়াতে পারবে না।

নিজে বিপদে পড়ার আগেই খতম করতে হবে লোকটাকে।

অন্যরা কিছুই না।

আরাম করে একটা একটা করে শেষ করবে। দিন-রাত তাড়া করে পাগল করে দেবে। বড়জোর পালাতে পারবে দু'একজন। সেসব পরের কথা, আগে খতম করতে হবে রেডিয়ো হাতে

BanglaBook.org

লোকটাকে। যাতে যোগাযোগ করতে না পারে কারও সঙ্গে।

রাগে দাঁত খিঁচিয়ে ঘড়-ঘড় গর্জন ছাড়ল সে।

বাঁচতে দেয়া যাবে না ওই মোকাসিনকে।

হ্যাঁ, খুবই বিপজ্জনক! আসল শয়তান।

পাল্টা হামলা করতে পারে।

আদিম আমলে ওই লোকের মত কেউ কেউ ছিল, ব্যথা দিত তারা।

ওই লোকও হঠাৎ হামলা করবে। যে কাউকে মেরে ফেলবে।

অন্যরা সবাই সাধারণ শিকার।

সংখ্যায় তারা বেশি, কিন্তু ওর আছে আত্মবিশ্বাস, গতি আর শক্তি। বুদ্ধিও বেশি। পাত্তা দেবে না কোনও ব্যথা। সহ্য করবে বৃষ্টির মত ছিটিয়ে পড়া বুলেট আর বিস্ফোরণের আপত্তিকর কষ্ট।

নতুন এই দেহ ভাল করে বুঝতে পারছে না সে। কিন্তু এটুকু বুঝে গেছে, হঠাৎ কয়েক দিনে খুব শক্ত হয়ে গেছে দেহ। ওকে আর শেষ করতে পারবে না আধুনিক অস্ত্র। এখন শুধু দরকার বিশেষ ওই সিরাম। ওটা পেলেই হয়ে উঠবে সম্পূর্ণ দেবতা, ওকে আর খুন করতে পারবে না কেউ।

এখন আর এই পৃথিবীতে ওর মত রাগ কারও নেই। কিন্তু সেজন্য কষ্ট বা দুঃখও নেই। আসলে বেঁচে থাকা আর খুন করা জরুরি।

তা-ই যথেষ্ট।

আর চাই ওই সিরাম।

যখন চোখের সামনে মরবে অন্যরা, তারপরও বাঁচবে সে হাজার বছর ধরে।

গভীর অরণ্যের কিনারায় ঘন অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে। চেয়ে আছে শৈলশিরার নীচের ক্যাম্পের দিকে। ওখানে মিটমিট করে আগুন জ্বলছে।

BanglaBook.org

খল-খল করে হাসল সে।
হ্যাঁ, জ্বালো, জ্বেলে রাখো আগুন।
আগেও তা-ই করত মানুষ।
আর তখনও তাদেরকে কচুকাটা করতাম এই দুই হাতে।
আবারও সময় আসবে।
অনেকে যোগ দেবে ওর দলে।
তখন ফুর্তি করে পাইকারি হারে মানুষ খুন করবে ওরা।

চোদ্দ

ক্যাম্পফায়ারের কমলা আগুনের আলো যেখানে পৌঁছাচ্ছে না, সেখানে থোক-থোক কালো অন্ধকার। চারপাশে ভুতুড়ে থমথমে নীরবতা।

হঠাৎ শটগানে দুটো বারো গেজ কার্তুজ পুরে আবারও ওগুলো ইজেক্ট করল টড ওয়েইলার। ওই শটগান তার হাতের বাড়তি অংশ যেন। আবারও ঝট্ করে শটগানে ভরে নিল কার্তুজ। দেহের চারপাশে রেখেছে কয়েকটা বন্দুক। কোমরে ঝুলছে নল-কাটা দোনলা শটগান। কোমরের আরেক দিকে বড় ক্যালিবারের রিভলভার। দলের অন্যদের চেয়ে বেশি সশস্ত্র সে। আকারেও অনেক বড়। সহজেই বহন করছে ভারী সব অস্ত্র ও গোলাগুলির ওজন।

পিঠে এম-১৬ টাইপের নল-কাটা শটগান, ওই অস্ত্রে ব্যবহার করবে ম্যাগাযিন ভরা বারো গেজ কার্তুজ। ঠিক এভাবেই .২২৩

BanglaBook.org

কার্তুজের ম্যাগাযিন পাল্টে নেয় সৈনিকরা। এক কাঁধে ঝুলছে ব্যাণ্ডোলিয়ার ভরা শেল। অন্য কাঁধের বেল্টে অটোমেটিক শটগানের অসংখ্য ম্যাগাযিন।

রাতের মত শুয়ে পড়বার জন্য তৈরি হচ্ছে রানা, এমন সময় উঠে দাঁড়িয়ে ওর সামনে হাজির হলো টড ওয়েইলার। হাসি-হাসি মুখে জিজ্ঞেস করল, 'এত কাঠি আর পাতা কীসের জন্যে? ভাবছ, ওগুলো তোমাকে রক্ষা করবে শীত থেকে?'

'সাধারণত তা-ই করে,' বলল রানা।

পেরিয়ে গেল কয়েক মুহূর্ত। তারপর মুখ খুলল ওয়েইলার, 'জানো, রানা, তুমি আসলেই দক্ষ।' মনে হলো এ নিয়ে ভাবছে সে। 'সত্যিই দক্ষ। বোধহয় আমার দেখা সেরা ট্র্যাকার তুমি। কিন্তু তোমার মত লোক আমি পছন্দ করি না।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'আসলে তাতে কিছু যায় আসে?'

'আমার যায় আসে।'

নিখুঁতভাবে একটা বাকল ঠিক জায়গায় রাখল রানা। তারপর বলল, 'ব্যাপারটা এভাবে নাও, ওয়েইলার, ওরা যা বলছে, তুমি যদি সত্যি তেমন দক্ষ হও, বেশিক্ষণ সহ্য করতে হবে না আমাকে।'

BanglaBook.org

আবারও নামল নীরবতা।

একটু পর ঘোঁৎ করে উঠল টড ওয়েইলার, 'ইরাক যুদ্ধে বা আফগানিস্তানে তোমার মত লোক দেখেছি। এক ট্র্যাকার। রহস্যময়। সে-ও ভারতীয়-আমেরিকান নাগরিক ছিল।'

'আমি ভারতীয় বা আমেরিকান নাগরিক নই। বাংলাদেশি।'

পাত্তা দিল না ওয়েইলার, 'প্রতি রাতে আত্মা ডেকে কথা বলত। সব আসলে বোগাস। সবাই পছন্দ করত ওকে। কিন্তু একদিন ওর আত্মা আমাদেরকে নিয়ে গিয়ে ফেলল বেকায়দা এক অ্যাম্বুশে। গরুর মাংসের মত কিমা হয়ে গেল আমার সঙ্গীরা।

নিজেও মরল ওই শালা।'

'শুনে খারাপ লাগল, ওয়েইলার,' বাঁকা একটা বাকল ঠিক জায়গায় রাখল রানা। 'কিন্তু তোমার ভাবতে হবে না, আমি কারও আত্মা ডেকে এনে বোগাস কথা বলব না। নিশ্চিন্ত থাকো।'

চুপ করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল টড ওয়েইলার, তারপর নিচু স্বরে বিড়বিড় করে কী সব বলে চলে গেল তাঁবুর দিকে।

সার্জেন্টের পোড়া মুখ দেখে অভ্যস্ত রানা। ওই মুখের একপাশ সব সময়ের জন্য লালচে ও মসৃণ, কুঁচকে থাকে ভুরুর নীচে মৃত চোখ। অন্য চোখে সবার প্রতি হিংসা ও আক্রোশ। যেন হামলে পড়বে যে-কোনও সময়ে। লোকটার সঙ্গে একটু আগের কথা নিয়ে ভাবছে রানা। হঠাৎ টের পেল, অন্য কেউ আসছে ওর দিকে। ইচ্ছা করেই ঘুরে চাইল না। চিনে ফেলেছে পরিচিত নরম পদক্ষেপ।

রানা খেয়াল করেছে, এই গহীন এলাকায় আসবার পর থেকে ক্রমেই আরও অনুভূতি-সম্পন্ন হয়ে উঠছে। চট্ করে ধরে ফেলছে অস্পষ্ট সব ট্র্যাক। সেজন্য কোনও ম্যাগনিফায়িং গ্লাস লাগছে না। অন্যরা যখন বিনকিউলার ব্যবহার করে বুঝতে চাইছে দূরের ওই পাহাড় কেমন, তখন বিনা কষ্টে বহু দূর থেকে দেখছে গভীর সব খাদ, গুহা বা উপত্যকা। বুঝে গেছে, ওর ওস্তাদ ওই উতে ইণ্ডিয়ান চিফের কথাই ঠিক। তিনি বলেছিলেন, 'তুমি যত মন দেবে, রানা, দেখবে আরও অনেক অনেক বেশি। এটা তোমার অদ্ভুত গুণ। সবার থাকে না।'

আরও সতর্ক হয়ে উঠছে রানা।

এই গুণ থাকে অনেকের, আবার কারও একেবারেই থাকে না।

যেমন চোখের বাড়তি কাজ নেই ঘন জঙ্গলে, তাই কাজে আসবে না দৃষ্টি-ক্ষমতা। কিন্তু মস্ত অরণ্যে দূর-দৃষ্টি সত্যিই রক্ষা

BanglaBook.org

করবে।

পিছনে আলতো পায়ের শব্দ পেয়ে রানা বুঝে গেছে, ওর দিকে আসছে জিনা উইলসন।

'এটা কী জিনিস?' নিচু স্বরে জানতে চাইল মেয়েটা।

'পাতার কুটির,' ঘুরে চাইল না রানা, 'এক উতে ইণ্ডিয়ান চিফ শিখিয়েছেন।'

'খুব ছোট মনে হচ্ছে।'

'একার জন্যে। তবে কাজ ঠিকই করবে।'

'কীভাবে কাজ করে?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'পাতা আর ডাল দিয়ে তৈরি করতে হবে ছোট কুটির। বাইরে থাকবে কিছু বাকল। ওগুলো ঠেকাবে বৃষ্টি বা তুষার। আবার ভেতর দিক গরম রাখবে পাতা। বদ্ধ কুটিরে উষ্ণ থাকবে তুমি। তোমারই দেহের তাপ শুষে তোমাকে রক্ষা করবে পাতা। এদিকে জলকণা ভেতরে ঢুকতে দেবে না বাকল। প্রায় যে-কোনও পরিবেশে একইরকম কাজ করে।'

রাইফেল হাতে হাঁটু গেড়ে বসল জিনা। মনোযোগ দিয়ে দেখল রানার তৈরি কুটির। 'কিন্তু এটা তো মাত্র তিন দিক দিয়ে ঘেরা, আজ রাতে খুব ঠাণ্ডা পড়বে।'

আঙুল তুলে আগুনের দিক দেখিয়ে দিল রানা। 'কয়েকটা পাথর গরম করে সেসব রাখব দরজার কাছে। রাতে আর ভাবতে হবে না।'

'এজন্যেই কোনও ইকুইপমেন্ট ছাড়াই ঘুরছেন?' নতুন আগ্রহ নিয়ে রানাকে দেখল জিনা। 'তার মানে প্রকৃতি থেকে যা পাবেন, তা দিয়েই চালিয়ে নেবেন আপদে বিপদে?' মিষ্টি হাসল। রানা কখনও দেখেনি ওর হাসি। এবারও দেখা হলো না। পিঠ দিয়ে রেখেছে জিনার দিকে।

কিন্তু ওই মিষ্টি হাসির আওয়াজ ছুঁয়ে গেল ওর মন।

BanglaBook.org

‘আপনি তা হলে এই যুগের টারজান?’ আবারও হাসল জিনা।

মৃদু হাসল রানা। ‘তুমি বললে আপত্তি তুলব না।’

রানার পাশে বসল জিনা। চুপ করে দেখছে কীভাবে তৈরি করে রানা কুটির। ‘উতে ইণ্ডিয়ান চিফ বোধহয় ভাল ছাত্র পেয়ে খুশি হয়েছিলেন,’ বলল একটু পর। ‘জঙ্গলে আণ্ডার কভার্ট ট্রেনিং নিয়েছি, ওরা মেয়ে যোদ্ধাদের সম্মান করে না, তা ছাড়া...’ চুপ হয়ে গেল জিনা।

‘কিন্তুটা কীসের?’ জানতে চাইল রানা।

‘সরকার চায় মেয়েরা পুতুলের মত থাকুক, লড়াই যেন না করে,’ তিক্ত সুরে বলল জিনা।

‘কিন্তু তুমি মানবে না ওদের কথা,’ বলল রানা। ‘তা খারাপ নয়।’

‘আপনি তা-ই মনে করেন?’ জানতে চাইল জিনা।

‘নিশ্চয়ই,’ বলল রানা। ‘পুরুষ লড়তে পারলে মেয়েরা পারবে না কেন?’

দু’হাতে হাঁটু জড়িয়ে ধরল জিনা। ‘আর আমি ভেবেছিলাম আপনার মত লোক কখনও সম্মান দেবে না মহিলাদেরকে।’

নিজ কাজে ব্যস্ত রানা, মুখ তুলে চাইল না। ‘এমন ভাবলে কেন?’

‘জানি না,’ স্বীকার করল জিনা। একটু পর বলল, ‘ওরা ব্রিফিঙে বলেছে, আপনি পৃথিবীর সেরা কমাণ্ডো। জঙ্গল-পাহাড় বা সাগরে কেউ টিকে থাকলে, সেই লোক আপনি। মিটিং শেষে তখন ইণ্টারনেট ঘাঁটলাম। মস্ত সব ব্যবসা আছে আপনার। রানা এজেন্সি’ বা শিপিং জাহাজের বহরের কথা বাদই দিই, আর্কিয়োলজিকাল আবিষ্কারও আপনার অবিশ্বাস্য। বাঙালি প্রফেসর সিরাজউদ্দীনের হয়ে খুঁজে বের করেছেন এমন সব রোগ

BanglaBook.org

সারানোর গাছ, যেসব আপনাকে করে দিতে পারত হাজার কোটি টাকার মালিক। কিন্তু সেসব আবিষ্কার বিনা পয়সায় দিয়ে দিয়েছেন দরিদ্র মানুষের কল্যাণে। এরপর আর বেশি পড়তে যাইনি।' চুপ করে রানাকে দেখল জিনা। 'রানা, ওরা আমাদেরকে সবই বলেছে, কিন্তু কিছু প্রশ্নের জবাব দিতে পারেনি। কেন ওই জন্তু এমন খেপে গেল? আর ওটা কী?' আরেকবার রানাকে দেখল জিনা। 'আপনি কি জানেন, ওটা কী আর কেন হামলা করছে?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'বিশেষ কারণ না-ও থাকতে পারে। তবে তুমি ঠিকই ধরেছ। আমাদের বলা হয়নি, কেন ওটা হামলা করছে। কিন্তু আন্দাজ করতে পারি।'

'আন্দাজ করতে পারেন? তা কী?'

নীরব থাকল রানা। নিশ্চিত না হয়ে কোনও মন্তব্য করবে না।

ওর দিকে ঝুঁকে গেল জিনা। 'নিজের কথা ভাবুন, রানা। আমাদের কথা বাদ দিন। এই যে সামান্য এক ছোরা বা রাইফেল... এসবের মাধ্যমে টিকে থাকবেন ভাবছেন। হয়তো পারবেনও, কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের লাগবে প্রতিটি সার্ভাইভাল ইকুইপমেন্ট।'

'যেমন তাঁবু?' জানতে চাইল রানা।

মাত্র আধ ঘণ্টায় তৈরি পাতা-বাকল ও ডালের কুটির দেখল জিনা। ওর মনে হলো, প্রচণ্ড ঝড়েও আস্ত থাকবে ওটা। ভিতরে কেউ শুয়ে থাকলে তাকে কষ্ট পেতে হবে না শীতে।

'বা ধরো যেসব খাবার বয়ে নিয়ে চলেছ,' বলল রানা। এক মুহূর্ত পর আঙুল তুলে দেখাল, 'দেখেছ ওই গাছ?'

'হ্যাঁ, দেখলাম।'

'ওটা সাদা ওক। অ্যাকর্ন দিয়ে ভরা। এমন কী মাটিতে পড়ে

BanglaBook.org

আছে ওই ফল। খেলে পাবে দশ আউন্সের স্টেকের সমান প্রোটিন। খুব তেতো নয়, কাঁচা খাওয়া যায়। এবার ওদিকে দেখো...' আরেক দিক দেখাল রানা। 'ওগুলো পারস্লেন। বালবের মত শিকড় তুলে সেদ্ধ করলে ওগুলো হয়ে উঠবে সাধারণ আলুর মত। পাবে ভিটামিন বা মিনেরাল।' কাজের মাঝে কথা বলছে রানা, চোখ তুলে দেখছে না। 'চারপাশে ট্যামার‍্যাক গাছ। এক অংশ কেটে নাও, যে-কোনও ভেজিটেবলের মতই কাজ করবে। স্বাদ বরং বেশি। শক্ত দড়ির মত ব্যবহার করতে পারবে শেকড়। একটু দূরে দেখবে উইন্টারগ্রিন। ওটাও একটা উপকারী...'

'হ্যাঁ, চিনি ওটা।'

মৃদু হাসল রানা কাজের মাঝে।

'প্রয়োজনে ওটার পাতা ব্যবহার করতে পারবে চা পাতার মত। ডাক্তার দেখাতে শহরে যেতে হবে না, জ্বর কমবে ওতেই। তা ছাড়া, আছে প্রচুর ভিটামিন। আর ওই গাছ থেকে চাইলে তেলও পাবে খাবারের জন্যে।' কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'এভাবে বলা যায় অন্তত আরও এক শ' গাছের কথা। আসলে আমাদের চারপাশে গিজগিজ করছে মস্ত সব দোকান, ফার্মেসি। কোথাও কোনও অভাব নেই। প্রয়োজনীয় সবই পাওয়া যায়, কেবল তুলে নেয়ার অপেক্ষা। যদি পোশাক লাগে, যখন শহরে আছ কিনে নেবে দোকান থেকে, কিন্তু এখানে? যে-কোনও ট্রেইলে পেতে রাখো ফাঁদ। প্রতিদিন এক শ'র বেশি ট্রেইল পেরিয়ে আসি আমরা। চাইলেই ববক্যাট থেকে শুরু করে বিভার পর্যন্ত যা খুশি ধরে চামড়া ছিলে নিলেই পেয়ে যাবে পোশাক। প্রোটিনের অভাব হবে না'। খালি হাতেই ধরতে পারবে অনেক জন্তু-জানোয়ার। খিদের কষ্ট থাকবে না। প্রতিটা ঝর্নায় রয়েছে লাখে লাখে মাছ। ধরব বলে আজই তৈরি করেছি ফাঁদ। আগামীকাল ভোরে তোমরা

BanglaBook.org

নাস্তা তৈরি করতে বসবে। আমি রাঁধব কয়েকটা পাহাড়ি ট্রাউট। সময় কম থাকলে আঁশ ছাড়িয়ে কাঁচাই খেয়ে নেব। তাতে নষ্ট হবে না প্রোটিন। ...জিনা, আসলে বেশিরভাগ মানুষ ভিন্ন এলাকায় গিয়ে নিজের ইচ্ছে মত চলতে চায়। তা না পারলে রেগে যায়। কিন্তু যে-কোনও এলাকা থেকে সুবিধা নেয়া উচিত।'

চুপ করে শুনছিল জিনা। রানা থেমে যাওয়ায় ওর মনে হলো, অদ্ভুত কোনও মন্ত্র শুনেছে মানুষটার কাছ থেকে।

কাজ শেষে উঠে কুটিরের চারপাশ ঘুরে দেখল রানা। মাথা দোলাল আস্তে করে। ওর আবাস যথেষ্ট শক্তপোক্ত, কষ্ট পেতে হবে না শীতে।

ঝুঁকে কাঠি দিয়ে আগুন থেকে বড় তিনটে পাথর বের করল রানা, রাখল দরজার খুব কাছে। ঢেকে দিল সামান্য ধুলো দিয়ে।

জিনার মনে হলো না এসব কাজ করতে গিয়ে ক্লান্ত হয়েছে রানা। যেন চিরকাল ধরেই এসব করছে। চোখে-মুখে কোনও বিরক্তির ছাপ নেই। বোঝা যায়, অভাব নেই শক্তি বা ধৈর্যের। যেন মেনে চলেছে অচেনা কোনও নিয়ম।

'আপনি আসলে টারজান, তাই না?' বলল জিনা। কালচে-সোনালি মাথা নাড়ল। 'বোধহয় বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করেন জঙ্গলেই। আগে কখনও এমন কাউকে দেখিনি। এক এক পরিবেশে একেক রকম।' চুপ হয়ে গেল ও, একটু পর বলল, 'কী যেন আছে আপনার ভেতর, যেটা আমি ধরতে পারিনি।'

মৃদু হেসে ফেলল রানা। 'তাই? কী সেই গভীর রহস্য?'

'জানি না,' বিনা দ্বিধায় স্বীকার করল জিনা। 'কিন্তু মনে হচ্ছে, কিছু লুকিয়ে রেখেছেন আমার কাছ থেকে। আপনাকে যত দেখছি, বিস্মিত হচ্ছি। যেমন, সাধারণ যে-কোনও শব্দে অনেক বেশি মনোযোগ দেন। যেন শোনেন জঙ্গলের কথা। আপনার ওই নেকড়ের মতই। বা কোনও বাঘের মত। কিন্তু আমরা সাধারণ

BanglaBook.org

কেউ এসব বুঝি না। তাতে ভয় পাওয়া উচিত কি না, তাও বুঝি না; আবার খুশি হই, আপনি আমাদের দলে রয়েছেন বলে।'

চুপ করে থাকল রানা। বলবার কিছুই নেই।

কুয়াশা নেই, চাঁদ জ্বলা গভীর রাত। নিজের তাঁবুতে শুয়ে নীরবে রানার কুটিরের দিকে চেয়ে আছে জিনা উইলসন। ওই কুটিরের পাশেই শুয়েছে কালো, মস্ত নেকড়ে। মনে হচ্ছে ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু জিনা জানে, আসলে জেগে আছে। কুটিরে ঘুমাচ্ছে মাসুদ রানা। জিনা খেয়াল করেছে, খুব কম নড়ছে মানুষটা। কেন যেন ওর মনে হলো, সামান্য কোনও আওয়াজ পেলেই অন্য যে-কারও আগেই জেগে উঠবে রানা।

অন্তরের গভীরে কেমন মানুষ ওই মাসুদ রানা?–ভাবতে চাইল জিনা। শিক্ষিত ও ভদ্র– আবার কেন যেন হিংস্র। ভাল করেই চেনে এসব জঙ্গল। হয়তো খুব সহজ তার জীবন। ব্যস্ত, আধুনিক সভ্যতা থেকে লুকিয়ে ফিরছে অরণ্যের এই বুনো জীবনে। কিন্তু তেমনও তো হওয়ার কথা নয়। জীবনে এই প্রথমবারের মত কোনও পুরুষের প্রতি এমন অদ্ভুত আকর্ষণ বোধ করছে জিনা। নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চেয়েছে, কিন্তু তা বোধহয় সম্ভব হয়নি। রানা বুঝে গেছে, ওর নীরব আগ্রহ।

মাসুদ রানা।

ওর ডোশিয়ে পড়েছে জিনা।

ওটা মস্ত এক ইতিহাসের মত।

ভাগ্যিস ফেসবুক ব্যবহার করে না, নইলে কোটি-কোটি মেয়ে দিন-রাত বিরক্ত করে ছাড়ত রানাকে।

কী রহস্যময় একাকী মানুষ!

পাতার ছোট্ট কুটিরের দিকে চেয়ে রইল জিনা, পাশে রাখল রাইফেল। ভাবছে, কী ভীষণ অদ্ভুত আকর্ষণ পুরুষটার! যেমন

BanglaBook.org

কঠোর, তেমনই নিখুঁত আচরণ। যেন জীবন্ত কোনও কিংবদন্তী।

এ দলের সবার মানসিক জোরের চেয়েও বেশি মানসিক ক্ষমতা রাখে শুধু একা মাসুদ রানা!

কুঁজো হয়ে দানবীয় দুই হাত বার কয়েক কচলে নিল সে। নিঃশব্দে চেয়ে আছে ক্যাম্পের দিকে। করোটি আকৃতির চাঁদের ফ্যাকাসে আলোয় দেখছে চারপাশ। থমথম করছে সব। নড়ছে না কিছুই। ওই দলের আগে রেডিয়ো হাতে ট্র্যাক করে যে, তাকে দেখতে পেয়েছে সে। কিন্তু তার পাশেই শুয়ে আছে বিশাল ওই কালো নেকড়ে।

খারাপ! খুব খারাপ!

মনে হচ্ছে ঘুমের ভিতরেও হুঁশিয়ার ওই নেকড়ে। টান-টান হয়ে আছে শরীর। দুই কান খাড়া, আগুন থেকে সরিয়ে রেখেছে কালো মুখ। কে জানে, হয়তো চেয়ে আছে অন্ধকারে গাছগুলোর দিকেই। অপেক্ষা করছে বিপদের জন্য। মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়বে শত্রুর উপর। গতকাল যে গ্রিজলি ভালুকটাকে শেষ করেছে সে, ঠিক ওটার মতই বিপজ্জনক ওই নেকড়ে।

গতদিন ভালুকের সঙ্গে মরণপণ লড়াইয়ের সময় যেসব ক্ষত হয়েছিল দেহে, এরই ভিতর সেরে গেছে সব। আছে শুধু সামান্য সরু কয়েকটা লালচে দাগ। কী করে যেন কমে গেছে মানুষের মত স্বাভাবিক বুদ্ধি, এ মুহূর্তে কোনও ভাবেই মনে পড়ল না নিজের নাম।

তাতেই বা কী?

হাইব্রিড ডিএনএ-র কারণে দেহে বেড়ে গেছে রক্তের চলাচল, ইমিউন সিস্টেম কী করে যেন ঝড়ের গতিতে কোষ সিনথেসাইয করছে, মাত্র একদিনে সুস্থ করে তুলছে ওকে।

রাতের আঁধার আকাশের পটভূমিতে চুপ করে দেখছে

BanglaBook.org

ক্যাম্প। না, আজ ওখানে হামলা না করে অপেক্ষা করবে। আগামীকাল ওদেরকে টেনে নেবে গহীন অরণ্যে, আসতে দেবে খুব কাছে। ভাবতে দেবে, কোণঠাসা করে ফেলেছে ওকে। আর তারপর নিজেই কোণঠাসা করবে সব ক'টাকে। যখন শুরু করবে প্রথম হামলা, গোটা চারেক লোক খুন করেই সরে যাবে।

না নেকড়ে, না সৈনিক– কারও তরফ থেকে আহত হওয়ার ভয় তার নেই। কিন্তু ভয় ওই রেডিয়োসহ লোকটাকে। কেন যেন তাকে ভয় লাগছে, এর কারণ বুঝতে পারছে না।

প্রাণপণ লড়াই করবে অন্য লোকগুলো। তাই করে সৈনিকরা।

কিন্তু ওর প্রচণ্ড শক্তি বা হিংস্র আক্রমণের সামনে মরে সবাই। এবারও তাই হবে। সবাইকে খুন করবে সে।

হ্যাঁ, খতম করে দেবে প্রত্যেককে।

ঘড়-ঘড় শব্দে সন্তুষ্ট নিচু গর্জন ছাড়ল সে, ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়িয়ে হারিয়ে গেল নিকষ কালো জঙ্গলে।

BanglaBook.org

পনেরো

মনে হলো বহু দূর থেকে এল জিনা উইলসনের কণ্ঠ: 'আপনি নতুন কিছু দেখতে পেলেন?'

পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে ট্র্যাক দেখছে রানা, একটুও নড়ল না। শৈলশিরার মাটি নরম, পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে নানান ধরনের ছাপ। অধৈর্য হয়ে পা ঘষ্টে এদিক-ওদিক সরেছে

জানোয়ারটা। বোধহয় তৃষ্ণা পেয়েছিল। ঘুরে দাঁড়িয়ে নীচের ক্যাম্পে চোখ রাখল রানা। আঁচ করল, গতরাতে এখানে দাঁড়িয়ে বহুক্ষণ ওদেরকে দেখেছে ওটা।

'রানা?' সামনে বাড়ল জিনা। 'কী দেখছেন?'

'গভীর রাতে ওটা এখানে ছিল।'

'কতক্ষণ ছিল?'

'আন্দাজ চার ঘণ্টা,' ভুরু কুঁচকে গেল রানার, 'ভোরের আগে।'

সামনে বেড়ে রানার পাশে হাঁটু গেড়ে বসল জিনা। ওর অর্ধেক মুখ আড়াল করল কালচে-সোনালি চুল। গভীর মনোযোগে দেখল ট্র্যাক। পেরিয়ে গেল কিছুক্ষণ। তারপর মুখ তুলে দেখল ঠিক কোথায় ছিল জন্তুটা। নিচু স্বরে বলল, 'ওটা কী ধরনের জন্তু, রানা?' কণ্ঠে প্রকাশ পেল চাপা ভয়। 'যদি মানুষ না হয়ে থাকে, তো ওটা কী?'

জায়গা ছেড়ে নড়ল না রানা।

অদক্ষ ট্র্যাকার বলবে, এখানে ছিল জানোয়ারটা। দক্ষরা বুঝবে, ওটা ছিল দৃঢ়-চিত্তের, কিন্তু কোনও কারণে হামলা না করে পিছিয়ে গেছে। আরও কিছু বিষয় খেয়াল করেছে রানা। কিন্তু সেগুলো কাউকে বলবার মত নয়। আসলে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলে দিচ্ছে তা। মুখ ফুটে রানা কিছু বললে আর সবাই বলবে, খামোকা আন্দাজে গুল মারছে ও।

অন্তর থেকে জানে রানা, ঠিক কখন অধৈর্য হয়ে পা সরিয়ে নিয়েছে ওটা। বা কখন শৈলশিরার কিনারায় গিয়ে দেখেছে ক্যাম্প। একটা কথা রানা বুঝে গেছে, গতরাতে ক্যাম্পে অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি গভীর মনোযোগে ওকে দেখেছে ওটা।

হঠাৎ রানা শুনল, গভীর পাতাল থেকে যেন বেরোল বজ্রপাতের

BanglaBook.org

মত চাপা আওয়াজ, কিন্তু ওই গর্জন এসেছে ওর ঠিক পিছন থেকে। গুড়-গুড় শব্দে থরথর করে কাঁপল চারপাশ। ছিটকে সামনে বেড়েছে কালো, বুনো এক ঢেউ, ভয়ঙ্কর হিংস্র।

বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে দানবটার পিছু নিয়েছে ওরা।

আর বেশি দূরে নেই ওটা।

চট্‌ করে ঘুরে চাইল রানা।

হান্টারের তীক্ষ্ণ শ্বদন্তের ডগা পেরিয়ে গেছে নীচের চোয়াল, কালো আগুনের মত জ্বলছে দুই চোখ।

'কী রে, হান্টার?'

প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে এক পা বাড়ল নেকড়ে। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে ভয়ঙ্কর চেহারা করেছে। গলার গভীর থেকে উঠল চারপাশ কাঁপিয়ে দেয়া ঘড়-ঘড় গর্জন। রাগে থরথর করে কাঁপছে। একবার ওকে দেখে নিয়ে আবারও সামনে চোখ রাখল রানা।

খুব কাছেই ট্র্যাক দেখছে জিনা।

বেশ পিছনে সাপোর্ট টিম।

সামনে এক ঝাড় সাদা পপলার ও চিরসবুজ গাছের প্রায় অভেদ্য জঙ্গল, যেন কালচে দেয়াল।

রানা নিশ্চিত, ওই পথেই দক্ষিণে চলেছে জানোয়ারটা। নতুন সব ট্র্যাক বলছে, মনে কোনও দ্বিধা নেই ওটার। শুধু তা-ই নয়, জরুরি কোনও উদ্দেশ্য আছে।

রাইফেল হাতে কুঁজো হয়ে সামনে বাড়ল রানা। আকাশে জ্বলজ্বল করছে সোনালি সূর্য, কিন্তু জঙ্গলে ওই আলোর বদলে রাজত্ব করছে কালো আঁধার। দক্ষিণ আমেরিকার ঘন জঙ্গলের কথা মনে পড়ল ওর। ওখানে এমন সব জায়গা আছে, যেখানে প্রকাণ্ড গাছের কারণে শত শত বছরেও মাটি স্পর্শ করেনি সূর্যের সোনালি রোদ।

শক্তিশালী পাথরের মত পেশি নিয়ে কাঁধ-গলা ফুলিয়ে রানার

BanglaBook.org

পাশে পাশে চলেছে নেকড়ে। এখন ছাড়ছে না চাপা গর্জন। সামনে বাড়িয়ে দিয়েছে দু'চোয়াল। দেখা গেল ক্ষুরধার দাঁত। ঝাঁপিয়ে পড়বে শত্রু দেখলেই। দেরি হবে না খুন করতে।

পিছনে আসছে জিনা, যে-কোনও অ্যাম্বুশের জন্যে তৈরি।

চাপা স্বরে বলল রানা, 'আপাতত পিছন দিক দেখতে হবে না, জিনা।' চোখ রেখেছে সামনের অন্ধকারে। 'এখানে অ্যাম্বুশ করবে না ওটা। ছুটতে শুরু করে দূরে চলেছে। এমন কী চারপাশেও তাকিয়ে দেখছে না।'

'তা হলে চিন্তিত হয়ে পড়েছেন কেন?' অবাক চোখে রানাকে দেখল জিনা।

'কারণ, সাধারণত এমন করে না ওটা।'

'কেন করে না?'

এক জায়গায় গভীর ভাবে ডেবে গেছে পা, খাটো খাদের মত। ওটা থেকে বুঝল রানা, হঠাৎ করেই চমকে ডানদিকে ঘুরেছে জানোয়ারটা।

ঝুঁকে তর্জনী দিয়ে চিহ্নটা স্পর্শ করল রানা।

জঙ্গলে জন্মেছে কোটি ফার্ন ও সবজিগাছ। সূর্যের অভাবে পচে গেছে কোনও কোনওটা। মারা পড়েছে বুড়ো পাইন গাছ। প্রাচীন, ঘন সব জঙ্গলে থাকে এ গন্ধ, এখানেও তা-ই। বুনো জন্তুর গায়ের কুবাসের উপর দিয়ে এল আরেকটা গন্ধ।

'এখানে থাক্, হান্টার,' নিচু স্বরে নির্দেশ দিল রানা।

হাঁটতে শুরু করেও হঠাৎ থমকে গেল কালো নেকড়ে। কুচকুচে কালো চোখ রেখেছে সামনের জঙ্গলে। পাল্টে গেল দাঁড়াবার ভঙ্গি, যে-কোনও সময়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে শত্রুর উপর।

ঘুরে জিনার দিকে চাইল রানা। 'হান্টারের সঙ্গে এখানেই থাকবে। অন্যদের বলবে অপেক্ষা করতে।'

লড়াইয়ের জন্য সম্পূর্ণ তৈরি জিনা, শক্ত হাতে ধরেছে

Banglabook.org

ব্যারেট। 'আর আপনি কী করবেন?'

রওনা হয়ে গেছে রানা, সামনে বাঁক নিল ডানদিকে। মস্ত দুই ফার্নের দিকে চলেছে। ওদিকে ঘন ঝোপ। প্রায় ফিসফিস করে বলল, 'কিছু মারা পড়েছে। জানতে চাই ওটা কী।'

মুখ থেকে কালচে-সোনালি চুল সরিয়ে জিনা দেখল, অবাক করা জাদুর মত উধাও হয়েছে মাসুদ রানা।

জিনার ইশারা না মেনে নীরবে সামনে বাড়ল কং তানামুরা, কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটার পাশে থামল।

ভুরু কুঁচকে ঘন ঝোপঝাড় দেখছে জাপানি যোদ্ধা। সরু দুই কালো চোখে সতর্কতা। চাপা, শীতল কণ্ঠে বলল, 'কী হয়েছে, জিনা?'

মৃদু মাথা নাড়ল মেয়েটা। 'জানি না।'

চট্ করে কালো নেকড়েকে দেখে নিতে চাইল তানামুরা। কিন্তু হঠাৎ করেই তিন সেকেণ্ড আগে অদৃশ্য হয়েছে ওটা। এই ছিল, এখন নেই। চারপাশ দেখল তানামুরা। কোথাও কোনও আওয়াজ নেই। থমথম করছে চারপাশ। দেখবার মত কিছু নেই। নিচু স্বরে বলল সে, 'ওই নেকড়ে... কী করে যেন... ভূতের মত হারিয়ে যায়।'

'সত্যি ভূতের মত,' সায় দিল জিনা। অন্ধকার ও অদৃশ্য মৃত্যুর আবছা ভয় মনে। চারপাশে ঘন ফার্নের ঝোপঝাড়। যেন কালচে-সবুজ দেয়াল।

মুখ নিচু করে কী যেন ভাবছে তানামুরা। ঘনিয়ে আসছে সন্ধ্যা। সাপোর্ট টিমকে দেখল সে। পাল্টা আক্রমণ করতে তৈরি সবাই।

'যাওয়ার সময় কিছু বলেছেন মিস্টার রানা?' প্রায় ফিসফিস করে বলল তানামুরা।

BanglaBook.org

'কোথাও গেলে আগে থেকে কিছুই বলেন না,' বলল জিনা। মনে মনে বলল, সৌভাগ্যবতী যে-মেয়ে রানাকে বিয়ে করবে, তাকে মেনে নিতে হবে, মানুষটা কখন কী করবে, কেউ বুঝতে পারবে না।

চুপ করে কী যেন ভাবছে তানামুরা। পেরিয়ে গেল কয়েক সেকেণ্ড, তারপর বলল, 'খুব সতর্ক আর কঠিন মানুষ। কী যেন চালায় তাঁকে, কিন্তু নিজে নড়ে না ওটা।' একটু পর বলল, 'তোমার কী মনে হয়, উনি কতক্ষণ পর আসবেন? এদিকে ফুরিয়ে এল সূর্যের আলো। এবার ক্যাম্প করতে হবে।'

মাথা নাড়ল জিনা। 'কখন ফিরবেন কেউ বলতে পারবে না। কখনও দেখেছি, চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকেছেন পুরো এক ঘণ্টা। কী যেন বুঝতে চেয়েছেন। তারপর আবারও রওনা হয়েছেন ঝড়ের গতিতে। বোধহয় তখন তাল মেলাতে পারবে না ওঁর সঙ্গে ওই নেকড়েও।'

'তা-ই আসলে,' সায় দিল তানামুরা।

'চারপাশ দেখে ফিরবেন,' বলল জিনা। 'একটা কথা বুঝে গেছি, কোনও ভুল করেন না। আমাকে বলেছেন, ভুল হলে ডাবল ব্যাক করলে যে সময় ব্যয় হবে, তার চেয়ে আগেই চারপাশ বুঝে চলাই ভাল।'

'ওই নেকড়ে মিস্টার রানাকে সাহায্য করে?'

'হ্যাঁ।' একটু দূরে খস্‌-খস্‌ শব্দ পেয়ে ওদিকে রাইফেলের নল ঘোরাল জিনা। ওর ধারণা: গাছ থেকে খসে পড়ছে শুকনো ডাল। 'সত্যিই হাণ্টার সাহায্য করে। অথবা, হাণ্টারকে সাহায্য করেন রানা। ঘটনা যা-ই হোক, একে অপরের হয়ে কাজ করে।'

'আমারও তা-ই ধারণা,' বলল তানামুরা। 'তোমার কী মনে হয়, কখন ওই জানোয়ারটাকে রেঞ্জে পাব?'

মৃদু শোনাল জিনার কণ্ঠ, 'যত তাড়াতাড়ি আশা করবেন,

BanglaBook.org

তারও আগেই। তবে তা আমাদের জন্যে ভাল হবে কি না, তা অন্য প্রসঙ্গ।'

ক্ষত-বিক্ষত, ছিঁড়েখুঁড়ে দেয়া মস্ত বাদামি-কালো ভালুকের লাশ দেখছে রানা। ওটার বুকের সাদা পাঁজর কালচে রক্তে ভরা। অন্ধকারময় আবছা আলোয় কেমন ভুতুড়ে দেখাচ্ছে সব।

চুপ করে আছে রানা, চমকে গেছে মস্ত গ্রিজলির আকার দেখে। ওজন হবে প্রায় পাঁচ শ' কেজি। ধারালো, কালো নখ নিয়ে ঘুমিয়ে আছে চিরকালের জন্য। শেষবারের মত গর্জন ছাড়তে চেয়েছিল দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে। কিন্তু মারাত্মক আঘাত বুকে লাগতেই হঠাৎ অস্বচ্ছ হয়ে গেছে দু'চোখ। তখনই এসেছে অকস্মাৎ মৃত্যু।

সাবধানে চারপাশ ঘুরে দেখল রানা। পেল অনেক চিহ্ন। প্রকাণ্ড ভালুককে শেষ করে দেয়ার পর দেরি না করে এই জায়গা ছেড়ে চলে গেছে দানবটা। একবারও ফেরেনি। বাঘ হলে মাংস খেতে আবারও ফিরত। আশপাশে গ্রিজলির অসংখ্য চিহ্ন। কিছু ঝোপের পাতা খেয়েছে ওটা। ছিঁড়ে নিতে গিয়ে মাটিতে ফেলেছে কয়েক ধরনের জাম। আরও কিছুক্ষণ চারপাশ দেখে নিয়ে রানা নিশ্চিত হলো, সত্যিই ও ছাড়া এখানে কেউ নেই। আবারও ফিরল ভালুকের লাশ পরীক্ষা করতে।

নানান চিহ্ন থেকে বুঝল, এখানে ভয়ঙ্কর লড়াই হয়েছে। দীর্ঘ নয়, কিন্তু লড়াইটা ছিল প্রাণপণ। সর্বশক্তি নিয়ে হামলা করেছে দুই জন্তু পরস্পরের উপর। রানার হঠাৎ মনে পড়ল, সাইবেরিয়ান ওই দুই বাঘের কথা। লড়তে শুরু করে মারা পড়েছিল দুটোই। মাঝে নিজেকে রক্ষা করতে ব্যস্ত ছিল ও। তখন হাড়ে হাড়ে বুঝেছে, যত আক্রমণাত্মক হবে শত্রু, লড়াই হবে তত সংক্ষিপ্ত।

সাধারণত নিজ আকারের ভালুক দেখলে মারপিট এড়িয়ে যায়

BanglaBook.org

গ্রিজলি। বেশিরভাগ সময় আত্মরক্ষা করে। কিন্তু এই ভালুকের নখ ভরে আছে থকথকে কালো রক্তে। এ থেকে রানা বুঝল, গ্রিজলির শত্রু ভাল ভাবেই আহত। তাতে খানিকটা স্বস্তিও পেল। মনে মনে বলল, 'ওটাকে খুন করা যাবে না, এমন নয়।'

অদ্ভুত নীরবতা চারপাশে। ছোরা বের করে ভালুকের ক্ষত নেড়ে দেখল রানা। আর তখনই শুনল, পাখির ডানা নড়বার মত আওয়াজ। খুব কাছেই হয়েছে ওটা।

প্রায় নীরবে আসছে কেউ।

ওই ক্ষীণ পদধ্বনি চেনে রানা। ঝোপঝাড় থেকে আসছে শব্দ, চুপ করে সেদিকে চাইল। খুব নিচু স্বরে বলল, 'আমি এখানে, হান্টার।'

সবজেটে ফার্নের ঝোপ থেকে বেরোল দুটো চকচকে কালো চোখ। অত্যন্ত হুঁশিয়ার কালো নেকড়ে। রক্তের বদ গন্ধে বুঝে গেছে, এখন আর এখানে লড়াই করতে হবে না।

নতুন করে মৃত গ্রিজলির লাশে মনোযোগ দিল রানা। উপড়ে নেয়া হয়েছে ওটার হৃৎপিণ্ড। ভালুকের উপর ভয়ঙ্কর খেপে গিয়েছিল দানবটা। গ্রিজলির মোটা গর্দান দেখল রানা। তারপর করোটি। ওখানে তিন ইঞ্চি ডেবে গেছে পুরু হাড়। আঙুল দিয়ে গভীর ওই গর্ত স্পর্শ করল রানা। ঘন লোম কোনও কাজে আসেনি ভালুকের।

পাউডারের মত গুঁড়ো হয়েছে করোটির হাড়ের একাংশ। মানুষের মুঠোর চেয়ে ছোট এক টুকরো হাড় ডেবে গিয়ে ছেঁচে দিয়েছে মগজ। হতবাক হয়ে আস্তে করে মাথা নাড়ল রানা।

জঙ্গলে মৃত্যু নতুন কিছু নয়, এটা জীবনের জরুরি অংশ। দরকার পড়লে খাবার সংগ্রহের জন্য খুন করবে রানা, তাতে কোনও আবেগ থাকবে না। কিন্তু এই ভালুককে খুন করা হয়েছে কোনও কারণ ছাড়াই। চাইলে সরে যেতে পারত দানব, কিন্তু তা

BanglaBook.org

করেনি। খুন করবে বলেই হামলা করেছে।

খিদে পেলে গাছের পাতা, বাকল, কোনও জন্তু, মাছ, বা পচা মাংসও খুব আগ্রহ নিয়ে খায় গ্রিজলি। বাধ্য হয়েই পেটের দায়ে ছোঁক-ছোঁক করে বেড়ায়। বাধা দেয় না কেউ। গ্রিজলি আসলে মস্ত গার্বেজ ক্যানের মত। বাধ্য না হলে বড় আকারের কোনও জন্তুকে আক্রমণ করে না। যে-কোনও ছোট জন্তু মেরে, ওগুলো খেয়ে সন্তুষ্ট থাকে। মাংসের অভাব হয় না তাদের।

বাউয়ি নাইফ বের করে গ্রিজলির পেট চিরল রানা। ভুস্ করে বেরোল বাজে গন্ধের গ্যাস। বিরক্ত হয়ে নাক আরেকদিকে সরিয়ে নিল ও। কয়েক সেকেণ্ড পর পেট থেকে বের করল একগাদা জাম ও প্রায় সেদ্ধ ছয়টি মাছ। গত চব্বিশ ঘণ্টায় এগুলো পেটে পুরেছিল ভালুক।

এটা খুবই স্বাভাবিক।

ভীষণ কষ্টকর হিম শীতের আগেই বার-বার পেট পুরে খেতে হবে ভালুককে, নইলে সম্ভব হবে না হাইবারনেশন। আরও দুটো মাস পেট-পূজা করত গ্রিজলি, তারপর ঘুমিয়ে পড়ত। প্রতিদিন জেগে একটু হেঁটে গরম করে নিত গা। দু'চার দিন পর পর পরিষ্কার করত নিজের দেহের রোম। অথবা ঘণ্টার পর ঘণ্টা উদাস হয়ে দেখত সাদা তুষার। অপেক্ষা করত, কবে আসবে বসন্তের সবুজ ডাক। এ সময়ে বাঁচার জন্য ওর দেহ খরচ করত জমা করা চর্বি।

দানবের মত প্রকাণ্ড গ্রিজলি কীভাবে খতম হয়েছে, ভাল করেই বুঝতে পেরেছে রানা। আর সে কারণেই বুকে সাহস থাকলেও, অজান্তে বার কয়েক ঢোক গিলল। শিরশির করে দাঁড়িয়ে গেল ঘাড়ের খাটো রোম। এই ভালুককে যে খুন করেছে, তার শক্তির কোনও তুলনা নেই। মস্ত সব বাঘ-সিংহ কিছুই না তার কাছে। মানুষ তুচ্ছ, সাধারণ খাবার।

BanglaBook.org

ভালুকের মৃতদেহ থেকে চোখ তুলে দূর জঙ্গলে চাইল রানা। বুঝতে পারছে, এখন আশপাশে নেই ওই দানব। কুঁচকে উঠেছে ভুরু। অন্তরে বুঝল রানা, সামনে তুমুল লড়াই, কোনও ভাবেই এড়াতে প্যারবে না তা।

পাশে এসে থেমেছে হাণ্টার।

ওটার পিঠ রানার প্রায় কোমর ছুঁই-ছুঁই করছে।

'চল্, ফেরত যাই,' হাণ্টারের ঘাড়ের রোম নেড়ে নিল রানা। 'আমাদের বন্ধুদের জন্যে দুঃসংবাদ আছে।'

তানামুরাকে হতবাক বলে মনে হলো না। সহজ ভাবেই নিয়েছে ভালুকের মৃতদেহ। কিন্তু শক্ত হাতে ধরেছে এমপি-৫। চোখে প্রতিজ্ঞা। হাল ছাড়বে না। শেষ করবে ওই ভয়ঙ্কর দানবকে।

সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করল রানা: 'স্বাভাবিক আর সব ভালুকের মতই ঝোপ থেকে বেরিয়ে বিস্মিত হয়েছিল গ্রিজলি। হয়তো আক্রমণে না গিয়ে চেষ্টা করেছিল আত্মরক্ষা করতে। কিন্তু জমি এখানে সমতল। আর গ্রিজলির চেয়ে অনেক বেশি দ্রুতগতি ওই জানোয়ার। মুখোমুখি হয়ে যেতে কেউ কাউকে ছাড় দিতে চায়নি। তাতেই শুরু হয়েছে তুমুল লড়াই। জানোয়ারটাকে রক্তাক্ত করেছে গ্রিজলি। একে অপরকে আহত করেছে। গাছের গুঁড়িতে ওই জন্তুর রক্ত দেখেছি। হামলার এক পর্যায়ে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে পড়ে গেছে মাটিতে। ওপরে ছিল জন্তুটা। তখনই দু'হাতে আঙুর টিপে ফাটিয়ে দেয়ার মত চুরমার করেছে গ্রিজলির করোটি। তারপর ছিঁড়ে খেয়ে নিয়েছে হৃৎপিণ্ড।'

ওর কথা শেষ হওয়ার পর নামল নীরবতা।

অবাক চোখে রানাকে দেখল তানামুরা। 'হৃৎপিণ্ড?'

'ফুর্তির জন্যে,' বলল রানা। 'যেহেতু জিতে গেছে।'

দলের সবাই চেয়ে আছে ওর দিকে।

ভালুকের পাশে দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করলেন ডক্টর সিরাজউদ্দীন, 'অবাক কাণ্ড! সত্যি বিস্ময়কর!'

'কেন বিস্ময়কর, প্রফেসর?' জানতে চাইল রানা।

'কারণ, বাছা,' ভালুকের পাশে বসে পড়লেন ডক্টর। 'এসব ক্ষত খেয়াল করেছ? কাঁধে কিছু চিহ্ন আছে, যেখানে কঠিন হাতে ধরেছিল দানবটা, কিন্তু ক্ষত তৈরি করেনি। আর এর মানে...' চুপ হয়ে গেলেন প্রফেসর।

'খুলে বলুন,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল টড ওয়েইলার। 'নাকি আপনি ভাবছেন, এসব না জানালেও চলবে আমাদের? কী-ই বা হবে, বড়জোর খুন হব আমরা!'

তার দিকে মনোযোগ নেই প্রফেসরের, বিড়বিড় করে বললেন, 'অন্তত দশ হাজার বছর আগে যারা হারিয়ে গেছে, তাদের কেউ কি রয়ে গেছে পৃথিবীতে? স্মিলডন হারিয়ে যাওয়ার পর এমন কোনও জন্তু আর দেখা যায়নি!' হাত তুলে কয়েকটা ক্ষতচিহ্ন দেখালেন। 'এই যে পিছন থেকে শক্ত করে ধরেছিল ভালুকের কাঁধ, মুচড়ে দিয়েছিল ঘাড়। পরক্ষণে হাত ওপরে তুলে চুরমার করেছে করোটি। ওই শক্তির তুলনা দেয়ার মত কিছু এখন আর পৃথিবীতে নেই। স্মিলডন হলে দাঁত দিয়ে শিকারকে খুন করত। কিন্তু এই দানব হাতুড়ির মত ব্যবহার করেছে নিজের দু'হাত।' অবিশ্বাস নিয়ে মাথা নাড়লেন প্রফেসর। 'দাঁত বা নখ প্রায় ব্যবহার না করেই শেষ করেছে গ্রিজলিকে, কারণ ওটার শক্তি অকল্পনীয়। এই রহস্য যে কাউকে চমকে দেবে। প্রচণ্ড রাগ ওটার। বর্তমানের কোনও বাঘের মত নয়। কোনও মিল নেই আচরণে। হয়তো এমন কোনও অস্ত্র ব্যবহার করেছে, যেটা সম্পর্কে আধুনিক মানুষ কিছুই জানে না।'

'তা হলে তো বোধহয় ওটাকে ডেকে এনে মেডেল দেয়া উচিত,' টিটকারির সুরে বলল টড ওয়েইলার।

BanglaBook.org

কঠোর চোখে তাকে দেখল রানা। নিচু স্বরে ধমক দিল, 'মুখ সামলে, ওয়েইলার!' অন্য দিকে ঘুরে চাইল লোকটা। প্রফেসরকে বলল রানা, 'এ থেকে কী ধারণা করছেন, ডক্টর?'

'ওটা স্মিলডনের মতই ভয়ঙ্কর হিংস্র,' বললেন সিরাজউদ্দীন। 'কিন্তু প্রাচীন আমলের ওই বাঘের মত নয়, এই জন্তু হাঁটে মানুষের মত। কখনও কখনও চিন্তা করে আমাদের মতই। আর এ কারণেই অন্য কথা ভাবছি।'

'তা কী?' জানতে চাইল তানামুরা।

'ওই জন্তু কোনও ধরনের মিউটেশন,' সোজা কথা বললেন প্রফেসর, 'মানুষ আর কোনও জন্তুর মাঝের জেনেটিক মিউটেশন। ওটা কী করে হলো, তা আমার জানা নেই। কিন্তু এ ছাড়া কোনও থিয়োরি দাঁড় করানো যায় না।'

দলের সবাইকে দেখল রানা।

লেফটেন্যান্ট কর্নেল ম্যাক্সিমিলিয়ানের কাছে শুনেছে: এরা যার যার ক্ষেত্রে অত্যন্ত দক্ষ। কিন্তু এই এলাকায় এসে ও টের পেয়েছে, কেউ কেউ জঙ্গল বা পাহাড়ে মোটেও উপযুক্ত নয়।

এই কথা ঠিক, কয়েকজন যোগ্য। যেমন টড ওয়েইলার। মানিয়ে নিয়েছে ঝোপঝাড় ও জঙ্গলে। আচরণ থেকে টের পাওয়া যায়, অত্যন্ত হিংস্র লোক ও দক্ষ যোদ্ধা। ভরসা করা যায় তার ওপর। কোনও গুরুতর পরিবেশে নেতার কাছে অভিযোগ তুলবে না।

টড ওয়েইলারের মতই দক্ষ বাড রলিন্স। নালিশ করবে না কখনও। কেন যেন রানার মনে হয়েছে, বিশ্বাস করা যায় তাকে। সবার সঙ্গে হালকা সব কৌতুক করছে, মুষড়ে পড়েনি, ভুলিয়ে রাখতে পেরেছে নিজের মনকে। কিছুই গোপন করছে না।

আবার সবাইকে যে চিনতে পেরেছে রানা, তাও নয়।

ওর দলে রয়েছে এক ব্রিটিশ সৈনিক, নাম প্রেস্টন ওয়েস্ট।

BanglaBook.org

জিনার কাছে শুনেছে রানা, এই লোক আগে ছিল ব্রিটিশ স্পেশাল এয়ার সার্ভিস বা এসএএস-এ। ওই বাহিনীর লোক পৃথিবীর অন্যতম সেরা লড়াকু বলে পরিচিত। যে কারণেই হোক, সে ওকে এড়িয়ে চলেছে। হালকা-পাতলা দেহ। কিন্তু পেশি তারের মত পাকানো। মনে হয় না কখনও ক্লান্ত হয়। এর কারণ, অত্যন্ত কঠোর ট্রেনিং পেয়েছে। ত্রিকোণ চেহারা, সরু দুই সবুজ চোখের দৃষ্টি তীরের মত ধারালো। জিনার কাছে রানা আরও শুনেছে, প্রেস্টন আটটা ভাষা জানে। ট্যাকটিকাল অ্যানালিসিসে এক্সপার্ট। কোনও বিপদ হওয়ার আগেই আত্মরক্ষা-মূলক ব্যবস্থা নিয়ে কাজ করবে। শিক্ষিত অফিসারদেরকে ব্রিটিশ ন্যাশনাল ওঅর কলেজে পড়াশোনা করে পাশ করতে হয়। ওই একই পরীক্ষা দিতে হয়েছে - রানাকে আর্মি কলেজে, এবং পরে কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সে।

জিনার কাছে জিজ্ঞেস করল রানা, 'এই মিশনে কী কারণে প্রেস্টনকে নেয়া হয়েছে?'

'ট্যাকটিকাল অ্যানালিসিস লাগবে, তাই,' দূরের জঙ্গলের দিকে চেয়ে বলল জিনা। 'পেন্টাগন জানে না এরপর কী হবে পরিস্থিতি। সত্যি বলতে, অবাক হয়েছি আমি। আমাদের নিয়ে এই দল তৈরি না করে ডেল্টা বা সিল টিম পাঠাতে পারত। আমরা কখনও পরস্পরের সঙ্গে কোনও মিশনে যাইনি। বিপদে কে কী করবে, কারও জানা নেই। যেন নিশ্চিত করা হয়েছে, আমরা ব্যর্থ হই।'

কথা শুনতে শুনতে পিছনে পায়ের আওয়াজ পেয়েছে রানা।

'সবার অস্ত্র অটোমেটিক ফায়ারে রাখো,' নির্দেশ দিল তানামুরা, 'কিন্তু জন্তুটাকে ভাল ভাবে দেখতে না পেলে গুলি করবে না কেউ।'

BanglaBook.org

এগিয়ে এল রানার প্রায় অচেনা একজন। নাম আর্থার জয়েস। বাদামি চুল, বাদামি চোখ, চিকন মানুষ, কিন্তু দীর্ঘ বাহু ও পেশিবহুল কাঁধে প্রচুর শক্তি। উচ্চারণ আইরিশদের মত। হাতে এম-১৬ রাইফেল। কাঁধে ক্লাইমিং রোপ, কোমরে ক্র্যাম্পন, চোক, বেল্টে ক্যারাবিনার ও পিটন। গম্ভীর কণ্ঠে বলল সে, 'আমি মিস্টার রানার কাছে একটা কথা জানতে চাই।'

'বলো,' বলল রানা।

'মিস্টার রানা, ওই জন্তুকে ট্র্যাক করতে আপনাকে দেখেছি। আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে। যোগ্যতাও আপনার অনেক। কিন্তু যেটা জানতে চাইছি: আপনি আসলে ওটা সম্পর্কে কী ভাবছেন। ওরা বলছে, আপনি জানেন ওটা কীভাবে চলে। আর ওটার মত ভাবতে পারেন।' এক মুহূর্ত পর বলল, 'আমার মনে হয় না, ওটার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়ে যাওয়ার পর নতুন করে কিছু জেনে নেয়ার সময় থাকবে। ভুল হলে মরতে হবে আমাদেরকে। তাই মনে হচ্ছে, আপনার কাছ থেকে যতটা পারা যায় আগেই জেনে নেয়া ভাল।'

কাত হয়ে দাঁড়িয়ে রানা ও জয়েসকে দেখছে তানামুরা। মনে হলো খুশি হয়েছে সে।

রানা ভাবতে শুরু করেছে, কতটা বলবে, আর কতটা বলবে না। চট্ করে বুঝে গেল, দানবের নখের কথা বলা উচিত হবে না। টের পেল, যথেষ্ট জ্ঞান ওর নেই ওই জন্তুর বিষয়ে। তবুও কিছু বলতে হবে। কয়েক সেকেণ্ড পর মুখ খুলল রানা, 'যা জানি, তা বলছি। অনেক কিছুই আমার জানা নেই। তবে এটা বুঝতে পারছি, ওটা জন্তুর মত চলছে না। ভালুকের মত কোনও সার্কিট তৈরি করছে না। বাঘের মত করে নিজ এলাকা দখলে রাখছে না। সুযোগ পেলেই খুন করছে। আমার ধারণা: ওটা আমাদেরকে অ্যাম্বুশ করবে। তা করবে কোনও কার্নিশ বা গাছ থেকে।

Banglabook.org

হামলার সময় কয়েকজনকে খুন করে পালিয়ে যাবে। আমাদের কাউকে ধাওয়া করে ধরতে চাইবে না। আমরা কাছে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। আমাদের উচিত সব সময় চারপাশে চোখ রাখা। তাতে ভুল হলে কেউ বাঁচব না। আমাদের চেনা কিছু নয় ওটা। প্রচণ্ড গতি ও শক্তি ওটার। কাছাকাছি এলেই দেরি না করে গুলি করতে হবে। আশা করি অন্যরাও দেরি করবে না। কেউ যদি দ্বিধা করি, পরে আফসোস করার সময় পাব না।'

কালো মাথা বার কয়েক দোলাল তানামুরা। 'আপনার কী মনে হয়, মিস্টার রানা, কখন ওটার সঙ্গে দেখা হবে আমাদের?'

সামান্য দ্বিধা করল রানা, হাতে রাইফেল তুলে নিয়ে বলল, 'ওটা আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিলেই হামলা করবে।'

ষোলো

মৃত গ্রিজলিকে দেখবার পর প্রথম সুযোগে নিরাপদ কোনও ক্যাম্প তৈরি করতে চেয়েছে ওরা। সেজন্য নেমে এসেছে শৈলশিরা থেকে। রানা সময় পায়নি যে ম্যাপ, কম্পাস বা জিপিএস দেখবে। আপাতত ওর বামদিকে হাঁটছে জিনা। ডানে হান্টার। বার-বার মাথা তুলে চারপাশ দেখে নিচ্ছে ওটা। শুঁকছে মাটি। খেপে উঠল হঠাৎ করেই।

জঙ্গলের মাঝে থামল রানা, কিন্তু অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়ল না।

একটু পর রাত নামবে।

BanglaBook.org

এরই ভিতর বহু দূর দিগন্তে দেখা দিয়েছে দুর্বল আলোর রুপালি চাঁদ।

গ্রিজলির লাশ পাওয়ার পর বুঝতে চেয়েছে রানা, কীভাবে হামলা করছে দানবটা, কীভাবে বিধ্বস্ত করছে একের পর এক রিসার্চ ফ্যাসিলিটি। ভালুকের নখের চেয়েও ধারালো ওই জন্তুর নখ। যেন বাঁকা করাত বা কোনও ছোরা।

রানা আন্দাজ করতে পারেনি, ওই জন্তু আঁচড় কাটবে, দেহে ফুটো করবে না কি আঁকড়ে ধরবে নখ ব্যবহার করে।

আগে কখনও এ জিনিস দেখেনি ও। ওটা যেন সব কাজের কাজী। প্রাগৈতিহাসিক কারকারোডন মেগালোডনের কথা মনে পড়ল ওর। ওই হাঙরের দাঁতের মতই এই জিনিস। টিকে থাকবে হাজার বছর ধরে।

হান্টারকে পাশে রেখে নিরাপদে ক্যাম্প করবার মত কোনও জায়গা খুঁজতে শুরু করেছে রানা। ওর পাশে চলে এল তানামুরা। 'আপনি বোধহয় ওই জন্তুর মত কিছু কখনও দেখেননি, মিস্টার রানা?'

'না,' বিনা দ্বিধায় স্বীকার করল রানা, 'ওটা খুব সতর্ক। প্রয়োজনে এক পাথর থেকে সরে যাচ্ছে অন্য পাথরে। কারণ ছাড়া পাল্টে নিচ্ছে না দিক। ভালুক যেমন ঘুরতে থাকে নিজ খুশিতে বা বাঘ নিজ এলাকা দখলে রাখে, তেমন কিছুই করছে না। আরও বিস্ময়কর, মোটেও শিকার করছে না। সামনে কোনও জন্তু পেলেই খুন করে প্রচুর মাংস খেয়ে আবারও রওনা হচ্ছে মানুষের মত।' হাঁটতে হাঁটতে তানামুরাকে দেখল রানা। 'সাধারণত বাঁচার জন্যে খুন করে সব জন্তু। কিন্তু এটা তা করছে না, মানুষের মতই কোনও পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে চলেছে।'

চিন্তিত মনে হলো তানামুরাকে। কিছুক্ষণ পর বলল, 'আরও কিছু বলবেন, মিস্টার রানা? আমাদের সব জেনে নেয়া ভাল।

যেমন ধরুন, ওই গ্রিজলির সঙ্গে ওটার লড়াইয়ে নতুন করে কিছু খেয়াল করেছেন?'

'ট্র্যাকের ব্যাপারে মোটামুটি সবই বলেছি, আর ভালুকের সঙ্গে জন্তুটার লড়াইয়ের বিষয়ে নতুন করে তেমন কিছু বলার নেই। শুধু বলব, ওই যুদ্ধ ছিল তীব্র এবং আকস্মিক। ওই জন্তু সামান্যতম দ্বিধা করেনি হামলা করতে। অত্যন্ত নিষ্ঠুর। আমার মনে হয়েছে, কখনও কখনও ওটা মানুষের মত চিন্তাও করেছে।'

রানার কথায় হতাশ দেখাল তানামুরাকে।

'সাধারণত, কোনও জন্তু মাটিতে তাকে ফেলে দেবে ভাবলে লড়াই করে না গ্রিজলি,' বলল রানা। 'তবুও বাধ্য হয়ে লড়তে হলে, পেছনের দু'পায়ে ভর দিয়ে ব্যবহার করে সামনের দুই পা। কিন্তু আগে কখনও এমন জন্তু দেখিনি, যে মাটিতে ফেলে খুন করতে পেরেছে গ্রিজলিকে।'

'বুঝলাম।' রাইফেল ও কাটানার ফিতা ঠিক করল তানামুরা। চোখ সরু করে চাইল দূরের শৈলশিলার দিকে। ডুবন্ত সূর্যের লালচে আবির ছড়িয়ে পড়েছে আকাশে। 'রাত নামার আগে সামনের শৈলশিরায় পৌঁছুতে পারব না, তাই মনে হচ্ছে, দেরি না করে ক্যাম্প করাই...'

হঠাৎ বিকট গর্জন ভেসে এল দূরের শৈলশিরা থেকে। দেখা গেল, প্রায় মানুষের মতই কী যেন। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ছে ওদের প্রতি। পরক্ষণে ঝট্ করে হারিয়ে গেল নীচের বোল্ডারের আড়ালে।

ভীষণ চমকে গেছে রানা, ধক্-ধক্ করছে হৃৎপিণ্ড। যেন বিশ্বাসঘাতকতা করেছে চোখ। কিন্তু তা নয়, ভাল ভাবেই দেখেছে ওই জন্তুটাকে। অন্যরা সবুজ গাছপালার ভিতর ওটাকে দেখবার এক মুহূর্ত আগেই চট্ করে ওখানে চোখ পড়েছিল ওর। 'সত্যি তা হলে...' বিড়বিড় করল রানা।

BanglaBook.org

সবার গলা ছাপিয়ে বলে উঠল ওয়েইলার, 'সর্বনাশ! ওটা কী? উঠে এসেছে স্রেফ নরক থেকে!'

অন্যদের আগেই কাঁধ থেকে রাইফেল নামিয়ে নিয়েছে রানা। বুঝে গেছে, আপাতত দ্বিতীয়বার দেখা দেবে না ওটা।

ওই দানব হুঙ্কার বা গর্জনের মাধ্যমে পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছে: এবার শুরু হলো লড়াই!

সবার আত্মা কাঁপিয়ে দিয়ে আত্মতৃপ্তি পেয়েছে জন্তুটা, বুঝিয়ে দিয়েছে: তোমাদের চেয়ে অনেক ক্ষমতাশালী আমি এই জঙ্গল আর পাহাড়ে।

অন্তরে বুঝে গেল রানা, হামলা হবে আজ রাতেই।

নিরাপদ জায়গা না পেলে, পাহাড়ি এই এলাকায় ওই গ্রিজলি ভালুকের মতই ওদেরকে ছিঁড়ে ফেলবে জন্তুটা।

'মুভ!' চাপা কণ্ঠে নির্দেশ দিল রানা। 'মুভ! এখান থেকে সরে গিয়ে কোথাও ক্যাম্প করতে হবে!'

সহজ পথ খুঁজতে শুরু করে নীচের ঝর্নার দিকে চলল রানা। তিন শ' গজ যাওয়ার পর পেয়ে গেল প্রায় সমতল এক জায়গা। তিন দিক থেকে ঘিরে রেখেছে জঙ্গলের দেয়াল। পুরো নিরাপদ নয়, কিন্তু এখানে না থেমে উপায়ও নেই। ঘনিয়ে আসছে আঁধার।

'একটু পর রাত নামবে, কাজেই থামছি আমরা,' নিচু দিগন্তে ভুতুড়ে, ঝাপসা থালার মত চাঁদ দেখল রানা।

'ওই জানোয়ারের বাচ্চা মরুক!' বলল বাড রলিন্স। জঙ্গল থেকে জোগাড় করছে শুকনো কাঠ, ছুঁড়ে ফেলছে ফাঁকা জায়গায়। 'এমন দাউ-দাউ আগুন জ্বালব, দিনের আলো বানিয়ে দেব।'

পাঁচ মিনিট পর ক্যাম্পে জ্বলে উঠল আগুন। আরও কাঠ জোগান দিল অন্যরা। জঙ্গল থেকে ফিরল বাড রলিন্স, শক্ত হাতে ধরেছে রাইফেল। অন্য হাতে এক বোঝা ডাল। একটু পর সারা

রাত জ্বলবার মত কাঠ জোগাড় হয়ে গেল।

রানার সঙ্গে আলাপ সেরে জরুরি কিছু নির্দেশ দিল তানামুরা।

ব্যস্ত হয়ে উঠল সবাই।

পরের বিশ মিনিটে ক্যাম্পের চারপাশে পেতে রাখা হলো ইনসেনডিয়ারি বোমা, মোশন ডিটেক্টর, অসিপিটাল লেসার ও র‍্যাণ্ডম ইনট্রুডার স্ক্যানার।

কাজ তদারকি শেষ করে বৃদ্ধ প্রফেসরের পাশে এসে বসল রানা। খেয়াল করল, ভারী, কাঁপা-কাঁপা শ্বাস ফেলছেন তিনি। চট্ করে তাঁর বাম হাতের কবজির ধমনি চেপে পালস দেখল। সমতল ক্যাম্পের মাঝে রাইফেল হাতে পাহারা দিচ্ছে জিনা, বার-বার দেখছে চারপাশ।

রানার ধারণা: আবছা আলোয় দানবটা হামলা করলে দশ ফুট আসার আগেই তার বুকে গুলি করতে পারবে জিনা। ওদিক থেকে চোখ সরিয়ে আবারও প্রফেসরের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি ঠিক আছেন তো, ডক্টর?'

কাঁপা শ্বাস ফেলে রানার হাতে আলতো চাপড় দিলেন প্রফেসর। 'আমি ঠিক আছি, বাছা। সব প্রস্তুতি নিয়ে নাও। হাতে বেশি সময় পাবে না। কালকে নাস্তা লাগবে, তা নিয়ে ভেবো।'

'এখন মাছের ফাঁদ পাতার সময় নেই, তা ছাড়া একবেলা না খেলে কিছু হয় না।' সবার উপর থেকে ঘুরে এল রানার চোখ। নির্দেশ দিল, 'প্রথমে প্রেস্টনকে নিয়ে পাহারা দেবে, বাড! কারও জানা নেই ওটা কী করবে, কিন্তু ঠিকই বুঝবে আমরা আছি এখানে। এখন থেকে পাহারা দেয়ার সময় একা না থেকে জুটি তৈরি করে গার্ড দেব আমরা। অন্যরা তখন আগুনের পাশে ঘুমিয়ে নেবে। সবার পাশে থাকবে কক্ করা অস্ত্র।'

সড়াৎ আওয়াজে এমপি-৫-এর দীর্ঘ ম্যাগাযিন বের করল তানামুরা। ওটা পরীক্ষা করে আবারও ভরে নিল অস্ত্রে। জ্বলন্ত

BanglaBook.org

চোখে জঙ্গল দেখে নিয়ে বলল, 'দুর্গের মত রিসার্চ ফ্যাসিলিটিতে সব সিকিউরিটি ডিভাইস থাকা সত্ত্বেও ওটাকে ঠেকাতে পারেনি গার্ডরা। হয়তো সফল হব না আমরাও। কিন্তু আশা করি, সবাই বৃষ্টির মত গুলি ছুঁড়লে সরাসরি হামলা করতে পারবে না।'

'এই খোলা জায়গায় বাড়তি সুযোগ পাব,' বলল প্রেস্টন। 'এ সুবিধা ওসব কম্পাউণ্ডে ছিল না। আমরা ওটাকে আসতে দেখব। আর প্রথম হামলার সময় অনায়াসেই ওটাকে টার্গেট করতে পারব। অবশ্য, প্রথম দু'চারটা গুলির পর ফুরিয়ে যাবে এই সুবিধা। তখন নতুন কোনও কৌশল ধরবে ওটা।' চারপাশ দেখল প্রেস্টন। 'আমাদের উচিত প্রথম সুযোগেই ওটাকে শেষ করে দেয়া। নইলে গভীর রাতে কোনও ফন্দি বের করে ফের হামলা করবে।'

রানা টের পেল, হাঁটু স্পর্শ করল কেউ। ঘুরে না চেয়েও বুঝে গেল, পাশে হাণ্টার। ওটার ঘাড়ের রোম নেড়ে দিল ও। কিন্তু পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে রইল হাণ্টার। চারপাশ এক চক্কর কেটে এসেছে। এখন নিরাপদে রাখতে চাইছে বন্ধুকে।

রানা বুঝল, রাতে আর কোথাও যাবে না নেকড়ে।

BanglaBook.org

সতেরো

'নিনা?' উত্তেজিত স্বরে ল্যাবোরেটরি ডিরেক্টরকে ডাকল টিপা মুই।

রিভলভিং চেয়ারে ঘুরে নিনা সয়্যার দেখল, অবাক চোখে

ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের ডিসপ্লে স্ক্রিন দেখছে নেপালি তরুণী। সাইটোসিন ও থাইমিনে মলিকিউলের জন্য ম্যাগনিফিকেশন পাওয়ার সেট করেছে চারভাগের তিনভাগ। নীল আলো দপ্-দপ্ করে জ্বলছে স্ক্রিনে। আধডজন ডায়াল নেড়ে ফোকাস অ্যাডজাস্ট করল টিপা মুই।

চেয়ার ছেড়ে ক্লিপবোর্ড হাতে ওর সামনে এসে থামল নিনা সয়্যার। 'কী হয়েছে, টিপা?'

'খেয়াল করুন,' পিছিয়ে বসল টিপা। 'ভুল না হয়ে থাকলে ওই ছাপে কোনও রেসিডিউ আছে। ইনডিজেনাস।'

ক্লিপবোর্ড নামিয়ে স্ক্রিন দেখল নিনা সয়্যার। এক সেকেণ্ড পর বুঝল, জরুরি কিছু ধরেছে মাইক্রোস্কোপিক আকর্ষ। ইলেকট্রিক ব্যাকগ্রাউণ্ড নীল-ধূসর। নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করল সে, 'ওটা কী?'

'সম্ভবত হিমোগ্লোবিন,' বলল টিপা, 'আয়ার্ন অ্যাটম আর কিছু প্রোটিন।'

'প্রোটিন?'

'তাই তো মনে হচ্ছে।'

'তোমার কেন মনে হচ্ছে এটা নিহতদের কারও রক্ত নয়?'

'তার কারণ আছে,' টিপা আবারও অ্যাডজাস্ট করল স্ক্রিন। দেখা গেল পর্দায়, একদল ইলেকট্রন ও প্রোটন। ডায়াল করে ফোকাস বাড়াতে আরও পরিষ্কার দেখা গেল ওগুলোকে।

নিনার মনে পড়ল, মস্ত এক বিজ্ঞানী বলেছিলেন: বিজ্ঞানের অন্য সব কিছুর মতই ঠিকভাবে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ চালানোও মস্ত শিল্প।'

কয়েক সেকেণ্ড পর আলাদা করে দেয়া হলো কয়েকটা অ্যাটম। ম্যাগনিফিকেশন বাড়াল টিপা। এবং মাত্র পনেরো মিনিট পর নিনা দেখল, ডিএনএ-র চার্ট তৈরি করছে মেয়েটা।

অবাক চোখে ওদিকে চেয়ে রইল নিনা। কয়েক সেকেণ্ড পর

BanglaBook.org

বলল, 'টিপা, মনে তো হচ্ছে ওটা মানুষের!'

'আমারও তা-ই ধারণা,' বলল টিপা। আবারও অ্যাডজাস্ট করল স্কোপ। 'আমি ইলেক্ট্রোফোরেসিস শুরু করলেই খেয়াল করবেন। এই সেগমেণ্ট ম্যাগনেটাইয করব। যদি পযিটিভ বা নেগেটিভ ইলেকট্রনের কারণে মানুষের ডিএনএ-র মত পেঁচিয়ে না যায়, বুঝব...' কাজে ব্যস্ত হয়ে গেল টিপা।

মাত্র কয়েক মিনিট পর পরিষ্কার বোঝা গেল তফাৎ।

'কিছুই তো ঘটছে না,' বলল নিনা সয়্যার।

'ঠিক। কিছুই ঘটছে না। অথচ ঘটবার কথা।'

অবাক চোখে ওই ডিএনএ দেখল ওরা দু'জন।

খুব সাবধানে ওখানে সামান্য পরিমাণে ফসফোরেসেন্ট ডাই ফেলল টিপা। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'আমি খুঁজে বের করতে চেয়েছি, ইলেক্ট্রোফোরেসিস-এর ব্যাপারে এই সেগমেণ্ট অত প্রতিরোধী কেন। তখনই পেলাম হাইব্রিড সেগমেণ্ট। ওই এনযাইম বার-বার ক্লোন করছে নিজেকে। এবং এতই দ্রুত, যেন ওগুলো ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া। ধ্বংস করে দিচ্ছে অন্য সব। আসলে এই ডিএনএ-র যোগ্যতার একমাত্র খামতি হচ্ছে: সংখ্যায় এত নয় যে বার-বার মলিকিউলার পলিমারেস তৈরি করবে।'

স্ক্রিনের কাছে নাক নিয়ে গেছে নিনা সয়্যার। 'এ থেকে কী বুঝব, টিপা? আমার তো মাথা ঘুরছে!'

'বুঝবেন, এই জিনিস আসলে এখনও অসম্পূর্ণ, নইলে ক্লোন করা যেত। লাখে লাখে কোষ তৈরি হতো।'

চুপ করে বসে রইল নিনা, ভাবছে। কিছুক্ষণ পর বলল, 'ধরে নিলাম তুমিই ঠিক। কিন্তু কাউকে কিছু বলার আগে প্রিলিমিনারি চেক করতে হবে। স্যানিটেশন প্রসিজার ঠিক ছিল তো? কণ্ট্যামিনেটেড নয় তো এই জিনিস?'

'এখানে এসে নষ্ট হয়নি, তা বলতে পারি।'

BanglaBook.org

'তুমি কি এ জিনিসের প্রিন্ট বের করতে পারবে?'

'হাসতে হাসতে। কিন্তু নষ্ট হতে পারে কয়েকটা স্যাম্পল। মেনে নিতে হবে এই ক্ষতিটা।'

'তা জানি,' ধীর কণ্ঠে বলল নিনা। 'তারপরেও প্রিন্ট বের করার মত অনেক থাকবে। আর এটা ছাড়া কোনও উপায়ও নেই আমাদের। তুমি যখন স্পেক্ট্রোগ্রাফে ওটা নামাবে, পড়ে দেখতে ডেকো আমাকে। বুঝতে পারছি, এরপর ছুটতে হবে ল্যাংলিতে।'

'ল্যাংলি?' ভুরু কুঁচকাল টিপা। 'ওখানে কেন?'

'কারণ এসবের শুরু ওরা করেছে,' বলল নিনা। 'আমাকে ফোন নাম্বার দিয়ে রেখেছে। সব জানতে চাইবে ওই ডক্টর।'

আবারও মাইক্রোস্কোপের দিকে ঘুরে গেল টিপা। 'ঠিক আছে। এক ঘণ্টা পর পেয়ে যাবেন আপনার রিপোর্ট।'

'আচ্ছা,' প্রায় ফিসফিস করল নিনা সয়্যার। আরেকবার দেখল স্ক্রিন। কুঁচকে গেল ভুরু। 'তা হলে এই সেই রহস্যমানব। জানি না কেন, কিন্তু খুব ভয় লাগছে আমার।'

BanglaBook.org

আঠারো

সমতল জায়গার মাঝে কোলে স্নাইপিং রাইফেল হাতে খুব সতর্ক জিনা উইলসন। দূর থেকে প্রচণ্ড শক্তিশালী অস্ত্রটা দেখল রানা। ওটার একেকটা বুলেট দৈর্ঘ্যে পুরো ছয় ইঞ্চি। ওই মেয়ে কীভাবে সহ্য করবে রাইফেলের রিকয়েল, তা অন্য প্রসঙ্গ। পুরো দু'হাজার গজ দূরের টার্গেটে নিখুঁতভাবে লাগবে বুলেট। গুণ রাইফেল বা

বুলেটের তাও বলা যাবে না। কে কীভাবে গুলি করল, তার উপর নির্ভর করবে লক্ষ্যভেদ হলো কি না। মনে পড়ল রানার, জরুরি প্রয়োজনে স্নাইপিং শিখেছিল। এই মিশনে ওর কাজ অন্য, ট্র্যাক করা এবং নেতৃত্ব দেয়া। অবশ্য, প্রয়োজনে জিনার কাছ থেকে ব্যারেট রাইফেল নিয়ে চেষ্টা করবে লক্ষ্যভেদ করতে।

পাশাপাশি ট্র্যাকিং করতে গিয়ে জিনার প্রতি শ্রদ্ধা জন্মেছে ওর। মাথা-মোটা মেয়ে নয়। ধৈর্যেরও শেষ নেই। ভাল করেই বোঝে নিজ দায়িত্ব। যদিও কখনও কখনও বাধ্য হয়ে ওর ধারণার বিপরীতে মতামত দিতে হয়েছে রানাকে। আর সেসব সময়ে অনর্থক তর্ক না করে ভুলটা বুঝে নতুন কিছু শিখে নিয়েছে জিনা। এরই মাঝে সঙ্গীকে লক্ষ করে পাল্টে নিয়েছে নিজের বহু আচরণ। রানার ধারণা: কিছু দিন শেখালে আমেরিকান আর্মির কথিত দক্ষ ট্র্যাকারদের চেয়ে ঢের বড় ট্র্যাকার হবে জিনা। পিছনে ফেলে আসা ওসব বিধ্বস্ত, রক্তাক্ত রিসার্চ ফ্যাসিলিটিতে দানবটার কাছে সহজেই হার মেনে নিয়েছে লোকগুলো, তার মূল কারণ: কাজ না করলেও সরকারী চাকরি থাকবে তাদের।

অন্য চিন্তা এল রানার মনে: ওই জানোয়ার বা দানব হয়তো হারিয়ে দেবে ওকে। আগেও কয়েকবার বোকা বানিয়ে দিয়েছে ববক্যাট। কোনও চিহ্ন না রেখেই উধাও হয়েছে। কিন্তু ওই প্রকাণ্ড জন্তুর মত কিছু কখনও ওর চোখ এড়াতে পারেনি।

পায়ে ভারী প্যাডওয়ালা হালকা ববক্যাটের তুলনায় কুগার, বাঘ বা সিংহকে ট্র্যাক করা অনেক সহজ। কিন্তু এবার যার পিছু নিয়েছে, সে পায়ের ছাপ রাখছে না বললেই চলে। ব্যবহার করছে সবচেয়ে কঠিন সব জমি। বলতে গেলে, বুঝতেই দিচ্ছে না কখন বা কোথায় হামলা করবে।

আবারও জিনার দিকে চাইল রানা।

চট্ করে কালচে-সোনালি চুল পনি টেইল বেঁধে আবারও

BanglaBook.org

কাঁধে রাইফেল তুলে নিল মেয়েটা। চাইল ওদের সীমানার দিকে। আবারও নিষ্কম্প হাত। তখনই চট্ করে ঘুরে একবার রানাকে দেখল জিনা। চোখের পলক পড়ল না। শুকনো মুখে হাসি নেই।

ভুরু কুঁচকে বৃদ্ধ প্রফেসরকে দেখল রানা। শুয়ে পড়বার আগে তাঁকে দিয়েছে আজ সকালে ভেজে রাখা বড় একটা ট্রাউট মাছ। যথেষ্ট এনার্জি লাগবে বয়স্ক মানুষটার। সেজন্যেই আরও দিয়েছে গরুর জার্কি আর চর্বি ভরা পেমিক্যান। শেষের জিনিসটা এই পরিবেশে বহু দিন ঠিক থাকে। এ কাজ হাতে নেয়ার পর ভুল করেনি সঙ্গে আনতে।

রানার ধারণা, পেট পুরে খাওয়ার পর আগের চেয়ে সুস্থ বোধ করছেন সিরাজউদ্দীন। যদিও মুখ ফ্যাকাসে। কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম। কিন্তু তা অস্বাভাবিক নয়। একদিনে অনেক পথ হাঁটতে হয়েছে তাঁকে।

পাশেই তাঁবুতে শুয়ে আছেন প্রফেসর।

'আরেকটু পানি দেব?' জানতে চাইল রানা, 'এসব উঁচু এলাকায় চট্ করে ধরে বসে ডিহাইড্রেশন।'

'তাই শুনেছি,' মৃদু হাসলেন তিনি। পাশ থেকে ক্যান্টিন তুলে দুই ঢোক পানি খেয়ে নামিয়ে রাখলেন। 'আজকের দিনটা মনে থাকবে।' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'তোমার কি মনে হয়, রানা, আজ রাতে হামলা করবে ওটা?'

'এখনও জানি না,' মাথা নাড়ল রানা।

'তোমার অন্তর কী বলে, বাছা?'

সমতল এলাকার সীমানা দেখল রানা।

অস্ত্র হাতে সবাই তৈরি।

'হয়তো হামলা করবে। আসলে বোঝা খুব কঠিন কী করবে। আমার চেনা কোনও জন্তুর সঙ্গে মিল নেই। তবে...'

ঠিক তখনই কানের কাছে বজ্রপাতের আওয়াজের মত 'বুম্!'

BanglaBook.org

করে উঠল বাড রলিন্সের শটগান।

জঙ্গলের দক্ষিণ দিকের গাছের সারি থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসেছে বীভৎস চেহারার প্রকাণ্ড এক কালো দানব, যেন স্বয়ং যম। এক সেকেণ্ড পর একইসঙ্গে গর্জে উঠল ছয়জনের অস্ত্র। সামনে ছিটকাল কমলা আগুনের হলকা। গুলি শুরু করে চট্ করে দলের মাঝে তাকাল রানা। সবশেষে ফায়ার করল জিনা। গগনভেদী আওয়াজ তুলল ব্যারেট রাইফেল। ওটার মুখ থেকে বেরোল পাঁচ ফুটি লকলকে লাল শিখা। যে ভয়ানক কনকাশন হলো, তাতে মনে হলো অন্য সব অস্ত্র শিশু।

গুলি করতে করতে দানবটাকে দেখল রানা। দৌড়ে এসে হামলা করতে গিয়ে ব্যারেটের বুলেটের আঘাতে হোঁচট খেয়ে থেমে গেছে ওটা। এক হাতে চেপে ধরেছে ঘাড়। আবারও গুলি করল জিনা। দ্বিতীয় বুলেট লাগল দানবের বুকে। ছিটকে গিয়ে পড়ল পিছনের ঝোপে। তার আগেই শরীরে লেগেছে অন্তত পঞ্চাশটা গুলি।

ঝোপে পড়েই বিকট এক আহত গর্জন ছাড়ল ওটা। আরেক লাফে উঠে দাঁড়াল। বুকে বিঁধল আরও গোটা পঞ্চাশেক গুলি। একহাতে বুক, আরেক হাতে ঘাড় ধরে ঘুরে দাঁড়াল দানব, টলতে টলতে গিয়ে ঢুকল জঙ্গলে। আরও কয়েক সেকেণ্ড ওদিকে গুলি পাঠাল সবাই। তারপর গলা উঁচু করে নির্দেশ দিল রানা: 'সিয ফায়ার!'

কিন্তু ওই আদেশ ওকে দিতে হলো আরও কয়েকবার, তারপর থামল আগ্নেয়াস্ত্রের গর্জন।

হঠাৎ চারপাশ হয়ে গেল থমথমে।

সবার অস্ত্রের নলের মুখ থেকে চুইয়ে বেরোনো ধূসর ধোঁয়া ভাসছে কটুগন্ধী বাতাসে। রাইফেল বা বন্দুকের বুলেট ও কার্তুজের অসংখ্য পিতলের খোসা পড়ে আছে মাটিতে। এখনও

BanglaBook.org

দূরের পাহাড় থেকে ধাক্কা খেয়ে ফিরছে দুর্বল প্রতিধ্বনি।

অন্যদের আগেই গুলি বন্ধ করেছে রানা। মারলিন রাইফেল থেকে বের করল খালি বুলেটের ছয়টা খোসা।

একইসঙ্গে পিছিয়ে এল ওরা সবাই।

খালি ম্যাগাযিন ফেলে রিলোড করতে শুরু করেছে অস্ত্র। কার্তুজ দিয়ে ভরে নেয়া হবে শটগানের চেম্বার।

'হায়, যিশু!' জঙ্গলের যেদিক থেকে এসেছিল দানব, ওদিকের গাছগুলো দেখল বাড রলিন্স। ছিঁড়েখুঁড়ে গেছে অজস্র পাতা। 'আপনারা দেখেছেন ওটা কত বিশাল?' নিজের লঞ্চারে গ্রেনেড ভরে নিল সে। কাঁধে তুলে নিল অস্ত্র। ভীষণ নার্ভাস।

'অস্ত্র রিলোড করে পেরিমিটারে চোখ রাখো সবাই,' নির্দেশ দিল তানামুরা। নিজের খালি ম্যাগাযিন ফেলে নতুন ক্লিপ আটকে কাঁধে অস্ত্র তুলল।

রানার মনে হলো, সবার মাঝে সবচেয়ে শান্ত জিনা উইলসন। ম্যাগাযিন খুলে ভেস্ট থেকে নতুন ম্যাগাযিন নিয়ে রাইফেলে ভরল। হাত চলছে যন্ত্রের মত। একটা বুলেট দিল চেম্বারে। আবারও হয়ে উঠল সতর্ক। ওর চোখ যেন বরফের মত শীতল। স্টকে সংযুক্ত বাইপড ব্যবহার করে মাটিতে নিজের পাশে নামিয়ে রাখল রাইফেল।

ওই হামলা এবং পাল্টা হামলা ছিল মাত্র পনেরো সেকেণ্ডের। কিন্তু ওদের মনে হয়েছে পেরিয়ে গেছে কয়েক যুগ।

ব্যারেটের বুলেটের আঘাতে ঝোপে গিয়ে পড়েছিল দানবটা। কিন্তু আবারও উঠে এসেছে। তখন মনে হচ্ছিল, আহত হয়েছে ওটা। কিন্তু নিশ্চিত হওয়ার উপায় নেই। ওই রাইফেলের মাযল ফ্ল্যাশ আর তার পরের আঁধারে রক্ত দেখবার কথা নয় কারও।

রানা অবশ্য বুঝতে পেরেছে, দানবটা তেড়ে এলেও তাকে ঠেকিয়ে দিয়েছে শুধু জিনার রাইফেল। অন্যদের গুলিকে মোটেও

BanglaBook.org

পাত্তা দেয়নি ওটা।

এখনও আগুনের দিকে পিছিয়ে আসছে তানামুরা। গুলির আওয়াজে ঝনঝন করছে সবার কান। গলা উঁচু করে বলল সে, 'যে কারণেই হোক, ছোট ক্যালিবারের অস্ত্রের বুলেট ওটাকে আহত করছে না! অবশ্য, গায়ে লাগলে ব্যথা পাচ্ছে! তাই মনে হচ্ছে, সবাই যদি একসঙ্গে গুলি করি, আবারও পিছিয়ে যাবে!'

অত নিশ্চিত নয় রানা। ভাল করেই বুঝেছে, দানবের ওই হামলাকে ঠেকিয়ে দিয়েছে একমাত্র জিনার ব্যারেট রাইফেল। মেয়েটা যদি লক্ষ্যভেদ করতে না পারে, জ্যাম হয় ওর রাইফেল, বা ঝাঁপিয়ে পড়ে জিনাকে মেরেই ফেলে দানবটা, সেক্ষেত্রে কোনও ভাবেই তাকে আহত করতে পারবে না ওরা, বা ঠেকাতেও পারবে না। আসলে সাধারণ গুলি দিয়ে আহত করা যাবে না ওটাকে। মাত্র কয়েক সেকেণ্ড চাই তার, যেমন করেছে রিসার্চ স্টেশনে, দেরি করেনি সবাইকে খুন করতে। রানা বুঝতে পেরেছে: না, অন্য কোনও কৌশল চাই ওদের। নইলে এই সমতল এলাকায় সারা রাত টিকবে না ওরা।

দেরি হয়ে যাওয়ায় এখন আর সাহায্য চাইতে পারবে না আর্মির কাছে। পাহাড়ি এলাকায় রাতে নামবে না হেলিকপ্টার। আর নামলেও খুঁজে বের করতে পারবে না ওদেরকে। রানার মন বলছে, ওই দানব যে মুহূর্তে বুঝবে বড় কোনও ক্ষতি হয়নি তার, আবারও হামলা করবে। তাকে অবাক করেছে ব্যারেট রাইফেল, জীবনে প্রথমবার টের পেয়েছে, মানুষের কোনও অস্ত্র ব্যথা দিতে পারে।

হালকা বুলেট ওটাকে ঠেকাবে না। কোনও কোনও জন্তুর স্কেলিটাল ডেনসিটি বা চামড়ার কমপোযিশন এমনই হয়। সাধারণ বুলেট আহত করে না। যেমন গ্রিজলি ভালুকের করোটি অনায়াসেই ঠেকিয়ে দেয় ৩০.০৬ ক্যালিবারের রাইফেলের গুলি।

BanglaBook.org

অথচ ওই অস্ত্র ছোটখাটো কামান বললেও ভুল হবে না। বা ৩০.৩০ ক্যালিবারের অস্ত্রের চেয়ে হালকা বুলেট ভেদই করবে না গণ্ডারের চামড়া। এখানেও তা-ই হয়েছে। প্রকৃতি এমন ক্ষমতা দিয়েছে ওই দানবকে, বেশিরভাগ রাইফেলের বুলেটে কিছুই হবে না তার চামড়া বা হাড়ের। ওই দানবকে ব্যথা দিতে চাইলে লাগবে আলট্রা-পাওয়ার্ড ব্যারেট বা ওটার মত কোনও স্নাইপিং রাইফেল।

অন্যদের উপর থেকে চোখ সরিয়ে প্রফেসরের দিকে চাইল রানা। ভেবেছিল অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে অসুস্থ হবেন তিনি। কিন্তু তা নয়, খুব শান্ত ভঙ্গিতে গাছগুলোর মাঝে তৈরি গর্ত দেখছেন। ঝোপঝাড় ভেঙে পালিয়ে গেছে দানবটা। নীরবে মুখ নেড়ে কী যেন বললেন বাঙালি প্রফেসর। তাঁর প্রথম কথা এল প্রায় ফিসফিস করে, 'আমরা এখানে টিকব না, রানা!' যেন নিজেকেই বললেন, 'ওটা চমকে গেছে বলে পিছিয়ে গেছে। কিন্তু আবারও আসবে। তখন বোকার মত হামলা না করে কোনও না কোনও কৌশল করবে। ভাল হতো ওটার মনোযোগ অন্য দিকে সরিয়ে দিতে পারলে। ...কিন্তু কী আছে আমাদের কাছে? আগুন ভয় পায় না, তো আর কী থাকতে পারে, যেটা দেখিয়ে সরিয়ে দেয়া যায়? কপ্টার এসে আমাদেরকে তুলে নেবে, সেজন্য অনেক সময় লাগবে।'

প্রফেসরকে দেখল রানা। সরু হয়ে গেল ওর চোখ। 'দেখছি, কী সরিয়ে রাখবে ওটাকে।' উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল ও। থামল তানামুরার সামনে। 'আমি জানি ওটাকে কীভাবে রাতে ঠেকাতে পারব। আমার কোনও ভুল হলে ধরিয়ে দেবেন।'

'বলুন?' আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইল সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড।

'চমকে দেয়ার সুযোগ ভাল করেই ব্যবহার করে ওটা,' বলল রানা। 'কিন্তু এখানে জঙ্গল থেকে ওটাকে আসতে দেখব আমরা।

তার মানে, আবারও গুলি করে তাড়িয়ে দিতে পারব।'

মাথা দোলাল তানামুরা।

'কিন্তু সারা রাত জ্বলবে না আগুন,' বলল রানা, 'তখন আঁধারে কিছুই দেখব না। আগেও ক্লেমোর আর ইলেকট্রনিক ডিভাইস ব্যবহার করেছে আর্মি, ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু এবার ওটার প্রতি পদক্ষেপে ওসব রাখব আমরা। এ ছাড়া, ব্যবহার করব নানান ধরনের ফাঁদ। ওগুলোতে আটকালে চিৎকার করে জঙ্গল মাথায় তুলবে, জেনে যাব ওটা কোথায়। আমরা গুলি শুরু করব। তবে, সব সেট করতে হবে মাত্র বিশ মিনিটের ভেতর।'

মাথা দোলাল তানামুরা। 'তাই করব আমরা।'

'বাড আর ওয়েস্ট জানে কী করতে হবে।'

চট্ করে জঙ্গল দেখে নিল তানামুরা। 'আপনার কথা মত ব্যবস্থা করতে হবে, নইলে মরব কেউ না কেউ।'

জঙ্গলে ক্ষিপ্র চিতার মত সাবলীল রানা। কোন্ প্রাণী কী করছে, সহজেই টের পায়। কে খুব কাছে, কে আছে দূরে, কোন্ ডাল খসে পড়ল আর কোন ডালটা ভেঙেছে জন্তু– এসব ভাল করেই বুঝবে। জঙ্গলে ঢুকে কাজ শুরু করে অবাক হলো রানা। মনে হলো, বোধহয় কেটে যাচ্ছে ওর অসুখের প্রভাব। তাই যদি হয়, এই কাজ সেরে সোজা যোগ দেবে বিসিআই-এ।

অন্যদের নিয়ে খুব সাবধানে কাজে নামল রানা। ব্যবহার করল বাউয়ি নাইফ। নানানদিকে রাখল কাটা ডাল ও সেসব ঘিরে রাখা তারকাঁটা।

ভারী সব গুঁড়ি জোগাড় করল বাড রলিন্স ও প্রেস্টন ওয়েস্ট।

আধ ঘণ্টার মধ্যে ওদের সীমানা ঘিরে তৈরি হয়ে গেল নানান রকম ফাঁদ।

ঘর্মাক্ত শরীরে ক্যাম্পে ফিরল ওরা।

BanglaBook.org

আগুনের পাশে বসল রানা। গরম করতে চাইল বরফ-ঠাণ্ডা, রক্তাক্ত আঙুল। অতিরিক্ত কাজ করতে গিয়ে সামান্য আহত। কিন্তু এখন এসব দেখবার সময় নেই। ঝর্নার পানিতে ধুয়ে নিল হাত। মাছের জন্যে পেতে রাখল কয়েকটা ফাঁদ। তেমন নিখুঁত হলো না। তবে আজ রাতটা কাটিয়ে যদি বেঁচে থাকে, ঠিকই পাবে খাবার। ও বুঝে গেছে, তাজা খাবার দিতে হবে প্রফেসরকে, নইলে আরও দুর্বল হয়ে পড়বেন মানুষটা। একবার ওর মনে হলো, খুব ভাল করতেন তিনি এই অভিযানে যোগ না দিলে।

'আপনার কাজ শেষ হলো, কমাণ্ডার রানা?' জানতে চাইল তানামুরা।

মাথা দোলাল রানা। 'আপাতত।'

'ভাল। এবার বুঝব ফাঁদের কোন্ দিক থেকে আসছে। হয়তো খুন করতে পারব না, কিন্তু সবাই মিলে হয়তো গুলি করে তাড়িয়ে দিতে পারব।'

'হয়তো,' বলল রানা, 'খুব খেপলে কিছুই পাত্তা না দিয়ে হামলা করবে।'

চুপ হয়ে গেল তানামুরা।

আজই হয়তো ওদের জীবনের শেষ রাত।

জাপানির পিঠের কাটানা দেখে জিজ্ঞেস করল রানা, 'আপত্তি না থাকলে বলবেন, কেন সঙ্গে করে তলোয়ার রাখেন?'

মৃদু হাসল তানামুরা। 'জানেন, আপনিই ওটার ব্যাপারে প্রথম মানুষ, যিনি কিছু জানতে চাইলেন।'

'বিরক্ত করতে চাইনি,' বলল রানা।

অন্তর থেকে হাসল তানামুরা। সাবধানে খাপ থেকে বের করল তলোয়ার। ওটার ফলা পুরো চল্লিশ ইঞ্চি। দুনিয়ার সেরা ইস্পাতে তৈরি। দেখাল রানাকে। ঝকঝকে ক্ষুরের মত ফলা।

BanglaBook.org

অপূর্ব সুন্দর। যে কারিগর তৈরি করেছে, তুলনা নেই তার। আজকাল আর দেখা যায় না এত নিখুঁত জিনিস।

'এই তলোয়ার আমার বাবার,' বলল তানামুরা, 'তার আগে ছিল আমার দাদার। চিনাদের সঙ্গে লড়াইয়ে মারা যান তিনি। তার আগে ছিল তাঁর বাবার। তার আগে তাঁর বাবার ছিল। তিনিও যুদ্ধে মারা যান। এই তলোয়ারের বয়স চার শ' বছর।' তিক্ত হাসল। 'আপনি জানতে চেয়েছেন, এটা কেন আমার সঙ্গে... কারণ, আমি জন্ম নিয়েছি লড়াকু পরিবারে। কিন্তু আজ পর্যন্ত এটাকে ব্যবহার করিনি যুদ্ধে। কখনও হয়তো কাজে আসবে। তবে এই তলোয়ারের কাছ থেকে কিছুই আশা করি না আমি।'

তানামুরার চোখে চাইল রানা। 'কিছুই আশা করেন না?'

'না, কিছুই না। জীবন থেকে কিছুই পাওয়ার নেই আমার। আবার কামনা করি মৃত্যু, তাও নয়। আমি শুধু চাই, যেন বীরের মত লড়াই করে মরতে পারি। জীবন বা মৃত্যু আসলে একই নদী। প্রতি মুহূর্তে বইছে, কখনও স্থির হবে না তার পানি। পৃথিবীর সবই এমন। তলোয়ার হাতে লড়াই করে মরতে পারলে সন্তুষ্ট থাকব। আপনি বোধহয় বুঝবেন না কী বলতে চেয়েছি।'

জাপানির চোখে চোখ রাখল রানা, কিছুই বলল না।

বাহুতে তলোয়ারের ফলা স্পর্শ করল তানামুরা। রক্তের সরু একটা লাল রেখা তৈরি হলো হাতে। পরক্ষণে সড়াৎ আওয়াজে তলোয়ার রেখে দিল খাপে। 'কমাণ্ডার রক্ত না ঝরালে কখনও বের করা উচিত নয় তলোয়ার।'

'হয়তো তা-ই,' বলল রানা।

আর তখনই জোরালো 'টোয়াং!' আওয়াজ এল জঙ্গল থেকে। ওদিকের কোনও ফাঁদে পা দিয়েছে দানব!

ঘুরে চাইল সবাই।

Banglapdf.org

দেরি না করে ওদিকের ঝোপ লক্ষ্য করে গুলি শুরু করল ওরা। অবশ্য কয়েক সেকেণ্ড পর গুলি বন্ধ করতে নির্দেশ দিল রানা। কেউ জানে না, ওটা এখনও ওদিকে আছে কি না। গুলিবর্ষণে কালা হয়ে গেছে ওরা।

নিজের পুরো মনোযোগ একত্র করল রানা। দানবের পায়ের আওয়াজের জন্য কান পেতে অপেক্ষা করছে, তা নয়। জঙ্গল জানাবে অনেক শব্দ। তিন সেকেণ্ড পর বলল রানা, 'দক্ষিণ দিকে সরছে ওটা। আগেরবার ওদিক থেকেই এসেছিল।'

'তা হলে হাতে অস্ত্র তুলে নাও সবাই,' হাঁক ছাড়ল তানামুরা।

আবারও দেখা দিল জানোয়ারটা, সিমিয়ান মাংসপেশির কারণে একটু ভাঁজ হয়েছে ভারী পা। অবিশ্বাস্য পুরু দুই প্রকাণ্ড কাঁধ দেখে মনে হলো ঠেলে ফেলে দিতে পারবে আস্ত হাতি। বেরিয়ে এসেছে এবড়োখেবড়ো বড় সাদা দাঁত। বোঝা গেল ওই জিনিস দিয়ে ছিঁড়তে চায় শত্রুকে। এক সেকেণ্ড ভাবল রানা, কেমন ভয় পেয়েছিল সিকিয়োর কম্পাউণ্ডে সৈনিক বা বিজ্ঞানীরা! পালাতে শুরু করেছিল সবাই!

এক সেকেণ্ড পেরোবার আগেই গুলি করল রানা।

৪৫.৭০ ক্যালিবারের গুলি সরাসরি লাগল দানবের বুকে।

বিকট গর্জন ছাড়ল ওটা।

পরক্ষণে এম-৭৯ গ্রেনেড ছুঁড়ল বাড রলিন্স। কিন্তু মিস করল, একপাশের গাছে লেগে ছিটকে উঠল কাঁচা কাঠের চলটা।

চমকে গেছে ওটা। থরথর করে কেঁপে উঠেছে কনকাশনে। ভয় পেয়ে আবারও ঘুরে গিয়ে ঢুকল জঙ্গলে।

নতুন করে রিলোড করছে সবাই।

রানা দেখল, ওর কাছে আছে মাত্র বিশটা বুলেট। পাউচে আরও দশটা। আগে ভাবতে পারেনি, ওটাকে মারতে পারবে না, বা হামলা ঠেকাতে গেলে খরচ করতে হবে অতিরিক্ত গুলি। চট্

BanglaBook.org

করে জিনার দিকে চাইল রানা। বুকের ব্যাণ্ডোলিয়ার থেকে নতুন করে রিলোড করছে সে .৫০ ক্যালিবারের গুলি।

নিঝুম এই রাত হয়ে উঠেছে ভীষণ আতঙ্কের।

হুঁশিয়ার থাকল ওরা।

বার-বার জঙ্গলের মাঝে শুনল নানান ফাঁদ ও ইলেকট্রনিক ধ্বনি। কখনও ফাঁদে পা রাখল ওটা। প্রতিবার অন্ধের মত জঙ্গলে এম-৭৯ গ্রেনেড ছুঁড়ল বাড রলিন্স। আগুন জ্বলে উঠল নানান গাছে।

আর এসব করতে গিয়ে ভোরে দেখা গেল, ভেঙে পড়েছে চারপাশের বেশিরভাগ গাছ। যে জঙ্গল দেখে এখানে থেমেছিল ওরা, তা আর নেই। পরিষ্কার দেখা গেল এক শ' গজ দূরের সব।

বাড রলিন্সকে নিয়ে সাবধানে জঙ্গলে ঢুকল রানা। ঘুরে দেখল ওদের সীমানা। দানবটা আহত হয়ে থাকলেও তেমন কোনও আলামত দেখা গেল না। তছনছ হয়ে গেছে এদিকের বেশিরভাগ গাছ। ফিরে এসে তানামুরাকে বলল রানা, 'এবার ক্যাম্প ভেঙে রওনা হতে হবে।'

ওর দিকে চাইল বাড রলিন্স। 'কমাণ্ডার, খারাপ খবর আছে।'

'তা কী?' জানতে চাইল রানা।

বড় করে দম নিল রলিন্স, 'ফুরিয়ে এসেছে সবার অ্যামো। আবার এলে ঠেকাতে পারব না। যা আছে, তাতে চলবে বড়জোর এক ঘণ্টা। এখন আর্মির কাছে সাহায্য না চাইলে...'

মাথা নাড়ল তানামুরা, মুখ কালো। 'রেডিয়ো কাজ করছে না। ওটা মেরামত করতে চাইছে ওয়েস্ট।'

ভুরু কুঁচকে গেল রানার। চট্ করে ওর মোবাইল স্যাটালাইট ফোন বের করল। না, কোনও সিগনাল নেই।

ওর দেখাদেখি যার যার ফোন বের করে পরীক্ষা করল

BanglaBook.org

সবাই। কারও সেটে সিগনাল নেই।

'আমাকে বলা হয়েছিল, আমাদের ফোন বা রেডিয়োর সিগনাল সব সময় চালু থাকবে, সেদিকটা দেখবে আর্মি,' বলল তানামুরা।

দুশ্চিন্তা চেপে ধরল রানাকে। 'তার মানে কাছের কোনও শহর বা রিসার্চ সেন্টারেও যোগাযোগ করতে পারব না।'

মাটিতে বিছিয়ে ম্যাপ দেখছে বাড রলিন্স।

তিরিশ মিনিট পর পাথুরে ঝর্না পাশে রেখে রওনা হয়ে গেল ওরা। বুটের মধ্যে কষ্ট দিচ্ছে রক্তাক্ত পায়ের জ্বলন্ত কড়া ও পানিভরা ফোস্কা। কিন্তু থামবার উপায় নেই। সবচেয়ে কাছের জনপদ চল্লিশ মাইল দূরে। কিন্তু পাহাড়ি পথ, পেরোতে হবে কমপক্ষে এক শ' মাইল।

সবার চোখে-মুখে ক্লান্তি দেখছে রানা। কিন্তু কিছুই করতে পারবে না। ভাল করেই জানে, বাড়তি কোনও ওজন না নিলে নিজে পেরিয়ে যেতে পারবে এক শ' মাইল হেঁটে। কিন্তু সবাইকে রেখে চলে যাওয়া ওর পক্ষে সম্ভব নয়। এমনিতেই আজ ওরা পেরোতে পারবে না এই এলাকা। রাতে যে-কোনও সময়ে হামলা করবে ওই জন্তু। সবাইকে নিয়ে কীভাবে এই বিপদ থেকে বাঁচবে, তা নিয়ে রীতিমত ভাবছে রানা।

বিকেলে সবার পা রক্তাক্ত করে দেয়া খাড়া এক এলাকা পেরোতে গিয়ে চারপাশে চোখ রাখল রানা।

পেয়েও গেল লুকানোর মত জায়গা।

'তানামুরা,' ডাকল রানা।

রাগী চোখে ওকে দেখল জাপানি যোদ্ধা, 'কী বলবেন, কমাণ্ডার?'

'আমরা দশ মাইলও পেরোতে পারিনি। আর হাঁটতে পারবেন না প্রফেসর। কপ্টার ডেকে আনব, তাও সম্ভব নয় নষ্ট রেডিয়োর

BanglaBook.org

কারণে। কাজেই রাতে কোথাও আশ্রয় নিতে হবে।'

ভুরু কুঁচকে ফেলল তানামুরা, বুঝতে পারছে, একটা কথাও মিথ্যা বলেনি বাঙালি লোকটা।

ট্র্যাকিঙের কাজে ব্যস্ত ছিল রানা, দলের সবার দায়িত্বে ছিল তানামুরা। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, সবাইকে নিরাপদে রাখার যোগ্যতা তার নেই। আসলে কারোরই নেই। মাটির দিকে চাইল তানামুরা। মাথা দোলাল আস্তে করে।

'রাতে থাকার মত ব্যবস্থা হবে,' বলল রানা। আঙুল তুলে দেখাল ছোট এক গুহা। ওটা পাহাড়ের একটু উপরে। 'মুখটা সরু, কিন্তু ভেতরে সবাই এঁটে গেলে অপেক্ষা করব। সবার কাছে যা গুলি আছে, তাতে একটা রাত ঠেকিয়ে রাখতে পারব ওটাকে। বাড রলিন্স বলেছে, ওর কাছে এখনও দুটো গ্রেনেড আছে। ওয়েইলারের আছে কিছু বুলেট। আর জিনা চমকে দিতে পারবে ওটাকে।' কয়েক সেকেণ্ড পর বলল রানা, 'এ ছাড়া কোনও উপায় নেই।'

তানামুরা বলল, 'হ্যাট। আসলেই আর কিছু করার নেই।'

জড়সড় হয়ে এঁটে গেল ওরা ছোট্ট গুহায়। সামান্য কিছু খাবার গরম করে খেয়ে নিল। ঠিক হলো, একে একে পাহারা দেবে ওরা ব্যারেট রাইফেল হাতে। নিজের খাবার শেষ করে ওটা বুঝে নিল জিনা। ওই ছোট কামানটাই এখন ওদের একমাত্র ভরসা।

একটু পর আকাশ জুড়ে নামল কুচকুচে কালো আঁধার।

BanglaBook.org

গুহার পিছনে মোটা দড়ি দিয়ে হান্টারকে বেঁধে রাখল রানা। গত রাতের পর দানবটাকে দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে নেকড়ে। অথচ এখন বিশৃঙ্খলা তৈরি হলে চলবে না।

বেশিক্ষণ লাগল না, নীরব পরিবেশে পায়ের আওয়াজ শুনল ওরা।

থপ্-থপ্!

ওদের দিকে আসছে কেউ ভারী পায়ে।

'অবিশ্বাস্য যে অনুসরণ করছে ওটা,' নিচু স্বরে বলল রানা।

জমাট কালো কিছু এসে থেমে গেল গুহার পঞ্চাশ ফুট দূরে।

চুপচাপ ধৈর্য ধরল রানা। উতে ইণ্ডিয়ান চিফ শিখিয়েছে কীভাবে অপেক্ষা করতে হবে। কালো ওই অংশের দিকে চেয়ে রইল রানা। ওর মনে হলো পেরিয়ে গেল দশ যুগ। তারপর এক ইঞ্চি নড়ে উঠল কালো ওই জমাট আঁধার, তারপর এগোতে লাগল।

আঁধারে ওই দূরত্বে গুলি লাগাতে পারবে রানা। নিচু স্বরে জিনাকে বলল, 'তোমার ব্যারেট দাও।'

জিনার হাত থেকে রাইফেল নিয়ে ছায়ার ঠিক মাঝে তাক করল রানা। আটকে ফেলেছে দম। বুক ভরা বাতাস ধীরে ছাড়তে শুরু করে খুব ধীরে স্পর্শ করল ট্রিগার।

বদ্ধ, ছোট্ট গুহায় বজ্রপাতের মত বিকট আওয়াজ তুলল রাইফেল। একই সময়ে আহত হয়ে বাইরে গর্জে উঠল কী যেন। ঘড়-ঘড় আওয়াজ ছেড়ে তেড়ে এল গুহা-মুখের দিকে। আর তখনই গুলি শুরু করল সবাই। দেরি না করে রাইফেল ফিরিয়ে নিয়েছে জিনা। তাতে ব্যয় হয়েছে কয়েক সেকেণ্ড। নইলে হয়তো এত কম রেঞ্জে দানবটাকে ফেলে দিতে পারত রানা।

আঁধারে মিস করল জিনা। অন্য রাইফেলের গুলি লাগছে ঠিক, কিন্তু রানা বুঝে গেছে, এখন যে-কোনও সময়ে গুহায় ঢুকে পড়বে দানব।

হার্ত থেকে মারলিন রাইফেল ছেড়ে দিল রানা, ঘুরেই মেঝে থেকে বাড রলিন্সের রাকস্যাক তুলে তাঁবু থেকে ছিঁড়ে নিল সাদা মশারী। চিৎকার করে বলল, 'সিয ফায়ার!'

এক লাফে গুহা-মুখে পৌঁছে গেল। দু'পাশের এবড়োখেবড়ো

Banglabook.org

পাথরে জড়িয়ে দিল নেটিং। এর মাত্র তিন সেকেণ্ড পর ভীষণ গনগনে রাগ নিয়ে হাজির হলো দানব। রক্তিম চোখ থেকে ছিটকে বেরোচ্ছে একরাশ ঘৃণা। থেমে গেল রানার ঠিক তিন ফুট সামনে। উঁচু করে দোলাতে শুরু করেছে প্রকাণ্ড দুই কালচে-ধূসর হাত। পাশের চকমকি পাথরের দেয়ালে ক্রিচ-ক্রিচ আওয়াজ তুলল নখ। তার আওতা থেকে দূরে সরল না রানা। হাতে বাউয়ি ছোরা।

আপত্তিকর ঘড়-ঘড় আওয়াজ ছেড়ে সাদা নাইলনের কাপড় দেখল দানবটা। হাত বাড়িয়ে দিল, যেন ছিঁড়ে ফেলবে নেটিং। কিন্তু মশারীর কাছে হাত নিয়েও থমকে গেল। তার মন চাইছে ছিঁড়ে ফেলবে সব। কিন্তু ভীষণ কিছু আছে ওই কাপড়ে। হয়তো শেষ করে দেবে ওকে। হতাশ হয়ে বার কয়েক মাথা নাড়ল। লাল চোখে দেখল ওদিকে দাঁড়িয়ে থাকা রানাকে।

মুহূর্তের জন্য রানার মনে হলো, ওটা আসলে কোনও মানুষ।

ভীষণ ঘৃণা নিয়ে চেয়ে আছে ওর দিকে।

লাল চোখে চোখ রেখে পাল্টা চেয়ে রইল রানা।

মাঝে এখন মাত্র দেড় ফুট। মৃদু বাতাসে নড়ছে নাইলনের পাতলা কাপড়। পরস্পরের চোখে চেয়ে রইল ওরা। ভীষণ হতাশ হয়ে হাত মুঠো করল দানব। বাউয়ি নাইফ শক্ত হাতে ধরেছে রানা। পায়চারি শুরু করল দানবের পাশে। গুহার শুরুতে মুখোমুখি হয়ে পরস্পরের দিকে চেয়ে হাঁটছে ওরা, চোখে রাগ। যেন একে অপরকে শেষ করে দেবে সুযোগ পেলেই।

অবাক করে দেয়া বিরোধ নিষ্পত্তি চলছে।

একপাশে মানুষ মাসুদ রানা, অপর পাশে ভয়ঙ্কর এক দানব।

অথচ ওদের মাঝের বাধা পেরোতে পারবে যে-কোনও শিশু।

আরও কিছুক্ষণ পর বড় করে দম নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল দানব।

BanglaBook.org

হতাশ, বিরক্ত বাঘের সাবলীল ভঙ্গিতে বেরিয়ে গেল গুহা ছেড়ে।

চুপ করে ওখানে দাঁড়িয়ে রইল রানা। টের পেল, মৃদু কাঁপছে ওর হাত, ফেলে দিতে পারবে না ছোরা। বড় করে দম নিল। আরও কয়েকবার শ্বাস নেয়ার পর ফিরল গুহার ভিতরের অংশে।

বিস্মিত বিস্ফারিত চোখে ওকে দেখছে ওরা।

কোনও প্রশ্ন তুলল না কেউ।

ভীষণ অবাক হয়েছে সবাই।

'এর কোনও ব্যাখ্যা দিতে পারবেন, কমাণ্ডার?' ঢোক গিলে জানতে চাইল তানামুরা।

ওয়েইলারের দিকে চাইল রানা। 'গুহার মুখ পাহারা দাও। এবারের মত কাজ হয়েছে, কিন্তু পরের বার না-ও হতে পারে।'

ভেজা লাইমস্টোনের দেয়ালে হেলান দিয়ে বসল রানা। এতক্ষণে হাত থেকে শিথিল হলো বাউয়ি নাইফ। সাবধানে ওটা রাখল খাপে। ভিজিয়ে নিল শুকনো ঠোঁট। ক্যান্টিন থেকে এক ঢোক পানি খেয়ে নিয়ে কথা শুরু করল, 'তোমরা বোধহয় জানো বাঘ কীভাবে শিকার করতে হয়?'

মাথা নাড়ল তানামুরা।

'সাদা কাপড় ব্যবহার করে জঙ্গলের এক অংশে তৈরি করা হয় ইংরেজি অক্ষরের বড় একটা ভি। দু'পাশ বড়জোর দৈর্ঘ্যে আধ মাইল। শেষ মুখে সরু কোণ। ওই সাদা কাপড়ের উচ্চতা বড়জোর তিন ফুট। দূর থেকে হাতি ও বিটার ব্যবহার করে সংকীর্ণ ভি'র ভেতর ঠেলে দেয়া হয় বাঘকে। কিন্তু ওই ফাঁদে পা দেয়া মানেই মৃত্যু।'

'কেন?' জানতে চাইল জিনা।

ক্লান্ত শোনাল রানার কণ্ঠ, 'কারণ, ছুটতে শুরু করে চল্লিশ ফুট লাফিয়ে পেরিয়ে যেতে পারে বাঘ, কিন্তু পেরোতে পারে না তিন ফুট উঁচু সাদা কাপড়ের বাধা। খুব ভয় তাতে বাঘের। আর

BanglaBook.org

শিকারিরা অপেক্ষা করে কাপড়ের শেষমাথায়। অনায়াসেই কাপড় টপকে যেতে পারে বাঘ, কিন্তু ওদের মগজে তা খেলে না। আর ভি'র শেষে এসে খুন হয় শিকারির হাতে।'

বিস্ফারিত চোখে রানাকে দেখল জিনা। 'লাফিয়ে পেরিয়ে যায় না কেন?'

'কেউ জানে না কেন।'

অবাক চোখে রানাকে দেখল জিনা। 'আর আপনি ওই সাদা কাপড়ের ওপর ভরসা করে মুখোমুখি হয়েছেন ওটার?' বিস্মিত হয়ে মাথা নাড়ল ও।

'সবারই কোনও না কোনও দুর্বলতা থাকে।'

'আপনার সাহস দেখে অবাক না হয়ে পারছি না,' হাসল জিনা। 'এর চেয়েও খারাপ অবস্থায় পড়েছেন কখনও?'

মৃদু হাসল রানা। 'কখনও কখনও।'

উনিশ

ধীরে ধীরে পেরিয়ে গেল দুঃস্বপ্নের রাত, এল ভোরের ধূসর আলো। গুহা থেকে বেরিয়ে ওরা দেখল, আবারও আঁধার হয়ে আসছে চারপাশ। আকাশে কালো কালির মত লেপ্টে আছে বজ্র-বৃষ্টির ঘন মেঘ। মাথার মাত্র কয়েক শ' ফুট উপরে বার-বার চমকে উঠছে নীলচে বিদ্যুৎ। এই তপ্ত পরিবেশে তুষারপাত অকল্পনীয়। কিন্তু রানা বুঝল, একবার বৃষ্টি আরম্ভ হলে তার খারাপ প্রভাব পড়বে প্রফেসরের উপর। সারা রাত তাঁর শুশ্রূষা

BanglaBook.org

করেছে জিনা।

সব গুছিয়ে নিয়ে দেরি না করে রওনা হয়ে গেল ওরা গন্তব্য লক্ষ্য করে। দুপুর পর্যন্ত ঠিক ভাবেই হাঁটতে পারলেন প্রফেসর, তারপর আরও খাড়া হয়ে উঠল সামনের পথ। তখন থেকে বার-বার থেমে বিশ্রাম নিলেন। রানা বুঝল, নিরাপদ কোথাও পৌঁছে যাওয়ার আগে আগামী রাত কাটাতে হবে বাইরে।

তার মানে, আবারও হামলা করবে ওই দানব।

ধীর গতি তুলে হেঁটে চলল ওরা। তারপর এক সময় ক্লান্ত হয়ে মাটিতে বসে পড়লেন প্রফেসর। ঘুরে দেখতে হলো না রানাকে; বুঝে গেল কী হয়েছে। সবার চলন-বলন এরই ভিতর চিনে নিয়েছে। ফিরে এসে প্রফেসরের পাশে থামল ও।

ফ্যাকাসে হয়ে গেছেন বৃদ্ধ। কাঁপছে শ্বাস। বুকের কাছে নেমে এসেছে মাথা।

'একটু বিশ্রাম নিন,' বলে আস্তে করে বৃদ্ধকে মাটিতে শুইয়ে দিল—রানা। হাতের ইশারা করল তানামুরার দিকে। দলের অন্যদের থেকে একটু দূরে সরে গেল ওরা দু'জন।

'বুঝতে পেরেছি,' বলল তানামুরা। 'আর এগোতে পারব না।'

জাপানি লড়াকুর কণ্ঠে ভয়ের ছাপ নেই। রানার মনে পড়ল তার কথা: 'জীবন থেকে কিছুই পাওয়ার নেই আমার।'

'উনি আর হাঁটতে পারবেন না,' বলল রানা, 'গতরাতের মত ওটাকে ঠেকাতে পারব, তাও ভাবছি না। ক্রমেই আরও চালাক হয়ে উঠছে। সবার গুলিও ফুরিয়ে এল প্রায়।'

চারপাশ দেখে নিয়ে বলল তানামুরা, 'প্রতিরোধ গড়তে চাইলে জায়গাটা খারাপ নয়।'

'হ্যাঁ, চারপাশে এক শ' গজ ফাঁকা জায়গা,' বলল রানা। 'কপাল ভাল হলে ঠেকাতেও পারব ব্যারেট দিয়ে।' চুপ হয়ে

BanglaBook.org

গেল।

সত্যিই জায়গাটা ভাল। কিন্তু সমস্যা: এক শ' গজ পেরোতে ছয় সেকেণ্ড লাগে ওই দানবের। এত দ্রুতগামী কাউকে লক্ষ্যভেদ করা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু চেষ্টা ছাড়া কিছুই করবার নেই ওদের।

কয়েক সেকেণ্ড পর বলল তানামুরা, 'লড়াইটা ভয়ঙ্কর হবে।'

মাথা দোলাল রানা।

প্রফেসরকে সাবধানে তুলে সামান্য পানি খাইয়ে দিল রানা। ভূতের মত ফ্যাকাসে ধূসর হয়ে গেছেন মানুষটা। তিরতির করে কাঁপছে দু'হাত। নড়ছেন আড়ষ্ট ভঙ্গিতে।

'এখন কেমন বোধ করছেন, ডক্টর?' নরম সুরে জানতে চাইল রানা।

'ভাল, বাছা,' হাসলেন তিনি। 'রাতে ভাল ঘুমাতে পারলে দেখবে আগামীকাল তোমার আগে আগে দৌড় লাগাব।'

'তা-ই?' হাসল রানা। কু ডাকছে ওর মন। 'আপাতত বিশ্রাম নেবেন। কালকে দেখব কে কাকে দৌড়ে হারায়।' প্রসঙ্গ পাল্টাল, 'একবার চারপাশ ঘুরে আসছি। আপনার দিকে খেয়াল থাকবে জিনার। কিছু লাগলে ওকে বললেই ব্যবস্থা করবে।'

মৃদু হেসে আবার গম্ভীর হয়ে গেলেন প্রফেসর, 'রানা, তুমি কি জানো, ওই মিষ্টি মেয়েটা তোমার প্রেমে পড়েছে?'

'না তো!' অবাক হলো রানা। তারপর বলল, 'আপনি ইয়ং ম্যান, আপনাকে ডিঙিয়ে আমাকে পছন্দ? ঘোড়া ডিঙিয়ে...'

'না, সিরিয়াস, রানা,' বললেন প্রফেসর, 'সারা রাত আমার সেবা করেছে। তখন দেখেছি বার-বার ওর চোখ গেছে তোমার ওপর। তুমি বোধহয় ঠকবে না ওকে বিয়ে করলে।'

'আমি না হয় ঠকলাম না, স্যর, কিন্তু ও যে ঠকবে না, তার নিশ্চয়তা দেবে কে?' উঠে দাঁড়িয়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেল

BanglaBook.org

রানা। বুকে কেমন চাপা অভিমান। তা কেন, জানে না। আসলে ওর চিরকালের একাকী এই জীবনে এসব কথা শুনলে কেমন যেন গোলমাল হয়ে যেতে চায় সব।

তানামুরার সঙ্গে মিলে যে সীমানা স্থির করেছে, তা ঘুরে দেখল রানা। এক শ' গজ জায়গাটা প্রায় চতুর্ভুজ।

মাঝে ব্যারেট রাইফেল হাতে পাহারা দেবে জিনা। চোখে নাইট ভিশন গগলস। কানে 'উলফ ইয়ার' বা বিশেষ ডিভাইস, অ্যামপ্লিফাই করবে অতি ক্ষীণ সব আওয়াজ।

জ্বেলে দেয়া হয়েছে প্রকাণ্ড আগুন। ওদিকে পিঠ রেখে বৃত্ত তৈরি করেছে অন্যরা। দাঁড়িয়ে আছে তানামুরা, হাতে এমপি-৫।

ওর সামনে থামল রানা। 'এই জায়গার বাড়তি সুবিধা আছে, তানামুরা।'

'তাই?' আবেগহীন সুরে বলল জাপানি লড়াকু।

'বোধহয় ঠেকিয়ে দেয়া যাবে ওটার হামলা।'

বিস্ময় নিয়ে রানাকে দেখল তানামুরা। সরু হয়ে গেল চোখ। 'কী করে?'

'উল্টো চ্যালেঞ্জ ছুঁড়তে হবে।'

বিস্ময় বাড়ল জাপানির। 'কীসের চ্যালেঞ্জ! আমরা আমাদের সাধ্য মত করেছি। তারপরেও হারতে বসেছি। আপনি আসলে কী বলতে চান তা...'

'ওটা জন্তু, তানামুরা,' বাধা দিয়ে বলল রানা, 'চিন্তা অন্যরকম। এই জঙ্গলের সেরা আলফা মেল ওটা। সবচেয়ে শক্তিশালী। জঙ্গলের সম্রাট। আমরা আছি তার এলাকায়। তা ভাল লাগছে না, কাজেই বুঝিয়ে দিচ্ছে, আমরা আসলে কিছুই নই।'

'আচ্ছা?' মাথা দোলাল তানামুরা।

'কিন্তু আমরা বুঝিয়ে দেব, আসলে জঙ্গলের সম্রাট সে নয়।

BanglaBook.org

এই চ্যালেঞ্জ ঠেলে ফেলতে পারবে না চাইলেও।'

কয়েক সেকেণ্ড পর বলল তানামুরা, 'আপনি আসলে কী বলতে চাইছেন, রানা?'

চারপাশের কালো জঙ্গল দেখাল রানা। 'আমি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলে নিজের সম্মান রাখতে গিয়ে সাড়া দেবে সে। আমি হব জঙ্গলের নতুন আলফা মেল। ভয়ঙ্কর ঘৃণা করবে আমাকে। আমার ভুল না হয়ে থাকলে ক্যাম্পের কথা ভুলে পিছু নেবে।'

'আপনি জঙ্গলে একা...'

'হ্যাঁ। তাড়া না করে উল্টো ওটাকেই সুযোগ দেব আমাকে ধাওয়া করতে। উল্টো ফাঁদে ফেলব। প্রথমে অবাক হবে, তারপর রেগে গিয়ে শুরু করবে ধাওয়া। ওকে নিয়ে যাব দক্ষিণে।'

মাথা নাড়ল তানামুরা। 'বোধহয় ঠিক হবে না। আঁধার জঙ্গলে ওটা ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে আপনাকে।'

হাঁটুর কাছে মোকাসিনের বাঁধন ঠিক করল রানা। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মৃদু হেসে বলল, 'চেষ্টা করবে, কিন্তু সফল না-ও হতে পারে। সত্যিই যদি বুলফ্রগের ডানা থাকত, লাফ দিয়ে দূরে পড়ার সময় পিছনে ব্যথা পেত না। ...সঙ্গে হাণ্টারকে নেব। ওর কারণে চট্ করে বুঝে যাব, আশপাশে কেউ আছে কি না। আমরা দু'জন ওটাকে সরিয়ে রাখব ভোর পর্যন্ত।'

'খুন হয়ে যাবেন, মিস্টার রানা। এত বড় ঝুঁকি নেয়া ঠিক নয়।'

'এই বিড়াল-ইঁদুর খেলা ছাড়া উপায়ও নেই। যদি ভোরে না ফিরি, দেরি না করে অন্যদের নিয়ে চলে যাবে দক্ষিণ-পশ্চিমে বিশ মাইল দূরে। ইকিমা ক্রিক ধরে পাঁচ মাইল গেলে পেরোতে পারবে ঝর্না। আরও পাঁচ মাইল পর পড়বে রিসার্চ স্টেশন। ছয় ঘণ্টা চললে ওখানে পৌঁছে যাওয়ার কথা।'

'প্রফেসর এত হাঁটতে পারবেন না।'

BanglaBook.org

'একটা স্ট্রেচার তৈরি করে বয়ে নেবে।' কাঁধ থেকে প্যাক নামিয়ে ভিতরে দেখল রানা। পরখ করল কোমরের পুরু চামড়ার বেল্ট। ওটা থেকে বের করল মুঠোয় আঁটে এমন এক খাটো ধাতব দণ্ড ও কয়েক ফুট তার।

'এগুলো দিয়ে কী হবে?' জানতে চাইল তানামুরা।

গম্ভীর হয়ে গেল রানা। 'বাঁচার শেষ চেষ্টা।' আবারও গুঁজে রাখল বেল্টে। কাঁধে ঝুলিয়ে নিল মারলিন রাইফেল। একবার দেখল প্রায় আঁধার জঙ্গল। গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'তা হলে শুরু হলো খেলা!'

নিচু স্বরে 'হান্টার!' বলে ডাক দিতেই তিন সেকেণ্ড পর ওর পাশে পৌঁছে গেল নেকড়ে।

'প্লিয, আরেকবার ভাবুন, মিস্টার রা...'

মাথা নাড়ল রানা। 'আমরা যাকে শিকার করতে চাই, সে-ও কিন্তু শিকার করতে চাইছে আমাদেরকে।'

দ্রুতপায়ে জঙ্গলের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল রানা।

BanglaBook.org

বিশ

ঘন কালো মেঘ ও নৈঃশব্দ্য ভরা নিরানন্দ বিকেলে ডিগবার্ট পয়েন্ট রেস্টুরেন্টে ঢুকল ডেপুটি ইউ.এস. মার্শাল টম জেরাল্ড। অফ ডিউটি ও অন ডিউটি সরকারী এজেন্টদের কাছে এই সুস্বাদু খাবারের কম খরচের রেস্তোরাঁ প্রিয়। মালিক অবসরপ্রাপ্ত এক এফবিআই এজেন্ট। নাম হ্যাঙ্ক ডিগবার্ট। তার আরেকটা নাম:

পাথর ভাঙা।

পঁচিশ বছর আগে পেয়েছে ওই খ্যাতি। তখন ডেপুটি মার্শাল ছিল। আটকা পড়েছিল এক জ্বলন্ত বাড়ির ভেতর। দরজা ধসে যেতে কোথাও যাওয়ার ছিল না তার। সবাই জানত আগুনে পুড়ে মরছে হ্যাঙ্ক ডিগবার্ট। কিন্তু হলওয়ে থেকে দৌড় শুরু করে নতুন একটা বহির্গমন-পথ তৈরি করে নিল সে দেয়ালে। মাথার গুঁতো দিয়ে ইঁট-পাথর ভেদ করে বেরিয়ে এল খোলা জায়গায়। পরবর্তী সময়ে তার ক্যারিয়ারে কাঁঠালের আঠার মত এঁটে বসেছিল ওই নাম।

ভিতরে পরিচিত কয়েকজনকে দেখে তাদের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করল টম জেরাল্ড। নানান আলাপ চলছে ঘরে। নতুন এই সরকার একেবারে শেষ করে দিচ্ছে আমেরিকার সব মান-সম্মান ইত্যাদি। ঘর পেরিয়ে কিচেনে ঢুকে টম জেরাল্ড দেখল, স্টেইনলেস-স্টিলের এক কাউন্টারের পিছনে ব্যস্ত *পাথর ভাঙা*। স্যাণ্ডউইচ তৈরি করবে বলে দুই হাতে কচাকচ কাটছে মিটবল ও লেটুস পাতা।

ধূসর হয়েছে ডিগবার্টের চুল, কিন্তু গত ত্রিশ বছরের ক্রুকাট চুলের ডিযাইন পাল্টে নেয়নি। তার ধারণা: অর্থনৈতিক ও অন্যান্য কারণে এভাবে চুল ছেঁটে রাখা খুবই যৌক্তিক। প্রকাণ্ড ষাঁড়ের পুরু কাঁধের মত তার দু'কাঁধ। গরিলা সদৃশ দানবীয় দু'হাত আর গাছের গুঁড়ির মত উরুর পেশি এখনও নিরেট পাথর। কিন্তু ধীরেসুস্থে সামনে বাড়ছে পেট।

টম জেরাল্ডকে দেখে ভুরু কুঁচকে গেল তার। পরক্ষণে দু'ঠোঁট গিয়ে ঠেকল দু'কানের কাছে। পেটে গুঁজে রাখা কাপড়ে হাত মুছল। আরও চওড়া হলো হাসি। 'আরে, বাছা! আজকাল তোমাকে কী ধরনের কাজ দেয় ওরা? পেট চলছে কীসে?'

একটা মিটবল তুলে কামড় দিল জেরাল্ড। 'আগের মতই এর

পাছায় ওর পাছায় লাথি মেরে পেট চলছে।'

'ঠিক যেভাবে শিখিয়েছি, না কি?' হাসল ডিগবার্ট।

লোভী চোখে মিটবলের দিকে তাকাল জেরাল্ড। 'দারুণ তো! কে বানাল এই মাল? ...তুমি?'

'না, রাঁধার কাজ ক্যারিই করে। আমার বাচ্চা ক্যারি করা থেকে শুরু করে সবই চালিয়ে যাচ্ছে ওই বদমেজাজী বেটি ক্যারি। আমাকে বসিয়ে রেখেছে দারোয়ান হিসেবে।'

'ভদ্রমহিলা রাঁধেও বটে!' হাসল জেরাল্ড। 'আমি দারোয়ান হওয়ার সুযোগ পেলে খেয়ে সাফ করে দিতাম সব। ...তো রিটায়ারমেন্টের পর কেমন লাগছে, বস?'

'খারাপ না, বাছা, একবার অবসর পেলে আমার মত করে বড় অফিসারকে বলতে পারবে: "ঢের শুনেছি তোর ধমক; আরে, শালা, এবার পারলে চুমু দে আমার লালচে পাছায়!" এসব শুনে কিচ্ছু করতে পারবে না ওরা, উল্টো আবার পেনশনও দেবে। হিম শীতল প্রতিশোধ একেই বলে।' চেহারা সিরিয়াস হয়ে গেল তার। 'কিন্তু এসব জ্ঞান নিতে আসোনি তুমি, বাছা। ব্যাপারটা কী? নাকি সত্যিই বুড়োটাকে দেখতে এলে?'

মৃদু হেসে মাথা নাড়ল টম, বসে পড়ল সামনের টুলে। 'জরুরি জ্ঞান দরকার, বস।'

স্যাণ্ডউইচ তৈরি হয়ে যেতেই হাঁক ছাড়ল *পাথর ভাঙা*। 'অ্যাই, নিয়ে যাও!' ওয়েইটার জিনিসটা প্লেটে তুলে নিয়ে যাওয়ার পর বলল, 'সিআইএ-র শালারা হাঙরের মত বিয়ার শেষ করে। বোধহয় অন্তরের মারাত্মক সব পাপ ভুলতেই। চলো, বাছা, বিয়ার শেষ হলো কি না দেখতে হবে। কাজ করতে করতে আলাপ করা যাক।'

তার পিছু নিল জেরাল্ড, চলেছে স্টোররুম লক্ষ্য করে।

'আসলে কী হয়েছে?' জানতে চাইল ডিগবার্ট।

BanglaBook.org

'এখনও চারপাশের খবর রাখো?' স্টোররুমে ঢুকে বিয়ারের একটা কেসের উপর বসল জেরাল্ড।

পাশ থেকে চার কেস বিয়ার অনায়াসেই তুলে আরেক দিকে সরাল ডিগবার্ট। 'আসলে, বাছা, আগের মতই কান পেতে রেখেছি।'

'আলাস্কার কয়েকটা স্টেশনের ব্যাপারে কিছু শুনেছ? ওদিকে নাকি গোলমাল হয়েছে?'

আরও চার কেস বিয়ার সরিয়ে রাখল ডিগবার্ট। ধীরে ধীরে ঘুরে চাইল জেরাল্ডের চোখে। 'তা হলে ওরা ওই কাজটা তোমাকে দিয়েছে?'

মাথা দোলাল টম।

বিরক্ত হয়ে পেটের কাপড়ে হাত মুছল ডিগবার্ট। 'বেশি কিছু শুনিনি। মারা গেছে কয়েকজন সৈনিক। একেবারে যা-তা অবস্থা। ...সিআইএ-র শালাদের ভয়ে এবার বাংকারে বিয়ার রাখতে হবে!'

'খবরটা কি সিআইএ থেকে পেয়েছ?'

'না, বাছা। ভাবলে কীভাবে ওদেরকে বিশ্বাস করব? এত বড় গাধা কখনও ছিলাম না। ভেবেছিলাম ভাল করেই তোমাকে শেখাতে পেরেছি, তুমি দেখছি ভেঙে দিচ্ছ আমার মন! ওদের কাছ থেকে একটা আপেল কিনলেও আগে নিজের দু'পকেটে হাত রাখব। নইলে চুরি করবে সব।' গমগমে হাসি দিল সে। 'না, ওই খবর পেয়েছি আপটাউনের এক বন্ধুর কাছে। শুনেছি আর্মি বা মেরিন ওই কাজ নিয়েছে, অবশ্য জানি না পুরো কর্তৃত্ব কাদের। মেরিনরা খুব অসন্তুষ্ট। খুন হয়েছে ওদের অনেকে। কিন্তু মুখ খুলছে না কেউ। তার মানে, বুঝে নাও, ভিতরে বড় ধরনের গোলমাল আছে।'

টম জেরাল্ডকে দেখল ডিগবার্ট। নিজের ছেলের মত এই

BanglaBook.org

যুবককে অন্তর থেকে পছন্দ করে। বেশ কয়েক বছর আগে রুকি ডেপুটি মার্শাল ছিল জেরাল্ড, তখন ট্রেনিং অফিসার ছিল সে নিজে। 'এর সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কী, বাছা? মিলিটারি অ্যাফেয়ার তোমার জুরিসডিকশনের বাইরে।'

কাঁধ ঝাঁকাল টম। 'ওখানে কী ঘটছে তা দেখতে বলা হয়েছে আমাকে, ডিগ। ওই ঝামেলা এখন আমার নিজের।'

'সিআইএ নিজেদের দোষে পোঁদে লাথ্ খেলে, তাতে তোমার কী?'

প্রিয় গুরুর চোখে নিষ্পলক চাইল জেরাল্ড। 'ওদের পাছার খবর বের করতে বলেছে আমাকে।'

আরও গম্ভীর হয়ে গেল ডিগবার্ট।

টম দেখল, আগের মতই শক্তপোক্ত রয়ে গেছে ওর প্রাক্তন বস। এখনও গর্দান জড়িয়ে ধরে মাটিতে ফেলে দিতে পারবে বড় ষাঁড়কে।

গলা নিচু করল ডিগবার্ট, 'তোমাকে ফাঁদে ফেলা হয়নি তো, বাছা? সিআইএ-র ভেতর শত্রু তৈরি করেছ?'

'না।' মাথা নাড়ল জেরাল্ড। 'গলা-ছেলা শকুন খেপে গেছে। ভাল করেই চেনো তাকে। মরে গেলেও নিজের লোককে ফাঁদে ফেলতে দেবে না। আমি আসলে বুঝতে পারছি না, কী ঘটছে। তবে একদল মেরিন খুন হতেই খেপে গেছে কয়েকজন সিনেটর।'

'কাজেই অফিশিয়াল লাইনে কাজ করতে পারবে না।'

'হ্যাঁ। বুড়ো রিগানের আমলের মতই, যা করার করতে হবে চুপচাপ।'

মাথা দোলাল ডিগবার্ট। 'বুঝেছি। আজ রাতে বাসায় এসো। দেখব কী করা যায়। আরেকটা কথা, ভুলেও বইয়ের গোয়েন্দাদের মত খোঁজ-খবর নিতে যেয়ো না। চুপ করে বসে থাকো লক্ষ্মী ছেলের মত। মাথা থাকবে নিচু, মুখ একেবারে বন্ধ—

BanglaBook.org

যেমন শিখিয়েছি। পরে কথা বলব তোমার সঙ্গে।'

উঠে দাঁড়াল টম জেরাল্ড। 'আমার ঋণ আরও বাড়ছে, ডিগ।'

চোখ টিপল *পাথর ভাঙা*। 'ঋণ অলওয়েয বাড়বে।'

মৃদু হেসে স্টোররুম থেকে বেরিয়ে এল টম জেরাল্ড।

'এ হতে পারে না!' ফিসফিস করল নিনা সয়্যার। সরু হয়ে গেছে দু'চোখ। আবারও দেখল ডিএনএ-র স্ট্র্যাণ্ডের প্রিন্টআউট। 'না, টিপা, এ কোনও ভাবেই হতে পারে না! আমরা কখনও এই জিনিস দেখিনি!'

মাথা দোলাল টিপা। 'জানি, কিন্তু চোখ মিথ্যা না। মেশিনও মিথ্যা বলে না।'

চুপ করে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের ডিসপ্লে দেখছে ওরা।

'কণ্ট্যামিনেটেড না হলে, এ সত্যিই অবিশ্বাস্য,' দশ পাতা সংখ্যা, গ্রাফ, ও তুলনামূলক চার্ট দেখছে নিনা। 'হায়, ঈশ্বর,' বিড়বিড় করল, 'ইনহিবিটরের ফাইব্রোনেকটিন আর টালিন দেখেছ? এ কী করে সম্ভব? এ তো ঠেকিয়ে দেবে যে-কোনও ইনফেকশন! বা দেখো অকল্পনীয় এপিনেফ্রিন! জীবনেও এ ফ্যাক্টর দেখিনি। ...জন্তুটা আসলে কী– মানুষ, দেবতা না দানব?'

'ওটার নিরানব্বুই পার্সেন্ট ডিএনএ হোমো সেপিয়েন্সের,' বলল টিপা। 'অন্য অংশ যে কী, জানেন শুধু ঈশ্বর! পিনের ডগায় থাকতে পারবে লাখে লাখে। আমাদের ডিএনএ ব্যাঙ্কে এ জিনিস নেই। কিন্তু রেসট্রিকটিভ এনযাইম আর রেট্রোঅ্যাকটিভ প্রোটিন অস্বাভাবিক শক্তি দিচ্ছে ইমিউন সিস্টেমকে। জানি না ওটা কী বা কীভাবে তৈরি করা হয়েছে, কিন্তু মূল কথা: ওটা বাস্তব। এটাও জানি না কীভাবে ওটাকে ক্লাসিফাই করব।'

প্লাস্টারের ছাপ থেকে পাওয়া লেজওয়ালা আলোককণার ইমেজের দিকে চুপ করে চেয়ে রইল নিনা সয়্যার। চোখ সরাতে

Banglabook.org

পারছে না ছবি থেকে। কিছুক্ষণ পর শক্ত হয়ে গেল চোয়াল। মনে হলো রেগে গেছে। আড়ষ্ট স্বরে বলল, 'ঠিক আছে, বুঝলাম। সব রেকর্ড করো। তিনটে কপি করবে। জানোই তো কোথায় কোথায় পাঠাতে হবে। একটা নিয়ে যাব ল্যাংলির ল্যাবের জন্যে। ওদেরকে দেখাতে হবে, নইলে বিশ্বাস করবে না।' কয়েক মুহূর্ত পর বলল, 'নিজেই তো জানি না এসব বিশ্বাস করব কি না!'

একুশ

আঁধার গভীর অরণ্যে পাশে হান্টারকে নিয়ে নিঃশব্দে হেঁটে চলেছে মাসুদ রানা, খুব সতর্ক। খেয়াল করছে প্রতিটি ছায়া। ভাল করেই জানে, মাত্র শুরু হয়েছে আতঙ্কের দীর্ঘ রাত।

বিশ মিনিট পর প্রথমবারের মত টের পেল, বেশি দূরে নেই সেই দানব। বড়জোর ছয় শ' গজ উত্তরে। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে মাটিতে পড়ছে চাঁদের রুপালি আলো। বসে পড়ে চারপাশের জঙ্গল দেখল রানা, ফিসফিস করল, 'চল্, হান্টার!'

শিকার ধরবার সময় এই নির্দেশে অভ্যস্ত নেকড়ে।

উত্তর দিক লক্ষ্য করে ছুট লাগাল রানা, দানবটা বুঝবার আগেই কমিয়ে নিতে চাইছে মাঝের দূরত্ব।

ডানে মাঝারি এক বোল্ডার পেয়ে লাফিয়ে উঠল ওটার উপর, পরক্ষণে আরেক লাফে নেমে গেল উপরের ঢালে। মস্ত লাফে বোল্ডার টপকে রানার পাশে নিঃশব্দে নামল নেকড়ে।

ঝড়ের বেগে কোনাকুনিভাবে টিলা বেয়ে উঠছে ওরা।

BanglaBook.org

আওয়াজ তুলছে না রানার মোকাসিন মোড়া পা। এক মিনিটে গিয়ে থামল চূড়ায়। মাত্র দশ ফুট নীচে গিরিখাদ। প্রস্থে বড়জোর দশ ফুট। ঘুরে পিছনে চাইল রানা, ধেয়ে আসছে দানবের মত একটা ছায়া। ইতস্তত করে থেমে দেখল চারপাশ।

চাঁদের ম্লান আলোয় দেখা গেল তার রাগী, লালচে চোখ। মাথা ঝাঁকি দিয়ে একবার এদিক, আবার ওদিক দেখছে। ব্যস্ত হয়ে খুঁজছে শত্রুকে। হয়তো রানার গায়ের গন্ধ পেয়ে জেনেছে, হাতের নাগালের খুব কাছে শিকার। এখন ভাবছে কোথায় গেল শত্রু!

রানা নিশ্চিত, নড়লেই ওকে দেখবে দানব। দু'সেকেণ্ড পর পিছিয়ে গেল কয়েক পা। চুলকে দিল হাণ্টারের কান। নেকড়ের জানা হয়ে গেল কী করবে বন্ধু।

গিরিখাদের দিকে দৌড় শুরু করল রানা, তারই মধ্যে চট্ করে দেখল পিছনে।

চোখের কোণে কাউকে নড়তে দেখে চরকির মত ঘুরে চেয়েছে জানোয়ারটা। মনে হলো গুলি খেয়েছে বুকে। চাঁদের আলোয় পরিষ্কার দেখল, মস্ত এক কালো নেকড়ের পাশে ছুটছে এক লোক। লাফিয়ে ভেসে উঠেছে, নেকড়ে নিয়ে নেমে গেল গিরিখাদের দিকে।

নিঃশব্দে গিরিসংকটে নামল রানা, পাশেই হাণ্টার। দৌড়ে চলেছে ধনুক থেকে ছোঁড়া তীরের মত। এখানে ওখানে রগের মত ফোলা গাছের পুরু সব শেকড় ও ছোটবড় বোল্ডার। হার্ডল্স্ রেসের মত ছুটে চলেছে ওরা। তারই মাঝে বার-বার থামছে রানা, ঠিক জায়গা বাছাই করে পেতে রাখছে নানান ফাঁদ। সামনে পড়ল টিলা বেয়ে নেমে যাওয়া এক বরফাচ্ছন্ন ঝর্না। তলা দিয়ে বইছে পানি। সামনের গাছের মোটা ডাল ধরে নিজেকে টেনে উপরে তুলল রানা। এক গাছ থেকে আরেক গাছে সরতে শুরু

BanglaBook.org

করে চলে গেল কমপক্ষে এক শ' গজ, তারপর নামল মাটিতে।

সামনেই পাথুরে মস্ত এক সমতল চাতাল। দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে কমপক্ষে দু' শ' গজ। আদিম আমলে ওটাকে ক্ষুরের মত কেটে মসৃণ করেছে কোনও গ্লেসিয়ার। পরবর্তী সময়ে অগ্ন্যুৎপাত, বন্যা বা ভূমিকম্পে পড়েছে অসংখ্য বোল্ডার। ওই পাথুরে চাতাল পেরোতে চাইলে যেতে হবে আঁকাবাঁকা, জটিল এক পথে। রওনা হয়ে গেল রানা। বার-বার সরল ট্রেইল থেকে। যেসব জায়গায় অ্যাম্বুশ হতে পারে, সেসব জায়গা এড়িয়ে গেল সাবধানে। ব্যয় করল পুরো দশ মিনিট, অন্তত বারোবার দ্রুত ছুটে চাতালে তৈরি করল নতুন সব ট্রেইল। কয়েকবার গেল জঙ্গলের কিনারায়। কাজ শেষ হলে ভাবল, ওদের গায়ের গন্ধ আর নতুন নতুন ট্রেইলের গোলকধাঁধায় বিভ্রান্ত হবে দানব, সহজ হবে না ওদেরকে খুঁজে বের করা। ঘর্মাক্ত দেহে এক জায়গায় থামল রানা, অবশ হয়ে আসছে দু'পা। কিন্তু মোটেও ক্লান্ত নয় হান্টার, খুব মজা পেয়েছে ছোটাছুটি করে।

'কী রে?' ভুরু নাচাল রানা, 'তুই লড়তে চাস, তা-ই না?' নেকড়ের মাথা চুলকে দিল। 'ভাবিস না, ওটা আলফা মেল না। তুই আসলে চিরকালের সেরা আলফা মেল।'

দু'মিনিট পর হিম শীতল, অগভীর এক ঝর্নায় নামল রানা। রওনা হয়ে গেল ভাটিতে। কিছু দূর যাওয়ার পর পেয়ে গেল পাড়ে বড় একটা গাছ। ওটা থেকে ঝর্নার দিকে এসেছে শক্তপোক্ত ডাল। কিন্তু হাতের আওতার বাইরে। কাছাকাছি গিয়ে বেল্ট থেকে স্টিলের টিউব ও টাইটেনিয়াম তার বের করল রানা। তখনই খেয়াল করল, মাথার তিন ফুট উপরে ভাঙা আরেকটা ডাল। ওটার নীচে পৌঁছে তারের ল্যাসো উপরে ছুঁড়ল রানা। ঠিক ভাবেই খাটো ডালে এঁটে বসল ওটা। ঝর্নার শীতল স্রোত কুলকুল করে বইছে ওর দু'পা ঘিরে।

BanglaBook.org

টাইটেনিয়ামের তার বেয়ে উঠতে হবে উঁচু ডালে। কাজে নামতেই ধারালো তার কেটে বসতে চাইল হাতের দু'তালুতে। তীব্র ব্যথা পাত্তা দিল না রানা। উঠছে দু'বাহুর জোরে। মাত্র পাঁচ সেকেণ্ডে চেপে বসল ভাঙা, খাটো ডালে। একবার দেখল হাতের রক্তাক্ত তালু।

বিশ্রাম নিল পুরো এক মিনিট, ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হলো শ্বাস-প্রশ্বাস। ভীষণ শীত লাগছে ঝর্নার পানিতে ভিজে। কিন্তু একটু পরেই শুকিয়ে যাবে গায়ের কাপড়। ততক্ষণ কষ্ট করতেই হবে। ডালের ডগার কাছে গভীর ভাবে এঁটে বসেছে ল্যাসো, খুলে নিতে চাইল রানা। কিন্তু পুরো পাঁচ মিনিট চেষ্টা করেও সফল হলো না। উতে ইণ্ডিয়ান গিঁঠ ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছে ল্যাসো। কোথাও চেপে বসলে খুলবে না। বাউয়ি নাইফ বের করে ডালের ডগা কেটে উদ্ধার করল ল্যাসো। গুটিয়ে রাখল বেল্টে। আগেই ঠিক জায়গায় রেখেছে টিউব। বড় আরেকটা ডাল বেয়ে চলে গেল পাশের গাছে। নিজেকে ওর মনে হলো বাঁদর। এক ডাল থেকে আরেক ডালে চলেছে। শেষ গাছ থেকে নামল কমপক্ষে এক গজ দূরের মাটিতে।

অপেক্ষা করল ওখানে বসে।

পাশেই হান্টার। কান পেতে শুনছে রাতের আওয়াজ।

ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছা হলো রানার। থলি থেকে নিল খানিকটা পেমিক্যান। শক্তি ফিরে পেতে হবে। হান্টারকে দিল বড় এক খণ্ড বিফ জার্কি। শুকনো খাবার চিবাতে শুরু করে ভাবতে লাগল: যদি সত্যিই ট্রেইল খুঁজে নেয়, বুঝতে হবে, শুধু যে প্রখর দৃষ্টিশক্তি আছে, তা নয়, নেকড়ের মতই প্রবল ঘ্রাণেন্দ্রিয়ও আছে ওটার।

আরও কী ধরনের ক্ষমতা আছে, তা জেনে নেয়া খুবই জরুরি। নিজে কী ধরনের সুবিধা পাবে আর কী নয়, তাও

BanglaBook.org

আগেই বুঝে নিতে হবে।

ধীরে ধীরে পেরিয়ে গেল দীর্ঘ পাঁচ ঘণ্টা।

এ সময়টুকু বিশ্রাম নিল রানা। তারপর হঠাৎ করেই শুনল ঝর্নার উজানে ছপাৎ-ছপাৎ আওয়াজ তুলে আসছে কেউ।

যা বুঝবার বুঝে গেল রানা, দেরি না করে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ঝেড়ে দৌড় দিল। ওই দানব যে শুধু অতিমানবের মত শক্তিশালী, তা-ই নয়, ওটার ক্লান্তি বলতেও কিছু নেই।

মাথায় জেদ চাপল রানার। বিশ্রাম পেয়েছে বলে দৌড়াতে পারবে মাইলের পর মাইল। ঠিক করল, আসুক ওটা পিছনে। কয়েক ঘণ্টা পর সূর্য উঠবে যখন, প্রয়োজনে তখনও ছুটবে ও।

এই অসম রেসে জেতার সম্ভাবনা একেবারেই নেই ওর, তাও নয়।

ক্ষিপ্র চিতার মত ছুটতে শুরু করেছে রানা। কুঁজো হয়ে এড়িয়ে গেল নিচু একটা ডাল, তীরের গতি তুলে ঢুকে পড়ল বোম্ভারের আঁকাবাঁকা জটিল পথে। বাধ্য হলে লাফিয়ে টপকে যাচ্ছে পাথুরে বাধা। একটু পর পর পাল্টে নিচ্ছে দিক। অন্ধকারে বার-বার মুখে-হাতে লাগছে ডালপালা, পরোয়া নেই। কিছুক্ষণ পর জ্বলতে লাগল ফুসফুস, অবশ হয়ে এল পা। কিন্তু না থেমে পিছনে ফেলছে জঙ্গল, ঝর্না ও টিলা। আরও কিছুক্ষণ পর ফুরিয়ে গেল জঙ্গল, সামনে ফাঁকা জমি। এখানে এসে হাঁটবার গতি স্বাভাবিক করল রানা। এই গতি ওকে অনায়াসে পৌঁছে দেবে পঞ্চাশ মাইল দূরে। সামান্য বিশ্রাম নিয়ে আবারও পাড়ি দিতে পারবে আরও চল্লিশ বা পঞ্চাশ মাইল।

Banglabook.org

কিন্তু কিছুক্ষণ পর গতি আবারও বাড়ল রানার, হেঁটে চলল দীর্ঘ পদক্ষেপে। সাত মাইল পেরোবার পর সামনে পড়ল প্রকাণ্ড গাছের এক উপত্যকা। আঁচ করল, এত দ্রুত হাঁটলে ক্লান্ত হয়ে পড়বে দশ-বারো মাইল গেলেই। কিন্তু গতি না কমিয়ে হেঁটে

চলল একটানা।

অ্যাসপেনে সারাদিন হেঁটে পিছনে ফেলেছে বড় জঙ্গল, কিন্তু তখন ধরে রাখতে হয়নি এই গতি। শীতের ভেতর ওর গাল বেয়ে দরদর করে নামছে ঘাম, ভিজে গেছে চামড়ার শার্ট। সামনে থেকে আসছে হু-হু ঠাণ্ডা হাওয়া। চারপাশে চাদর বিছিয়ে দিয়েছে ঘন কুয়াশা। দেখা যাচ্ছে না বেশি দূর। দ্রুত হাঁটতে গিয়ে জ্বলছে ফুসফুস। বিশাল এই প্রকৃতির মাঝে দূর থেকে দূরে চলেছে। অনেকক্ষণ ছন্দবদ্ধ ভাবে কাঁধ থেকে দুলছে বলে অবশ হয়ে এল দু'হাত। যেন ফুলে উঠছে দু'পা। সামান্য টলতে শুরু করেছে রানা। কিন্তু ওর পাশে অনায়াস ভঙ্গিতে হেঁটে চলেছে হান্টার।

রানার মনে হলো, জীবনের সবচেয়ে বড় ভুলটা হবে এখন যদি বেকায়দা ভাবে মচকে যায় পা, একেবারে অসহায় হয়ে পড়বে আঁধারে।

একটা টিলার উপর উঠবার পর রানার মনে হলো, অনেক সরে এসেছে। যেন দাউ-দাউ করে জ্বলছে ফুসফুস, নড়তে চাইছে না হাত-পা, চোখের সামনে সব দৃশ্য আবছা।

না, যথেষ্ট হয়েছে।

দেরি না করে বসে পড়ল রানা মাটিতে।

তখনই দূর থেকে ভেসে এল ভয়ঙ্কর এক ঘড়-ঘড়ে গর্জন।

না, আসলে বিশ্রামের সময় নেই!

আবারও উঠে দাঁড়াল রানা, মৃদু টলতে টলতে রওনা হয়ে গেল। ওর চোখ পড়েছে সরু এক শৈলশিরার উপর।

ওখানে পৌঁছুতে হবে।

সামনে বাঁকা সিঁড়ির মত নেমেছে গ্র্যানেটের ধাপ।

নামতে শুরু করে দশ ফুট পেরিয়ে দ্বিতীয় ধাপে পা রাখল রানা। তারপর তৃতীয় ধাপে নামল কয়েক সেকেণ্ড পর। হান্টারের জন্য দুশ্চিন্তা নেই। খাড়া ধাপ বুঝে সাবধানে নামবে। তৃতীয়

BanglaBook.org

ধাপে বসে পড়ল রানা, কান পাতল। অপেক্ষা করল, যাতে স্বাভাবিক হয় শ্বাস-প্রশ্বাস। স্থির থেকে ভাবতে চাইল। ফিতা সরিয়ে ডান হাতে নিল মারলিন রাইফেল। নিঃশব্দে পাশে বসে পড়ল হান্টার।

রক্ত-পিশাচটা ঠিকই পিছু নিয়েছে, ভাবল রানা। সহজ হয়নি ওদেরকে অনুসরণ করা। পাথুরে এলাকা, ঝর্না, টিলা, র‍্যাভিন, শৈলশিরা– এসব জায়গায় বার-বার বাধা পড়েছে। পিছিয়ে গিয়ে নতুন করে খুঁজে বের করতে হয়েছে ট্রেইল। বহুবার হতে হয়েছে হতাশ, কিন্তু হাল ছাড়েনি দানব।

মট্ আওয়াজ তুলে ভাঙল শুকনো একটা ডাল।

কপাল থেকে ঘাম ঝাড়ল রানা। সতর্ক চোখে চেয়ে রইল উপরের সংকীর্ণ শৈলশিরার দিকে। আর বড়জোর কয়েক মিনিট, তারপর ওদেরকে দেখতে পাবে ওটা।

হয়তো মাত্র দু' শ' গজ দূরে।

কী করবে, ঝড়ের বেগে ভাবছে রানা। চাইল চারপাশে। এমন কোনও অ্যাম্বুশ চাই, যেটার কারণে বাঁচবে।

বুদ্ধি দিয়ে হারাতে হবে দানবটাকে।

কিন্তু পাথুরে এই এলাকায় কোথায় অ্যাম্বুশ করবে?

কীভাবে?

জঙ্গলে আবারও ডাল ভাঙবার আওয়াজ শুনল রানা।

আওয়াজটা টিলার উপরে। পঞ্চাশ গজ দূরে।

ঘুটঘুটে রাতে আবারও নেমে এসেছে নীরবতা।

আতঙ্ক চেপে বসতে চাইছে রানার মনে। বার কয়েক ডান ও বামে দেখল। কোনও বুদ্ধিই খেলছে না মাথায়...

যে সংকীর্ণ শৈলশিরার উপর আছে, ওটা মাত্র চার ফুট চওড়া ও ছয় ফুট গভীর। কিন্তু ডানদিকে আছে মাত্র দু'ফুট চওড়া আরেকটা সরু শৈলশিরা। বাঁক নিয়ে চলে গেছে অন্য দিকে।

BanglaBook.org

নীচে বইছে গর্জনরত সাদা পানির পাহাড়ি এক খেপা নদী।

ওদিকটা ভাল ভাবে দেখে নিল রানা।

অনেক নীচের ওই নদীতে পড়লে ভর্তা হয়ে যাবে যে-কেউ।

কিন্তু মারাত্মক ভাবে আহত না হলে হয়তো বাঁচবে দানবটা।

ওদিকের শৈলশিরার দিকে না গিয়ে উপায় নেই।

কুয়াশা ভরা, সরু, ভেজা শৈলশিরা ধরে রওনা হয়ে গেল রানা। সাবধানে ওর পিছু নিল অকুতোভয় হাণ্টার।

তিরিশ ফুট যাওয়ার পর যা খুঁজছে, পেয়ে গেল রানা।

সরু শৈলশিরার মাঝে ডানদিকের দেয়ালে ছোট এক গুহা, ভিতরে কালো আঁধার। তিন শ' ফুট নীচে সগর্জনে খল-খল আওয়াজে বইছে খেপা পাহাড়ি নদী।

এই গুহা শেষ আশ্রয়, ভাবল রানা। হাণ্টারকে হাতের ইশারা করে ঢুকে পড়ল গুহার ভিতর। তখনই নদীর কলধ্বনির উপর দিয়ে শুনল পিছনে কোনও পাথরে ধুপ্ করে নেমেছে দানব।

ছোট্ট গুহার মাঝে ঘুরে দাঁড়াল রানা, হাতে মারলিন রাইফেল। কক করল হ্যামার। ৪৫.৭০ ক্যালিবারের গুলি অনায়াসে খতম করবে বড় বাফেলো। বাইসনের পাল সাফ হয়ে যেতে অনেক কমে গিয়েছিল এই কার্তুজের ব্যবহারে। এই মারলিন রাইফেল ছিটকে ফেলে দিতে পারে ছুটন্ত, মস্ত গ্রিজলি ভালুককে।

অতিরিক্ত ক্লান্তিতে আঁকড়ে আসছে রানার ফুসফুস। নিয়ন্ত্রণে আনতে চাইল শ্বাস-প্রশ্বাস। কাঁপছে হাত-পা। বুঝতে পারছে, অতিপ্রাকৃত ক্ষমতার কারণে ওকে খুঁজে বের করবে দানব। গুহার ছয় ফুট ভিতরে ভারী কারবাইন কাঁধে তুলে নিল রানা। গুহা-মুখের দিকে নল তাক করে অপেক্ষা করছে।

হঠাৎ ওর পিছনে আড়ষ্ট হয়ে গেল মস্ত নেকড়ে। সামনে বেড়ে গেল কাঁধ। মনে হলো, চাইছে রানার সামনে চলে যেতে।

BanglaBook.org

উল্টো এক পা পিছিয়ে ওটাকে ঠেকাল রানা। নীরবে বুঝিয়ে দিল, অপেক্ষা করতে হবে চুপ করে। নেকড়ে মানবে কি না, জানে না রানা। নিজে গুহা-মুখ থেকে সরাতে পারবে না চোখ।

ছোট্ট সমাধির মত গুহার মুখে যে এল, তাকে সত্যিকারের জীবন্ত আতঙ্ক বললেও ভুল হবে না। সাবধানে এসে সরু পথে গুহার সামনে হাজির হয়নি, পাহাড় থেকে লাফিয়ে নেমে এসেছে সাড়ে সাত ফুটি দেহ নিয়ে। চাঁদের বাঁকা ম্লান আলোয় দেখা গেল, দু'কাঁধে থোকা থোকা সাদা রোম। পুরো মাথা-মুখ জুড়ে চুল-দাড়ি। কুঠারের মত ধারালো চেহারা। বুক-পেট-কাঁধের প্রচণ্ড শক্তিশালী পেশি সামান্য কুঁজো করে দিয়েছে তাকে। স্বাভাবিক মানুষের চেয়ে অনেক দীর্ঘ তার বাহু। বড় করে দম টেনে ফুলিয়ে নিল পিপের মত প্রশস্ত বুক। পরক্ষণে ভয়ঙ্কর এক গর্জনে থরথর করে কাঁপিয়ে দিল গুহা।

গোল আলু সদৃশ নাকের নীচে বেরিয়ে এল শাবলের মত একগাদা ধারালো দাঁত। রক্ত-তৃষ্ণায় চকচক করছে দুই লালচে চোখ। ছোরার মত নখ ব্যবহার করে জোরালো খড়-খড় আওয়াজ তুলল গুহার পাশের দেয়ালে।

এবার ঢুকবে গুহায়।

অবাক হওয়ার সময় নেই, দেরি না করে ট্রিগার টিপল রানা।

বদ্ধ জায়গায় প্রচণ্ড আওয়াজ তুলল রাইফেল।

রানা দেখল, আচমকা ব্যথা পেয়ে দু'হাত বুকে তুলেছে মস্ত জন্তুটা। পরক্ষণে গর্জে উঠল গ্রিজলি ভালুকের মত। এবার সামনে বেড়ে ছিঁড়ে ফেলবে শত্রুকে।

বোল্ট টেনে দ্বিতীয়বার গুলি করল রানা। থামল না, সামনে বেড়ে আবারও ট্রিগার টিপল। মনে আশা, একের পর এক গুলি করে সরু শৈলশিরা থেকে নীচের নদীতে ফেলবে দানবটাকে।

প্রতিটি বুলেটের জোরালো ধাক্কা খেয়ে পিছিয়ে যেতে হয়েছে

BanglaBook.org

দানবটাকে। গুহার মুখ থেকে পিছিয়ে গেল সরু কার্নিশে। মাত্র আরেকবার গুলি করলে ছিটকে গিয়ে পড়বে বহু নীচের নদীতে।

কিন্তু ফুরিয়ে গেছে রানার ম্যাগাযিন। ঝট্ করে সামনে বাড়ল রানা, রাইফেল ঘুরিয়ে কুঁদোর গুঁতো বসাল দানবের মুখে। বিকট হুঙ্কার ছাড়ল ওটা। স্থির রাখতে চাইল ভারসাম্য। তারই মাঝে থাবা মেরে চিরে দিতে চাইল শত্রুর বুক।

দুটো নখ চিরে দিল রানার গাল। ওই মস্ত থাবার ঝটকা খেয়ে ছিটকে গিয়ে গুহার ভিতরের দেয়ালে পড়ল রানা। ওখান থেকে পড়ল মেঝেতে।

ভারসাম্য ফিরে পেয়ে সন্তুষ্ট ঘড়-ঘড় আওয়াজ তুলল দানব, এগোতে শুরু করেছে উপরে দু'হাত তুলে। এবার ছিঁড়ে ফেলবে শত্রুকে।

স্তম্ভিত হয়ে গেছে রানা। ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াতে চাইল। কিন্তু তা সম্ভব হলো না। বুঝল, এবার হামলা করবে দানব। এতই বড়, আটকে দিয়েছে সংকীর্ণ গুহার মুখের চাঁদের আলো। রানা জানে, কিছুই করতে পারবে না। ওটার দৈহিক শক্তির কাছে ও কিছুই না। তবুও আরেকবার হামলা করবার জন্য বাউয়ি নাইফ বের করতে চাইল।

গুহার ভিতর ঢুকল দানব।

মেঝে ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে রানাও, হাতে বেরিয়ে এসেছে ছোরা। লড়াই না করে মরবে না।

ঠিক তখনই পিছনের দেয়াল থেকে ছিটকে গেল কালো কী যেন। প্রচণ্ড গতি ওটার। সাঁৎ করে পেরিয়ে গেল রানাকে। ভয়ানক এক হিংস্র হুঙ্কার ছেড়ে অকল্পনীয় শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল দানবের বুকে। ওই ভয়ানক গর্জনে থরথর করে কেঁপে উঠেছে রাত। মাত্র এক সেকেণ্ড পর কয়েক পা পিছিয়ে আর্তনাদ ছাড়ল দানব। গা মুচড়ে দু'হাতে সরাতে চাইল কালো

BanglaBook.org

নেকড়েকে।

নতুন এই শত্রুকে ছিটকে ফেলে দেবে নীচের পাহাড়ি নদীতে।

'না!' চেঁচিয়ে উঠল রানা। হান্টারের পিছু নিয়ে প্রায় বেরিয়ে এসেছে গুহা ছেড়ে।

হুমকিটা শুনেছে দানব, খপ্ করে ধরল হান্টারকে, পরক্ষণে তুলে নিয়ে আছড়ে ফেলল পাহাড়ের দেয়ালে। ঘুরে দাঁড়িয়ে থাবা চালাল রানাকে ছিঁড়ে ফেলতে।

কিন্তু তার আগেই বিদ্যুদ্বেগে সামনে বেড়ে ক্ষুরধার ছোরা ব্যবহার করল রানা। দানবের ঘাড়ে পড়ল কোপ। চাঁদের ম্লান আলোয় দেখা গেল, গেঁথে বসেছে ছোরার দশ ইঞ্চি ফলা। ছিটকে বেরোল রক্ত।

তীব্র ব্যথা পেয়ে ঝট্ করে পিছিয়ে গেল দানব। ডান হাতে আহত ঘাড় ধরে পাল্টা হামলা করতে চাইল বাম হাতে।

তখনই থাবা এড়িয়ে আবারও সামনে বাড়ল রানা, বাউয়ি নাইফের তীক্ষ্ণ ডগা গাঁথল দানবের বুকে। ক্ষত থেকে কুলকুল করে রক্ত নামছে পেট বেয়ে।

বিকট আর্তনাদ ছাড়ল দানব। পিছিয়ে যেতে শুরু করেছে। দু'হাতে চেপে ধরেছে দুই ক্ষত। অন্য কোনও প্রাণী হলে মারা পড়ত। আরও এক পা পিছিয়ে গেল। তখনই দ্বিতীয়বারের মত তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল কালো নেকড়ে। প্রচণ্ড জোরে বাড়ি খেল দুই জন্তু।

আরেক পা পিছিয়ে ভারসাম্য স্থির করতে চাইল দানব, কিন্তু পায়ের নীচে শৈলশিরার মেঝে নেই!

রানার মনে হলো এক যুগ ধরে দেখছে দানবটাকে।

এক সেকেণ্ড পর সাঁই করে রওনা হয়ে গেল নীচের নদী লক্ষ্য করে।

BanglaBook.org

দানবটাকে। গুহার মুখ থেকে পিছিয়ে গেল সরু কার্নিশে। মাত্র আরেকবার গুলি করলে ছিটকে গিয়ে পড়বে বহু নীচের নদীতে।

কিন্তু ফুরিয়ে গেছে রানার ম্যাগাযিন। ঝট্ করে সামনে বাড়ল রানা, রাইফেল ঘুরিয়ে কুঁদোর গুঁতো বসাল দানবের মুখে। বিকট হুঙ্কার ছাড়ল ওটা। স্থির রাখতে চাইল ভারসাম্য। তারই মাঝে থাবা মেরে চিরে দিতে চাইল শত্রুর বুক।

দুটো নখ চিরে দিল রানার গাল। ওই মস্ত থাবার ঝটকা খেয়ে ছিটকে গিয়ে গুহার ভিতরের দেয়ালে পড়ল রানা। ওখান থেকে পড়ল মেঝেতে।

ভারসাম্য ফিরে পেয়ে সন্তুষ্ট ঘড়-ঘড় আওয়াজ তুলল দানব, এগোতে শুরু করেছে উপরে দু'হাত তুলে। এবার ছিঁড়ে ফেলবে শত্রুকে।

স্তম্ভিত হয়ে গেছে রানা। ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াতে চাইল। কিন্তু তা সম্ভব হলো না। বুঝল, এবার হামলা করবে দানব। এতই বড়, আটকে দিয়েছে সংকীর্ণ গুহার মুখের চাঁদের আলো। রানা জানে, কিছুই করতে পারবে না। ওটার দৈহিক শক্তির কাছে ও কিছুই না। তবুও আরেকবার হামলা করবার জন্য বাউয়ি নাইফ বের করতে চাইল।

গুহার ভিতর ঢুকল দানব।

মেঝে ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে রানাও, হাতে বেরিয়ে এসেছে ছোরা। লড়াই না করে মরবে না।

ঠিক তখনই পিছনের দেয়াল থেকে ছিটকে গেল কালো কী যেন। প্রচণ্ড গতি ওটার। সাঁৎ করে পেরিয়ে গেল রানাকে। ভয়ানক এক হিংস্র হুঙ্কার ছেড়ে অকল্পনীয় শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল দানবের বুকে। ওই ভয়ানক গর্জনে থরথর করে কেঁপে উঠেছে রাত। মাত্র এক সেকেণ্ড পর কয়েক পা পিছিয়ে আর্তনাদ ছাড়ল দানব। গা মুচড়ে দু'হাতে সরাতে চাইল কালো

BanglaBook.org

নেকড়েকে।

নতুন এই শত্রুকে ছিটকে ফেলে দেবে নীচের পাহাড়ি নদীতে।

'না!' চেঁচিয়ে উঠল রানা। হান্টারের পিছু নিয়ে প্রায় বেরিয়ে এসেছে গুহা ছেড়ে।

হুমকিটা শুনেছে দানব, খপ্ করে ধরল হান্টারকে, পরক্ষণে তুলে নিয়ে আছড়ে ফেলল পাহাড়ের দেয়ালে। ঘুরে দাঁড়িয়ে থাবা চালাল রানাকে ছিঁড়ে ফেলতে।

কিন্তু তার আগেই বিদ্যুদ্বেগে সামনে বেড়ে ক্ষুরধার ছোরা ব্যবহার করল রানা। দানবের ঘাড়ে পড়ল কোপ। চাঁদের ম্লান আলোয় দেখা গেল, গেঁথে বসেছে ছোরার দশ ইঞ্চি ফলা। ছিটকে বেরোল রক্ত।

তীব্র ব্যথা পেয়ে ঝট্ করে পিছিয়ে গেল দানব। ডান হাতে আহত ঘাড় ধরে পাল্টা হামলা করতে চাইল বাম হাতে।

তখনই থাবা এড়িয়ে আবারও সামনে বাড়ল রানা, বাউয়ি নাইফের তীক্ষ্ণ ডগা গাঁথল দানবের বুকে। ক্ষত থেকে কুলকুল করে রক্ত নামছে পেট বেয়ে।

বিকট আর্তনাদ ছাড়ল দানব। পিছিয়ে যেতে শুরু করেছে। দু'হাতে চেপে ধরেছে দুই ক্ষত। অন্য কোনও প্রাণী হলে মারা পড়ত। আরও এক পা পিছিয়ে গেল। তখনই দ্বিতীয়বারের মত তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল কালো নেকড়ে। প্রচণ্ড জোরে বাড়ি খেল দুই জন্তু।

আরেক পা পিছিয়ে ভারসাম্য স্থির করতে চাইল দানব, কিন্তু পায়ের নীচে শৈলশিরার মেঝে নেই!

রানার মনে হলো এক যুগ ধরে দেখছে দানবটাকে।

এক সেকেণ্ড পর সাঁই করে রওনা হয়ে গেল নীচের নদী লক্ষ্য করে।

BanglaBook.org

'হান্টার!' সামনে বেড়ে খপ্ করে নেকড়ের ঘাড়ের রোম চেপে ধরল রানা। নইলে দানবের পিছনে ঝাঁপ দেবে ওটা।

তখনই রানা দেখল, এখনও পাহাড়ের কিনারা আঁকড়ে ধরে আছে একটা নখ। পতন ঠেকাতে চাইছে ঝুলন্ত দানব। কিন্তু ক্ষতির কারণ হয়ে উঠল নিজের ভারী ওজন। হাত ছুটে গেল উপরের পাথর থেকে। তিন শ' ফুট নীচের নদীর দিকে রওনা হয়ে গেল দানব।

পাথরের বুকে রয়ে গেল তীক্ষ্ণধার নখের গভীর আঁচড়।

দানবটা পাহাড় থেকে পড়ে যাওয়ার পর আবারও ক্যাম্প লক্ষ্য করে ফিরতে শুরু করেছে রানা। অনেক দূর এসে শুয়ে পড়েছে সমতল এক বোল্ডারের উপর। হু-হু হাওয়া বইছে। ওই লড়াইয়ের কথা ভাবতে গিয়ে গম্ভীর হয়ে গেল রানা। একবার দেখে নিল নির্দিষ্ট নক্ষত্র। আর বড়জোর দু'ঘণ্টা পর ভোর হবে।

চওড়া উপত্যকার দিকে চাইল রানা। ভাবছে, মরতে মরতেও বাঁচল কারণ ঠিক সময় মত হামলা করেছিল হান্টার দানবের ওপর। কালো নেকড়ের ঘন রোম ভেদ করে ঘাড়-পাঁজরে গভীর কয়েকটা ক্ষত তৈরি করেছে দানব। যদিও আচরণ দেখে মনেই হচ্ছে না হান্টার আহত। অন্য সব প্রাণীর মতই জীবনকে সহজ ভাবে নিয়েছে। যতক্ষণ বাঁচবে, দলের জন্য লড়বে প্রাণপণে।

বোল্ডার থেকে নেমে হাঁটতে শুরু করে এক মাইল পেরিয়ে গেল রানা, চলেছে এক গিরিপথের দিকে। ওই পথে ফিরবে ক্যাম্পে। আরও কয়েক কদম যাওয়ার পর ঘড়-ঘড় আওয়াজ ছাড়ল হান্টার। ঝট্ করে ঘুরে চেয়ে কাঁধে মারলিন রাইফেল তুলে নিল রানা।

চুপ হয়ে গেছে হান্টার।

BanglaBook.org

রানা জানে, মাত্র একবার সাবধান করে মস্ত নেকড়ে।

ওখানে পুরো পাঁচ মিনিট স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল রানা।

কোথাও কোনও আওয়াজ নেই।

নড়ছে না কিছু।

তারপর টিলার গায়ে দেখা গেল কালো একটা ছায়া।

ওদিক থেকে আসা বাতাস শুঁকল হাণ্টার। চার পায়ে ভর করে উঠে দাঁড়াল। বুকের গভীর থেকে বেরোল জান্তব ঘড়-ঘড় আওয়াজ।

'ঠিক আছে, হাণ্টার,' ফিসফিস করল রানা। খেয়াল করেছে, খুব ধীরে হাঁটছে ওই ছায়া। টলছে একটু একটু। রাতের আঁধারে আরও ভালভাবে দেখতে চাইল রানা। সরু করল চোখ। এক সেকেণ্ড পর বুঝল, ওই ছায়া দানবের নয়। এ অনেক ছোট। হাঁটছে প্রায় পা টিপে টিপে।

সরে গেল রানা, একটা বোল্ডারের পাশে বসে পড়ল। লুকিয়ে সরে গেল আরেক দিকে। আকাশের পটভূমিতে ওকে আর দেখা যাবে না। কিন্তু ওই লোক হুঁশিয়ার থাকলে ঠিকই বুঝেছে, একটু আগের বোল্ডারের চেয়ে সামান্য বড় হয়ে উঠেছে পাথর-খণ্ড।

রানার ধারণা, ওই লোক মনোযোগ দেয়নি। হাণ্টারকে কিছু বলতে গেল না। নেকড়ে মিশে গেছে পাথরের গায়ে। ঠিক যেন রাতের কোনও ছায়া।

ঢালু জমিতে অনাহূত লোকটার আড়ালে রয়ে গেছে রানা। কিন্তু সে যাবে একটু নিচু জায়গা দিয়ে। কাছেই থাকবে ও। অপেক্ষা করল রানা। সে পেরিয়ে যাওয়ার পর উঠে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

তখনই চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল বয়স্ক লোকটা।

অ্যানাথেসিয়ান। হাতে রাইফেল।

গত শতাব্দীতে তাদের বলা হতো এস্কিমো। উত্তরাঞ্চলের

BanglaBook.org

রেড ইণ্ডিয়ান। চাঁদের আবছা আলোয় দেখা গেল, তার পরনে কর্কশ চামড়ার পোশাক। বহু বছর প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করে কুঁচকে গেছে মুখের বাদামি ত্বক। এরাই এ মহাদেশের সেরা শিকারি বা ট্র্যাকার। সত্যিকারের লড়াকু জাতি।

রানা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে দেখে রাইফেল নামাল বৃদ্ধ। আচমকা হান্টারের ওপর চোখ পড়ায় চমকে উঠে আড়ষ্ট হয়ে গেল। রানার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে ভয়ঙ্কর এক নেকড়ে।

'এত রাতে শীতে হাঁটা উচিত নয়, দাদু,' মন্তব্য করল রানা। 'আপনার আগুন তো বহু দূরে।' ভাল করেই জানে, আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ান কাউকে দাদু সম্বোধন করা মানেই মানুষটাকে শ্রদ্ধা জানানো।

আস্তে করে মাথা দোলাল বৃদ্ধ। 'ঠিক। কিন্তু বেরোতে হলো শিকার করতে। বয়স হয়ে গেছে বলে ভাল শিকার ধরতে পারি না। নইলে ঠিকই দেখে ফেলতাম তোমাকে।' মাথা নাড়ল সে। 'আসলে অনেক বয়স হয়ে গেছে। সামনে আরও খারাপ সময় আসছে। যখন শিকারই পাব না।'

'অত খারাপ অবস্থা হবে না, দাদু,' হাসল রানা। 'শিকার ঠিকই থাকবে।' খেয়াল করেছে, বাতাসের সঙ্গে ভাসিয়ে নিজের কথা বলেছে বৃদ্ধ। তাকে বিব্রত মনে হলো। 'কিন্তু এত রাতে গ্রাম থেকে বেরোলেন কেন? দিনে শিকার করতে পারবেন না, এমন কী আছে যেটা পাবেন রাতে?'

একটু দ্বিধা করে বলল বৃদ্ধ, 'রাতে ঘোরে যে জন্তু, ওটাকে খুন করতে বেরিয়েছি।' কোনও ভয় নেই কণ্ঠে।

বুঝতে বাকি থাকল না রানার। বুড়ো মানুষটা একাকী, অসহায়। গভীর রাতে শীতের ভিতর বেরোতে হয়েছে পেটের দায়ে।

'রাতের আঁধারে কী শিকার করতে চান, দাদু?' জানতে চাইল

BanglaBook.org

রানা।

বুকের কাছে নেমে এল বৃদ্ধের মাথা। 'আমার একটা নাতি ছিল।'

বক্তব্য শুনবার জন্য চুপ করে অপেক্ষা করছে রানা।

'আমার অন্য কোনও নাতি ছিল না। কচি ছেলে। মাত্র শিখছিল কীভাবে শিকার করতে হয়। ওর পাশেই ছিলাম সে রাতে। আর তখনই এল ওই জন্তু...'

মৃদু মাথা দোলাল রানা। 'দুঃখিত, দাদু। আপনার পরিবারের জন্যে খারাপ লাগছে আমার। কিন্তু আপনার নাতির খুনের বদলা নেব আমি।'

সামান্য টলে উঠল বৃদ্ধ। মৃদু ঘুরে গেল। সরাসরি চোখ রাখল রানার চোখে। 'তুমি, বাছা, শিকার...'

'জী,' সংক্ষেপে বলল রানা। 'আমি ওটাকে শিকার করতে চাই। ঠিক তা-ই করব।'

মৃদু মাথা দোলাল বৃদ্ধ। অন্তর থেকে বিশ্বাস করেছে রানাকে।

আসলে বিশাল পাহাড়-জঙ্গলে এই এলাকায় সত্যিকারের কোনও পুরুষ কাউকে কখনও মিথ্যা বলে না।

কয়েক পা এগিয়ে এল বৃদ্ধ। মন দিয়ে দেখল যুবকের কালো চোখ।

পাথরের মত দাঁড়িয়ে আছে রানা।

'ওটা কোনও ভালুক না,' বলল বৃদ্ধ। 'কিন্তু মানুষও না... জানি না ওটা কী। শুধু জানি, ওটা এই জগতের না।'

'এই জগতের নয় কেন?'

'কারণ...' কয়েক সেকেণ্ড পর বলল বৃদ্ধ, 'আমি অনেক বছর আগে এক পাহাড়ের গুহায় ওটার ছবি দেখেছি।' রাইফেল তুলে বহু দূরে দেখাল সে। 'সেই আমলে আমার জাতির মানুষ গুহায় থাকত। তারাই এঁকে রেখে গেছে ছবি। অনেক গল্পও ছিল।

BanglaBook.org

রাতে হামলা করত ওই জন্তু। আমার পরিষ্কার মনে আছে ছবিগুলো।'

'ওই ছবির গল্প কী, দাদু?' জানতে চাইল রানা। 'আপনি বলেছেন ওটা ভালুক নয়। আবার মানুষও নয়। ছবির কথা আমাকে খুলে বলুন।'

'ওটা মানুষ না। মানুষ ভয় পেত ওদেরকে।' হঠাৎ দমকা হাওয়া আসতেই নিচু হয়ে গেছে বৃদ্ধের কণ্ঠ: 'ওসব ছবি ছিল যুদ্ধের। মানুষ আর অমানুষের লড়াইয়ের ছবি। কোনও কারণ ছাড়াই খুন করত অমানুষরা। একটা পাহাড়ে জমিয়ে রাখত হাড়। অভিশপ্ত পাহাড়। আমরা ওখানে যেতাম না।' রাইফেল তুলে দক্ষিণ দেখাল বৃদ্ধ। 'সাদামানুষ ওই জায়গার নাম দিয়েছে সাদা পাহাড়। ওদিকের পাথর থেকে যে নদী নেমে বার-বার বাঁক নিয়েছে, ওই দিকের পাহাড়ের নাম আমরা দিয়েছি আত্মার গুহা। হাজার বছর আগে ওই এলাকায় খুন হয়েছে বহু মানুষ।'

আগেও কারও কারও কাছে এই কথা শুনেছে রানা।

আবারও শুরু করল বৃদ্ধ, 'দাদুদের কাছে শুনেছি, ওই আত্মার গুহায় ছিল আইসম্যানদের ছবি। হাজার বছর আগে হারিয়ে গেছে তারা। আমাদের ওই পুরো এলাকা গ্রাস করে নিল জঙ্গল। তার আগে লড়াই হয়েছে আইসম্যানের সঙ্গে আমাদের। মারা গেছে অনেক মানুষ। জায়গাটা ভুতুড়ে, অশুভ। খাড়া পাথরের জলপ্রপাত থেকে নেমে দু'পাহাড়ের মাঝ দিয়ে যে-গেছে নদী, শুনেছি ওখানে আছে ওই গুহা। দেখতে ওটা নেকড়ে বা বাঘের মত। গেলে এখনও পাবে। যদিও নিজে আমি কখনও যাইনি।'

চুপ করে আছে রানা।

থেমে থেমে বলল বৃদ্ধ, 'মানুষের তৈরি অস্ত্র না এমন সব অস্ত্র পেয়েছি ছোটবেলায় পাহাড়ে। অনেক পুরনো ওসব। আমার দাদু বলেছিলেন, পাহাড়ে গেলেই পাওয়া যায়। আরও বলেছিলেন,

BanglaBook.org

বরফের নীচে লুকানো আছে গোপন কিছু জিনিস। একদিন উত্তর দিকের পাহাড়ে একটা ধনুক পেল আমার এক বন্ধু। তখন দাদু বলেছিলেন, বরফের ভেতর জমাট বেঁধে যাওয়া এক আইসম্যান দেখেছেন তিনি। হাজার হাজার বছর ধরে ছিল। যখন সবাই মিলে বরফ থেকে বের করে আইসম্যানকে গ্রামে নিয়ে গেল, বয়সের কারণে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল তার শরীর, ঠিক অনেক আগের হাড়ের মত। আর কথা বলার সময় দাদুর চোখে ভয় দেখেছিলাম।' থেমে গেল বৃদ্ধ, কয়েক মুহূর্ত পর বলল, 'আমি নিজেও এখন খুব ভীত।'

'দাদু, আপনি বাড়ি ফিরে যান,' নরম সুরে বলল রানা। 'আমি আইসম্যানকে খুঁজে বের করে শেষ করে দেব। প্রতিশোধ নেব আপনার নাতির মৃত্যুর।'

'তা আমি বিশ্বাস করি,' হঠাৎ দমকা হাওয়ায় চোখ সরু করল বৃদ্ধ। নিচু স্বরে বলল, 'সাবধান, নাতি, ওটা কিন্তু অনেক মানুষ খুন করেছে।'

'জানি,' বলল রানা, 'ওটাকে শেষ করতে না পারলে আরও বহু মানুষ খুন হবে। আপনি বাড়ি ফিরে যান, দাদু। এত শীতে রাতে ঘুরবেন না। যখন আগুনের পাশে বসে ওম নেবেন, প্রার্থনা করবেন আমার জন্যে: আইসম্যান আমাদের সবাইকে শেষ করে দেয়ার আগেই যেন উল্টো তাকে শেষ করে দিতে পারি আমি।'

মৃদু মাথা দোলাল মানুষটা, নেকড়ের দিকে কয়েক সেকেণ্ড চেয়ে থাকল, একবার রানার হাতে আলতো করে হাত বুলিয়ে ধীর পায়ে রওনা হয়ে গেল গ্রামের পথে।

পাহাড়ি এলাকা থেকে ক্যাম্পের দিকে চলেছে রানা। বড়জোর এক ঘণ্টা পর ভোর হবে। থমথম করছে চারপাশ। নেকড়েকে নিয়ে কোনও দুশ্চিন্তা নেই, নীরবে পথ চলবে ওটা।

BanglaBook.org

রানা ভাবছে ওই দানবের কথা। উপর থেকে পড়ে মারাত্মক আহত হওয়ার কথা। ঘাড় বা বুকের ক্ষতের কারণে মরতেও পারে। আর বেঁচে থাকলেও আপাতত এদিকে আসতে পারবে না। এই এলাকা আপাতত নিরাপদ। ধীর পায়ে হাঁটছে রানা, মার খাওয়া অবস্থা। নেকড়েও ক্লান্ত, হাঁটছে পাশে, নজর রেখেছে সবদিকে।

দক্ষিণ থেকে রানা ও হান্টার ক্যাম্পে ঢুকতেই সতর্ক হয়ে উঠল সবাই। গুলি করে বসতে পারে যে-কেউ, কিন্তু এতই হতক্লান্ত যে কিছুই পাত্তা দিল না রানা।

সবার আগে ওর সামনে পৌঁছল তানামুরা। জিনাকে কোথাও দেখল না রানা। পযিশন নিয়েছে অন্য কোথাও। কৌতূহল নিয়ে দুস্থ রানাকে দেখল তানামুরা, নিচু স্বরে বলল, 'আর... তারপর?'

'এখনও বেঁচে আছে,' তানামুরার তাঁবুর পাশ থেকে এক ক্যান এমআরই তুলে নিল রানা। ঢাকনি খুলে খেতে শুরু করেছে খাবার। অবশ্য, দু'সেকেণ্ড পর কুঁচকে ফেলল মুখ। খাবারটা দিয়ে দিল হান্টারকে। পাঁচ সেকেণ্ডে এমআরই চলে গেল নেকড়ের পেটে। 'পশ্চিম-দক্ষিণে নিয়ে গেছি, তারপর ধাওয়া করে ধরেছে আমাকে। উঁচু এক শৈলশিরা থেকে ফেলে দিয়েছি নীচের নদীতে। কিন্তু এখানে অপেক্ষা করা ঠিক হবে না। রওনা হয়ে যাওয়া উচিত। ওটা অস্বাভাবিক দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠে।'

'তাই? আমরা রওনা হব,' অস্বস্তির ছাপ পড়ল তানামুরার মুখে। 'কিন্তু চলতে হবে ধীর গতিতে। ডক্টর সিরাজউদ্দীন খুবই অসুস্থ। হেলিকপ্টারে করে সরিয়ে নেয়া হবে, সে উপায় নেই। রেডিয়ো নষ্ট বলে...'

রেগে গেছে রানা, যদিও চোখে-মুখে কোনও প্রকাশ নেই। এখনও মেরামত হয়নি রেডিয়ো। সম্ভবত স্যাবোটাজ করা হয়েছে ওদেরকে।

ওর মনের কথা বলল তানামুরা, 'আমার ধারণা, ইচ্ছা করে নষ্ট করা হয়েছে রেডিয়ো। সিগনাল নেই মোবাইল ফোনেও।'

জবাবে কিছু না বলে প্রফেসরের তাঁবুর কাছে চলে এল রানা।

ভিতরে শুইয়ে রাখা হয়েছে ডক্টর সিরাজউদ্দীনকে। ফ্যাকাসে মুখ, দরদর করে ঘামছেন। পাশেই জিনা। এইমাত্র একটা ইনজেকশন দিল। রানাকে দেখে চট্ করে মাথার ইশারা করল। বাইরে গিয়ে কথা বলতে চায়। কিন্তু রানা ঘুরে দাঁড়িয়ে বেরিয়ে যাওয়ার আগেই ডাকলেন ডক্টর।

'বাছা!' বাচ্চাদের মত খুশি হয়ে উঠেছেন, 'আমি জানতাম! জানতাম তুমি ওটাকে সরিয়ে দেবে! হাহ্-হাহ্-হাহ্! আর্মির লোকটাকে বলেছিলাম না, দুনিয়ার সেরা ট্র্যাকার রানা! কেউ তাকে বিট করতে পারবে না!'

খুব খুশি প্রফেসর।

তাঁর মন ভেঙে দিতে চাইল না রানা। থামল কটের পাশে। মৃদু সুরে বলল, 'স্যর, এখন কেমন আছেন?'

কাছ থেকে বিধ্বস্ত রানাকে দেখে মুখ শুকিয়ে গেল তাঁর। খপ্ করে ধরলেন ওর ডান হাত। 'তুমি ঠিক আছ তো, রানা?'

'জী। রীতিমত ফুর্তিতে আছি।' জোর করে হাসল রানা।

'তা হলে যে হাতে-মুখে এত আঁচড়?'

'দুষ্টুমি করতে গিয়ে।'

'আচ্ছা!'

ঘোরের ভিতর চলে গেছেন সিরাজউদ্দীন, বুঝল রানা। মুখে বলল, 'আপনার খবর বলুন, স্যর।'

'ভালই আছি।' স্মিত হাসলেন প্রফেসর। 'সমস্যা হচ্ছে, হঠাৎ হঠাৎ ধড়-ফড় করছে বুক। ...বয়স! তোমার চাচী গেছেন পঁচিশ বছর আগে, আমারও বোধহয় এবার যাওয়ার সময়! ক্ষতি কী? কম তো হলো না!'

BanglaBook.org

'কী যে বলেন, স্যর, আজকাল এক শ'র নীচে কেউ চলে গেলে তাকে রীতিমত অপমান করা হয়,' নরম সুরে বলল জিনা।

'তা হলে আপাতত আমাকে মরতে মানা করছ?' হাসলেন সিরাজউদ্দীন। 'ঠিক আছে, ভেবে দেখব।'

'আরাম করুন, আমি বাইরে আছি,' বলল রানা। 'একটু পর রওনা হব। স্ট্রেচারের ব্যবস্থা করছি।'

'আমি হাঁটতে পারব,' আপত্তি তুললেন প্রফেসর।

'আপাতত স্ট্রেচারে বিশ্রাম নেবেন, পরে দরকার পড়লে নামবেন,' জানিয়ে দিল রানা।

রানার চোখে চোখ পড়তে আস্তে করে মাথা দুলিয়ে বাচ্চাদের মত মেনে নিলেন প্রফেসর।

বাইরে লালচে ভোরে ছড়িয়ে পড়ছে সোনালি আভা। তাঁবু ছেড়ে বেরিয়ে এল রানা।

কয়েক সেকেণ্ড পর ওর পাশে এসে চুপ করে দাঁড়াল জিনা উইলসন। গুছিয়ে নিল কথা, তারপর বলল, 'ওঁর ব্লাড প্রেশার আগের চেয়ে কমেছে। কিন্তু নীচের পাল্‌স্‌ এখনও নব্বুই। আমরা আস্তে আস্তে চললে হাঁটতে পারবেন। কিন্তু খাটানো ঠিক হবে না। ডাক্তারি সাহায্য দরকার। যে-কোনও সময়ে হার্ট অ্যাটাক হবে। রক্ত পাতলা করতে ডিসপ্রিন দিয়েছি। কিন্তু বার-বার দেয়া ঠিক হবে না। আমার কাছে যথেষ্ট ওষুধও নেই, ডাক্তারিও জানি না। দ্রুত এখন রিসার্চ স্টেশনে পৌঁছুতে হবে।'

'স্ট্রেচারে করে নেব,' বলল রানা। 'পনেরো মিনিটের ভেতর তৈরি হবে।' তানামুরার দিকে চাইল। 'রেডিয়োর মূল সমস্যা কী?'

'জানি না,' দ্বিধা না করেই স্বীকার করল তানামুরা, 'কোনও ভাবে ডিসেবল হয়েছে।'

আরও গম্ভীর হয়ে গেল রানা। কয়েক মুহূর্ত ভেবে বলল,

BanglaBook.org

'তোমাদেরকে নিরাপদ কোথাও পৌঁছে আবারও ফিরব এখানে। প্রথম থেকেই এই মিশন অস্বাভাবিক। গোপন করা হয়েছে অনেক কিছুই। রহস্যের জটগুলো ছাড়াতে হবে।'

প্রেস্টন ওয়েস্টকে পাশ কাটিয়ে হেঁটে চলল রানা।

পিছন থেকে ব্রিটিশ যোদ্ধা বলল, 'আশা করি সুস্থ থাকবেন প্রফেসর।'

জবাব না দিয়ে জঙ্গলে ঢুকল রানা। রক্তাক্ত বাউয়ি নাইফ বের করে কাটল দুটো সাত ফুটি পপলার চারা। ডায়ামিটারে ওগুলো এক ইঞ্চি। সবুজ বলেই এখনও নিতে পারবে ভারী ওজন। দু' পপলার চারা লম্বা করে পাশাপাশি রাখল। মাঝে দেড় ফুট জায়গা। প্যাক থেকে বের করল চামড়ার ফিতা, ওটা ব্যবহার করে তৈরি করল স্ট্রেচার।

পনেরো মিনিট পর গুটিয়ে নেয়া হলো রাতের ক্যাম্প। স্ট্রেচারে তোলা হলো প্রফেসরকে, রওনা হয়ে গেল ওরা।

দলের পিছনে পাহারা দেবে কং তানামুরা ও প্রেস্টন ওয়েস্ট। প্রথমে স্ট্রেচার বহনের দায়িত্ব বাড রলিন্স ও আর্থার জয়েসের। এবড়োখেবড়ো জমিতে সাবধানে চলেছে ওরা প্রফেসরকে নিয়ে। ওদের সামনে অস্ত্র হাতে টড ওয়েইলার।

চিন্তিত রানার পাশে চলেছে জিনা। কয়েক মিনিট পর বলল, 'একটা কথা জানতে পারি?' মনে হলো হালকা করতে চাইছে পরিবেশ। 'আপনি এসবের ভেতর জড়িয়ে গেলেন কী করে?' কৌতূহল নিয়ে রানাকে দেখল। 'আর্মি থেকে বলেছিল, তারা দুনিয়ার সেরা কমাণ্ডো লিডার আর ট্র্যাকারকে খুঁজে বের করেছে। কিন্তু তিনি এখন আর আর্মিতে নেই। রাজি হয়েছেন দলের নেতা হতে।' কিন্তু এসব তথ্য আর্মি পেল কী করে? আগে কখনও তাদের হয়ে কাজ করেছেন?'

কিছুক্ষণ পর বলল রানা, 'কখনও কখনও, মনের বিরুদ্ধে,

BanglaBook.org

বাধ্য হয়ে।' জিনাকে জানাল না, আমেরিকান সশস্ত্র বাহিনী তাঁকে খুন করতে পারে ধারণা করে সাহায্য চেয়েছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্টও। তা বেশি দিন আগের কথাও নয়।

'কখনও ব্যর্থ হননি ট্র্যাক করতে?' জানতে চাইল জিনা।

'হয়েছি। দু'বার আমাকে ফাঁকি দিয়েছে দুই ববক্যাট।'

'ববক্যাট?' ভুরু চাঁদিতে গিয়ে ঠেকল জিনার। 'ও-বাবা, ওদের সঙ্গে পারবে কে! এ-ই আপনার ব্যর্থতা? ...ইশ্, আমি যদি কখনও আপনার মত ট্র্যাক করতে পারতাম! ...কিন্তু আসলে পারব না। ঈশ্বর সবাইকে সেরা করেন না।'

'পারবে,' অন্তর থেকে বলল রানা। 'আরও কিছু কৌশল শিখে নিতে হবে।'

'কে শেখাবে ওসব কৌশল?' মাথা নাড়ল জিনা, 'আর্মির ট্র্যাকারদের চেয়ে বেশি জানি, কাজেই ওদের কাছ থেকে শেখার কিছু নেই।' একটু পর বলল, 'তবে আপনি শেখালে কৃতজ্ঞ থাকব।'

'হাতে সময় পেলে, কেন নয়?' চট্ করে পিছনে চাইল রানা। দেখে নিল ঠিক ভাবেই আসছে প্রফেসরের স্ট্রেচার।

হাঁটতে হাঁটতে কিছুক্ষণ পর বলল জিনা, 'আপনি অদ্ভুত মানুষ, রানা। আমার মনে হয়েছে, আপনি কারও সঙ্গে মিশতে পছন্দ করেন না। অথচ, আপনার বিষয়ে যা জেনেছি, দরকারে অন্যের বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তখন নিজের জীবনের ঝুঁকি নিতেও দেরি করেন না। ...বলবেন, রানা, আপনি এমন কেন?'

আস্তে করে মাথা নাড়ল রানা। 'জানি না আসলে।'

'তাই বলে আপনাকে অস্বাভাবিক মানুষ বলতে পারব না!'

পাশাপাশি হেঁটে চলল ওরা দু'জন।

BanglaBook.org

বাইশ

বোঝাতে গিয়ে টেবিলে দু'কনুই রেখে সামনে ঝুঁকে পড়েছে নিনা সয়্যার। অথচ, ওকে মোটেও পাত্তা দিচ্ছেন না ল্যাংলির সিআইএ-র ফিযিসিস্ট।

লম্বা লোক ডেভিড গ্রেবার, চুল পেকে সাদা, আচরণ অভিজাত। চোখ তুলছেন না ডিএনএ-র প্রিন্টআউট থেকে।

'ডক্টর!' স্বাভাবিকের চেয়ে জোরে ডাকল বিরক্ত নিনা, 'আপনি আমার কথায় মনোযোগ দিচ্ছেন না! খেয়াল করুন ইন্টেগ্রিন ম্যাট্রিক্স! বা সংবদ্ধ অ্যাগ্রিগেট করা মলিকিউলের অবস্থান! এ পরিমাণে অ্যাকটিন, টালিন, ভেনকিউলাম বা ও-অ্যাকটিশনকে কী বলবেন আপনি? আগে কখনও এ জিনিস কোনও মানুষ দেখেনি! এমন কী এত ক্যান্সার বিরোধী হতে পারে না অমেরুদণ্ডী প্রাণীর ইমিউন সিস্টেমও!'

নরম সুরে শুরু করলেন গ্রেবার, 'আপনি আসলে কী বোঝাতে চাইছেন?'

অবাক চোখে বয়স্ক ডক্টরকে দেখল নিনা সয়্যার।

'আমি কী বোঝাতে চাইছি মানে?' ডিএনএ-র প্রিন্টআউটে হাত রাখল নিনা। 'আমার পয়েন্ট আপনার বুঝতে না পারার কথা নয়, ডক্টর! এই জন্তু মানুষের চেয়ে অনেক শক্তিশালী! অসুস্থ হয়ে পড়লে এক শ' গুণ দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবে! ইনফেকশন বলতে এর কিছুই নেই!' মাথা নাড়ল নিনা। 'ডক্টর, আমি তো বলব, ওই

BanglaBook.org

প্রাণী কখনও অসুস্থ হবে না!'

নিনার চোখে চেয়ে রইলেন গ্রেবার, কয়েক মুহূর্ত পর বললেন, 'এটা আপনার ব্যক্তিগত ধারণা, মিস সয়্যার।'

'তা হলে ওটার শ্বেত রক্তকণিকার ব্যাপারে কী বলবেন আপনি?' রেগে গিয়ে বলল নিনা। 'এই প্রিন্টআউট এক শ' ভাগ নিখুঁত। ইনফেকশন বলতে কিছুই নেই ওই জন্তুর। নিজেই দেখুন রিপারফিউশন মলিকিউল! বা অক্সিডেন্ট লেভেল! মলিকিউলের সংশ্লেষ ঠেকিয়ে দেবে রেস্টেনোসিস। ডক্টর, ভাল করেই জানি কী হয়েছে! আপনিও ভাল করেই জানেন, আমি মিথ্যা বলছি না। এখানে অনুমানের কোনও সুযোগই নেই!'

ভুরু কুঁচকে আবারও প্রিন্টআউটে চোখ রাখলেন গ্রেবার। নিচু স্বরে বললেন, 'আরও প্রিন্টআউট আছে তো আপনার কাছে?'

'নিশ্চয়ই!'

'দয়া করে সংরক্ষণ করবেন,' বলে আবারও প্রিন্টআউটে চোখ বোলালেন ডক্টর গ্রেবার। 'আপনার আপত্তি না থাকলে আমি নিজে একবার অ্যানালাইয করতে চাই। আগামীকাল আপনার সঙ্গে এই বিষয়ে কথা বলব। বিশেষ করে দেখতে হবে ডি-৪ থেকে শুরু করে ডি-১০, নইলে নিশ্চিত হওয়া যাবে না মিটোসিস লেভেল।'

উঠে দাঁড়াল নিনা সয়্যার। 'ঠিক আছে, ডক্টর, আগামীকাল দেখা হবে। আগামীকাল সকালে মিটিঙের পর জানাব ডক্টর সিরাজউদ্দীনকে। এসব তাঁর জানা থাকা উচিত।'

'নিশ্চয়ই। ব্যক্তিগত ভাবে তাঁর সঙ্গে কথা বলব।'

ব্রিফকেস তুলে নিয়ে দরজার দিকে রওনা হয়ে গেল নিনা। পিছন থেকে ডক্টর বললেন, 'আপনি যখন শহরেই থাকছেন, কোনও প্রয়োজনে যোগাযোগ করতে পারবেন সিআইএ-তে।'

'না, আমার কোনও সাহায্য লাগবে না,' ঘুরে ডক্টরকে দেখল নিনা, 'ধন্যবাদ।'

BanglaBook.org

মাথা দোলালেন ডক্টর গ্রেবার। 'বেশ।'

নিনা দরজা পিছনে ভিড়িয়ে দিয়ে চলে যাওয়ার পর চুপ করে কয়েক মুহূর্ত ভাবলেন গ্রেবার, তারপর তুলে নিলেন ফোন।

ব্যাঙ্কের ভল্টে ঢুকে পুরু দরজা লক করে দিল *পাথর ভাঙা* হ্যাঙ্ক ডিগবার্ট। টম জেরাল্ডকে কিছু না বলে চলে গেল একটা গান ক্রেটের কাছে। ওটার উপর থেকে তুলে নিল জ্যাক ডেনিয়েল'স্ উইস্কির বোতল। দুটো গ্লাসে ঢালল সোনালি তরল। টমের জন্য এক পেগ, নিজের জন্য তিন।

মনোযোগ দিয়ে ব্যাঙ্ক ভল্ট দেখছে টম জেরাল্ড। হাতে উইস্কির গ্লাস পাওয়ার পর সামান্য চুমুক দিল। ওর মনে পড়ল, স্থানীয় এক ব্যাঙ্ক ব্যবসা গুটিয়ে নিলে তখন এই ভল্ট কিনে নিয়েছিল ডিগবার্ট। বাড়িটা মেরামত করবার সময় নামিয়ে দিয়েছে বেযমেন্টে। কারও সঙ্গে গোপন আলাপ করতে চাইলে, সার্ভেইল্যান্স বা ইলেকট্রনিক লিসেনিং ডিভাইস থেকে বাঁচতে এখানে এসে ঢোকে।

'যা শুনলাম, বাছা, পরিস্থিতি ভাল না,' এক ঢোকে গ্লাসের অর্ধেক খালি করল ডিগবার্ট। 'ওরেব্বাপ রে!' বলে বিকৃত করে ফেলল মুখ। চোখের সামনে তুলল মদের গ্লাস। 'অনেক দিন এই মাল পেটে দিইনি! তা হলে কি বুড়ো হয়ে যাচ্ছি? নইলে এত ধক্ লাগবে কেন! কিন্তু মরে যাওয়ার চেয়ে বুড়ো হয়ে যাওয়া ঢের ভাল। আর, বাছা, তুমি কিন্তু নাক গলাতে গিয়ে মরেও যেতে পারো।'

প্রাক্তন বসের কঠোর চোখে চোখ রাখল টম জেরাল্ড। সাধারণত সহজ ভঙ্গিতে কথা বলে ডিগবার্ট। কিন্তু এখন সিরিয়াস মনে হলো। মুহূর্তে কেড়ে নিয়েছে মনোযোগ।

'আমাকে ফাঁদে ফেলা হয়েছে?' জানতে চাইল টম।

Banglabook.org

কড়া উইস্কি পেটে চালান দিয়ে মাথা নাড়ল হ্যাঙ্ক ডিগবার্ট। 'তেমন কিছু শুনিনি। তবে বুঝলাম, মুখ বুজে আছে সবাই, অথবা তেমন কিছুই জানে না। আর তার মানেই, তোমার বুঝতে হবে, সবই জানে ওরা! যদি না জানত, উল্টো আমার কাছে জানতে চাইত। সব না জানলে ওদের চলবে না, ওদের ব্যবসা এমনই।'

কুঞ্চিত পাকা ভুরুর নীচে হালকা নীল চোখ দেখছে টমকে। নিচু স্বরে বলল হ্যাঙ্ক ডিগবার্ট, 'না হয় এবারের কাজটা ছেড়েই দাও, টম। ওদেরকে জানিয়ে দাও, সন্দেহজনক কিছুই পাওনি। এমনিতেই তুমি জি-৪, বেশি পদোন্নতি পাবে না। অবসর নেবে বারো-চোদ্দ বছর পর। এখন রেগে গেলেও তা মেনে নেবে বস। বড় কথা, বিপদ থেকে নিরাপদ থাকবে।'

বুদ্ধিটা খারাপ না, ভাবল জেরাল্ড। অনেক সময়ে ঝামেলা থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে মিথ্যা বলে ডেপুটি মার্শালরা। সে-ও না হয় তা-ই করবে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, পুরো ব্যাপারটা ওকে কৌতূহলী করে তুলেছে। 'আসলে কী জেনেছ, ডিগ?' এক চুমুক উইস্কি নিল টম।

একে-৪৭-এর একটা ক্রেটের উপর বসল হ্যাঙ্ক ডিগবার্ট। ওর পিছনের দেয়ালে থরে থরে সাজিয়ে রাখা ন্যাটো ৭.৬২ অ্যামিউনিশন। ওল্টে আরও রয়েছে অসংখ্য শটগান, সেমি-অটোমেটিক, পিস্তল, গ্যাস মাস্ক, খাবার, ইমার্জেন্সি মেডিকেল কিট, স্মোক মার্কার, পোর্টেবল রেডিয়ো ও দুই ক্রেট ভরা অ্যান্টিপারসোনেল গ্রেনেড। *পাথর ভাঙা* কর্মজীবন শুরু করেছিল মেরিন হিসাবে, তাই অন্তর থেকে ভালবাসে অস্ত্র।

নতুন করে গ্লাসে মদ ঢেলে নিয়ে শুরু করল সে, 'খাপছাড়া কিছু তথ্য পেয়েছি। কিন্তু এটা জেনেছি, ঘোষণা করা হয়েছে: ট্রেনিং এক্সারসাইযের সময় হারিয়ে গেছে দুই প্লাটুন মেরিন সৈনিক।'

BanglaBook.org

'আলাস্কায়?'

হাত নাড়ল ডিগবার্ট। 'কোথায় হারিয়ে গেছে তা বড় কথা নয়। আসল কথা: কীভাবে হারিয়ে গেল। ভুলে গেলে চলবে না, তারা মেরিন সৈনিক। এমন না যে একদল এলিয়েন এসে তাদের মাথায় অস্ত্র ঠেকিয়ে গুলি করে মেরে ফেলেছে। স্পেশাল কয়েকটা স্টেশনের পাহারায় ছিল তারা, কিন্তু একজনও বাঁচতে পারেনি।'

'মিলিটারি রিসার্চ স্টেশন? ওই ফ্যাসিলিটি থাকে তো শুধু বেয়ারিং স্ট্রেইটে!'

'ওগুলো মিলিটারির স্টেশন ছিল না,' গম্ভীর মুখে মাথা নাড়ল *পাথর ভাঙা*। 'গোপন কিছু হচ্ছিল নর্থ রিজে। জানতে পারিনি কী নিয়ে গবেষণা হচ্ছিল। তবে শুনলাম, গত তিরিশ বছরে আর্কটিক সার্কেলে কোনও রিসার্চ স্টেশন তৈরি করেনি সিআইএ। শেষেরটা বন্ধ করেছিল বহু বছর আগে। সামান্য গুঞ্জন শুনলাম, এসব স্টেশন—আসলে তাদেরই। কাউকে চেপে ধরিনি আরও তথ্য পাওয়ার জন্যে। কাজটা উচিত হতো না।'

কয়েক মুহূর্ত পর বলল জেরাল্ড, 'তার মানে গোপনে কোনও রিসার্চ হচ্ছিল। এটা হতেই পারে।'

গ্লাসে চুমুক দিল ডিগবার্ট। 'হ্যাঁ, হতে পারে। কিন্তু ওসবের ব্যাপারে খোঁজ নিতে গিয়ে মরে যাওয়াও কোনও কাজের কথা নয়।'

'ধরে নিলাম সিআইএ ওখানে রিসার্চ স্টেশন রেখেছে। কিন্তু তা করবে কেন? কী কারণে? কোথায় পেল ফাণ্ডিং? আলাস্কার নর্থ রিজে কী আছে যে বাজেট দেয়া হবে?'

'জানি না।'

'তার মানেই কিছু পেয়েছে তারা,' ডিগবার্টের চোখে চোখ রাখল টম জেরাল্ড।

'আমার জানা নেই কিছু পেয়েছে কি না,' বলল *পাথর ভাঙা*।

BanglaBook.org

আস্তে করে মাথা নাড়ল। 'কিন্তু, বাছা, ওরা কিছু গোপন করতে চাইছে। আসলে আড়াল করছে। অন্যদের চোখ সরিয়ে রাখতে চাইছে ওদিক থেকে।' উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারি শুরু করল ডিগবার্ট।

'একই স্টেশনে মারা গেছে সৈনিকরা?' জানতে চাইল টম।

'না। আলাদা স্টেশনে। বেশ কয়েকটা।' চুপ হয়ে গেল ডিগবার্ট। চেহারা দেখে মনে হলো প্রসঙ্গটা অস্বস্তিকর মনে হচ্ছে তার কাছে। 'খারাপ কিছু হয়েছে, বাছা। দৈনিক পত্রিকা, রেডিয়ো বা টিভিতে কিছুই বলা হয়নি। ছড়িয়ে পড়তে দেয়া হয়নি কোনও খবর। ক্ষমতাশালী কেউ বন্ধ করে দিয়েছে খবরের পাইপ লাইন।' চট্ করে ভল্টের চারপাশ দেখে নিল ডিগবার্ট। 'আরও অস্ত্র রাখব বাংকারে। লাগতে পারে।'

মৃদু হাসল টম জেরাল্ড। কয়েক সেকেণ্ড পর মুখ খুলল, 'তার মানে, হামলা হয়েছে কয়েকটা রিসার্চ স্টেশনে। এর আরেকটা অর্থ, যারা হামলা করেছে তারা ঠিক জানে না কোথায় দরকারী জিনিস পাওয়া যাবে। শুধু জানে, এসব রিসার্চ স্টেশনের কোনওটায় জিনিসটা আছে। অর্থাৎ, সত্যিই কিছু আছে ওখানে। কেউ বা একদল লোক্ ওটা চাইছে।'

'এত গুরুত্বপূর্ণ কী আছে, যে দু'প্লাটুন মেরিনকে খুন করতে হবে?' মাথা নাড়ল ডিগবার্ট, 'গোপন যুদ্ধ ঘোষণা করেছে একদল বিদেশি সৈনিক?'

'তেমন করলে যে-কোনও দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করত আমেরিকা,' বলল টম। 'কিন্তু তা করা হয়নি। তা হলে কী...' চুপ হয়ে গেল সে। কয়েক মুহূর্ত পর বলল, 'তো একটা কথাই বেরিয়ে আসে... আমরা নিজেরাই ওদেরকে মেরে ফেলেছি।'

চুপ করে টম জেরাল্ডকে দেখছে হ্যাঙ্ক ডিগবার্ট। 'ওখানে যা ঘটেছে, তা খুব অস্বাভাবিক,' বিড়বিড় করল সে।

Banglabook.org

তেইশ

হোয়াইট মাউন্টেনের দক্ষিণ দিকের রিসার্চ স্টেশনে যাওয়ার সহজ পথ খুঁজতে টপোগ্রাফিকাল ম্যাপ দেখছে মাসুদ রানা। পাশে ম্যাপে মনোযোগ দিয়েছে ঘর্মাক্ত ও বিরক্ত কং তানামুরা। সামনের পাহাড়ি, এবড়োখেবড়ো, বিপজ্জনক, বিশাল রেঞ্জ দৈর্ঘ্যে তিরিশ মাইলের বেশি। দেরি না করে অসুস্থ প্রফেসরকে নিয়ে পেরিয়ে যেতে হবে ওই এলাকা।

ভুরু কুঁচকে তানামুরাকে দেখল রানা।

জবাবে আস্তে করে মাথা নাড়ল জাপানি যোদ্ধা। এখনও হাঁপিয়ে চলেছে। একটু আগে খুব খাড়া পথে উঠে এসেছে ওরা।

হাঁটবার পথ নেই বললেই চলে। কেউ আহত হলে, বা অসুস্থ হলে তার সর্বনাশ। ম্যাপ অনুযায়ী সামনের পথ আরও অনেক কঠিন।

খুব কষ্ট হয়নি পাহাড়ের উত্তর রিজ পেরিয়ে আসতে। কপাল ভাল ছিল, বেনাম হওয়া নদী ফসিল ক্রিক পেরোতে হয়নি। অসুস্থ প্রফেসরকে নিয়ে দানবের হামলা ঠেকানো বা উল্টো আক্রমণ অসম্ভব। আসলে ওদের কাজ হয়ে উঠেছে রেসকিউ মিশন।

চাইলেই গতি বাড়িয়ে পাহাড় পেরিয়ে যাবে, তা হবে না। সমতল বড়জোর এক শ' গজ, তারপর হয় উঠতে হবে খাড়াই বেয়ে, নইলে নামতে হবে উৎরাই ভেঙে। শক্ত মানুষও এ পথে চললে কিছুক্ষণের ভিতর ভেঙে পড়বে ক্লান্তিতে। তার ওপর

BanglaBook.org

ওদের সঙ্গে রয়েছেন অসুস্থ প্রফেসর।

'জয়েস!' ডাক দিল রানা।

সামনে এসে রাইফেলের নলে ভর করে কুঁজো হয়ে দাঁড়াল আর্থার জয়েস। প্রথম দর্শনেই তাকে পছন্দ করেছে রানা। অবশ্য, সুযোগ হয়নি আলাপ করার। এখন যে কথা বলবে, তাতে মায়া-দয়ার চিহ্নও থাকবে না।

'নীচের এলাকা উইণ্ডি গ্যাপ,' বলল রানা, 'একমাত্র গিরিপথ যেদিক দিয়ে পেরুনো যাবে পাহাড়। সামনের ব্লাফে হার্নেস বেঁধে প্রফেসরকে নামিয়ে দেব। ...পারবে?'

ম্যাপ দেখল আর্থার জয়েস। 'খাড়া এক শ' ফুট দেয়ালের মত ওটা। কিন্তু নামাতে পারব।'

'ঠিক আছে, তৈরি হও। দরকার পড়লে সাহায্য চাইবে।' ম্যাপ গুছিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা।

রওনা হতে হবে, হাঁক ছেড়ে সবাইকে জানাল তানামুরা।

প্রফেসরের পাশে পৌঁছে রানা দেখল অসুস্থ মানুষটার বাহুতে আইভি দিয়েছে জিনা। 'আমাদের হাতে সময় নেই, জিনা,' নিচু স্বরে বলল ও। 'হাণ্টারকে নিয়ে নামতে শুরু করব আমি।'

'যদি দানবের চিহ্ন দেখেন, ফিরে এসে সাবধান করবেন?' জানতে চাইল তানামুরা।

'নতুন অনেক কিছু শিখছে ওটা,' বলল রানা, 'যে-কোনও সময়ে হামলা করবে। কেউ বাড়তি আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠো না, তৈরি রেখো রাইফেল।'

'কী করে বুঝলেন ওটা নতুন কিছু শিখছে?' জানতে চাইল জিনা।

'আগে অনুসরণ করছিল, কিন্তু এখন অ্যাম্বুশ করছে,' বলল রানা। 'আরও কিছু ব্যাপার আছে। পরে এ নিয়ে আলাপ করব। আপাতত ভরসা হাণ্টার, মনে হয় না ওর কান ফাঁকি দিয়ে কাছে

BanglaBook.org

আসতে পারবে।'

'আমার মনে হয় মিস্টার রানার পিছনে থাকা উচিত জিনার,' বলল তানামুরা। 'ওর কাছে থাকছে একমাত্র রাইফেল, যেটা ওটাকে আহত করতে পারবে।' রানার দিকে চাইল সে। 'আপাতত প্রফেসরকে বয়ে নিয়ে যাক বাড রলিন্স আর আর্থার জয়েস।'

আপত্তি তুলল না রানা। রওনা হওয়ার পর থেকে দেখেছে, অন্যদের চেয়ে দৃঢ়সংকল্প আর কষ্ট-সহিষ্ণু এই জাপানি যোদ্ধা। ধৈর্যেরও অভাব নেই। দরকার পড়লে লড়াই করবে প্রাণপণ। ধীরে ধীরে তানামুরার প্রতি শ্রদ্ধা জন্মেছে ওর মনে। আবার এ-ও টের পেয়েছে, ওর ওপর গভীর আস্থা জাপানির।

এদিকে সব সময় ভারী রাইফেল ও গুলি বইতে গিয়ে ক্লান্তির ছাপ পড়েছে জিনার চোখে-মুখে। এ ছাড়া, রয়েছে রোগীর সেবা, ঘুম নেই বেচারির চোখে। ফ্যাকাসে মুখ। কপাল ও ঘাড় থেকে দরদর করে ঝরছে ঘাম। ভেস্টে প্যাড থাকা সত্ত্বেও কাঁধে চেপে বসেছে অস্ত্রের ফিতার গভীর দাগ।

জিনার পাশে হাঁটতে শুরু করে বলল রানা, 'পেরোতে হচ্ছে রুক্ষ, পাহাড়ি এলাকা। সর্বক্ষণ বয়ে নিয়ে চলেছ ভারী অস্ত্রটা। কিছুক্ষণের জন্যে তোমার রাইফেল আমার হাতে দিতে চাও?'

'নেবেন? থ্যাঙ্ক ইউ!' কাঁধ থেকে ফিতা খুলে রানার হাতে রাইফেল দিয়ে দিল জিনা।

একটু বিস্মিত হতে হলো রানাকে। ওর মনেই ছিল না ব্যারেট রাইফেল কতটা ভারী। ওজন কমপক্ষে ত্রিশ পাউণ্ড। দিনের পর দিন সামান্য আপত্তি ছাড়াই বইছে জিনা। দেখে মনে হয়েছে, ওটা কোনও কষ্টের কাজই নয়। কাঁধে ব্যারেট ঝুলিয়ে নিল রানা। ওর মারলিন নিয়ে বোল্ট টেনে চেম্বারে বুলেট ঢোকাল জিনা। ভাল করেই জানে কীভাবে ব্যবহার করতে হবে অস্ত্রটা।

BanglaBook.org

কপাল থেকে চুল সরিয়ে ঝট্ করে কাঁধে তুলল মারলিনের কুঁদো। অস্ত্র তাক করেছে দূরে। ওটা নামিয়ে ঝুলিয়ে রাখল কাঁধে। স্বাভাবিক সুরে বলল, 'আমার রাইফেলটার নাম ব্যারেট। চেম্বারে বুলেট আছে। ওটা সেফটি ক্যাচ। সেমিঅটো .৫০ ক্যালিবারের বুলেট। আগে যদিও একবার ব্যবহার করেছেন, তবু জানিয়ে রাখছি: বেদম ঝাঁকির জন্যে তৈরি থাকবেন। আশা করি আপনি পাঁচটা বুলেট শেষ করার আগেই পাশে পৌঁছে যাব। ...আপনার মারলিন রাইফেল একটু হালকা, কিন্তু খারাপ নয়।'

'বুলেট ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই পাশে পৌঁছবে, এর ব্যাখ্যা কী?' জানতে চাইল রানা।

কপাল থেকে ঘাম ফেলল জিনা। 'কারণ, বাড়তি ম্যাগাযিন আমার কাছে।'

'ও।'

'মুভ!' পিছনে নির্দেশ দিল তানামুরা, কণ্ঠ শুনে মনে হলো যুদ্ধে চলেছে আর্মির কোনও জেনারেল।

আগেই রওনা হয়েছে রানা। ওর বামদিকে হাণ্টার। ডানে জিনা। হুঁশিয়ার চোখে চারপাশ দেখতে দেখতে চলেছে ওরা। হিসাব কষে দেখেছে রানা, মাঝের এই পাহাড়ি এলাকা পেরিয়ে রিসার্চ স্টেশনে পৌঁছবার আগে হয়তো আরেক রাত পার করতে হবে খালি জায়গায়। সেক্ষেত্রে হয়তো আবারও হামলা করবে দানবটা।

যাকে গুলি করে হত্যা করা যায় না, কীভাবে তাকে ঠেকাবে ওরা?

Banglabook.org

চব্বিশ

ল্যাপটপের স্ক্রিনে ই-মেইল পড়ছে ডেপুটি মার্শাল টম জেরাল্ড। সব সময় নিজেকে অদক্ষ কমপিউটার অপারেটর মনে হয়েছে, কোনওমতে চালিয়ে নিয়েছে কাজ। ইন্টারনেট ঘাঁটাঘাঁটি না করে অন্যের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ অনেক সহজ মনে হয়েছে ওর।

ধূসর-নীল মনিটরে পড়ছে এগযেকিউটিভ অর্ডার। তারিখ এক সপ্তাহ আগের। জানানো হয়েছে, প্রয়োজন পড়লে সার্চ টিম গঠন করে আলাস্কায় তদন্ত করতে যেতে পারে ও। একটা নাম মনোযোগ কাড়ল ওর: আহমেদ সিরাজউদ্দীন বাঙালি। তিনি সিরাজউদ্দীন বেঙ্গল সায়েন্স ইন্সটিটিউটের এগযেকিউটিভ ডিরেক্টর।

ইন্টারনেট ঘাঁটতে শুরু করে জেরাল্ড জানল, ক্রিপটোযুলোজি ও ইকোসিস্টেম বিষয়ে দুনিয়া-সেরা বিজ্ঞানী এই বাঙালি ভদ্রলোক। বার-বার প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন, ধ্বংস হচ্ছে স্বাভাবিক প্রকৃতি। ফলে বিলুপ্ত হবে অসংখ্য প্রাণী। এবং শেষে ক্ষতিগ্রস্ত হবে গোটা মানবজাতি। প্রায়-বিলুপ্ত প্রাণী ও বিপর্যস্ত পরিবেশ সংরক্ষণে লড়াই করছে তাঁর ইন্সটিটিউট।

সিরাজউদ্দীন বেঙ্গল সায়েন্স ইন্সটিটিউট সম্পর্কে আরও পড়তে শুরু করে টম ভাবল: ওই বয়স্ক ভদ্রলোককে কেন নেয়া হলো মিলিটারি মিশনে? পরের পেজে পেল আরেকটি নাম: মাসুদ রানা। তাকে নেয়া হয়েছে স্কাউট হিসাবে।

আর্মিতে অভাব নেই দক্ষ স্কাউটের, ভাবল জেরাল্ড। তা হলে সিভিলিয়ান স্কাউট লাগল কেন? নিজেরা পরিস্থিতি সামলাতে পারছে না আর্মি? নাকি ওই বুনো এলাকা বা টপোগ্রাফির ওপর এক্সপার্ট এই লোক? এসবের ভেতর আরও কোনও ভেদ থাকতে পারে?

একটা জিজ্ঞাসা সাধারণত তৈরি করে অন্য আরেকটা।

কেন এসব টপ সিক্রেট সিআইএ রিসার্চ স্টেশন আলাস্কায়? দেশ যখন বাজেট হ্রাস করছে, সেখানে এ ধরনের গোপন রিসার্চ কীসের জন্য? তার চেয়েও বড় কথা, এসব করাচ্ছে কে? কর্তৃত্ব কার হাতে?

ইন্টারনেট ঘেঁটে সিরাজউদ্দীন বেঙ্গল সায়েন্স ইন্সটিটিউটের ফোন নম্বর বের করল জেরাল্ড। মনে রেখেছে সংগঠনের ঠিকানা। স্থির করল, প্রথমেই ওখানে যাবে তদন্ত করতে। তারপর খোঁজ-খবর নেবে ওই স্কাউটের বিষয়ে। একবার মনে হলো, ওই লোকের নাম আগেও শুনেছে। যদিও মনে এল না কিছুই।

মাসুদ রানা যে-ই হোক, বিশেষ কোনও গুণ আছে তার। আলাস্কা যতই বুনো হোক, বা মানুষ খুন হয়ে যাক নানা কারণে, তাও ওই এলাকা এ দেশেরই– খুব জরুরি কারণ না থাকলে কখনও সিভিলিয়ান কোনও স্কাউটের সাহায্য নিত না আর্মি।

তারপর হঠাৎ মনে পড়ল ওর, রানা প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সির মালিক মাসুদ রানা। সুনাম আছে তার সংগঠনের। এ ছাড়া, আর্কিয়োলজিস্ট হিসাবেও নাম করেছেন তিনি। নানান অভিযানের কারণে সত্যিকারের সাহসী অভিযাত্রী বলা হয় তাঁকে। নানান সহায়তা দেন সিরাজউদ্দীন বেঙ্গল সায়েন্স ইন্সটিটিউটকে। বেশ কয়েকবার জঙ্গল-পাহাড় ও সাগরে হারিয়ে যাওয়া মানুষকেও খুঁজে বের করেছেন তিনি।

টম জেরাল্ড ভাবল, এমন বিখ্যাত একজনকে স্কাউট হিসাবে

Banglabook.org

আলাস্কায় চাইল কেন আর্মি? আর সঙ্গেই বা কেন দেয়া হলো একটা হিট টিম! নামকরা স্কাউট আর সঙ্গে খুনি দল– এর মানে কী? এর কোনও আগামাথা বোঝা যাচ্ছে না। সব যেন হেঁয়ালি।

ল্যাপটপের স্ক্রিন থেকে চোখ সরিয়ে ৯ এমএম সিগ সাওয়ার ২২৬ সেমিঅটো পিস্তল বের করল টম জেরাল্ড, দেখে নিল বুলেট আছে চেম্বারে। সেফটি ক্যাচ অফ করে দিল। বিড়বিড় করে বলল, 'এবার কাজে নামতে হবে।'

দরকারী কাগজপত্র নিয়ে গাড়িতে রাখল নিনা সয়্যার। এখনও স্থির করেনি ডিএনএ-র তথ্য নিয়ে কী করবে। কিন্তু এ-ও ঠিক, সিআইএ থেকে সহায়তা দেয়া না হলেও চুপ করে বসে থাকবে না। দেরি না করে যোগাযোগ করবে বেসরকারী বৈজ্ঞানিক সংগঠনগুলোর সঙ্গে।

রাতে ঘুমাতে পারেনি এক ফোঁটা। ভেবে রেখেছে, কোনও তর্কে যাবে না নিম্নপদস্থ সরকারী অফিসারদের সঙ্গে। মস্ত বিপদে আছেন ডক্টর সিরাজউদ্দীন আলাস্কায়। যখন তখন খুন হবেন ওই জন্তুর হাতে। প্রথম কাজ প্রফেসরকে সরিয়ে আনা।

এসব ভাবতে ভাবতে গাড়ি নিয়ে রওনা হয়ে গেল নিনা।

বিশ মিনিট ড্রাইভ করবার পর ফোন দিল ডক্টর ডেভিড গ্রেবারকে। এখনও জানে না কেমন প্রতিক্রিয়া দেখাবেন ভদ্রলোক। কিন্তু এরই ভিতর যদি প্রফেসর সিরাজউদ্দীনের সঙ্গে যোগাযোগ না করে থাকেন, তো বুঝে নিতে হবে, ওই লোককে দিয়ে কাজ হবে না। সেক্ষেত্রে দেরি না করে ল্যাংলি ছেড়ে নিজের পথ ধরবে নিনা।

ল্যাংলি যাওয়ার সময় উত্তর সড়ক ব্যবহার করল। পাহাড়ি ঘোরানো পথে নেমে চলেছে গাড়ি। পাশেই গভীর খাদ। দক্ষ ড্রাইভার নিনা বেশ গতি তুলেছে, অভ্যস্ত এই স্পিডে।

BanglaBook.org

আর তখনই ঘটল দুর্ঘটনাটা।

চমকে গেল নিনা সয়্যার।

ইঞ্জিন হুডের নীচে ঘটাং আওয়াজ হলো, পরক্ষণে একদিকে হুমড়ি খেয়ে পড়ল দ্রুতগতি গাড়ি। দড়াম করে গিয়ে গুঁতো দিল গার্ডরেইলে।

ভয়ে চিৎকার করে উঠল নিনা।

উড়ে গেছে বেড়ার মত ইস্পাতের গার্ডরেইল। ওই ফাঁক দিয়ে হুড়মুড় করে বেরিয়ে গেল গাড়ি। বাতাসে পর পর দুই ডিগবাজি খেয়ে রওনা হয়ে গেল অনেক নীচের জমিনের দিকে। কার্নিশের মত কয়েকটা জায়গায় ঠোকর খেয়ে খেয়ে পড়তে লাগল।

চোখের সামনে সবুজ, কালো ও সাদা আলো দেখল নিনা। তারপর আছড়ে পড়ল গাড়ি। মাথায় আঘাত লাগায় চোখের সামনে আঁধার হয়ে গেল সব।

দপ্ করে ধরে গেল আগুন।

পঁচিশ

হঠাৎ করেই থমকে গিয়ে ডান হাত উপরে তুলল রানা।

থেমে গেল সবাই। চোখ রানার ওপর।

কেন সতর্ক হয়ে উঠেছে রানা, নিজেও জানে না। হতে পারে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। ও হয়ে গেছে পাথরের মূর্তি। মাথা নিচু করে একত্র করল সমস্ত মনোযোগ।

BanglaBook.org

ডাকছে অসংখ্য পাখি। কিন্তু এক সেকেণ্ডের জন্য থেমে গিয়েছিল সব, তারপর শুরু হয়েছে আবারও। কিন্তু শব্দের মাত্রা একটু অন্যরকম।

প্রথমে রানা ভেবেছিল জঙ্গলে নড়তে শুরু করেছে কোনও ভালুক বা এল্‌ক্‌, কিন্তু পরক্ষণে বুঝেছে, তা নয়। অন্য কিছু বিচলিত করেছে পাখ-পাখালিকে। ওর দলের কারও কারণে শব্দ হয়ে থাকলেও এমন হওয়ার কথা নয়। অনেক আগেই ওদেরকে দেখেছে পাখিরা। সবার গায়ের গন্ধ পেলে অন্তত দু'মাইল দূরে সরে যাওয়ার কথা বড় কোনও হিংস্র জন্তুর।

ধীরে ধীরে ডানে ও বামে চাইল রানা।

ওরা আছে ব্লাফের সমতল এক জায়গায়। একপাশে কালো উঁচু পাহাড়। উপর ও নীচের পাহাড় দেখা শেষ করল রানা। কিছুই নেই দেখবার মত। নেই অস্বাভাবিক কোনও আওয়াজও। ওদের চারপাশে উজ্জ্বল নীল আকাশে খোঁচা মারছে পেরেকের মত পাহাড়ের একের পর এক সবুজ চূড়া, অপূর্ব সুন্দর। বিশ্বাস হতে চায় না, এই স্বর্গে বাস করে ভয়ঙ্কর খুনি এক দানব।

ঘাড় ফিরিয়ে তানামুরার দিকে চাইল রানা।

নীরবে ভুরু কুঁচকে ওর দিকে চেয়ে আছে জাপানি যোদ্ধা।

আবারও মুখ ফিরিয়ে নিল রানা, একবার ভাবল রওনা হবে, কিন্তু সায় পেল না অন্তর থেকে। গোলমাল আছে কোথায় যেন। এমন কিছু, যা খুব অস্বাভাবিক। উতে ইণ্ডিয়ান চিফের কথা মনে পড়ল: সব সময় সত্য বলে জঙ্গল, কখনও মিথ্যা বলে না।

ঠিক তখনই রানার পিছনে এসে দাঁড়াল তানামুরা। অস্ত্রের নল তাক করেছে কালো পাহাড়ের দিকে। পেরিয়ে গেল কয়েক সেকেণ্ড, তারপর বলল সে, 'ওটা কিন্তু কখনও দিনে হামলা করেনি। এখন নিজের কৌশল পাল্টে নেবে কেন?'

দ্বিধায় পড়ল রানা। কুঁচকে গেল ভুরু। বলল, 'কারণ, ওকে

BanglaBook.org

খেপিয়ে দিয়েছি আমি। আহত করেছি বলেই প্রতিশোধ নিতে চাইবে। সবাইকে বলো ছড়িয়ে পড়তে, কিন্তু বেশি দূরে যেন না যায়। প্রত্যেকের মাঝে থাকবে পাঁচ ফুট জায়গা। আমার ভুল না হয়ে থাকলে, ওটা হামলা করবে ওপর থেকে।'

'হাই।'

জিনাকে হাতের ইশারা করে আবারও রওনা হলো রানা। 'মারলিন ফিরিয়ে দিয়ে ব্যারেট হাতে তৈরি থাকো।'

বদল করে নিল ওরা অস্ত্র। পরীক্ষা করল যে যার অস্ত্রের ম্যাগাযিন ও চেম্বার।

একবার পিছনে চাইল রানা।

বাড রলিন্স ও আর্থার জয়েস বয়ে আনছে প্রফেসরকে। তাদের দিকে একবার ইশারা করে কালো পাহাড়ের চূড়ার দিকে চলল রানা।

নীরবে পিছু নিল সবাই।

প্রতিবার সামনের জমি বা পাথর পরখ করছে রানা, তারপর পুরো ভর দিচ্ছে পায়ের। খেয়াল রাখছে, বদলে যাচ্ছে কি না বাতাস, বা কোনও গন্ধ। মারলিন রাইফেলে আছে ছয়টি তাজা বুলেট। যে-কোনও ছুটন্ত গণ্ডারকে থামিয়ে দিতে পারবে। অথচ, এত শক্তিশালী বুলেটও ঠেকাতে পারছে না ওই দানবকে। ওটাকে শেষ করতে কিছুই যেন যথেষ্ট নয়। গুলি কেন ওটার দেহ ভেদ করছে না, তা বোঝা যাচ্ছে না। আগে বেরিয়ে যেতে হবে এই মৃত্যু-ফাঁদ থেকে, তারপর ভেবে দেখতে হবে।

রানার ধারণা, ওই দানবের দেহে একই জায়গায় ব্রাশ ফায়ার করলে বা জিনা ওর ব্যারেট দিয়ে পয়েন্ট-ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে গুলি করলে কাবু হবে ওটা। তখন তানামুরা কাটানা দিয়ে ওটার মাথা কেটে নিলে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে। কিন্তু এসব প্রায় অসম্ভব কাজ। হাঁটতে হাঁটতে ওর মুখ বেয়ে পড়ছে শীতল ঘাম। চোখ রেখেছে

BanglaBook.org

চারপাশে।

কালো নেকড়েকে উত্তেজিত মনে হচ্ছে। বার-বার মাথা ঘুরিয়ে দেখছে সবুজ জঙ্গল। কালো আগ্নেয় পাথরে ঠুকছে সামনের দুই পা। চাইছে শেষ হয়ে যাক লড়াই। কিন্তু রানা নির্দেশ না দিলে হামলা করবে না।

ভাবতে ভাবতে চলেছে রানা, হঠাৎ থমকে গিয়ে কাঁধে তুলে নিল মারলিন রাইফেল। যে-কোনও মুহূর্তে গুলি ছুঁড়বে। হঠাৎ করেই থেমে গেছে চারপাশের স্বাভাবিক সব শব্দ। থমথম করছে পাহাড় ও জঙ্গল।

মনে হলো বরফের মত জমে গেছে কালো নেকড়ে।

চোখের পলক পড়ল না রানার।

হান্টারের চোখকে অনুসরণ করল ও।

বাদুড়ের কানের মত খাড়া হয়ে গেছে নেকড়ের কান। যে-কোনও আওয়াজ বা ফিসফিস শুনতে তৈরি। টের পাবে কেউ নড়লে। কিন্তু হতাশ মনে হলো ওটাকে।

দানবটা আছে খুব কাছে। হয়তো সবুজ ঘাস মাড়িয়ে আসছে বলেই আওয়াজ নেই। ৪৫.৭০ রাইফেল হাত বদলে নিল রানা, চট্ করে দেখল জিনাকে।

সতর্ক হয়ে উঠেছে মেয়েটা। চোখ বিস্ফারিত।

চোখের ইশারায় দূরের পাথুরে এলাকা দেখাল রানা। দৈর্ঘ্যে ওটা চল্লিশ ফুট, এবড়োখেবড়ো। ওই জায়গায় ভর করেছে পাহাড়ের চূড়ার কালো আঁধার।

আস্তে করে মাথা দোলাল জিনা।

রানার চোখ অনুসরণ করে কালো, উঁচু পাহাড়ের দিকে চাইল তানামুরা।

কাঁধে শটগান তুলে নিয়েছে টড ওয়েইলার।

কৃষ্ণ পাহাড়ের ওদিকে কোনও গুহা থাকলে অ্যাম্বুশ করা

BanglaBook.org

সহজ হবে, ভাবল রানা। আগে কখনও দিনের আলোয় হামলা করেনি দানব, কিন্তু বাড়তি সুযোগ পেলে করবে না, এমন কথা কেউ বলতে পারবে না। আরেকটা কথা ভাবল রানা: ছোট ক্যালিবারের অস্ত্রে কিছু হয় না ওটার, কিন্তু হতেই পারে পাহাড়ের শৈলশিরায় গুরুতর ভাবে ওটাকে আহত করতে পেরেছে ও। হয়তো এখনও অসুস্থ, নড়তে চাইছে না।

সামনের পাথুরে, কালো পাহাড় থেকে যখন তখন আক্রমণ আসতে পারে। তার জানা থাকার কথা, এদিক দিয়ে চলেছে ওরা। আর এখন হামলা করলে উপায় থাকবে না ওদের।

থেমে অপেক্ষা করবে ওরা, সে রাস্তা নেই।

পাথুরে পাহাড়ে যাওয়ার সময় সার্চ করতে করতে যাবে, তাও সম্ভব নয়। রাত নামার আগেই পৌঁছুতে হবে নিরাপদ কোনও আশ্রয়ে।

মারলিন রাইফেল হাতে এক পা সামনে বাড়ল রানা। ঘাড় ফিরিয়ে দেখে নিল অন্যদেরকে।

অনুসরণ শুরু করেছে সবাই।

বাড রলিন্স ও আর্থার জয়েস বইছে অসুস্থ প্রফেসরের স্ট্রেচার। কাছেই নিরাপত্তা-মূলক পযিশনে টড ওয়েইলার, হাতে শটগান।

ওরা পাথুরে পাহাড় পেরোলে অ্যাম্বুশের সুযোগ হারাবে দানব। কিন্তু তার আগে স্ট্রেচার বহনকারী দুই কমাণ্ডো থাকবে অসহায়। প্রফেসরকে নামিয়ে অস্ত্র তুলতে হলে পেরিয়ে যাবে কয়েকটা মুহূর্ত।

'হান্টার,' ফিসফিস করল রানা। মুখ তুলে ওর দিকে চাইল না কালো নেকড়ে। 'খুঁজে বের কর। ওটা কোথায়?'

পাথুরে পাহাড়ে সবুজ গাছের ভিতর কালো একটা গুহার দিকে সরাসরি চেয়ে রইল হান্টার।

BanglaBook.org

আর তখনই এল ওটা।

ছুটন্ত চিতার চেয়েও বেশি গতি তুলে মাত্র তিন সেকেণ্ডে পৌঁছুল। বিদ্যুদ্বেগে থাবা বসিয়ে দিল বাড রলিন্সের বুকে।

পরিষ্কার সব দেখল রানা।

বুকের মাংস খুবলে নিয়েই পরক্ষণে ঘাড় থেকে ছিঁড়ে নিল বাডের মাথা। পিছনে ছিটকে গিয়ে পড়ল ওটা। রগ থেকে ঝরঝর করে ঝরছে তাজা রক্ত। রলিন্সের চোখে প্রাণের আভা, কিন্তু এক সেকেণ্ড পর হয়ে গেল নিষ্প্রভ।

'শালার ঈশ্বর!' চিৎকার করে উঠল টড ওয়েইলার।

একই সময়ে হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছে আর্থার জয়েস। কিন্তু তার বুকের ব্যালিস্টিক ভেস্টের বড় এক অংশ ছিঁড়ে নিল দানব। প্রচণ্ড এক থাবড়া মেরে পাশের উঁচু পাথরের ওপাশে ছিটকে ফেলল কমাণ্ডোকে। স্বর্গের দিকে পা তুলে রইল জয়েস। বেঁচে আছে, না মরে গেছে, বোঝা গেল না।

টড ওয়েইলারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইল দানব। কিন্তু সেমিঅটো শটগানের গুলির তোড়ে থরথর করে কেঁপে উঠতে হলো ওটাকে। ওই গুলিতে মরবে না। সবাইকে একই হামলায় শেষ করে দিতে সামনে বাড়ল আবারও।

গুলি লাগলে রেগে গিয়ে গর্জন ছাড়ছে, এত দ্রুত নড়ছে, রানা নিশ্চিত হতে পারল না টড ওয়েইলার মারা গেছে কি না। আগুনে পোড়া মুখের কমাণ্ডোকে পেরিয়ে গেল দানব। তানামুরার সাবমেশিন গানের গুলি এড়াতে সরে গেল বনমানুষের মত মস্ত এক লাফে। বড় এক পাথর টপকে গিয়ে পড়তে চাইল প্রেস্টন ওয়েস্টের বুকে।

কিন্তু ঝট্ করে সরে গেছে ব্রিটিশ সৈনিক, গুলি করছে ঝড়ের গতিতে। বার-বার লাফিয়ে উঠছে আগুন ঝরা রাইফেলের নল।

গাছগুলোর পাতায় আগুন ধরিয়ে দিল মাযল ফ্ল্যাশ।

Banglapdf.org

চারপাশে চিৎকার, গর্জন, হুলুস্থূল।

গুলি করতে চাইল রানা, কিন্তু ওর সামনে পড়ে গেছে জিনা।

ঝট্ করে সরে গিয়ে গুলি করল রানা।

কয়েক পা ফেলে তানামুরার উপর চড়াও হতে গেল দানব। ওটা দেখতে প্রায় মানুষের মতই, কিন্তু আসলে পৃথিবীর যে-কোনও প্রাণীর চেয়ে অনেকগুণ বেশি হিংস্র।

গুলি করতে করতে ওটার গতিপথ থেকে সরে যেতে চাইল তানামুরা। গায়ের কাছে আসবার আগেই শেষ গুলিটা করল, তারপর লাফিয়ে গিয়ে পড়ল আরেক দিকে।

দানবের সামনে শুধু জিনা আর রানা।

জিনার উপর হামলে পড়তে চাইল ওটা। প্রচণ্ড এক থাবড়া মেরে সরিয়ে দিল রাইফেল। আর ওই বেমক্কা ধাক্কা খেয়ে হুড়মুড় করে দূরের মাটিতে গিয়ে পড়ল জিনা।

পয়েন্ট-ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে বুকে গুলি করতেই ব্যথা পেয়ে বিকট গর্জন ছাড়ল ওটা। তেড়ে এল রানার দিকে।

মাত্র এক সেকেণ্ডের দশ ভাগের এক ভাগ সময়ে রক্তলাল চোখে তীব্র ঘৃণা দেখল রানা।

বেরিয়ে এসেছে ওটার তীক্ষ্ণধার দাঁত। দু'হাত বাড়িয়ে মরণ আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরতে চাইল ওকে।

বাইম মাছের মত গা মুচড়ে সরে গেল রানা। তার আগেই গায়ের জোরে রাইফেলের কুঁদো নামিয়ে আনল দানবের মুখে।

মনে হলো না ব্যথার কোনও অনুভূতি আছে ওটার। প্রচণ্ড এক উল্টো চড় বসিয়ে দিল রানার গালে।

ছিটকে দূরে গিয়ে পড়ে পরক্ষণে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল রানা। লাঠিয়ালের মত ধরেছে রাইফেল। বুঝে গেছে, দেখাতে হবে জীবনের সেরা দক্ষতা।

সামনে বেড়ে বার-বার রানার মুখ লক্ষ্য করে থাবা মারতে

BanglaBook.org

শুরু করেছে দানব।

পিছাতে শুরু করে রাইফেলটাকে লাঠির মত ধরে গোটা ছয়েক বিদ্যুদ্গতি হামলা ঠেকিয়ে দিল রানা। পরের বার থাবা মারতেই ঝট্ করে সরে গেল। ওর মাথার পাশের গ্র্যানেট বোল্ডারে নামল চাপড়। পাথরের বুকে খড়-খড় শব্দ তুলল নখের আঁচড়, জ্বলে উঠল কমলা আগুনের ফুলকি। কুঁজো বামনের মত পিছাতে শুরু করেছে রানা। নাকের সামনে দিয়ে ঘুরে গেল ধারালো কয়েকটা কালো নখ। পাথরে হোঁচট খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তেও সামলে নিল রানা।

হৈ-চৈ-এর ভিতর কাউকে কাউকে অস্ত্র তুলতে দেখল রানা।

রাগে, উত্তেজনায় ঘড়-ঘড় গর্জন ছাড়ছে হাণ্টার। নিচু এক বোল্ডার থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল দানবের কাঁধে। ঝুলছে মাংসপেশি কামড়ে ধরে। ছিঁড়ে ফেলছে শক্ত তন্তু।

বিকট গর্জন ছাড়ল দানবটা। হাত পিছনে নিয়ে চেপে ধরতে চাইল নেকড়েকে। তখনই লাফ দিয়ে নেমে গেল হাণ্টার। পরক্ষণে আবার চেপে বসল শত্রুর কাঁধে। এবার খপ্ করে ওকে ধরল দানব, ছিটকে ফেলে দিল অন্তত দশ ফুট দূরের বোল্ডারের উপর।

'গুলি করো!' গলা ফাটিয়ে নির্দেশ দিল রানা।

একই সময়ে লালচে ফুলকি ঝরাল কয়েকটা আগ্নেয়াস্ত্র।

এক দৌড়ে হাণ্টারের পাশে পৌঁছল রানা, গুলির আওতার বাইরে টেনে সরিয়ে নিল নেকড়েকে।

ওদিকে হাঁটু গেড়ে বসে ব্যারেট রাইফেল কাঁধে তুলেছে জিনা। প্রচণ্ড গর্জন ছাড়ল অস্ত্রটা। উগরে দিল পাঁচ ফুটি কমলা আগুন।

.৫০ ক্যালিবারের গুলি বিঁধতেই আর্তনাদ ছেড়ে ঘুরে গেল দানব। রানা খেয়াল করল, গুলি বুকে না লেগে বিঁধেছে বাহুতে।

BanglaBook.org

অন্য হাতে চেপে ধরল আহত বাহু, ব্যথায় বসে পড়েছে মাটিতে।

ব্যারেটের রিকয়েল সামলে দ্বিতীয়বার গুলি করতে চাইল জিনা। এবার গুলি বিঁধল বুকের মাংসপেশিতে। একবার হাহাকার করে উঠে দুই লাফে ঘন জঙ্গলে গিয়ে ঢুকল দানব। যাওয়ার পথে ভেঙে দিয়ে গেল ডালপালা।

'দাঁড়া!' পিছন থেকে চিৎকার করল জিনা।

এমপি-৫-এর খালি ম্যাগাযিন পাল্টে নিল তানামুরা, ঘামে চকচক করছে মুখ। নিজেকে সামলে নিতে চাইছে। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'ওটাকে আহত করেছে কেউ?'

'পুরো দশটা কার্তুজ গেঁথেছি ওটার বুকে!' দাঁত খিঁচিয়ে বলল টড ওয়েইলার। ব্যস্ত হয়ে পড়ল শটগানে নতুন ম্যাগাযিন ভরতে। 'চামড়া ভেদ করেছে কি না জানি না! আগে কাউকে এত দ্রুত নড়তে দেখিনি!'

চুপ করে আছে রানা। ঘুরে দেখল বাড রলিন্সের মৃতদেহ।

লাশের পাশে গিয়ে থামল তানামুরা, সার্চ করল। রলিন্সের কোনও পরিচয়পত্র নেই। ডগ ট্যাগের প্রশ্নই ওঠে না।

ওদের দলের কাউকে কোনও আইডি দেয়া হয়নি।

সিরাজউদ্দীনের স্ট্রেচারের কাছে পৌঁছল রানা।

প্রফেসরের পাশে বসে ভাইটাল সাইন চেক করছে জিনা। নরম সুরে কথা বলতে শুরু করেছে। 'উত্তেজিত হবেন না, স্যর। সব ঠিক আছে। কোনও ভয় নেই। ওটা পালিয়ে গেছে...'

দাঁড়িয়ে আছে তানামুরা, মুখ কালো।

একটু দূরে চারপাশ দেখছে টড ওয়েইলার, চোখে পাগলাটে দৃষ্টি। স্বস্তি পাবে না ওই জন্তুটাকে খুন করতে না পারলে।

দানবের মুখোমুখি হয়েও নতুন করে আহত হয়নি হান্টার।

কাজে এসেছে জিনার গুলি। কিন্তু দানবটাকে প্রথমে চমকে দিয়েছিল কালো নেকড়েই, অপেক্ষা করেনি রানার নির্দেশের জন্য,

BanglaBook.org

ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ওর এলাকায় বড় কোনও জানোয়ারকে সহ্য করবে না। মরতেও দ্বিধা নেই। রানা অন্তরে বুঝল, পাহাড়ি এই এলাকায় হান্টার থাকলে ঠিকই খুঁজে বের করবে ওই দানবকে। তার ফলাফল: মরতে হবে কালো নেকড়েকে।

'প্রফেসর নিরাপদেই আছেন,' রানাকে বলল জিনা। 'কোনও চোট লাগেনি।'

নিজের দিকে মনোযোগ দিল রানা। বোল্ডারে আছড়ে পড়ে ছেঁচে গেছে হাড়-মাংস। জ্বলছে জায়গাটা। ঠিক হয়ে যাবে, কিন্তু ক'দিন আড়ষ্ট থাকবে পিঠের পেশি, কষ্টকর হবে উঠে দাঁড়ানো।

চারপাশে আছে নানান গাছ, কোনও কোনোটার ঔষধি গুণ কমিয়ে দেবে ব্যথা। কয়েকটা গাছের পাশে থামল রানা, সাবধানে বেছে নিল নির্দিষ্ট পাতা, মুখে ফেলে চিবুতে শুরু করেছে।

রানা অদ্ভুত লোক, জানে টড ওয়েইলার, দ্বিতীয়বার ওদিকে চাইল না। কিন্তু আগ্রহী হয়ে উঠল প্রেস্টন ওয়েস্ট। সরু হয়ে গেল চোখ। দানবের আঁচড়ে কয়েকটা অগভীর ক্ষত হয়েছে শরীরে, কিন্তু ঘাবড়ে যায়নি। একবার ভাবল, রানার কাছে জানতে চাইবে ওসব পাতা খেয়ে কী হবে। কিন্তু চুপ করে থাকল। বাড রলিন্সের মৃত্যুর কারণে মহা খেপে আছে বাঙালি লোকটা। থমথম করছে মুখ।

এসব পাতা আরও তিতা ও শুকনো হলে বা সেদ্ধ করলে কাজে আরও বেশি লাগত, কিন্তু আপাতত সেই সময় রানার হাতে নেই। সরাসরি পাতা চিবিয়ে খাচ্ছে বলে পরে খিঁচ ধরবে মাংসপেশিতে, মেনে নিতে হবে ওটা। আগে ব্যথা দূর করা জরুরি, নইলে মনোযোগ দিতে পারবে না কাজে। হান্টারের জন্য দুশ্চিন্তা নেই, আহত হলেও কিছুই পাত্তা দেবে না কালো নেকড়ে।

তানামুরা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে দেখে এগিয়ে গেল রানা। চোখে চোখ পড়ল দু'জনের। 'এবার?' জানতে চাইল জাপানি।

BanglaBook.org

'আগের প্ল্যান অনুযায়ী এগোতে থাকব,' বলল রানা, 'প্রথম সুযোগে রিসার্চ সেন্টারে পৌঁছে দেব প্রফেসরকে।'

'তারপর?'

'তারপর আবার বেরোব শিকার করতে,' শীতল হয়ে গেছে রানার কণ্ঠ। 'দরকার পড়লে দুনিয়ার শেষমাথা পর্যন্ত ধাওয়া করব ওটাকে।'

মাথা দোলাল তানামুরা। 'আমারও একই কথা। হয় আমি থাকব, নয় ওটা।'

'জয়েস,' ডাকল রানা। 'তৈরি হয়ে নাও। দু' শ' গজ দূরে ব্লাফ। নামিয়ে দিতে হবে প্রফেসরকে।'

'ঠিক আছে,' চাপা স্বরে বলল আর্থার জয়েস। এখনও হতভম্ব। কমব্যাট ভেস্ট ও কেভলার সুটে পাতলা লোহার তার না থাকলে মরত। হামলার সময় পাতলা টিশু পেপারের মত ইস্পাতের নেটিং ছিঁড়ে নিয়েছে দানব। বুকে ছেঁড়া লালচে পেশির ক্ষত থেকে পড়ছে রক্ত।

'টড ওয়েইলার আর আমি প্রফেসরকে বয়ে নেব,' বলল সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড তানামুরা। 'রানা, আপনি হান্টারকে নিয়ে সামনে থাকছেন?'

মাথা দোলাল রানা। 'পিছনে গার্ড দেবে জিনা আর জয়েস। ...জিনা-জয়েস, মনে রেখো, আগেও একবার পেছন থেকে হামলা করেছে, কাজেই আবারও করতে পারে। ...ঠিক আছে, চলো রওনা হওয়া যাক!'

এক মিনিট পেরোবার আগেই প্রায় ছুটতে শুরু করল ওরা।

রানার ধারণা, আপাতত আক্রমণ করবে না ওটা। কিন্তু ঝুঁকি নেয়া উচিত হবে না। ওর মনে আছে, ব্যারেট রাইফেলের গুলি লাগতে খুব বিস্মিত হয়েছিল জন্তুটা। যেন বিশ্বাস করছিল না কোনও অস্ত্র তাকে এত ব্যথা দিতে পারে।

BanglaBook.org

মাত্র কয়েক মিনিটে ব্লাফের কিনারায় পৌঁছল ওরা। সবার আগে র‍্যাপেল করে নীচে নেমে গেল টড ওয়েইলার। এরপর তানামুরা। ওদের কাজ নিরাপদে প্রফেরকে নীচে নামিয়ে নেয়া।

কোনও ঝামেলা ছাড়াই বাঙালি ডক্টরকে নামানো গেল। এরপর র‍্যাপেল করে নেমে গেল রানা, জিনা ও জয়েস।

'দড়ির কী হবে?' জানতে চাইল তানামুরা। 'ওটা পরে কাজে আসতে পারে। বেঁধে রাখা হয়েছে ওপরের গাছে।'

রানা জবাব জানে, কিন্তু কিছু বলবার আগেই আর্থার জয়েস বলল, 'দড়িটা বড় কোনও সমস্যা করবে না। এ জন্যেই দলে রাখা হয়েছে আমাকে।' জোড়া দড়ি ব্যবহার করে আবারও উঠতে লাগল সে। চূড়ায় উঠে হারিয়ে গেল। একটু পর দীর্ঘ অজগরের মত ঝপাৎ করে এসে নীচে পড়ল দড়ি। সাবধানে নেমে এল জয়েস। হাঁপিয়ে গেছে বড্ড। 'এক মিনিট, একটু বিশ্রাম নেব।'

তাড়া দিতে গেল না রানা। ওরা প্রত্যেকে হতক্লান্ত।

পাঁচ মিনিট পর দড়ি-দড়া গুছিয়ে নিল জয়েস, এম-২০৩ হাতে বলল, 'রওনা হই চলুন।'

ঢালু পথে চলেছে ওরা, পাশে ক্রিক। গেছে পাহাড়ের মাঝের উইণ্ডি গ্যাপের দিকে। সবার আগে দুলকি চালে ছুটছে কালো নেকড়ে হান্টার।

গিরিপথ পেরিয়ে প্রফেসরকে পৌঁছে দিতে হবে রিসার্চ স্টেশনে। যদি না পারে, রাতে আবারও হবে হামলা। গতরাতে কপাল ভাল ছিল, কিন্তু বার-বার সহায়তা পাওয়া যায় না ভাগ্যের।

মারলিন রাইফেল হাতে সাবধানে চলেছে রানা। যদিও জানে, জন্তুটাকে ঠেকাতে পারবে না এই অস্ত্র দিয়ে। চট্ করে একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখে নিল জিনাকে। তার চোখে সতর্কতা আর হিংস্রতা। নতুন করে লড়তে তৈরি। অন্তর থেকে চাইছে, একবার

BanglaBook.org

ওর রাইফেলের সামনে পড়ুক দানবটা। আত্মবিশ্বাসের অভাব নেই।

মনে পড়ল রানার, ভয়ঙ্কর জানোয়ারটার লালচে চোখে অশুভ রক্ত-পিপাসা দেখেছে। বিকট গর্জন ছেড়ে ওদের উপর হামলে পড়েছিল। ওই দুই মারাত্মক থাবা নিশ্চিত করে মৃত্যু। বার-বার মরতে মরতেও বেঁচে যাচ্ছে ওরা। কিন্তু বুঝে গেছে রানা, হাল ছাড়বে না দানব, আপ্রাণ চেষ্টা করবে ওদেরকে খুন করতে। বিশেষ করে ওকে। ও একমাত্র মানুষ, যে মুখোমুখি হয়ে ছুঁড়ে দিয়েছে চ্যালেঞ্জ। আঁধার রাতে হারিয়ে দিয়েছে ওটাকে। বেরিয়ে গেছে তার খপ্পর থেকে।

হ্যাঁ, ওকে শেষ করতে হামলা করবেই ওটা!

ছাব্বিশ

'সেলুলার ফোনে এসব বলা যাবে না,' ঘড় ঘড়ে কণ্ঠে বলল *পাথর ভাঙা* হ্যাঙ্ক ডিগবার্ট। 'ল্যাণ্ড ফোনে কল করো।'

'আগে নাম্বার তো দাও,' ভাড়া করা ফোর্ড নিয়ে পেট্রল স্টেশনে ঢুকে পড়ল টম জেরাল্ড। আর মাত্র ত্রিশ মাইল গেলেই পৌঁছবে সিরাজউদ্দীন বেঙ্গল সায়েন্স ইন্সটিটিউটে। তদন্ত করতে হলে প্রথমে ওখান থেকেই শুরু করা উচিত।

ডিগবার্টের দেয়া নম্বর নোটবুকে টুকে নিল টম, গাড়ি রেখে ঢুকে পড়ল পাশের টেলিফোন বুথে, কল করল। বুঝতে পারছে, দেরি না করে নামতে হবে কাজে।

BanglaBook.org

প্রথম রিং শেষ হওয়ার আগেই ওদিক থেকে রিসিভার তুলল হ্যাঙ্ক ডিগবার্ট। 'এক টুকরো খবর আছে। আমার এক লোক চেনে একজনকে, সে বলেছে ওসব রিসার্চ স্টেশনের লজিস্টিক, স্যাটালাইট সাপোর্ট এসব নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে আরেক লোক। বিশেষ করে হিট টিমের সঙ্গে স্যাটালাইট সংযোগ বন্ধ করে দিতে চেয়েছে। এসব যখন করছে, তার কোনও না কোনও উদ্দেশ্য থাকবেই।'

'তোমাকে ট্র্যাক করতে পারবে না তো?' জানতে চাইল জেরাল্ড। ওর মনে হলো, ফাঁদ পেতেছে কেউ। এসপিয়োনাজ কৌশলের বইয়ে প্রথম সূত্র ওটাই: মিথ্যা তথ্য দাও। দেখো খোঁজ নিতে শুরু করে কে। ছুঁচো বা গর্ত খুঁজতে গেলে এই কৌশল সেরা।

'আমার লোক সলিড,' বলল ডিগবার্ট। 'বহু দিনের পরিচয়।'

'কারও নাম দিয়েছে?'

'হ্যাঁ,' চাপা শোনাল হ্যাঙ্কের কণ্ঠ, 'ওই লোকের নাম জেন্স সিমন্স। সিআইএ-র কর্মকর্তা। অবশ্য, কিছুই বলেনি ডিভিশনের কথা। তুমি ওখান থেকে শুরু করতে পারো। যদি চাও, খোঁজ লাগাতে পারি।'

দ্বিধায় পড়ে গেল টম।

আইনের মাধ্যমে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যেন ইউনাইটেড স্টেটসের জমিতে কোনও ফ্যাসিলিটি তৈরি না করে দ্য সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি। বড়জোর নিউ ইয়র্ক সিটিতে রাখতে পারবে কভার্ট সাইট বা ডোমেস্টিক অফিস। প্রেসিডেনশিয়াল ম্যাণ্ডেটে বা সিআইএ চার্টারে পরিষ্কার উল্লেখ আছে, দেশের ভিতরে কোনও অপারেশনে যেতে পারবে না ওরা। অথচ, আলাস্কার রিসার্চ স্টেশন ওদেরই হলে, কাঁচকলা দেখাচ্ছে আইনকে। প্রয়োজন পড়লে খুন করতেও দ্বিধা করবে না। কাজেই উচিত হবে না হ্যাঙ্ক

BanglaBook.org

ডিগবার্টকে কাজে লাগানো। মস্ত বিপদে পড়তে পারে সে। শেষে হয়তো খুন হয়ে যাবে।

'না, আর খোঁজ নিতে হবে না,' বলল জেরাল্ড। 'কাজ এখান থেকেই ধরতে পারব। এমন ভঙ্গি নাও, তোমার কোনও আগ্রহ নেই ওই বিষয়ে। সবাই বুঝুক, ভয় পেয়েছ। আর তা-ই জানতে চাইছ না কিছু। আসলে এক সময় মেরিন ছিলে, আর ওখানে খুন হয়েছে একদল মেরিন সৈনিক, এজন্যে রেগে গিয়েছিলে। ওরা বুঝবে, একজন মেরিন সব সময় মেরিনই থাকে। নিজেকে ক্লিয়ার রাখো।'

মনের চোখে হ্যাঙ্ক ডিগবার্টকে মাথা দোলাতে দেখল টম।

'নিজের পিঠ বাঁচিয়ে চলো, বাছা,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল হ্যাঙ্ক। 'নাক গলাতে চাইছ মস্ত বিপদে। আরও কয়েকটা কৌশল জানি, যেগুলো এখনও শেখোনি। ধরে নাও, ওরা চোখ রেখেছে তোমার ওপর। পিঠ বাঁচিয়ে, টম!'

'ঠিক আছে,' চট্ করে হাইওয়ে দেখে নিল টম। 'চারপাশে চোখ রাখব।'

'গুড।'

ফোন রেখে গাড়ির কাছে ফিরল জেরাল্ড। আগেও অস্বস্তি বোধ করছিল, এখন আরও বেড়েছে ওটা। আবারও মনে এল চিন্তাটা: ওই পাহাড়ি এলাকায় কী খুঁজছে ওরা? কেন সেজন্যে লাগবে সেরা ক্রিপটোযুলোজিস্ট? কী স্পিশিস খুঁজছে ওরা?

গাড়ির দরজা খুলল টম, ডুবে গেছে চিন্তায়।

মিলিটারি বা সিআইএ-র হয়ে কাজ করছে অ্যানথ্রোপলজিস্ট আর হাই-টেক মিলিটারি হান্টিং পার্টি। ওই দল শিকার করতে চাইছে এমন কিছু, যেটা আসলে মানুষ নয়।

তার মানে কোনও জানোয়ার?

হঠাৎ গলা শুকিয়ে গেল টমের।

BanglaBook.org

কী ধরনের জানোয়ার?

মনে মনে বলল টম, 'ওখানে আছেন নামকরা ইকোলজিস্ট, এক বিখ্যাত স্কাউট, হাই-টেক কিলিং টিম... কোনও জন্তুকে খুন করতে? আর ওই জন্তু হামলা করছে সৈনিকদের ওপর? সে কারণে ওটাকে খুন করতে চাইছে? তা হলে কি একটা জন্তু ধ্বংস করে দিয়েছে ওসব রিসার্চ ফ্যাসিলিটি?

এটা অবিশ্বাস্য মনে হলো ওর কাছে।

আবারও প্রথম থেকে ভাবতে লাগল।

বড় কোনও সূত্র চোখ এড়িয়ে গেছে, এমন নয় তো?

নাহ্!

অনেকক্ষণ গাড়ির পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল টম জেরাল্ড। ভেবে দেখল, সত্যিই কোনও জন্তু সৈনিক ও বিজ্ঞানীদেরকে খুন করে থাকলে, বা রিসার্চ ফ্যাসিলিটি ধ্বংস করে থাকলে, প্রথম কাজেই হবে ওটাকে খুন করা। আর সে কাজেই পাঠানো হয়েছে ওই দলকে।

তার আগে মনে প্রশ্ন জাগে, কেন ওরকম হয়ে উঠল ওই পশু?

থাক্ ওই চিন্তা।

ওটার কোনও নাম দিয়েছে ওরা। কী জাতের প্রাণী তা বুঝতেই সঙ্গে করে নিয়ে গেছে বয়স্ক প্রফেসরকে।

BanglaBook.org

ওটা এখনও জীবন্ত।

ট্র্যাক করে খুন করতে হবে।

তাই চাই স্কাউট।

সঙ্গে আছে হিট টিম।

ওর থিয়োরি অস্বাভাবিক মনে হলেও ঘটনা বোধহয় তেমনই। এ ছাড়া, অন্য কোনও কারণও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

অত্যন্ত ক্ষমতাশালী কেউ চাইছে কবর-চাপা দেয়া হোক ওই

অপারেশন। দরকার পড়লে মিথ্যা বলবে সিআইএ। আর এজেন্ট জেন্স সিমন্স নিশ্চিত করতে চাইছে, যেন নষ্ট করে দেয়া হয় কিলার টিমের স্যাটালাইট লিঙ্ক। কারণ জানে না টম, কিন্তু কমিউনিকেশন স্যাটালাইট বিকল করা মানেই... হ্যাঁ, স্যাবোটাজ করা হচ্ছে হিট টিমকে।

কেন?

জবাবও সহজ।

ওরা যেন আর্মির কাছ থেকে কোনও সহায়তা না পায়।

গহীন অরণ্যে বা দুর্গম পাহাড়ে মরলে মরবে ওরা।

ওদেরকে পরিত্যাগ করেছে সিআইএ।

ভুরু কুঁচকে গেল জেরাল্ডের। ওই জন্তু যদি সত্যিই দুই প্লাটুন মেরিন সৈনিক খুন করে থাকে, অনায়াসেই ছোট একটা অ্যাটাক টিমকে শেষ করে দিতে পারবে।

কিন্তু ওটা কী জন্তু?

একেকটা হামলায় এতজন মানুষকে খুন করছে কীভাবে?

আর খুন করতে চাইছেই বা কেন?

ওটাকে যদি খুন করা জরুরি মনে হয়, তো হিট টিমকে শেষ করে দেয়ার চেষ্টা হচ্ছে কেন?

সব আগামাথা গুলিয়ে গেল না?

ওসব রিসার্চ সাইটে কী এমন জরুরি জিনিস ছিল, যে এত গোপন রাখতে চাইবে সিআইএ?

গোটা ওই অপারেশন স্যাবোটাজ করল কে?

কী কারণে?

তার চেয়েও বড় কথা, এত ক্ষমতা আছে কার?

ইঞ্জিন চালু করে রওনা হয়ে গেল টম। পেট্রল স্টেশন থেকে বেরিয়ে উঠল একযিট র‍্যাম্পে, আগের চেয়ে অনেক সাবধান। চলেছে উত্তর দিকের পথে ইন্সটিটিউট লক্ষ্য করে। হয়তো ওখানে

BanglaBook.org

পাবে জরুরি তথ্য বা সূত্র। পরক্ষণে ওর মনে হলো, ওখানে গিয়ে নতুন কিছুই জানবে না। মন বলছে, পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার আগে অনেক খারাপ দিকে মোড় নেবে।

সাতাশ

ক্রিকের পাশ দিয়ে গভীর এক গিরিসঙ্কট ধরে নেমে চলেছে রানা। এই ক্রিক গিয়ে পড়েছে আরও প্রশস্ত এক ক্রিকে। আপাতত টপোগ্রাফিকাল ম্যাপ দেখছে না রানা। তার দরকারও নেই, ওর দক্ষতা ওদেরকে পৌঁছে দেবে পাহাড়ি গিরিপথে। কিন্তু এখনও কমপক্ষে বিশ মাইল দূরে ওই গিরিপথ।

দলের সত্যিকারের অসীম সাহসী প্রাণ হচ্ছে কালো নেকড়ে হান্টার। মনে কোনও দ্বিধা নেই, তীরের মত গিয়ে দেখে আসছে সামনের পথ, আবার ফিরে যাচ্ছে পিছনে। যেন পাহারা দিয়ে নিয়ে চলেছে দ্বিধান্বিত মানুষগুলোকে। লড়তে আপত্তি নেই ওর।

চারপাশে চোখ রেখেছে রানাও।

নীরব হয়ে আছে সবুজ জঙ্গল। তা অস্বাভাবিক নয়। পাহাড়-অরণ্যে মানুষ চলাচল দেখে অনেক আগেই সরে গেছে প্রতিটি প্রাণী।

একবার ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে চাইল রানা। ঠিক ভাবেই আসছে সবাই, টলছে না কেউ। দ্রুত হাঁটছে না ওরা, আবার অতি ধীরেও নয়। সন্ধ্যার দিকে পৌঁছবে গিরিপথে। ওখানে থাকবার কথা ছোটখাটো কোনও গ্রাম। ফোন থাকবে, যোগাযোগ করতে

পারবে রিসার্চ স্টেশনে। আর্মি এসে তুলে নেবে ওদেরকে। আধুনিক চিকিৎসা দরকার অসুস্থ প্রফেসরের।

আরও পাঁচ ঘণ্টা হাঁটলে পৌঁছবে গ্রামে। রানা স্থির করেছে, প্রফেসরকে আর্মির হাতে বুঝিয়ে দেয়ার পর একা পিছু নেবে ওই দানবের। যেভাবে হোক খতম করবে রক্ত-পিশাচটাকে। ওর মনে আছে, শিকার করা হরিণের মাংসের অধিকার বজায় রাখতে আলফা নেকড়ের বিরুদ্ধে লড়তেও দ্বিধা করেনি তরুণ হাণ্টার। ওর নিজেরও উচিত বিনা দ্বিধায় দানবের বিরুদ্ধে লড়া। ওটা যতদিন বাঁচবে, থামবে না, খুন করবে একের পর এক মানুষ। হয়ে উঠেছে নরখাদক সিংহের মত। ওটাকে হত্যা না করলে আবারও খুন করবে।

খাবারের জন্য নয়, ভয়ের কারণে নয়, এলাকা দখলে রাখবার জন্যও নয়, নরখাদক বাঘের চেয়েও খারাপ ওই দানব– কোনও কারণ ছাড়াই খুন করছে খুনের আনন্দে। অন্তরহীন খুনের মেশিন হয়ে উঠেছে ওটা। কাজেই শেষ করতে হবে তাকে।

আজ থেকে দশ হাজার বছর আগে বিশ্বের বুকে ওই দানবের মত আরও জানোয়ার ছিল কি না, জানা নেই রানার। ওদিকের পাহাড় কখনও যায়নি। কিন্তু সেই আমলে গোটা পৃথিবীর ক্ষমতা ছিল বোধহয় এসব দানবের হাতেই। ফুর্তিতে খুন করত যাকে খুশি।

হারিয়ে গিয়েছিল ওই প্রজাতি, কিন্তু এসব রিসার্চ ফ্যাসিলিটির গবেষণার কারণেই নতুন করে জীবন ফিরে পেয়েছে এই দানব। কাজেই প্রথম সুযোগে কপ্টারে করে পরের রিসার্চ ফ্যাসিলিটিতে যাবে, ঠিক করেছে রানা। খুঁজে বের করবে জরুরি কিছু জিজ্ঞাসার জবাব। আর তখন...

হঠাৎ ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সাবধান করতেই কালো এক পাথরের মত কিছু থেকে ঝট্ করে বিদ্যুদ্গতিতে সরে গেল রানা।

BanglaBook.org

সরু এক ফাটল থেকে বেরিয়ে এসেছে কালো-লালচে এক মুখ। থাবা পাকানো হাত ঘুরে গেল রানার নাকের সামনে দিয়ে। তীক্ষ্ণ নখর আঁচড় কাটল ওর চামড়ার শার্টের বুকে।

বাজ পাখির গতি তার, লাফিয়ে সামনের মাটিতে পড়েই ঘুরে উঠে দাঁড়াল। খিঁচিয়ে ফেলেছে দাঁত-মুখ। পরের সেকেণ্ডে ফুটবলের মত কয়েক গড়ান দিয়ে পৌঁছল জিনার সামনে, লাফিয়ে উঠেই এক চাপড়ে চিৎপাত করে দিল মেয়েটাকে।

জিনার হাত থেকে ছিটকে গিয়ে দূরে পড়ল ব্যারেট রাইফেল।

ঝটকা দিয়ে ঘুরে চেয়েছে তানামুরা, পরের সেকেণ্ডে পশুটার বুকে গাঁথতে চাইল এমপি-৫ সাবমেশিনগানের ম্যাগাযিন ভরা গুলি। অজস্র বুলেটের আঘাতে থরথর করে কাঁপল দানব, দ্বিতীয় সেকেণ্ডে প্রচণ্ড থাবড়া মেরে ছিটকে ফেলল জাপানি যোদ্ধাকে।

দূরে গিয়ে পড়ে প্রেস্টন ওয়েস্টের ভারসাম্য নষ্ট করে দিল তানামুরা। বোল্ডার ভরা মৃদু ঢালু জমিতে পড়ে গড়াচ্ছে দু'জন। জড়িয়ে গেছে আট হাত-পায়ে, পাথরে ঠোকর খেল হাতের অস্ত্র। থামল ওরা বড় এক বোল্ডারের গায়ে বাড়ি খেয়ে।

তখনই ঝড়ের গতিতে আর্থার জয়েসের উপর চড়াও হলো দানব। হাসিখুশি যোদ্ধার কেভলার জ্যাকেট এবার রক্ষা করতে পারল না তাকে। প্রচণ্ড এক চাপড় খেয়ে মাটি ছেড়ে আকাশে উঠল সে। তার আগেই বুক ভেদ করে ছিঁড়ে নেয়া হয়েছে বেচারার ফুসফুস।

Banglabook.org

উড়ন্ত অবস্থায় হতবাকের মত হাঁ করল জয়েস। পরক্ষণে মুখ থেকে ছিটকে বেরোল তাজা রক্তের স্রোত। মারা পড়ল মাটিতে পড়বার আগেই।

একই সময়ে ঝড়ের গতিতে তার পাশে পৌঁছল দানব, মৃত সৈনিকের কাদার মত নরম দেহটা তুলে ছুঁড়ে দিল টড

ওয়েইলারের দিকে। নিজেও ছুটতে শুরু করে পৌঁছে গেল শত্রুর সামনে।

আর্থার জয়েসের লাশ বড় এক লাফে এড়াল প্রকাণ্ডদেহী কমাণ্ডো, ঝট্ করে নল-কাটা শটগান তুলেই দুই ব্যারেল খালি করল দানবের বুকে-মুখে।

থমকে গিয়ে টলতে লাগল দানব। ছাড়ল বিকট এক গর্জন। দু'হাত বাড়িয়ে ছিঁড়ে ফেলতে চাইল টড ওয়েইলারকে। নাগালে পেলে দু'টুকরো করত, কিন্তু আগেই বুঝতে পেরেছে যোদ্ধা।

ঝট্ করে মাটিতে গড়িয়ে সরে গেল ওয়েইলার। পরক্ষণে উঠে বসেই আগুন ঝরাল শটগানের দুই ব্যারেল থেকে। তিন সেকেণ্ডে অন্তত বারোবার দানবের বুক-মুখে গুলি করল সে। ম্যাগাযিন ফুরিয়ে গেলেই যন্ত্রের মত লাগিয়ে নিল নতুন ক্লিপ।

একই কাজ করছে রানা। চারপাশ থরথর করে কাঁপিয়ে দেয়া শব্দ তুলছে মারলিন। গুলির ব্যথায় মুখ কুঁচকে ফেলেছে দানব। টলতে শুরু করে পিছিয়ে গেল কয়েক পা। খুব অবাক হয়েছে ওয়েইলার ও রানার উল্টো ঝটিকা হামলা দেখে।

তখনই ব্যারেট রাইফেল থেকে গুলি করল জিনা।

দানবের পাশে বিস্ফোরিত হয়ে নানাদিকে ছিটকাল ছোট এক গাছ। কয়েক সেকেণ্ডের জন্য বাড়তি সুবিধা পেল রানারা। গুলি করতে পারল ওটার গায়ে।

দু'হাঁটু গেড়ে বসে বুক চেপে ধরেছে জিনা। রিকয়েলের ব্যথায় বিকৃত হয়ে গেছে মুখ। গুলি ছুঁড়ছে রানা। গুলির আওয়াজে ভোঁ-ভোঁ করছে কান। ব্যারেট তুলে গুলি করতে চাইল জিনা। কিন্তু মাটিতে গিয়ে ঠেকল ভারী অস্ত্রের নল। আবারও তাক করতে চাইল দানবের দিকে। উপরে উঠল ব্যারেল।

কিন্তু জিনা গুলি করবে বুঝে গেছে দানব, মস্ত এক লাফে গিয়ে পড়ল বড় এক বোল্ডারের ওদিকে, অকল্পনীয় গতি। চওড়া

BanglaBook.org

ঝর্না পেরিয়ে গেল দ্বিতীয় লাফে। ছিটকে গিয়ে ঢুকল ঘন জঙ্গলে।

শেষবারের মত গুলি করল রানা। আবছা ভাবে খেয়াল করল ভারী ৪৫.৭০ বুলেটের আঘাতে বিস্ফোরিত হলো এক গাছ। আগেই ওটাকে পাশ কাটিয়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়েছে দ্রুতগতি দানব। মারাত্মক আহত নয়।

ঝর্নার পাড়ে অসংখ্য ধূমায়িত গুলির খোসা, অস্ত্রের নলের মুখ চুইয়ে বেরোচ্ছে ধূসর ধোঁয়া। থমথম করছে চারপাশ। শব্দ বলতে নিজের শ্বাসের আওয়াজ।

লালচে মুখে জঙ্গলের দিকে চেয়ে আছে টড ওয়েইলার, মনে হলো অপমানিত। অসহায় দৃষ্টি। শটগান নামিয়ে নিল।

বরফঠাণ্ডা ঝর্নায় পড়ে গিয়েছিল তানামুরা, কাঁপতে কাঁপতে উঠে এল। চট্ করে একবার দেখল মৃত আর্থার জয়েসকে। আবার চাইল ওদিকের জঙ্গলে। একবার ঝাঁকাল হাতের মুঠো।

দানবের খামচি খেয়ে আহত প্রেস্টন ওয়েস্ট। ছেঁড়া বাহু থেকে দরদর করে পড়ছে রক্ত। চেয়ে আছে দূরের পাহাড়ে।

জঙ্গল পেরিয়ে ঝড়ের গতিতে ওই পাহাড়ে গিয়ে উঠছে তখন দানব। গুলি শুরু করেছে তানামুরা ও ওয়েইলার। কিন্তু রেঞ্জের অনেক বাইরে ওটা।

'সিয ফায়ার!' নির্দেশ দিল রানা। 'কেউ গুলি নষ্ট করবে না!'

'ওটা আসলে কী...' বিড়বিড় করল তানামুরা।

প্রায় এক মাইল দূরের পাহাড়ের চূড়ায় উঠছে দানব। ঘুরে চাইল ওখান থেকে।

একই সময়ে উঠে দাঁড়াল জিনা, রাগে লালচে চোখ। খপ্ করে কোমর থেকে খুলে নিল ম্যাচেটি, ওটার কোপে কেটে ফেলল কাছের এক ডাল। দেরি না করে গেঁথে দিল মাটিতে। ডালের ডগার ভি'র উপর চাপিয়ে দিল .৫০ ক্যালিবারের ভারী রাইফেল, খুলে ফেলল স্কোপের কাভার। শীতল ক্রোধ জিনার মুখে।

BanglaBook.org

চোখের সামনে থেকে সরিয়ে দিল অবাধ্য চুল।

দূরের পাহাড়ে চেয়ে আছে রানা।

চূড়ায় উঠে ঘুরে দাঁড়িয়ে বাতাসে থাবা মারল দানব, যেন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ছে ওদেরকে।

'আর এক সেকেণ্ড দাঁড়া...' জিনাকে বিড়বিড় করতে শুনল রানা।

তখনই এক মাইল দূর থেকে এল ওটার গর্জন। পাহাড়ে পাহাড়ে বাড়ি খেয়ে প্রতিধ্বনি তুলল ওই আওয়াজ।

'শুভরাত্রি,' ফিসফিস করে বলেই ট্রিগার টিপে দিল জিনা।

পেরিয়ে গেল এক মুহূর্ত, তারপর চূড়া থেকে ওদিকে ছিটকে গেল দানব।

ব্যারেটের পাঁচ গুলির ম্যাগাযিন খুলে নিল জিনা, ভেস্ট থেকে নিয়ে আটকে নিল নতুন একটা। নির্বিকার হয়ে গেছে চেহারা।

মনে মনে জিনার মার্কসউওম্যানশিপের প্রশংসা না করে পারল না রানা। এত দূরের টার্গেটে গুলি লাগাতে হলে চাই কঠোর ট্রেনিং।

লাথি দিয়ে ডালটা ফেলে দিল জিনা। কাঁধে ঝুলিয়ে নিল ব্যারেট। রানার দিকে চাইল। 'তলপেটে লেগেছে। মাথায় গুলি করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু...' কাঁধ ঝাঁকাল সে।

হতাশ হয়ে মাথা নাড়ছে তানামুরা।

চট্ করে একবার অসুস্থ প্রফেসরকে দেখল রানা। স্ট্রেচারে চুপ করে পড়ে আছেন মানুষটা।

'দেরি না করে রওনা হব,' বলল রানা, 'হয়তো আবারও হামলা করবে।'

মাথা দোলাল তানামুরা। 'পরের বার খুন হয়ে যেতে পারি সবাই।'

'ওয়েইলার, প্রফেসরকে বয়ে নিতে আমাকে সাহায্য করবে,'

BanglaBook.org

বলল রানা। 'পেছনে পাহারা দেবে ওয়েস্ট।'

তানামুরার দিকে চাইল রানা। কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। কেন যেন ওর মনে হলো, অন্য কেউ আহত হতে পারে, কিন্তু জাপানি যোদ্ধা নয়। অবশ্য, দেখে মনে হলো বসে পড়বে তানামুরা। কয়েক সেকেণ্ড পর সোজা হয়ে দাঁড়াল। চাইল দূরের পাহাড়ে। চোখে রাগ ও ঘৃণা।

প্রফেসরের পাশে থেমে তাঁকে দেখল রানা। ভাবছে, মাইলের পর মাইল পেরিয়ে আরও ক্লান্ত হয়ে উঠছে ওরা। ঘামে ও ধুলোয় মাখামাখি চুল। ছিঁড়ে গেছে নোংরা পোশাক। এখনও নাক উঁচু ভঙ্গি নিয়ে চারপাশ দেখছে ব্রিটিশ সৈনিক প্রেস্টন ওয়েস্ট। কিন্তু বোঝা যাচ্ছে, সে-ও হতক্লান্ত। নিজের কথা ভাবল রানা। বহু মাইল হেঁটে টনটন করছে পা। মন চাইছে সটান শুয়ে পড়তে। বার-বার এখানে ওখানে পড়ে গিয়ে এবং দানবের থাবার হামলায় ছিঁড়ে ফালাফালা হয়েছে ওর কোট। কপালে ও ঘাড়ে আঁচড়ের লাল দাগ। বাম গালে চারটে নখরের টানে তৈরি হয়েছে অগভীর ক্ষত, থেমেছে গিয়ে চিবুকে।

কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল রানা, তারপর বলল, 'এবার রওনা হওয়া যাক।' পাশে এসে দাঁড়াল কালো নেকড়ে। 'আমাদের আগে আগে চলেছে। হয়তো সামনে আবার দেখা হবে। সতর্ক থাকবে সবাই।'

'হাই,' মৃদু নড করল তানামুরা।

'পাহারা দেবে ওয়েস্ট,' আবারও বলল রানা, 'এখন কাউকে হারালে মস্ত বিপদে পড়ব। পরে ফিরে আসব জয়েস আর রলিন্সের দেহ নিতে।'

'যদি বাঁচি,' মন্তব্য করল টড ওয়েইলার।

নিজেকে সামলে নিয়েছে জিনা, সরাসরি চাইল রানার চোখে। ওর চোখে প্রথমবারের মত ভয় দেখল রানা। নিচু স্বরে বলল

BanglaBook.org

জিনা, 'আমরা বোধহয় এই পাহাড় বা জঙ্গলেই মারা যাব, তা-ই না?'

ওর চোখ থেকে নিজের চোখ সরাল না রানা।

জিনার চোখ বলছে: দয়া করে মিথ্যা বলবেন না।

প্রথমবারের মত জিনার কাঁধে হাতে রাখল রানা। মৃদু চাপড় দিয়ে বলল, 'না, মরব না আমরা, জিনা। বাজি ধরতে পারো।'

মৃদু হাসল জিনা। আস্তে করে মাথা দোলাল।

ঘুরে চাইল রানা, 'হাণ্টার!'

লোহার খুঁটির মত শক্ত হয়ে গেল কালো নেকড়ের চার পা। নির্দেশ দিলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে যে-কোনও শত্রুর উপর। রানার চোখে চোখ ওটার। ওখান থেকে ঝরছে ভালবাসা, নিশ্চিত নির্ভরতা ও নির্ভীকতা। আঙুল তুলে সামনের ট্রেইল দেখাল রানা। 'সার্চ, হাণ্টার!'

ইচ্ছা করলে কালো নেকড়েকে নানান ট্রেনিং দিতে পারত রানা, কিন্তু প্রয়োজনের বাইরে কিছু শেখায়নি। পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকা পরিশ্রান্ত মানুষগুলোকে পাশ কাটাল নেকড়ে, ছুটতে শুরু করে চলে গেল ট্রেইলের অনেক দূরে। ওখানে থেমে অপেক্ষা করল। একবারও রানার চোখের বাইরে গেল না।

'এখন থেকে দ্রুত হাঁটব,' বলল রানা। 'প্রতিবারে সামনের এক শ' গজ ট্রেইল দেখে থামবে হাণ্টার। চার ঘণ্টার ভেতর পৌঁছতে হবে গিরিপথে।' সবাইকে দেখে নিল। 'এই গতি বজায় রাখতে না পারলে আগে থেকে জানাবে।'

মাথা দোলাল সবাই।

এমন কী স্ট্রেচারে শুয়ে থাকা প্রফেসরও।

'চুপ করে শুয়ে থাকুন, স্যার,' বলল রানা, 'আশা করি আজই হাসপাতালে পৌঁছে দিতে পারব।'

'যেতে চায় কে ওখানে!' ম্লান চেহারায় হাসলেন সিরাজউদ্দীন,

BanglaBook.org

'তবে শুয়ে থাকতে খারাপ লাগছে না।'

মারলিন রাইফেল রিলোড করে নিল রানা।

নিজের ব্যারেট পরীক্ষা করল জিনা। ভারী কাজটা করতে গিয়ে কষ্ট হচ্ছে, বুঝল রানা। কিন্তু কিছুই করার নেই। যার যার কাজ করে যেতে হবে। সামনের পথ আরও দুর্গম।

বার-বার সামনের পথ দেখে এসে রানার কাছে ফিরতে লাগল নেকড়ে।

অন্তরে রানা জানে, ওদের জন্য মস্ত ঝুঁকি নিচ্ছে হাণ্টার। সামনে থেকে বাতাস না পেলে দানবের গায়ের গন্ধ পাবে না। ওটা চুপ করে অপেক্ষা করলে এড়িয়ে যাবে নজর। সেক্ষেত্রে বুঝবার আগেই খুন হবে হাণ্টার।

ওর ধারণা, রক্ত-পিশাচটা ভাববে আগের মতই হুঁশিয়ার থাকবে ওরা, চলবে ধীরে সুস্থে। আপাতত হামলা করবে না। কম-বেশি আহত হয়েছে। জিনার বুলেট লেগেছে তলপেটে। হয়তো পাল্টে নেবে নিজের কৌশল। সরে যাবে অনেক দূরে। সেক্ষেত্রে নিরাপদে গ্রামে পৌঁছুতে পারবে ওরা। পরে আবারও খুঁজে বের করবে ওটাকে।

রানা স্থির করল, জানোয়ারটার সঙ্গে চূড়ান্ত লড়াইয়ের পর বেঁচে থাকলে যোগাযোগ করবে বিসিআই হেডকোয়ার্টারে। ওর রিফ্লেক্স ও স্মৃতিশক্তি এখন প্রায় স্বাভাবিক।

নিক্ষিপ্ত তীরের মত টিলা থেকে রানার দিকে ফিরছে কালো নেকড়ে হাণ্টার। ওর জন্য অপেক্ষা করছে রানা, দ্বিধান্বিত। অন্যরা ঠিক ভাবে আসছে কি না তা দেখতে ঘুরে চাইল পিছনে। আপ্রাণ চেষ্টা করেও পিছিয়ে পড়ছে জিনা, ধসে পড়ছে বেচারির শরীর।

আসলে সবাই জানে, মিথ্যা আশা বুকে পুষে লাভ নেই। প্রাণ

BanglaBook.org

হাতে নিয়ে গিরিপথের দিকে ছুটছে, কিন্তু যখন-তখন হাজির হবে নিষ্ঠুর মৃত্যু। আরও গম্ভীর হয়ে গেল রানা। চাইলেও সন্ধ্যার আগে পাহাড়ি এই রুক্ষ এলাকা পেরিয়ে গিরিপথে পৌঁছুতে পারবে না।

অত সময় ওদের হাতে নেই।

হাত তুলে সবাইকে থামতে ইশারা করল রানা। মাটিতে নামিয়ে রাখা হলো প্রফেসরের স্ট্রেচার। সাবমেশিনগান হাতে রানার দিকে এল তানামুরা। 'আমরা থামলাম কেন?'

'কারণ গিরিপথে যাওয়ার আগেই সন্ধ্যা নামবে,' একটু কর্কশ শোনাল রানার কণ্ঠ।

আপত্তি তুলবে বলে মুখ খুলেও চুপ থাকল জিনা, অতিরিক্ত হাঁপিয়ে গেছে। দাঁড়িয়ে আছে কুঁজো হয়ে।

রানা ভেবেছিল তর্ক করবে তানামুরা, কিন্তু তা করল না। বুঝে গেছে, আসলেই গিরিপথের দিকে গেলে মস্ত বিপদে পড়বে ওরা। হতাশ হয়ে এমপি-৫ হাতে মাথা নাড়ল সে। নদীর ওদিকে চোখ। একটু জিরিয়ে নিতে বসে পড়ল মাটিতে।

টড ওয়েইলারের চোখে চোখ রাখল রানা। লোকটা পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে স্ট্রেচারের পিছনে, হাতে অস্ত্র নেই। নির্বিকার চেহারা। ঝগড়া করছে না ক্লান্তির কারণে। যা ভাবছে, নিজের কাছেই রাখছে। পেশাদার সৈনিক, ভাল করেই জানে, মরতেই হবে একদিন। সেজন্য তৈরি। মরতে হলে মরবে সাহসী পুরুষের মত।

তানামুরার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল রানা। 'ম্যাপটা দাও।'

মুড়িয়ে রাখা কাগজ রানার হাতে দিল জাপানি যোদ্ধা। হাঁটু গেড়ে সামনে ম্যাপ বিছিয়ে দিল রানা। পাশেই রাইফেল। তখনই হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এল হান্টার। ওটার দিকে না চেয়েই বলল রানা, 'পাহারা দে।'

BanglaBook.org

দূরে সরে গেল কালো নেকড়ে, নাক তুলে শুঁকতে শুরু করেছে বাতাস।

টপোগ্রাফিকাল ম্যাপ দেখছে রানা। এখন চাই এমন কোনও অবস্থান, যেখানে নিরাপদে রাত কাটাতে পারবে ওরা। গভীর একটা নালা দেখল। কিন্তু ওখানে ঢুকলে মারা পড়বে। মাথা-চাঁছা এক টিলা আছে, কিন্তু ওখানেও রাতে হামলা করতে পারবে দানব। ক্লান্ত অবস্থায় কিছুই করতে পারবে না ওরা। একে একে শেষ করে দেবে ওদেরকে। তখনই ম্যাপে রানা দেখল পরিত্যক্ত খনিটা।

ভুরু কুঁচকে গেল ওর।

খনি...

ওটার মুখ আটকে দিয়ে ভিতরে রয়ে গেলে কেমন হয়?

তিন দিকে পাথরের পুরু দেয়াল।

চট্ করে সময়ের হিসাব কষতে লাগল রানা। আর মাত্র সিকি মাইল গেলেই পৌঁছবে ওরা ওই খনিতে। মনে গেঁথে নিল কোন্ পথে সহজে যেতে পারবে। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'চলো, রাতে আশ্রয় নেয়ার মত জায়গা কাছেই আছে।'

টুঁ শব্দ করল না কেউ। ক্লান্ত শরীর টেনে রওনা হয়ে গেল রানার পিছনে। মনে আশা, নিরাপদ কোথাও ওদেরকে নিয়ে যাবে বাঙালি কমাণ্ডো।

BanglaBook.org

আটাশ

মনে অস্বস্তি ও দ্বিধা নিয়ে সিরাজউদ্দীন বেঙ্গল সায়েন্স ইন্সটিটিউটে পা রেখেছে টম জেরাল্ড। সম্মানীয় অ্যাকাডেমিকদের সংগঠন এটা। আঁতেলদের কথাবার্তা কেমন, কে জানে!

লবিতে লম্বা লিস্টে ঝুলছে সায়েন্টিফিক হেভিওয়েটদের নাম ও লম্বা পদবী। আগেই টম শুনেছে, এই প্রাইভেট ফ্যাসিলিটিতে পা রাখতে পারাও মস্ত সম্মানের বিষয়। বিখ্যাত সব ডক্টরের ছবির শুরুতে আছেন আহমেদ সিরাজউদ্দীন বাঙালি। তবে উল্লেখ করা হয়নি তাঁর ডিগ্রিগুলো।

টম দেখল, করিডোর ধরে ওর দিকে আসছে অধৈর্য কিন্তু মিষ্টি মুখের এক তরুণী মেয়ে।

মুড ভাল নেই জেরাল্ডের, কিন্তু হাসল মুলোর দোকান খুলে।

'আমি টিপা মুই,' হাত বাড়িয়ে দিল মেয়েটা ওর দিকে। মনে হলো না ডেপুটি ইউ.এস. মার্শালের পদবী ওকে মুগ্ধ করেছে। 'কীভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি? আপাতত অত্যন্ত ব্যস্ত আমি।'

'তা বুঝতে পারছি,' করমর্দন শেষে নিজের ক্রেডেনশিয়াল দেখাল জেরাল্ড। 'আসলে ডক্টর আহমেদের সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'তিনি আপাতত এই ফ্যাসিলিটিতে নেই।'

'কোথায় আছেন?'

BanglaBook.org

'এক এক্সপিডিশনে। ফিরতে হয়তো কয়েক সপ্তাহ লাগবে। ওখানে কমিউনিকেশন ফ্যাসিলিটি নেই।' মাথা কাত করল টিপা মুই। 'আপনি জানতেন না এক্সপিডিশনে গেছেন?'

এক সেকেণ্ড ভেবে নিয়ে দ্বিধাহীন ভাবে বলল টম, 'শুনেছি স্টেট ডিপার্টমেন্টের কাজে গেছেন। আসলে সেই কারণেই ওঁর সঙ্গে কথা বলতে চাইছি।'

'তাই?' আগের চেয়ে নরম হলো মেয়েটার কণ্ঠ, 'আমি হয়তো সাহায্য করতে পারব। আসলে কী জন্যে এসেছেন?'

সরাসরি কাজে এল টম, 'আপনি কি জানেন, উনি কী ধরনের অভিযানে যোগ দিয়েছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আলাস্কার ওই অভিযানের কথা জানেন?'

বার কয়েক চোখের পাপড়ি নড়ল টিপার। সামান্য বিরতি শেষে বলল, 'আপনি আসলে কী জানতে চান, মার্শাল জেরাল্ড?'

ওকে 'মার্শাল' বলেছে মেয়েটা, ভাল লাগল টমের। আসলে ওয়াশিংটনের এত কাছে মার্শাল পদবীর মূল্য নেই। রাজধানীতে সাধারণ মানুষ নাক সিটকায় ফেডারেল এজেন্ট শুনলে। অথচ, ওকলাহোমা বা মন্ট্যানায় ইউ.এস. মার্শাল ক্রেডেনশিয়াল দেখলে ব্যস্ত হয়ে ওঠে সবাই। নিশ্চিত ভাবেই পাওয়া যায় বিনা পয়সায় খাবার।

'আমি আসলে জানতে চাই, ওই এক্সপিডিশনে কী ভূমিকা ডক্টর আহমেদের,' বলল জেরাল্ড। 'এ বিষয়ে কিছু বলার মত সময় আছে আপনার হাতে?'

টিপা মুই খেয়াল করল, সরল হাসছে টম জেরাল্ড।

'ঠিক আছে, সময় দিতে পারব,' বলল নেপালি মেয়েটা। 'আমার সঙ্গে আসুন। দেখাচ্ছি কী বিষয়ে স্টাডি করছিলাম আমরা।'

BanglaBook.org

ঝকঝকে করিডোর ধরে টমকে নিয়ে চলল টিপা মুই। হঠাৎ ডানদিকের বড় এক দরজার সামনে থামল। নব ঘুরিয়ে হাতের ইশারা করে ঢুকে পড়ল ভিতরে। পিছু নিল জেরাল্ড। পিছনে বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

ঘরটা মস্ত বড়, আধুনিক কোনও ল্যাবোরেটরি।

টিপা মুই-এর পিছু নিয়ে একটা টেবিলের সামনে থামল টম।

'প্লাস্টারের ছাঁচটা দেখুন,' আঙুল তুলে দেখাল মেয়েটা।

কোনও কিছুর পায়ের ছাপের ছাঁচ টেবিলে।

ওদিকে মনোযোগ দিল টম। বুঝতে দেরি হলো না, ভালুকের পায়ের নয়। জীবনেও এই ধরনের ছাপ দেখেনি।

'ডক্টর আহমেদও জানেন না এ জিনিস কোন্ জন্তুর?' জানতে চাইল টম। ঝুঁকে গেল ছাপের উপর। 'ওঁরই না এ বিষয়ে জানবার কথা?'

'দুনিয়ার সেরা উনি, মার্শাল,' বলল টিপা। দীর্ঘ প্রিন্টআউট মেলল টেবিলে। 'ছাঁচ থেকে পাওয়া একটি ফাইবার নিয়ে তৈরি করা হয়েছে এই ডিএনএ-র প্রিন্টআউট। খালি চোখে ধরাই পড়ত না ওই ফাইবার। কিন্তু মাইক্রোস্কোপে পাওয়ার পর পরশু দিন টেস্ট করি আমরা। আপনি কি জানেন ডিএনএ কোডিং কী?'

'না,' মাথা নাড়ল টম। দেখছে সারি সারি সংখ্যা ও অক্ষর। এসব আসলে কী, কার বাপের সাধ্যি জানবে! 'আপনি নিশ্চয়ই ব্যাখ্যা করে বলতে পারবেন আমাকে?'

'ডক্টর সয়্যারের মত করে নয়।'

'...আর উনি কে?'

'ওঁর নাম ডক্টর নিনা সয়্যার। ডক্টর আহমেদ ইন্সটিটিউট ছেড়ে এক্সপিডিশনে গেলে দায়িত্ব দিয়ে যান তাঁর কাছে।' প্রিন্টআউট গুছিয়ে রাখল টিপা। 'আপনি অপেক্ষা করলে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারবেন। বেশি দেরি হবে না ফিরতে। দু'চার

BanglaBook.org

দিন। আপাতত আছেন ল্যাংলিতে। আগেই যদি যোগাযোগ করতে চান, চলে যেতে পারেন ওখানে।'

'ল্যাংলিতে কী করছেন তিনি?' শান্ত, নিচু কণ্ঠে জানতে চাইল টম। সতর্ক হয়ে উঠেছে।

'এই প্রিন্টআউটের কপি পৌঁছে দেবেন,' বলল টিপা। 'ই-মেইলে পাঠিয়ে দেয়া যেত, কিন্তু আমাদের এখানে সিকিয়োর লাইন নেই। নার্ভাস হয়ে উঠেছিলেন ডক্টর সয়্যার।'

'আচ্ছা,' মাথা দোলাল টম। 'ওর সেল ফোন নম্বর দিতে পারেন?'

'নিশ্চয়ই,' ব্যাগ খুলে মোবাইল ফোন বের করল টিপা, আর তখনই বেজে উঠল ওটা। ক্ষমা চাওয়ার চোখে টমকে দেখে রিসিভ করল কল। 'জী, বলুন, টিপা বলছি। কী করতে পারি আপনার জন্যে?'

মেয়েটার মুখ তিলে তিলে ফ্যাকাসে হতে দেখল টম। মনে হলো হতবাক হয়ে গেছে বেচারি। বিশ সেকেণ্ড পর ফিসফিস করে বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ। না। ওটা যত্ন করে রেখে দেয়া হবে।'

নীরবে টেবিলে মোবাইল ফোন নামিয়ে রাখল টিপা মুই।

টম জেরাল্ড আঁচ করতে পারল, কী হয়েছে।

'টিপা?' নরম সুরে ডাকল। 'আপনি ঠিক আছেন তো?'

টমের দিকে চাইল না মেয়েটা। ভোঁতা স্বরে বলল, 'ডক্টর সয়্যার... তিনি মারা গেছেন!'

BanglaBook.org

ঊনত্রিশ

সমান্তরাল উৎরাই পথে চলেছে সে, একহাতে ধরেছে রক্তাক্ত পাঁজর। ওই যে, ঢালু ট্রেইল বেয়ে উঠছে লোকগুলো। নদীর এদিকে ঘন হয়ে জন্মেছে শেওলা, তা ছাড়া আছে খসে পড়া পাতার কার্পেট,-ছাপ পড়ছে না পায়ের। নিজেকে আড়াল করে হেঁটে চলেছে সে নীরবে, কোনও আওয়াজ করছে না।

খিদে লেগেছে প্রচণ্ড। খেতে হবে, নইলে শরীরে শক্তি পাবে না। আর শক্তি না পেলে খুন করতে পারবে না লোকগুলোকে। সামনে কোথাও থাকবে এল্‌ক্‌, হরিণ বা নেকড়ে। ওটা যা-ই হোক, খুন হবে। দেরি না করে গপাগপ মাংস খেয়ে নেবে, তা হলেই ফিরবে জোর। জন্তুটার মাংস তৈরি করবে ওর দেহে অক্ষত মাংস, বিশ্রাম নিয়ে তারপর একে একে খুন করবে বদমাসগুলোকে। একে একে...

মৃদু ঘড়-ঘড় আওয়াজ বেরোল কণ্ঠ থেকে। প্রায় হাসি-হাসি হয়ে গেল মুখ। মাথার উপর ছায়া দিচ্ছে দুটো বড় সিডার গাছ। নিঃশব্দে লাফিয়ে বড় এক পাথর পেরিয়ে গেল সে, ওদিকে নেমে কুঁচকে ফেলল মুখ। ঝাঁকি লাগতেই পাঁজরে লেগেছে তীক্ষ্ণ ব্যথা। দাঁত খিঁচিয়ে চেপে গেল গর্জন। হ্যাঁ, আগে খেতে হবে, নইলে গায়ে জোর পাবে না। ভেঙে পড়ছে শরীর ক্লান্তিতে।

জঙ্গলের গভীর থেকে ওই মেয়েলোকটাকে দেখল রাগ-ঘৃণা নিয়ে। সবচেয়ে আগে খুন করবে ওই নেকড়েওয়ালাটাকে।

BanglaBook.org

তারপর ওই শালীকে। ওই শালী গুলি করেছিল। খুব ব্যথা দিতে পারে শালী। মাফ নেই তার।

কালচে জিভ দিয়ে চেটে নিল কালো ঠোঁট। গলা থেকে বেরোল ঘড়-ঘড় আওয়াজ। বড় করে দম নেয়ায় বিস্ফারিত হলো নাকের দুই ফুটো। সাধারণ মানুষ যে পরিমাণ বাতাস বুকে টেনে নেয়, তার চেয়ে ঢের বেশি অক্সিজেন ঢুকল ফুসফুসে। সে বুঝে গেছে, কী করবে মানুষগুলো। রক্ত-লাল চোখে চেয়ে রইল ওই কালো নেকড়ের দিকে। ওই নেকড়ে... ওটাকে খুন করতে হবে।

এদের সবাইকে ঘৃণা করে সে।

রাগে মাটিতে দু'পা দাবিয়ে তৈরি করল গভীর গর্ত। কাজটা করতে ভাল লাগছে। চুপচাপ দেখছে পালাচ্ছে তারা। একবার চাইল নিজের পোশাকের দিকে। আছে শুধু ছেঁড়া প্যান্ট, প্রায় হাফ প্যান্ট হয়ে গেছে।

তাতে কী?

শীতে কাতুর হবে সাধারণ মানুষ, সে নয়। ব্যথার অনুভূতি নেই বললেই চলে। পায়ের নীচে রুক্ষ পাথর পড়লেও সমস্যা কোথায়। কাউকে খুন করলে বা ক্ষত-বিক্ষত করলেও আসে না অনুশোচনা। বরং ভাল লাগে হৃৎপিণ্ড উপড়ে নিলে। যে-কোনও মানুষকে বুকে চিপে তার মুখ থেকে রক্ত বের করতে কী যে মজা! রক্ত চাটলে মনে হয় মুখে গলে পড়ছে রসাল, লোভনীয় আঙুর। না, আসলে অনুভূতি নেই তার। না শরীরের, না অন্তরের কষ্ট। দেবতা বুঝি এমনই হয়।

কিছু দিন আগেও মন ছিল, কিন্তু তারপর পাল্টে গেল সব। বদলে গেল দেহ। আবছা ভাবে মনে পড়ল অপ্রয়োজনীয় কিছু তথ্য: অর্জন করতে হবে আরও ক্ষমতা ও শক্তি। এখনও যে-কোনও মানুষের চেয়ে ঢের শক্তিশালী সে। ইচ্ছা করলে খুনের আগে সবাইকে বলতে পারত, কী কারণে দেবতা হতে চাইল সে।

BanglaBook.org

কিন্তু দুর্বল প্রাণীর কাছে অন্তরের কথা কেন বলবে? বলবে না! শসার মত শরীর ওগুলোর, টিপে ধরলেই ফস্ করে রক্ত বেরোয়, গলে যায় মাংস। মরেও এক সেকেণ্ডে। কলঙ্কজনক! ওর তুলনায় অতি সামান্য কেঁচো ছাড়া ওগুলো আর কী?

তাদের মত উচ্চারণ করে কথা বলতে চাইল সে। কিন্তু পাল্টে গেছে ভোকাল কর্ড। দাঁতের মাঝ দিয়ে বেরোল ফিসফিস সামান্য আওয়াজ। মাঝে মাঝে মানুষ খুন করার আগে তাদেরকে জানিয়ে দিতে ইচ্ছা করে: তোরা জানিস, তোদের চোদ্দ গুষ্টি মরে সাফ হলেও আমি বাঁচব হাজার হাজার বছর! আমি দেবতা! তোদের মত আমার আকস্মিক মরণ নেই!

এই কথা ভাবতে গিয়ে ভাল লাগল তার। রসাল মাংস বা তাজা রক্ত খাওয়ার মতই আনন্দ মনে।

বিশেষ করে নেকড়ের মালিক ওই লোকটার সঙ্গে কথা বলবে সে। বোকাটাকে খুন করার আগে জানাবে, কোনও জন্তু নয়, আসলে সে দেবতা! যেমন-তেমন দেবতা নয়– সাক্ষাৎ যম। শেষ নেই ক্ষমতার। যাকে খুশি শেষ করবে, আবার ক্ষমাও করতে পারে ইচ্ছে হলে।

বেশি দিন নেই, এক দল ভাই-দেবতা তৈরি করবে। ওদের চেয়ে বেশি থাকবে তার বুদ্ধি। সে হবে দেবতাদের রাজা। কারণ সে একই সঙ্গে দেবতা আবার মানুষ।

প্রাচীন আমলের নামকরা সব দেবতার মত নতুন উদ্যমে শায়েস্তা করবে মানুষকে। ইঁদুরের গর্তে গিয়ে মুখ গুঁজতে চাইলেও বাঁচতে দেবে না নগণ্য প্রাণী মানুষগুলোকে। কাঁচা মগজ খেয়ে ফুর্তি করবে তারা।

হাসতেই সরু হয়ে গেল তার লালচে চোখ।

হ্যাঁ, মানুষের জাতিকে খেয়ে সাফ করবে তারা!

রক্ষা নেই কোনও মানুষের!

BanglaBook.org

ত্রিশ

শেষ বিকাল, একটু পর ঝুপ্ করে নামবে রাতের নিকষ কালো আঁধার। নিনা সয়্যারের গাড়ির দুঃখজনক দুর্ঘটনার পর পুলিশ রিপোর্ট পড়ছে মার্শাল টম জেরাল্ড।

হোটেল থেকে বেরিয়ে ল্যাংলি যাওয়ার পথে হঠাৎ বাঁক নিয়ে পাহাড়ি রাস্তা থেকে অনেক নীচে গিয়ে পড়েছিল ওই গাড়ি। সঙ্গে সঙ্গে মারা গেছেন ডক্টর নিনা সয়্যার। সন্দেহজনক কিছুই পায়নি পুলিশ। স্যাবোটাজ করা হয়নি, *ঠেলে* ফেলে দেয়া হয়নি, অন্য কোনও গাড়ির ধাক্কা দেয়ারও চিহ্ন নেই। পোস্টমর্টেমে জানা গেছে, মহিলার রক্তে অ্যালকোহোল ছিল না। খাড়া খাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ভেঙে গিয়েছিল গাড়ির সামনের বাম চাকার স্ট্রাট। গাড়ি বাঁক নেয়ার সময় চাপ সহ্য করে ওই জিনিস। চুরমার হয়ে গিয়েছিল দণ্ড। ফলে হঠাৎ বাঁক নিয়ে রেলিং ভেঙে নীচে গিয়ে পড়েছেন বিজ্ঞানী।

জেরাল্ড একবার ভাবল, পরীক্ষা করবে ওই গাড়িটা, কিন্তু পরক্ষণে পাল্টে নিল মত। অনুচিত হবে নিজের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করা। কাঁচা গোয়েন্দার মত নানান প্রশ্ন তুললে সতর্ক হয়ে উঠবে সিআইএ। ফলাফল হবে খারাপ। শুরু হবে একের পর এক বিপদ।

আগামীকাল রাতে *পাথর ভাঙার* সঙ্গে যোগাযোগ করার আগে আরেকটা কাজ করবে, ঠিক করল জেরাল্ড। ল্যাংলিতে গিয়ে খুঁজে

BanglaBook.org

বের করবে কে আছে ওসব ফ্যাসিলিটির দায়িত্বে। ওই খোঁজ নিতে গেলে বিপদ হওয়ার কথা নয়। গাধা না সিআইএ-র লোক, ভাল করেই জানে, শুরু হয়েছে অফিশিয়াল তদন্ত। ওখানে গিয়ে হাজির না হওয়াই সন্দেহজনক। হালকা ভাবে খোঁজখবর নিচ্ছে ও, তা ভাল করেই বুঝিয়ে দেবে।

সিআইএ-র অফিসে ফোন করলে ল্যাংলির সিকিয়োর সেকশনে ঢুকতে সমস্যা হবে না।

প্রকাণ্ড দালানে ঢুকে এখানে-ওখানে বার কয়েক ঠোকর খেয়ে নির্দিষ্ট রিসেপশনিস্টের কাছে পৌঁছে গেল টম জেরাল্ড। এই জায়গার নাম এজেন্টরা দিয়েছে: হোয়াইট টার্মিনাল। নানান তথ্য সংগ্রহের পর রিসার্চ করা হয় এই ডিপার্টমেন্টে। আগেই রিসেপশনিস্টের কাছে দাঁড়িয়ে আছে সাদা চুলের এক লোক, হাতে ক্লিপবোর্ড। কথা বলছে আরেকজনের সঙ্গে। ডেস্কে এসে জেরাল্ড দাঁড়াতেই ওর দিকে ঘুরল সাদা চুল।

'মার্শাল জেরাল্ড?' খুশি-খুশি সুরে জানতে চাইল প্রৌঢ়।

দু'চার কথায় পরিচিত হওয়ার পর জেরাল্ডকে নিজের অফিসে নিয়ে গেল ডক্টর ডেভিড গ্রেবার। টেবিলে মুখোমুখি হয়ে বসবার পর জেরাল্ড বুঝে গেল, এই লোক সামান্য কেউ নয়, হেভিওয়েট।

সিরাজউদ্দীন বেঙ্গল সায়েন্স ইন্সটিটিউটে যেমন নিচু স্বরে কথা বলে আঁতেলরা, বিনয় দেখায়, তেমন কিছু ডক্টর ডেভিড গ্রেবারের ভিতর নেই। দামি আসবাবপত্রে সাজানো অফিস। একদিকের দেয়ালে ঝুলছে অসংখ্য ডিগ্রির সার্টিফিকেট আর সোনালি রঙের সব পদক। একটাও চিনল না টম। আরেক দিকের দেয়ালে নানান জিয়োলজিকাল চার্টের রেকর্ড। ডেস্কে বিছিয়ে রেখেছে ওই একই জিনিস।

BanglaBook.org

'হ্যাঁ, মার্শাল, তো বলুন কী বলবেন?' আয়েসী ভঙ্গিতে আরামদায়ক চেয়ারে হেলান দিল ডেভিড গ্রেবার, 'বোধহয় আলাস্কায় আমাদের ওই প্লেগ ধরা ফ্যাসিলিটির বিষয়ে তদন্ত করছেন?'

এই লোক উল্টো কোণঠাসা করবে না, জানে জেরাল্ড। খেলতে চাইছে, আর খেলতে আপত্তি নেই ওর। এই লোক ভাল করেই জানে কী উদ্দেশ্যে এখানে এসেছে ও।

'এসব রিসার্চ ফ্যাসিলিটিতে দুঃখজনক যেসব ঘটনা ঘটেছে, তার কারণ জানতে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে আমাকে, ডক্টর,' বলল গম্ভীর জেরাল্ড। কণ্ঠ সম্পূর্ণ পেশাদার। নিজ কাজের বিষয়ে অত্যন্ত সিরিয়াস, কিন্তু তদন্তের বিষয়টি যেন দেখছে বহু দূর থেকে। ব্যক্তিগত ভাবে নিজেকে জড়িয়ে নেবে না। 'এ কারণেই আপনাকে জরুরি কিছু প্রশ্ন করতে চাই। আপনার সময় হবে?'

'অবশ্যই,' মাথা দোলাল ডক্টর ডেভিড গ্রেবার। তাকেও সিরিয়াস মনে হলো। 'নিশ্চয়ই জানেন, মার্শাল, ওখানে যা ঘটেছে, তার সুষ্ঠু তদন্ত হোক, তা আমরাও চাই। জানতে চাই কে, কারা বা কী হামলা করেছে ওখানে আমাদের লোকের ওপর। এসব ফ্যাসিলিটি গড়তে গিয়ে কোটি কোটি ডলার ব্যয় হয়েছে আমাদের। ট্রেনিং দিতে হয়েছে বিজ্ঞানী ও সহকারীদেরকে। তাতেও লেগেছে লাখ লাখ ডলার। চাইলেই তাদের বদলে আরেকদল লোক পাব না। বাধ্য হয়ে আপাতত বন্ধ রাখতে হয়েছে এসব রিসার্চ ফ্যাসিলিটি। সবচেয়ে দুঃখজনক হচ্ছে, খুন হয়ে গেছে বহু মানুষ।' আস্তে করে মাথা নাড়ল গ্রেবার। 'ভাবাই যায় না কারও এমন পরিণতি হবে।'

কেশে, গলা পরিষ্কার করল জেরাল্ড। 'ডক্টর, বলুন তো আসলে কী গবেষণা হচ্ছিল এসব ফ্যাসিলিটিতে? প্রতি বছর আর্কটিকের রিসার্চ স্টেশন বন্ধ করছে আর্মি, কারণ যথেষ্ট বাজেট

Banglabook.org

নেই। এই যখন অবস্থা, কী কারণে এত খরচ করছে সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি?'

'বিজ্ঞানের উন্নয়নের জন্যে,' সহজ ভঙ্গিতে বলল ডক্টর গ্রেবার। 'নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, মার্শাল... আমি কনফার্ম হয়ে নিয়েছি, এসব ইনফর্মেশন আপনাকে দেয়া যাবে... এসব ফ্যাসিলিটি আসলে মনিটর করছিল আর্কটিক সার্কেলের সাইসমিক অ্যাকটিভিটি। বেয়ারিং স্ট্রেইট আর সাইবেরিয়ায় নতুন করে নিউক্লিয়ার বোমার পরীক্ষা চলছে কি না, তা জানা আমাদের জন্যে অত্যন্ত জরুরি।' সামান্য দ্বিধা করল ডক্টর। 'শীতল যুদ্ধ শেষ, কিন্তু শান্তি বজায় রাখতে এ খরচটা আমাদের করতেই হবে। খারাপ উদ্দেশ্য নেই, কিন্তু অন্যদের উদ্দেশ্য না জেনেও উপায় নেই।'

'বুঝতে পেরেছি,' চট্ করে সামনের চার্ট দেখল টম। 'তা হলে নিশ্চয়ই এসব রিসার্চ ফ্যাসিলিটির মিশনের জন্যে ছাপা প্রিন্টআউট আছে আপনাদের?' ওর জানা আছে, প্রতিটি সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স ফ্যাসিলিটির জন্য আলাদা উদ্দেশ্যের রিপোর্ট রাখা হয়। ওই একই কাজ করে মার্শাল সার্ভিস।

কিন্তু পৃথিবীর অন্য কোনও রাষ্ট্রীয় সংগঠন সিআইএ-র মত এত গোপন তৎপরতায় জড়িত নয়– এদেরকে করতে হয় প্রচুর পেপারওঅর্ক। যদিও চেষ্টা করে সবই গোপন রাখতে।

আগেই টেবিল থেকে একটা ম্যানুয়াল হাতে তুলে নিয়েছে ডক্টর গ্রেবার, অত্যন্ত ভদ্রতার সঙ্গে ওটা দিল টম জেরাল্ডের হাতে। কাজটা শেষ করে হেলান দিল দামি চেয়ারের পিঠে। 'চাইলে এখনই পড়তে পারেন। যদিও কপি করতে পারবেন না, বা নোট নিতে পারবেন না। এমন কী আমিও অপারেশন ম্যানুয়াল সরাতে পারব না এই ফ্যাসিলিটি থেকে। অবশ্য, যতক্ষণ খুশি পড়তে পারবেন আমাদের রিডিং রুমে বসে।'

BanglaBook.org

কাভার খুলে ম্যানুয়ালে চোখ বোলাতে লাগল টম জেরাল্ড। খেয়াল করল, সদস্যদের অনেকেরই আছে ডক্টর পদবী। ইকুইপমেন্ট যা ব্যবহার হয়েছে, বেশিরভাগই টেকটোনিক প্লেটের বিষয়ে সনিক মেযারমেন্টের। প্রতিটি রিসার্চ ফ্যাসিলিটি এসওপি বা স্পেশাল অপারেশনাল প্রসিজারে চালিত।

'এসব ফ্যাসিলিটি একই নিয়ম মেনে চলে কেন?' অবাক হয়েছে, এমন ভঙ্গি নিল জেরাল্ড, 'আমার মনে হচ্ছে ওই ছয়টা ফ্যাসিলিটির দরকার ছিল না। একটাই যথেষ্ট ছিল এসব কাজ সারতে।'

'না-না, তা নয়,' মাথা নাড়ল ডক্টর গ্রেবার। 'প্রথমে তাই মনে হয়, কিন্তু আসলে তা নয়।' চেয়ার ছেড়ে উঠে গিয়ে আরেকটা ডেস্ক থেকে চার্ট নিয়ে এল। 'খেয়াল করুন, প্রতিটি স্টেশন আছে আলাদা সব টেকটোনিক প্লেটের কিনারায়। এসব প্লেট একেকটা শত মাইল চওড়া, ভাসছে অ্যাসথেনোস্ফেয়ারে বা স্বল্প গলিত পদার্থের ওপর। ওই পদার্থ মাঝে মাঝে সরিয়ে নিচ্ছে ওপরের প্লেট।'

বিশ্বাসযোগ্য ভঙ্গিতে বলছে ডক্টর। কত সহজেই না বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ঝেড়ে ওকে আরেক দিকে সরিয়ে নিচ্ছে, বিস্মিত না হয়ে পারল না জেরাল্ড। হয়ে উঠল আরও হুঁশিয়ার। বুঝে গেল, সামনের এই লোক অত্যন্ত বিপজ্জনক।

জিয়োফিযিক্স বিষয়ে লেকচার দিল গ্রেবার, আর চুপ করে শুনল জেরাল্ড। লোকটা থেমে যাওয়ার পর জানতে চাইল, 'আচ্ছা, বুঝলাম, আমাদের শত্রু-দেশও নজর রাখছে আমাদের ওপর, মনিটর করছে সব। কিন্তু ওখানে যে দুই সপ্তাহ ধরে খুনের পর খুন হলো, এর কী ব্যাখ্যা দেবেন আপনি? নিশ্চয়ই একমত হবেন, এসব তথ্য পাওয়ার জন্যে এত মানুষের প্রাণ যাক, তা কারও কাম্য হতে পারে না। কিন্তু ওখানে তা-ই হয়েছে।'

BanglaBook.org

'শত্রু-দেশ সত্যিই নজর রাখছে আমাদের ওপর,' মাথা দোলাল ডক্টর গ্রেবার। চেহারা ও বয়সের কারণে মানিয়ে গেছে এই উঁচু পদে। বয়স কমপক্ষে ষাট, যদিও একটুও কুঁচকে যায়নি কপাল বা গালের চামড়া। পুরো ফিট, এই বয়সের অন্য কাউকে এত স্বাস্থ্য সচেতন দেখেনি জেরাল্ড। লোকটার দেহ থেকে ছিটকে বেরোচ্ছে শক্তি ও খেলুড়ে মনোভাব।

চুপ করে জেরাল্ড শুনল, শত্রুরা পৈশাচিক হামলা করে বিনষ্ট করেছে এসব ফ্যাসিলিটির স্যাটালাইট সার্ভেইল্যান্স।

'পৈশাচিক হামলা, সন্দেহ নেই,' সায় দিল জেরাল্ড। 'কিন্তু কেন মানুষ খুন করা হচ্ছে, তার ব্যাখ্যা আপনার কথার ভেতর পেলাম না, ডক্টর। এরই ভেতর মারা পড়েছে এক শ'রও বেশি লোক। আপনি নিশ্চয়ই আন্দাজ করেন, কী কারণে এভাবে মানব-হত্যা করা হচ্ছে?'

আস্তে করে মাথা নাড়ল ডক্টর গ্রেবার। 'না, মার্শাল, এর কোনও ব্যাখ্যা আমার কাছে নেই। শুধু জানি, সাধ্য মত করছি। পাঠিয়ে দিয়েছি স্পেশাল হান্টিং টিমকে। তাদের কারও কারও বিষয়ে শুনে থাকতে পারেন, তাঁরা বিখ্যাত।' চেয়ার ছেড়ে উঠে পায়চারি শুরু করল সে, ডান হাত চিবুকে। 'আমি বিজ্ঞানী, মার্শাল, আপনার মত গোয়েন্দা নই। আসলে ভুল মানুষের কাছে এসেছেন। আমি চিনি এই প্রকৃতিকে, বুঝতেও পারি, কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে তেমন জ্ঞান নেই। আমার কাছে জানতে চাইলে প্রকৃতির বিষয়ে অনেক তথ্য দিতে পারব, কিন্তু ওখানে কী ঘটেছে জানতে চাইলে, কিছুই বলতে পারব না। আসলে যা মোটেই জানি না, তা নিয়ে কথা বলতে চাইলে নষ্ট হবে আপনার সময়।'

'কিছুই আঁচ করতে পারছেন না, ডক্টর?'

'না, মার্শাল। আপনার মত আমিও রহস্য নিয়ে কাজ করি। কিন্তু তা প্রকৃতির। বাকি জীবনেও তার ব্যাখ্যা পাব না।' হতাশ

Banglabook.org

ভাবে মাথা নাড়ল গ্রেবার। 'আসলে জিয়োফিযিক্স এমনই, যতই ডিগ্রি থাকুক, ওই সৈকতে দাঁড়িয়ে বড়জোর সারাজীবনে হাতে তুলে নিতে পারব মাত্র এক কণা বালি। বহু আগেই মহাবিশ্বের রহস্য নিয়ে ভাবতে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। এমন কী কাউকে কিছু ব্যাখ্যাও দিই না। এই ময়দানে এতই কম জানি, নিজেকে মনে হয় শিশু। আর আপনি যে রহস্যের পেছনে ছুটছেন, তা তো আরও কম জানি।'

কাব্যিক ভঙ্গি নিয়েছে ডক্টর, আর অজান্তেই বোধহয় সুযোগ করে দিয়েছে ওর জন্য, ভাবল টম। সাবধানে কথা পাড়ল ও, 'ডক্টর, আপনি তো অত্যন্ত শিক্ষিত এবং বুদ্ধিমান মানুষ। কোনও দিকে মন দিলে অন্যের চেয়ে বেশি বুঝতে পারেন।'

'তা বোধহয় মোটেও ঠিক নয়, মার্শাল,' ঘুরে দাঁড়িয়ে জেরাল্ডকে দেখল ডক্টর।

লোকটা সত্যিই ফিট, ভাবল টম। এক দৌড়ে ঘুরে আসতে পারবে এক মাইল।

'জানাতে পারি বহু কিছুরই ব্যাখ্যা, অনেকের চেয়ে ভাল ভাবে বিশ্লেষণ করে বোঝাতে পারব কোয়ান্টাম থিয়োরি, বা কী কারণে একে অপরে আটকে থাকছে পদার্থ। আঁচ করতে পারব অরিজিন থিয়োরি...' মৃদু হাসল ডক্টর গ্রেবার। 'কিন্তু, মার্শাল, আপনি এসব জানতে চান না, তা-ই নয় কি?'

ভুল পথে পা দিয়েছি, ভাবল জেরাল্ড। সহজ সুরে বলল, 'না, আসলেই এসব জানতে চাইছি না। এখানে এসেছিলাম জানতে, কেন মানুষ খুন হচ্ছে, এ ব্যাপারে আপনার কী ধারণা।'

'কিন্তু সত্যিই ওই ব্যাপারে আপনাকে সাহায্য করতে পারব না, সরি।' নীরবে যেন বলে দেয়া হয়েছে, এবার বিদায় হন।

চেয়ারে পিঠ-সোজা করে বসে থাকল টম জেরাল্ড। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'আসলে, ডক্টর, আমি এখানে এসেছি, কারণ

BanglaBook.org

'আসলে, মার্শাল, ওই একই কথা জানতে চাইতে পারি আপনার কাছে। আর যা-ই হোক, এসব বিষয়ে তদন্ত করছেন আপনি, আমি নই। আপনি নিজে আসলে কী ভাবছেন... বাস্তবে ওটা কী?'

'আমি কি ভাবছি?' সরাসরি বিজ্ঞানীর চোখে চাইল জেরাল্ড। গোপন রাখল না মনোভাব। 'আপনি ওটাকে পুরুষ জন্তু বা মাদী জন্তু যা-ই বলুন, ওটা আসলে সত্যিকারের দানব, ডক্টর।'

'হ্যাঁ, আসলেই তা-ই,' মৃদু হাসল গ্রেবার। মনে হলো হঠাৎ করে চলে গেছে হাজার মাইল দূরে। শীতল হয়ে উঠেছে দুই চোখ।

অস্বস্তিকর নীরবতা নামল ঘরে। অন্য কৌশল ধরতে চাইল জেরাল্ড। এরই ভিতর *পাথর ভাঙা* ডিগবার্টের পরামর্শ পাত্তা না দিয়ে অনেক বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে।

ডক্টর ডেভিড গ্রেবার বুঝে গেছে, আসলে কৌতূহলী হয়ে উঠেছে মার্শাল। আরও খারাপ দিক, প্রমাণ হয়ে গেছে কাজে ও সিরিয়াস। পরে রাতে *পাথর ভাঙার* সঙ্গে কথা বলবার সময় দরকার পড়লে এই দিকটা গোপন করতে হবে। সত্যিই অতিরিক্ত আগ্রহ দেখিয়ে ফেলেছে।

'আপনি যে হান্টিং টিম গঠন করেছেন, সে বিষয়ে বলুন,' বলল জেরাল্ড, 'কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই জরুরি তথ্য জেনে নিয়েছে আপনার কাছ থেকে?'

'উপদেষ্টা হিসেবে বলেছি, প্রাথমিক অবস্থায় যেন রাখা হয় একজন বিজ্ঞানীকে,' বলল গ্রেবার, 'আমার ব্যক্তিগত ধারণা, এই পরিস্থিতিতে এ ছাড়া উপায় ছিল না। অনেকের ভেতর থেকে বেছে নেয়া হয়েছে সত্যিকারের জিনিয়াস আহমেদ সিরাজউদ্দীন বাঙালিকে। সৈনিকদের বাছাই করার কাজে নিজে আমি ছিলাম না। তাদের সম্পর্কে তেমন কিছুই জানি না। তবে জেনেছি, তারা

Banglabook.org

দক্ষ এবং পেশাদার সৈনিক। তাদের নেতা হিসাবে রাখা হয়েছে এক বাঙালি প্রাক্তন মেজরকে। নাম মাসুদ রানা। শুধু যে নেতা, তা-ই নয়, তার আরেকটা কাজ ট্র্যাকার হিসেবে ওটাকে খুঁজে বের করা। দলের সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড কং তানামুরা। জাপানিয আর্মি থেকে অবসর নেয়া এক অভিজ্ঞ সৈনিক।'

'ওই জন্তুকে খুঁজে খুন করার কাজ দেয়া হয় তাদেরকে?'

'হ্যাঁ, ওটা আসলে সার্চ-অ্যাণ্ড-ডেস্ট্রয় মিশন। চোখ বুলিয়েছি এদের সবার ফাইলে। কাউকে অযোগ্য মনে হয়নি।'

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গোপন করছে, ভাবল জেরাল্ড। নামকরা অভিযাত্রী, শখের আর্কিয়োলজিস্ট, রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির চিফ মাসুদ রানার কথা চেপে যেতে চাইছে।

'হ্যাঁ, এই লোক মাসুদ রানা, তার সম্পর্কে আরও কিছু বলবেন?' জানতে চাইল জেরাল্ড।

'হ্যাঁ, বেশ নামকরা ট্র্যাকার। নিখোঁজ মানুষকে কয়েকবার জঙ্গল থেকে খুঁজে এনেছে। পরিবেশবাদী সংগঠনগুলোর সঙ্গে জড়িত। যদিও তাকে এত গুরুত্বপূর্ণ ধরে নেয়ার কোনও কারণ নেই। খুঁজলে পেয়ে যাব তার ফাইল। এখানেই কোথাও রেখেছি। আপনি পড়তে চান?'

'হ্যাঁ,' গম্ভীর মুখে বলল জেরাল্ড। 'তবে তার আগে আরেকটা প্রশ্নের জবাব দিন। আগেও অন্তত দু'বার ওই প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে গেছেন আপনি।'

'তাই? সত্যিই দুঃখিত!' অবাক হয়েছে মনে হলো গ্রেবারকে। 'অনিচ্ছাসত্ত্বেও তথ্য দিতে পারিনি? আপনার মনে কোনও সন্দেহ তৈরি হয়ে থাকলে, নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারি, আসলে কিছুই গোপন করছি না আমি। এই বিষয়ে কিছুই লুকাবার নেই কারও।'

'বুঝলাম,' অমায়িক হাসল জেরাল্ড, 'আপনার কি মনে হয়, আমেরিকানদেরকে যে খুন করছে, সে কি অন্য দেশের হয়ে কাজ

BanglaBook.org

করছে? বিশেষ করে রাশা? অথবা উত্তর কোরিয়া? এসব ফ্যাসিলিটি তাদেরও আছে। আপনাদের সংগ্রহ করা তথ্য কাজে আসবে তাদের?'

ডক্টর গ্রেবারের মুখে হাসি ফুটতে গিয়েও ফুটল না। 'না, মার্শাল। মনে হয় না গোপনে হামলা করছে কোনও দেশ। আমরা যেসব টেকটোনিক ফেনোমেনা মনিটর করি, সেসব মিলিটারির বিষয় নয়।'

'হান্টিং পার্টির কর্তৃত্ব কার হাতে?'

'আগেই বলেছি, ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সির।'

'আমি আসলে জানতে চাইছি, এই সংগঠনের তরফ থেকে ওই অ্যাসল্ট টিমের বিষয়ে কাকে দেয়া হয়েছে কর্তৃত্ব?' হাল ছাড়ল না টম জেরাল্ড।

'কর্তৃত্ব? সেটা দেয়া হয়েছে পেন্টাগনের লেফটেন্যান্ট কর্নেল রব ম্যাক্সিমিলিয়ানকে। বহুবার এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে কথা হয়েছে আমার। মাঝে মাঝে ফোন করেন... জরুরি আলাপের জন্যে।'

'এজেন্ট জেন্স সিমন্সকে চেনেন?'

দ্বিধাহীন ভাবে গ্রেবার বলল, 'ভাল করেই চিনি। সে আছে এনএসএ বা ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সিতে। গোটা অপারেশন সুপারভাইয করছে।'

'বলতে পারেন কোথায় পাব তাকে?' জানতে চাইল জেরাল্ড।

'তা... ঠিক...' চুপ হয়ে গেল গ্রেবার। দীর্ঘ কয়েক মুহূর্ত পর বলল, 'সে আছে বোধহয় এখন ল্যাংলিতে। ঠিক নিশ্চিত নই। মাত্র দু'বার তার সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছে আমার। তবে তাকে যোগ্য লোক মনে হয়েছে। এনএসএ-এর হয়ে সুপারভাইয করছে ওই টিমের সমস্ত কার্যক্রম।'

মিথ্যা বলছে, ভাবল জেরাল্ড। চট্ করে চাইল তার চোখে। রাগ-ভয়ের অনুভূতি নেই লোকটার ভিতর। বলল, 'ডক্টর, আপনি

BanglaBook.org

নিশ্চয়ই জানেন, ওই শিকারি দলের কাজের দায়-দায়িত্ব যার, সে নিশ্চয়ই প্রতিদিন যোগাযোগ করছে তাদের সঙ্গে?'

বোধহয় মিলিটারি কর্মকাণ্ডের বিষয়ে অজ্ঞ ডক্টর ডেভিড গ্রেবার, নইলে অভিজ্ঞ, দক্ষ অভিনেতা। 'তাই তো... হওয়ার কথা, মার্শাল। আমি অবশ্য কখনও মিলিটারিতে ছিলাম না, তাই জানি না কী করে ওরা। মনে হয় এজেন্ট জেন্স সিমন্সের সঙ্গে যোগাযোগ করলে এসব বিষয়ে জানতে পারবেন।'

'তাই করব,' বলল জেরাল্ড। বুঝে গেছে, এখানে তদন্ত করে সুবিধা হবে না। চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। নরম সুরে বলল, 'ঠিক আছে, ডক্টর, আপাতত আর বিরক্ত করব না আপনাকে। আগে চোখ বোলাতে হবে আপনার দেয়া ফাইলে।'

চেয়ার ছাড়ল ডক্টর গ্রেবারও, হাত বাড়িয়ে নিল কয়েকটা ফোল্ডার। সহজ সুরে বলল, 'মার্শাল, আমার কাছে কিন্তু এজেন্ট জেন্স সিমন্সের ফাইল নেই।'

'আসলে আমার দরকার মিস্টার রানার ফাইলটা, ডক্টর,' বলল জেরাল্ড।

'ও, আচ্ছা,' মাথা নাড়ল গ্রেবার। 'আগেই বলেছি, ওই লোক কিন্তু এই মিশনের জন্যে তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়।'

কথা না বাড়িয়ে বিজ্ঞানীর কাছ থেকে নির্দিষ্ট ফাইলটা নিল জেরাল্ড। দ্বিতীয় পাতায় এক যুবকের আট বাই দশ ইঞ্চির ছবি। নিষ্ঠুর মনে হলো তাকে কালো চুল ক্রু-কাট। চওড়া কপাল। অদ্ভুত কুচকুচে কালো চোখের মণি সরাসরি চেয়ে আছে ক্যামেরার দিকে। খাড়া নাক। ঠোঁটের কোণে জ্বলন্ত সিগারেট। যেন হাসতে গিয়েও হাসছে না। চওড়া কাঁধ, প্রশস্ত বুক। সবমিলে সত্যিকারের নায়ক, অভাব নেই আত্মবিশ্বাসের।

মনে মনে বলল টম জেরাল্ড, খুঁজে বের করতে হবে, কেন এত কম গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হচ্ছে এই লোককে!

BanglaBook.org

'পাশেই রিডিং রুম পাবেন,' বলল ডক্টর গ্রেবার।

মৃদু মাথা দুলিয়ে ফাইলগুলো হাতে দরজার দিকে রওনা হয়ে গেল জেরাল্ড।

একত্রিশ

নির্ভুল ভাবে পথ দেখিয়ে সবাইকে খনির মুখে এনেছে মাসুদ রানা। ঘনিয়ে আসছে সন্ধ্যা। এক ঘণ্টা পর চারপাশ হয়ে উঠবে ধূসর, তারপর জঙ্গল ও পাহাড়ে নামবে ঘুটঘুটে অন্ধকার।

পিকঅ্যাক্স ব্যবহার করে পাথুরে টিলা গভীর ভাবে খুঁড়ে বের করা হয়েছে খনি। রাতে থাকতে চাইলে জায়গাটা ভাল। খনি-মুখে দাঁড়াতে পারবে বড়জোর চারজন পূর্ণবয়স্ক পুরুষ। আগের মালিক কুঠারে কাটা পুরু গাছের গুঁড়ি দিয়ে আটকে গেছে খনি-মুখ। এসব গুঁড়ির বয়স কমপক্ষে বিশ বছর, কিন্তু পচে যায়নি ভেজা-শীতল এ আবহাওয়াতেও। আরও ভাল, অন্য কারণে। খনি-মুখে স্টিলের পুরু বিমের পিছনে আটকে দেয়া হয়েছে এসব গুঁড়ির একদিক।

ভিতরে ঢুকতে চাইলে বিমের উপরে তুলতে হবে গুঁড়ি। একেকটা এতই মোটা, সরাতে পারবে না একা কেউ। ভাঙতে গেলে চাই হাতির জোর। স্টিলের দরজা থেকে কবজা ছিঁড়ে ফেলা এক কথা, কিন্তু আড়াই ফুট ব্যাসের গুঁড়ি ফাটিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়া একেবারেই অন্য।

ফুটবল খেলোয়াড়দের মত জড় হয়ে বসে আলাপ শুরু

BanglaBook.org

করেছে রানা এবং ওর দলের সবাই। স্ট্রেচারে শুয়ে আছেন প্রফেসর, আগের চেয়ে সুস্থ। রানার কথা শুনে মাথা নাড়ল তানামুরা। 'সব ক'টা গুঁড়ি একসঙ্গে উপড়ে ফেলতে পারে ওটা।'

'আমার তা মনে হয় না,' বলল রানা। 'সহজে ভাঙবে না এগুলো। একটা যদি ভাঙে, আমরা তো চুপ করে বসে থাকব না। ওটার জন্যে সহজ হবে না শিকার করা। বুঝবে, আমাদের কাছে পৌঁছুতে হলে কমপক্ষে বিশ মিনিট খাটতে হবে। ততক্ষণে ওটাকে আহত করতে পারব আমরা।'

খনির দিকে চেয়ে হাসল টড ওয়েইলার, মাথা নাড়ল বার কয়েক। 'ওটা মৃত্যু-ফাঁদ, রানা। ওখানে রাতে কেউ থাকলে, হাড়গোড় থাকবে বহু কালের জন্যে।'

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তাকে দেখল রানা। 'এর চেয়ে ভাল কোনও পরামর্শ আছে তোমার, ওয়েইলার? থাকলে বলে ফেলো।' কঠোর চোখে চেয়ে আছে ও।

খনির দিকে চাইল ওয়েইলার, আস্তে করে মাথা নেড়ে আবারও চাইল রানার চোখে। ম্লান হাসছে। মনে হলো, সে এমন এক লোক, যাকে বলে দেয়া হয়েছে, এবার ফাঁসিতে ঝুলতে হবে তাকে। 'না, রানা,' বলল সে, 'আমার মাথায় এর চেয়ে ভাল কিছু আসছে না।'

উঠে দাঁড়াল সবাই। এমন কী কনুইয়ে ভর করে স্ট্রেচারে আধবসা হলেন সিরাজউদ্দীন। কান পেতে শুনেছেন ওদের কথা। আবারও হয়ে উঠেছেন সতর্ক। মনে হলো না হঠাৎ হার্ট অ্যাটাক হবে। মনোযোগ দিয়ে দেখলেন খনি-মুখ।

'ঠিক আছে,' পুরনো খনির সামনের দুই গাছের গুঁড়ির কেবিন দেখাল রানা। ওগুলো বেশ টেকসই। কয়েক বছর আগেও ব্যবহার করা হতো। 'এবার বলছি কী করতে হবে।' সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ডের দিকে চাইল রানা। 'তোমার কোনও আপত্তি থাকলে

BanglaBook.org

বলে ফেলো।'

'কোনও আপত্তি নেই,' শুকনো মুখে বলল তানামুরা।

'রাত নামার আগেই কাজে নামতে হবে,' বলল রানা, 'প্রথমে কেবিন থেকে খসিয়ে নেব কয়েকটা গুঁড়ি। বয়ে নেব খনির ভেতরে। পরে আগুন জ্বালতে কাজে আসবে। তানামুরা আর আমি এ কাজটা করব। তারপর খুলব খনি-মুখের গুঁড়ি। ...ওয়েইলার, প্রেস্টন, তোমরা কেবিনে ঢুকে দেখবে খাবার, ফিউয়েল, লণ্ঠন, দু'চারটা কট বা দরকারী কিছু পাওয়া যায় কি না। ...এখানে প্রফেসরকে পাহারা দেবে জিনা। দানবটাকে আহত করার মত একমাত্র শক্তিশালী রাইফেল ওর কাছেই আছে। ...সবাই বুঝতে পেরেছ?'

মাথা দোলাল সবাই।

'গুড। আর বড়জোর এক ঘণ্টা হাতে পাব, তার আগেই খনির ভেতর অংশ নিরাপদ করে তুলতে হবে।'

সবাই যে যার কাজে ব্যস্ত হয়ে উঠল ওরা।

কেবিন থেকে গুঁড়ি সরিয়ে নেয়ার পর খনি-মুখের গুঁড়ি খুলতে গিয়ে প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হলো রানা ও তানামুরাকে। পিঠ ও কোমর বাঁকা হয়ে গেল ওদের, কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্টিলের বিমের এদিক থেকে তুলে আনল। দ্বিতীয় গুঁড়ি আগের চেয়ে সহজে উঠল। খনি-মুখের ফাঁক ব্যবহার করে নানান ইকুইপমেন্ট ভিতরে পাঠাল ওরা। ততক্ষণে কেবিনে তিনটে লণ্ঠন, অর্ধেক ক্যান কেরোসিন, ছয়টা কম্বল ও তিনটে পোর্টেবল কট পেয়ে নিয়ে এসেছে প্রেস্টন আর ওয়েইলার।

Banglabook.org

কেবিনে খাবার বলতে কিছুই নেই। কিন্তু টিলা বেয়ে নেমে আসা এক ঝর্না থেকে ক্যান্টিন ভরে নিল ওরা। আধ ঘণ্টা পর ঢুকে পড়ল খনিতে। সাবধানে আবারও বিমের এদিকে তুলল দুই পুরু গুঁড়ি। ঘনিয়ে আসছে সন্ধ্যা। সামান্য ফাঁক দিয়ে খনির

মেঝেতে পড়েছে এক চিলতে লালচে আলো। ওই পথে আসছে শীতল হাওয়া, কিন্তু চাইলেই হঠাৎ হামলে পড়তে পারবে না দানবটা।

দেয়ালের আংটায় ঝুলিয়ে জ্বেলে নেয়া হলো তিন লণ্ঠন। খোলা হলো এমআরই। সবাই ক্ষুধার্ত। ঝর্নার পাহাড়ি ট্রাউট নেই, নীরবে বিস্বাদ খাবার খেতে লাগল রানা। ওদের সঙ্গে রয়েছে কালো নেকড়ে হাণ্টার। খনির বাইরে জ্বেলে এসেছে ওরা বড় আগুন। সারা রাত জ্বলবে ওটা।

আপাতত আর কিছু করবার নেই, অপেক্ষা করা ছাড়া।

নীরবে পেটে খাবার চালান দিচ্ছে ওরা।

কিছুক্ষণ পর বালিশে আধ-শোয়া হয়ে দুর্বল স্বরে বলতে শুরু করলেন প্রফেসর সিরাজউদ্দীন, 'আমার ধারণা... ভুল না হয়ে থাকলে... বুঝতে পেরেছি... ওটা আসলে কী। এত অসুস্থ না হলে... আগেই বুঝতাম... আগেই বলতে পারতাম।'

একবার সিরাজউদ্দীনকে দেখে নিয়ে তানামুরার দিকে চাইল রানা।

খাবার চিবুতে চিবুতে থেমে গেছে জাপানি সৈনিক। গম্ভীর মনোযোগে দেখছে প্রফেসরকে।

'আগে খেয়ে নাও,' বললেন সিরাজউদ্দীন। 'বুঝতে পারছি খুব ক্লান্ত তোমরা। আর... সত্যি, অনেক ধন্যবাদ, আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ। সবার খাওয়া শেষ হলে বলব কে আসলে আমাদের শত্রু।'

সবার খাওয়া শেষ হলো দশ মিনিট পর। বলতে শুরু করলেন প্রফেসর, 'এবার বলছি আমার ধারণা।' মুখ খুলেই খক-খক করে বেদম কাশতে লাগলেন। সামলে নিয়ে বললেন, 'হাতে বোধহয় বেশি... সময় পাব না। রানার কথাই ঠিক। উচিত কাজ হয়েছে... নিজেদেরকে সুড়ঙ্গে আটকে ফেলা।'

BanglaBook.org

'সান ত্‌যু বলেছেন, শত্রুর ক্ষমতা বেশি হলে সবসময় উচিত নিরাপত্তামূলক অবস্থান থেকে লড়াই করা,' বিড়বিড় করল তানামুরা। 'প্রথমে নিজের প্রাণ রক্ষা করতে হবে, তারপর লড়াই।'

মৃদু হেসে মাথা দোলালেন সিরাজউদ্দীন। 'ঠিক কথাই বলেছেন। আমিও সে কথাই বলছি। প্রথম কাজ যতটা সম্ভব নিজেদেরকে নিরাপদ রাখা। ...আগে বুঝতে পারিনি ওটা আসলে কী। এবার বলছি আমার অ্যানালিসিস। প্রথমে শুনলে মনে হতে পারে, ফালতু কথা বলছি। তবে পরে বোঝা যাবে, জরুরি কারণেই এসব বলেছি। ...রানা, তোমার মনে আছে, প্রথম ক্যাম্পসাইটের কাছে যে ঝর্না ছিল, পাশেই ছিল আর্কটিয়াম ল্যাপ্পা বা বারডক, বাংলা ভাষায় বলে ভাঁটুই গাছ?'

মাথা দোলাল রানা।

'ঠিক গাছ নয়, ঝোপ। ওগুলোর থাকে মাথা বা গম্বুজের মত আকৃতির পাতা। চূড়া হয় সূচালো। ঝর্না, খাল বা নদীর তীরে বড় এলাকা নিয়ে জন্মায়। মাটিতে বিছিয়ে পড়ে থাকে পাতা। ঢেকে ফেলে অন্যসব গাছ।' একটু বিরতি নিয়ে আবারও বলতে লাগলেন প্রফেসর, 'রানা, তোমার মনে আছে, গত বছর ক্যানাডিয়ান রকিতে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম? ওই পাতা দিয়ে কীভাবে চিকিৎসা করেছিলে? আহত ছিলাম। জ্বর এল গা কাঁপিয়ে।'

'মনে আছে,' বলল রানা। 'ওই গাছের পাতা দিয়ে চা করে দেয়ার পর খুব দ্রুত ছেড়ে গেল আপনার জ্বর।'

'ঠিক,' মাথা দোলালেন প্রফেসর, 'মনে আছে, দু'বছর আগে জখম হলো আমার ডান পায়ের হাড়? তখন চা-র মত করে খেলাম ইউরাটোরিয়াম পার্ফোলিয়াটামের পাতা? ওই জিনিস ব্যবহার করে দ্বিগুণ দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠেছিলাম।'

BanglaBook.org

'জী,' বলল রানা।

সবাই বুঝতে পারছে, বাইরে অপেক্ষা করছে ভয়ঙ্কর শক্তিশালী এক দানব। খুঁজছে ওদেরকে। চেয়ে আছে গুঁড়ির দেয়ালের দিকে। ভাবছে, কীভাবে হামলা করবে।

এই অবস্থায় কী কারণে এসব অতীত রোমন্থন করছেন বৃদ্ধ?

বাজে কথার মানুষ নন, দরকার ছাড়া এসব বলছেন না তিনি।

'গাছ, শেকড় বা লতা... আসলে প্রকৃতি মস্ত বড় এক গবেষণাগার,' বেদম কাশতে শুরু করলেন বাঙালি প্রফেসর। দমক থেমে গেলে বললেন, 'কেউ যদি বুঝতে পারে প্রকৃতির অপার রহস্য, তার হাতে আসবে অচিন জাদুকরের দারুণ জাদুর দণ্ড। আজ আমরা দেখছি চারপাশের প্রকৃতি। কিন্তু আজ থেকে মাত্র দশ হাজার বছর আগে এই প্রকৃতি ছিল আজকের চেয়ে অনেক-সমৃদ্ধ। আর প্রতি বছর প্রতিটি দিন বিলুপ্ত হচ্ছে কমপক্ষে এক শ' প্রজাতির প্রাণী বা গাছ। অর্থাৎ, নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, অতীতে আরও কত বিচিত্র ছিল এই প্রকৃতি? হয়তো ভাববে, আরও কত হাজারো ঔষধী গাছ ছিল? আঁচ করতে পারো, কী ছিল হাতের নাগালের কাছে? এবং তখন যদি হোমো সেপিয়েন্সের মত কোনও জাতি জানত প্রকৃতির এসব রহস্যের কথা?'

চুপ করে থাকল সবাই।

পরস্পরের দিকে চাইল রানা ও জিনা।

'হ্যাঁ,' মাথা দোলালেন সিরাজউদ্দীন, মৃদু হাসলেন। 'তোমরা বুঝতে পেরেছ আমার কথা? আজকের মানুষের কোনও এক পূর্বপুরুষ জাতি জানত, কীভাবে প্রকৃতির কাছ থেকে পেতে হবে অসীম ক্ষমতা। গাছ-গাছালি থেকে সংগ্রহ করত শক্তি, সারিয়ে নিত প্রায় সব রোগ। দেহের পেশি ও হাড়ের জোর বাড়িয়ে নিয়েছিল তারা। আয়ু হয়ে ওঠে হাজার হাজার বছর। শত শত

BanglaBook.org

জেনারেশন ধরে ফিযিকালি ও সাইকোলজিকালি অন্যরকম হয়ে গেল নানান গাছের ওষুধের কারণে। বুঝতে পারছ?'

'আর উত্তর-পুরুষদের জিনে লিখিত থাকল এসব গুণ?' প্রফেসরের দিকে চেয়ে আছে রানা।

'ঠিক!' তুড়ি বাজালেন সিরাজউদ্দীন। 'জানতাম তুমি ধরে ফেলবে, রানা! পাল্টে গিয়েছিল তাদের জেনেটিক প্যাটার্ন।'

'আপনি তা হলে বলতে চাইছেন, বাইরে যেটা ঘুরে বেড়াচ্ছে, ওটা আমাদের পূর্বপুরুষদের মিউটেটেড দানব?' জানতে চাইল তানামুরা।

'কথা আরও আছে,' একটু ঝুঁকে বসলেন প্রফেসর, 'বাইরে যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সে কিন্তু হোমো সেপিয়েন্সের চেয়ে শারীরিক ভাবে অনেক শক্তিশালী। কিন্তু প্রকৃতির ওষুধের কাছ থেকে সাহায্য নিতে হয়নি তাকে। তার পূর্বপুরুষরা বহু কাল ধরে যুক্তি বা সচেতন চিন্তার বদলে অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছে শিকারি মনোভাব ও শারীরিক শক্তি বাড়িয়ে নেয়ায়, ফলে হয়ে উঠেছে অসচেতন মগজের প্রাণী।'

'অসচেতন?' ভুরু কোঁচকাল তানামুরা।

'হ্যাঁ, তানামুরা। মগজ কাজ করছে তার আপন খেয়ালে। নৈতিকতা, সমাজ, দায়িত্ব, ভালবাসা বা ধৈর্য– কিছুই নেই তার। যে উঁচু ধারণা বুকে লালন করে মানুষ, সেসবও নেই। সভ্যতা সৃষ্টি তার কাজ নয়। মানুষের মত কোনও ভাল কাজ করে গর্বিত হবে না কখনও।' আঙুল তুলে গুঁড়ির দেয়াল দেখালেন তিনি। 'বাইরে যে অপেক্ষা করছে, তার মন বলতে কিছুই নেই। মানুষের চেয়ে অনেক শক্তিশালী, কিন্তু তার এখানে থাকার কথা নয়। দশ হাজার বছর আগে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে ওই প্রজাতির মানুষ।'

'তা হলে ওটা এল কোথা থেকে?' জানতে চাইল ওয়েইলার।

BanglaBook.org

বড় করে দম নিয়ে ভুরু উঁচু করলেন সিরাজউদ্দীন। 'আমি এখনও এর জবাব দিইনি, কিন্তু জানি কী ঘটেছে।' এক এক করে সবার মুখ দেখলেন তিনি। 'সামান্য কিছু হলেই খুন করবে ওটা। বলা চলে প্রোটো-হিউম্যান। দয়া ও ভালবাসার অনুভূতি নেই, আছে শুধু ইচ্ছে। যা খুশি করবে, কারণ তার আছে ক্ষমতা। নিয়ন্ত্রণ করবে না মনকে। খুশি হবে খুন করতে পারলে। আসলে তা-ই চাইছে তার অন্তর। ইচ্ছেপূরণ ওটার জন্যে খুব জরুরি। ওর চিন্তা বুঝতে চাওয়া আমাদের মত মানুষের জন্যে অসম্ভব, কারণ আমরা মন বা চিন্তা বলতে যা বুঝি, তা তার নেই। অন্ধকার জগতের প্রাণী, কাউকে শত্রু ভাবলেই খুন করবে। অবদমিত ইচ্ছে আদিম মানুষের মত। যা চাইবে, তাই পেতে হবে, নইলে থামবে না। সে যে জাতির উত্তরপুরুষ, তারা ছিল মানুষের চেয়ে অনেক শক্তিশালী শিকারি। মনে রাগ জাগলেই ঝাঁপিয়ে পড়ত।'

রানা টের পেল, ওর শিরায় বইছে অ্যাড্রেনালিনের স্রোত। একবার তাকাল তানামুরার দিকে। ওকেই নিষ্পলক চোখে দেখছে জাপানি যোদ্ধা। কথা হলো না ওদের মাঝে, কোনও ইশারাও নয়।

রানা খেয়াল করল, চোখ বুজে ফেলেছে জিনা, পিছন দেয়ালে হেলান দিয়েছে মাথা। খাপ থেকে বাউয়ি ছোরা বের করে সামনের ধুলোয় আঁকিবুঁকি করছে টড ওয়েস্টলার। ছায়ায় দেখা গেল না মুখের পোড়া অংশ। চুপ করে আছে সে।

'প্রফেসর,' মুখ খুলল তানামুরা, 'আমরা ওটাকে খুন করব কী করে?'

মাথা দোলালেন সিরাজউদ্দীন। 'তা জানব, বাছা, যদি জানতে পারি কে তৈরি করেছে তাকে।'

শুয়ে ছিল হান্টার, হঠাৎ তুলল মাথা। খাড়া হয়ে গেছে কান।

BanglaBook.org

সরাসরি গুঁড়ির দেয়ালে চাইল রানা। ফিসফিস করে বলল জিনাকে, 'খেলা শুরু।'

নিজের রাইফেল হাতে তুলে নিল ও।

বত্রিশ

ঠিক রাত তিনটের সময় *পাথর ভাঙা* হ্যাঙ্ক ডিগবার্টের বাড়িতে পৌঁছুল ডেপুটি মার্শাল টম জেরাল্ড। সিনিয়র বন্ধুর ডাইনার সামান্য দূরেই। প্রতি ভোর পাঁচটার সময় কাজে যায় সে। এ কারণেই জেরাল্ড জানে, রাতের এ সময়ে জেগে আছে প্রাক্তন এফবিআই এজেন্ট।

রাস্তার উল্টো দিকে গাড়ি পার্ক করেছে টম। এ ছাড়া উপায়ও নেই। *পাথর ভাঙার* বাড়ির ড্রাইভওয়েতে কয়েকটা গাড়ি রাখা। প্রতিটি মেরামতের নানান পর্যায়ে আছে। জেরাল্ডের অবশ্য বার কয়েক মনে হয়েছে, এসব গাড়ির বারোটা বাজাচ্ছে বুড়ো, রুচি নেই তার। কিন্তু কিছু বলতে গেলে ঘাড়ে নামবে বেদম জোরে আদরের চাপড়। তা সহ্য করা সত্যিই কঠিন।

সদর দরজায় টোকা দিতেই বড়জোর দশ সেকেণ্ড পর খুলে গেল কবাট, প্রায় পুরো জায়গা জুড়ে পাথরের মত দাঁড়িয়ে পড়ল ডিগবার্ট, এত রাতেও কাজে যেতে তৈরি। পরনে সাদা টি-শার্ট ও পেইন্টার্স প্যান্ট। একপাশে সরে হাতের ইশারা করল দানব। প্রিয় স্যাঙাৎ ঘরে ঢুকতেই বন্ধ করে দিল দরজা। তোয়ালে দিয়ে দু'হাত মুছে নিয়ে বলল, 'বাছা, আমি ভেবেছিলাম তুমি গত রাতে

BanglaBook.org

আসবে।'

'জরুরি কাজে আটকা পড়েছিলাম,' টেবিলের পাশ থেকে চেয়ার টেনে বসে পড়ল জেরাল্ড। আমন্ত্রণের বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা না করে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল প্লেট জুড়ে হাসি-হাসি মুখে বসে থাকা ওমলেটের উপর।

'কফি দেব?' জানতে চাইল ডিগবার্ট।

'দিলে ছাড়ে কে!' হাত ও মুখ ব্যস্ত জেরাল্ডের। একটু আগেও বুঝতে পারেনি এত ক্ষুধার্ত ছিল।

কফিমেকার থেকে গরম কালো তরল ঢালছে *পাথর ভাঙা*। 'দু'চারটে ব্যাপার হজম করতে হবে, রেডি তো, বাছা?'

'হ্যাঁ। আমি নিজেও বার কয়েক হোঁচট খেয়েছি। জীবনে প্রথমবারের মত বুঝতে পেরেছি দু'চারটে ব্যাপারও।'

মুচকি হাসল হ্যাঙ্ক ডিগবার্ট। কফির মগ নামিয়ে রাখল জেরাল্ডের সামনে। ধপ্ করে সে বসে পড়তেই মড়মড় করে উঠল শক্তপোক্ত চেয়ারটা। 'উত্তর দিকের ওসব ফ্যাসিলিটি আসলে মিলিটারির নয়, সৈনিকের কনটিনজেন্ট রাখা হয়েছে স্রেফ পাহারা দেয়ার জন্যে। এদিকে আর্কটিক সার্কেলের নীচের অর্ধেক জমিতে যেসব আর্মি রেডিয়ো-পোস্ট ছিল বা আছে, সেগুলো ব্যবহার করছে এনএসএ। পুরনো মাল সব, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের। বহু বছর পড়ে ছিল, তারপর ছয় বছর আগে একটার পর একটা ফ্যাসিলিটি নতুন করে চালু করা হয়েছে।'

ডিম শেষ জেরাল্ডের। মুখ মুছল টিস্যু দিয়ে। 'বুঝলাম। কিন্তু নতুন করে খুলল কেন?'

'তা, বলা কঠিন...' একটু চিন্তিত হয়ে পড়ল ডিগবার্ট। 'আমার খবরের চ্যানেলে কিছু কথা শুনেছি। জানি না কার কথা বিশ্বাস করব। ওরা আমার নিজের লোক না।'

'আরও কী বলল তারা?' জানতে চাইল জেরাল্ড।

BanglaBook.org

'খুব গোপনে কাজ করতে হবে, তাই চালু করা হয়েছে এসব ফ্যাসিলিটি। কেউ কেউ ভাবছে, বিপজ্জনক কোনও গবেষণা হচ্ছিল। আর সত্যিই তো হলো ভয়ঙ্কর বিপদ।' টমের চোখে তাকাল ডিগবার্ট। 'হতে পারে জার্ম ওঅরফেয়ার, বায়োলজিকাল ওঅরফেয়ার টাইপের কুত্তার গু। হয়তো নতুন অ্যানথ্রাক্স, স্মলপক্স বা ব্যাকটেরিয়া। আবার হতে পারে নার্ভ গ্যাস বা টক্সিক এজেন্ট। যা-ই করা হোক ওখানে, সিআইএ চায়নি জনবহুল এলাকায় গবেষণা করা হোক।'

'আচ্ছা?' বিড়বিড় করল জেরাল্ড, 'এজন্যে ব্যবহার করেছে বহু দূরের ওই ফ্যাসিলিটি। মস্ত কোনও ভুল হলে কয়েকটা ফিউয়েল এয়ার বম ফেলে বাষ্প করে দেবে সব। দেশের মানুষ মরবে না বললেই চলে।'

'ঠিক,' মাথা দোলাল ডিগবার্ট। 'উড়িয়ে দাও বিশ বর্গ মাইলে যা আছে সব, ক্যারিব্যু আর গাছ ছাড়া মরবে না কেউ। সিআইএ শুধু বলবে, দাবানল ধরেছিল ওখানে। কিছু বলতে পারবে না কেউ। কোনও প্রমাণ থাকবে না।'

'এমন জায়গা বাছাই করেছে, যেখানে বড় ধরনের গোলমাল হলেও ধরতে পারবে না কেউ,' চেয়ারের পিঠে হেলান দিল টম, 'কিন্তু কী জিনিস আটকে বা *ঠেকিয়ে* রাখতে চেয়েছে ওখানে? ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস, না অন্য কিছু?'

'জানি না।'

'আন্দাজ করার চেষ্টা করো, ডিগ।'

নাক কুঁচকে ফেলল *পাথর ভাঙা*। 'সবই ইঙ্গিত করছে জার্ম বা ওই ধরনের ব্যাপারের দিকে, কিন্তু নিশ্চিত নই। মুখ খুলছে না কেউ। বাধ্য হয়ে গুজব থেকে এক টুকরো, আধ টুকরো অংশ জোড়া লাগাতে চেয়েছি।' চুপ হয়ে গেল ডিগবার্ট। একটু পর বলল, 'এসব করছে এনএসএ, কাজেই কোনও ব্যাপারেই শিয়োর

BanglaBook.org

হওয়ার উপায় নেই। গোপন করা হচ্ছে সব। কিন্তু কিছু যে করছে, সন্দেহ নেই। তাই আমার এক পুরনো বন্ধুর সঙ্গে কথা বলেছি। সে কাজ করে এয়ার ফোর্সে। ওদিকেই আছে ওদের কয়েকটা এয়ারবেয। ওকে বলেছিলাম, যাতে ওদের লগ খুঁজে বের করে, নতুন করে এসব ফ্যাসিলিটি চালু হওয়ার পর কী ধরনের জিনিস পৌঁছে দেয়া হয়েছে। সময় লেগেছে লগ দেখতে। কিন্তু কাজটা পেরেছে। আমাকে বলেছে, একটা কোম্পানির বিশেষ কিছু শিপমেন্ট প্রচুর পরিমাণে পাঠানো হয়েছে এসব ফ্যাসিলিটিতে। নিশ্চিত নই, হয়তো অন্যান্য ফ্যাসিলিটিতেও এসব গেছে। বিশেষ করে একটা জিনিস চোখে পড়েছে আমার।'

'সেটা কী?'

'ওটার নাম এমইএএম। পুরো নাম বলতে পারব না। আমার বন্ধু অবশ্য বলেছে, এসব অদ্ভুত জিনিস ওখানে পাঠানো আসলে খুব অস্বাভাবিক।'

'তোমার কী ধারণা?' জানতে চাইল জেরাল্ড।

'অর্ডার ছিল কাঁচের মত ভঙ্গুর কিছুর,' বলল ডিগবার্ট। 'বাক্সে লেখা: "হ্যাণ্ডল উইদ কেয়ার"। কিন্তু ম্যানিফেস্টে লেখা: "অফিস ইকুইপমেন্ট" বা "কনস্ট্রাকশন মেটারিয়েল"। বুঝতেই পারছ, গাঁজা মেরেছে শালারা। কোনও শালা "হ্যাণ্ডল উইদ কেয়ার" লিখে হাবক্যাপ বা কফিমেকার পাঠাবে না। তাই খোঁজ নিলাম এমইএএম জিনিসগুলোর মাল্টি-মাদার ফাকার ওই কোম্পানিতে। তারপর আমার বন্ধুকে বললাম, দেখো তো কোথা থেকে রওনা হয়েছে এসব। সে খুঁজে বের করল, কোথা থেকে কোথায় গেছে স্পেশাল-কেয়ার ফ্লাইট। মনে রেখো, টম, এসব ফ্লাইট রওনা হয়েছে ক্যানসাস থেকে, গেছে দূরের আলাস্কার প্রতিটি ফ্যাসিলিটিতে।'

'তার মানে, ক্যানসাস সিটিতে বিক্রি হয় ওই এমইএএম?'

BanglaBook.org

বুঝতে শুরু করেছে টম জেরাল্ড।

খুশি হয়ে চওড়া হাসি দিল ডিগবার্ট। 'তোমাকে ভাল শিখিয়েছি। ক্যানসাস সিটিতে ওই জিনিস তৈরি করে মেডিকেল ম্যানুফ্যাকচারিং মস্ত এক কোম্পানি। নাম বায়ো সায়েন্স। বহু কিছু আছে তাদের: ড্রাগস, হাসপাতাল ইকুইপমেন্ট ইত্যাদি। পুরো দেশের হাসপাতাল আর ইউনিভার্সিটিতে বিক্রি করে। এমন জিনিস নেই যা তৈরি করে না।'

আস্তে করে মাথা নাড়ল জেরাল্ড। ডক্টর গ্রেবারের কথা ভেবে বিড়বিড় করল, 'শালা আস্ত কুকুরের বাচ্চা!' ডিগবার্টকে বলল, 'সাইসমোলজিকাল ইকুইপমেন্ট বা টেকটোনিক প্লেট মনিটর করার জিনিস তৈরি করে ওরা? ধরো হয়তো ভূগর্ভের এক্স-রে ইকুইপমেন্ট?'

ভুরু কুঁচকে ফেলল প্রৌঢ়। 'ভূমিকম্প মাপার কিছু?'

'হ্যাঁ। ...আছে?'

মাথা নাড়ল *পাথর ভাঙা*। 'থাকলেও শুনিনি কখনও। আর যদি তৈরি করেও, এতই কম, বেশি চলে না। হু-হু করে চলে ওদের মেডিকেল ইকুইপমেন্ট। ওই কাজেই ব্যস্ত। এ ছাড়া আছে ওষুধ উৎপাদন ও বিক্রি। দামি ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের মত সব জিনিস বিক্রি করে। সত্যিকারের নামকরা কোম্পানি।'

জেরাল্ড বুঝল, ডিগবার্ট যা বলছে, তার বেশিরভাগই জোগাড় করেছে পাবলিক লাইব্রেরি ঢুঁড়ে। ইলেকট্রনিক সার্ভিস আর বার্ষিক কর্পোরেট রিপোর্ট সাহায্য করেছে তাকে।

নিজের কমপিউটারও নেই ডিগবার্টের। থাকা যে জরুরি, তাও মনে করে না। ওর ধারণা, এসব জিনিস কেনা মানেই টাকা নষ্ট, নিজের ব্যক্তিগত জীবনে অশান্তি সৃষ্টি করা। কিন্তু দরকার পড়লে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করে ইলেকট্রনিক ইনফর্মেশন। ভাল করেই জানে, এসব বিষয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে

Banglabook.org

চাইলে যাওয়া উচিত পাবলিক লাইব্রেরিতে। সিআইএ নজর রাখছে প্রায় প্রতিটি কমপিউটারে, মালিকদের নাম ও ঠিকানাও জানা আছে তাদের। কিন্তু কী করে ধরবে পাবলিক লাইব্রেরির কমপিউটার ব্যবহারকারীকে? একই কমপিউটার বেশিক্ষণ ব্যবহার না করলে নির্দিষ্ট কাউকে ধরার সাধ্য নেই সিআইএ-র বাপেরও।

পুরো এক মিনিট চুপ করে থাকল জেরাল্ড, জিগসও পাযলের একেক টুকরোর সঙ্গে জোড়া লাগাতে চাইল অন্য টুকরোগুলো। একটু পর বুঝে গেল, যে তথ্য ওকে দিয়েছে ডক্টর ডেভিড গ্রেবার, সেসবের সঙ্গে *পাথর ভাঙার* তথ্য একেবারেই মিলছে না। সোজা কথায়, মিথ্যা বলেছে গ্রেবার।

'পরিবেশ ভাল ঠেকছে না, ডিগ,' বলল জেরাল্ড।

'আসলে তা-ই, বাছা,' সোজা হয়ে বসল ডিগবার্ট, 'নিশ্চয়ই জানো, সবচেয়ে সহজ যে জবাব প্রথমে মনে আসে, কখনও কখনও ওটা চোখেই পড়ে না, কারণ অন্য কোথাও খুঁজছ আরও জটিল জবাব। আসলে হয়তো ওটা আইনসম্মত গবেষণা, তৈরি করতে চাইছে কোনও ব্যাকটেরিয়া বা ওই ধরনের কিছুর বিরুদ্ধে উপযুক্ত সিরাম। হতে পারে না? ...আর কোনও দেশ, একদল চোর বা ডাকাত চাইছে ওই সিরাম। গোপনে সরিয়ে নিতে চেয়েছে, আর তখন বাধ্য হয়ে খুন করেছে সবাইকে। আমি বলছি না এমনই হয়েছে, কিন্তু এসব মাথায় রাখতে হবে। ওখানে ভয়ঙ্কর জটিল ষড়যন্ত্র চলছে ভাবলেই কাজ হবে না, আগে চাই উপযুক্ত প্রমাণ।'

ঠিকই বলেছে *পাথর ভাঙা*, ভাবল জেরাল্ড। ভুল করে না মানুষটা, বুলডগের মত চেহারা হলেও ঝড়ের গতিতে চলে মগজ। দক্ষ এবং নির্ভুল। আবারও ভাবতে শুরু করেছে টম, তখনই দেখল চট্ করে একবার হাতঘড়ি দেখল প্রাক্তন

BanglaBook.org

এফবিআই এজেন্ট। অবশ্য মনে হলো না কোনও তাড়া আছে। জেরাল্ড কিছু বলবে সেজন্য ধৈর্য নিয়ে অপেক্ষা করছে।

'বুঝতে পারছি না, ডিগ,' একটু পর বলল টম, 'কী যেন মিলছে না। সাইসমিক অ্যাকটিভিটি মনিটর করবে, তো এসব স্টেশন মেডিকেল ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানির ইকুইপমেণ্ট কিনল কেন?'

'তোমাকে তাই বলেছে?' বলল ডিগ, 'সাইসমিক অ্যাকটিভিটি নিয়ে গবেষণা করছে?'

'হ্যাঁ।' রাগ প্রকাশ পেল জেরাল্ডের কণ্ঠে। 'ল্যাংলিতে গিয়েছিলাম। ডাহা মিথ্যা ঝেড়েছে প্রোগ্রাম চিফ।'

'ওই কোম্পানি আরও কী বিক্রি করে, তা খুঁজে দেখিনি,' বলল *পাথর ভাঙা*। 'হয়তো এসব জিনিসের জন্য আলাদা ডিভিশন আছে ওদের। অথবা, ওই বিমানের পেটে রয়ে গিয়েছিল আগের কিছু মালপত্র। তা-ও যদি হয়, বায়ো-মেডিকেল জিনিস অর্ডার দেবে কেন সিআইএ? যা-ই হোক, আগে এসব খবর শুনিনি।'

চুপ করে আছে জেরাল্ড। একটু পর বলল, 'এরা জার্ম ওঅরফেয়ার নিয়ে রিসার্চ করলে, নাড়াচড়া করতে হয়েছে ক্লাসিফায়েড মেটারিয়েল। লাইব্রেরিতে ঢুকে বইয়ের মত পেয়ে গেল ব্যাসিলি, সেই জিনিস নয় ওসব। চাইলেই কপি করে নেয়া যায় না কারও বিশ বছরের রিসার্চ। এসব আবিষ্কার করতে সময় লাগে।' গভীর সন্দেহ নিয়ে বলল জেরাল্ড, 'সত্যিই যদি জার্ম নিরোধের কাজ না করে উল্টো তৈরি করে নতুন কোনও ভয়ঙ্কর জার্ম?'

'অবাক হওয়ার কিছু নেই,' তিক্ত হাসল ডিগবার্ট।

আস্তে করে মাথা নাড়ল টম। 'সেক্ষেত্রে এগযেকিউটিভ অর্ডার লজ্ঘন করছে তারা।'

BanglaBook.org

'তুমি দেখি হয়ে গেছ শার্লক হোম্‌স্‌,' নিজের জন্য কফিমেকার থেকে কালো তরল ঢালল ডিগবার্ট। 'বাছা, ইউনাইটেড স্টেটস কখনও আপত্তি তোলেনি ইউনাইটেড নেশন্সের নিষেধাজ্ঞায়, তার মানেই সবার জন্যে নিষিদ্ধ হয়ে গেছে জার্ম ওঅরফেয়ার। নইলে বঞ্চিত হতে হবে নানান দিক থেকে। আসলে সবাই মিলেই নিজেদের জীবাণু গবেষণা বন্ধ করেছে। শুধু তাই নয়, আগে যা তৈরি করেছিল, ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে সেসব। কাহিনি এখানেই শেষ। কিন্তু তুমি ভাল করেই জানো, আমরা আসলে কী করছি। অন্যান্য দেশে হয়তো রয়ে গেছে মারাত্মক সব জীবাণু। আর সেগুলো ঠেকাতে চাইলে আমাদের দরকার সিরাম। তুমিও জানো, একবার যুদ্ধ শুরু হলে নতুন করে গবেষণায় এগিয়ে যুদ্ধে জেতা সম্ভব নয়। প্রথম থেকেই এগিয়ে থাকতে হবে। আর সে কারণেই ট্রিটি হলেও আমেরিকা গবেষণা ও জীবাণু উৎপাদন বন্ধ করেনি। অবশ্য, শেষ দশকে আমরা বায়োলজিকাল ওয়েপন্স তৈরির চেয়ে সেসব ঠেকাতে বেশি মনোযোগী হয়েছি। আর এর খারাপ দিক হচ্ছে, আগে উৎপাদন করতে হবে ব্যাসিলি বা ভাইরাস, তারপর আবিষ্কার করতে হবে সিরাম। এখন কথা হচ্ছে, এ কাজ যদি আইনানুগ হয়, তা হলে এত গুপচুপ কীসের? আগের কথায় ফিরতে হবে তা হলে। আলাস্কায় যা ঘটেছে, সেসব কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা কিছু। ভয়ঙ্কর নৃশংস ভাবে খুন হয়েছে একদল মেরিন সৈনিক। বিস্তারিত ভাবে শুনিনি। কিন্তু এত বীভৎস ভাবে নাকি মানুষ-হত্যা করে না কেউ। ওখানে অন্য কিছু হয়েছে।'

আস্তে করে মাথা দোলাল টম। 'তার মানেই, ওখানে গোপনে কিছু করা হয়েছে। ওই গবেষণার সময় মেডিকেল ইকুইপমেন্ট জোগাড় করতে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার খরচ করেছে এনএসএ। প্রতিটি ফ্যাসিলিটিতে রেখেছে এক প্লাটুন মেরিন।' কিছুক্ষণের

BanglaBook.org

জন্য চুপ হয়ে গেল জেরাল্ড। তারপর বলল, 'ডিগ, তোমার কী মনে হয়, সরকারের অনুদান ব্যবহার করে বেআইনী কোনও গবেষণা করছে ওরা? আর তখনই হঠাৎ ভুল হয়েছে কাজে? আর ওই জিনিস, বা ওই দানব সবাইকে খুন করে বেরিয়ে গেছে ওদের নাগালের বাইরে?'

অনেকক্ষণ চুপ করে ভাবল ডিগবার্ট, তারপর বলল, 'আমারও তা-ই মনে হয়।'

'আমারও একই ধারণা,' বিড়বিড় করল টম জেরাল্ড।

'বাছা, একটা কথা মনে রেখো, ছুটে গিয়ে লড়াইয়ে যোগ দিতে হয় না,' উঠে দাঁড়িয়ে কোট পরে নিল ডিগবার্ট। 'হেঁটে যোগ দিতে হয় লড়াইয়ে। এটাই নিয়ম। দরকার পড়লে যেন পিছাতে পারো। তিনটা উপদেশ তোমাকে সাহায্য করবে। প্রথমে, থাকতে হবে মিথ্যা পরিচয়-পত্র। দ্বিতীয়ত, খেয়াল রাখতে হবে নিজের পিঠের দিকে। আর শেষ কথা, সেলুলার ফোন থেকে সাবধান, ব্যবহার করবে ল্যাণ্ড ফোন।'

'জানি,' হাসল টম জেরাল্ড। 'তোমার দেয়া শিক্ষা মনে রেখেছি, ডিগ। আর এখন পর্যন্ত বোকার মত ধরা খাইনি।'

'অতি বোকাকেও বোকা ভাবতে যেয়ো না,' দরজার দিকে রওনা হয়ে গেল ডিগবার্ট। 'আরে, তোমাকে তো বলিইনি, গতকাল পেয়েছি এক ক্রেট ব্র্যাণ্ড-নিউ এম-১ গ্যারেণ্ড। লড়তে চাইলে পৃথিবীর সেরা রাইফেল। লাগবে নাকি একটা?'

মৃদু হাসল জেরাল্ড। 'এত অস্ত্র দিয়ে কী করবে? একটার বেশি তো ব্যবহার করতে পারবে না, হাত তো মাত্র দুটো।'

'কে বলেছে?' বলল ডিগবার্ট, 'কে জানে, হয়তো ফেঁসে যাবে এক ছোকরা। সে আবার হয়ে উঠেছে ইউনাইটেড স্টেটস মার্শাল। কিন্তু চিপায় আটকে যেতে পারে তার পাছা। তখন রেগে যাবে বুড়ো হ্যাঙ্ক ডিগবার্ট, তার লাগবে একটার বেশি রাইফেল।'

BanglaBook.org

চেয়ার ছেড়ে ওস্তাদের পিছু নিল টম জেরাল্ড, হাসছে। 'অনেক ধন্যবাদ, ডিগ।'

'এবার কোথায় চলেছ, বাছা?'

'জাঙ্কইয়ার্ডে। তারপর সিআইএ হেডকোয়ার্টারে।'

'দুটোর মধ্যে তফাৎ কোথায়?' নাক কুঁচকে ফেলল হ্যাঙ্ক ডিগবার্ট।

তেত্রিশ

সরু কটে শুয়ে আছেন প্রফেসর আহমেদ সিরাজউদ্দীন বাঙালি।

তিনি ছাড়া অন্যরা মেঝে ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে, হাতে অস্ত্র।

চাপা ঘড়-ঘড় আওয়াজ ছাড়ল কালো হান্টার। যেন পাতালের গভীর থেকে এল দ্বিতীয় গর্জন, ভয়ঙ্কর!

পরক্ষণে গুঁড়ির ওপাশে কালকেউটে সাপের মত ফোঁস করে উঠল কে যেন! ওই গা শিরশির করিয়ে দেয়া আওয়াজ যেন ভাসছে বাতাসে। তখনই প্রচণ্ড জোরে ট্রাকের মত কী লাগল গুঁড়ির দেয়ালে। খনির ছাত থেকে ঝরঝর ঝরল ধুলো। এত প্রচণ্ড শক্তিতে আঘাত হেনেছে, ওই আওয়াজ শুনে মনে হলো থরথর করে কাঁপছে গোটা খনি।

'সর্বনাশ!' ফিসফিস করল ওয়েইলার। পিছিয়ে গেল এক পা।

পরক্ষণে রানার নির্দেশে গুঁড়ির দেয়াল বা দরজার দিকে অস্ত্র তাক করল ওরা।

BanglaBook.org

তখনই এল দ্বিতীয় ধাক্কা, যেন লাগল বুলডোজার। সেই সঙ্গে বিকট জোরালো আওয়াজ। বাতাসে কাঁপা বাঁশের সরু পাতার মত থরথর করতে লাগল ভারী সব গাছের গুঁড়ি।

আবারও এল নিদারুণ গুঁতো। তারপর আবার।

কিছু আছড়ে পড়ছে ওদিকে। প্রলয়ঙ্করী শব্দে কাঁপছে সুড়ঙ্গ। তারপর বিরতি দেয়া হলো। হামলা আবারও শুরু হলো একটু পর। সেই সঙ্গে চলছে ক্রোধান্ধ হুঙ্কার। একেকবার ঝাঁপিয়ে পড়ছে, আর তখন গ্রেনেড ফাটবার মত আওয়াজ তুলছে শুকনো গুঁড়ি। নড়ে উঠছে সুড়ঙ্গের বদ্ধ বাতাস।

রানা খেয়াল করল, কখন যেন পিছাতে শুরু করেছে অন্যরা। 'কেউ পেছাবে না!' রেগে গিয়ে ধমক দিল, 'দরকার হলে মুখোমুখি হবে!'

'গুলি করে ব্যথা দেয়া যায়?' তিক্ত সুরে বলল ওয়েইলার।

পুরু গুঁড়ি ভেদ করবে এমন রাইফেল ওদের মাত্র একটা– জিনার ব্যারেট।

চট্ করে জিনার দিকে চাইল রানা।

কাঁধে রাইফেলের কুঁদো তুলে নিল জিনা। অস্পষ্ট স্বরে বলল, 'চেষ্টা করতে দোষ নেই!'

পরের হামলার জন্য অপেক্ষা করল মেয়েটা, তারপর ভীষণ ভাবে গুঁড়ি কাঁপতেই সরল এক পাশে। মনে হলো খুঁজছে সঠিক জায়গা। এক পা বেড়ে টিপে দিল ভারী রাইফেলের ট্রিগার। ব্যারেলের মুখ থেকে ছিটকে বেরোল .৫০ ক্যালিবারের সলিড স্টিলের বুলেট। গতি প্রতি সেকেণ্ডে চার হাজার ফুটের বেশি। বিকট শব্দ ও উজ্জ্বল লাল আগুন বধির ও অন্ধ করে দিল ওদেরকে। গুঁড়িতে বুলেট বিঁধতেই ওদের গায়ে ছিটকে এসে লাগল কাঠের ধারালো সব চল্টা।

তখনই হঠাৎ শুনল আতঙ্কিত এক আর্তচিৎকার, বন্ধ হলো

BanglaBook.org

গুঁড়িতে ঘুষি ও ধাক্কা-ধাক্কি। তা কয়েক সেকেণ্ডের জন্য, তারপর এল দানবীয় এক হামলা, মড়াৎ করে ফেটে গেল তৃতীয় গাছ। ওটা আছে রানার বুকের উচ্চতায়।

ওই ফাটল দেখেই রানা বুঝল; এবার ওখানে চোখ পড়বে দানবের। ওরা ধারণাই ঠিক।

কয়েক সেকেণ্ড পর দুর্বল অংশ খুঁজে পেয়ে বিজয়ীর হুঙ্কার ছাড়ল দানব। গুঁড়ির ওপর এল ভয়ঙ্কর হামলা। তারপর একের পর এক শুরু হলো আরও আঘাত। প্রতিটি ধাক্কা খেয়ে আরও ফাটতে লাগল গুঁড়ি। ওটা ফেটে যাওয়ার শব্দের পর পর আসছে আদিম উল্লাস।

'তৈরি হয়ে নাও!' সতর্ক করল রানা।

মাত্র কয়েক সেকেণ্ড, তারপর প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেয়ে মড়াৎ করে মাঝ থেকে দু'টুকরো হলো তৃতীয় গুঁড়ি। নানাদিকে ছিটকে গেল ধুলো।

আঁধার থেকে ওদের দিকে চেয়ে আছে রক্ত-লাল দুই চোখ। বিজয়ের খুশিতে বেরিয়ে এসেছে বিরাট, সাদা দাঁত। বিদ্রূপের ভঙ্গিতে হাসল। আর তখনই একইসঙ্গে গুলি করল রানারা। সুড়ঙ্গের ভিতরাংশ ভরে গেল আগুন-ধোঁয়ায়। পাথুরে দেয়ালে লেগে ছিটকে গেল কিছু গুলি।

বুলেটের আঘাতে হোঁচট খেয়ে পিছিয়ে গেল দানব, দেখল রানা। তারপর আর কিছুই দেখতে পেল না। আঁধারে গুলির পর গুলি করতে লাগল ওরা। কিছুক্ষণ পর বিপজ্জনক ভাবে অতিরিক্ত উত্তপ্ত হয়ে উঠল অস্ত্রের ব্যারেল। প্রায় একই সময়ে গুলি বন্ধ করল ওরা।

প্রচণ্ড শব্দে ঝনঝন করছে কান। শ্বাস আটকে এল করডাইটের ঝাঁঝে। বাইরে থেকে এল ঝিরঝিরে শীতল হাওয়া, তাতে ভর করে খনির আরও ভিতরে সরে গেল ধোঁয়া। ভাঙা

BanglaBook.org

গুঁড়ির জায়গাটা দিয়ে বাইরে চাইল রানা, কিন্তু আঁধার ছাড়া কিছুই দেখল না।

সুতোয় বাঁধা পুতুলের মত সামনে বাড়ল ওরা, বদ্ধ জায়গায় গোলাগুলির কারণে প্রায় কালা। বারো ফুট সামনে বাড়বার পর হাত তুলে সবাইকে থামতে ইশারা করল রানা। নিজে সামনে বাড়ল কয়েক পা।

কমপক্ষে এক শ'টা গুলি বিঁধেছে ভাঙা, প্রকাণ্ড গুঁড়ির বুকে। প্রায় ঝাঁঝরা হয়ে গেছে ওটা। স্বল্প সময়ে এত দ্রুত গুলি করা হয়েছে যে, গর্তগুলো থেকে এখনও বেরোচ্ছে ধূসর ধোঁয়া। আরও কয়েক পা বাড়ল কৌতূহলী রানা, তারপর থামল। ফাটল ধরা গুঁড়ি মাত্র দু'ফুট দূরে।

ওখানেই অপেক্ষা করল রানা, কান পেতে রইল। ওদিক থেকে কোনও আওয়াজ শুনল না। আরেক পা সামনে বাড়বে ভাবছে, এমন সময় পিছনে শুনল নেকড়ের ছুটন্ত পায়ের হালকা আওয়াজ। ঝট্ করে সামনে বেড়ে নেকড়েটাকে ঠেকাতে চাইল জিনা, কিন্তু ওকে পাশ কাটিয়ে ছুট দিয়েছে ওটা। 'না, হাণ্টার!' কঠোর নির্দেশ দিল রানা।

অদ্ভুত অস্বস্তিকর অনুভূতি। মাঞ্চুরিয়ায় এমনই হয়েছিল। আঁধারে মিশে পিছনে এসে হাজির হয়েছিল সাইবেরিয়ান বাঘ নিঃশব্দে, চমকে দিয়েছিল। ঝট্ করে ঘুরে চেয়েছিল।

ওই অনুভূতি চেনে রানা।

এবারও বিদ্যুদ্বেগে ঘুরল। কিন্তু এখন বাঘ নয়, শত্রু অন্য!

প্রচণ্ড এক গর্জন শুনল রানা।

ভেঙে যাওয়া গুঁড়ির মাঝ দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে দানব! খপ্ করে ধরল রানার চামড়ার শার্টের কলার, প্রবল এক টানে ওকে নিয়ে যেতে চাইল দেয়ালের কাছে।

ছেঁচড়ে যাওয়ার সময় ঝট্ করে মোকাসিন পরা পা দেয়ালে

BanglaBook.org

ঠেকিয়ে দিল রানা। তাতে মাত্র দুটো সেকেণ্ড নষ্ট হলো দানবের, ভয়ঙ্কর ধারালো নখরওয়ালা বাম হাতে বিদ্যুদ্বেগে ধরতে চাইল ওকে। দেখা গেল সাদা দাঁতের উপরে রক্ত-লাল দু'চোখ। রানাকে টেনে নিতে চাইল নিজের দিকে। কিন্তু ফড়-ফড় শব্দে ছিঁড়ছে চামড়ার শার্ট। দানবের আগুনের মত গরম শ্বাসের হলকা এসে পড়ছে রানার মুখে। বুঝে গেল; এই জানোয়ারের শক্তির কাছে ও নিজে কিছুই না।

ফোঁস-ফোঁস করে দম ফেলছে দানব। জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য রানাকে খুন করা! রানার মুখের খুব কাছে হাজির হয়েছে কচি মুলোর মত দাঁতগুলো!

গায়ের জোরে পিছাতে চাইল রানা। তখনই ঝটকা মেরে মারলিন রাইফেল সরিয়ে দিল ওটা। ফড়াৎ করে ছিঁড়ে গেল রানার শার্ট। একই সময়ে থাবা মেরে শত্রুর গলা ছিঁড়ে নিতে চাইল দানব। রাইফেল ফেলেই দু'হাতে তার বাহু চেপে ধরেছে রানা, বুঝল গণ্ডারের মত পুরু চামড়া ও মাংসে চেপে বসছে না ওর আঙুল।

খালি হাতে একে অপরকে কাছে টানতে শুরু করেছে ওরা। রানার মূল উদ্দেশ্য, নখরওয়ালা হাত নিজের গলা থেকে সরিয়ে রাখা। ঝটকা-ঝটকির মাঝে ডান হাতে রানার শার্ট চেপে ধরল দানব, পিছিয়ে যেতে শুরু করেছে গুঁড়ির দেয়াল থেকে। তখনই রানার পা পিছলে গেল ধুলোয়। প্রায় বসে উড়ে চলল দেয়ালে আছড়ে পড়তে। বাম হাতে ঠেকাতে চাইল অগ্রসরমান গুঁড়ি। দেয়াল মাত্র দশ ইঞ্চি দূরে।

পিছিয়ে যেতে চাইছে প্রায় ঝুলন্ত, অসহায় রানা।

নিজের দিকে তুলে নিয়ে যেতে চাইছে ওকে দানবটা। মাঝে মাত্র কয়েকটা গাছের গুঁড়ি। রক্ত চোখে ওদিক থেকে চেয়ে আছে ওটা, এদিকে রানা– প্রায় মুখোমুখি দু'জন।

BanglaBook.org

প্রাণপণে সরে যেতে চাইছে রানা দানবের ক্ষুরের মত দাঁত থেকে।

কয়েক পলকের জন্য বজায় রইল হাতাহাতি প্রতিযোগিতা। দানব টানছে নিজের দিকে। রানা চাইছে পিছিয়ে যেতে। দানবের বাহু শক্তভাবে ধরেছে ডান হাতে। এখন যদি হাত ফস্কে যায়... তখনই আরেকটা চিন্তা ঢুকল ওর মনে। চট্ করে একবার দেখল মুখের কাছে চলে এসেছে বাঁকা, ধারালো, ক্ষুরের মত কালো নখ। এবার...

আর তখনই নীচ থেকে ছিটকে এসে দেয়ালে বাড়ি খেল কী যেন, থরথর করে কাঁপল উপর থেকে নীচের প্রতিটি গুঁড়ি। প্রথমে বোঝা গেল না ওটা কী, পরক্ষণে ঝিলিক দিল করাতের মত এক সারি সাদা দাঁত। ভয়ঙ্কর ভাবে দু'পেয়ে দানবের ডান বাহু কামড়ে ধরেছে আরেক রোমশ দানব।

হতবাক রানা দেখল, দানবের বাহুর মাংসপেশি ছিঁড়েখুঁড়ে দিচ্ছে হাণ্টার! কালো বিদ্যুৎ যেন! পাগলের মত নানানদিকে ঝটকা মারছে, সেই সঙ্গে নিচু গর্জন। দেয়ালে দু'থাবা ঠেকিয়ে প্রচণ্ড জোরে পিছিয়ে যেতে চাইছে।

দানবের কাঁধ থেকে যেন ছিঁড়ে নেবে হাত। কয়েক মুহূর্তের জন্য মুখোমুখি হয়েছে দুই জানোয়ার। রাগে-ব্যথায় দাঁত খিঁচিয়ে ফেলেছে দানব। রক্ত-লাল চোখ চেয়ে রইল নেকড়ের বন্য, কালো চোখে।

রানা বুঝল না দুই জানোয়ারের ভিতর কে বেশি হিংস্র।

ছোরার মত নখওয়ালা বাম হাতে হাণ্টারের ঘাড় খামচে ধরতে চাইল দানব। এদিকে পিশাচটার টান ঠেকিয়ে ইঞ্চি ইঞ্চি করে অন্য হাত নীচে নিল রানা। তিন সেকেণ্ড পর দেখল, ঝিলিক দিয়ে উপর থেকে নীচে নামছে কী যেন! ঘ্যাচ্ করে গেঁথে গেল দানবের ডান বাহুর গভীরে। পরক্ষণে রানা দেখল, দানবের

BanglaBook.org

আহত বাহুর ভেতর থেকে বেরিয়ে গেল ঝকঝকে তলোয়ার! আবারও নেমে এল ক্ষুরধার জাপানি ফলা।

তখনই কোমর থেকে বাউয়ি ছোরা নিয়েই নীচ থেকে উপরে ঠেলে দিল রানা। দানবের বাহুর দু'হাড়ের মাঝ দিয়ে ভেদ করল পুরো দশ ইঞ্চি ফলা। ওটার লাল চোখে ভীষণ ব্যথার ছাপ দেখল রানা। বিন্দুমাত্র দয়া না করেই মুচড়ে দিল ফলা। ছিঁড়ে দিয়েছে হাড়ের মাঝের পেশি। বিকট এক আর্তচিৎকার ছেড়েই ঝট্ করে বাহু টেনে নিল দানব, নেকড়ের কামড় পাত্তা না দিয়েই ফাটল দিয়ে সড়াৎ করে নিয়ে গেল দুই হাত। পরক্ষণে ভীষণ ভয় নিয়ে উধাও হলো আঁধারে।

ওই একই সময়ে কাত হয়ে মেঝেতে পড়ে শরীর গড়িয়ে দিয়েছে রানা, হাতে রক্তাক্ত ছোরা। গুঁড়ির দেয়ালের পাশে ওর মারলিন রাইফেল, সেদিকে খেয়াল নেই। ক্রল করে সরে গিয়ে হাঁপাতে লাগল। দরদর করে ঘামছে। বুঝে গেছে, আগে বিশ্রাম চাই।

লাল ওই চোখদুটো এখন মুখের কাছে নেই, এটাই স্বস্তির কথা। আপাতত হামলা করবে না কেউ।

পাশে পৌঁছে রানাকে পরীক্ষা করল জিনা। বলার কিছু নেই ওদের। ছেঁড়া শার্ট সরিয়ে কোথায় জখম, দেখল জিনা।

একরাশ কুয়াশার ভিতর শুনল রানা, 'গভীর ভাবে কেটে গেছে ঘাড়ে! আমার মেডিকেল কিট দাও!'

অ্যাড্রেনালিনের ফলে চোখের সামনে ধূসর মেঘ। কানে দপ-দপ করছে তপ্ত রক্ত। মগজে ভয়ঙ্কর গর্জন। আর বড্ড ক্লান্তি। চোখ বুজে চুপ করে বসে রইল রানা।

মেডিকেল কিট পেতেই ওটার ডালা খুলল জিনা, বের করল দরকারী ওষুধ, তুলো ও গজ ব্যাণ্ডেজ। কাজ শুরু করল সাবধানে। প্রথমে কোনও ব্যথা পেল না রানা, তারপর গভীর ক্ষত

BanglaBook.org

অ্যান্টিসেপটিক দিয়ে পরিষ্কার শুরু করতেই জ্বলতে লাগল ভীষণ।

'বেশি কেটেছে?' একটু পর মুখ কুঁচকে জানতে চাইল রানা।

'ছুঁয়ে গেছে তোমার স্টারনাম,' বলল জিনা, 'এ ছাড়া চোট লেগেছে ডানদিকের দ্বিতীয় পাঁজরে। বড় ধমনী কাটা পড়েনি, কিন্তু ক্ষত গভীর। আশা করি সেরে যাবে। ঠিক আছে, এবার দেখব গলার ক্ষতটা। দানবটা হাত বাড়িয়ে দেয়ার আগেই সরে যেতে পেরেছিলে।'

চুপচাপ ক্ষত পরিষ্কার করে ওষুধ লাগাচ্ছে জিনা।

চট্ করে ঘুরে চাইল রানা। দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছে তানামুরা, হাতে ক্ষুরধার তলোয়ার। জাপানি যোদ্ধার পাশে গুঁড়ির দেয়াল থেকে দশ ফুট দূরে দাঁড়িয়ে আছে ওয়েইলার ও প্রেস্টন ওয়েস্ট। চেয়ে আছে ভাঙা গুঁড়ির দিকে। অস্ত্র হাতে তৈরি। পাথরের মূর্তির মত থম মেরে আছে হান্টার। কয়েক সেকেণ্ড পর পর নাক কুঁচকে শুঁকছে বাতাস। ওটার কালো মুখে চাইল রানা। চকচক করছে কালো চোখদুটো। আনমনে একবার মাথা নাড়ল রানা। হাত বাড়িয়ে দুলিয়ে দিল হান্টারের ঘাড়ের রক্তভেজা রোম। এইমাত্র নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে ওকে রক্ষা করেছে নেকড়ে।

প্রকাণ্ড নেকড়ের চোখে চেয়ে বিড়বিড় করল রানা, 'তুই আমাকে রক্ষা করেছিস।'

কালো চোখ এখন শান্ত ও ভাবুক। গভীর মনোযোগে দেখছে বন্ধুকে।

BanglaBook.org

চৌত্রিশ

শপিং মল থেকে বিয়ার কিনে তামার মস্ত এক ফোয়ারার পাশে বসে আছে টম জেরাল্ড। জায়গাটা পেনিসিলভ্যানিয়া অ্যাভিন্যু-এ। আকাশ থমথমে কালো। নদীর দিক থেকে এসে ঝমঝম করে শুরু হয়েছে বৃষ্টি। মন খারাপ ওর। আরও খারাপ লাগছে এই বিষণ্ন পরিবেশে।

কিছু কিছু ব্যাপার বুঝতে পেরেছে, সেগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবে া আবার অনেক কিছু মোটেও বুঝতে পারেনি। গলা দিয়ে আধ চুমুক বিয়ার নামিয়ে আবারও ভাবতে লাগল।

ওকে বলা হয়েছে এনএসএ-র রিসার্চ স্টেশনের কাজ আর্কটিক সার্কেলে সাইসমিক অ্যাকটিভিটি মনিটর করা। কিন্তু বুঝতে পারছে, সম্পূর্ণ মিথ্যা তথ্য দেয়া হয়েছে ওকে।

এক্ষেত্রে কী করা উচিত, এখনও ভেবে বের করেনি।

শত শত মানুষকে খুন করা হয়েছে।

কিন্তু কেন?

এর কোনও ব্যাখ্যা নেই।

ধ্বংস করা হয়েছে ফ্যাসিলিটিগুলো।

তারই বা কী কারণ?

হ্যাঙ্ক ডিগবার্ট যে গুজব শুনেছে, সেসব ঠিক।

বায়ো-টেক জিনিস নেয়া হয়েছে ওসব ফ্যাসিলিটিতে।

কী করতে কে জানে!

BanglaBook.org

আর ওই হান্টিং পার্টি?

ওটার সঙ্গে রয়েছেন নামকরা এক প্রফেসর আর খ্যাতিমান এক অ্যাডভেঞ্চারার। খুঁজে বের করবে ভয়ঙ্কর এক জন্তুকে। ওটা নাকি বিধ্বস্ত করেছে ওসব রিসার্চ ফ্যাসিলিটি।

ওখানে আসলে কী হচ্ছিল?

আন্দাজ করলে মনে হয়, গবেষণা হচ্ছিল বায়োলজিকাল বা জার্ম ওঅরফেয়ারের ওপর।

কিন্তু যে জন্তু এত মানুষ খুন করল, সেটা এল কোথা থেকে? কী ওটা?

এ এক বড় রহস্য।

আরেকটা রহস্য হচ্ছে, কেন ওই মিশনে গুরুত্বপূর্ণ নয় মাসুদ রানা?

জেরাল্ড বুঝে গেছে, প্রথম থেকেই সিআইএ চায়নি হান্টিং পার্টি করা হোক। কিন্তু অন্যদের চাপে রাজি হয়েছে। আর সে কারণেই সম্ভবত প্রথম থেকেই গোপনে স্যাবোটাজ করছে তারা।

তা হলে প্রথম থেকে ভাবলে কী দাঁড়ায়?

সিআইএ রক্ষা করতে চাইছে জন্তুটাকে?

তখনই আরেকটা চিন্তা এল মনে। আনমনে মাথা নাড়ল জেরাল্ড। না, ওরা নিশ্চয়ই ওই কাজ করেনি। এত বোকার কাজ করবে না। নাকি...

ওসব ফ্যাসিলিটি চালু করেছিল ওই জানোয়ারটাকে তৈরি করতে?

'প্রায় কিছুই জানি না,' চোখ বুজে বিড়বিড় করল জেরাল্ড।

সত্যিই যদি কোনও ভালুককে জেনেটিকালি বদলে থাকে তারা... আর গবেষণার এক পর্যায়ে মস্ত কোনও ভুলে... ফলে খুন হতে শুরু করেছে সৈনিক ও বিজ্ঞানীরা।

স্বাভাবিক কারণেই সিআইএ চাইবে, তাদের গবেষণার ফলে

BanglaBook.org

যে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে, তা নিয়ে যেন কেউ তদন্ত করতে না পারে।

নানান যুক্তি ব্যবহার করে ভাবছে টম জেরাল্ড। আধঘণ্টা পর আরেক চুমুক বিয়ার পাঠাল পেটে। মৃদু হাসল। তদন্ত শেষ না করে যদি গলা-ছেলা শকুন ফ্র্যাঙ্ক করেলির সামনে গিয়ে বলত, 'আসলে, বস্, আলাস্কায় আছে একটা মিউটেটেড জানোয়ার, ওটা কামড়া-কামড়ি করা কুকুরের চেয়েও বন্য, ওটাই খুন করছে সব মানুষ। ...না, আমার কাছে কোনও প্রমাণ নেই। ...এ ছাড়া জীবাণু দিয়ে যুদ্ধ জিতে যাওয়ার জন্যে... না, স্যর, ওটার বিষয়েও কোনও প্রমাণ দেখাতে পারব না। কিন্তু...'

অফিস থেকে ছুঁড়ে ফেলবে বুড়ো ওকে। তারপর কামড়ে ধরবে ওর পাছা। বের করে দেবে সার্ভিস থেকে।

ওদিকে আবার ভয়ও আছে খুন হয়ে যাওয়ার।

অ্যাক্সিডেন্ট করে মারা পড়েনি ডক্টর নিনা সয়্যার।

ওটা যে খুন, তাতে কোনও সন্দেহই নেই।

অবশ্য, প্রমাণ করতে পারবে না। ভাড়া গাড়ি জাঙ্কইয়ার্ডে ফেলে দেয়ার পর যথেষ্ট সময় ব্যয় করেছে জেরাল্ড। বুঝে গেছে যা বুঝবার। খুব সাবধানে রাঁদা দিয়ে কেটে রাখা হয়েছিল ওই গাড়ির বামদিকের স্ট্রাট। সুতোর মত একটা অংশ আটকে রেখেছিল ওদিকের চাকা। পাহাড়ি ঢালু পথে নেমে যাওয়ার সময় গাড়ির পুরো ওজন পড়েছে ওখানে। আর তখন স্ট্রাট ভেঙে গেলে মরণ ছাড়া উপায় ছিল না। শৈল্পিক ভাবে সারা হয়েছে কাজ।

চট্ করে চারপাশ দেখে নিল জেরাল্ড। অলস ভঙ্গি নিয়েছে। বাস্তবে হয়ে উঠেছে দ্বিগুণ সতর্ক।

পিছনে গোপন খুনি... বেআইনী বায়োলজিকাল ওঅরফেয়ার... মনের আনন্দে মানুষ খুন করে বেড়ানো মিউটেটেড এক জন্তু... তার পিছনে হিট টিম বা হান্টিং পার্টি...

BanglaBook.org

না, ভাল লাগার কিছুই নেই। মাথা নাড়ল জেরাল্ড।

কে জানত এমন হবে পরিস্থিতি?

এখন চাই নিখুঁত পরিকল্পনা। মনে মনে প্রতিটি তথ্য বা খবর বাছাই করছে সে। নতুন তথ্য পেতে মাঠে নামলে তাতে কী ধরনের ঝুঁকি– তাও ভাবছে।

প্রথমে আবিষ্কার করতে হবে ওসব রিসার্চ ফ্যাসিলিটিতে কী ঘটছে। তা যদি জানতে পারে, তদন্তের জন্য পাবে রসদ। কিন্তু ওই রসদ জোগাড় করতে হলে খুব গোপনে কাজে নামতে হবে। আর তা হবে সম্ভবত বেআইনী কর্মকাণ্ড।

টম ভাবল সেসব মানুষের কথা, যারা অন্যায় না করেই মারা গেছে রিসার্চ ফ্যাসিলিটিগুলোয়। কেউ সৈনিক, কেউ বিজ্ঞানী, কেউ সহকারী। তারা কারও বাবা, কারও স্বামী, কারও সন্তান। নিজেও জেরাল্ড প্রাক্তন মেরিন। এ কারণে সৈনিকদের মৃত্যু মানতে পারছে না। বার-বার দৃঢ়বদ্ধ হয়ে যাচ্ছে ওর চোয়াল।

না, এত সহজে হাল ছাড়বে না ও।

দেখে ছাড়বে এসবের শেষ।

সচেতন হলো মোবাইল ফোনের রিংটোন শুনে। কুঁচকে গেল ভুরু। অফিস থেকে কারও যোগাযোগ করবার কথা নয়। মোবাইল ফোন বের করে স্ক্রিন দেখল জেরাল্ড। বুঝে গেল, যে কল করেছে, সে ইমার্জেন্সি না হলে বিরক্ত করত না। কলার সিরাজউদ্দীন বেঙ্গল সায়েন্স ইন্সটিটিউটের ল্যাবোরেটরি সহকারী টিপা মুই।

প্যান্টের পকেটে ফোন রেখে উঠে দাঁড়াল টম জেরাল্ড, দেরি না করে শপিং মল থেকে বেরিয়ে এল ঝমঝম বৃষ্টির ভিতর।

BanglaBook.org

পঁয়ত্রিশ

গহীন অরণ্যের ঘন আঁধারে লতাপাতা ঢাকা মেঝেতে ধুপ্ করে পড়ে গেল সে। বাম হাতে চেপে ধরেছে মারাত্মক আহত ডান বাহু। ওই নেকড়ের মালিক যে শুধু ছোরা মেরেই থেমেছে, তা নয়, আচ্ছা মত ঘুরিয়ে দিয়েছে ছোরার ফলা। মাংসপেশিতে তৈরি হয়েছে বীভৎস ক্ষত। কাটা পড়েছে শিরা, ধমনী। চেঁছে তুলে নিয়েছে হাড়ের অংশ।

লোকটা খুবই কাছে ছিল।

রাগ আর ঘৃণায় ফোঁস-ফোঁস করে দম ফেলতে লাগল সে। জীবনে প্রথমবারের মত এভাবে ভয়ঙ্কর ভাবে আহত হয়েছে। আগে কখনও ভাবেনি এত ব্যথা লাগবে। মেয়েটার হাতের আগুন ঝরানো অস্ত্রে এত যন্ত্রণা হয়নি। কিন্তু এখন অসহ্য কষ্ট। বুঝতে পারছে না কী করে এমন হলো। কয়েক সেকেণ্ড পর মন বলল, ওই দাঁত বা ছোরা, ওগুলো সত্যিকারের বিপজ্জনক জিনিস।

খুব ব্যথা দিয়েছে ওই নেকড়েটাও।

বুলেটের কামড়ের চেয়ে অনেক বেশি ব্যথা দিয়েছে ওটার দাঁত। ভারী ওজন নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল নেকড়ে, ছিঁড়ে নিতে চেয়েছিল বাহু ও কাঁধের মাংস। এত ঝাঁকি দিয়েছে, অবশ হয়ে গেছে কাঁধ। তবে ওই তলোয়ারটা কিছুই ছিল না দাঁত বা ছোরার কাছে। বাহুর রক্তাক্ত ক্ষত টনটন করছে ব্যথায়। ওই লোক আর ওর নেকড়েটা এসেছে স্রেফ নরক থেকে।

হ্যাঁ, এজন্য মরতে হবে ওদের সবাইকে। ছাড়বে না

BanglaBook.org

কাউকে। দরকার পড়লে তাড়া করে নিয়ে যাবে পৃথিবীর শেষ মাথায়। খতম করবে, ছাড়বে না।

একবার ভাইদের জড় করতে পারলে, দল বেঁধে খুন করবে মানুষগুলোকে। চিবিয়ে খাবে তাদের মগজ। হোলি খেলবে রক্ত দিয়ে। সেই আগের মত জঙ্গলে-উপত্যকায় চাঁদের আলোছায়ায় দল বেঁধে মানুষের পাল খুঁজে খুঁজে খুন করবে। হাড় ভাঙবে আগের মত, চুষে নেবে ভিতরের সুস্বাদু কালো তরল শাঁস।

উঠে দাঁড়াতে গেল, যথেষ্ট বিশ্রাম হয়েছে, এবার গিয়ে খুন করবে ওই বদমাসগুলোকে। কিন্তু...

ধড়মড় করে পড়ে গেল আবারও।

গভীর ভাবে দম নিতে লাগল। থরথর করে কাঁপছে সারা শরীর।

গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে দেখল কালো আকাশে লালচে চাঁদ।

অতীত ভাবতে চাইছে না সে। আগে কী ছিল, তা দূর হোক মন থেকে। আসল কথা, কী হয়ে উঠেছে। খুশি যে খুন করতে পারছে। সব কিছুর চেয়ে অনেক বেশি আনন্দ খুন করতে পারলে!

আবছা ভাবে মনে পড়ল বহু দিন আগের কথা। কী যেন ছিল সেই সময়ের আঁধারে। মনে পড়ছে না ভাল করে। চলছিল চিৎকার... ঘেউ ঘেউ... গর্জন... মানুষ... রক্ত... লাশ... প্রকৃতির বুকে সে ছিল সত্যিকারের দেবতা... খুশি ছিল... হামলা করত... তারপর আবারও খুন... দুর্বলের স্থান নেই পৃথিবীতে... মানুষগুলো ছিল আসলে সামান্য শিকার...

ফিনকি দিয়ে পড়ত তাদের রক্ত। রক্ত আর রক্ত।

আর মনে করতে পারল না সে।

লাল চাঁদ...

বুজে এল তার চোখ।

BanglaBook.org

ছত্রিশ

খনিতে বিশ্রামের সময় সবার মনে বিরাজ করছে নীরব আতঙ্ক। অতি উত্তেজিত হয়ে জ্ঞান হারিয়ে বসেছেন প্রফেসর সিরাজউদ্দীন। বার-বার পরীক্ষা করছে জিনা তাঁর ব্লাড প্রেশার, হৃৎস্পন্দন ও শ্বাস-প্রশ্বাস। কীসের যেন ইনজেকশন দিয়েছে, যাতে ঘুমিয়ে থাকেন মানুষটা। তারপর এসে বসেছে রানার পাশে।

থম মেরে বসে আছে রানা। চুপ করে দেখছে মেগেলান স্যাটালাইট ফোন কেস। জিনিসটা সাধারণ ল্যাণ্ড ফোনের চেয়ে ছোট। মেগেলান স্যাটালাইটের মাধ্যমে চলে আর্মির দেয়া ফোন। দরকার পড়লে দেখা যায় আবহাওয়া, পৃথিবীর পরিবেশ, কোথায় রয়েছে সৈনিকরা। দুনিয়ার যে-কোনও জায়গায় ওটার মাধ্যমে পাঠানো যায় সিগনাল। এখন নষ্ট। খুব আধুনিক জিনিস দেয়া হয়নি ওদেরকে। ওটার চেয়ে অনেক আধুনিক ওদের স্যাটালাইট মোবাইল ফোন। কিন্তু যে কারণেই হোক, কোনও সিগনাল নেই।

আর সিগনাল নেই বলেই অত্যন্ত চিন্তিত রানা।

গভীর মনোযোগে দেখছে আর্মির ফোন। চট্ করে একবার মুখ তুলে চাইল তানামুরার দিকে। প্রফেসরের কটের কাছের দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছে সে। আরেক দিকে ওয়েইলার। গত এক ঘণ্টায় একবারও নড়েনি। হাঁটুর উপর রেখেছে শটগান। রানা নিশ্চিত নয় ঘুমিয়ে আছে সে, না জেগে। ছায়ায় দেখা গেল

BanglaBook.org

না তার পোড়া মুখ।

রানার কানে ফিসফিস করল জিনা, 'রানা?'

'হুঁ?'

'আমরা যদি এখান থেকে চলে যেতে পারতাম বহু দূরে?'

পাশাপাশি বসে আছে ওরা। একবার জিনাকে দেখল রানা। চোখ বুজে আছে মেয়েটা। লণ্ঠনের হলদে আগুনে দারুণ সুন্দর লাগছে ওকে। মাথা একটু ঝুঁকে আছে বুকের কাছে। ভীত মনে হলো। দলের অন্যদের মতই ঘুমাতে পারবে না। হাতের কাছে ব্যারেট রাইফেল। ওরই কারণে এখনও বেঁচে আছে অন্যরা, বিশেষ করে প্রফেসর। জিনা সেবা না করলে অনেক আগেই মারা যেতেন। অদ্ভুত এক মেয়ে। যেমন লড়াকু, তেমনি দক্ষ নার্স। দায়িত্ব এড়াবে না। আপাতত বিশ্রামের সুযোগ পেয়েছে।

'কোথায় যেতে?' নরম সুরে জানতে চাইল রানা।

'জানি না। কিন্তু এমন কোথাও, যেখানে রক্ত, খুন, লোভ, লালসা এসব নেই।'

'কেউ বিরক্ত করবে না? ধরো ভাসছ মস্ত এক নদীতে?' মৃদু হাসল রানা।

'কী নাম সে নদীর?'

'নীল জলের যমুনা। যে নদীর আকাশে ওঠে মস্ত এক সাদা, গোল চাঁদ? চপল ঢেউ ছল-ছলাৎ শব্দ তোলে তোমার নৌকার পাশে?'

'একা?'

'না, পাশে প্রিয় মানুষটাও।'

'কখনও তেমন কেউ ছিল না।'

'তা হলে পরে হবে। রাজার মত আসবে কেউ।'

'ভাবতে খারাপ লাগছে না,' হাসল জিনা। 'বলো।'

'তুমি হবে তার রানি। ভাল মেয়েদের জন্যে উপযুক্ত লোকের

BanglaBook.org

অভাব হয় না।'

'আর তুমিও খুঁজবে তোমার রানিকে?' চোখ মেলে রানাকে দেখল জিনা।

'রানি? আমার? ...জানি না... আমি বোধহয় কারও উপযুক্ত নই।' বুক চিরে আসা কষ্টের শ্বাস চেপে গেল রানা।

'তুমি ভাল মানুষ, রানা।' নড়েচড়ে বসল জিনা। 'এর বেশি কিছু চায় না মেয়েরা। আমি হলেও এর বেশি কিছু চাইতাম না তোমার কাছে।'

প্রথমবারের মত রানা টের পেল, কত কাছে জিনা। কখন যেন মাথা রেখেছে ওর কাঁধে।

'তোমার মত কাউকে আগে দেখিনি, রানা,' বলল জিনা। 'দেখিনি বা এমন কারও কথা শুনিওনি। অনেক কিছু দেখো। বুঝতে পারো অনেক কিছু।' চুপ হয়ে গিয়েও একটু পর বলল, 'তুমি বড় একা। আর একা বলেই কি এত কিছু খেয়াল করো?'

'কী জানি! আসলে বুদ্ধি নষ্ট লোক বোধহয়।' হাসল রানা।

'ঠাট্টা করছ?'

'না। সত্যি।'

'তুমি ওই পাগল নেকড়ের মতই একা।'

মৃদু হাসল রানা। 'ও সত্যিই পাগল। আমার কাছ থেকে সংক্রমণ হয়েছে হয়তো।'

'শুধু ওকে বিশ্বাস করো, আর কাউকে নয়?'

'না, তা নয়,' মাথা নাড়ল রানা। 'আরও কিছু বন্ধু আছে।'

'যেমন প্রফেসর?'

'হ্যাঁ,' চট্ করে সিরাজউদ্দীনকে দেখল রানা। 'আমি ওঁকে বিশ্বাস করি। তাঁর এক বন্ধু আছেন, তাঁকেও বিশ্বাস করি আর ভালবাসি।'

'নাম কি তাঁর?'

BanglaBook.org

'মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খান।'
'তোমার বাবা?'
'বাবার মতই। গুরু।'
'তা হলে তাঁকে শ্রদ্ধা করা উচিত আমার।'
নীরবতা নামল দু'জনের মাঝে।
চুপ করে হাণ্টারকে দেখছে জিনা। বসে বসে কালো চোখে গুঁড়ির দেয়ালের ভাঙা অংশ দেখছে মস্ত নেকড়ে।
'তোমাকে ভালবাসে ও,' একটু পর বলল জিনা, 'পাহারা দিচ্ছে তোমাকে।'
'আমারও তা-ই ধারণা।'
'ওই নেকড়ে আর তুমি, তোমাদের মাঝে অনেক মিল। ভালবাসো একা থাকতে। কিন্তু কেউ বিপদে পড়লে হাজির হও তার পাশে।' একটু পর বলল জিনা, 'আমি যদি তোমার মত হতে পারতাম!'
জিনাকে বাচ্চা মেয়ের মত দেখাচ্ছে, ভাবল রানা।
গভীর চোখে ওকে দেখছে জিনা। অস্ফুট সুরে বলল, 'চিরকাল একা থাকতে চাইবে তুমি?'
জবাব দিল না রানা। চুপ করে কী যেন ভাবছে।
'বললে না যে?' নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করল জিনা।
'না, এক সময় একা থাকতে পারব না,' স্বীকার করল রানা। দেখল মিষ্টি করে হাসল জিনা। 'তখন হয়তো চাইব নিজের একটা পরিবার হোক। হয়তো... জানি না...' মিলিয়ে গেল ওর কণ্ঠ।
'তুমি বাচ্চাদের ভালবাসো,' নিশ্চিত সুরে বলল জিনা। 'ওরাও তা বোঝে। গ্যারাণ্টি দিতে পারি, তুমি ভাল বাবা হবে।'
'সহজে আমাকে সহ্য করতে পারবে না কোনও মেয়ে।'
'কেন?'

BanglaBook.org

'জানি না।'

'তুমি ভালবাসো ঘুরে বেড়াতে। বাধা দেবে না সে মেয়ে। তবে বাচ্চাদের নিয়ে জুটে পড়বে তোমার সঙ্গে।' হাসল জিনা। 'আমার মনে হয় না তোমারও আপত্তি থাকবে।' কিছুক্ষণ বিরতির পর বলল, 'বোধহয় তোমাকে ভালবাসে তোমার দেশের অপূর্ব সুন্দরী কোনও মেয়ে। সে অপেক্ষা করছে তোমার জন্যে।'

'তাই?' সোহানার কথা মনে পড়ল রানার।

'হ্যা। অপেক্ষা করবে আরও অনেক মেয়ে। জীবন সঙ্গী হিসেবে ওরা পাবে না তোমাকে। তবুও ভাববে তোমার কথা।'

'আচ্ছা?'

'হ্যা,' মৃদু হাসল জিনা, 'পেপারে পড়েছি, চার বছরের এক বাচ্চাকে জঙ্গল থেকে ফিরিয়ে এনেছিলে কিছু দিন আগে। বাধ্য না হলে কাউকে আঘাত করতে চাও না। নিজে কষ্ট পাও কেউ কষ্ট পেলে। আর এ কারণেই জঙ্গলে মস্ত সব বিপদ দেখেও হারিয়ে যাওয়া মানুষকে খুঁজতে যাও। আসলে খুব নরম তোমার অন্তর। অন্তর নরম হওয়া খারাপ নয়।' আবারও রানার কাঁধে মাথা রাখল। একটু আগে বলা নিজের কথা মনে এল ওর। 'অপেক্ষা করবে আরও অনেক মেয়ে। জীবন সঙ্গী হিসেবে পাবে না তোমাকে। তবুও ভাববে তোমার কথা।' মনে মনে নিজেকে বলল জিনা, 'রানা, জানবে না, আমিও তাদের একজন। খুব... খুব ভাল লেগেছে ওকে আমার।'

নীরবে কেটে গেল কিছুক্ষণ, তারপর বলল জিনা, 'রানা, তোমার কি মনে হয়, শেষ পর্যন্ত এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারব আমরা?'

ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে না আর্মি, ভাবল রানা। পিছু নিয়েছে এক খুনি দানব। ছোট ক্যালিবারের অস্ত্র তাকে ঠেকাতে পারবে না। কেউ জানে না ঠিক কোথায় আছে ওরা ক'জন। বয়ে

BanglaBook.org

নিয়ে যেতে হবে অসুস্থ প্রফেসরকে। তাঁকে এখানে ফেলে যাওয়ার কথা ভাববে না পশু ছাড়া কেউ। মাত্র একটা রাইফেল ব্যথা দেবে দানবটাকে। আসলে ওরা যেন গণ্ডার মারতে নেমেছে গুলতি হাতে। দানবটাকে এখন পর্যন্ত ট্র্যাক করেছে ও, তাতে বিশেষ লাভও হয়নি। যখন তখন আসবে পরের হামলা। বাঁচবার নিশ্চয়তা নেই কারও।

'আমরা লড়ব, যতক্ষণ পারি,' মিথ্যা বলল না রানা। আবার ওর চোখ গেল মেগেলান ফোন স্যাটালাইট সিস্টেমের উপর। আগেও ব্যবহার করেছে এই জিনিস। অনেকক্ষণ ধরে খচ-খচ করছে ওর মন। যন্ত্রটা ভাল করে পরীক্ষা করা উচিত। যথেষ্ট আধুনিক কমিউনিকেশন ইন্সট্রুমেন্ট। কিন্তু প্রায় শুরু থেকেই বিকল। এটা অস্বাভাবিক।

চোখ সরু হয়ে গেল রানার। বেল্টের পাশে ঝুলন্ত গার্বার অল পারপাস পকেট টুল পাউচ খুলে নিল। হাত নড়ছে না বললেই চলে। মনোযোগ চাইছে না কারও। ঝুঁকে গেল স্যাটালাইট সিস্টেমের ওপর।

অন্ধকারে শুনল তানামুরার কণ্ঠ, 'কী করছেন, রানা? ওটা নষ্ট। মেরামতের চেষ্টা করেছিল প্রেস্টন ওয়েস্ট। কাজ হয়নি।'

'জানি,' বলল রানা। কেস খুলে বের করল সিস্টেম। জিনিসটা পোর্টেবল ল্যাপটপ, পাশে ছোট ফোন। ডালা খুলতেই সবুজ আলো নিয়ে জেগে উঠেছে স্ক্রিন। মনিটর অফ করে যন্ত্রটা খাড়া করে ধরল রানা, খুলতে লাগল পিছনের কালো প্লেটের স্ক্রু।

'কী করছেন, রানা?' আবারও জানতে চাইল তানামুরা।

'নিজে একবার দেখব ওটার কী হয়েছে,' বলল রানা।

কয়েক মিনিট পর বেরিয়ে এল মেশিনের নাড়ি-ভুঁড়ি।

'প্রেস্টন মেরামত করতে চেয়েছে,' বলল তানামুরা। 'পরে আমিও। কোনও কাজ হয়নি।'

BanglaBook.org

একটু বিরক্ত হলো রানা, বলল না কিছু। দেখতে শুরু করেছে ভিতরের যন্ত্রপাতি। পাউচ থেকে চুরুট আকৃতির ছোট ফ্ল্যাশলাইট নিয়ে আলো ফেলল স্যাটালাইট রেডিয়োর স্কেম্যাটিকে। 'প্রেস্টন না পারলে আমারও নিশ্চয়ই পারার কথা নয়,' মনে মনে বলল।

প্রথমে পরীক্ষা করতে চাইল ট্র্যান্সমিটিং প্যানেল। সোল্ডার জয়েন্টে একের পর এক অ্যালিউমিনিয়ামের তার। এক এক করে পরখ করতে গিয়ে থামল প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ডের উপর।

'কোনও গোলমাল?' মেঝে ছেড়ে উঠে দাঁড়াল কৌতূহলী তানামুরা।

'এখনও না,' আনমনে বলল রানা।

'আগে খুলেছেন এসব জিনিস?'

'কখনও কখনও।' বিসিআই-এর ইলেকট্রনিক্স এক্সপার্ট গোলাম মুর্তজা হোসেনের পাল্লায় পড়ে এসব জিনিসে প্রাথমিক ধারণা নিতে হয়েছে প্রত্যেক এজেন্টকে। মাফ পায়নি ও-ও।

রানার পাশে বসে মন দিয়ে কাজ দেখছে জিনা। 'এসব শিখলে কী করে, রানা?' নিচু স্বরে বলেছে, অন্য কেউ শুনবে না।

'বাঁচার তাগিদে,' বলল রানা, 'যাতে করে-কম্মে খেতে পারি।'

মুচকি হাসল জিনা। যার কোটি কোটি টাকা, সে এসব বললে না হেসে উপায় থাকে না।

জিনা জানে না, বিসিআই-এর বেতন ছাড়া অন্যান্য উপার্জন ছুঁয়েও দেখে না রানা। সেসব কখনও ব্যয় হয় বিসিআই-এর দুস্থ কর্মচারী বা অসুস্থ মানুষের চিকিৎসার কাজে, কখনও বা বড় কোনও প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলায়।

চোখ সরু করে সার্কিট দেখছে রানা। একেকবারে আধ ইঞ্চির বেশি নড়ছে না আঙুল। পেরিয়ে গেল অনেকক্ষণ। তারপর হঠাৎ স্থির হলো ওর আঙুল। সরু হয়ে গেছে চোখ।

BanglaBook.org

রানার পরিবর্তন খেয়াল করেছে তানামুরা, এগিয়ে এল কয়েক পা। 'কিছু পেলেন?'

'এখনও না,' বলল রানা। কোমর থেকে খুলে নিল পকেট নাইফ। ফলা বের করে সাবধানে ছুঁয়ে দিল সার্কিট বোর্ড। সামান্য তুলল খুব ছোট এক অ্যালিউমিনিয়ামের তার। ওটা চুলের মত সরু। বাঁকা হয়ে গেছে ফলা লেগে। আবারও ওটা সঠিক জায়গায় বসিয়ে দিল রানা। ঠোঁটে দেখা দিয়েই হারিয়ে গেল সামান্য তিক্ত হাসি।

'আপনি কিছু পেয়েছেন,' এগিয়ে এল তানামুরা।

'হ্যাঁ।'

'রেডিয়ো মেরামত হবে?'

সার্কিট বোর্ড থেকে চোখ সরাল না রানা, মনে হলো অনেক দূর থেকে এল ওর কণ্ঠ: 'খুলে গেছে ভয়েস রিসিভারের চিপের তার।'

মেশিন থেকে সরিয়ে ফেলল সার্কিট প্যানেল। ভাল করে দেখল ফ্ল্যাশলাইটের আলোয়। 'হ্যাঁ। কেটে দেয়া হয়েছে।'

'কী করে কাটল? কে কাটবে?' দু'হাত মুঠো করে ফেলল তানামুরা।

'জানার উপায় নেই,' বলল রানা। 'তবে কাটা যে হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। এতই সরু তার, চট্ করে বোঝা যায় না বিচ্ছিন্ন করেছে।'

ওর কথা শেষ হতে সুড়ঙ্গে নামল থমথমে নীরবতা।

রানা খেয়াল করল, একদম নড়েনি ওয়েইলার। কোনও কথাও বলল না। রেডিয়োর সামনে এসে থেমে গেছে তানামুরা, চোখে আগুন। বিশ্বাসঘাতকতা সহ্য করবে না জাপানি। রানা ছিল ট্র্যাক নিয়ে ব্যস্ত। দলের দ্বিতীয় নেতা হিসাবে তানামুরার দায়িত্ব ছিল সব সামলে চলা। ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়াল সে, শীতল আগুন

BanglaBook.org

চোখে জ্বেলে দেখল ওয়েইলার ও প্রেস্টনকে। এক পলক বেশি দেখল প্রেস্টন ওয়েস্টকে।

ঝট্ করে শটগান তুলে প্রেস্টনের বুকে তাক করল ওয়েইলার। কঠোর হয়ে গেছে চেহারা। 'শুয়োরের বাচ্চা...'

নিজের অস্ত্রের নল ব্রিটিশ লোকটার মাথা লক্ষ্য করে তুলল তানামুরা। ট্রিগারে চাপ দেয়াটুকুই বাকি।

প্রেস্টনের হাতও সরছে তার অস্ত্রের দিকে।

'দাঁড়াও!' গম্ভীর কণ্ঠে বাধা দিল রানা। 'ঝোঁকের বশে কেউ কিছু করতে যেয়ো না!'

'এই লোক আমাদের সবাইকে মেরে ফেলার ব্যবস্থা করেছে,' আড়ষ্ট কণ্ঠে বলল তানামুরা। 'এর বাঁচার অধিকার নেই!'

'কার আছে, আর কার নেই, তা তুমি ঠিক করবে?' জিজ্ঞেস করল রানা। মাথা নাড়ছে।

'না... লিডার অবশ্য আপনি। কিন্তু...'

'মাথা ঠাণ্ডা রাখো,' তিনজনকেই ঠাণ্ডা গলায় ধমক দিল রানা। 'নিজেদের ভেতর বিভেদ তৈরি কোরো না। মিথ্যা সন্দেহ করা পাপ। আমরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছি। এখনও করছি।'

'আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনি জানেন কাজটা ও করেনি?' প্রশ্ন তানামুরার।

'হ্যাঁ, জানি। হানড্রেড পারসেন্ট শিওর। কী মনে করো? নিশ্চিত মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে ও এখানে খেলা করতে এসেছে? বাইরের ওই জানোয়ারটা ওর খালাতো ভাই হয়? জেনে রাখো, আর কেউ করেছে কাজটা। যদি জানত কেউ এটা নষ্ট করতে চায়, তা হলে কিছুতেই এখানে আসত না প্রেস্টন। এক কোটি ডলার দিলেও না।'

'কিন্তু...' তর্ক জুড়তে চাইল ওয়েইলার।

BanglaBook.org

'কথাটা ঠিক,' রানার যুক্তি বুঝে গেছে তানামুরা। 'দানবের বিরুদ্ধে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে পড়তে চাইত না।' অস্ত্রটা নামিয়ে ফেলল সে। 'আমি দুঃখিত, প্রেস্টন। তবে পরে আরও কথা হবে।'

রানার দিকে চেয়ে কৃতজ্ঞতার হাসি হাসতে গিয়ে হঠাৎ দু'হাতে মুখ ঢাকল পোড় খাওয়া সোলজার।

শটগান পাশে রেখে উদাস হয়ে অন্যদিকে চাইল ওয়েইলার।

অল্পক্ষণেই সামলে নিল প্রেস্টন, নাক দিয়ে ঘোঁৎ আওয়াজ তুলে সরে বসল। তিক্ত সুরে বলল, 'শুয়োরের বাচ্চারা এমন ভাবে কেটে রেখেছে তার, বোঝারই উপায় নেই! আগে দু'-একবার কাজও করেছে এটা আপনাদের সামনেই।'

রানার দিকে ফিরে জানতে চাইল তানামুরা, 'রানা, আপনি কি রেডিয়ো মেরামত করতে পারবেন?'

'আমিও ঠিক করতে পারতাম, যদি দরকারী জিনিসপত্র থাকত,' বলল প্রেস্টন।

ব্রিটিশের দিক থেকে চোখ সরিয়ে আবারও সার্কিটে মন দিল রানা। সরু তার, ফ্ল্যাশলাইটের আলো তাক না করলে বোঝাই যাচ্ছে না কেটে দেয়া হয়েছে। গভীর মনোযোগে জায়গাটা দেখল। ভাবতে শুরু করেছে, কীভাবে ঝালাই করবে। মনে করতে চাইল, কত তাপে গলবে অ্যালিউমিনিয়াম। মনে পড়ল, অল্প আঁচেই কাজ হবার কথা। তাপমাত্রা চাই বড়জোর এক হাজার ডিগ্রি।

আগে চাই ওই তাপ, ভাবছে রানা। হাতে কিছুই নেই যে কাজ শুরু করবে। লণ্ঠনের হলদে আলোয় চারপাশে চাইল। রেডিয়ো মেরামত করতে চাইলে লাগবে দরকারী কিছু জিনিস। মেডিকেল কিটের উপর স্থির হলো ওর চোখ। নিচু স্বরে জিনাকে বলল, 'তোমার জাদুর বাক্সয় অ্যালকোহল আছে?'

Banglapdfbook.org

'আছে,' রানার চোখে চাইল জিনা। 'লাগবে?'

'হ্যাঁ, দাও। অ্যামোনিয়া আছে?'

'র‍্যাশ হলে লাগবে, তাই রাখা হয় কিটে। অ্যান্টিসেপটিক।'

'ওটাও দাও।'

দুই বোতল নিয়ে মেঝেতে রাখল রানা, দেয়াল থেকে নামিয়ে নিল জ্বলন্ত লণ্ঠন। সরিয়ে ফেলল কাঁচের চিমনি, বাড়িয়ে নিল সলতের জ্বলজ্বলে আগুন। সরিয়ে নিল অ্যালকোহলের ধাতব বোতলের ক্যাপ। ভিতরে ঢালল খানিকটা সাদা তরল। অন্য বোতল থেকে মেশাল সামান্য অ্যামোনিয়া। সাবধানে ক্যাপ ধরল আগুনের শিখার ডগায়। ওখানেই বেশি থাকে তাপ।

'একটু তুলো দাও,' নিচু স্বরে বলল রানা জিনাকে।

বাউয়ি ছোরা বের করে সতর্ক হাতে ধরেছে আগুনে। কিছুক্ষণ পর টকটকে লাল হলো ছোরার ডগা। ওদিকে আগুনের তাপে ক্যাপের দুই তরল মিশে তুলছে বুদ্বুদ। শান্ত স্বরে বলল রানা, 'এবার, জিনা, ক্যাপে চুবিয়ে নেবে তুলো। ওখান থেকে তুলবে জেলের মত জিনিসটা। তরল দরকার নেই।'

নিষ্কম্প হাতে কাজটা করল জিনা। তুলো ব্যবহার করে ক্যাপ থেকে তুলে নিল জেল।

রানা দেখল, চকচক করছে জেল।

ওটা আগুনে ধরলে কাজ হবে।

স্ট্র্যাপ থেকে রানা নিল ৪৫.৭০ ক্যালিবারের বুলেট, মাত্র কয়েক সেকেণ্ডে খালি করল গান পাউডার। রেখেছে ছোট্ট কাঠের এক টুকরোর উপর। জিনার দিকে না চেয়েই বলল, 'তুলো দাও।'

জিনা তুলো দিতেই থকথকে, স্বচ্ছ জেলে হালকা ভাবে গান পাউডার মাখিয়ে নিল রানা। ঝুঁকে গেল মনিটরে, মনোযোগ দিয়েছে কাটা অ্যালিউমিনিয়ামের তারে।

BanglaBook.org

এক সেকেণ্ডের দশ ভাগের এক ভাগ সময়ে কাজ সারতে হবে। নইলে প্রচণ্ড তাপে গলে যাবে প্লাস্টিকের সার্কিট।

'আলো তাক করো আমার হাতে,' প্রায় ফিসফিস করল রানা। খুব ধীরে সার্কিটের দিকে নামছে ওর ছোরার ডগা। ছোরার ডগায় রাখা গান পাউডার মাখা জেল আগুনে ছুঁইয়ে দিতেই বিদ্যুৎ-শিখার মত সাদা আলোর ঝিলিকে চমকে গেল সবাই। আলতো করে একবার তার ও সার্কিট ছুঁয়ে দিয়েছে রানার ছোরা।

গভীর মনোযোগে ওই তার ও সার্কিট দেখল রানা।

হ্যাঁ, কাজ হয়েছে।

বড় করে দম নিয়ে আস্তে করে পিছিয়ে এল। ছোরা সরিয়ে ডান হাতে কপাল থেকে মুছল ঘাম। কারও দিকে না চেয়েই বলল, 'এবার ঠাণ্ডা হতে সময় দেব। আশা করি কাজ হবে।'

নীরবে নড করল তানামুরা। একই সঙ্গে খুশি এবং বিরক্ত। একবার রানাকে দেখে নিয়ে বলল প্রেস্টনকে, 'ওয়েস্ট, তুমি কমিউনিকেশন্স এক্সপার্ট। তার কাটা হয়েছে তা বুঝলে না কেন?'

'আসলে বোঝার উপায় ছিল না, সূক্ষ্ম কাজ করেছে,' আত্মপক্ষ সমর্থন করল ব্রিটিশ সৈনিক। মনে হলো, জাপানির কথায় আহত হয়েছে। রাগ নেই কণ্ঠে। 'কমাণ্ডার রানা খুঁত ধরতে পেরেছে, তুমি বা আমি পারিনি। ব্যাপার এটুকুই। আর এমনটা হতেই পারে।'

'হবে কেন?' তিক্ত সুরে বলল তানামুরা। 'তুমি উপযুক্ত নও বলে খুন হয়েছে মানুষ। মনে কোরো না তদন্ত হবে না। আমরা দেখব তুমি গাধা, না অন্য কিছু। দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছ বলে মাফ পাবে না কারও কাছ থেকে।'

'তোমরা তদন্ত করো যত খুশি,' রেগে গিয়ে বলল প্রেস্টন। তানামুরার চোখে চোখ রেখে চেয়ে আছে। 'আমি খালি নাগালে পেতে চাই ওই শুয়োরের বাচ্চার গলাটা।'

BanglaBook.org

নিষ্পলক চোখে দু'জনকে দেখল রানা। একবার দেখে নিল ওয়েইলারকেও। চুপ করে আছে সে। হাতে এখন শটগান নেই। পায়ের পাশে ধুলোয় আঁকিবুঁকি করছে ছোরা দিয়ে। ছায়ার কারণে দেখা গেল না পোড়া মুখ। কিন্তু খেপে যে আছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

সাঁইত্রিশ

সিরাজউদ্দীন বেঙ্গল সায়েন্স ইন্সটিটিউটের দালানের পিছনে টিপা মুইকে অপেক্ষা করতে দেখল টম জেরাল্ড। দু'হাত বুকে ভাঁজ করে দাঁড়িয়ে আছে গম্ভীর মেয়েটা। পরনে সাদা ল্যাব কোট, চোখে পুরনো আমলের বড় গ্লাসের চশমা। ভীত মনে হলো ওকে।

'কল পেয়ে...' শুরু করেছিল জেরাল্ড।

কিন্তু ওর হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল মেয়েটা সাদা ডাবল ডোরের দিকে। উত্তেজনায় হাঁপাতে শুরু করেছে। 'মার্শাল, আপনি জানেন না ইলেকট্রোফোরেসিসে আরও কী পেয়েছি!'

দরজা পেরিয়ে এক ঘরে টমকে নিয়ে এল সে। পিছনে লক করে দিল দরজা।

'আরও কিছু পেয়েছেন?' জানতে চাইল টম।

'খুব জরুরি তথ্য,' হড়বড় করে বলল টিপা। 'বুঝতে পারছি না কাকে বিশ্বাস করব।'

ঘরের মাঝে বড় এক কংক্রিটের স্ল্যাবের পাশে থামল।

BanglaBook.org

চাতালে পাশাপাশি দুটো কমপিউটারের মনিটর। তাতে দেখা গেল বেশ কিছু লাইন। সমতল জায়গা থেকে উপরের দিকে গেছে ওগুলো। প্রতিটি লাইনের শেষে আগুনের ফুলকির মত কী যেন। টিপটিপ করছে। দেখা দিয়েই মিলিয়ে যাচ্ছে আবার।

'বসুন,' বলল টিপা মুই। সম্পূর্ণ মনোযোগ স্ক্রিনে।

মেয়েটা ওকে বিশ্বাস করছে, বুঝল টম। নিজে পড়ে গেছে অস্বস্তির মধ্যে। চারপাশে ছোট কয়েকটা কিউবিকল। লাখ লাখ ডলারের সব যন্ত্রপাতি ওখানে। কে জানে, কী কাজ করে এসব!

কথা না বাড়িয়ে একটা সিটে বসল জেরাল্ড। সামনেই জোড়া মনিটর। প্রতিবিম্ব-দেখা যাচ্ছে টিপা মুই-এর মস্ত চশমার কাঁচে। চোখের পলক পড়ছে না। ব্যস্ত হয়ে উঠেছে কি-বোর্ড নিয়ে।

'দেখুন,' প্রায় ফিসফিস করল টিপা। আঙুল তাক করেছে স্ক্রিনে। কয়েক সেকেণ্ড পর শুরু হলো গুঞ্জন। লেসার প্রিন্টার থেকে বেরোতে লাগল প্রিন্টআউট। জিনিসটা একটা ছবি। কয়েক মুহূর্ত স্ক্রিনে চোখ রাখল জেরাল্ড, বুঝল না কিছুই।

নিজেকে উজবুক মনে হচ্ছে। গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'বুঝলাম।' ঘুরে চাইল টিপার চোখে। 'আর এই জিনিসটা কী বলে ধরে নেব? আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, আমি এই সাবজেক্টের লোক নই। বহু কষ্ট করে পাশ করেছিলাম হাই স্কুলের বায়োলজি।'

হাসি স্পর্শ করল না মেয়েটাকে।

'এটা ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ, আর আপনি দেখছেন অ্যাকশনে মাইটোকণ্ড্রিয়াল ডিএনএ। এসব মলিকিউল যে-কোনও সেলের প্রাণ। আর সেলকে তুলনা করতে পারেন পৃথিবীর সঙ্গে। এসব পৃথিবীর প্রতিটির মলিকিউলের রয়েছে নিজস্ব ডিএনএ। বেশিরভাগ ইন্সটিটিউট বিবর্তন নিয়ে গবেষণার সময় ব্যবহার করে মাইটোকণ্ড্রিয়াল ডিএনএ।'

BanglaBook.org

কয়েক সেকেণ্ড পর জানতে চাইল জেরাল্ড, 'বিবর্তন?'

'হ্যাঁ।'

'এই ডিএনএ থেকে বুঝতে চাইছেন আসলে বিবর্তন কী, মিস মুই? আমার ভুল না হয়ে থাকলে, খুব উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন। তখন...'

'আমি এখনও উত্তেজিত,' বলল টিপা মুই।

চট্ করে একবার মেয়েটাকে দেখল জেরাল্ড। 'তাই তো দেখছি। তা হলে কি ধরে নেব, আপনি ওই ছাঁচ থেকে এই ডিএনএ পেয়েছেন? আর তা-ই হয়ে থাকলে, ওটা কী বর্তমানের কোনও জন্তুর? বিবর্তন নিয়ে গবেষণার সময় বিগড়ে গেছে?' ও চুপ হয়ে গেলেও জবাব দিল না মেয়েটা। নরম সুরে বলল জেরাল্ড, 'আমি কি কিছু বুঝতে ভুল করেছি? একটু খুলে বলুন।'

আরও প্রিন্টআউট পেতে কি-বোর্ড টিপল টিপা মুই। 'আপনি এখনও বোঝেননি!' গুঞ্জন তুলল লেসার প্রিন্টার। বেরিয়ে আসছে দীর্ঘ কাগজ। মনিটরের ছাপা কপি ওটা। কাগজের বুকে শত শত ফেটে যাওয়া বাজি।

গম্ভীর মুখে ভাবল টম জেরাল্ড, কে জানে, আজকের সেরা উত্তেজনার ঘটনা হয়তো এটাই, কিন্তু বিষয়টা যে কী, বলবে কোন্ শালা! এর চেয়ে গোলাগুলি হলে বা দালানে আগুন ধরলেও সহজে পরিস্থিতি বুঝতে পারত ও।

তিক্ত হয়ে গেল ওর মন। শালা, আমি আছি কোথায়? হচ্ছেটা কী? আঁতেলদের খপ্পরে পড়ে মাথা বিগড়ে যাওয়ার দশা! কীসের তদন্ত? আগে কিছু আগামাথা বুঝলে তো! তার চেয়ে অনেক সহজে বোঝা যেত *পাথর ভাঙার* কথা। নাকি পাগল এই মেয়ে? ডেকে এনেছে ঘ্যাঁচ করে পাছার মাংস কামড়ে ধরতে?

'জানি, এখনও বুঝতে পারেননি,' বলল টিপা মুই। কাগজের লাইনে পেন্সিল দিয়ে একের পর এক বিন্দু যুক্ত করছে সে।

BanglaBook.org

'সংক্ষেপে খুব সহজ করে বলব। আসলে ডিএনএ-র চারটে কেমিকেল বেস থাকে। ওগুলো কী, তা জানা আপনার জন্যে জরুরি নয়। এসব ডিএনএ যখন নিজের মত তৈরি করে আরও ডিএনএ, তখন কেমিকেল বেসও নিজেদের মত তৈরি করে একই জিনিস। তখন সৃষ্টি করে একই প্রোটিন, আর একই অ্যামিনো অ্যাসিড।' সিরিয়াস চোখে জেরাল্ডের চোখ দেখল মেয়েটা। 'এ পর্যন্ত বুঝতে পেরেছেন, মার্শাল? যদি না বুঝে থাকেন, দ্বিধা না করে বলবেন।'

ছোটবেলায় লেখাপড়া করলেই ভাল করতাম, ভাবল গম্ভীর টম। মৃদু মাথা দোলাল টিপার উদ্দেশে। 'আপনি যথেষ্ট সহজ করেই বলছেন। চালিয়ে যান।'

মুখের পাশ থেকে চুল সরিয়ে দিল টিপা। 'আমরা শিখেছি প্রফেসর সিরাজউদ্দীনের কাছ থেকে। বলেছিলেন, সবচেয়ে জটিল মলিকিউলের ব্যাখ্যা সহজ করে ছয় বছরের বাচ্চাকে বোঝাতে না পারলে, নিজেরা তোমরা কিছুই শেখোনি বলে ধরে নেবে।'

প্রফেসরের বক্তব্য শুনে হাসল জেরাল্ড। বুকও একটু হালকা হলো। এই মেয়ে নাপাম বোমা ফেলবে না ওর মাথায়। 'ঠিক আছে, ধরে নিন আমি ছয় বছরের বাচ্চা। সেভাবে বোঝান।'

'বেশ,' শুরু করল টিপা, 'ডিএনএ-র দ্বৈত স্ট্র্যাণ্ডে আছে একই রকম কেমিকেল, একই প্রোটিন আর অ্যামিনো অ্যাসিড...'

লাইনের পর লাইন আর ফুলকির মত বিন্দু কেটে নীচে চলল টিপার পেন্সিল, থামল স্প্রেডশিটের নীচে। এসব লাইন ও ফুলকির মাঝে তৈরি করল বড়সড় বৃত্ত।

ওই গোল্লার ভিতর কিছু আছে, আঁচ করল টম।

'কিন্তু ওই ছাঁচের এই ডমিন্যান্ট ডিএনএ-র কোনও এ, জি, সি বা টি ফ্যাক্টর নেই!'

'তাতে আমার কী?' মনে মনে বলল জেরাল্ড। কয়েক সেকেণ্ড

Banglapdf.org

পর সন্দেহ হলো ওর। বিড়বিড় করে বলল, 'তবে কি পাল্টে দেয়া হয়েছে এই ডিএনএ?'

'না, মার্শাল, তা করা হয়নি। এ সম্পূর্ণ নতুন ডিএনএ!'

মেয়েটার চোখে চাইল জেরাল্ড। 'অন্য কিছু? সেটা কী?'

আরও গম্ভীর হলো টিপা। 'হোস্ট ডিএনএ থেকে একেবারে অন্যরকম! অন্য ধরনের মিউটেশন হওয়া জিনিস!'

'তা-ই?' টিপার তৈরি বৃত্ত দেখল জেরাল্ড। ঠোঁটে মৃদু হাসি। চেহারা শান্ত।

'আপনি আসলে কিছুই বোঝেননি!' খেপে গেল ল্যাবোরেটরি সহকারী। ঘ্যাঁচ করে কেটে দিল কিছু লাইন। 'কোনও ডিএনএ থেকে আসেনি এ ডিএনএ! একেবারে নিলীন হয়েছে হোস্ট ডিএনএ, মার্শাল! অথচ মূল ডিএনএ থেকেই এসেছিল এই হাইব্রিড ডিএনএ। এ দিয়েই তৈরি হয়েছে ওই জন্তু!'

কী বলবে, ভেবে পেল না জেরাল্ড। 'নতুন এই ডিএনএ তৈরি করেছে ওই জানোয়ারটাকে– এই তো?' জানতে চাইল।

'নতুন ধরনের জানোয়ার!'

'একটু খুলে বলুন তো, টিপা, আসলে কী হচ্ছে...'

'মার্শাল, আলাস্কার রিসার্চ স্টেশনের ওটাকে মিউটেশন বলা যাবে না! প্রথমে তা-ই মনে হয় বটে, কিন্তু আসলে তা নয়! আগে হোস্ট ডিএনএ ছিল, কিন্তু এখন নেই। মানব ডিএনএ-র সঙ্গে অন্য ডিএনএ মিলিয়ে তৈরি করেছে সম্পূর্ণ অন্য জানোয়ার! বিভাজন হয় না ওটার আমিষ!' জেরাল্ডের চোখে চাইল টিপা। 'আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, মার্শাল! বিশ্বাস করুন বা না-ই করুন, এ আবিষ্কারের কারণে মারা পড়েছেন ডক্টর নিনা সয়্যার! কেউ বুঝে গিয়েছিল ধরা পড়বে, তাই দেরি না করে খুন করেছে!'

'তা হলে কী ধরে নেব?' জানতে চাইল জেরাল্ড। ভাবছে,

BanglaBook.org

আগেই জানি, খুন হয়েছে মহিলা বিজ্ঞানী।

'ওরা সায়েন্টিফিকালি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ম্যাট্রিক্স বা বৈদ্যুতিক জরায়ু ব্যবহার করে তৈরি করেছে ওই জন্তু বা দানব। কখনও হয়তো মানুষই ছিল, কিন্তু এখন অন্য কিছু। অসম্ভব শক্তিশালী। কখনও কোনও অসুখ হবে না তার। দেহে ক্ষত হলে সেরে উঠবে দশ গুণ দ্রুত। ধরুন, আহত করলেন, ওটা খাবার পেলে মাত্র এক রাত ঘুমিয়ে হয়ে উঠবে আগের মত সুস্থ। হোস্ট ডিএনএ-কে খেয়ে ফেলেছে অচেনা ডিএনএ, যেন ভয়ঙ্কর পোকা। অকল্পনীয় গতিতে তৈরি করছে নিজের মত লাখে লাখে। মানুষের ডিএনএ বুঝছেই না গোপনে হামলা হয়েছে ওদের ওপর।'

জটিল বিষয়, ভাবল জেরাল্ড। সামান্য জ্ঞান আছে ওর ইমিউন সিস্টেম সম্পর্কে। ব্যাকটেরিয়া হামলা করলে ওই জিনিস বাধা দেবে। 'কেন ওটাকে শত্রু ভাবছে না হোস্ট ডিএনএ?' জানতে চাইল। 'জিনিস যখন আলাদা।'

'কারণ, মানুষের ডিএনএ-র সঙ্গে ওটার ডিএনএ-র খুব মিল,' বলল টিপা। 'নিজের জিনিস ভাবছে ইমিউন সিস্টেম। জানে না, আসলে ওটা শত্রু। আমরা যে ডিএনএ পেয়েছি, তা হোমো-সেপিয়েন্সের ডিএনএ-র খুব কাছের কোনও আত্মীয়ের।'

চার্টে চোখ বোলাল টম জেরাল্ড। 'কিন্তু জন্তুটা কী?'

'বুঝতে শুরু করেছেন, মার্শাল,' বলল টিপা। 'ধরুন, ভেড়া ও ছাগলের ডিএনএ-র মাঝে ফারাক আছে। একই ভাবে মানুষ ও বনমানুষের ডিএনএ-র মাঝেও তফাৎ আছে। আসলে মানুষের ডিএনএ-র পঁচানব্বই পার্সেন্ট মিলবে পৃথিবীর বেশিরভাগ প্রাণীর ডিএনএ-র সঙ্গে। মানুষের সঙ্গে নিরানব্বই পার্সেন্ট মিলবে বনমানুষের ডিএনএ। তফাৎ মাত্র এক পার্সেন্ট-এ। আর তাতেই সব অমিল। ওই এক পার্সেন্ট ডিএনএ থেকে আসছে বুদ্ধিমত্তা, আবেগ, অহমিকা, আত্মসচেতনতা, সতর্কতা ইত্যাদি। বা বলতে

BanglaBook.org

পারেন ওটাকে মন। ওটাই মানুষের আসল। কিন্তু ওই এক পার্সেন্ট অমিল আছে বলে অন্য প্রাণী চাইলেই মানুষ হয়ে উঠতে পারবে না। আর আমাদের এই নতুন ডিএনএ ধীরে ধীরে দখল করে নিচ্ছে মানব ডিএনএ-র নিয়ন্ত্রণ। মন এখনও দখল না করে থাকলে, শীঘ্রি তাই করবে।'

গ্রাফের দিকে চাইল জেরাল্ড। ভাল করেই জানে, এসব দেখে কিছুই বুঝবে না। কিন্তু টিপা মুই যা বলেছে, গেঁথে গেছে মনে। কর্তৃপক্ষ টুঁ শব্দ করছে না আলাস্কার রিসার্চ স্টেশনে গোপনে হচ্ছে ভয়ঙ্কর সব গবেষণা। এখনও কোনও পরিকল্পনা করেনি জেরাল্ড। কিন্তু বুঝতে পারছি, একবার কাজে নামলে সামনে তৈরি হবে চলবার পথ।

'ঠিক আছে, এর কপি লাগবে আমার,' বলল জেরাল্ড, 'একটা কপি যাবে হোয়াইট হাউসে, একটা আমার বসের কাছে, আরেক কপি অন্য ঠিকানায়। ওই ঠিকানা আমি লিখে দেব। এ ছাড়া, নিরাপদ রাখতে একটা কপি রাখব আমার এক বন্ধুর কাছে।'

'আর আপনি নিজে নেবেন না একটা কপি, মার্শাল?' জানতে চাইল টিপা।

'না।' উঠে দাঁড়িয়ে মাথা নাড়ল জেরাল্ড। 'কিছু জবাব চাই, তাই যাব এক জায়গায়। ওখানে ওটা লাগবে না আমার। কিন্তু আমার হাসি-হাসি মুখ দেখলে খুশি হবে না তারা।'

দরজার দিকে রওনা হয়ে গেল জেরাল্ড।

'মার্শাল?' পিছন থেকে ডাকল টিপা।

ঘুরে চাইল জেরাল্ড।

তরুণী দাঁড়িয়ে আছে কোটি ডলারের যন্ত্রপাতির মাঝে। বাকি জীবন ঘাঁটাঘাঁটি করলেও ওসব চালাতে পারবে না জেরাল্ড।

একটু দ্বিধা নিয়ে বলল টিপা, 'মার্শাল, আশা করি, যারা ডক্টর সয়্যারকে খুন করেছে, তাদেরকে বিচারের মুখে দাঁড় করাবেন।'

BanglaBook.org

আস্তে করে মাথা দোলাল জেরাল্ড। 'নিশ্চিন্ত থাকুন।'

জটিল বৈজ্ঞানিক ঘন কুয়াশা মনের মধ্যে নিয়ে সিরাজউদ্দীন বেঙ্গল সায়েন্স ইন্সটিটিউটের ল্যাবোরেটরি ছেড়ে রওনা হয়েছে ডেপুটি মার্শাল টম জেরাল্ড। টিপা মুই যা বলেছে, সেগুলো গেঁথে গেছে বুকে। তাই বলে যুক্তি বুঝবে না, তা নয়। বুঝে গেছে ওর কাজ অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। যুক্তি হারালে যখন তখন আসবে মৃত্যু। যুক্তিপূর্ণ কাজ না করলে বিপজ্জনক অ্যাসাইনমেন্ট থেকে মার্শালদেরকে সরিয়ে হালকা কাজ দেয়া হয় মার্শাল সার্ভিস থেকে– যেন ভোঁতা না হয় যুক্তি।

অবশ্য আজ পর্যন্ত জেরাল্ডকে নিয়ে এই সমস্যায় পড়েননি ওর বস। যুক্তি হারিয়ে কারও উপর প্রতিশোধ নেয়নি ও। নিজেকে রেখেছে জেলখানার বাইরে।

ডক্টর নিনা সয়্যার খুন হয়েছে, তা টিপা মুইকে বলেনি জেরাল্ড। যদিও বুঝে গেছে মেয়েটা খুন হয়েছে সিনিয়র কলিগ, তখন মানাও করেনি টম। এখন ভাবছে, মেয়েটাকে পাহারা দেওয়ার জন্য গার্ডের ব্যবস্থা করবে কি না।

জটিল হয়ে উঠছে খেলা। সরকারী সংস্থা সিআইএ আইনের বাইরে এসে যা খুশি করছে বিজ্ঞানের নামে।

গাড়িতে উঠে ওয়াশিংটনের দিকে রওনা হয়ে গেল জেরাল্ড। আলাস্কায় যা ঘটছে, তা বুঝে ওঠা কঠিন। নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে পরিস্থিতি। এখন ঝাড়ু মেরে সব জঞ্জাল কার্পেটের নীচে পাচার করতে চাইছে সিআইএ।

জেরাল্ডের গাড়ি ছুটে চলল ল্যাংলির দিকে। মোবাইল ফোন বের করে *পাথর ভাঙার* জন্য কোডেড মেসেজ দিল। আজই বিকেলে দেখা করবে। তার আগে যাবে দু'চার জায়গায়।

কঠোর হয়ে গেল জেরাল্ডের চোখের দৃষ্টি।

BanglaBook.org

ওই লোকগুলোর সঙ্গে দেখা হলে বুঝবে অনেক কিছুই।

আটত্রিশ

ভোরের আলো ফুটবার অনেক আগেই শুরু হয়েছে শত শত পাখির কূজন। ওটা শুনে রানা বুঝতে পেরেছে, ঠিক কতক্ষণ পর ভোর হবে। বাইরে এখনও রাতের আঁধার, কিন্তু বুঝে গেছে, আজ রাতে আর হামলা করবে না ওই ভয়ঙ্কর দানব।

রানা টের পেয়েছে, প্রথমবারের মত সত্যিই আহত হয়েছে ওটা। ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করছে: বুলেটকে পাত্তা না দিলেও ছোরায় এই পরিমাণ কাহিল হলো কেন? তীক্ষ্ণ বলেই দ্রুতগতির বুলেট অতটা ক্ষতি না করলেও এত ব্যথা দিল ধীর গতির ছোরা?

এসব ভাবতে গিয়ে আনমনে জিনাকে দেখল রানা। কখন যেন ওর কাঁধে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে বেচারি। ঘুম ভাঙাতে চাইল না বলেই নড়ল না রানা।

সরু করিডোরে একটু দূরে ওয়েইলার। বরাবরের মতই সম্পূর্ণ হুঁশিয়ার। বাউয়ি নাইফ দিয়ে আঁকিবুঁকি কাটছে ধুলোয়। দেয়ালে হেলান দিয়ে রেখেছে শটগান। যত্নন করে প্রতিটি ক্লিপ ভরে নিয়েছে ডিপলেটেড ইউরেনিয়াম গুলি দিয়ে।

রানার পাশেই ঘুমিয়ে আছে হান্টার। বোঝা যাচ্ছে, আশপাশে বিপদ নেই।

গত কয়েক ঘণ্টা চুপ করে বসে আছে জাপানি যোদ্ধা। রানা দেখেছে, বার কয়েক তিক্ত চোখে প্রেস্টনকে দেখেছে সে।

BanglaBook.org

তানামুরা যে কড়া চোখে তাকে লক্ষ করছে, তা বোধহয় খেয়াল করেনি এসএএস সৈনিক। অথবা, পাত্তা দিচ্ছে না। পরিষ্কার করছে তার ৭.৬ এমএম হেকলার অ্যাণ্ড কোচ ফুল অটোমেটিক অ্যাসল্ট রাইফেল। আবেগহীন চেহারায় অপেক্ষা করছে ধৈর্য ধরে। মাঝে মাঝে শুনছে ভোরের আগে পাখির ডাক।

আরও কিছুক্ষণ পর উঠে দাঁড়াল তানামুরা। 'ভোরের আলো ফুটেছে।' রানাকে বলল, 'বাইরে না গেলে সরাসরি স্যাটালাইটের দিকে ট্র্যান্সমিট করতে পারব না। ওটার সিগনাল পাথর ভেদ করে না।'

কপোল মৃদু ছুঁয়ে জিনাকে জাগিয়ে দিল রানা। মেয়েটা সচেতন হতেই উঠে দাঁড়াল ও। আড়ষ্ট হয়ে আছে মাংসপেশি। ব্যথায় টনটন করছে সারা দেহ। বুকের ক্ষতটা গভীর, কপাল ভাল হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে নেয়নি দানব। সেই মুহূর্তে ঠিক কী কারণে সতর্ক হয়েছিল, পরেও ভেবে পায়নি রানা। সম্ভবত ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়।

গুঁড়ির দরজার দিকে চেয়ে আছে সবাই। মনে হলো না কেউ সামনে বাড়তে উৎসাহী। তানামুরা তাকাতেই রানা বলল, 'জিনা, ওটা যদি বাইরে অপেক্ষা করে, প্রথমবারের মত পয়েন্ট-ব্র্যাঙ্ক রেঞ্জে পাবে। সাবধান থেকো। আমরা যদি গুলির গতিপথেও থাকি, দেরি না করে ফায়ার করবে। একজনকে বাঁচাতে গিয়ে দলের অন্যদেরকে মস্ত বিপদে ফেলে দেয়া উচিত হবে না।'

নির্বিকার চেহারায় মাথা দোলাল জিনা। ব্যারেটের চেম্বারে পাঠিয়ে দিল বুলেট।

রানা নিশ্চিত, ঠিকই নির্দেশ পালন করবে জিনা।

ভেঙে গেছে তৃতীয় গুঁড়ি, উপরের আর নীচের গুঁড়ি সরিয়ে ফেললেই চলবে। কাজে নেমে পড়ল তানামুরা, ওয়েইলার ও প্রেস্টন। দ্বিধা এল সবার মনে। বাইরে হয়তো অপেক্ষা করছে করুণ, বীভৎস মৃত্যু।

BanglaBook.org

'প্রথমেই খনি থেকে বেরিয়ে যাব না আমরা,' বলল রানা। মারলিন রাইফেল হাতে তৈরি।

তিনজন মিলে গুঁড়ি সরিয়ে ফেলতে সড়াৎ করে খাপ থেকে তলোয়ার বের করে ডান হাতে রাখল তানামুরা। শটগান ওয়েইলারের হাতে। অ্যাসল্ট রাইফেল প্রেস্টনের কনুইয়ের ভাঁজে।

ভোরের আকাশ হালকা নীল।

প্রথমে খনি ছেড়ে বেরিয়ে এল রানা। সাবধানে দেখে নিল চারপাশ। ফিরে এসে ডাকতেই একে একে বেরোল সবাই। স্ট্রেচারে শুয়ে আছেন প্রফেসর। তাঁকে এনে রাখা হলো বাইরে।

প্রফেসরকে উঠে বসতে সাহায্য করল রানা। আগেই একটা কেবিন থেকে নিয়ে এসেছে চেয়ার। মেগেলান সিস্টেম মাটিতে নামিয়ে চালু করল প্রেস্টন ওয়েস্ট।

জঙ্গলে ডালে ডালে রংবেরঙের হরেক পাখির ব্যস্ততা। পুব থেকে এল হালকা ঝিরঝিরে হাওয়া। চুনাপাথরের টিলা বেয়ে ছল-ছলাৎ শব্দে নামছে উচ্ছল ঝর্না। দৌড়ে আরেক ডালে চলে গেল পাহাড়ি এক কাঠবেড়ালি। অনেক দূরে সঙ্গমের জন্য সঙ্গিনীকে ডাকল একটি মুস।

সারা রাত বদ্ধ খনিতে কাটাবার পর প্রতিটি গন্ধ তাজা মনে হচ্ছে রানার। যদিও জঙ্গলে পচে গেছে লতা-পাতা। সবুজ পাইন গাছের ঝাঁজাল সুবাস এল। এ ছাড়া, রয়েছে পুরনো গাছ ও ভেজা মাটির গন্ধ। বড় করে দম নিল রানা, ভাল লাগছে বেঁচে থাকতে।

তখনই আর্মির সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারল প্রেস্টন।

চুপ করে কথাগুলো শুনল রানা।

জরুরি ভিত্তিতে সাহায্য চাইছে ব্রিটিশ সৈনিক।

না-সূচক জবাব এল ওদিক থেকে।

ঝর্নার ভাটিতে কয়েক মাইল গেলে, ওখানে খোলা এক

BanglaBook.org

জায়গা বেছে নামবে ব্ল্যাকহক পারসোনেল হেলিকপ্টার। ওটা ফিরিয়ে নিয়ে যাবে বেসে ওদেরকে।

একটু বিরক্ত চেহারায় রেডিয়োর কেস আটকে নিল প্রেস্টন।

ভুরু কুঁচকে গেছে তানামুরার।

'আপাতত কিছু করার নেই,' বলল প্রেস্টন, 'হেঁটে যেতে হবে ওদিকে।'

'খুব সমস্যা হবে না,' সবাইকে ভরসা দিতে চাইল রানা। 'আমরা এখন জানি, কীভাবে ওটাকে খুন করতে হবে।'

'আপনি সামনে চলুন, আমরা পিছনে,' বলল তানামুরা।

ঘুরে ঢালু পথে নীচে চলল রানা। আলতো হাতে ধরেছে মারলিন রাইফেল, যদিও ওটা কোনও কাজে আসবে না। কেভলার জ্যাকেটের মত দানবের শক্ত চামড়া ভেদ করবে এমন অস্ত্র বলতে ওর কোমরে ঝোলানো বাউয়ি ছোরা। কিন্তু ওটা ব্যবহার করতে হলে যেতে হবে দানবের খুব কাছে। অর্থাৎ, নিতে হবে মৃত্যুর ঝুঁকি।

রানার দশ ফুট সামনে রাজার পেয়াদার মত পাহারা দিয়ে নিয়ে চলেছে কালো নেকড়ে হান্টার।

পিছনে তানামুরার নির্দেশ শুনল রানা। আগেই জাপানি যোদ্ধাকে জানিয়ে দিয়েছে, প্রফেসরের স্ট্রেচার বহন করবে প্রেস্টন ওয়েস্ট আর টড ওয়েইলার। পিছনে আসবে তানামুরা। রানাকে কাভার করবে রাইফেল হাতে জিনা।

দুরু-দুরু বুকে ধীর পায়ে চলেছে ওরা। যে-কোনও সময়ে হামলা করবে দানব। আধ ঘণ্টা পর পৌঁছল খাড়া দেয়ালের মত টিলার সামনে। টপকে যাওয়া প্রায় অসম্ভব। কিন্তু এক পাশে সরু পথ গেছে পশ্চিমের গিরিপথের দিকে।

রানা আন্দাজ করল, দু'ঘণ্টা লাগবে গন্তব্যে পৌঁছতে। তার আগেই আসতে পারে বিপদ। সর্বক্ষণ ওরা আছে মস্ত ঝুঁকির

BanglaBook.org

ভিতর। আর এ কারণেই হয়ে উঠেছে আরও সতর্ক। বার-বার দেখছে চারপাশের নানান চিহ্ন ও ছাপ। একটু পর জিনার ফিসফিসে কণ্ঠ শুনল রানা।

'গত রাতে সময় দিলে বলে ধন্যবাদ।'

অন্তর থেকে কথাটা বলেছে মেয়েটা, বুঝল রানা। ঘুরে চাইল না, হাঁটছে নীরবে। শীত পড়েছে বড্ড, কখনও বইছে হু-হু হাওয়া, বরফের মত জমিয়ে দিতে চাইছে হাত-পা।

পাহাড়ি বিপজ্জনক পথ পাড়ি দিয়ে যেতে হবে বহু দূরে।

উনচল্লিশ

জঙ্গলের ভিতর দৌড়াতে শুরু করে সে টের পেল, শরীরে আবার আসছে শক্তির জোয়ার। সামনে কোথাও আছে ওই ছোট্ট দল। খুন করতে হবে তাদেরকে। ছুটবার গতি আরও বাড়ল তার। তখনই দেখল ঝর্নার ওই পারে ট্রেইলের শেষে কালো কী যেন! নিঃশব্দ পায়ে ছুটতে হবে না এখন, ঝড়ের গতিতে বাঁক নিয়ে ছুটল সে। একেকটা বড় বোল্ডার পেরিয়ে যাচ্ছে মস্ত লাফে। টপকে যাচ্ছে পড়ে যাওয়া গাছের গুঁড়ি ও ছোট-বড় ঝর্না। পেটে খাবার দেয়ার পর নতুন করে বাড়ছে প্রাণশক্তি।

BanglaBook.org

শেষ রাতে ক্যারিব্যুটা চলে এসেছিল খুব কাছে। দুই লাফে পাশে পৌঁছে গিয়ে বাম হাতের ঘুষি মেরেছে। চুর-চুর করে দিয়েছে জন্তুটার করোটি। খপ্ করে তুলে নিয়েছিল হলদেটে মগজ। গব-গব করে খেয়ে নিয়েছে পুষ্টিকর খাবারটা। ছিঁড়ে বের

করেছে রক্তাক্ত হৃৎপিণ্ড ও কলিজা। এসব খেয়ে নেয়ার পর খেতে লাগল পিছনের দুটো পায়ের মাংস। প্রতিবার মুখে খাবার নেয়ার সময় গলা থেকে বেরোল আদিম আনন্দে ঘড়-ঘড় আওয়াজ।

খেতে শুরু করবার একটু পর খেয়াল করেছে, আগের চেয়ে অনেক দ্রুত মেরামত হচ্ছে ক্ষত। লালচে ক্ষতচিহ্ন মিলিয়ে যেতে শুরু করেছিল চোখের সামনেই। দেখতে না দেখতে সুস্থ হয়ে উঠছিল। টের পেয়েছে, পেটে খাবার দিলেই ফিরতে থাকে শক্তি। তখন মনে হয়েছে, আবারও হয়ে উঠছে বিশ্বের সেরা ক্ষমতাশালী শিকারি।

কুয়াশাঘেরা গাছের সারির মাথা পেরিয়ে আকাশে লালচে সূর্য উঠতেই খাওয়া বন্ধ করেছে, পড়ে থাকুক অবশিষ্ট। জরুরি উদ্দেশ্য আছে তার, তাই দ্বিধা করেনি খাবার ফেলে যেতে। ভেবেছিল ঠিক সময়ে হাজির হবে খনির মুখে। কিন্তু গিয়ে দেখল দেরি হয়ে গেছে। অবশ্য, সহজেই খুঁজে নিতে পেরেছে বুটের ছাপ। আগের চেয়ে অনেক হুঁশিয়ার। ওই নেকড়ের মালিকের প্রতি শ্রদ্ধাও জন্মেছে মনে। ভীষণ ব্যথা দিতে পারে ওই লোকের ছোরা। একটু যাওয়ার পর দেখল, লোকটা ঝর্না পেরিয়ে অন্য দিকে গেছে। গোপন করতে চেয়েছে ট্র্যাক।

কিন্তু সে ভাল করেই জানে, কাছেই আছে তারা। রাগে জ্বলছে ওর হৃদয়। এখন শক্তি ফিরছে বলে টের পাচ্ছে না, কমে আসছে সতর্কতাবোধ। বার-বার ভাবছে, কখন জিভের ডগায় পাবে ওই নেকড়ের মালিকের রক্ত।

হ্যাঁ, মরতে হবে ওই লোকটাকে! কিন্তু আর সবাইকে খতম করবার পর মারবে তাকে। মারার আগে আচ্ছা মত কষ্ট দেবে। অত্যাচার করবে। তা করবে এমন ভাবে, ভীষণ ব্যথায় কাতরাবে সে। প্রাণ ভিক্ষা চাইবে।

মস্ত এক লাফে পেরিয়ে গেল পড়ে যাওয়া এক গুঁড়ি। ছুটতে

BanglaBook.org

ছুটতে ভাবল: না, ওই লোককে সত্যি ভয় দেখাতে পারবে না। ওই লোক মরবে, কিন্তু কারও কাছে হার মানবে না। অতীতেও তার মত লোক ছিল, মরত লড়তে লড়তে।

কী চমৎকার ছিল সেসব দিন...

দিন-রাত রক্ত ঝরাত তারা। রক্ত কখনও মানুষের, কখনও অন্য জন্তুর। রাতে মানুষের গ্রামে হামলা করত দল বেঁধে। কী চিৎকারই না করত মরার সময় মেয়েলোকগুলো! ওগুলো বেশি দুর্বল। আজকাল একটা-দুটো পাওয়া যায়। নেকড়ের মালিকের সঙ্গে আছে একটা। ওটাকে খতম করার সময় খুব মজা পাবে। লাফিয়ে উঠে ওদের দলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, মাটি স্পর্শ করার আগেই খুন করবে শিকার। দেখবে, প্রাণের ভয়ে কীভাবে পালাতে শুরু করেছে অন্যগুলো।

খুশি হয়ে হাসতে হাসতে দৌড়ের গতি আরও বাড়াল সে।

সরু, অন্ধকারাচ্ছন্ন টিলার খাদের মাঝ দিয়ে যেতে হবে গিরিপথের দিকে। থেমে দাঁড়িয়ে গেছে দলের সবাই। ক্লান্ত চোখে প্রফেসরকে দেখল রানা। নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছেন তিনি। ঘুমিয়ে থাকলেই ভাল, ভাবল ও। আবার যখন জেগে উঠবেন, ততক্ষণে হয়তো ওরা পৌঁছে যাবে গিরিপথে। সামনেই থাকবে ল্যাণ্ড করা ব্ল্যাকহক হেলিকপ্টার। বেশিক্ষণ লাগবে না রিসার্চ স্টেশনে পৌঁছে যেতে। প্রথমেই প্রফেসরকে পাঠিয়ে দেয়া হবে হাসপাতালে।

BanglaBook.org

আঁধার পাহাড়ি খাদ দেখছে তানামুরা, সরু হয়ে গেছে দু'চোখ। 'অ্যাম্বুশ করার সেরা জায়গা,' বলল ধীর গলায়, 'কিন্তু এই পথ ছাড়া আর উপায় নেই। আর ওই যে পাথুরে টিলা...' খাড়া টিলা দেখাল সে। 'ওটা পেরোতে পারব না প্রফেসরকে নিয়ে। ঝুঁকি নিতেই হবে।' রানার চোখে তাকাল।

কোনও মন্তব্য করল না রানা। চোখ পড়ে আছে সরু, আঁধার খাদে। বুঝতে চাইছে, কী করে পেরোবে অন্ধকার জায়গাটা। পালাতে শুরু করবার পর থেকে বেশিরভাগ ইকুইপমেন্ট পিছনে ফেলে এসেছে ওরা। জিনিসপত্র ঝুলিয়ে রাখা ভেস্ট এখন নেই। এ কারণে দ্রুত হাঁটতে পারছে। কিন্তু গতি ধরে রাখতে পারবে না আঁধারে। এখন চাই আলোর ব্যবস্থা। ওদের কাছে আলো বলতে রয়ে গেছে শুধু ওর মিনি ফ্ল্যাশলাইট। ওটা দিয়ে কিছুই হবে না।

'পনেরো মিনিটে মশাল তৈরি করব,' বলল রানা, 'আলো ছাড়া ওদিকে পা বাড়ানো ভুল হবে।'

'আমি মশাল তৈরি করতে সাহায্য করব,' কোমর থেকে ম্যাচেটি খুলে নিল টড ওয়েইলার।

রানার পিছু নিল সে। ট্রেইল থেকে সরে জঙ্গলে গেল দু'জন। মাত্র কয়েক মিনিটের ভিতর কাটল পাইনের কিছু শুকনো ডাল। খেয়াল রাখল প্রতিটি যেন হয় চার ফুট দৈর্ঘ্যের। চেঁছে ডালের একদিক পিনের মত চোখা করে নিল রানা। ছিঁড়ে ফেলল ওর টি-শার্ট, তৈরি করল বেশ কিছু ফালি। জড়িয়ে নিল ডালের মাথায়।

মাত্র দশ মিনিটে প্রাকৃতিক গ্রিজ দিয়ে তৈরি জ্বলন্ত মশাল নিয়ে অন্যদের সামনে হাজির হলো রানা ও ওয়েইলার।

'আমরা খুব কাছাকাছি থাকব,' বলল রানা, 'সবাই জানি, বুলেটে আহত হবে না ওটা। কিন্তু ছোরা কাজে আসবে। দরকার হলে মুখোমুখি হব। এখনও জানি না আগুন দেখলে ভয় পাবে কি না। কিন্তু পশুর চেয়ে মানুষের সঙ্গে মিল তার বেশি। হয়তো কয়েক সেকেণ্ডের জন্য ভয় পাবে মশাল দেখে। আবার তা না-ও হতে পারে। কেউ ওই খাদে যেতে অরাজি হলে আগেই জানিয়ে দাও। জোরাজুরি করা হবে না কাউকে।'

'আমার কোনও আপত্তি নেই,' বলল তানামুরা। 'আমাদেরকে যেতেই হবে খাদের ওদিকে। দরকার হলে মরব, কিন্তু এখানে

BanglaBook.org

পড়ে থাকব না। অসুস্থ প্রফেসরের কথাও ভাবতে হবে।'

মাথা দোলাল অন্যরাও।

এক এক করে প্রত্যেকের দু'হাতে দুটো করে মশাল ধরিয়ে দিল রানা। তবুও অপেক্ষা করছে সবাই।

একবার সবাইকে দেখে নিয়ে খাদের দিকে পা বাড়াল রানা। আগের মত উজ্জ্বল লাগল না মশালের টিমটিমে লালচে আলো।

যা ভেবেছিল, তার চেয়ে ঢের জোরে ছুটে ওই দলের সবাইকে পিছনে ফেলেছে সে। ওই যে, উঁচু ঢিবির মত জায়গা পেরিয়ে কালো খাদের দিকেই চলেছে তারা।

ডানদিকে এক লাফে তিরিশ ফুট নীচের জমিনে নেমে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে ছুটতে শুরু করেছিল সে। একেক লাফে পেরিয়ে গেছে তিরিশ ফুট। আরেক লাফে পার হয়েছে চওড়া ঝর্না। ওখান থেকে বিড়ালের মত নেমেছে তিরিশ ফুট দূরের শুকনো এক উঁচু বোল্ডারের উপর। দৌড় না থামিয়ে বড় বড় লাফে উঠে গেছে টিলার চূড়ার দিকে। তারই মাঝে সরে গেছে পশ্চিমে। মাত্র কয়েক মুহূর্তে ওই দলকে পিছনে ফেলে খাদের কালো মুখে ঢুকে গেছে সে।

আপাতত এক শৈলশিলার ওপর শুয়ে আছে। অনেক ছুটে এসে হাঁফ লেগেছে। বড় করে দম নিচ্ছে। টের পাচ্ছে, যে জন্তুটা মেরে খেয়েছে, ওটার মাংস তৈরি করছে শক্তি। প্রতি ক্ষণে আরও ক্ষমতা বাড়ছে তার। থেমে গেছে হাত-পায়ের কাঁপুনি। এবার আসুক ওরা অন্ধকারে। জানে না, আসছে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে।

সরু খাদে চোখ রেখে লোকগুলোকে মশাল তৈরি করতে দেখল সে। ভাল করেই আগুন চেনে। ওরা আগুন হাতে সরু গিরিখাদে ঢুকবে। আর তখন...

রোদ থেকে পিছিয়ে খাদের আরও ভিতরের আঁধারে সরে

BanglaBook.org

গেল সে।

পাথুরে সরু করিডোরে ঢোকো, তারপর দেখবে খেলা!

মস্ত মাথা নেড়ে নিঃশব্দে হাসতে শুরু করল সে।

নিয়ে এসো ওই আগুন আমার কাছে...

দেখা যাক, কে আসলে ভয় পায়...

চল্লিশ

'আপনি জেন্স সিমন্স?'

জোরালো নক শুনে হাতের কাগজ থেকে মুখ তুলে দরজার দিকে চাইল সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির স্পেশাল এজেন্ট জেন্স সিমন্স। তার চোখ খুঁজে নিল ইউনাইটেড স্টেটস ডেপুটি মার্শালের বুকের ভ্যালিড পাস। লোকটা এসে থামল তার ডেস্কের সামনে, বাড়িয়ে দিল তার ক্রেডেনশিয়াল।

'আমিই সিমন্স,' উঠে দাঁড়াল এজেন্ট, 'আপনি নিশ্চয়ই মার্শাল জেরাল্ড?'

'হ্যাঁ। আপনার সঙ্গে কথা আছে।'

মৃদু হেসে হাত বাড়িয়ে দিল এজেন্ট সিমন্স।

করমর্দন করল জেরাল্ড।

'বসুন?' চেয়ার দেখাল সিআইএ এজেন্ট।

তাকে সিআইএ-র বেশিরভাগ এজেন্টের মতই ক্যারিয়ার-ম্যান বলে মনে হলো জেরাল্ডের। পরনে সাদা শার্ট, কালো কোট, কালচে টাই, ছোট ছাঁটে কাটা চুল, দিনের পর দিন অফিসে বসে

BanglaBook.org

বসে ফ্যাকাসে মুখের ত্বক, চোখদুটো খুব বেশি বন্ধুত্বপূর্ণ।

জেন্স সিমন্সের উল্টো দিকের চেয়ারে বসল জেরাল্ড। ওর কাছে কোনও নোটবুক নেই। যা বুঝবে বা শুনবে, সব থাকবে মগজে।

দুটো কারণে এখানে এসেছে জেরাল্ড। ওর প্রথম কাজ, এই অ্যাসাইনমেন্টে সিমন্স থেকে থাকলে তাকে ভীত করে তোলা। দ্বিতীয় কাজ, এর মনোযোগ আর সম্মান অর্জন করা।

জেরাল্ড শুনেছে, যেসব ফেডারেল এজেন্ট তথ্য নোটবুকে টুকে নেয় না, তাদেরকে যমের মত ভয় পায় এজেন্সির লোকরা।

আরাম করে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল জেরাল্ড। ভাল করেই জানে, ও আছে শত্রুর আস্তানার ভিতর।

বেরিয়ে এসেছে টিপা মুই-এর খপ্পর থেকে। এই বিশেষ পরিবেশ ওর চেনা। পলিসি, প্রসিজার, আইন, তার প্যাঁচ, গোপনীয়তা, সাফাই দেয়া আর সহজ বিশ্বাসঘাতকতার পরিবেশে বেশ স্বস্তি পেল জেরাল্ড। লোকটা কী করে দেখতে একটু অপেক্ষা করল। মেপে নিচ্ছে তাকে। না, অত সহজ চিড়িয়া নয় এ, নিজেও হেলান দিয়েছে চেয়ারের পিঠে। ভঙ্গি অলস।

'হ্যাঁ, মার্শাল,' নরম সুরে বলল সিমন্স। 'আমাকে বলে দেয়া হয়েছে, যে-কোনও বিষয়ে আপনাকে সহায়তা দিতে হবে। অবশ্য, নিশ্চয়ই জানেন, আর্টিকেল ২৪৫৩ অনুযায়ী গোপন কিছু জানতে চাইলে...'

'আইনটা আমার জানা আছে, মিস্টার সিমন্স,' মৃদু মাথা দোলাল জেরাল্ড। বুঝিয়ে দিল, তদন্ত থেকে অন্যদিকে যাওয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই তার। এবং ওই আইন জানে বলেই, প্রয়োজনে সিআইএ-র রেগুলেশন্স ও পলিসি পাত্তা না দিলেও চলবে। তদন্তের কারণে প্রয়োজনে নানান কথা জানতে চাইবে, তখন প্রোটোকলের কথা তুলে মাফ পাবে না সিমন্স।

BanglaBook.org

জেরাল্ড ঠিক করেছে, প্রথম থেকেই এর উপর জোর খাটাবে।

'আচ্ছা,' সামনে ঝুঁকে এল এজেন্ট। মনে হলো আক্রমণাত্মক। 'তো কীভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি?'

সরাসরি নিজ বক্তব্য জানাল জেরাল্ড, সামান্যতম দ্বিধা থাকল না কণ্ঠে, 'বলতে শুরু করুন আপনাদের বিশেষ প্রোগ্রামে চালিত ওইসব আর্কটিক সার্কেলের কথিত রিসার্চ স্টেশনগুলোর বিষয়ে। সেগুলোতে খুন হয়েছে সৈনিক ও পারসোনেল। আপনাকে বোধহয় দ্বিতীয়বার স্মরণ করিয়ে দিতে হবে না, সেই সব রিসার্চ স্টেশনের বিষয়ে তদন্ত করছি আমি।'

সামান্য বিস্ফারিত হলো সিমন্সের চোখ, গভীর ভাবে টেনে নিল শ্বাস। মাথা নাড়ল। 'সত্যি বলতে, মার্শাল, আমিও অন্যদের মতই দ্বিধান্বিত। আসলে জানি না কী হয়েছে ওখানে। শুধু জানি, আমাদের প্রোগ্রাম ব্যাহত হয়েছে মারাত্মক ভাবে। আমাদের পারসোনেলদের ওপর হামলা করেছিল কোনও জন্তু।'

'সে পর্যন্ত আমিও শুনেছি,' সিআইএ এজেন্টের চোখে চোখ রাখল জেরাল্ড। খেয়াল করছে লোকটার চোখের মণি নড়ে কি না। 'ঠিক কী কারণে ওখানে চালু রাখা হয়েছে এসব স্টেশন?'

'জিয়োক্রনোলজি আর টেকটোনিক প্লেটের নড়াচড়া মনিটরের জন্য,' বিনা দ্বিধায় বলল সিমন্স, 'সহজ কাজ আসলে। বেশিরভাগ শক্তিশালী দেশ আর্কটিকে রেখেছে এসব রিসার্চ স্টেশন। কারও কারওটা আন্তর্জাতিক এলাকায়। আমাদেরগুলো নিজেদের দেশে, আলাস্কায়।' আরও হেলান দিয়ে বসল সে। মাথা নাড়ছে কথায় জোর দেয়ার জন্য, 'আমি আসলেই জানি না, কেন ওই ভালুক বা বাঘ, বা ওটা যা-ই হোক, কেন হামলা করছে আমাদের সব স্টেশনে। এসব বিষয়ে তদন্তের জন্যে লোক পাঠিয়ে দিয়েছি ওখানে। কেউ কেউ বলছে, জন্তুটা পাগল হয়েছে রেডিয়েশনের কারণে, আবার কেউ বলছে, ওদিকে হাজির হয়েছে লো-

BanglaBook.org

ফ্রিকোয়েন্সি সাউণ্ডের কারণে। আমি আসলে বিজ্ঞানী নই, তাই এর বাইরে আর কিছু জানি না।'

'আমিও বিজ্ঞানী নই, সিমন্স,' ইচ্ছা করেই মিস্টার ছেঁটে ফেলে দিয়েছে জেরাল্ড। 'কিন্তু যেসব তথ্য খুঁড়ে বের করেছি, তাতে আমার মনে হয়েছে... এসব ফ্যাসিলিটি... সাইসমিক মনিটরের চেয়ে অনেক বেশি কিছু করছে।'

মনোযোগ দেয়া টিয়া পাখির মত মাথা কাত করল সিমন্স। '...তাই? ঠিক কী কারণে আপনি এই উপসংহারে এলেন? সেক্ষেত্রে কি ধরে নেব, আমার কাছে যেসব তথ্য আছে, তার বাইরেও কোনও তথ্য পেয়েছেন?'

'আমার সোর্সের বিষয়ে কিছু বলতে চাই না,' লোকটার নাকের কাছে টোপ ঝুলিয়ে দিয়ে মনে মনে খুশি হলো জেরাল্ড। 'আমার ধারণা, এসব স্টেশন বায়োলজিকাল রিসার্চে ব্যস্ত।'

জবাব দিতে গিয়ে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করল না সিমন্স, 'তাই?' সামান্য বিরতি নিল, যেন তথ্য পেয়ে হজম করছে আর ভাবছে, এসব সত্যি হতে পারে? কয়েক মুহূর্ত পর বলল, 'আমি এসব জানতাম না। আপনার কাছে যে তথ্য আছে, সেসব কতটা নিখুঁত ও সত্য, মিস্টার জেরাল্ড?'

'যথেষ্ট প্রমাণ আছে, খাপে খাপে মিলে গেছে অনেক কিছুই।'

নীরবতা নামল ঘরে।

'আচ্ছা,' কিছুক্ষণ পর বলল সিমন্স, 'তা হলে... আপনি বলছেন, ওখানে বায়োলজিকাল রিসার্চ হচ্ছে। নিশ্চয়ই জানেন, আপনি এই তথ্য পেলেও আরও কিছু প্রমাণ না পেলে কিছুই করতে পারব না।'

এই মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করছিল জেরাল্ড। সাফ কথা বলে দিল, 'আপনার প্রমাণ পেতে হবে না। ওসব আমার কাছে আছে। আপনাকে কোনও কষ্ট পেতে হবে না, উপযুক্ত লোকের হাতে

BanglaBook.org

ব্যক্তিগত ভাবে সব পৌঁছে দেব।' সামনে ঝুঁকে সিমন্সকে দেখল ও। 'এবার বলুন, সিমন্স, আপনার ওই হান্টিং পার্টির ব্যাপারে। আশা করি, পসি কোমিটেটাসের টপ সিক্রেট আঙিনা বা রাজপ্রাসাদের গোপন তথ্য নয় আপনার ওই ইনফর্মেশন!'

'আসলে,' টেবিলে পেন্সিল ঠুকতে শুরু করেছে সিমন্স, 'তারা হাইলি ট্রেইণ্ড সৈনিক ও অফিসার। নানান দেশের। প্রত্যেকের আছে জঙ্গলে টিকে থাকার অভিজ্ঞতা। আগেও মানুষ ও জন্তু খুন করেছে। প্রত্যেকে স্মল আর্মসের উপর এক্সপার্ট। কাজে নেয়ার আগে তাদের সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স নিজে পরীক্ষা করে দেখেছি।'

এই কথা শুনবে, আগেই ভেবেছে জেরাল্ড। একবারও মাসুদ রানার কথা উল্লেখ করেনি সিমন্স।

'দলের নেতা বা ট্র্যাকার লোকটা সম্পর্কে জানান,' বলল জেরাল্ড।

'কার কথা বলছেন?'

'মাসুদ রানা।'

'ও, হ্যাঁ,' তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে হাত নাড়ল সিমন্স। 'যারা তাকে এই মিশনে কাজ দিতে চেয়েছে, তারা বলেছে, সে দুনিয়ার সেরা ট্র্যাকার। শুনেছি জঙ্গলে যে-কোনও কিছু খুঁজে বের করতে পারে। মরুভূমিতেও। ধরে আনতে পারে যে-কোনও জন্তুকে। বা পারে খুন করতে। তার ক্রেডেনশিয়াল দেখার দায়িত্বে আমি ছিলাম না, তাই বিস্তারিত কিছুই জানা নেই। নিয়োগ যারা দিয়েছে তাকে, তারা বলতে পারবে। আমার যা বেতন বা পদ, তাতে ওই কাজ আমাকে দেয়া হয় না।'

'কখনও দেখা হয়েছে আপনাদের দু'জনের?'

'হ্যাঁ, একবার। কয়েক মিনিটের জন্যে। চেনা-জানা হয়নি বললেই চলে।' যেন মরা মাছের ঘোলাটে চোখ সিমন্সের, কোনও ভাব প্রকাশ পেল না।

Banglabook.org

মনে মনে তার প্রশংসা না করে পারল না জেরাল্ড।

'অল্প কয়েকটা কথা হয়েছে,' আবারও বলল সিমন্স, 'কিন্তু তাতেই বুঝেছি, ট্র্যাকিং সম্পর্কে অনেক কিছুই জানে। ওই দলের নেতা হিসেবে তাকে নেয়া হবে শুনে আপত্তি তুলিনি। আমাদের তখন দরকার দক্ষ ট্র্যাকার, এমন একজন, যে ট্র্যাক করে খুঁজে বের করবে ওই ভালুককে, তারপর খুন করবে ওটাকে। এমনিতেই বহু ক্ষতি করেছে আমাদের প্রোগ্রামের।'

'কথাটা আগেও বলেছেন,' নিষ্কম্প চোখে তাকাল জেরাল্ড।

কথাটা শুনে অবাক চেহারা করল সিআইএ এজেন্ট। নিরীহ চোখে তাকাল। 'কী বলেছি, মিস্টার জেরাল্ড?'

'আগেও বলেছেন ওটা ভালুক।'

বার কয়েক চোখ পিটপিট করল সিমন্স। 'আসলে, ভালুক ছাড়া আর কী হবে ওটা? মনে করি না বেয়ারিং স্ট্রেইট পেরিয়ে আলাস্কায় এসে উঠেছে বাঘ। আমি পজিটিভ, ওটা ভালুক। প্রতিটি হামলার ওপর রিপোর্ট পড়েছি।' মাথা নাড়ল সে। 'সহজে বিচলিত হওয়ার মানুষ নই, কিন্তু না দেখলে বিশ্বাস হয় না, এত ভয়ঙ্কর ভাবে খুন করা হবে মানুষকে। রীতিমত চমকে গেছি ওসব ছবি দেখে। নৃশংস ভাবে খুন হয়েছে মানুষগুলো। বুঝতে দেরি হয়নি, হামলা করেছে প্রচণ্ড শক্তিশালী কোনও জন্তু। ওই শক্তি আছে শুধু প্রকাণ্ড শরীরের ভালুকের।'

এ পথে কাজ হবে না, অন্য কৌশল ধরতে চাইল জেরাল্ড। *পাথর ভাঙার* পুরনো এক নিয়ম মনে পড়েছে। যখন মিথ্যা বলে কাজ হয় না, ব্যবহার করো অর্ধ-সত্য। তার মাঝে মাঝে মিশিয়ে দেবে মিথ্যা। ধরা না পড়লেই হলো।

'আপনার কি মনে হয় ওই জানোয়ার কোনও মিউটেশন?' জানতে চাইল জেরাল্ড।

নিষ্পলক চোখে ওকে দেখল জেন্স সিমন্স। 'মিউটেশন?'

BanglaBook.org

কয়েক মুহূর্ত পর বলল, 'মিস্টার জেরাল্ড, আগেই বলেছি, এসব রিসার্চ স্টেশনে মিউটেশন হোক বা এক্সপেরিমেন্টেশন, এসব বিষয়ে কিছুই আমার জানা নেই। তবে আপনার বক্তব্য উড়িয়ে দিচ্ছি না। বহু বছর ধরে ইন্টেলিজেন্সে চাকরি করছি, তাই কোনও ধারণা অযৌক্তিক বা অসম্ভব বলে উড়িয়ে দিই না।'

'অসম্ভব বা অযৌক্তিক?' কথাটা মাটিতে পড়বার আগেই খপ্ করে ধরল জেরাল্ড। 'এত অসম্ভব মনে হচ্ছে কেন আপনার? এসব স্টেশন তো বায়োলজিকাল রিসার্চের জন্যে উপযুক্ত জায়গা। নির্জন, খারাপ কিছু হলেও তা কোয়ারেন্টাইন করা যাবে। মাইলের পর মাইল এলাকায় মানুষের বাস নেই। উঁচু পর্যায়ের কর্তৃপক্ষ নজর রাখছে না স্টেশনের ওপর। ওই জঙ্গুলে এলাকায় যা খুশি করা যাবে। সরকার খোঁজ নেয়ার আগেই সরিয়ে দেয়া হবে এক্সপেরিমেন্টের রসদ ও প্রাণী। আপনি নিশ্চয়ই এসব বোঝেন, সিমন্স?'

মাথা দোলাল সিআইএ এজেন্ট। 'হ্যাঁ, এটা অস্বীকার করব না। এই থিয়োরি নিয়ে ভেবেছে আগেও কেউ কেউ। অতীতে খারাপ কিছু ঘটেনি, তাও নয়। তবে আগেই বলেছি, উপযুক্ত প্রমাণ না পেলে আমার ওপরওয়ালার কাছে কিছুই জানাব না। বোকা নন তাঁরা। শুধু আন্দাজে ভর করে, বা প্রমাণ ছাড়া কেউ যদি বিপদের জুজু দেখায়, সেই এজেন্ট কখনও পদোন্নতি পাবে না। বিশ্বাসই করা হবে না তাকে।'

লেসারের মত তীক্ষ্ণ চোখ ফেলল জেরাল্ড এজেন্টের চোখে। 'আপনি তদন্ত করে দেখেছেন, এসব রিসার্চ স্টেশনে সাইসমিক মনিটরিং-এর বাইরেও কিছু ঘটছে?'

'আমাদের পলিসি অনুযায়ী, ক্রুরা নিয়মিত অ্যানালাইয করছে প্রতিটি ডিস্ক, রেকর্ড, লগবুক বা মিলিটারি রিপোর্ট। আমরা প্রসিজার অনুযায়ী কাজ করি। কোথাও কোনও খুঁত চোখে পড়েনি

BanglaBook.org

আমার। প্রতিটি কাজ হয়েছে নিয়ম মেনে, বেআইনী কিছু করেনি পারসোনেলরা, বা তাদের অন-সাইট সুপারভাইযর।'

'এসব রেকর্ড দেখতে চাই আমি।'

'তা সম্ভব নয়।'

'আমি জোগাড় করে নিতে পারব সাবপিনা।'

'যা করতে হবে, তা করুন, মিস্টার জেরাল্ড,' জবাবে বলল সিমন্স। 'কিন্তু নিশ্চিত বলতে পারি, এসব হাইলি ক্লাসিফায়েড রেকর্ডে কোথাও কোনও ভুল পাবেন না।' একটু থেমে বলল, 'আপনি চাইলে আপনার হয়ে ডিরেক্টরের কাছে অনুমতি চাইতে পারি। তাতে তিন থেকে চার দিন লাগবে। তারপর হয়তো পড়তে পারবেন কম গুরুত্বপূর্ণ ফাইলের কিছু অংশ।'

খামোকা ওই ঝামেলা করব না, ভাবল জেরাল্ড। ওই তিন বা চার দিনে তৈরি হবে নকল রেকর্ড। তাতে লেখা থাকবে এসব ইন্সটলেশনের সব কাজ ঠিকঠাক ভাবে চলছে। তখনই জেরাল্ডের মনে পড়ল, *পাথর ভাঙা* বলেছিল, বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে আলাস্কার স্টেশনে স্যাটালাইট কানেকশন। এবার সমস্যার মূলে হাত দিল জেরাল্ড।

'আমি ওই হান্টিং টিমের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাই।'

'তা অসম্ভব,' কড়া সুরে বলল সিমন্স।

'কেন তা সম্ভব নয়?'

'কারণ, আমরা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছি না।'

চোখে চেয়ে আছে জেন্স সিমন্স। দীর্ঘ হতে লাগল সময়। বেশ কিছুক্ষণ কঠোর চোখে সিআইএ এজেন্টকে দেখল জেরাল্ড। এমন চেহারা করেছে, যেন বিশ্বাস করছে না হান্টিং টিমের সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলেছে সিআইএ। অন্তরে বুঝে গেল জেরাল্ড, মারাত্মক বিপদে আছে ওই দলের প্রত্যেকে।

'এই মাত্র কী বললেন?' আরও কয়েক সেকেণ্ড পর বলল ও।

BanglaBook.org

'আমি বলেছি, মিস্টার জেরাল্ড, আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে ওই দলের।' সামনে ঝুঁকে এল সিআইএ এজেন্ট। 'আপনাকে আমার মনে করিয়ে দেয়া উচিত, আইনত এসব গোপন তথ্য কাউকে জানাতে পারবেন না। মনে রাখবেন, এতক্ষণ যা বলেছি, এবং এখন যা বলব, এসব জানতে হলে লাগে হাইয়েস্ট ক্লিয়ারেন্স।'

চুপ করে থাকল টম জেরাল্ড।

'দু'দিন আগে ওদের সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে যায় আমাদের,' স্পষ্ট বলল জেন্স সিমন্স। 'আমাদের বলেছিল, শিকারের পিছু নিয়েছে ওরা। তারপর বেরিয়ে পড়ে ইন্সটলেশন থেকে। সেদিন বিকেলে স্ট্যাটাস চেক করতে গিয়ে কোনও জবাব পাইনি আমরা। শেষ খবর অনুযায়ী ওই এলাকায় ঘুরছে ওই... জন্তু... এমন হতে পারে, ততক্ষণে খুন হয়ে গেছে ওরা সবাই ওটার হামলায়।' কোনও অনুতাপ নেই তার কণ্ঠে। 'আমরা এয়ার সার্চ শুরু করি। কিন্তু স্টার লাইট স্কোপ ও ইনফ্রারেড ব্যবহার করেও তাদের কোনও হদিস পাইনি। বাধ্য হয়ে এখন পরের পদক্ষেপ নিয়ে ভাবছি আমরা।'

'তা হলে ধরে নিতে পারি, আপনারা শেষ ইন্সটলেশনে আরও অনেক কড়া পাহারার ব্যবস্থা করেছেন?'

'অবশ্যই। দ্বিগুণ করা হয়েছে সৈনিক। সংখ্যায় তারা সত্তর জন। তিন গুণ বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে পেরিমিটার ফেন্সের ভোল্টেজ। এক্সটার্নাল ডোর রিইনফোর্স করা হয়েছে। তা ছাড়া, স্টেশনে হামলা হবে ভেবে, ব্যাকআপ রাখা হয়েছে প্রতিটি তথ্যের। রাশার বেআইনী আণ্ডারগ্রাউণ্ড নিউক্লিয়ার ব্লাস্টের সব রেকর্ডও সরিয়ে নেয়া হয়েছে।'

'মনে হচ্ছে না হান্টিং টিমের পরিণতির কারণে আপনার মনে কোনও সহানুভূতি আছে, সিমন্স,' বলল জেরাল্ড। 'তা কেন?'

BanglaBook.org

গম্ভীর চেহারায় মার্শালের দিকে চাইল সিআইএ এজেন্ট। স্বাভাবিক সুরে বলল, 'মিস্টার জেরাল্ড, আমাদের কোনও অপারেটিভ মারা গেলে সব সময় কষ্ট পাই। মিশনে তার মৃত্যুও হতে পারে। কিন্তু তাকে কাজে পাঠিয়ে দেয়ার দায়িত্ব আমার। আগে এক সময়ে অনেক কষ্ট দিয়েছে আমার আবেগ। আসলে তখন নরম মনের মানুষ ছিলাম। তারপর এক সময় পুরু হয়ে গেল চামড়া। পাথর হয়ে গেল মন। যদি পাল্টে না যেতাম, আমি হতাম অ্যালকোহোলিক, ড্রাগ্‌স্‌ অ্যাডিক্ট বা বদ্ধ উন্মাদ।' কয়েক মুহূর্ত পর বলল, 'আমার মনে হয় আপনি বুঝতে পেরেছেন কী বলেছি।'

নীরবতা নামল ঘরে।

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল জেরাল্ড। মৃদু নড করে হাত বাড়িয়ে দিল এজেন্টের দিকে। কাটা কাটা সুরে বলল, 'সময় দিলেন বলে ধন্যবাদ, মিস্টার সিমন্স।'

'প্রয়োজন পড়লে যোগাযোগ করবেন, মার্শাল,' বলল সিমন্স। 'আর আরেকটা কথা... কেমন এগোচ্ছে আপনার তদন্ত? আমি এখনও জানি না, কেন তদন্তের জন্যে আমাদের নিজের লোক না নিয়ে মার্শাল সার্ভিসের সহায়তা নেয়া হলো।'

মৃদু হাসল টম। 'বোঝেনই তো, কথা আছে না, মুরগির পাল পাহারা দেয়ার কাজ শেয়ালকে দিতে নেই।' দরজার দিকে রওনা হয়ে গেল জেরাল্ড। 'আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে ভাল লাগল, সিমন্স। ধরে নিতে পারেন, পরে আরও কথা হবে।'

'এবার কোথায় চললেন, মার্শাল?' চেয়ারে হেলান দিল সিআইএ এজেন্ট। দু'হাত জোড় করে তার উপর থুতনি রাখল। আয়েস করবার ভঙ্গি।

শালা বড় দ্রুত সামলে নিয়েছে, ভাবল জেরাল্ড। ওরও উচিত নিজের গন্তব্য লুকিয়ে রাখা। দরজার কাছ থেকে বলল, 'ভাবছি,

BanglaBook.org

সামান্য কথা সারব ডক্টর ডেভিড গ্রেবারের সঙ্গে।'

'ডেভিড গ্রেবার?'

সিআইএ এজেন্টের চেহারাটা ভাল করে দেখল জেরাল্ড। 'হ্যাঁ।'

'আমি তো জানতাম আপনি জানেন।'

'কী জানার কথা বলছেন?'

'ডক্টর ডেভিড গ্রেবার তো এখানে নেই।'

'কোথায় গেছেন?'

'আলাস্কায়। শেষ রিসার্চ স্টেশনে। ওখানে থাকবেন কমপক্ষে এক সপ্তাহ। তার বেশিও লাগতে পারে।'

এজেন্ট সিমন্স অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী, ভাবল জেরাল্ড। ভঙ্গি নিচ্ছে সাহায্য করবে হাতেম তাঈ-এর মত। এটা সত্যিই সন্দেহজনক।

একচল্লিশ

BanglaBook.org

খাদে ঢুকে এক পলক থেমে সামনের অন্ধকার দেখল রানা। বরফ যুগে পাহাড় থেকে এদিকে নেমেছিল গ্র্যানেটের খাড়া দেয়াল। কোনও কোনওটা এখনও ঝুঁকে আছে। সামনের মেঝে খেয়াল করে দেখল রানা। মাটি-পাথরে নানান জন্তুর ছাপ। ভালুক থেকে শুরু করে স্কুইরেলও বাদ পড়েনি। ওরা ভাল করেই জানে, টিলার ওদিকে যেতে হলে একমাত্র পথ এটা। যেহেতু ওরা ব্যবহার

করছে, ওদেরও যাওয়া উচিত একই পথে। ভুললে চলবে না অসুস্থ প্রফেসরকে পৌঁছে দিতে হবে হাসপাতালে। এদিক দিয়ে না যেতে চাইলে, নামতে হবে খাড়া কয়েকটা খাদে।

আর্থার জয়েস নৃশংস ভাবে খুন না হলে ঝুঁকি নিত ওরা। এখনও মানুষটার দড়াদড়ি বয়ে চলেছে রানা। বুকে ঝুলিয়ে নিয়েছে বাড়তি ওই ওজন। পাহাড়ি উঁচু খাদ থেকে অনেক নীচের জমিতে নেমে যেতে পারবে একা, কিন্তু অসম্ভব হয়ে উঠবে প্রফেসরকে নামিয়ে নেয়া। তাঁকে পাহারা দেয়ার মানুষ বলতে মাত্র ওরা ক'জন। তা ছাড়া, চোক ও লিভার পিছনে ফেলে এসেছে। দেয়ালের মত খাড়া পাহাড়ি খাদে নামা এখন প্রায় অসম্ভব।

অন্ধকারে বেশ উজ্জ্বল লালচে আলো দিচ্ছে মশাল। এভাবে জ্বলবে কমপক্ষে আধ ঘণ্টা, তারপর ফুরিয়ে যাবে আগুন। আশা করা যায়, তার আগেই নিরাপদে ওদিকে পৌঁছে যাবে ওরা।

'আমাদের উচিত ঝেড়ে দৌড় দেয়া,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল ওয়েইলার। 'থামব না কিছুতেই। আর তারপর ওদিকে গিয়েই কাজে লাগাব ট্রিপ ওয়ায়ার, স্যাচেল ভরা সি-৪ ব্যবহার করে ধসিয়ে দেব দু'দিকের দেয়াল। পিছনে আটকা পড়বে জন্তুটা।' চট্ করে একবার পিছনে দেখে নিল সে।

কাঁধে এমপি-৫ ঝুলিয়ে নিল তানামুরা, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ চেহারায় সড়াৎ করে বের করল তার কাটানা। আগুনের আলোয় চকচক করছে স্টিলের ফলা। তলোয়ারের একদিক প্রায় সিকি ইঞ্চি পুরু, অন্যদিক ক্ষুরের ফলার মতই ধারালো। মিডিইভেল স্টাইলে কালো বার্নিশের চামড়ার খাপ ঝুলছে কোমরে। তলোয়ার হাতে একবার রানাকে দেখল তানামুরা। 'ওটাকে ব্যথা দিতে চাই ধারালো ফলা,' বলল নিচু স্বরে। 'এটা আমরা জানি। যথেষ্ট ভেলোসিটি না থাকলে ওটার চামড়া ভেদ করবে না বুলেট।'

BanglaBook.org

‘প্রতি সেকেণ্ডে বুলেটকে ছুটতে হবে চার হাজার ফুট,’ মন্তব্য করল জিনা।

‘ঠিক,’ সায় দিল তানামুরা, ‘হয়তো ওয়েইলারের ইউরেনিয়াম বুলেট আহত করবে। দেখা যাক কী হয়। আমি বেছে নিয়েছি তলোয়ার। যদি অন্ধকারে ওটা কোণঠাসা করতে চায়, আর আমরা গুলি করে ঠেকাতে না পারি, বাধ্য হয়েই মুখোমুখি লড়তে হবে। তখন হয়তো যে-কোনও রাইফেলের চেয়ে বেশি কাজে লাগবে তলোয়ার।’

দূরের অন্ধকারে চেয়ে আছে রানা। এক পলকে মনে পড়ল অনেক স্মৃতি। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যতের চিন্তা... আশা, নিরাশা, পাওয়া, না পাওয়া, খুশি বা দুঃখ... সব চেপে বসতে চাইল বুকে। টের পেল রানা, শুকিয়ে গেছে গলা। এই যে সবুজ মায়াময় পৃথিবী, একটু পর হয়তো এখানে থাকবে না। মনকে ধমক দিয়ে বাস্তবে ফিরল ও। দানবটার সঙ্গে মুখোমুখি হলে কী করবে, জানে না। ওদের কারও জানা নেই কীভাবে ধ্বংস করবে ওটাকে। নিজেকে বলল রানা, আগেও মস্ত সব বিপদে পড়েছি, হার মানিনি, আর তাই পেয়ে গেছি সামনে চলার পথ।

নিজেকে বড্ড ক্লান্ত মনে হলো ওর। ঘুরে জিনার দিকে চেয়ে মৃদু হাসল। বিষণ্ন চেহারায় তাকাল মেয়েটা। কোনও আশা নেই চোখে। একবার প্রফেসরকে দেখল রানা। নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছেন মানুষটা।

দলের দায়িত্ব আমার হাতে, মনে মনে বলল রানা। সাধ্যমত করতে হবে। দেরি না করে এবার রওনা হওয়া উচিত।

আরেকবার খাদের ভিতরে চাইল রানা, তারপর বড় করে দম নিয়ে বলল, ‘সবচে’ খারাপটার জন্যে তৈরি থাকবে। ধরে নাও, আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে ওটা। আগুন ভয় পায় না। বদ্ধ জায়গায় ছোট একটা দল হিসেবে লড়াই করব আমরা।’

BanglaBook.org

‘অথচ, আমাদের হাতে উপযুক্ত অস্ত্র নেই,’ বলল তানামুরা।

‘আমরা উড়িয়ে দেব ওটাকে,’ জোর গলায় বলল ওয়েইলার।

‘পরে দেখব সি-৪ ব্যবহার করব কি না,’ বলল রানা। ‘এবার মন দিয়ে শোনো আমার প্ল্যান। কার্নিশের মত শৈলশিরায় উঠে বিশ ফুট ওপর দিয়ে চলব আমি। পারলে গিরিখাদের আরও ওপরের দিকে যাব। এদিকে তোমরা প্রফেসরকে নিয়ে এগোবে। তোমাদের সামনে থাকব। কিছু দেখলে দেরি না করে গুলি করে জানিয়ে দেব সামনে কী। জানি, ওটা আহত হবে না। দেরি না করে পিছিয়ে যাবে তোমরা। এখান থেকে বেরিয়ে ধসিয়ে দেবে এই খাদ।’ জিনার দিকে চাইল রানা। ‘খাদ থেকে আমি ছাড়া কেউ বেরিয়ে এলেই সঙ্গে সঙ্গে গুলি করবে।’

‘আমরা পিছিয়ে গেলে খাদের ভেতর তোমার কী হবে?’ জানতে চাইল জিনা।

পিঠে মারলিন রাইফেল ঝুলিয়ে নিল রানা। কোনও জবাব না দিয়ে এক হাতে নিল দুই জ্বলন্ত মশাল, খাদের পাশের দেয়ালের ফাটলে পা রেখে উঠতে লাগল। অন্তত দশ ফুট উঠে যাওয়ার পর বলল, ‘বাঁচার জন্যে প্রাণপণ লড়ব।’ এক হাত ব্যবহার করে গিরগিটির মত উঠছে। ‘আমার প্রথম কাজ, ওটা তোমাদেরকে বাগে পাওয়ার আগেই সাবধান করে দেয়া। তোমরা জানো, দানবটা খুন করতে চাইবে দলের সবাইকে। পিছুবার সময় সঙ্গে নেবে প্রফেসরকে।’

এক পা সামনে বেড়ে উপরে চাইল জিনা। শুকনো স্বরে ডাকল, ‘রানা...’

বিশ ফুট উপর থেকে নীচে দেখল রানা। গম্ভীর কণ্ঠে বলল, ‘ভুলে যেয়ো না, হেলিকপ্টারের কাছে পৌঁছুতে হবে।’

খুব সাবধানে সরু গিরিখাদে সাত মিনিট এগোবার পর আঁধারে হামাগুড়ির ভঙ্গিতে বসে পড়ল রানা, দু’হাতে জ্বলন্ত দুই

BanglaBook.org

মশাল। সামনে হাস্যরত হাঙরের মুখের এবড়োখেবড়ো ভাঙা দাঁতের মত শৈলশিরা। করিডোর থেকে বিশ ফুট উপরে আছে ও। দু'হাঁটু পেতে ভারসাম্য রেখেছে এক গ্র্যানেটের স্ল্যাবে। কমলা আগুনের কাঁপা শিখায় পেত্নির মত নাচতে থাকা ছায়া ছাড়া কিছুই দেখছে না।

মাথা কাত করে নতুন অ্যাংগেলে আঁধারে চাইল রানা। না, সন্দেহজনক কিছুই নেই। টের পেল, পাঁজরে ধুপ-ধাপ গুঁতো দিচ্ছে হৃৎপিণ্ড। শিরায় শিরায় ছুটছে অ্যাড্রেনালিন। দর-দর করে ঘামছে দু'হাত। মশাল নামিয়ে রেখে ধুলো ভরা প্যান্টে মুছে নিল হাত। জিভ দিয়ে ভেজালো দুই ঠোঁট।

ভয়ে দুরু-দুরু করছে বুক। বহু দিন পর আবারও সত্যিকারের আতঙ্ক আঁকড়ে ধরছে ওকে। আঁধারে বসে আছে শৈলশিরার কার্নিশের কিনারায়। এক হাতে তুলে নিল দুই মশাল। অন্য হাতে বাউয়ি নাইফ। সত্যি যদি দানবের মুখোমুখি হতে হয়, মৃত্যু হবে আকস্মিক ভাবে। বাধা দেয়ার সুযোগই পাবে না। রক্ষা পাওয়ার উপায় নেই। ওর চেয়ে অনেক ক্ষিপ্র ওই দানব। ওটার বেকায়দা একটা চাপড় খেলেই লাশ হয়ে ভেসে যেতে হবে মৃত্যু নদীতে।

বেয়াড়া ভাবনা নিয়ন্ত্রণ করল রানা। চিন্তাশক্তি পরিষ্কার রাখা জরুরি, নইলে মরবে করুণ ভাবে। মনোযোগ দিল চারপাশে। কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে অপেক্ষা করল, তারপর রওনা হয়ে গেল উঠে দাঁড়িয়ে। যে-কোনও সময়ে খুন হবে, মন থেকে মুছে ফেলতে চাইল চিন্তাটা।

এই ফাটল ধরে আরও এগোবার পর তানামুরাকে বলেছে, অপেক্ষা করতে হবে ওদেরকে। তারপর সঠিক সময়ে পেরিয়ে যেতে হবে ওকে। নতুন প্ল্যান করার সময় নেই। জাপানি যোদ্ধা পেশাদার সৈনিক, আশা করা যায় ভয়ে মগজ বিগড়ে গিয়ে মস্ত

BanglaBook.org

কোনও ভুল করবে না।

রানার মনে পড়ল টড ওয়েইলারের কথা। প্রথমবারের মত বন্ধুর মত আচরণ করেছে লোকটা। জঙ্গল থেকে রওনা হওয়ার সময় চারকোনা ক্যানভাসের স্যাচেল ব্যাগের হ্যাণ্ডেল তুলে দিয়েছে ওর হাতে। জিনিসটা এক ফুটি, চওড়ায় ছয় ইঞ্চি। কোনও অনুমতি নেয়নি ওয়েইলার, নিচু স্বরে বলেছে, 'হ্যাণ্ডেল টানার পর পাঁচ সেকেণ্ড পাবে, তার আগেই সরে যাবে। নইলে ভেঙে পড়বে আকাশ। নতুন করে ওটাকে ঠেকাবার আর কোনও উপায় নেই।'

নিজের পাউচে স্যাচেল রেখেছে রানা। শার্ট ছিঁড়ে যাওয়ায় ওর উর্ধ্বাঙ্গে ঝুলছে শুধু ওই পাউচ আর জয়েসের দড়া। রওনা হয়ে সামনে পড়ছে অদ্ভুত সব ছায়া। কোনও কোনওটা দানবের মত। কখনও দেখছে বাউয়ি নাইফ হাতে নিজের ছায়া। সাবধানে ইঞ্চি ইঞ্চি করে সামনে বাড়ছে।

নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে কাঁপা শ্বাস-প্রশ্বাস। মৃদু ঘুরছে মাথা। ধীরে কিন্তু দীর্ঘ দম নিল, শান্ত রাখতে চাইল নিজেকে। বিড়বিড় করে বলল, 'তুই কোথায়?'

নতুন করে পেরিয়ে গেল দশ ফুট, তারপর বিশ ফুট। কোথাও ছায়াও দেখল না ওই দানবের। অথচ, ভয়ে আঁকড়ে আসছে বুক। অবচেতন মন বলছে: আছে, খুব কাছেই আছে সে! ওই একই অবচেতন মন আবারও বলছে: এতক্ষণ যখন হামলা করেনি, তো হয়তো আর করবে না।

আগে কখনও ওকে নিয়ে এভাবে খেলেনি অবচেতন মন।

ধৈর্য ধরে এগোতে লাগল রানা। মন বলছে: তোর জন্যে অপেক্ষা করছে ওটা! তৈরি রাখ তোর ছোরা!

আরও দশ ফুট পেরিয়ে চট্ করে মশাল দেখে নিল রানা। আর বড়জোর পনেরো মিনিট জ্বলবে আগুন। একটু দূরে আঁধার।

Banglabook.org

মশাল হাতে সামনের মোড়ের কাছে চলে গেল রানা, ঝট্ করে পেরিয়ে এল বাঁক, হামলার জন্য তৈরি।

এদিকে কেউ নেই।

আরও দশ ফুট যাওয়ার পর দলের সবাইকে এগোতে বলবে।

সামনে নাচতে শুরু করেছে এক দেয়ালে উদ্ভট ছায়া।

আরও সচেতন হলো রানা। আট ফুট দূরে কার্নিশ শেষ। আবার শুরু হয়েছে আরও পাঁচ ফুট দূরে। মাঝে ফাঁকা জায়গা। বিশ ফুট নীচে করিডোরের এবড়োখেবড়ো মেঝে। শৈলশিরার আরেক দিকে এক ফুট চওড়া কার্নিশ।

সামনের ছায়াগুলো দেখছে রানা। হঠাৎ করেই মনে হলো কী যেন উঠে দাঁড়াল!

লাফিয়ে নেমেছে এদিকের কার্নিশের শেষে।

ওটা...

চট্ করে বুঝে গেল রানা।

ওর মাথা থেকে দেড় ফুট উপরে দানবের লালচে দুই চোখ। বেরিয়ে এসেছে মুলোর মত বড়, সাদা দাঁত। মাত্র পাঁচ ফুট দূরে! পুরু, কালো ঠোঁট প্রসারিত করে হাসছে!

প্রকাণ্ড দুই হাত নেমে এসেছে হাঁটু পর্যন্ত।

প্রথমবারের মত মানুষের সঙ্গে ওটার ফারাক বুঝল রানা।

ভারী দুই জোড়া ভুরু ঝুলছে চোখের উপর। এগোতে শুরু করেছে বলে পাথুরে মেঝেতে ক্লিট-ক্লিট আওয়াজ তুলল পায়ের ধারালো নখ। বিকট হাঁ করে হাসছে।

রক্ষা পেতে অজান্তেই কাত হয়ে দাঁড়াল রানা। কাঁপুনি শুরু হয়ে গেছে বুকে। কিছুই বলার নেই, কিছু করারও নেই।

...না, আছে!

লাফ দিয়ে নেমে যেতে পারে বিশ ফুট নীচের এবড়োখেবড়ো,

BanglaBook.org

অপ্রশস্ত করিডোরে।

সরু পথে বেকায়দা ভাবে পড়ে নির্ঘাৎ ভাঙবে পা।

তা ভাঙুক, লাফ দেবে।

তখনই বরফের মূর্তির মত জমে গেল রানা।

আবারও হাসল ওটা, আগুনের লালচে আলোয় চক-চক করছে রক্ত-লাল দু'চোখ। ভারী, ঘড়ঘড়ে কণ্ঠে বলল, 'আর... কোথাও... পালাতে পারবে না তুমি... মাসুদ রানা!'

হাঁ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল রানা।

(আগামী খণ্ডে সমাপ্য)

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

মাসুদ রানা

পাশবিক

কাজী আনোয়ার হোসেন

সহযোগী

কাজী মায়মুর হোসেন

দ্বিতীয় পর্ব

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

এক

জনবিরল, নিষ্ঠুর আলাস্কার কঠোর ও বিরূপ পরিবেশ। খাকি প্যান্ট, খাকি শার্ট, চওড়া ব্রিমের ফেডোরা হ্যাট পরেছে ডক্টর ডেভিড গ্রেবার, পায়ে সীলের চামড়ার দামি বুট। হেলি-প্যাডের মেঝে স্পর্শ করতেই খুলে গেল রেঞ্জার হেলিকপ্টারের দরজা, সাবধানে নেমে পড়ল সে। সাঁই-সাঁই ঘুরন্ত রোটরের ভয়ে নিচু করে রেখেছে মাথা, ডান বগলে কালো এক ব্রিফকেস।

পিছনে ব্যাগেজ, ইকুইপমেন্ট, ডক্টরের পার্কা ও যার যার দরকারী মালপত্র নিয়ে নামল দলের ক'জন।

ইগনিশন সুইচ অফ্ করে দেয়ায় আহত দৈত্যের মত গোঙাতে শুরু করেছে হেলিকপ্টারের শক্তিশালী ইঞ্জিন। পাখার তুমুল ঝড় থেকে দূরে প্যাডের কিনারায় মাথায় হ্যাট চেপে ধরে চুপ করে অপেক্ষা করছেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল রব ম্যাক্সিমিলিয়ান। দামাল বাতাস ও ইঞ্জিনের গর্জনের ওপর দিয়ে চিৎকার করলেন তিনি, 'আপনাকে দেখে খুশি হলাম, ডক্টর গ্রেবার! অবশ্য ভেবেছিলাম আরও অনেক আগেই আসবেন!'

জবাবে মৃদু মাথা দোলাল গ্রেবার, ঘুরে তার পাশে রওনা হয়ে গেলেন রব ম্যাক্সিমিলিয়ান। 'আপনার প্রতিটি নির্দেশ পালন করা হয়েছে, ডক্টর! যদিও বুঝিনি কেন সরাতে হলো ইকুইপমেন্ট! আজ সকালেই হেলিকপ্টারে করে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে সব!'

হেলিকপ্টারের ঝড়ের আওতা থেকে বেরিয়ে ডক্টর গ্রেবার বলল, 'গুড! নিশ্চয়ই মনে রেখেছেন পরে পাঠানো নির্দেশ?'

মাথা দোলালেন লে. কর্নেল রব ম্যাক্সিমিলিয়ান। 'অবশ্যই, ডক্টর! সি স্ট্যালিয়নে করে লস অ্যাঞ্জেলেসের ইন্সটলেশনে পাঠিয়ে দিয়েছি সব। এমন কী পাইলটও জানে না ক্রেটের ভেতর কী ছিল।'

'গুড।' ফ্যাসিলিটির প্রকাণ্ড স্টিলের দরজা পেরোল গ্রেবার। 'পরে দেখা হবে,' বলে বিদায় নিল ম্যাক্সিমিলিয়ানের কাছ থেকে। নির্দিষ্ট দেয়ালের সামনে থেমে চোখ রাখল পাশের ছোট এক স্ক্যানারে। টিট্ আওয়াজ তুলল যন্ত্রটা। খুলে গেল গোপন লিফটের দরজা। সমতল থেকে দু'তলা নীচের ফ্যাসিলিটিতে নেমে এল গ্রেবার। পাঁচ ফুট দূরে স্টিলের আরেকটা দরজা, বন্ধ। ওটা কোনও ভারী ভল্টের। আবারও স্ক্যানারে চোখ রাখতে নিঃশব্দে খুলে গেল দরজা।

ডক্টর গ্রেবার ভিতরে ঢুকতেই পিছনে বন্ধ হয়ে গেল ভল্টের কবাট। বিজ্ঞানীর জন্য অপেক্ষা করছিল কালো চুলের এক দীর্ঘাঙ্গিনী। ফ্যাকাসে তার মুখ, দু'চোখের নীচে ঝুলঝুলে চামড়ার কালচে থলি। হাসি-হাসি চেহারা করে গ্রেবারের দিকে এগিয়ে এল সে। কিন্তু তাকে পাত্তা না দিয়ে ল্যাবোরেটরির মাঝে চলে গেল গ্রেবার, চোখ রাখল ঝুলন্ত কাঁচের মস্ত টিউবটার ওপর।

ওটাকে টিউব না বলে কাঁচের শবাধার বললেও ভুল হবে না। ভাসছে নীল ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ডে। মেঝে বা ছাত স্পর্শ করছে না শবাধার। ভিতরে কীসের যেন তরল। ওখান থেকে উঠছে বাষ্পের ছোট সব বুদ্বুদ। হারিয়ে যাচ্ছে চকচকে ছাঁকনির ভিতর। শবাধারে শুইয়ে রাখা দেহ ঘিরে সবুজ মায়াবী আলো, মনে হচ্ছে আসছে স্বর্গ থেকে।

শান্ত, পবিত্র মনের যাজকের মত মিষ্টি হাসি ফুটে উঠল ডক্টর

BanglaBook.org

গ্রেবারের ঠোঁটে।

ওই শবাধারে যে-দেহটা ঝুলছে, তার কথা জানে না পৃথিবীর সাধারণ মানুষ, ভাবতেও পারবে না একসময় পৃথিবীর রাজা ছিল ওই দানব। দশ হাজার বছর আগে চলে গেছে মৃত্যুর দেশে। সংরক্ষিত অবস্থায় বরফের মাঝে ছিল সমাহিত। প্রায় ফসিলাইয্‌ড্ হয়েছে প্রচণ্ড শীতে। তারপর যখন তেল ও আগুনের কারণে গলে যেতে লাগল আলাস্কার নর্থ রিজের গ্লেসিয়ার, তখন বেরিয়ে এসেছে ওই লাশ।

দেখতে প্রায় মানুষের মতই, কিন্তু আকারে বিশাল ও ভীতিকর, যেন মৃত্যু-দেবতা। ভাসছে সবুজ মৃত জগতে। প্রকাণ্ড চওড়া বুক, স্টারনামে মোটা লোহার তারের মত রগ মিশেছে হারকিউলিসের কাঁধের মত মস্ত কাঁধে। ভারী দুই বাহু অস্বাভাবিক দীর্ঘ, পাঞ্জা বা থাবার শেষপ্রান্তে কালো, ধারালো নখ। প্রচণ্ড শক্তিশালী দু'পা, দিনের পর দিন দৌড়াতে পারত। এই দৈত্যকে থামতে হতো না, দরকার ছিল না বিশ্রামের, সামনে ছোট-বড় যেকোনও প্রাণী পেলেই হামলা করত। খিদে মিটলেই ছুটত নতুন উদ্যমে। লাফিয়ে পেরিয়ে যেত পঞ্চাশ বা ষাট ফুট দূরত্ব, হামলা করত পরবর্তী শিকারের ওপর।

মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু এখনও চেহারাটা আতঙ্কজনক। ফুলে আছে ঘাড়ের রগ, যেন ক্রুদ্ধ, ঝাঁপিয়ে পড়বে এখুনি। পুরু দুই ভুরু ও মাথার চুল সাদা। অনেকটা সিংহের নাকের মত চওড়া ও চ্যাপ্টা নাক। প্রসারিত মুখ খিঁচিয়ে রেখেছে মৃত্যুযন্ত্রণায়। বেরিয়ে এসেছে ভয়ানক সব দাঁত, বাঘের দাঁতের চেয়েও বড়। চারকোনা চেহারা। ফুলে আছে চোয়ালের পেশি। মাংসাশী সব ডাইনোসর বা হোমো সিমিটারের মত ভয়ঙ্কর হলে হয়তো এমনই হতো হোমো সেপিয়েন্স, তারও থাকত প্রচণ্ড আক্রোশ এবং হামলার প্রবৃত্তি।

BanglaBook.org

মুগ্ধ চোখে মৃত দানবের দিকে চেয়ে আছে ডক্টর গ্রেবার।

'সন্দেহ নেই... আর সব প্রাণীর চেয়ে নিখুঁত,' আরেক পা সামনে বাড়ল, 'সত্যিকারের দেবতার মত একচ্ছত্র আধিপত্য কায়েম করেছিল দুনিয়ায়।'

কয়েক মুহূর্ত পর মাথা নিচু করে মৃদু হাসল সে; কর্কশ কণ্ঠে বলল, 'ঠিক আছে, মাই ডিয়ার মারিয়া, শেষ করেছ সিকিউয়েন্সের অ্যানালিসিস?'

বুকের কাছে ক্লিপবোর্ড ধরে রেখেছে ডক্টর মারিয়া বারগিট, এক পা সামনে বেড়ে থামল গ্রেবারের পাশে। 'আপনি যা ধারণা করেছিলেন, ডক্টর, ঠিক তা-ই দেখা যাচ্ছে।' নিচু হয়ে গেল তার গলা, 'বহু হাজার বছর ধরে একটু একটু করে পাল্টে জিনের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে ডোপামিন ও সেরোটোনিন, ফলে বদলে গেছে প্রোটিন লেভেল। কিন্তু আরেকটা ব্যাপার খেয়াল করেছি আমরা, যেটা আশা করিনি।'

'সেটা কী?' চকচকে চোখে মহিলাকে দেখল গ্রেবার।

'ব্যাপারটা বেশ জটিল, এখনও ঠিক বুঝিনি বিষয়টা,' নার্ভাস চোখে গ্রেবারকে দেখল মহিলা বিজ্ঞানী। চোখ চলে গেল ঝুলন্ত মৃতদেহের ওপর। 'বেশ কিছু রূপান্তর দেখছি, রীতিমত চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। বিশেষ করে ট্র্যান্সপোর্টার জিনের রেগুলেটরি রিজিয়নে। এখনও পুরো জেনোম ম্যাপ করিনি, শুধু সামান্য পুনর্গঠন করে পাওয়া গেছে মেকআপ-এর ইঙ্গিত। ডি২ ডোপামিন রিসেপ্টর জিন বর্তমানের আধুনিক হোমো সেপিয়েন্সের তিরিশ গুণ বড়! তাতে দেখা যাচ্ছে বংশগতি। বা বলা উচিত বংশগতি আর পরিবেশের ছাপ। আপনার কথাই ঠিক, স্যর, এর বড় সব জিন নিয়ন্ত্রণ করত আবেগ ও বুদ্ধিমত্তা। জিনে এ পরিবর্তন এসেছিল বাইরের পরিবেশ থেকেই। তাদেরকে বদলে দিয়েছিল খাবার বা পরিবেশ। সেসব কী ছিল, আমাদের জানা নেই। জীবন্ত

দানবকে ধরতে পারলে হয়তো বুঝতে পারতাম।'

'আমরা সে চেষ্টাই করব,' বলল ডক্টর গ্রেবার। মামিফায়েড দানবের দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল। 'হ্যাঁ, তা হলে যা ভেবেছি, তা-ই প্রমাণিত হলো। ওটার জেনেটিক কোডিং বাধা দেবে, ফলে এসব কেমিকেল তাকে কখনও আধুনিক মানুষ হতে দেবে না। আমাদের সচেতনতা, বিবেক, দয়া, ভালবাসা– এসব তাদের ছিল না। বাঁচত গায়ের জোরে। এমন এক দানব, যে পাত্তাও দিত না সূক্ষ্ম অনুভূতির। নিজ ইচ্ছের বাইরে কিছুই করত না। বা বলা উচিত, যা খুশি করত। আর লাখ লাখ বছর ধরে পরিবর্তিত হয়ে, দাঁড়িয়েছে ভয়ঙ্কর এক দানবে। মানুষ ও কাছাকাছি অন্যান্য জানোয়ারের চেয়ে অনেক-অনেক শক্তিশালী।'

বড় করে দম নিল ডক্টর বারগিট। 'অকল্পনীয় দ্রুত তৈরি হতো তাদের প্রয়োজনীয় সব জিন। আমাদের ডিএনএ-র অন্তত এক শ' গুণ দ্রুত। পরীক্ষা করেছি, রিসেপ্টরগুলো খিদে, রাগ, বা অ্যাড্রেনালিন নিঃসরণে, বা আমিষ তৈরির ক্ষেত্রে তাকে করে তুলত অত্যন্ত হিংস্র।' চট্ করে লাশটা দেখে নিল মারিয়া। 'আসলে ওই আমিষ না থাকলেও একই রকম আক্রমণাত্মক হতো তারা। শুধু জেনোমের কারণে হয়ে উঠেছিল সত্যিকারের দানব। যা খুশি করত, বিবেক বা মানসিক অনুভূতি বলতে কিছুই ছিল না। এখন পর্যন্ত আমরা জিনের যতটুকু ম্যাপ করেছি, তাতে দেখা গেছে, হোমো সেপিয়েন্সের অন্তত তিরিশ গুণ দৈহিক যোগ্যতা আর শক্তি ধরত তারা। অকিউলার পরীক্ষা করেছি, মানুষের চেয়ে পাঁচ গুণ বেশি রং দেখতে পেত, নড়াচড়া টের পেত আরও বেশি। চোখের দৃষ্টি ছিল টেলিস্কোপের মত। তুলনা করা যেতে পারে একমাত্র ঈগলের সঙ্গে।'

হোমো সিমিটারের কত ক্ষমতা ছিল ভাবতে গিয়ে মনের মধ্যে শ্রদ্ধা অনুভব করল ডক্টর ডেভিড গ্রেবার, মাথা নাড়ল। 'বুঝতে

BanglaBook.org

পেরেছ, মারিয়া, কী অদ্ভুত কাণ্ড? এখন যদি ওটার সিস্টেম থেকে সেরোটোনিন আর ডোপামিন দূর করে দেয়া যায়, তার পরেও অন্য সব কেমিকেলের কারণে ডিএনএ স্ট্র্যাণ্ড রক্ষা করবে তার সেরেব্রাল ক্যাপাসিটি। তখনও থাকবে সবচেয়ে শক্তিশালী শিকারি প্রাণী। ঠিক তা-ই হবে ভেবেছিলাম। আর...' চুপ হয়ে গেল সে। একটু দ্বিধা করে বলল, 'আমাদের অন্য সব অনুমানও ঠিক, তা-ই না?'

'জী,' মাথা দোলাল ডক্টর মারিয়া বারগিট, 'স্ট্র্যাণ্ডের ইমিউন সেগমেন্ট পুরোপুরি ম্যাপিং না করলেও বুঝতে পারছি, চার গুণ বেশি উৎপাদন করতে সক্ষম। মিউটেশন হওয়ার পর আহত হলেই প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সুস্থ হয়ে উঠত, রোগ বলতেও কিছুই ছিল না। লসিকা-নালীর রিফ্লেক্টরগুলো, যেগুলো স্রেফ কপালের জোরে আবিষ্কার করেছি আমরা, আর ট্র্যান্সমিটিং জিন অত্যন্ত দ্রুত কাজ করছে। এমন কী হাঙরও এত দ্রুত সুস্থ হয় না। কোনও ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া পেলেই ব্যস্ত হয়ে উঠছে ইমিউন সিস্টেম। কমপিউটারের ম্যাট্রিক্সে এসব জিন রেখে দেখেছি, লিম্ফোসাইট আর শ্বেত কণিকা সৃষ্টি করতে সামান্য দেরি করছে না। অচেনা মলিকিউল পেলেই হামলা করছে, এমন কী একটামাত্র মলিকিউলের ভাইরাসও রক্ষা পাচ্ছে না। এ আসলে অবিশ্বাস্য! আগে কখনও এমন দেখিনি। কল্পনাও করতে পারবে না কেউ।'

'আসলে তা-ই,' বড় করে দম নিল গ্রেবার। 'এবার আমাদের কাজ হবে নির্দিষ্ট সব জিন আলাদা করা। ওখান থেকে বের করব সত্যিকারের জিন, যেটা এত শক্তি দিচ্ছে হোমো সিমিটারের ইমিউন সিস্টেমকে। আলাদা করে ওই জিন আমরা ব্যবহার করব। যাঁরা সহায়তা করেছেন এই গবেষণায়, প্রথমে তাঁদেরই দেয়া হবে দীর্ঘ জীবনের সুধা। হাজার বছর বাঁচবেন তাঁরা, পাবেন দৈহিক ও মানসিক অসীম ক্ষমতা। ভয় থাকবে না রোগে-শোকে

BanglaBook.org

ভুগে মরার। সাধারণ মানুষ বুঝবে, হঠাৎ করেই আমরা হয়ে উঠেছি সত্যিকারের দেবতা। তাদের সঙ্গে থাকবে আমাদের অনেক পার্থক্য। নিয়মমত তারা যাবে কবরে, আর আমরা থাকব পৃথিবীর বুকে। আর আমাদের সব গবেষণা শেষ হলে সত্যিই হয়তো পেয়ে যাব অমৃত। ...হ্যাঁ, আসলে সেটাই চাই আমি।'

ডক্টর গ্রেবার থেমে যাওয়ার পর পেরিয়ে গেল কয়েক মুহূর্ত। তারপর মুখ খুলল ডক্টর বারগিট, 'ডক্টর গ্রেবার, ওই সার্চ টিম... ওরা যোগাযোগ করেছে। একঘণ্টা আগের কথা।'

রাগে লালচে হয়ে গেল ডক্টর গ্রেবারের মুখ, বরফের মত শীতল হয়ে উঠল চোখ। ঘুরে দাঁড়িয়ে মহিলা বিজ্ঞানীকে দেখল সে। 'কী বললে তুমি, মারিয়া?'

নিজেকে শান্ত রাখতে চাইল ডক্টর মারিয়া বারগিট। 'ডক্টর, সার্চ টিমের লোক এখনও বেঁচে আছে।'

'কিন্তু... এ তো অসম্ভব!' ভুরু কুঁচকে ফেলল গ্রেবার। 'প্রায় চার দিন ধরে জঙ্গলে ঘুরছে, লড়াই করছে ওটার সঙ্গে। আগে কেউ কখনও তার সঙ্গে লড়াই করে রক্ষা পায়নি।'

'ওরা রেডিয়ো করেছিল, ডক্টর। কী করে যেন বেঁচে গেছে। একঘণ্টার মধ্যে তাদেরকে তুলে আনা হবে ফ্যাসিলিটিতে।'

আরও গম্ভীর হয়ে গেল ডক্টর গ্রেবার 'ও। তা হলে ঠিক করে ফেলেছে রেডিও!' মনে মনে বলল, 'তা হলে কি আমার তরুণ প্রটেজি ডেমিয়েন হতাশ করল আমাকে? ...হুম, ঠিক আছে। তবে তাদেরকে নিজ চোখে না দেখা পর্যন্ত বিশ্বাস করব না।'

সংক্ষিপ্ত, কর্কশ হাসল সে। 'গাধা ডেমিয়েন ধৈর্যের অভাবে আর লোভের কারণে শাস্তি পেল। যখন ওই সিরাম দেহে নিল, তখনও আমরা ম্যাট্রিক্স টেস্ট করিনি। তার দেহে সিরাম দেয়ার সময়ে কেউ সুপারভাইয করেনি। মারা যাওয়ার কথা ছিল। বেঁচে

গেছে কপালের জোরে। আর এ কারণে হয়ে উঠেছে সত্যিকারের দানব। অবশ্য, আমার ব্যক্তিগত মত হচ্ছে: তার ওই গবেষণা আমাদের জন্যে অনেকটা স্বর্গীয় সাহায্যের মত ছিল। তাকে ধরতে পারলে আরও অনেক কিছু শিখতে পারতাম আমরা।'

'আমরা কি তাকে সাহায্য করব?' জানতে চাইল মহিলা ডক্টর।

বিস্মিত মনে হলো ডক্টর গ্রেবারকে। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'কাকে সাহায্য করবে, মারিয়া– ডেমিয়েনকে? ...কী করে? ...অবাক করলে তুমি! ...না, আমরা তাকে সাহায্য করব না! করব না, কারণ চিরকালের জন্যে হারিয়ে গেছে ডেমিয়েন। যা রয়ে গেছে, তা আদিম এক পশু বা দানব। কখনও পাশবিক মনে অদ্ভুত কিছু স্বপ্ন দেখবে সে। কিন্তু তার স্বপ্নের সঙ্গে মানুষের স্বপ্নের কোনও মিল থাকবে না। রয়ে গেছে তার দেহ, কিন্তু তা-ও বদলে গেছে। মিউটেশনের ফলে হয়েছে নরখাদক রাক্ষস। পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা শিকারি, তাই যা খুশি করছে। যত দিন বাঁচবে, খুনের পর খুন করবে। ওর সামনে কেউ পড়লেই মরতে হবে তাকে।'

আড়ষ্ট হয়ে গেল মহিলা বিজ্ঞানীর কণ্ঠ, 'তা হলে খুন করতেই থাকবে?'

'যত দিন বাঁচবে,' শান্ত স্বরে বলল ডেভিড। একটু বিরতি নিয়ে জানাল, 'যথেষ্ট পরিমাণে সিরাম পায়নি ডেমিয়েন, কাজেই ওটার শেষ অংশ পেতে পাগল হয়ে উঠেছে। সঠিক সিরাম যদি না পায়, সত্যিকারের দানবের মত নিখুঁত হবে না। দীর্ঘায়ু হতে চাইলে আরও চাই কিছু জেনোমের সাহায্য। আমার ভুল না হয়ে থাকলে, সেগুলো ওই আগের সিরামে ছিল না। তার পূর্বপুরুষের শক্তি বা হিংস্রতার দিক থেকে প্রায় নিখুঁত হয়ে উঠেছে ডেমিয়েন, কিছু স্মৃতিও পেয়েছে তাদের তরফ থেকে, কিন্তু এখনও অনেক

BanglaBook.org

কিছু রয়ে গেছে পাওয়ার।'

'স্মৃতি, ডক্টর?'

'হ্যাঁ, স্মৃতি।' হাসল ডেভিড গ্রেবার। 'ডিএনএ-র ভেতর রয়ে গেছে সেসব স্মৃতি। যেমন, কীভাবে দরকারী আমিষ তৈরি করবে তার শরীর বা কীভাবে হয়ে উঠবে আরও হিংস্র... কী করে পাবে আনন্দ... আসলে ডিএনএ-র স্ট্র্যাণ্ডে নির্দিষ্ট জায়গায় রয়ে গেছে সেসব– এখনও আবিষ্কার করতে পারিনি আমরা। ডেমিয়েনের শরীর ও মনে তৈরি হচ্ছে হাজারো প্রতিক্রিয়া। হাজার হাজার বছর আগের আরেক আমলের স্মৃতি ভর করেছে ওর ওপর। পাল্টে যাচ্ছে দেহ ও মন। এসব হচ্ছে একেবারে অন্য প্রজাতির ডিএনএ হামলা করেছে বলে।'

ডক্টর গ্রেবারের গা ঘেঁষে দাঁড়াল মহিলা বিজ্ঞানী। 'আর তার মানে... ডেমিয়েন... মানে... ওই পশু... এখানে আসবে সিরাম পেতে? ঠিক যেভাবে হামলা করেছে অন্য সব ফ্যাসিলিটিতে?'

'ভয় পেয়ো না, ডিয়ার,' ভরসা দিয়ে হাসল গ্রেবার। 'আমরা এখানে সম্পূর্ণ নিরাপদ। চাইলেও ঢুকতে পারবে না এই ভল্টে। এখান থেকে যোগাযোগ করতে পারব পৃথিবীর যেকোনও জায়গায়, খাবারেরও অভাব নেই। ওই দানব ওপরের ফ্যাসিলিটি ধ্বংসও করলেও, এখানে এই ভল্টে আমরা থাকব নিশ্চিন্তে। যতই চেষ্টা করুক, তার ক্ষমতা নেই যে এক শ' বিশ টনের ভল্ট ভাঙবে। আবারও বলছি, ভয় পেয়ো না, মনে রেখো: ওটা বড়জোর মানুষের মত দেখতে কিন্তু বহুগুণ শক্তিশালী এক পশু, এর বাইরে কিছুই নয়।' একটু থামল সে, তারপর বলল, 'কাজেই এখানে বসে আমরা শেষ করব আমাদের রিসার্চ। ভুললে চলবে না, তুমি-আমি বা আরও অনেকে হাজার হাজার ঘণ্টা ধরে শ্রম দিয়েছি ওই সিরামের জন্যে। আমরা তৈরি করব নতুন সভ্যতা। সেখানে বুড়ো হয়ে মরবে না কেউ। হাজার হাজার বছর ধরে

BanglaBook.org

বাঁচব আমরা। হব পৃথিবীর রাজা। বর্তমানের রাজা-রানি বলো বা রাজনৈতিক নেতা, তারা থাকবে আমাদের পায়ের নীচে। শেষ থাকবে না আমাদের দৈহিক ও মানসিক শক্তির। কখনও ভুগব না কোনও রোগে। আর সেজন্য আমাদের চাই শুধু ইমিউন স্ট্র্যাণ্ডের নিখুঁত রিসেপ্টর জিন। ওটা জেনারেটারের মত তৈরি করবে একই রকম জিন। তা হলেই আমরা হব অমর। গাধা ছিল ডেমিয়েন, সিরাম সম্পূর্ণ তৈরি হওয়ার আগেই দেহে নিয়েছিল– আমরা একই ভুল করব না।'

পেরিয়ে গেল থমথমে কয়েক মুহূর্ত, তারপর জীবনে প্রথমবারের মত ডক্টর গ্রেবারের ডাকনাম ব্যবহার করল মারিয়া বারগিট, 'ডেভিড... আমাদের কর্মচারীরা ভয় পেয়েছে। ওরা এখানে থাকতে চাইছে না। তোমার কথা বুঝতে পেরেছি, কিন্তু ডেমিয়েন... ওই পশু... ওটা আসলে এত মানুষ খুন করেছে যে ওরা...'

'মারিয়া... মারিয়া... মারিয়া,' হালকা সুরে ডাকল গ্রেবার, 'নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ আমার কথা? আমরা এখানে পুরোপুরি নিরাপদ। আমি নিজে তৈরি করিয়েছি এই ভল্ট। আর এ-ও জানি, এই ভল্টে আঁচড়ও কাটতে পারবে না ওই পশু।' নিষ্কলুষ হাসল সে। 'ডেমিয়েন একটা পশু, আর তাই তাকে থাকতে হবে ভল্টের বাইরে। এক দিন মরতে হবে তাকে। কিন্তু আমরা যদি ডিএনএ-র মূল স্ট্র্যাণ্ড পাই, এমন হতে পারে, আমরা হয়ে উঠব সত্যিকারের অমর দেবতা।'

BanglaBook.org

দুই

ভাড়া গাড়ি দূরে পার্ক করে রেখে মহাবিরক্ত মনে হ্যাঙ্ক ডিগবার্টের ডাইনারের দিকে হেঁটে চলেছে ডেপুটি মার্শাল টম জেরাল্ড। ওর মনে হচ্ছে, জীবনে প্রথমবারের মত জন্মের খিদে পেয়ে বসেছে। মন চাইছে চিবুতে শুরু করবে নিজের হাত। ওই খিদে আরও বাড়ল রেস্তোরাঁর দরজা দেখে। কিন্তু এ-ও বুঝল, মন থেকে দুশ্চিন্তা দূর করতে না পারলে গলা দিয়ে নামাতে পারবে না খাবার। হাতে ভাল কোনও তাস ছিল না, তার পরেও খেপা বাঘের সাহস নিয়ে খেলেছে ও। আর এখন একটা তাসও নেই হাতে। বুঝতে পারছে না এবার কী করবে। এক এক করে বন্ধ হয়েছে চারপাশের সব দরজা, আটকা পড়েছে ও বদ্ধকূপে।

ওর জ্বালা বুঝবে না অবসরপ্রাপ্ত মার্শাল হ্যাঙ্ক ডিগবার্ট। বুঝবেই বা কীভাবে? কখনও পড়েছে এমন গোলকধাঁধায়?

না, কথাটা বোধহয় ঠিক হলো না, এর চেয়েও মস্ত বড় বড় সব বিপদে পড়েছে ওই লোক। বুড়ো আসলে বোঝে বলেই তো গাড্ডায় পড়লেই তার রেস্তোরাঁয় এসে পরামর্শ নিই, ভাবল জেরাল্ড। কিন্তু আগে কখনও কোনও কেসে ওকে মাঝে রেখে তুলে দেয়া হয়নি চারদেয়াল। নিজেকে জেলখানার বন্দি মনে হচ্ছে ওর।

নিজেকে চেনে জেরাল্ড, চেনে হ্যাঙ্ক ডিগবার্টকেও। বাবার মত স্নেহপরায়ণ প্রাক্তন বসের কাছে এখন একের পর এক নালিশ

BanglaBook.org

করবে। আর চুপ করে সব শুনবে *পাথর ভাঙা*। নীরবে শান্ত মনে কাটতে থাকবে মিটবল; স্যাণ্ডউইচ তৈরি হলে ওয়েটারকে দিয়ে অর্ডার অনুযায়ী পাঠিয়ে দেবে খদ্দেরদের কাছে। তার মাঝে জেরাল্ডের কথা শুনে মৃদু মাথা দোলাবে। বুঝিয়ে দেবে, শুনছে সে। একটা দুটো বিয়ার ধরিয়ে দেবে ছেলের বয়সী ডেপুটি মার্শালের হাতে। আর ওর কথা শেষ হলে ভেবেচিন্তে জানাবে এখন কী করা উচিত।

মাঝ দুপুরে ব্যস্ত রেস্তোরাঁ, পরিচিত কাস্টমারদের কাউকে পাত্তা না দিয়ে হনহন করে মেইন রুম পেরিয়ে গেল জেরাল্ড। বরাবরের মতই অনুমতি না নিয়ে সোজা ঢুকে পড়ল রান্নাঘরে।

মস্ত এক লোহার ডেস্কের পিছনে কাজে ব্যস্ত হ্যাঙ্ক ডিগবার্ট। মনে হলো তাকে ঘিরে চলছে ওয়েটারদের বিশৃঙ্খলা। তারই ভিতর বাইফোকাল চশমার ওপর দিয়ে টম জেরাল্ডকে দেখে নিল *পাথর ভাঙা*। স্নেহধন্য ছেলেটা ধুপ্ করে বসল সামনের চেয়ারে। কিছুই বলছে না। নিজেও মুখ খুলল না ডিগবার্ট। অবশ্য, কিছুক্ষণ পর বলল, 'তোমাকে এর চেয়ে করুণ অবস্থায়ও দেখেছি, বাছা।'

'তাই?' ক্লান্ত শোনাল জেরাল্ডের কণ্ঠ, 'কবে?'

'প্রথমে যখন চাকরি নিলে মার্শালের, ওই যে, যখন ভুল করে এক গুলিতে উড়িয়ে দিলে নিজের গাড়ির উইণ্ডশিল্ড।'

মুখ কালো হয়ে গেল জেরাল্ডের। 'ও! ওটা... খুব খারাপ দিন ছিল। আমি আসলে তখন...'

'বুঝতে পেরেছি,' ক্যালকুলেটরে ব্যস্ত হয়ে গেল ডিগবার্ট। 'আমারও মনে আছে, তোমার ওই কীর্তির পর সমস্ত পেপারওঅর্ক করতে হয়েছিল আমাকেই।' ক্যালকুলেটর রেখে প্যাডে খসখস করে হিসাব টুকে নিল সে। 'নতুন কিছু জানলে?'

'না,' মাথা নাড়ল জেরাল্ড। 'ইন্সটিটিউটের ওই মেয়ে বিজ্ঞানী বহুৎ চালু। বলেছে, ওই জন্তু তৈরি করেছে সিআইএ-র

BanglaBook.org

বিজ্ঞানীরা। আরও বলেছে, অমন কোনও ডিএনএ বাপের জন্মেও দেখেনি। ওই পশু নাকি জীবনেও অসুস্থ হবে না। আহত হলেও আপনিই সুস্থ হয়ে যাবে। ওই মেয়ের সব কথা যে পুরো বুঝেছি, তাও নয়।'

ক্যালকুলেটর থেকে চোখ তুলে জেরাল্ডকে দেখল ডিগবার্ট। দু'চোখে সামান্য বিস্ময় ও অবিশ্বাস। বলল, 'ঠিক বলছ?'

'হুঁ।' পাশের কেস থেকে বিয়ার নিয়ে মাথা খুলে চুমুক দিল জেরাল্ড। 'ডিগ, আমি আসলে কিছুই বুঝছি না। আমি তো আর বিজ্ঞানী নই। আর যে শালাকে পাকড়ে ধরে কিছু জিজ্ঞেস করব, সেই শালাও গেছে আলাস্কায়। এখন আছে শেষ রিসার্চ স্টেশনে।'

'তাই?' মুহূর্ত পর বলল ডিগবার্ট, 'ওর দরজায় পা রাখো। ঠেকাতে পারবে না। তোমাকে চিনি, বুলডগের মত গোঁ, যদিও ভাল হতো বুলডগের মগজের অর্ধেক মগজ থাকলে। দুনিয়ার শেষ পর্যন্ত যাও ওর পেছনে। বিরক্ত করে মারো। ভয় পাবে সে। একে বলে বিব্রত করে তুলে পেট থেকে খবর বের করা।' ক্যালকুলেটরে বড় সংখ্যা দেখে খুশি হয়ে উঠল সে। ভাল মুনাফা করছে রেস্তোরাঁ। কিন্তু তাতে তার কী লাভ? ওই বুড়ি ক্যারি সব টাকা ব্যাঙ্কে জমা করবে।

পাথর ভাঙার কথাটা মনে ধরেছে জেরাল্ডের। সত্যিই, ওকে ঠেকাবে কোন্ শালা? ওর আছে অসীম বাজেট। দরকার পড়লে প্রাইভেট জেট বিমান ভাড়া নিয়ে হাজির হবে আলাস্কায়। পরে কাঁদলে কাঁদবে গলা-ছেলা শকুন মার্শাল ফ্র্যাঙ্ক করেলি। তাতে ওর কী?

সব কিছু ইঙ্গিত করছে আলাস্কার রিসার্চ স্টেশনের দিকে। ওই শেষ ফ্যাসিলিটিতেই আছে শয়তান বিজ্ঞানী, মিথ্যার পর মিথ্যা বলেছে লোকটা। শালা গোপন করতে চাইছে কিছু। শেষ করতে চাইছে কোনও বেআইনী গবেষণা।

BanglaBook.org

কাজেই জানতে হবে ব্যাটা কী করছে!

'তুমি বোধহয় ঠিকই বলেছ, ডিগ,' একটু পর গরম বিয়ারে চুমুক দিল জেরাল্ড।

'সব খেলাই কমবেশি জানি, বাছা,' হাসল ডিগবার্ট। 'নিজেও কয়েকটা খেলা তৈরি করেছি। ওই ব্যাটা তোমাকে লেজে ধরে খেলাচ্ছে। তুমি নিজেও তা বুঝতে পারছ। এখন উচিত কাজ, ওর খাঁচা ধরে ঝাঁকি দিয়ে বুঝিয়ে দেয়া, তোমাকে ঝেড়ে ফেলতে পারবে না চাইলেও।' কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল সে, তারপর বলল, 'বিজ্ঞানীকে বুঝিয়ে দাও কাঁঠালের আঠার মত লেগে থাকবে তুমি। কখনও কখনও ওটাই একমাত্র উপায়। তবে আমি হলে তার পেছনে যাওয়ার আগে আরেকটা কাজ করতাম।'

প্রাক্তন মার্শাল কী ইঙ্গিত করেছে, বুঝে গেছে জেরাল্ড। 'পাঠ্য বইয়ের বাইরে গিয়ে ব্যাটার গোপন খাতা খুলে দেখতে বলছ?'

'ঠিক।'

যখন মার্শাল হিসাবে চাকরি করত, ওই একই কাজ করত ডিগবার্ট। বিশেষ করে বিপজ্জনক ক্রিমিনালের বিষয়ে হয়ে উঠত অত্যন্ত সতর্ক। যেদিন ঠিক করত রেইড দেবে, তার আগের রাতে বেআইনীভাবে হানা দিত ওই লোকের আস্তানায়। জেরাল্ড ও ডিগবার্ট জেনে নিত তার কোথায় আছে অস্ত্র বা প্রমাণ। ভেঙে রাখত লোকটার অস্ত্রের ফায়ারিং পিন, জ্যাম করে দিত অস্ত্র, খসিয়ে দিত নল বা অন্য কিছু। পরদিন ওয়ারেন্ট নিয়ে হাজির হলে তখন আর গোলাগুলির সম্ভাবনা থাকত না বললেই চলে।

ওদের গোপন এই কীর্তির কথা অফিসের সবাই জানত, কিন্তু কখনও সে বিষয়ে টুঁ শব্দও করেনি কেউ। আরও ক'দিন পর সবাই বুঝে গেল সতর্ক থাকা খারাপ নয়। এরপর থেকে অন্যরাও ব্যবস্থা নিতে লাগল। দেখা গেল ভয়ঙ্কর সব ক্রিমিনালকে ধরে আনছে মার্শালরা, কিন্তু টোকাও পড়েনি তাদের কারও গায়ে

BanglaBook.org

পাথর ভাঙা হ্যাঙ্ক ডিগবার্টের আবিষ্কৃত পদ্ধতিতে নিজেদের ভিতর মার্শালরা আলাপ করত: 'গতরাতে কী করলে, দোস্ত?'

'কিছুই না। বাড়ি যাওয়ার আগে একটু হেঁটে এলাম।'

সঙ্গীরা বুঝত, নিরাপদে অপরাধীকে ধরতে পারবে ওরা।

তাতে যে পুরো নিরাপদ থাকত ওরা, তা নয়, কিন্তু কমে যেত ঝুঁকি।

একটু আগের ইঙ্গিতে ডক্টর ডেভিড গ্রেবারের বাড়িতে হানা দিতে বলেছে ডিগবার্ট। লোকটা ওখানে কোনও প্রমাণ রেখেছে কি না দেখতে হবে। যখন ওখান থেকে ফিরবে জেরাল্ড, তার আগে দেখে নেবে নিজে কোনও প্রমাণ ফেলে যাচ্ছে কি না।

সার্চ করতে যাওয়ার কথা নিজেও ভেবেছে জেরাল্ড। কিন্তু এখন ডিগবার্ট জোর দেয়ায় ওর মনে হলো, বিজ্ঞানীর বাড়িতে যাওয়া খুবই জরুরি। আরেক চুমুক বিয়ার নিয়ে বলল জেরাল্ড, 'ঠিক আছে, ডিগ, হাঁটতে যাব। কিন্তু মনে হয় না লোকটা বাড়িতে কাজ নিয়ে আসে।'

'নিজের জীবনটা নিয়ে বাড়িতে ফেরে, বাছা,' সামনে ঝুঁকল ডিগবার্ট। 'ওর কম্পিউটারের কথা ভুলে যাও, ওখানে কিছু থাকবে না। ফাইল কোনও কাজে আসবে না। ওসব বাদ দিয়ে খুঁজবে বুক-শেলফ, দেখবে ওখানে কী রেখেছে। কোনও সাহিত্য, নাকি ভূমিকম্পের ওপর লেখা বই? এসব থেকেই সূত্র পেতে পারো কোন্‌দিকে মনোযোগ তার।'

বয়স্ক বিজ্ঞানীর বাড়ি কোথায় আগেই জেনে নিয়েছে জেরাল্ড। আস্তে করে মাথা দোলাল। 'ঠিক আছে, বিকেলের আগে হাঁটতে বেরোব।'

'সে থাকে কোথায়?'

'এই শহরেই। বেশি দূরে না।'

হেভিওয়েইট বক্সারের মত মাথা নিচু করল ডিগবার্ট। বার

BanglaBook.org

কয়েক মাথা দুলিয়ে বলল, 'বাছা, মনে রেখো, অ্যালার্ম থেকে সাবধান। আগেই বিকল করে নেবে। আর মাস্টার কী সঙ্গে রাখতে ভুলবে না। কিছুই তছনছ করবে না। সব গুছিয়ে রেখে বেরিয়ে আসবে। আঙুলের ছাপ যেন না থাকে। বেরিয়ে আসার আগে আবারও ঠিকঠাক করে রাখবে অ্যালার্ম। যেকোনও গাধা অন্যের বাড়িতে ঢুকতে পারে, কিন্তু আসল শিল্প কোনও প্রমাণ না রেখে বেরিয়ে আসা। কেউ যেন দেখতে না পায়।'

'তোমার সব সবক মনে আছে,' বলল জেরাল্ড, থমথম করছে ওর চেহারা। কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল, 'একটা কথা, ধরো, একদল লোককে বিপদে ঠেলে দিয়ে চোখ উল্টে নিলে তাকে কী বলবে তুমি, ডিগ? ...বা ওই কাজ সবচেয়ে ভালভাবে কেমন করে করা যায়?'

'বিপদে ঠেলে দেয়া বলতে কী বোঝাতে চাইছ? কাদের কথা বলছ?'

'এমন এক বিপদে আছে তারা, যে বাঁচার উপায় নেই। তার ওপর পেছন থেকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে সাহায্যের হাত।'

কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে বলল ডিগবার্ট, 'আচ্ছা, এ-ই তা হলে অবস্থা? বিশ্বাসঘাতকতা করেছে কেউ? সেক্ষেত্রে তার সহজ কাজ হবে ওই দলের কমিউনিকেশন ইকুইপমেণ্ট নষ্ট করে দেয়া। কাজটা সহজ নয়। কারণ প্রায় সবাই রেডিয়ো মেরামত করতে পারে। কিন্তু দরকারী পার্টস্ নষ্ট করলে কোনওভাবেই যোগাযোগ করতে পারবে না। ...না, একটু ভুল বললাম। তাদের কাছে থাকার কথা স্যাটালাইট মোবাইল ফোন। কিন্তু শত্রু যদি হয় সিআইএ, সেক্ষেত্রে তাদের মোবাইল ফোন কল ব্লক করবে তারা। দরকার পড়লে সরিয়ে নেবে সিগনাল। এনএসএ-কে দিয়ে কাজটা করাতে পারবে সিআইএ। প্রয়োজনে সরিয়ে নেবে স্যাটালাইট। কাজটা যদিও বেশ কঠিন।'

জেরাল্ড ভাল করেই জানে, নির্ধারিত গতিতে প্রতিটি স্যাটালাইট নির্দিষ্ট এলাকার অরবিটে থাকে, চট্ করে তাদের সরিয়ে নেয়া যায় না। সঠিক জায়গায় রয়েছে ওগুলো। কোনও স্যাটালাইট আলাস্কার আকাশে কোথাও থাকলে প্রায় চিরকালের জন্য ওখানেই থাকবে। ওই জিনিসের গতি কমাতে-বাড়াতে বা গতিপথ সরাতে চাইলে ব্যবহার করতে হবে নিয়ন্ত্রিত রেট্রো রকেট। তাতে কোনও ভুল হলে অরবিট থেকে সরে যাবে স্যাটালাইট, হয়তো জ্বলন্ত উল্কার মত খসে পড়বে পৃথিবীর বুকে।

জেরাল্ডের ধারণা, এনএসএ-কে দিয়ে তা-ই করিয়ে নিয়েছে সিআইএ এজেন্ট জেম্স সিমন্স। অরবিট থেকে সরিয়ে দিয়েছে স্যাটালাইট। নইলে বিপদ শুরু হলে দেরি না করে যোগাযোগ করত মাসুদ রানা। বা যোগাযোগ করত তার দলের কেউ।

শেষ করে ঠক্ শব্দে ডেস্কের ওপর খালি বিয়ারের ক্যান রাখল জেরাল্ড, উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'ঠিক আছে, আজ বিকেলে কাজ আছে আমার। পরে তোমার সঙ্গে দেখা করব। দরকার পড়লে শহর ছেড়ে বাইরেও যেতে পারি।'

বিশাল দুই বাহু টেবিলের ওপর রাখল হ্যাঙ্ক ডিগবার্ট, কয়েক মুহূর্ত পর বলল, 'বাছা, আমার ধারণা যে কাজে নেমেছ, সেটা তোমার মাথার ওপর দিয়ে যাচ্ছে। পরিস্থিতি ভাল লাগছে না আমার। কীসের কথা যেন বলেছিলে– কেমন জন্তু ওটা?'

'আমার জানা ভাল কোনও নাম নেই ওটার। বলতে পারো দানব বা দৈত্য।'

'ওটা যা-ই হোক, ওই জন্তু আছে আলাস্কায়। আর তোমার যেতে হবে ওখানেই। অথচ তুমি জানোও না ওটা কী, কোথা থেকে এল, বা এরপর কী করবে। ভাল করে বুঝে তারপর কাজে হাত দেবে।' জেরাল্ডের চোখে চোখ রেখে বলল *পাথর ভাঙা*, 'আগে যা বলেছি, তা স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে খাটে, জেরাল্ড।

BanglaBook.org

কিন্তু ওই দানব ছিঁড়ে ফেলছে ইলেকট্রিকের বেড়া, ছিঁড়ছে মানুষের ঘাড় থেকে মাথা।' দুঃখিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল ডিগবার্ট। 'বাছা, জীবনে কম দেখিনি, কিন্তু কখনও শুনিনি অমন দানবের কথা। আলাস্কার পরিস্থিতি ভীষণ জটিল। তুমি ভাবছ যাবে ওসব ফ্যাসিলিটিতে। ওখানেই খুন হয়েছে শতখানেক সৈনিক। অথচ ওরা ছিল ট্রেইণ্ড। সহজ কাজ ছিল না তাদেরকে খুন করা। আমি তোমাকে কোনও পরামর্শ দেব না, বা বলব না বুদ্ধিমানের কাজ ওখানে না যাওয়া। আমি শুধু বলব, আলাস্কায় গিয়ে কোনও কাজে নেমে পড়ার আগে তোমার উচিত, ওই বুদ্ধিমতি তরুণী বিজ্ঞানীর কাছ থেকে আরও তথ্য সংগ্রহ করা।'

মৃদু হাসল টম জেরাল্ড। 'এই উপদেশ ভুলব না, ডিগ।'

'বুড়ো হয়ে গেছি তো, তাই বুঝতে পারি কী করা উচিত।'

চুপ হয়ে গেল ওরা।

একটু পর বলল জেরাল্ড, 'ছোঁক-ছোঁক করতে বেরোব। দেখি কী পাই। তারপর ঠিক করব কী করা উচিত।'

মাথা দোলাল *পাথর ভাঙা*। 'আমাকে জানিয়ো কী জানলে।'

'ঠিক আছে।'

'আরেকটা কথা, বাছা।'

শুনবার জন্য চুপ করে অপেক্ষা করছে জেরাল্ড।

ওকে খুব স্নেহ করে হ্যাঙ্ক ডিগবার্ট, বয়সেও প্রায় চল্লিশ বছরের বড়, কথা বলে সবসময় জেনে-বুঝে। সে কখনও ফালতু কথা বলেছে শোনেনি জেরাল্ড।

'ডিগ?' জানতে চাইল ও।

'ওটা... আছে আলাস্কায়,' চিন্তিত ডিগবার্ট। সিরিয়াস না হলে এভাবে কথা বলে না, 'জানি না ওটা কী, কিন্তু এটা বুঝতে পারছি ওটাকে ঈশ্বর তৈরি করেননি। মনে রেখো, তোমার উচিত বাড়তি ঝুঁকি না নেয়া। হিরো হতে গিয়ে মরে যাওয়ার চেয়ে বেঁচে থাকা

BanglaBook.org

অনেক জরুরি। জন্তুটাকে দেখলেই দেরি না করে গুলি করবে। কোনও সুযোগ দিতে যেয়ো না। কারণ ওটাও কোনও সুযোগ দেবে না।'

'ওই দানবটা সবাইকে খুন করছে,' মাথা দোলাল জেরাল্ড।

তিন

সাড়ে সাত ফুটি দানবের রক্ত-লাল দুই চোখে চোখ রেখে বরফের মূর্তির মত জমে গেছে মাসুদ রানা। সামনে বাড়া বা পিছিয়ে যাওয়ার কথা ভুলে যাওয়াই ভাল।

একটু কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে অকল্পনীয় হিংস্র ওই দানব। এগোতে শুরু করেও থেমে গেছে চার ফুট দূরে, যেন পাথরের ধূসর, কঠিন দেয়াল।

বুকে অ্যাড্রেনালিনের স্রোত, ভয় টের পাচ্ছে রানা। আগেও একই বিপদে পড়েছে। সেই সময় পাশে ছিল কালো নেকড়ে হাণ্টার। কিন্তু এখন আর কারও সাহায্য পাবে না। পাহারা দিয়ে দলের অন্যদেরকে নিয়ে চলেছে নেকড়ে।

নিজেকে শান্ত রাখতে চাইল রানা। কয়েক মুহূর্ত পর প্রায় স্বাভাবিক হলো শ্বাস-প্রশ্বাস। তখনই শুনল ঘড়ঘড়ে কণ্ঠ:

'গতরাতে...' মনে হলো মুখের ভিতর ঘষা খাচ্ছে কয়েকটা নুড়ি পাথর, 'তুমি ভাল লড়াই করেছ।'

দু'ঊরু শক্ত করল রানা, পায়ের পাতা দিয়ে বুঝে নিল কতটা দূরে কার্নিশের কিনারা। একবার ওদিকের অন্ধকারে খসে পড়তে

BanglaBook.org

পারলে বিশ ফুট নীচে মেঝে। সতর্ক থাকলে আর ভাগ্য সাহায্য করলে আহত হবে না। কিন্তু কিছু করবার আগে ওর ওপর থেকে মনোযোগ সরাতে হবে ওটার। একটা কথা মনে পড়তেই মন দমে যেতে চাইল। দানবের গতি ওর চেয়ে অন্তত বিশ গুণ বেশি।

চাইলেও পিছাতে পারবে না, আবার সামনে বেড়ে হামলা করলেই মরবে। একমাত্র উপায়: আচমকা গায়ের জোরে ওটাকে ধাক্কা দিয়ে নীচের করিডোরে লাফিয়ে নামতে হবে। দৈহিক সব দিক দিয়ে ওর চেয়ে অনেক বেশি ফিট ওই দানব। কিন্তু দু'জন নীচে পড়তে শুরু করলে তখন একই সমান হবে গতি। একবার মাটিতে পড়েই লাফিয়ে উঠে ঝেড়ে দৌড় দেবে ও। তখনই ব্যবহার করবে টড ওয়েইলারের দেয়া বোমা। অর্থাৎ নিতে হবে মস্ত ঝুঁকি, ব্যাপারটা হবে আসলে আত্মঘাতী।

কিন্তু লড়াই না করে মরব না, ভাবল রানা। হাড়ে হাড়ে টের পেল, সারা দেহের আড়ষ্ট মাংসপেশি জুড়ে টনটনে ব্যথা। নিজেকে বলল, অত ভয় কীসের? তুই কি আরও একবার মরবি নাকি! কঠোর চোখে তাকাল দানবের চোখে। ভয়ঙ্কর কুঁচকে ফেলল ভুরু। ভাবল, ওটা জবাব দেবে কি না কে জানে! ভাল হয় হয়তো জবাব না দিলেই। গম্ভীর কণ্ঠে বলল রানা, 'কী চাও তুমি?'

মনে হলো কবরের গভীর থেকে এল কর্কশ কণ্ঠ, 'তোমাকে!'

গলা আরও শুকিয়ে গেল রানার। মনে মনে নিজেকে বলল, ব্যাটা দেখি আমাকে চায়! চোখ-মুখ দেখে মনে হচ্ছে, মজা পাচ্ছে ওর ভয় দেখে!

'তুমি কথা শিখলে কী করে?' গাছের গুঁড়ির মত হাতের ওপর চোখ পড়ল রানার। ওগুলো দিয়েই তো ওর বারোটা...

'মানুষ,' কর্কশ হাসল দানব, ফুলে উঠল গলার শিরা, 'তোমরা মানুষ... কত অসহায়!'

কার্নিশের কিনারার দিকে এক ইঞ্চি পা সরাল রানা। একই

BanglaBook.org

সময়ে বলল, 'তুমি মানুষগুলোকে খুন করলে কেন?'

'কারণ... ওরা শিকার। তুমি... শিকার। তোমরা সবসময় আমাদের... খাবার ছিলে।'

এবার কী বলবে, ভাবছে রানা। লাল চোখ থেকে চোখ না সরিয়েই বলল, 'আমাকে মেরে ফেলার আগে জানতে চাই: তুমি কোথা থেকে এলে? আগে তো এদিকে ছিলে না।'

'আমি এসেছি তোমার মত মানুষের কালো অন্তর থেকে।'

অবাক হয়েছে রানা, আর তা প্রকাশ পেয়েছে ওর চোখে।

খল-খল শব্দে হাসল দানব। শত্রুকে বিস্মিত হতে দেখে খুশি। 'হ্যাঁ... ঠিক...' প্রায় ফিসফিস করল। তুলে ধরল করাতের মত ধারালো কালো নখগুলো। 'দেখো এই দুই হাত। দানবের... তাই না?' আবারও হাসল। 'আমার মত... স্বাধীনতা পেলে... চাইতে তোমার ওই দুই হাত? ...আমার শক্তি... আমার ক্ষমতা... যদি তুমি পেতে?' চুপ হয়ে গেল দানব। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'আমি জানি... তুমিও চাইতে আমার মত হতে! ...হ্যাঁ! আমার দিকে চেয়ে কী দেখো তুমি? ...কী দেখো?' বার কয়েক মাথা দোলাল, তারপর ফিসফিস করে বলল, 'তুমি দেখো নিজেকে!'

আপত্তির ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল রানা। ঝড়ের গতিতে ভাবছে। চেহারা ভাবলেশহীন। এক মুহূর্ত পর বলল, 'আমি কোনও দিনও তোমার মত হতে চাইতাম না।'

'তাই?' কর্কশ কণ্ঠে হাসল দানব। 'কিন্তু তুমি... এমনিতেই আমার মত।' কুঁজো হয়ে গেল সে, মনে হলো তেড়ে আসবে। 'তোমার বুকের ভেতরের পশু... ঠিক আমারই মত। তোমরা আসলে ভাবো মানুষ... খুব উদার... নীতিবান। ...কিন্তু... অন্তরের ভেতরে তোমরা... ঠিক আমারই মত।' গলা থেকে বেরোল ঘড়ঘড়ে চাপা গর্জন। 'হ্যাঁ! আমি আসলে তোমার বুকের

BanglaBook.org

ভেতরের... জন্তুর মত। ...তুমি ভাল করেই জানো... কী আসলে সত্য। তোমার অন্তরের জন্তুটা... ঠিক আমার মত। ...কিন্তু... ওই জন্তুটাকে খুব ভয় পাও... তোমরা মানুষ। অন্তরে জানো... তোমরা কেমন।'

কার্নিশের কিনারা থেকে এখনও পুরো এক ফুট দূরে পা, টের পেল রানা। 'তুমি আসলে উন্মাদ,' শান্ত সুরে বলল, 'আমার কথা মন দিয়ে শোনো। তুমি চাইলে তোমাকে নিয়ে যাব নিরাপদ কোথাও। ক্ষতি করব না তোমার। কিন্তু যদি সঙ্গে আসতে না চাও, অন্যরা এসে মেরে ফেলবে তোমাকে। হাজার হাজার সৈনিক আসবে। তাদের কাছে থাকবে দুর্দান্ত সব অস্ত্র। এটা ঠিক যে তুমি শক্তিশালী, কিন্তু পাগলা কুকুরের মত তাড়িয়ে নিয়ে মেরে ফেলবে তোমাকে। সবার বিরুদ্ধে লড়তে পারবে না। আগে হোক আর পরে, কোণঠাসা করা হবে তোমাকে। স্রেফ খুন করা হবে। ভুল কোরো না, পাগলামি না করে আমার সঙ্গে চলো দূরের এক জায়গায়।'

রাগে ঘড়-ঘড় গর্জন ছাড়ল দৈত্য, ঝট্ করে পিছনে নিল মাথা। মনে হলো চিরকালের বিজয়ী, ক্ষমতার শেষ নেই। 'না... না,' মাথা নিচু করে রানাকে দেখল, দুই চোখে বিদ্বেষ। বড় করে দম নিতেই ফুলে উঠল মস্ত বুক। বোঝা গেল কত প্রচণ্ড শক্তি রাখে সে। 'না... আমি পাগল না। ...অন্য কিছু।'

রানার মনে পড়ল প্রথম রিসার্চ স্টেশনে কী দেখেছে। আরও দৃঢ় হলো ওর ধারণা। কারণ ছাড়া হামলা করছে না এই দানব। একবার সুযোগ নেয়ার চেষ্টা করি, ভাবল। নির্বিকার চেহারায় বলল, 'তুমি আসলে কী খুঁজছ?' বুঝতে দিল না সামান্য সরে গেছে কার্নিশের দিকে। এবার যেকোনও সময়ে লাফিয়ে নামবে নীচের করিডোরে, পালাতে শুরু করবে।

কঠোর চোখে রানাকে দেখছে দৈত্য। মনে হলো বুঝেছে,

BanglaBook.org

কোনও খারাপ মলতব আছে ওর। মনোযোগ সরিয়ে দিচ্ছে।

'অন্যরা,' গুড়গুড় করে উঠল ডেমিয়েন।

অবাক চোখে তাকাল রানা। 'অন্যরা? মানে তোমার মত অন্যদেরকে খুঁজছ?'

জ্বলজ্বল করে উঠল লাল দুই চোখ। 'হ্যাঁ।'

নীরবতা নেমেছে দু'জনের মাঝে।

'তা হলে অন্যরা... ওরা কোথায়?' জানতে চাইল রানা। 'তারাও তোমার মত?'

মুখ হাঁ হতেই বেরিয়ে পড়ল ওটার বড় বড় দাঁত। লাল চোখে ভয়ানক উন্মাদনা। 'ওদেরকে খুঁজে বের করতে হবে। বের করতে হবে। পেতেই হবে ওদেরকে।'

'কী কারণে?' করিডোরে নামতে মানসিকভাবে তৈরি রানা।

'যাতে সম্পূর্ণ দেবতা হতে পারি।'

অবাক চোখে তাকে দেখল রানা। চট্ করে জানতে চাইল, 'কে তৈরি করেছে তোমাকে?' দানবের চোখে চোখ রেখে জবাব খুঁজছে। 'ওরা... আমেরিকান বিজ্ঞানীরা... ওরাই তোমাকে এমন করে দিয়েছে, তা-ই না? আগে মানুষ ছিলে? এখন বাধ্য হয়ে... এই জানোয়ার হয়েছ।'

ঘড়ঘড়ে আওয়াজ বেরোল দানবের গলা থেকে। দুলে দুলে হাসতে শুরু করেছে ফুলে উঠল ঘাড়ের পুরু রগ। দেখে মনে হলো ওগুলো লোহার শক্ত, মোটা তার। ওই ধমনী মানুষের শিরার দ্বিগুণ পুরু। দপদপ করছে, ভিতর দিয়ে বইছে রক্ত বুক ফুলিয়ে রানাকে দেখল, মনে হলো যথেষ্ট খুশি।

'গাধা... গাধা তুমি... সামান্য মানুষ,' প্রায় ফিসফিস করে বলল থুতু ফেলল সামনের পাথরে। 'না... ওরা আমার কিছুই করেনি... যা করার আমিই করেছি!' অদ্ভুত ঘড়-ঘড় আওয়াজ বেরোল বুক থেকে। 'আমার ইচ্ছে ছিল দেবতা হয়ে উঠব... তাই

BanglaBook.org

হয়েছি ঈশ্বর!'

কথাটা শুনে চমকে গেছে রানা। ভাবল, নিজেই চেয়েছে এমন হতে!

'তোমার নাম কী?' কয়েক সেকেণ্ড পর জানতে চাইল। এই মানব-হত্যাকারী জন্তুটার প্রতি বোধ করছে প্রবল ঘৃণা। আগে কখনও এমন ভয়ানক রক্তপিশাচ দেখেছে কি না ভাবতে গিয়ে অবাক হলো– এর বোধহয় তুলনা হয় না!

'আমার নাম... ডেমিয়েন শিল্ড ছিল।'

'ডেমিয়েন... নিজেকে এমন করে নিলে কেন? তুমি দেবতা বা ঈশ্বর হওনি। কেউ অমর নয়। মরতে হবে তোমাকেও।'

হাসতেই বড় বড় দাঁত বেরিয়ে এল ওটার। নীরবে হাসছে। পাথরের মত দাঁড়িয়ে আছে। মনে হলো না দম নিচ্ছে।

'আমি হতে চেয়েছি... ওদের মত,' সংক্ষিপ্ত হাসল। 'পৃথিবীর বুকে যাতে হতে পারি দেবতা। যাকে খুন করা যায় না। আমি এখন সবচেয়ে ক্ষমতাশালী। ...হ্যাঁ, দেবতা! আমাকে খুন করতে পারবে না কেউ! চিরকাল বেঁচে থাকব!'

বদ্ধ-উন্মাদ হয়ে গেছে রাক্ষসটা, ভাবল রানা। বুঝল, কোনওভাবেই একে কিছু বোঝাতে পারবে না।

'তা হলে এই জানোয়ার হওয়ার জন্যে ঝেড়ে ফেলেছ মানবিক সব গুণ?' টিটকারি প্রকাশ পেল রানার কণ্ঠে। পৌঁছে গেছে কার্নিশের কিনারায়। রাগ প্রকাশ পেয়েছে কণ্ঠে।

কর্কশ খল-খল হাসল দানব। পরস্পর ঘষতেই ক্লিক-ক্লিক আওয়াজ তুলল নখ। প্রায় নীরব পরিবেশে গা শিউরে দেয়া শব্দ। আয়েস করে দাঁড়িয়ে আছে সে, যেকোনও সময়ে হামলা করবে।

হাতে সময় নেই, টের পেয়ে গেল রানা। এবার সামনে বেড়ে দু'হাতে ছিঁড়ে ফেলবে ওকে। 'ডেমিয়েন, তুমি রয়ে গেলে সামান্য এক জানোয়ার হয়ে,' সরাসরি দানবের চোখে রাগী চোখ রাখল

BanglaBook.org

রানা। আরও কিছু বলত, কিন্তু চোখের কোণে দেখল, হঠাৎ পিছনের বাঁকে পৌঁছে গেছে জিনা, সঙ্গে অন্যরা। নীরবে গিরিখাদের শেষ অংশের দিকে চলেছে ওরা। বুকে হৃৎপিণ্ডের লাফ টের পেল রানা। নির্বিকার চেহারায় গোপন করল পাহাড়ের ওদিকে চলেছে ওর সঙ্গীরা। দানবের ওপর থেকে চোখ না সরিয়েই দূরত্ব মাপল রানা। এই গিরিখাদের এই অংশ পেরিয়ে ওদিকে যেতে সময় লাগবে কমপক্ষে পনেরো সেকেণ্ড। তাও উড়ে যেতে হবে লেজে আগুন ধরা কবুতরের মত। তার মানেই, অন্তত দশ সেকেণ্ড দেরি করিয়ে দিতে হবে দানবটাকে।

ওটাকে বার কয়েক মাথা নাড়তে দেখল রানা। মনে হলো অগ্ন্যুৎপাতের মত কিছু ঘটছে তার ভিতর। ফুলে উঠেছে বুক। উঁচু হয়েছে মস্ত দু'কাঁধ। যেন ঠিক করে নিল ভারসাম্য। কাছে আসেনি, কিন্তু যেকোনও সময়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে শিকারের ওপর।

'তুমি যদি বুঝতে ক্ষমতা আসলে কী!' ঘড়ঘড়ে স্বরে তাচ্ছিল্যের সুরে বলল সে। 'তুমি আসলে ভাবো... তুমি মানুষ। ভাবো... তুমি পশু না। কিন্তু তোমার চেয়ে... অনেক বেশি মানুষ আমি। তোমার অন্তরের কালো যা... আমি ঠিক তা-ই। আলোয় যা গোপন করো... আমি তা-ই। তোমার চেয়ে ঢের বড় মানুষ আমি। আমার অন্তর অনেক বেশি খাঁটি আর ঐশ্বর্যে ভরা। কারণ আমি কিছুই গোপন করি না।'

ওদের নীচের করিডোরে পৌঁছে গেছে জিনা ও অন্যরা রানার মনে হলো না, টের পেয়েছে দানব। ওর ওপর পূর্ণ মনোযোগ দিয়েছে ওটা।

'তোমাকে জানিয়ে দিতে চাই,' বড় করে দম নিল দৈত্য। মনে হলো শব্দ খুঁজতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছে। 'আমি তোমাকে খুন করব। খুন করব তোমার দলের সবাইকে। আর তারপর হাজার বছর বাঁচব। যেকোনও মানুষের চেয়ে ঢের বেশি। আর

BanglaBook.org

তোমাদের সন্তানরা যখন মরবে... তখনও দুনিয়া শাসন করব আমি...'

নীচের করিডোর ধরে ওদেরকে পেরিয়ে গেছে জিনা।

'আর, এবার,' কর্কশ হাসল দৈত্য, 'তুমি মরবে!'

'মাত্র একটা কথাই বলতে চাই!' গলা চড়িয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করল রানা। 'জানিয়ে দিতে চাই তোমাকে একটা কথা!' চুপ হয়ে গেল ও, পরক্ষণে 'এটা!' বলেই এক হাতে মারলিন রাইফেল তুলেই টিপে দিল ট্রিগার।

প্রচণ্ড শক্তিশালী বুলেটের ভয়ানক আঘাতে পেট চেপে ধরে উবু হয়ে গেল দানব, রাইফেলের নলের ডগা থেকে কমলা আগুনের হলকা চেটে দিয়েছে তার নাক-মুখ। এক লাফে সামনে বাড়ল রানা, খাপ থেকে বের করে নিয়েছে বাউয়ি নাইফ। একপাশ থেকে চালাল দানবের পাঁজরের ওপর। পরক্ষণে কার্নিশ ছেড়ে রওনা হয়ে গেল নীচের করিডোরের দিকে।

পড়তে শুরু করে ডানের দেয়ালে লাথি মেরে সামনে বাড়ল চার ফুট। আরেক লাথি লাগাল বামের দেয়ালে, এগিয়ে গেল আরও চার ফুট। বাড়ছে পতনের গতি। ডান হাতে বাউয়ি নাইফ গেঁথে দিতে চাইল দেয়ালে। ওখান থেকে উঠল আগুনের কমলা ফুলকি। কর্কশ আওয়াজ তুলছে ছোরা। মাত্র দুই সেকেণ্ড পর ধুপ্ করে পাথুরে মেঝেতে পড়ল রানা।

আবছাভাবে টের পেল, সুড়ঙ্গের শেষমাথায় হারিয়ে গেছে সঙ্গীদের মশাল মহাবিপদ বুঝেই দৌড়ে পেরিয়ে গেছে গিরিখাদ হাত-পা অবশ লাগছে রানার, কিন্তু লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে শুনল ধুপ্ আওয়াজ তুলে পিছনে পড়েছে দানব। বিকট গর্জন ছাড়ল ওটা।

করিডোরের শেষে দেখা গেল ধূসর আলো দৌড়াতে শুরু করেছে রানা পাঁচ সেকেণ্ড পর গলা থেকে স্যাচেল বোমা খুলেই

BanglaBook.org

টেনে দিল কর্ড। এবার মাত্র পাঁচ সেকেণ্ড পাবে ও!

পিছনে শুনল ধুপ-ধাপ আওয়াজ। গণ্ডারের মত তেড়ে আসছে দানব! ওটার দিকে স্যাচেল ব্যাগ ছুঁড়েই পরক্ষণে চরকির মত ঘুরে দৌড় দিল রানা, চিৎকার করল, 'জিনা! আমি তোমার বামদিকে! ডাইনে গুলি করো!'

উড়ে চলেছে রানা। বাতাসের ঝটকা টের পেল বামদিকে। ওকে পাশ কাটিয়ে পিছনে গেল ব্যারেট রাইফেলের পাঁচটা .৫০ ক্যালিবারের বুলেট। কয়েকটা আওয়াজ শুনল রানা, যেন মরা কাঠে নামল জোরে কুঠার। চিতার মত লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে গিরিখাদের মুখে পৌঁছল রানা, চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকা জিনাকে কোলে তুলে নিয়েই মোড় ঘুরে ছিটকে পড়ল সামনের জমিতে। মাটিতে পড়বার আগেই চেঁচিয়ে উঠল, 'সবাই শুয়ে পড়ো!'

জিনাকে বুকে নিয়ে পাথুরে, ঢালু জমিতে পড়েছে রানা, গড়াতে শুরু করেছে ওরা। সরে যেতে হবে যেভাবে হোক!

কিন্তু মাত্র এক সেকেণ্ড পর গিরিখাদের মুখ থেকে ছিটকে বেরোল ড্রাগনের জিভের মত লাল আগুনের লকলকে শিখা। প্রচণ্ড শকওয়েভ ছিটকে ফেলে দিল ওদেরকে আরও দূরে। মাথার ওপর দিয়ে গেল আগুনের হলকা। থরথর করে কাঁপছে জমিন। শুরু হয়েছে গুড়-গুড় আওয়াজ। তালা লেগে গেল কানে। রানার কাছ থেকে আলাদা হয়ে গেল জিনা, এখনও দুই হাতে ধরে রেখেছে ব্যারেট রাইফেল।

দশ সেকেণ্ড পর থামল ভূমিকম্প। থমথম করছে চারপাশ। পিছনে চেয়ে রানা দেখল, বুজে গেছে গিরিখাদ। ওখানে আছে শুধু মস্ত সব পাথরের চাঁই। উঠে জিনার পাশে গিয়ে থামল ও, হাঁটু গেড়ে বসে মেয়েটার চোখ-মুখ থেকে সরিয়ে দিল কালচে-সোনালি চুলের গোছা। 'ঠিক আছ তো?'

বার কয়েক কাঁপল জিনার ঠোঁট, তারপর ফিসফিস করে

BanglaBook.org

বলল, 'যিশু! কী হলো?'

মৃদু হাসল রানা, তুলে বসিয়ে দিল জিনাকে। উঠে দাঁড়িয়ে চলে গেল প্রফেসরের পাশে। তাঁকে আগলে রেখেছে তানামুরা। একটু দূরে চিত হয়ে শুয়ে আছে প্রেস্টন ওয়েস্ট, আহত। নড়তে পারছে না, হতভম্ব।

মাটি ছেড়ে উঠে অবাক হয়ে চারপাশ দেখছে টড ওয়েইলার, বিধ্বস্ত গিরিখাদের সামনে গিয়ে মনোযোগ দিয়ে দেখল, হাতে শটগান। দানবটাকে সামনে পেলে গুলি করবে। ভুরু কুঁচকে গেল তার। বার কয়েক মাথা নাড়ল। ঘুরে চাইল রানার দিকে। 'মারা গেছে, নইলে ওদিকে রয়ে গেছে!'

মাথা দোলাল রানা। আরেকবার দেখল জিনাকে। হাঁটু গেড়ে বসেছে মেয়েটা। আস্তে আস্তে ডলছে চোখ। প্রায় ফিসফিস করে বলল, 'ভয়ঙ্কর বোমা ছিল। সৈনিক না হয়ে ব্যাঙ্কের কেরানি হলেই ভাল করতাম... বা অন্য কিছু...'

হেসে ফেলল রানা।

'ভাল কারও বউ হয়ে যাও, এখনও সময় আছে,' দুর্বল গলায় পরামর্শ দিলেন সিরাজউদ্দীন। চট্ করে দেখে নিলেন রানাকে। আবার বুজে ফেললেন চোখ।

খাড়া পাহাড়ের দিকে চাইল জিনা। 'ওটাকে পেছনে ফেলে আসতে পেরেছি? ওটার বাঁচার কথা নয়।' কাঁধে ব্যারেট রাইফেল ঝুলিয়ে নিয়ে বলল, 'বাঁচবে কী করে!'

সোজা হয়ে বসেছে তানামুরা, মাথা নাড়ছে। চোখে-মুখে রাগ।

'নিশ্চিত নই কেউ,' বলল রানা, 'বিস্ফোরণ খুব কাছেই ছিল, তবে খুব দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠে ওটা। গতরাতে যেভাবে আহত হয়েছে, তারপরেও আজ দেখলাম প্রায় সুস্থ।'

'তুমি ওটার কত কাছে ছিলে?' জানতে চাইল ওয়েইলার।

BanglaBook.org

'প্রথমে চার ফুট, তারপর আরও কাছে।' একটু দূরে পড়ে আছে রানার বাউয়ি নাইফ। ওটা তুলে নিয়ে দেখল ও। ধুলো ভরা ফলায় চট্-চট্ করছে দানবের রক্ত। প্যান্টে রক্ত মুছে নিয়ে খাপে রেখে দিল ছোরা। বুঝতে পারছে, দেরি না করে রওনা হয়ে যাওয়া উচিত। নিজেও আহত। অ্যাড্রেনালিনের প্রভাবে ব্যথা টের পাচ্ছে না, কিন্তু একটু পরেই শুরু হবে। তার আগে পৌঁছে যেতে হবে ব্ল্যাকহক হেলিকপ্টারের কাছে।

''প্রফেসরকে বয়ে নিতে পারবে?' তানামুরার দিকে চাইল রানা।

'হাই।' উঠে দাঁড়াল গম্ভীর জাপানি, হাতে এখনও তলোয়ার। একবার দেখল টিলা, তারপর খাপে রেখে দিল প্রিয় অস্ত্র। 'দেরি করা ঠিক হবে না। প্রফেসরের মেডিকেল চিকিৎসা দরকার। নইলে হয়তো...'

এমনি সময় থমকে গেল ওরা। ভেসে এসেছে ওটার ক্রুদ্ধ হুঙ্কার। তবে ভাল মত আহত হয়েছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

চমকে উঠে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল ওরা। তার মানে এত বড় বিস্ফোরণেও মারা পড়েনি ওটা। সেরেও উঠবে শীঘ্রি।

শোনা গেল আরও কয়েকটা হুঙ্কার।

দেরি না করে স্ট্রেচারের একমাথা ধরল রানা, অন্য প্রান্তে তানামুরা। সামনে চলেছে ওয়েইলার। পিছনে পাহারায় থাকল জিনা ও আহত প্রেস্টন। নীরবে পা চালাল ওরা কালো পাহাড়ের কিনার ধরে, মনে অকথিত আতঙ্ক। পিছনে পড়ে রইল পরিত্যক্ত খনি ও বুজে যাওয়া গিরিখাদ।

BanglaBook.org

পচা সব পাতার মাঝে হামাগুড়ি দিচ্ছে সে, ছটফট করছে ভীষণ ব্যথায়। বুকে বেদম যন্ত্রণা কষ্ট হচ্ছে দম নিতে। ছোট এক ঢালু জায়গায় গড়িয়ে নামল সে, ঠেস দিল বড় এক পাথরে। পাশ দিয়ে

কুলকুল করে বইছে ঝর্না। প্রচণ্ড জ্বলছে পুড়ে যাওয়া গা। বুঝতে পারছে না এত ব্যথা এল কোথা থেকে।

মনে আছে, শীতল পাথুরে জমিতে হামাগুড়ি দিয়ে পিছিয়ে এসেছিল। উঠে দাঁড়াতে পারেনি, সম্ভব হয়নি সরে যাওয়া। চোখে কিছুই দেখছিল না। পড়েছিল পাথুরে মেঝেতে। রাগে-দুঃখে গর্জন ছেড়েছে। আবারও উঠতে চেয়েছে, কিন্তু পারেনি।

তারপর অনেকক্ষণ পর হামাগুড়ি দিয়ে সরে এসেছে এদিকে। এখানে ঝর্নার পাশে ছায়া আছে। এখনও কিছুই দেখছে না চোখে। কোথায় যেন হারিয়ে গেছে সব শক্তি। আর সারা শরীর জুড়ে কী অসহ্য যন্ত্রণা! হাতদুটো মুঠো করে ফেলল সে। স্পর্শ করতে চাইল দেহ। ঝলসে গেছে চামড়া ও মাংস। উহ্, জ্বলে যাচ্ছে শরীর! রাগে-হতাশায় গর্জন ছাড়ল সে। খুন করে ফেলবে সবাইকে! গা মুচড়ে উঠছে মারাত্মক জ্বলুনিতে! হাঁটুর ওপর ভর করে উঠে বসল, আবার শুরু করল হামাগুড়ি। কোথায় যেন যেতে হবে তাকে– কিন্তু কোথায়?

একঘণ্টা হামাগুড়ি দেয়ার পর টের পেল, কমছে ব্যথা। তা-ই হওয়ার কথা। মনে পড়ল ভোরের পর কী ঘটেছে। হ্যাঁ, খুন করবে সে ওই লোকগুলোকে! কিন্তু এখন না! আগে শক্তি পেতে হবে হামাগুড়ি দিতে দিতে একটা শেকড়ে পা পিছলে গেল তার টিলা থেকে পড়তে পড়তেও সামলে নিল পাথরের মত পড়ে রইল চুপ করে।

চিন্তা এল: হ্যাঁ, বিশ্রাম চাই। পানি খেতে হবে। আঁধার নামলে খুঁজে বের করবে শিকার মাংস খেলে শক্তি হবে শরীরে। সেরে উঠবে জখম। ইমিউন সিস্টেম সুস্থ করে তুলবে তাকে। তাতে বেশিক্ষণ লাগবে না, বড়জোর এক বেলা। একবার মাংস খাওয়ার পর একটা ঘুম দিলেই ফিরবে সমস্ত শক্তি।

তখন!

BanglaBook.org

হ্যাঁ, তখন!

আবার ফিরবে সে!

ওদেরকে খুন করবে!

কারও রক্ষা নেই! কারও না!

রেডিয়োর মাধ্যমে পথ চিনে নিয়ে দূরের গাছের মাথা ছুঁয়ে ছুটে এল ব্ল্যাকহক হেলিকপ্টার। ঘনিয়ে এসেছে সন্ধ্যা, একটু পর চারপাশ হয়ে উঠবে আঁধার। মস্ত আগুন জ্বেলেছে রানা, সেই হলদে আলোয় অ্যামফিথিয়েটারের মত এক জায়গায় নামতে সমস্যা হলো না চার রোটরের মস্ত হেলিকপ্টারের।

ঘুরে দাঁড়িয়ে পিছনে ফেলে আসা ট্রেইল দেখল রানা।

সাবধানে হেলিকপ্টারে তোলা হয়েছে অসুস্থ প্রফেসরকে। আকাশযানের দরজার কাছ থেকে হেঁকে উঠল তানামুরা, 'মিস্টার রানা! আমরা রওনা হব! চলে আসুন!'

ঘুরে দাঁড়িয়ে কপ্টারের দিকে পা বাড়াল রানা।

অন্যরা চেপে বসেছে কপ্টারে, তবে এখনও চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে জিনা। ওর কাঁধে হাত রেখে যান্ত্রিক ফড়িঙে উঠতে ইশারা করল রানা। ওর পাশেই হান্টার, রানা-জিনা উঠতেই লাফ দিয়ে চাপল কপ্টারের মেঝেতে। বুড়ো আঙুল তুলে পাইলটকে ইশারা করল এক ক্রু— রওনা হোন!

ফ্যাকাসে নীল আকাশে হাজারো ঝিকিমিকি নক্ষত্র। আধ মিনিট পর গাছের মাথা ছাড়িয়ে ওপরে উঠল হেলিকপ্টার, ঘুরে গেল দক্ষিণে বাড়তে শুরু করেছে গতি, সেই সঙ্গে উচ্চতা।

মনে স্বস্তি অনুভব করল না রানা।

ক্রুদের একজন বোধহয় ট্রেইণ্ড মেডিক, প্রফেসরের বাহুতে আইভি দিল সে। টিউবের ভিতর ইনজেক্ট করল ওষুধ। কয়েক মুহূর্ত ওদিকে চেয়ে রইল রানা, তারপর ঘুরে চাইল হান্টারের

BanglaBook.org

দিকে। এলোমেলো করে দিল ওটার ঘাড়ের রোম। জবাবে ক্লান্ত চোখে রানাকে দেখল নেকড়ে।

ওর মতই, আমাদের সবার দরকার খাবার ও বিশ্রাম, ভাবল রানা। উপত্যকা পিছিয়ে যেতেই ওদিকে চাইল। এখনও অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে ওর: সত্যিই, কথা বলেছে ওই দানব...

চার

কিছুক্ষণ চারপাশে চোখ রাখবার পর বলতে গেলে হাসতে হাসতে ডাক্তারের বাড়িতে ঢুকে পড়ল ডেপুটি মার্শাল টম জেরাল্ড। কোথাও কোনও অ্যালার্ম বা ক্যামেরা নেই। পরিপাটি বাড়ি। আসবাবপত্র দামি মেহগনি কাঠের। প্রথমেই ডেন-এ এসে ঢুকল জেরাল্ড। ঘুরে দেখল কিচেন ও ডাইনিং রুম। ওর মনে হলো, বাড়িতে বেশিক্ষণ না থেকে দিন-রাত ল্যাবোরেটরিতে কাটায় লোকটা।

কিচেনে প্রচুর পরিমাণে স্বাস্থ্যকর সব খাবার, নানান জড়িবটি ও ভিটামিন। প্রতিটি শেলফ ও মস্ত রেফ্রিজারেটারে বেশ কিছু প্রেসক্রিপশন। কিচেন দেখা শেষ করে বেডরুমে ঢুকল জেরাল্ড।

ডেন-এর চেয়ে অনেক দামি আসবাবপত্রে সাজানো বেডরুম। একপাশে ওক কাঠের প্রকাণ্ড রাজকীয় খাট। তার ওপর বিছিয়ে রাখা হয়েছে মখমলের নীল, পুরু চাদর নাইটস্ট্যাণ্ডের ড্রয়ার খুলে দেখল জেরাল্ড। ভিতরে ভিটামিনের বোতল, ভিটামিনের ওপর লেখা একটা বই, একটা ফ্ল্যাশলাইট ও একটা রিভলভার।

BanglaBook.org

ভুরু কুঁচকে অস্ত্রটা নিল জেরাল্ড। ওটা .৩৮ ক্যালিবারের স্মিথ অ্যাণ্ড ওয়েসন। ব্যারেল চার ইঞ্চি দীর্ঘ। গ্লাভস পরা হাতে সিলিণ্ডার খুলল, ভিতরে ছয়টি হলো-পয়েন্ট বুলেট। যেখানে ছিল সেখানেই অস্ত্রটা আবার রেখে দিল। চারপাশ দেখে নিয়ে থামল ক্লযিটের সামনে। ভিতরে রয়েছে কিছু নীল, কালো ও ধূসর সুট। প্রতিটি দামি, তৈরি করেছে নামকরা দরজি।

ক্লযিটের একপাশে মাউন্টেনিয়ারিং গিয়ার। আইস অ্যাক্স ও ক্র্যাম্পনগুলো ব্যবহৃত। আরেক পাশে দামি গোর-টেক্স জ্যাকেট, মাস্ক, হেলমেট, গ্লাভস, প্যান্ট, বুট– আর্কটিকে এক্সপিডিশনে গেলে যা লাগবে, তার সবই আছে এখানে।

আবার ডেন-এ ঢুকল জেরাল্ড, মনোযোগ দিল বুক-শেলফে। নানান বই তাকে। তার ভিতর বেশি ফিলোযফি, ক্লাসিক সাহিত্য, আধুনিক সাহিত্য আর ইতিহাস। আরেক পাশে অ্যানথ্রোপোলজি, আর্কিয়োলজির বই। নীচের তাকে মেডিকেল জার্নাল ও ক্যাটালগ করা মেডিকেল পিরিয়োডিকালের ইনডেক্স। একাংশে তুলনামূলক মেডিকেল বই ও বিদেশি ভাষার ডিকশনারি। একদম নীচের তাকে রেফারেন্স ম্যানুয়াল ও জীবনীমূলক বই।

একটা বই নিয়ে খুলল জেরাল্ড। একটু পর রেখে দিল। আবারও চোখ বোলাল বুক-শেলফে। বায়োলজিকাল ওঅরফেয়ার, মিলিটারি রিসার্চ বা এ ধরনের কোনও বই নেই এখানে। সরে এসে অন্য দিকে যাবে ঠিক করেছে, এমন সময় একটা বই চোখে পড়ল ওর।

ওটা একটা ম্যাগাযিন, বুকে গুঁজে রাখা হয়েছে হলদে খাম। শেলফ থেকে পত্রিকাটা নিল জেরাল্ড, চোখ রাখল কাভারে। বড় অক্ষরে লেখা: নর্থ আমেরিকান অ্যানথ্রোপোলজি, জুলাই, ২০০৫।

হলদে খাম সরিয়ে পত্রিকার ওই অংশ খুলল জেরাল্ড। প্রথমেই বড় একটা ছবি। নীচে লেখা: ক্লাসিফায়েড অ্যায

BanglaBook.org

হোমোথেরিয়াম।

ইলাস্ট্রেশনে ভীতিকর ও হিংস্র চেহারার এক কঙ্কাল। দেখতে অনেকটা মানুষের কঙ্কালের মতই। সেবার টুথ্ড্ বাঘের সঙ্গেও মিল রয়েছে। দু'পায়ে ভর করে দাঁড়িয়ে আছে। দীর্ঘ হাতদুটো ঝুলে পড়েছে হাঁটুর নীচে। হাঙরের দাঁতের মত বড় দাঁত, গভীরভাবে গেঁথে আছে চোয়ালে। কঙ্কালের পাশেই হাতে আঁকা জন্তুটার কাল্পনিক ছবি। জেরাল্ডের মনে হলো, দাঁতালো বাঘ আর আধুনিক মানুষের মিশ্রণে অদ্ভুত কোনও প্রাণী ছিল ওটা, ভয়ঙ্কর লড়াকু এক শিকারি।

মনে মনে প্রশংসা করল জেরাল্ড ওই জন্তুর। বিড়বিড় করে বলল, 'পিস্তল না থাকলে ওটার সঙ্গে লড়তে যাব না।'

ধীরেসুস্থে আর্টিকেলটা পড়তে লাগল। ভিতরেও ইলাস্ট্রেশন আছে। নীচে লেখা: 'হোমোথেরিয়াম ছিল প্রাগৈতিহাসিক সময়ের অন্যতম হিংস্র শিকারি। আলাস্কার উত্তর ঢালে দু'হাজার পাঁচ সালের জানুয়ারি মাসে তার দেহ আবিষ্কার করে আইডাহোর এক আর্কিয়োলজিকাল টিম। প্রায় নিখুঁত ছিল ওই লাশ। পড়ে ছিল আদিম আমলের এক হোমো সেপিয়েন্সের ওপর। বিজ্ঞানীরা এখনও তাকে ক্লাসিফাই করতে পারেননি। তাঁদের ধারণা, নীচে পড়ে থাকা লাশটি নিয়ানডারথালেরই দূর-সম্পর্কের কোনও আত্মীয়। সম্ভবত সাইবেরিয়া থেকে এসেছে। বেয়ারিং স্ট্রেইটের দ্বীপগুলো পেরিয়ে আলাস্কায় পা রাখে বারো হাজার বছর আগে।'

দেয়া হয়েছে খননের কিছু ছবি। মনোযোগ দিয়ে দেখল জেরাল্ড। কঙ্কালের সঙ্গে অনেক মিল আঁকা ছবির। অনেকক্ষণ ধরে দেখল দুই ছবি। বাঘের মত দাঁতাল যে লাশের নীচে পাওয়া গেছে নিয়ানডারথালের মত দ্বিতীয় লাশ, তার কঙ্কালের ছবি দেয়া হয়নি।

'মরা মানুষের লাশের বুকে দাঁতাল দৈত্য?' বিড়বিড় করল

BanglaBook.org

জেরাল্ড। 'এর মানে কী?'

একটু পর সন্ধ্যা হবে, নতুন করে জেগে উঠতে শুরু করেছে শহর। বাইরে আওয়াজ পেল জেরাল্ড। পাত্তা না দিয়ে আবারও দেখল ছবি। নতুন করে পড়ল আর্টিকেল। দ্বিতীয় লাশের ছবি নেই কেন, ভাবল আনমনে। তখনই খেয়াল করল দাঁতাল কঙ্কালের করোটি।

ভালভাবে বুঝতে অন্য অ্যাংগেলে ছবিটা দেখল। যথেষ্ট আলো নেই। মুখ নিয়ে গেল ছবির তিন ইঞ্চি দূরে। কঙ্কাল প্রায় আস্ত, কিন্তু ভেঙে গেছে পাঁজরের দুটো হাড়। গ্লেসিয়ারের বরফে চাপা পড়েছিল বলে রক্ষা পেয়েছে কঙ্কাল। করোটির এক দিক ঠেলে উঠে এসেছে, অস্বাভাবিক হয়েছে মাথার তালু। প্যাথোলজি পড়েছে বলে বুঝতে পারল জেরাল্ড, স্লেজহ্যামারের মত ভয়ঙ্কর কিছু দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত হানা হয়েছে করোটির ওপর। নিখুঁতভাবে তোলা হয়নি ফোটো, কাজেই অ্যানালাইয করা অসম্ভব। কিন্তু আন্দাজ করা গেল, করোটিতে তৈরি হয়েছিল মুঠোর মত গর্ত।

অস্বস্তি নিয়ে পত্রিকা বন্ধ করল জেরাল্ড, ঠিক জায়গায় রেখে দিল। বুঝে গেছে, সন্দেহজনক কিছুই পাবে না এই বাড়িতে। সাবধানে চলে গেল সদর দরজার পাশে। সামান্য ফাঁক করে উঁকি দিল বাইরে। রাস্তা এখনও প্রায় ফাঁকা। বেরিয়ে এসে কায়দা করে আটকে দিল দরজার ওদিকের ছিটকিনি। উদাস ভঙ্গি নিয়ে বেরিয়ে এল ফুটপাথে। পাঁচ সেকেণ্ড ওখানে দাঁড়িয়ে চারপাশ দেখল। একটু দূরের এক বাড়ি থেকে ইভিনিং ওঅকে বেরোলেন এক বৃদ্ধ।

তাঁর উল্টো দিকে যেতে হবে জেরাল্ডকে, রওনা হয়ে গেল ধীর পায়ে। চিন্তিত। এত ভয়ঙ্কর জন্তুর করোটি ফাটিয়ে দিল কে? কার ছিল এত শক্তি? আর কী কারণে এত আগের পত্রিকা সংগ্রহে রেখেছে ডক্টর গ্রেবার? আনমনে কাঁধ ঝাঁকাল জেরাল্ড। যা-ই

BanglaBook.org

হোক, পুরো ব্যর্থ নয় ও। পাওয়া গেছে অদ্ভুত এক রহস্যের খোঁজ।

বেশ কয়েক ব্লক দূরে রেখে এসেছে গাড়ি, আর্টিকেলটার কথা ভাবতে ভাবতে শেষ মোড়ের কাছে পৌঁছে গেল জেরাল্ড। বুঝতে পেরেছে, ওই আর্টিকেল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু কোন্‌দিক থেকে, তা জানে না। যে জন্তু অনেক আগেই বিলুপ্ত হয়েছে, ছবি তার। কিন্তু ওটার সঙ্গে সম্পর্ক আছে ডক্টর গ্রেবারের। হয়তো সম্পর্ক আছে টিপা মুইয়েরও।

হাতে হাত রেখে জেরাল্ডকে পাশ কাটিয়ে গেল দুই যুবক। দারুণ খাতির তাদের ভিতর।

নিজের দু'হাত প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে হেঁটে চলল জেরাল্ড। পাশ কাটাল বয়স্ক কয়েকজনকে, তাঁরা কেউ দল বেঁধে বাস্কেটবল খেলছেন, বা বসে বসে গল্প করছেন। যারা ড্রাকুলার মত বহু রাত পর্যন্ত জেগে থাকে, তাদের জন্য নতুন করে জেগে উঠতে শুরু করেছে শহর। এরই ভিতর বেড়ে গেছে মানুষের চলাচল। একটু পর শুরু হবে রাস্তায় ভিড়।

দুই যুবককে পাশ কাটাল জেরাল্ড। ওর মনে হলো ড্রাগস্ কেনা-বেচা করছে তারা। পাত্তা দিল না। ভাবতে ভাবতে চলেছে। একটা একটা করে একত্র করতে শুরু করেছে সূত্র। ওই জানোয়ার, কিলিং টিম... তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা... যদিও এসবের সঙ্গে মেলানো যাচ্ছে না ডক্টর গ্রয়্যারের মৃত্যু। ওই জানোয়ার সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কিছু আবিষ্কার করেছিল সে। ডিএনএ-র কিছু? আর সেজন্য মরতে হলো তাকে? পেশাদার সিআইএ খুনি...

একপাশে দীর্ঘ ছায়া দেখল জেরাল্ড। কী ব্যাপার... ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়াতে চাইল ও। অস্ত্রের জন্য হাত বাড়াল হোলস্টারে। বুঝে গেছে, হামলা হতে যাচ্ছে ওর ওপর। ভুল হয়নি, চোখের

BanglaBook.org

কোণে দেখল মাথার দিকে নামছে ধূসর এক স্টিলের রড। রড নয়, পাইপ। ওটা ঠাস্ করে নামল ওর মাথার তালুতে। অবশ হয়ে গেল দেহ। ডান হাত থেকে রাস্তায় পড়ল সিগ সাওয়ার .৪৫। পরের আঘাতটা আসবার আগেই রাস্তায় শরীর গড়িয়ে দিল জেরাল্ড।

এক সেকেণ্ড পর কান লক্ষ্য করে নামল পাইপ। হামলা করেছে মস্ত আকারের এক কালো দৈত্য। ঝট্ করে সরে গেল জেরাল্ড। পাইপ পড়ল রাস্তার ওপর, ওর চোখে-মুখে ছিটকে লাগল সিমেন্টের টুকরো। বাইম মাছের মত গা মুচড়ে সরে গিয়েই পা তুলে দৈত্যের পেটে জোরালো লাথি বসাতে চাইল জেরাল্ড। কিন্তু অভিজ্ঞ লড়াকু নিগ্রো, ঊরু ব্যবহার করে ঠেকিয়ে দিল লাথি। এদিকে তার সঙ্গীর পাইপ পড়ল অসহায় জেরাল্ডের চোয়ালে। পাইপের বাড়তি অংশ লাগল বুকে। প্রচণ্ড ব্যথায় প্রায় গোল হয়ে গেল জেরাল্ড। বুকে আটকে গেছে দম।

কিছুই বুঝতে পারছে না। বুকে টেনে নিতে চাইল বাতাস, এমন কী ব্যথাও টের পেল না। বুঝল, খারাপভাবে আহত হয়েছে। দৈত্যের মত মস্ত কালো লোকটা খপ্ করে খামচে ধরল ওর শার্ট, প্রায় তুলে ফেলল ওকে, অন্য হাতে মাথার ওপর তুলল পাইপ। এবার নেমে আসবে শেষ আঘাত।

গনগনে রাগ নিয়ে ওকে দেখছে লোকদুটো।

ভয় পেতেও ভুলে গেছে জেরাল্ড। তখনই হাত নড়ে উঠল ওর, খপ্ করে গোড়ালির খাপ থেকে বের করে নিল .৩৮ ক্যালিবারের রিভলভার। মুষ্টিযোদ্ধার আপারকাটের মত হাত তুলেই গুলি করল দৈত্যের থুতনিতে। আগ্নেয়াস্ত্রের গর্জন শুনে এক লাফে পিছিয়ে গেল দ্বিতীয় আক্রমণকারী। এখনও দম নিতে পারছে না জেরাল্ড, তাক করল অস্ত্র। ঘুরেই দৌড় শুরু করেছে হবু আততায়ী।

BanglaBook.org

'থামো!' কর্কশ কণ্ঠে সতর্ক করল জেরাল্ড।

দৌড়ের গতি বাড়ল লোকটার। নিজের নিয়ন্ত্রণ হারাতে শুরু করেছে জেরাল্ড, আছে শুধু তীব্র ব্যথা। কিছুই পাত্তা দিতে চাইল না, টিপে দিল ট্রিগার। বিশাল এক লাফ দিয়েছে কৃষ্ণাঙ্গের সঙ্গী, তখনই বুলেট বিঁধল মেরুদণ্ডে। সিনেমার দৃশ্যের মত শূন্যে হোঁচট খেল সে, দু'হাত ছড়িয়ে দিল দু'দিকে, রাস্তায় পা রেখে সামনে বাড়ল এক পা, তারপর দড়াম করে পড়ল উপুড় হয়ে। লাশ হয়ে গেছে।

কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে শুয়ে থাকল জেরাল্ড, দম চালু হতেই টের পেল পাঁজরে ভীষণ ব্যথা। কাত হয়ে হাঁটুর ওপর ভর করে উঠে বসল। প্রতি দমে খচ-খচ করছে বুকে। হামাগুড়ি দিতে শুরু করে চলে গেল মৃত কালো দৈত্যের পাশে। রাস্তা থেকে তুলে নিল সিগ সাওয়ার, রেখে দিল হোলস্টারে। হাতে রয়ে গেছে রিভলভার, উঠে দাঁড়িয়ে টলতে টলতে পৌঁছে গেল নিজের গাড়ির পাশে। খেয়াল করল না, ফাঁকা হয়ে গেছে বাস্কেটবল কোর্ট। কেউ নেই রাস্তায়। দরজা খুলে ড্রাইভিং সিটে বসে ইঞ্জিন চালু করল জেরাল্ড, রওনা হয়ে গেল।

পুলিশের জন্য অপেক্ষা করা উচিত হবে না। চিকিৎসা দরকার, কিন্তু যাওয়ার উপায় নেই হাসপাতালে। পিছনে লেগে গেছে আততায়ী, আপাতত হারিয়ে যেতে হবে ওকে। নইলে আহত অবস্থায় আসবে আকস্মিক মৃত্যু। বুকে হাত রেখে জেরাল্ড টের পেল, ভীষণ ঘামছে ও, সেই সঙ্গে থরথর করে কাঁপছে দেহ

সামনে বাঁক নেয়ার সময় গুঙিয়ে উঠল ব্যথায়। তারই ভিতর বুঝল, কোথাও ফেলে যেতে হবে এই গাড়ি, নইলে ওকে ট্রেস করবে পুলিশ। মারাত্মক জখমের কারণে বেরোতে পারবে না এই শহর ছেড়ে কোনও গাড়ি চুরি করবার অবস্থায় নেই ও

পরিচিত রাস্তার সাইনবোর্ড দেখতে দেখতে চলেছে। বামে

BanglaBook.org

বাঁক নিয়ে মনে মনে বলল, আশা করি কেউ পিছু নেয়নি। বুঝে গেছে, এখনও বসে থাকতে পারছে শুধু বাড়তি অ্যাড্রেনালিন, শক ও ভয়ের কারণে। কিন্তু যেকোনও সময়ে জ্ঞান হারাবে। এখন খুব জরুরি কোনও সেফহাউসে ওঠা। এমন কোথাও, যেখানে লুকিয়ে থাকতে পারবে নিরাপদে।

বার-বার চেতনা হারাতে চাইছে জেরাল্ড, সোজা গাড়ি নিয়ে চলল *পাথর ভাঙা* হ্যাঙ্ক ডিগবার্টের বাড়ির দিকে।

ঘামে চট-চট করছে টিপা মুইয়ের জট পাকিয়ে যাওয়া চুল, গত আটচল্লিশ ঘণ্টা একাধারে কাজ করে চলেছে সে। চোখ ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের মনিটরের ওপর, দেখছে অসংখ্য ডিএনএ-র স্ট্র্যাণ্ডের স্যাম্পল। কাজটা খুবই কঠিন, এমন কী বিশ্লেষণ করছে ডিএনএ-র বেসিক চরিত্রগুলোও। কেমন হবে চোখের রং বা কোন্ রঙের চুল, তাও বাদ পড়ছে না। টিপা খুঁজছে অস্বাভাবিক কিছু। তবে তেমন কিছু এখনও চোখে পড়েনি ওর।

শত শত ডিএনএ-র স্ট্র্যাণ্ডের ভিতর থেকে হয়তো বেরিয়ে আসবে কিছু, যাতে বোঝা যাবে ওই দানব আসলে কে বা কী। ঠিক কী খুঁজছে বলতে পারবে না টিপা, কিন্তু বুঝতে পারছে, ওটা দেখলেই বুঝতে পারবে। বড় একটা ডায়াল ঘোরাল ও, দপ্ করে উঠল মনিটর, দেখা দিল আরেকটা মলিকিউল।

টেবিলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে চাইনিয ও ইটালিয়ান খাবারের খালি বাক্স। দু'হাত বুকে ভাঁজ করে রেখেছে টিপা, মনোযোগ দিয়ে দেখছে মলিকিউলের নড়াচড়া। হিসাব কষছে ওটার ইলেকট্রন কয়টা বা কেমন মলিকিউল ওজন।

অচেনা ডিএনএ একেবারেই রহস্যময়। আবারও সামনে ঝুঁকে স্ট্র্যাণ্ড দেখল টিপা। খেয়াল করল, বেড়ে গেছে ট্র্যান্সমিটারগুলো, সেইসঙ্গে রিফ্লেকটারগুলোও এগুলো দ্রুত তৈরি করে প্রোটিন।

BanglaBook.org

মৃদু হাসল টিপা, ফিসফিস করে বলল, 'আচ্ছা! এবার ধরেছি তোমাকে!'

প্রোটিন অ্যানালাইয করল আরও একঘণ্টা, তুলনা করল গরিলা, বাঘ ও মানুষের সঙ্গে। এই তিন প্রাণীর সঙ্গে অচেনা ডিএনএ-র কোনও মিল নেই। আবারও নতুন উদ্যমে ডিএনএ-র স্ট্র্যাণ্ড পড়তে শুরু করল টিপা মুই। এক পা এক পা করে সামনে বাড়তে হচ্ছে ওকে। হিসাব কষছে মলিকিউলের, তুলনা করছে অসংখ্য মানুষের ডিএনএ-র সঙ্গে। অনেকক্ষণ পর হতাশাজনক আবারও সেই একই ফলাফল এল।

প্রোটিনের ভিতর রয়েছে মাথা খারাপ করে দেয়া কেমিকেল–ওটা আসছে একটা স্ট্র্যাণ্ডের সিগমেন্ট থেকে। টিপা বুঝে গেছে, ওটা কী ধরনের প্রোটিন বা এনযাইম তা চিনতে হলে লাগবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। আর তখনও হয়তো বোঝা যাবে না আসলে কী ধরনের জন্তু ওটা। ঠিক করল হাল ছাড়বে না, সময় লাগুক, কিন্তু জিততে হবে ওকে এই প্রতিযোগিতায়। ডিএনএ পরীক্ষা করবার জন্য পড়ে আছে সারারাত। হঠাৎ মনটা খারাপ হয়ে গেল ওর, মনে পড়েছে ডক্টর নিনা সয়্যারের কথা। বেচারিকে মেরে ফেলেছে কেউ...

BanglaBook.org

'হায়, ঈশ্বর!' বাড়ির পিছন-দরজা খুলেই চমকে গেল প্রাক্তন মার্শাল হ্যাঙ্ক ডিগবার্ট। সামনে দাঁড়িয়ে টলছে রক্তাক্ত-ঘর্মাক্ত টম জেরাল্ড, ধুপ করে পড়ে যাবে যেকোনও সময়ে সরে এসে ভিতরে স্যাঙাৎকে ঢুকতে দিল ডিগবার্ট।

মিটলোফ স্যাণ্ডউইচ খেতে খেতে দরজা খুলেছে সে, ওটা ফেলে দিয়ে শক্ত হাতে ধরল জেরাল্ডকে, নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিল কিচেনের চেয়ারে। ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, জেরাল্ডের দিকে না চেয়ে ওর হোলস্টার থেকে সিগ সাওয়ার পিস্তল নিয়ে নল তাক করল

খোলা দরজার দিকে। হারিয়ে গেছে অলস ভঙ্গি, আগের মত হয়ে উঠেছে সতর্ক বাঘ। লাফিয়ে বেরিয়ে গেল বাইরে, সতর্ক চোখে দেখল চারপাশ। না, ধারে-কাছে কেউ নেই!

বাইরের ফ্লাডলাইট জ্বেলে দরজা বন্ধ করল ডিগবার্ট, আটকে দিয়েছে ভারী বল্টু। এবার নজর দিল জেরাল্ডের দিকে। প্রথমেই পরখ করল বুকের ক্ষতটা।

ব্যথা পেয়ে গুঙিয়ে উঠল জেরাল্ড। কাশতে শুরু করেছে। কথা বলতে কষ্ট হলো ওর, 'ওরা... ওই বাড়ির বাইরে অপেক্ষা করছিল।'

ভয়ানক খারাপ কিছু গালি বেরোল হ্যাঙ্ক ডিগবার্টের মুখ থেকে। জেরাল্ডের বগলে কাঁধ ভরে দাঁড় করিয়ে ফেলল ওকে। অন্য হাতে সিগ সাওয়ার। জেরাল্ডকে নিয়ে সাবধানে বেরিয়ে এল কিচেন থেকে। বলল, 'কপাল ভাল যে ক্যারি নেই। তিন দিনের জন্যে বোনের বাড়িতে গেছে। তোমাকে এই অবস্থায় দেখলে আক্কেল গুড়ুম হয়ে যেত ওর। ফলে হাজার হাজার গালি হজম করতাম আমি। ধরে নিত আমিই তোমাকে বিপদে ফেলেছি। চলো, তোমাকে নিয়ে যাব বেযমেন্টে। কোনও চিন্তা নেই, বাছা... কোনও চিন্তা নেই! যা লাগবে সবই আছে বুড়ো *পাথর ভাঙার* কাছে! সবই হাতের কাছে রেখেছে সে! দুই দিনে সিধে করে দেবে তোমার ভাঙা কোমর!'

'কে তোমাকে বলল আমার কোমর *ভেঙেছে?*' নাক কুঁচকে বলল জেরাল্ড। 'আমার বুক ভেঙেছে। তাও প্রেমের কারণে না।'

'আহা, আর কথা বলে না!' হোঁচট খেতে খেতে সিঁড়ি বেয়ে নামল ওরা। সাবধানে একটা কটে জেরাল্ডকে শুইয়ে দিল ডিগবার্ট। পাশ থেকে নিল সবুজ রঙের স্পেশাল ফোর্সেস ইমার্জেন্সি সার্জিকাল কিট। দাঁত দিয়ে কেটে ফেলল প্যাকেটের মুখ, ওটা থেকে নিল দুটো নীল বড়ি। এক গ্লাস পানি দিল

BanglaBook.org

জেরাল্ডকে।

ওই দুই নীল বড়ি মুখে পুরে এক ঢোক পানি খেল টম।

জখম পরীক্ষা করতে শুরু করেছে ডিগবার্ট। ঘোঁৎ করে উঠল, 'পাঁজরে কয়েকটা হেমোটোমা হয়েছে, বাছা। ব্যাট বা পাইপ দিয়ে আচ্ছামত পেটাতে চেয়েছে কেউ। ব্যাট না পাইপ, বুঝলাম না। তাতে কিছু না, আসল কথা তুমি আহত।'

'পাইপ। দু'জন ছিল। ওরা মারা গেছে।'

'তা-ই? চোখের পানি ফেলতে পারছি না।' জেরাল্ডকে কোট ও শার্ট খুলতে সাহায্য করল ডিগবার্ট।

জেরাল্ড আবারও শুয়ে পড়তে সাবধানে পাঁজরের হাড় পরখ করে দেখল ডিগবার্ট। 'ফুলে গেছে। ফাটল ধরে থাকতে পারে, কিন্তু ভাঙেনি। তাতে যে ব্যথা কম হবে, তা নয়। হাড় ভাঙলে যা, ফাটল ধরলেও সেই একই ব্যথা।' চট্ করে জেরাল্ডের ঘাড় ও কাঁধ দেখল। 'রক্ত পড়েছে বেশ। জখম মেরামত করতে হবে।'

'বাড়ির দরজা-জানালা সব বন্ধ তো?'

'সবসময় তাই থাকে। ক্যারির অভ্যেস হয়ে গেছে।'

কিছুক্ষণের ভিতর জেরাল্ডের মুখ ও ঘাড়ের ক্ষত ব্যাণ্ডেজ করে ফেলল সে। পেশাদার মেডিকের মত চলল হাত। ডাক্তারও এর চেয়ে ভালভাবে কম ব্যথা না দিয়ে কাজ করতে পারত না। জেরাল্ড টের পেল, পেইন কিলার ধরেছে ওকে, কমে যাচ্ছে ব্যথা, সেই সঙ্গে আসছে ভীষণ ঘুম। নিজেকে সুস্থ মনে হলো ওর। যদিও অভিজ্ঞতা থেকে বুঝল, আসলে শরীরে ফিরছে না শক্তি।

স্বাভাবিক হয়ে এসেছে শ্বাস-প্রশ্বাস। ওই লড়াই আবারও মনে মনে দেখল। গালি দিল নিজেকে। অতিরিক্ত অসতর্ক ছিল ও। ভাবছিল নানান থিয়োরি নিয়ে। ভাবতেও যায়নি যেকোনও সময়ে হামলা হতে পারে। অপেক্ষা করেছে তারা, আর সরাসরি তাদের খপ্পরে গিয়ে পড়েছে ও

BanglaBook.org

'আমি একটা গাধা,' বিড়বিড় করে বলল জেরাল্ড।

'তাতে কোনও সন্দেহ নেই, আমি নিজেও বহুবার তোমাকে বলেছি এই কথা,' সায় দিল ডিগবার্ট, 'কাউকে চিনতে পারলে?'

'না।'

'তুমি কি শিওর, শালারা মরেছে?'

'একটার মগজ উড়ে গেছে, আরেকটার মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে।' ব্যাণ্ডেজ করা মুখ ডলল জেরাল্ড।

'ভাল,' বিড়বিড় করল *পাথর ভাঙা*। কেস থেকে বের করল ছোট একটা বোতল ও সিরিঞ্জ। বোতল থেকে সিরিঞ্জে নিল লিডোকেইন। সুঁই গেল জেরাল্ডের বাহুর শিরায়। পেইন কিলারের কারণে কিছুই টের পেল না। বুজে ফেলেছে চোখ। ড্রাগস ও ক্লান্তির কারণে ভীষণ ঘুম পেল ওর। মনে হলো মেঘের সঙ্গে বাতাসে ভাসতে শুরু করেছে।

'পাঁজরের পাশের মাংস সেলাই করার জন্যে ওটা দিলাম,' কালো একটা বাক্স থেকে বাঁকা সুঁইওয়ালা সুতো বের করেছে ডিগবার্ট। অন্য হাতে ফরসেপ। সামান্যতম দ্বিধা না করেই হাত চালাল ক্ষত মেরামত করতে। প্রতি তিন সেকেণ্ডে একটা করে ফোঁড় দিচ্ছে। তিরিশ সেকেণ্ডে শেষ করল কাজ। কেটে দিল সুতো। সব রেখে দিল জেরাল্ডের পাশের টেবিলে। পরে পরিষ্কার করে তুলে রাখবে বাক্সে।

কানে ডিগবার্টের চিমটি খেয়ে চোখ মেলল জেরাল্ড।

'তুমি সুস্থ হয়ে যাবে, বাছা,' বলল প্রৌঢ়, 'ফেটে গেছে চামড়ার কিছু রক্তের ভেসেল, নানান জায়গায় ছড়ে গেছে, ফাটল ধরেছে দুটো হাড়ে, পাঁজরের পাশের মাংসে তিন ইঞ্চি সেলাই দিতে হয়েছে, এ ছাড়া তুমি পুরো ফিট। অল্পের ওপর দিয়ে বেঁচে গেছ।'

চুপ করে থাকল জেরাল্ড। আবারও বুজে ফেলল চোখ।

BanglaBook.org

চেয়ার ছেড়ে ভল্টের দিকে চলল ডিগবার্ট। কয়েক সেকেণ্ড পর খুলে ফেলল প্রকাণ্ড স্টিলের দরজা, ঢুকে পড়ল ভিতরে।

ওদিক থেকে ইকুইপমেন্ট সরানোর আওয়াজ পেল জেরাল্ড। ঘস-ঘস আওয়াজে সরল কী যেন। ক্লিক আওয়াজে রাইফেলের চেম্বারে ঢুকল বুলেট। কয়েক সেকেণ্ড পর একে-৪৭ হাতে ফিরে এল ডিগবার্ট। অস্ত্রের পোর্টে তিরিশ বুলেটের ম্যাগাযিন। অন্য হাতে বুলেট ভরা আরও তিনটে ম্যাগাযিন। কোমরের বেল্টে কোল্ট ১৯১১ মডেলের .৪৫ ক্যালিবারের সেমি-অটোমেটিক পিস্তল। সোজা এসে জেরাল্ডের ওপর ঝুঁকল পাহাড়ের মত মস্ত *পাথর ভাঙা*।

'নীচে এখানে তুমি নিরাপদ,' একটু হাঁপিয়ে গেছে। 'ঢুকতে বা বেরোতে একটাই পথ। ওপর তলায় ওদের জন্যে তৈরি থাকব আমি। ঘুমিয়ে নাও। সকালে কথা হবে।'

উঠে বসতে চাইল জেরাল্ড, 'আমার অস্ত্র...'

'তোমার পাশেই,' দেখিয়ে দিল ডিগবার্ট। 'তবে ওপর তলায় গোলাগুলি শুরু না হলে লাফিয়ে উঠো না। আমি তোমাকে মরফিন ট্যাবলেট দিয়েছি। কঠিন জিনিস। বাধ্য না হলে সিগ সাওয়ার ধরতে যেয়ো না, খামোকা গুলি খেতে চাই না। কিন্তু ওরা যদি আমাকে ফেলে দিয়ে নামতে শুরু করে, সরাসরি গুলি করবে। তখন আর গুলি শেষ না হওয়া পর্যন্ত থামতে যেয়ো না। তোমার বেল্টে বাড়তি ম্যাগাযিন আছে ...বুঝলে তো কী বলেছি? ওরা যদি আমাকে ডিঙিয়ে আসতে পারে... দেরি করবে না তুমি।'

মাথা দোলাল জেরাল্ড। আর শক্তি নেই। চোখ বুজে ফেলার আগে শুধু বলল, 'বুঝতে পেরেছি, *পাথর ভাঙা*। আমি... বুঝতে পেরেছি...'

ভীষণ ঘুম পেয়েছে, শুনল ব্যস্ত পায়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল

BanglaBook.org

ডিগবার্ট। দূরে ধুপ-ধাপ আওয়াজ। বেযমেন্টের ছাতের ওপর ছুটে ছুটে বাড়ি নিরাপদ করতে কী সব করছে ডিগবার্ট। কাত হয়ে ফিরে চাইল জেরাল্ড। পাশেই সিগ সাওয়ার পিস্তল। ঘুম এসে কোথায় যেন নিয়ে যেতে চাইছে ওকে। আর তখনই হঠাৎ করে ওর মনে পড়ল সেই বিখ্যাত ইন্সটিটিউটের টিপা মুইয়ের কথা। এবার ওই মেয়ের ওপর হামলা করবে তারা...

মেয়েটাকে সাবধান করতে হবে। উঠে বসতে চাইল জেরাল্ড। কিন্তু সম্ভব হলো না। কালো হয়ে গেল চারপাশ। জোর করে ঘুম পাড়িয়ে দিল ওকে মরফিন।

পাঁচ

হেলিকপ্টারে করে যেতে যেতে অনেক ওপর থেকে ঘন সবুজ অরণ্যের মাঝে বিস্তৃত মাঠ চোখে পড়ল রানার। কয়েক সেকেণ্ড পর দেখল দূরের নতুন ওই ফ্যাসিলিটি। সতর্ক হয়ে গেল ও। অন্য সব রিসার্চ স্টেশনের মত নয় সামনের ওই ফ্যাসিলিটি।

চার একর জমি-ঘেরা দেয়ালের পিছনে প্রকাণ্ড দালান, অনেকটা চারকোনা দুর্গের মত। মস্ত ছাতে অ্যান্টেনা, স্যাটালাইট ডিশ, ওয়ায়্যারিং ও কুলিং ইকুইপমেন্টের জঙ্গল। বিরান এই এলাকায় যেন ছোটখাটো শহর একটা। একপাশে দেখল রানা এক শ' পঞ্চান্ন গ্যালনের সব ড্রাম, হয়তো ভিতরে রয়েছে কুল্যান্ট। দালানের সামনে মস্ত স্টিলের দরজা, দূরে তারকাঁটার বেড়ার কাছে তিনটে দশ হাজার গ্যালনের ফিউয়েল ট্যাঙ্ক।

BanglaBook.org

দালানে কোনও জানালা নেই, বিশাল স্টিলের দরজার সামনে এম-১৬ রাইফেল হাতে পাহারা দিচ্ছে সৈনিকরা। ফ্লাডলাইটের উজ্জ্বল সাদা আলোয় জ্বলজ্বল করছে চারপাশ। ফ্যাসিলিটির দেয়ালের বাইরে তারকাঁটার বেড়ার আগে এক জায়গায় জড় করা হয়েছে হালকা ট্রান্সপোর্ট ভেহিকেল ও পঞ্চাশটি মিলিটারি পারসোনেল ক্যারিয়ার। রানা আন্দাজ করল, এরকম গাড়ি ও ট্রাক রয়েছে আরও।

কিছুক্ষণ পর গোল এক প্যাডে ল্যাণ্ড করল হেলিকপ্টার, রানারা নামতেই সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এল একদল ইএমটি। কয়েক সেকেণ্ডে গার্নিতে করে সরিয়ে নেয়া হলো অসুস্থ প্রফেসরকে। আগেই দেয়া শুরু হয়ে গেছে দরকারী চিকিৎসা।

বড্ড ক্লান্ত রানা, মনে হলো যেকোনও সময়ে হাঁটু ভেঙে পড়ে যাবে। কিন্তু প্রকাশ করল না দুর্বলতা। লে. কর্নেল রব ম্যাক্সিমিলিয়ানকে এগিয়ে আসতে দেখে ভুরু কুঁচকে গেল ওর।

'দলের অন্যরা কোথায়?' অবাক সুরে জানতে চাইলেন তিনি।

চুপ করে আছে তানামুরা, চোখে রাগ।

সহজ সুরে বলল রানা, 'মারা গেছে।'

থমকে গেলেন ম্যাক্সিমিলিয়ান। একবার তানামুরা আরেকবার রানাকে দেখলেন। অন্যদের দিকে চাইলেন। 'আর সবাই মারা গেছে?'

কথা না বলে তাঁকে পাশ কাটিয়ে দালানে গিয়ে ঢুকল তানামুরা। তার পিছু নিল জিনা, ওয়েইলার ও প্রেস্টন। ওরা চলে যাওয়ায় সরাসরি লে. কর্নেলের চোখে তাকাল রানা। গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'আগামীকাল সকালে এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলব আমি।'

চট্ করে হান্টারের দিকে চাইলেন ম্যাক্সিমিলিয়ান। স্থির চোখে তাঁকে দেখছে নেকড়ে। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বিড়বিড়

BanglaBook.org

করে বললেন ভদ্রলোক, 'মাই গড! গুড লর্ড! তার মানে... সত্যিই আর সবাই শেষ!' সামলে নিতে সময় লাগল তাঁর। 'তাও বলব, যা ধারণা করেছি, সে তুলনায় আপনার টিম ভাল করেছে। আমরা যখন আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারলাম না, ধরে নিই কেউ বেঁচে নেই। সত্যিই কপাল ভাল যে বেঁচে গেছেন আপনারা ক'জন।' কয়েক সেকেণ্ড পর বললেন তিনি, 'আর ওই দানব?'

'ওটার কী হয়েছে আমাদের জানা নেই।'

দূরের তারকাঁটার বেড়া দেখলেন ম্যাক্সিমিলিয়ান। 'বুঝলাম।'

কয়েক পা সামনে বেড়ে নিচু স্বরে বলল রানা, 'একটা কথা মাথায় গেঁথে নিন, ম্যাক্সিমিলিয়ান। বেড়ার কাছের লোকগুলোকে দেখতে পাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ। পরিষ্কার।'

'ওদেরকে ভেতরে নিয়ে আসুন। আটকে দিন বেড়ার গেট। বেড়ার ওপর দিয়ে চালান হাই-ভোল্টেজের ইলেকট্রিসিটি। ছেড়ে রাখুন সব ক'টা কুকুরকে। দিন-রাত যেন ছাড়া থাকে। আপনার সৈনিকদের কাছ থেকে এম-১৬ ফেরত নিয়ে বদলে তাদের হাতে দিন হাতি-মারা ভারী রাইফেল। এ ফ্যাসিলিটিতে এম-৬০ থাকার কথা।'

'ছাতে বসানো হয়েছে।'

'যতগুলো সম্ভব রাখুন ছাতে। স্নাইপার রাইফেল থাকলেও কাজে আসবে। মনে রাখবেন, সরাসরি এদিকে আসছে ওটা। আপনার কাছে এমন কোনও অস্ত্র নেই যেটা ঠেকাতে পারবে তাকে। এক দৌড়ে বেড়া ভেঙে ঢুকবে, কিছুই হবে না তার। অথবা স্রেফ লাফ দিয়ে পেরিয়ে আসবে।'

'মিস্টার রানা, ওটা বারো ফুট উঁচু ইলেকট্রিকাল ফেন্স,' বোঝাবার সুরে বললেন ম্যাক্সিমিলিয়ান। 'বুঝতেই পারছেন...'

'লেফটেন্যান্ট কর্নেল ম্যাক্সিমিলিয়ান,' তাঁকে থামিয়ে দিল

BanglaBook.org

রানা, 'আপনাকে দু'সারি দাঁতের ভেতর নিয়ে লাফিয়ে পেরিয়ে আসতে পারবে ওটা। যা বলছি করুন, সেক্ষেত্রে হয়তো বাঁচবে আপনার লোক।'

'এ বিষয়ে আপনি পুরো শিয়োর?' লালচে হয়ে গেল ভদ্রলোকের মুখ।

কঠোর চোখে তাঁকে দেখল রানা।

বিদ্যুৎবাহী তারে যেন গা লেগেছে, এমনভাবে ঝটকা দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন ম্যাক্সিমিলিয়ান। আস্তে করে মাথা দোলালেন। 'আপনার পরামর্শ বুঝতে পেরেছি, মিস্টার রানা!'

আর কিছু বলবার নেই, ক্লান্তিতে ভেঙে আসছে দেহ, ইনফার্মারির দিকে রওনা হয়ে গেল রানা। পাশে চলল হান্টার।

পিছন থেকে বললেন ম্যাক্সিমিলিয়ান, 'আমাদের চেয়ে নিশ্চয়ই অনেক বেশি বোঝেন ওই জন্তুটাকে!'

ডেমিয়েন নামের এক ভয়ঙ্কর দানব সে, মনে মনে বলল রানা, মুখে বলল, 'নিশ্চিত থাকুন।'

গভীর মনোযোগে মাইক্রোস্কোপের আই পিসে ঝুঁকে আছে ডক্টর ডেভিড গ্রেবার, সাদা শার্ট পরা ল্যাব টেকনিশিয়ান এগিয়ে আসছে দেখে মাথা তুলে তার দিকে তাকাল। কেউ বিরক্ত করবে তা আশা করেনি, কাজেই নিস্পৃহ কণ্ঠে বলল, 'কী চাই?'

'ওরা পৌঁছে গেছে, ডক্টর।'

খুব শান্ত ভঙ্গিতে তথ্যটা হজম করল গ্রেবার। 'বুঝলাম। গুড। খাওয়া-দাওয়া সেরে বিশ্রাম করুক। পরে দেখা করব তাদের সঙ্গে।' কথাগুলো এমন সুরে বলেছে, যেন কিলার টিমের সবাই ঘেয়ো কুকুর। 'মনে রেখো, প্রথম সুযোগে হেলিকপ্টারে করে ওদেরকে পাঠিয়ে দেবে কাছের এয়ার বেসে। অফিশিয়ালি শেষ হয়ে গেছে তাদের মিশন।'

BanglaBook.org

'খুব ক্লান্ত তারা, স্যর,' কণ্ঠে ভয় নিয়ে বলল টেকনিশিয়ান। 'আকাশ-পথে যাওয়ার তুলনায় অনেক অসুস্থ। খুব রেগে আছে সবাই। আর ওই বুড়ো মানুষটা... প্রফেসর... মাত্র জ্ঞান ফিরছে তাঁর। হার্টের যে অবস্থা...'

'হ্যাঁ, জানি যে দুর্ভোগের মাঝ দিয়ে গেছে তারা,' চেয়ারে সোজা হয়ে বসল ডক্টর গ্রেবার। 'কিন্তু এ-ও ঠিক, এখানে তাদের কাজ শেষ। আজ বিকেলে এই ফ্যাসিলিটির সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব ফিরে পেয়েছে এনএসএ। আমরাই এখন থেকে চালাব এই ফ্যাসিলিটি। বাইরের কোনও লোক চাই না এখানে। কাজেই আগামীকাল সকালে ওদেরকে তুলে দেবে হেলিকপ্টারে।' চোখের পাতা পড়ল না তার, 'আমার কথা বুঝতে পেরেছ?'

'ইয়েস, স্যর। বুঝতে পেরেছি।'

'গুড। তা হলে এবার যাও।'

নীরবে ঘুরে দাঁড়াল টেকনিশিয়ান, আড়ষ্ট পায়ে হেঁটে বেরিয়ে গেল ল্যাবোরেটরি ছেড়ে। দু'জনের কথাই শুনেছে ডক্টর মারিয়া বারগিট, নীরবে এসে গ্রেবারের পাশে থামল সে।

'হ্যাঁ, তো মারিয়া?' আবারও মাইক্রোস্কোপের দিকে ফিরল ডেভিড।

'আমরা ওটা পেয়ে গেছি,' বলল মহিলা। খুব সতর্ক কণ্ঠ।

মুখ তুলে তার দিকে চাইল গ্রেবার, উত্তেজনায় লালচে হয়ে গেল চেহারা। কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইল ডক্টর বারগিটের দিকে, তারপর বলল, 'তুমি বলতে চাইছ যেটা সেলুলার ডমিনেট করে আর গ্রহণ বাড়িয়ে দেয়, ওটা আলাদা করেছ ট্র্যান্সমিটারগুলো থেকে? তার মানে, ইমিউনিটি বা দীর্ঘ জীবনের জিন পেয়ে গেছ?'

মাথা দোলাল মহিলা। 'হ্যাঁ।' একটা প্রিন্টআউট ডক্টর গ্রেবারের হাতে ধরিয়ে দিল সে।

ঝট্ করে উঠে দাঁড়াল ডক্টর গ্রেবার, চোখ বোলাতে শুরু

BanglaBook.org

করেছে কাগজে। দ্রুত উল্টে গেল পাতা। কিছুক্ষণ পর বাম হাতে নিল ডকুমেন্ট, চোখের সামনে মুঠো করেছে ডান হাত। ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল সে, চোখ রাখল ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ম্যাট্রিক্সে ঝুলন্ত ওই আদিম দানবের ওপর।

'শেষ পর্যন্ত,' ফিসফিস করে বলল গ্রেবার। 'এবার... আমরা হয়ে উঠব প্রায় অমর।'

নীরবে চেয়ে থাকল সে আদিম দানবের দিকে। পুরো এক মিনিট পর ঘুরে চাইল মহিলা ডক্টরের দিকে। 'কতক্ষণ লাগবে মানুষের ডিএনএ-র জন্য উপযুক্ত জেনোমগুলো বের করতে?'

'আন্দাজ আগামীকাল রাতে তৈরি হবে। কিন্তু তখন লাগবে টেস্ট সাবজেক্ট। আগে বুঝতে হবে এই সিরাম মানুষ খুন করবে কি না, বা আগের মত ভয়ঙ্কর মিউটেশন হবে কি না।'

পাথরের মত হয়ে গেছে ডক্টর গ্রেবারের মুখ। চোখ রাখল ছাতের দিকে, নরম স্বরে বলল, 'টেস্ট সাবজেক্ট।'

ওপরের ছাত সাব-বেযমেন্ট, ওখানে একগাদা ইকুইপমেন্ট। ওই তলার পর গ্রাউণ্ড ফ্লোর। ওখানে আছে কিচেন, ক্যান্টিন, ব্যারাক ও অফিস।

এ ছাড়া রয়েছে ইনফার্মারি।

ভুরু কুঁচকে ফেলল ডক্টর গ্রেবার, তারপর মুখে ফুটে উঠল তৃপ্ত হাসি। নরম সুরে বলল, 'আমার জানা আছে কোথায় পাব টেস্ট সাবজেক্ট।'

BanglaBook.org

ছয়

রানা এতই ক্লান্ত, সুস্থিরভাবে কিছুই ভাবতে পারছে না। ওর মনে হচ্ছে, ভেঙে টুকরো হয়ে যাবে সারা শরীর। নানানদিকে টনটনে ব্যথা। আগেও বহুবার ব্যথা পেয়েছে, ক্লান্ত হয়েছে, কিন্তু এখন যে করুণ অবস্থা, এমন কখনও হয়নি। কাঠের পিনোকিওর মত খুব ধীরে ঘাড় ফিরিয়ে এদিক-ওদিক দেখল। তাতে যে পরিমাণ ব্যথা লাগল, ওর মনে হলো ছাত ফুঁড়ে বেরিয়ে যাবে। মনে ভয় এল, অথর্ব হয়ে পড়ছে না তো! যা হওয়ার হবে, ধমক দিল নিজেকে, সমস্যা বোঝা যাবে একটু পরেই। ওদের পরীক্ষা করে দেখছে মেডিকেল টিম।

হাতে কয়েকটা আইভিতে জরুরি কিছু ওষুধ দিয়ে আইসিইউ-এ শুইয়ে রাখা হয়েছে প্রফেসর সিরাজউদ্দীনকে। এখনও অজ্ঞান তিনি। রানা বুঝে গেছে, মানুষটা নিশ্চিতভাবেই মারা পড়তেন পাহাড়ে। এখানে এখন সেরে উঠলেও উঠতে পারেন।

নতুন করে যুদ্ধে যাওয়ার আগে সুযোগ পেয়েছে বিশ্রামের, কাজেই অনেকটা দুশ্চিন্তা কমেছে রানার।

অন্তরে জানে, দেখে ছাড়বে এর শেষ। তখন সঙ্গে নেবে উপযুক্ত অস্ত্র। হেলিকপ্টার থেকে নেমে পড়ার পর বেশিরভাগ সময় ভাবছে, কোন্ রাইফেল ব্যবহার করবে। এখনও স্থির করতে পারেনি।

ব্লাড-প্রেশার কাফ সরিয়ে রানার হৃৎপিণ্ডের গতি দেখল এক

BanglaBook.org

ডাক্তার। চুল ক্রুকাট, গাল ক্লিনশেভ্‌ড্‌। দেখেই বোঝা যায় মিলিটারির লোক। বয়স তিরিশ। সংক্ষেপে বলল, 'আপনি খ্যাপা মোষের মতই সুস্থ, মিস্টার রানা। হার্টবিট খুব ভাল। ব্লাড প্রেশার নিখুঁত। সবকিছু নরমাল। আপনি অত্যন্ত ফিট। আমার জীবনে যত সুস্থ লোক দেখেছি, তার ভেতর সেরা আপনি। কিন্তু কোনও কারণে বড় ধরনের ঝাঁকি খেয়েছেন। এ ছাড়া, আপনার ডিহাইড্রেশন হয়েছে। খুব শক্তিশালী লোক আপনি, কিন্তু আবারও অতিরিক্ত পরিশ্রম করলে কল্যাপ্স করবেন।'

সময় নিয়ে রানার বুকের চেরা অংশ দেখল ডাক্তার, তারপর বলল, 'হুম্‌, গভীর ক্ষত। কী করে হলো? ...ভালুক? আগে কখনও হাড়ে এমন ঘষা দেখিনি।'

'ওটা ভালুকের মতই,' বলল রানা। 'তবে আরেকটু হিংস্র।'

কপালে ভুরু তুলল ডাক্তার। ঘুরে গেল টেবিলের দিকে। 'ঠিক আছে, আপনার কোনও ইনফেকশন নেই। ভাল মত ক্ষত পরিষ্কার করেছে আপনার মেডিক। আমি শুধু একটা টিটেনাস পুশ করব। এ ছাড়া, অন্য ইনফেকশন যেন না হয়, সেজন্য সামান্য ওষুধ। সেলাই করতে হবে ক্ষত। ফুলে উঠেছে, এখনও সেরে উঠছে না।'

'সেলাই সেরে ফেলুন।'

অ্যান্টিবায়োটিক ইনজেকশন দেয়ার পর সুঁই নিয়ে তৈরি হলো ডাক্তার। 'সেলাই শুরু করার আগে লিডোকেইন দেব।'

'আমার আপত্তি নেই।' ক্ষতের দিকে চোখ রাখল রানা।

ওকে ওষুধ দেয়ার পর কাজ শুরু করল ডাক্তার। মাংস ফুঁড়ে ভিতরে যাচ্ছে সুঁই, আবার উঠে আসছে একটু দূরে। কিছুক্ষণের মধ্যে শেষ হলো সেলাই। 'সব মিলে বারোটা ফোঁড় দিতে হয়েছে,' বলল ডাক্তার, 'আপনার কপাল ভাল, ক্ষতটা আর এক ইঞ্চি নীচে হলে কাটা পড়ত বড় ধমনী।' ভুরু কুঁচকে ফেলল সে। 'আপনি

BanglaBook.org

বোধহয় ওটার কাছ থেকে সঠিক সময়ে সরে যেতে পেরেছিলেন। ঘটনা যা-ই হোক, কয়েক দিনে সুস্থ হবেন। আগামীকাল সকালে আপনাদের সবাইকে আবারও পরীক্ষা করে দেখব।'

মাথা দুলিয়ে অন্যদিকে চাইল রানা, ভাবছে কবে শেষ ঢুকেছে কোনও ইমার্জেন্সি রুমে। দু'বছর আগে, মনে পড়ল ওর। পাহাড় থেকে পড়ে ফেটে গিয়েছিল পাঁজরের হাড়। আধঘণ্টা পর ছেড়ে দেয়া হয়েছিল ওকে। আবারও ফিরেছিল অ্যাসপেনের জঙ্গলে হারিয়ে যাওয়া এক শিকারিকে খুঁজতে। জানুয়ারি মাস, ঠাণ্ডা পড়েছিল বড্ড। ট্র্যাক করে খুঁজে বের করল মানুষটাকে, কিন্তু তখন ধরাধামে নেই সে। যুবকের ব্যাকপ্যাকে ছিল প্রচুর খাবার, সঙ্গে লোডেড রাইফেল, গুলিও ছিল এক সপ্তাহ পার করার মত। তবুও তাকে মরতে হয়েছিল।

সবই ছিল যুবকের, হিম-ঠাণ্ডার ভিতর অনায়াসেই পার করতে পারত এক সপ্তাহ, কিন্তু আসলে ভীষণ ভয় পেয়েছিল। জঙ্গলে ছুটতে শুরু করে শেষ করেছিল সব ক্যালোরি। ক্লান্ত হয়ে বসে পড়েছিল একসময়, তারপর ঘুমিয়ে পড়ল সাব-যিরো তাপমাত্রায়। আর ভাঙেনি সে ঘুম।

জীবনে বার-বার দেখেছে রানা, খুব শক্ত মানুষও ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে শেষ হয়ে গেছে। অথচ, দরকারী সব যন্ত্রপাতি ছিল বলে তাদের টিকে থাকবার কথা, মারা গেছে শুধু ভয়ের কারণে। কেউ করেছে আত্মহত্যা, আবার কেউ মরেছে ছুটতে ছুটতে। ক্লান্তি ও শকের কারণে মরেছে অনেকে। জঙ্গল-পাহাড়-মরুভূমি বা সাগরে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল না তাদের।

কখনও কারও সঙ্গে নিজ দক্ষতা তুলনা করে না রানা, কিন্তু ভাল করেই জানে, শুধু একটামাত্র ছোরা হাতে জঙ্গলে-পাহাড়ে বা সাগরে টিকে থাকতে পারবে ও মাসের পর মাস। তা সম্ভব দুটো কারণে। ওকে সাহায্য করবে ওর শিক্ষা এবং দক্ষতা। এসব

BanglaBook.org

অর্জন করেছে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। সহ্য করতে পারবে প্রচণ্ড শারীরিক কষ্ট, জয় করে নেবে ভয়কে। অথচ সবসময় যে বুদ্ধি ওকে সাহায্য করেছে বা করবে, তাও নয়। বরাবরের মতই ভরসা রাখবে অবচেতন মনের ওপর, এবং হয়তো দেখা যাবে ঠিকই ওকে উতরে দিচ্ছে ওর অন্তর। বেশিরভাগ মানুষ ব্যথা, ঠাণ্ডা বা খিদের যে পর্যায়ে হাল ছেড়ে মৃত্যু কামনা করে, সেখানে পৌঁছেও নতুন উদ্যমে নতুন পথ খুঁজতে থাকে ও।

শিকারি প্রাণীর সঙ্গে মিল আছে ওর। প্রয়োজনে ট্র্যাক করবে বা ধৈর্যের সঙ্গে শিকার ধরবে। একবার সিদ্ধান্তে এলে থামবে না। যত কষ্টই হোক, শুধু মনে রাখবে: বাঁচতে হবে, আর সেজন্য যা প্রয়োজন তা-ই করতে হবে। ওকে সাহায্য করবে প্রতিটা ইন্দ্রিয়; জানিয়ে দেবে: হারলে চলবে না। ওর যেন অন্তরে আছে অন-অফ সুইচ, চালু করলে কাজ শুরু করবে মানসিক শক্তি ও ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়।

কিন্তু এর খারাপ দিক, একবার মনস্থির করলে কখনও কখনও হয়ে ওঠে ও ভয়ঙ্কর নির্মম। নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখা তখন ওর জন্য প্রায় অসম্ভব।

ওই দানব... ডেমিয়েন... এ অনুভূতির কথাই বলেছে। তার নানান কথার মাঝে একটি কণা সত্য নেই, তাও নয়। আসলেই মানুষের বুকে রয়ে গেছে গাঢ় কালো বড় একটা অংশ, ওটাকে ভয় পায় সুস্থ মস্তিষ্কের যেকোনও লোক। ওই কালো থেকে নিজেকে সামলে রাখতে চায় সবাই। আদিম কাল থেকেই ওই অনুভূতি বংশগতি বেয়ে চলে এসেছে এ যুগেও। পেটে খিদে থাকলে আবেগ থাকে না, প্রয়োজনে দেরি না করে অন্য প্রাণী খুন করবে মানুষ, এ স্বাভাবিক– কিন্তু জীবনের উদ্দেশ্য যদি হয়ে ওঠে তৃপ্ত হওয়া ও সব দখল করা, তখন বুকের কালো অংশ ঢেকে ফেলে অন্তরের সব সদ্‌গুণ। তখনই ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে মানুষ, বুকের গহীনের কালো অংশ থেকে উঠে আসে পশুশক্তি। হয়ে

BanglaBook.org

ওঠে পশুর চেয়েও ভয়ঙ্কর।

এ কারণেই নিজেকে সামলে রাখে রানা। জেগে উঠতে দেয় না ভেতরের পশুকে। কিন্তু এখন বুঝল, ওই দানবকে খতম করতে চাইলে ওকে সাহায্য করবে বুকের কালো ওই অংশই। প্রথম সুযোগে নিষ্ঠুরভাবে খুন করতে হবে ওটাকে। এরপরেও মনের সুইচ অফ না করলে নিজেও ভুলবে মানবিকতা। সেক্ষেত্রে হারাবে নিজেকে।

নিজ গতি ও সাধ্য বোঝে ও। দরকারে পেরোবে এক দিনে এক শ' মাইল। খুঁজে বের করবে ওই দানবকে। পথে হারাবে না ট্র্যাক। যত কঠিন পথই হোক, ধরা পড়তে হবে ওটাকে। খিদে লাগলে খুন করবে রানা, খাওয়া শেষ করে আবারও রওনা হবে। দিনের পর দিন পারবে অনুসরণ করতে।

গত কয়েক দিন নিজেকে সামলে রেখেছে। এ ছাড়া উপায়ও ছিল না। ধীর গতিতে অন্যদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হয়েছে। কিন্তু এরপর তা করবে না। ওর পিছু নিতে হলে অন্যদের লাগবে হেলিকপ্টার।

একটু দূরে ভাঁজ করা ভারী কম্বলে শুয়ে আছে কালো নেকড়ে হান্টার, ওটার দিকে চাইল রানা। নেকড়ের মালিক হিসাবে ওকে ধরে নিয়েছে মেডিকেল পারসোনেলরা। রানা মুখে কিছুই বলেনি, কিন্তু তারা বুঝেছে, ওই পশুকে আইসিইউ থেকে সরাতে পারবে না। করিডোরে জায়গা দেয়া হয়েছে তাই।

সামান্য সব আওয়াজে ঝট্ করে কান খাড়া করছে নেকড়ে, অত্যন্ত সতর্ক। কাপড়ের খস-খস আওয়াজ পেয়ে চোখ রাখছে নির্দিষ্ট দিকে

একটু দূরের এক ট্রমা রুম থেকে বেরিয়ে এল জিনা, পরনে কালচে-নীল সার্জিকাল শার্ট ও প্যান্ট। সুন্দর, ফর্সা পা খালি একটু আগে গোসল করেছে। ভিজে আছে কালচে-সোনালি চুল।

BanglaBook.org

চোখে ঘুম, ধীর পায়ে হেঁটে এল রানার দিকে। ঠোঁটে স্মিত হাসি। কটে এসে বসল পাশে। আলতো আঙুলে স্পর্শ করল রানার বুকের সেলাই। নিচু স্বরে বলল, 'দক্ষ হাতে কাজ করেছে। এই ক্ষতটাও যোগ হলো তোমার তালিকায়।'

মৃদু হাসল রানা। 'মনে রাখি না। শুধু খেয়াল রাখি আঙুল ক'টা ঠিক আছে কি না।'

হেসে ফেলল জিনা। 'ডাক্তারের কাছে জিজ্ঞেস করেছি, বলল তুমি আমাদের ভেতর সবচেয়ে ফিট। মনে হলো তোমাকে একটা গ্যারান্টি কার্ড দিতে পারলে খুশি হতো।'

মেয়েটা খুব কাছে বলে হঠাৎ কেন যেন ভাল লাগল রানার। 'তুমি ভাল শেপে আছ?'

'বলেছে, আমার অবস্থা নাকি কুকুরের মত মার খাওয়া। তার ওপর ডিহাইড্রেশন। মুচড়ে গেছে কাঁধের পেশি। কপাল ভাল রোটেটর কাফে লাগেনি, নইলে অপারেশন করতে হতো। এ ছাড়া আছে কনকাশন। বাড়তি পেয়েছি ডান কানে বিশ পার্সেন্ট তালা। ডাক্তার বলেছে ওটা অস্থায়ী। আর... ফাটল ধরেছে পাঁজরের তিনটে হাড়ে।' মুচকি হেসে চোখ টিপল জিনা। 'আর কিছুই হয়নি। ডাক্তার অবশ্য দারুণ পেইন কিলার দিয়েছে। ধমকে দিয়ে বলেছে, উচিত ছিল কাধে ব্যারেট রাইফেলের কুঁদো শক্তভাবে বসিয়ে নেয়া, তা হলে হাড়ে চোট লাগত না। তার পরেও সব মিলিয়ে আমি রীতিমত ফিট।'

'তা-ই তো দেখছি,' বলল রানা। 'আর প্রফেসরের ব্যাপারে কী বলল ওরা?'

'কোমায় যাননি, কিন্তু অজ্ঞান,' বলল জিনা। 'আগামীকাল বোঝা যাবে কেমন আছেন। ডাক্তার বলল, এই অবস্থায় তাঁকে কোথাও সরানো যাবে না।'

'আমিও তা-ই ভেবেছি,' বলল রানা। 'তাই থেকে যাচ্ছি।

BanglaBook.org

উনি একটু সুস্থ হলে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে নিজের কাজে যাব। ...আমাদের দলের অন্যদের অবস্থা কী?'

'ভালই। টড ওয়েইলার এরই ভেতর ইনফার্মারি ছেড়েছে। বলল খুব খিদে পেয়েছে। এখানেই আছে প্রেস্টন। ক্ষত মেরামত করছে ডাক্তার। গিরিখাদের আগুনে পুড়ে গেছে তার পিঠ। আর তানামুরা আগের মতই সুস্থ, ডাক্তারের পেছন পেছন ঘুরছে আর ধমক মারছে।'

'কঠিন লোক,' বলল রানা, 'সব সামলে নেবে। ...তার মানে, আপাতত হাসপাতাল ছাড়ছি না কেউ। বিশ্রাম নেয়া হয়ে গেলে ভাবব কী করা উচিত।'

নীরবে রানার দিকে চেয়ে রইল মেয়েটা। কিছুক্ষণ পর বলল, 'তুমি ওটার পেছনে যাবে, তাই না, রানা?'

চুপ করে থাকল রানা।

মাথা নাড়ল জিনা। 'এ কাজ করতে যেয়ো না, রানা। যেতে দাও ওটাকে। যা খুশি করুক। বুঝতে পারছি কেমন লাগছে তোমার, কিন্তু একা ওটার সঙ্গে লড়তে গেলে, তোমাকে খুন করে ফেলবে। তুমি নিজেও এটা জানো।'

'হয়তো পারবে,' বলল রানা, 'হয়তো পারবে না। কিন্তু ওটাকে না ঠেকালে, মরবে বহু মানুষ। কেউ জানে না এরপর কাকে মারবে। হয়তো বুড়ি কোনও মহিলা, বা কোনও শিশু। সাফ করে দেবে গ্রামের পর গ্রাম।' জিনার চোখে তাকাল রানা। 'তুমি নিজেও জানো, ওটা থামবে না কখনও। মেরে না ফেললে খুনের পর খুন করতে থাকবে।'

'তোমাকেই যে ঝুঁকি নিতে হবে, এমনও নয়।'

'কে নেবে তা হলে?' গম্ভীর কণ্ঠে বলল রানা। 'তুমি? ওটাকে ট্র্যাক করতে পারবে না। আর্মির ট্র্যাকাররাও কাজে আসবে না। তা হলে বাকি থাকল কে? দায়িত্ব এসে পড়ছে কার কাঁধে?'

BanglaBook.org

চুপ করে দেয়ালের দিকে চেয়ে আছে জিনা। একটু পর বলল, 'তা হলে তুমি আর কখনও ফিরবে না।'

পেশাদার মতামত দিয়েছে জিনা, কণ্ঠে কষ্ট।

খুব সাবধানে আহত হাত উঁচু করে পরীক্ষা করল রানা। মুখ কুঁচকে গেল ব্যথায়। মনে মনে বলল, শরীরে নানান যন্ত্রণা, কিন্তু বাতিল মাল হয়ে যাইনি। 'বোধহয় ঠিকই বলেছ,' বলল জিনাকে। 'কিন্তু ঝুঁকি না নিয়ে উপায়ও নেই। আজ যদি পিছিয়ে যাই, কালকে নিজেকে ভাবতে পারব না মানুষ বলে। বাকি জীবন পিছু নেবে অপরাধবোধ।'

স্থির চোখে ওকে দেখছে জিনা। বলল, 'আর সেক্ষেত্রে বাঁচতে চাইবে না তুমি, তা-ই না?'

'পলাতকের জীবন কারই বা ভাল লাগে, জিনা?' বলল রানা। 'সবসময় এমনই ছিল আমার জীবন। যা দরকার তাই করেছি। এখন যদি নিজেকে গুটিয়ে নিই, আমার বাঁচার প্রয়োজনই ফুরিয়ে যাবে। এমনও তো নয় যে কেউ পথ চেয়ে আছে আমার জন্যে।'

চোখের পলক পড়ল না জিনার। 'বুঝতে পেরেছি।' কিছুক্ষণ পর বলল, 'তা হলে একটা কথা মনে রেখো, আমিও যাব তোমার সঙ্গে। আমারও দায়িত্ব আছে।'

'তোমাকে সঙ্গে নেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়,' সোজা মানা করে দিল রানা।

'কেন নয়? এটা মিলিটারি অপারেশন।' ভুরু কোঁচকাল জিনা।

'এখন আর আমি ওই অপারেশনের সঙ্গে নেই,' বলল রানা। 'ওদের কাজ ওরা করুক, আমার কাজ আমি করব। আমাদেরকে মিথ্যা বলেছে ওরা। প্রথম থেকেই সত্য গোপন করেছে।'

'ভাবছ তোমার সঙ্গে গেলে পিছিয়ে পড়বে?' জানতে চাইল জিনা

BanglaBook.org

তর্জনী দিয়ে মেয়েটার গাল আলতো স্পর্শ করল রানা, তারপর বলল, 'রাগ কোরো না।'

নীরবতা নামল দু'জনের মাঝে।

'এবার আর দেরি করবে না, যত দ্রুত সম্ভব খুঁজে বের করবে দানবটাকে,' আনমনে বলল জিনা। রানার দিকে চাইল, 'তুমি চাও না আমরা পিছু নিই?'

'আপাতত সম্ভব নয়,' বলল রানা, 'আমাকে দৌড়াতে হবে মাইলকে মাইল।'

'আর তারপর যখন খুঁজে পাবে ওটাকে? কোণঠাসা করবে, অথবা ওটা কোণঠাসা করবে তোমাকে? পাহাড়ে লড়াই হবে? কী করে খুন করবে ওই দানবকে, যাকে কোনওভাবেই খুন করা যায় না?'

'যে কাউকে খুন করা যায়,' গম্ভীর হয়ে গেল রানার কণ্ঠ।

ঘরের দরজার নব ঘুরছে, শব্দ শুনেই সচেতন হয়ে গেল রানা। নড়ল না একতিল, তারপর নেমে পড়ল বেড থেকে। পিস্তল হাতে চেয়ে রইল অন্ধকারে।

দু'ঘণ্টা আগে রাতের খাবার শেষ করবার পর যে যার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েছে ওরা। ওর পাশের ঘর জিনার। এখনও আইসিইউতে আছেন প্রফেসর। তাঁর কিউবিকলের উল্টো দিকে টড ওয়েইলার ও তানামুরার ঘর। করিডোরের দূরের এক ঘরে রাখা হয়েছে প্রেস্টনকে। পাশেই একজিট। অনেকক্ষণ নীরবে পেরিয়ে যাওয়ার পর ঘুমিয়ে পড়েছিল রানা।

এত রাতে কে ঢুকতে চায় ওর ঘরে?

প্রায় নিঃশব্দে খুলল দরজা। ওদিক থেকে এল আবছা আলো, পড়ল বিছানার চাদরে ওখানে যেন চাদর মুড়ে শুয়ে আছে কেউ।

চিতার মত দরজার পাশে পৌঁছে গেছে রানা, খেয়াল করল

BanglaBook.org

বিছানার কাছে হামাগুড়ি দেয়ার ভঙ্গিতে বসে আছে হান্টার। যখন তখন হামলা করবে।

দরজা দিয়ে ছায়ার মত ভিতরে ঢুকল কেউ। ওখানেই থমকে গেল। যেন দ্বিধা মনে। কাঁধে লুটিয়ে পড়েছে কালচে-সোনালি চুল। পরনে সাদা টি-শার্ট।

প্রথমবারের মত রানা বুঝল, সত্যিই জিনা দুর্দান্ত সুন্দরী।

চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। তারপর গিয়ে ঝুঁকে চাইল বিছানার দিকে।

টেবিলে পিস্তল রেখে নিচু স্বরে বলল রানা, 'আমি এখানে।'

ঝট্ করে ওর দিকে ঘুরল জিনা। চোখ বিস্ফারিত।

সহজ ভঙ্গিতে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা। আলতো হাতে স্পর্শ করল মেয়েটার উষ্ণ গাল।

কাঁপা হাতে ওর হাতটা ধরল জিনা, একটু কাত হলো মুখ। বুজে ফেলেছে চোখ। সামান্য ফাঁক হয়ে গেল লোভনীয়, ভেজা দু'ঠোঁট। ফিসফিস করল, 'হয়তো আজই শেষ রাত...'

এক মুহূর্ত জিনাকে দেখল রানা। ওর হাতের ইশারায় দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল হান্টার। কবাট বন্ধ করে দু'হাতে জিনাকে বুকে তুলে নিল রানা, ফিরে গেল বেডে।

BanglaBook.org

সাত

সিঁড়িতে ধুপ-ধাপ আওয়াজ তুলে বেযমেন্টে নেমে এল *পাথর ভাঙা* ডিগবার্ট, কাঁধের স্লিঙে একে-৪৭, কোমরে বাড়ি খাচ্ছে

রাইফেলের নল। চুপচাপ গিয়ে ঢুকে পড়ল ভল্টে, একটু পর বেরিয়ে এল বেল্টে তিনটে গ্রেনেড ঝুলিয়ে। হাতে বড় একটা স্টারলাইট স্কোপ– রাইফেলের জন্য তৈরি নাইট-ভিশন ডিভাইস।

চট্ করে জেরাল্ডকে দেখে নিল ডিগবার্ট।

বিছানায় উঠে বসে আছে ওর স্যাঙাৎ, পরখ করে দেখছে ক্ষতগুলো।

ডিগবার্টের দিকে চেয়ে বুঝে গেল জেরাল্ড, অত্যন্ত সিরিয়াস হয়ে উঠেছে সে। কেউ হামলা করলে পাল্টা আক্রমণে যেতে দেরি করবে না।

'বাইরে কাউকে দেখলে?' জানতে চাইল জেরাল্ড।

'না, বাছা,' স্ক্রু-ড্রাইভার ব্যবহার করে একে-৪৭-এর পিঠে নাইট-ভিশন স্কোপ আটকে নিল ডিগবার্ট। 'আসলে সমস্যা হচ্ছে, অন্ধকারে ভাল দেখি না। ছায়ায় অপেক্ষা করতে পারে।' সাবধানে অ্যাডজাস্ট করে নিল স্কোপ। 'কপাল ভাল, গত গান অ্যাণ্ড নাইফ মেলায় কিনেছি এই স্কোপ। জানতাম, কাজে একদিন লাগবেই। আর তখন এটা না থাকলে আফসোসের শেষ থাকবে না।'

কপাল টিপতে শুরু করে বিড়বিড় করল জেরাল্ড, 'মরফিনের জন্যে ঘুম হয়েছে, কিন্তু ঘুম থেকে উঠে ধরে গেছে মাথা।' সিনিয়র বন্ধুর দিকে চাইল। 'একটা কল করব ল্যাণ্ড ফোনে। ওটা ওপরের তলায় না?' মৃদু গুঙিয়ে উঠল কোট পরতে গিয়ে। টানটান হয়ে আছে সেলাইয়ের জায়গাটা। ভালভাবেই চিকিৎসা করেছে ডিগবার্ট। তবে মরফিনের নেশা কেটে গেছে বলে সারা শরীরে ব্যথা।

'মনে হয় না হেঁটে ওপরে যেতে পারবে,' বলল ডিগবার্ট।

'না গিয়ে উপায় নেই,' কট ছেড়ে উঠে দাঁড়াল জেরাল্ড। 'সতর্ক করতে হবে সিরাজউদ্দীন বেঙ্গল সায়েন্স ইন্সটিটিউটের ল্যাবোরেটরি সহকারীকে। মস্ত বিপদে আছে সে।' সিগ সাওয়ার

BanglaBook.org

পিস্তল তুলে নিয়ে স্লাইড টেনে চেম্বারে বুলেট দিল জেরাল্ড। পরীক্ষা করল বাম গোড়ালির খাপের .৩৮ রিভলভার, রেখে দিল হোলস্টারে। যন্ত্র-মানবের মত আড়ষ্ট পায়ে চলল সিঁড়ির দিকে, হাতে সিগ সাওয়ার পিস্তল।

এই সেমি-অটোমেটিক পিস্তলে সেফটি ক্যাচ নেই, ডাবল অ্যাকশন ট্রিগারে চার পাউণ্ড চাপ পড়লেই বেরিয়ে যাবে গুলি। আর হ্যামার তুলে নিলে ট্রিগার স্পর্শ করামাত্রই। ম্যাগাযিনে পনেরোটা বুলেট। এ ছাড়া বাড়তি দুটো ম্যাগাযিনে তিরিশটা গুলি। আগে ওর ধারণা ছিল, গোলাগুলি শুরু হলে .৪৫ ক্যালিবারের ৯-এমএম বুলেট যথেষ্ট। কিন্তু এখন পাল্টে নিয়েছে ধারণা।

জেরাল্ডের বাহু ধরে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে বলল ডিগবার্ট, 'গোলাগুলির জন্যে তৈরি থেকো।'

পাঁচ মিনিট পর ফোনের রিসিভার কিচেন-টেবিলে রেখে ডিগবার্টের দিকে চাইল জেরাল্ড। বুঝতে পারছে, মস্ত কোনও বিপদে পড়েছে টিপা মুই। কাজেই ভাবতে শুরু করেছে, কার কাছে সাহায্য চাইবে। ...পুলিশ? কোনও কাজে আসবে না তারা। ...মার্শাল সার্ভিস? উল্টো বিপদ হতে পারে। হয়তো ওকে ডেকে নেবে, তোমাকে আর তদন্ত করতে হবে না।

না, সরকারী লোকের কাছ থেকে সহায়তা পাওয়ার উপায় নেই। যা করবার করতে হবে ওকেই। জানালার পাশ থেকে বাইরে চোখ রেখেছে ডিগবার্ট, জেরাল্ডকে নড়তে দেখে নরম সুরে বলল, 'কোথায় যাবে ভাবছ, বাছা?'

'ওই মেয়েকে সরিয়ে আনতে হবে,' ব্যথায় মুখ কুঁচকে ফেলেছে জেরাল্ড। 'দেরি করলে খুন হবে। কাজে কোনও ভুল রাখে না এরা।'

'লড়াই করবার অবস্থায় তুমি নেই।'

BanglaBook.org

'এ ছাড়া উপায়ও তো নেই। যেতেই হবে।'

মাথা নিচু করে কী যেন ভাবতে শুরু করেছে হ্যাঙ্ক ডিগবার্ট। কয়েক সেকেণ্ড পর বড় করে দম নিল। দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা একে-৪৭ তুলে বলল, 'পরিবেশ ভাল ঠেকছে না আমার। প্রথমে মেরে ফেলতে চাইল তোমাকে। আর এখন মাঝরাতে বেরোতে চাইছ এমন এক মেয়ের জন্যে, যে আছে হিট লিস্টে। পিট্টি খেয়ে মরার দশা তোমার, ওদিকে আমি হয়ে গেছি ধীরগতি; মোটা এই শরীর নিয়ে লড়তে গেলে বোধহয় মরব। আমরা জানিও না শালারা আসলে কারা। কয়জন তারা? ...কী করতে চায় তাও নিশ্চিত নই।'

'সুযোগ পেলে আমাদেরকে খুন করবে,' হোলস্টারে সিগ সাওয়ার রাখল জেরাল্ড। 'এর বেশি আর বোঝার কী আছে!'

'এক মিনিট অপেক্ষা করো,' বলে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেল ডিগবার্ট। পাঁচ মিনিট পর ফিরল বাদামি প্যান্ট ও ভারী শার্ট পরনে। জেরাল্ড টের পেল, শার্টের নীচে আছে ব্যালিস্টিক ভেস্ট। উরু পেরিয়ে যাওয়া কোটে ডাকাতের মত লাগছে তাকে। বোতাম খুলে ল্যাপেল সরাতে দেখল ভিতরে দুই বগলে ডুয়েল হোলস্টারে দুই উযি সাবমেশিনগান। ছোটখাটো ওই অস্ত্র ঝট করে বের করতে পারবে ডিগবার্ট।

'ঠিক আছে, আমরা তৈরি, আয়, শালারা!' ঘোৎ করে উঠল সে। 'দাঁড়াও, বাছা, আগে গাড়ি বাছাই করি, তারপর রওনা হব।'

জেরাল্ড বুঝে গেল, একবার লড়াই নয়, তিনবার তিন দলের সঙ্গে গোলাগুলি করবার মত অস্ত্র ও গুলি নিয়েছে প্রাক্তন মার্শাল। নিজের নীতি মেনে চলে: 'সঙ্গে অস্ত্র ও গুলি বাড়তি থাকা না থাকার চেয়ে অনেক ভাল। অ্যামিউনিশন কমদামি জিনিস, কিন্তু তোমার প্রাণটা তা নয়।'

পাঁচ মিনিট পর প্রায়-আস্ত এক লিংকন গাড়ির ড্রাইভিং সিটে

BanglaBook.org

চেপে বসল ডিগবার্ট। জেরাল্ড পাশের সিটে বসতেই রওনা হয়ে গেল। ভোর হতে এখনও বেশ কয়েক ঘণ্টা বাকি। ফাঁকা রাস্তায় দেখতে না দেখতে শহর পিছনে ফেলে এল ওরা। কোনও লেজ লেগেছে কি না দেখতে সাইড উইণ্ডোতে চোখ রেখেছে জেরাল্ড। সন্দেহ করবার মত কিছুই চোখে পড়ল না।

ড্রাইভ করতে করতে ওকে খেয়াল করছে ডিগবার্ট, কিছুক্ষণ পর বলল, 'পোঁদের গু শুঁকতে কেউ আসছে না। ...আগেও ওই মেয়ের সঙ্গে কথা বলেছ, তা-ই না? বুদ্ধি আছে যেটার?'

'দু'বার কথা বলেছি,' গাল কুঁচকে গেল জেরাল্ডের। এইমাত্র ঝড়ের গতিতে বাঁক নিয়েছে *পাথর ভাঙা*।

'একবার কথা বলাই যথেষ্ট,' ঘড়ঘড়ে স্বরে বলল প্রাক্তন মার্শাল। 'তার মানে, ওরা বুঝে গেছে, তুমি সরিয়ে নিতে চাইবে মেয়েটাকে। কাজেই ফাঁদ পাতবে। আর আমার খারাপ লাগছে অন্য কারণে। তুমি সঙ্গে নিয়েছ মাত্র একটা সিগ সাওয়ার আর .৩৮ রিভলভার। ও-দুটো দিয়ে কী করবে ভাবছ?' মাথা নাড়ল সে। 'ওখানে যাওয়ার পর পিছনের ট্রাঙ্ক থেকে বের করব CAR-15। রওনা হওয়ার আগে ওখানে রেখে দিয়েছি।'

'এখন আর কিছুই পরোয়া করি না,' ডান-বাম দেখে নিয়ে বলল জেরাল্ড। 'অস্ত্র নিয়ে ঢুকে পড়ব ওই ইন্সটিটিউটে। ঝুঁকি নেব, কারণ ওই মেয়ে আছে লাশ হওয়ার পাইপ লাইনে।'

'কথা ঠিক। ওসব রিসার্চ স্টেশনের কেউ বাঁচতে পারেনি। ওই মেয়েকে গুম করলে প্রমাণ বলতে কিছুই থাকবে না। এরা পেশাদার, অস্ত্রের ধোঁয়াও সরিয়ে ফেলবে। ওই ইন্সটিটিউটের কাজ শেষ হলে দূরের বার-এ ড্রিঙ্ক করতে করতে ফোন দেবে বসকে।'

কিছুই বলল না জেরাল্ড। আসলেই আইনের এদিকে থেকেও নিরপরাধ মেয়েটাকে খুন করতে পারবে সিআইএ-র লোক।

BanglaBook.org

আধ ঘণ্টা ঝড়ের গতিতে গাড়ি চালাবার পর সামনে দূরে দেখা দিল সিরাজউদ্দীন বেঙ্গল সায়েন্স ইন্সটিটিউট। জ্বলজ্বলে সাদা ফ্লাডলাইটে ঝকঝক করছে সব। এত রাতেও পার্কিং লটে কয়েকটা গাড়ি।

'অস্বাভাবিক কিছু দেখছ?' জিজ্ঞেস করল জেরাল্ড।

আশপাশ দেখছে ডিগবার্ট। কমপক্ষে চার একর জমি নিয়ে ইন্সটিটিউট। সামনে পার্কিং লট, পিছনে মস্ত দালান। গাড়ি রাখবার জায়গার অভাব নেই। কোথাও দেখা গেল না কাউকে।

সিটের নীচ থেকে বিনকিউলার নিয়ে চোখে তুলল ডিগবার্ট। পেরিয়ে গেল কিছুক্ষণ, ঠিক করে নিল লেন্স। আবারও চোখ রাখল। 'সামনে দুই গার্ড, পরনে ইউনিফর্ম। নকল বলে মনে হচ্ছে না।' আরও এক মিনিট পর বলল, 'ভালভাবে পাহারা দিয়ে রেখেছে। মুশকিল হবে ভেতরে ঢোকা।'

'ক্রেডেনশিয়াল দেখিয়ে ঢুকে পড়ব,' বলল জেরাল্ড। পিস্তল বের করে আবারও দেখল চেম্বারে বুলেট আছে। 'যদি ঢুকতে দিতে না চায়, কল দেব টিপা মুইকে। সে এসে ভেতরে নিয়ে যাবে আমাদেরকে।'

'এই তোমার পরিকল্পনা?'

'এ ছাড়া আর কিছু মাথায় আসছে না।'

'হাঁটতে হাঁটতে ভেতরে ঢুকে পড়বে?'

'হুঁ।'

বিরক্ত হয়ে মাথা নাড়ল ডিগবার্ট। 'সামনের দৃশ্য কিন্তু স্বাভাবিক নয়, বাছা! দুই গার্ডকে রাখল কেন? কারণ, পরিস্থিতি অন্যরকম। এমনিতে এসব ইন্সটিটিউট ডেস্কে রাখে মাত্র একজনকে। আরেকজন থাকে টহলে। পালা করে ডিউটি দেয়। কিন্তু তেমন কিছু করছে না এরা।'

ঠিকই বলেছে পাথর ভাঙা, চট্ করে বুঝে গেল জেরাল্ড।

BanglaBook.org

দামি জিনিস আছে এমন সব প্রতিষ্ঠানে একই ধরনের সিকিউরিটির কঠোর ব্যবস্থা থাকে।

'ঠিকই বলেছ,' বিড়বিড় করল ও। মনে গভীর সন্দেহ। বুঝতে পারছে, মরফিনের কারণে ঘোলা হয়ে গেছে মাথা। 'কী করা উচিত ভাবছ, বস্?'

স্টিয়ারিং হুইলের দিকে ঝুঁকে বসল ডিগবার্ট। 'মনে হচ্ছে, এদিকে যখন দু'জন, ভেতরে আছে কমপক্ষে আরও দু'জন। ছয়জনও থাকতে পারে। তাদেরকে দেখছি না, কিন্তু আছে কাছেই। এরা আমাদের ওপর গুলি ছুঁড়লে ছুটে আসবে অন্যরা, খারাপ হয়ে যাবে পরিস্থিতি।'

ভুরু কুঁচকে ফেলল জেরাল্ড। ওর ভাবতে ভাল লাগল না, আরেকটু হলে পড়ত অ্যামবুশে। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার, কিছুই পাত্তা দিতে ইচ্ছে করছে না ওর। এক সেকেণ্ড পর মনে পড়ল, বউ-ছেলে-মেয়ে আছে ডিগবার্টের, তাদের কথাও ভাবতে হবে। কাজেই যা করবার করতে হবে খুব সতর্ক হয়ে।

আবারও বেল্ট হোলস্টারে সিগ সাওয়ার রাখল, নামাল না হ্যামার। এতে পিস্তল বের করতে সময় লাগবে কম।

'ডিগ, চলো কাজে নামা যাক।'

মাথা দুলিয়ে লিংকনের গিয়ার ফেলে রওনা হলো ডিগবার্ট। 'তুমি হলে বস্!'

পাঁচ মিনিট পর খুব সাবধানে পার্কিং লট পেরিয়ে হেঁটে চলল ওরা। অস্ত্রের কাছেই হাত রেখেছে জেরাল্ড। হাঁটতে হাঁটতে দেখছে চারপাশ। আশা করছে, অস্বাভাবিক কিছুই চোখ এড়াবে না।

ইন্সটিটিউটের দরজার সামনে পৌঁছে থামল।

ঘুরে পার্কিং লটে চোখ রাখল ডিগবার্ট। বুকে ভাঁজ করে রেখেছে দু'হাত। যে-কেউ ভাববে নিতান্তই নিরীহ লোক সে।

BanglaBook.org

কিন্তু জেরাল্ড ভাল করেই জানে, মস্ত দুই পাঞ্জার খুব কাছে অপেক্ষা করছে উযি সাবমেশিনগান।

কাঁচের দরজা খুলল ওরা, ভিতরে পা রাখল।

'ইয়েস, স্যর?' জানতে চাইল কাছেই দাঁড়িয়ে থাকা এক গার্ড।

ঘরে পা রেখে নিজ ক্রেডেনশিয়াল গার্ডকে দেখাল জেরাল্ড। 'আমি টম জেরাল্ড, ইউনাইটেড স্টেট্স্ মার্শাল্স্ সার্ভিস!' কঠোর হলো কণ্ঠ, 'আমি চাই এখনই ডেস্কের পিছনে চলে যাবে তুমি!'

'কিন্তু...'

'একটা কথাও না!'

আপত্তি না তুলে ডেস্কের পিছনে দ্বিতীয় গার্ডের পাশে গিয়ে দাঁড়াল প্রথম গার্ড। তাদের দু'জনেরই বয়স হবে ত্রিশ মত। কোমরের হোলস্টারে স্মিথ অ্যাণ্ড ওয়েসন মডেল ১৯ রিভলভার। .৩৫৭ ম্যাগনাম বা .৩৮ ক্যালিবারের বুলেট ব্যবহার করে ওই অস্ত্র, অত্যন্ত বিপজ্জনক।

গার্ডদের এক ফোঁটাও বিশ্বাস করছে না জেরাল্ড।

'সাবধানে রিভলভারগুলো বের করে রাখবে সামনের ডেস্কের ওপর। পিছিয়ে যাবে তিন পা। কোনও ভুল হলে মরবে। আমাদের জানানো হয়েছে, এখানে মানুষ খুন হচ্ছে। সার্চ শেষ হলেই ফিরিয়ে দেব তোমাদের অস্ত্র।'

করিডোর ও লবিতে চোখ রেখেছে হ্যাঙ্ক ডিগবার্ট। জেরাল্ডের কথা শেষ হওয়ার আগেই বুকের দু'পাশ থেকে বের করেছে দুই উযি। দুই হাত নিষ্কম্প। কর্কশ কড়াৎ আওয়াজ তুলল অস্ত্রের সেফটি ক্যাচ। বিপদ দেখলেই গুলি শুরু করবে প্রাক্তন মার্শাল।

প্রবেশ-পথে উজ্জ্বল আলোয় অদ্ভুত দেখাল ডিগবার্টকে। গণ্ডারের মত মোটা প্রৌঢ় এক লোক, হাতে সাবমেশিনগান। এমন এক ইন্সটিটিউটে, যাদের কাজ সমস্ত দুর্লভ প্রাণী রক্ষা করা।

BanglaBook.org

'খারাপ কিছু দেখছি না, বাছা,' সামনে নজর রেখে বলল ডিগবার্ট।

ডেস্ক থেকে গার্ডদের রিভলভার তুলে সিলিণ্ডারের বুলেট সরিয়ে ফেলল জেরাল্ড। কয়েক পা সরে গেল ইণ্টারকমের দিকে। 'এক্ষুণি আসতে বলো টিপা মুইকে, দেরি যেন না হয়!'

ল্যাবোরেটরিতে কল দিল প্রথম গার্ড। পেরিয়ে গেল পুরো এক মিনিট। সময়টা জেরাল্ডের মনে হলো অতিরিক্ত দীর্ঘ। ইণ্টারকমের ও-প্রান্ত থেকে জবাব দিচ্ছে না কেউ। সতর্ক চোখে জেরাল্ডের দিকে চাইল ডিগবার্ট।

গার্ডদেরকে ধমকে উঠল জেরাল্ড, 'খবর দাও ওকে! এক্ষুণি! তোমরা কীভাবে ডাকবে, তা তোমাদের ব্যাপার!'

জেরাল্ডের ধমক শুনে চমকে গেছে গার্ডরা, দ্বিতীয় গার্ড ইণ্টারকমের রিসিভার তুলে একের পর এক সুইচ টিপতে শুরু করেছে। কিন্তু পাঁচ মিনিট পর জেরাল্ড বুঝল, কোথাও গড়বড় আছে। এবার বাধ্য হয়েই যেতে হবে লম্বা করিডোর পেরিয়ে ল্যাবোরেটরিতে। এক পা বেড়ে প্রথম গার্ডের কলার চেপে ধরল জেরাল্ড, চাপা স্বরে বলল, 'বেরিয়ে এসো! আমাদের সামনে সামনে যাবে তুমি!'

'ক্ব-ক্ব... কিন্তু,' ডেস্ক দেখাল সে। 'আমাকে বলে দিয়েছে, যাতে...'

'মনিবের কথা ভুলে যাও, আমার কথা শুনলেই চলবে,' গার্ডকে থামিয়ে দিল জেরাল্ড। টের পেল বুকে ছড়িয়ে পড়েছে উত্তেজনা। 'আমরা সোজা যাব ল্যাবোরেটরিতে। কথা আছে টিপা মুই...'

হঠাৎ নড়াচড়া চোখে পড়েছে ওর, ঝট্ করে সামনের লোকটাকে সরিয়ে দিল একপাশে! বুঝে গেছে দেরি হয়ে গেছে। দ্বিতীয় গার্ডের হাতে নলকাটা শটগান, তুলে ফেলেছে ডেস্কের

BanglaBook.org

ওপর।

তখনই কর্কশ আওয়াজ তুলল ডিগবার্টের উযি। ছিঁড়েখুঁড়ে গেল দ্বিতীয় গার্ড, ছিটকে গিয়ে বাড়ি খেল পিছনের দেয়ালে। ওখান থেকে পড়ল মেঝেতে লাশ হয়ে। ডিগবার্টের ব্রাশ ফায়ারে খুবলে গেছে ডেস্ক, কয়েকটি ছবি, কমপিউটার এবং কিছু ইকুইপমেন্ট। এরপর কী হবে বুঝে গেছে জেরাল্ড, দেরি করল না প্রতিক্রিয়া দেখাতে।

লাফিয়ে সামনে এসে হামলা করতে চেয়েছিল প্রথম গার্ড, কিন্তু তার বগলে সিগ সাওয়ারের নল ভরে গুলি করল জেরাল্ড। লাশ পড়ার আগেই সামনে বাড়ল ও। বুঝে গেছে, টিপা মুইকে খুন করতে এই কমপ্লেক্সে পৌঁছে গেছে আততায়ীরা।

তখনই চোখের কোণে নড়াচড়া দেখল জেরাল্ড।

পাথর ভাঙার পিছনে সামান্য ফাঁক হয়েছে দরজা।

ঘুরেই ওদিকে গুলি পাঠাল জেরাল্ড। প্রাক্তন মার্শালের কানের পাশ দিয়ে গেল ওর বুলেট। ওই একই সময়ে চরকির মত ঘুরে গেল ডিগবার্ট, তার এক ঝাঁক বুলেট ভেদ করল কাঁচের দরজা।

পাল্টা গুলি আসতেই ডেস্কের পিছনে ঝাঁপিয়ে পড়ল জেরাল্ড, খালি ম্যাগাযিন ফেলে আটকে নিল নতুন ম্যাগাযিন।

প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে দেয়ালে পড়েছে ডিগবার্ট। জ্বলজ্বল করছে চোখ। উযির দুই ম্যাগাযিন ফেলে ভরে নিল নতুন দুটো। বসে পড়েছে মেঝেতে। ঘামে ভিজে গেছে মুখ। সতর্ক চোখে দেখছে মস্ত ঘরটা।

BanglaBook.org

পেরিয়ে গেল কয়েক মিনিট, কোথাও কোনও আওয়াজ নেই। তারপর করিডোরের বাঁকের কাছ থেকে শোনা গেল অস্পষ্ট পায়ের আওয়াজ। ছুটে এসেছে কেউ। তারপর থেমে গেছে।

ওদিকে মন দিল জেরাল্ড, ঘরের অন্য দিকে চোখ রাখবে ডিগবার্ট পাঁচ বছর আগে শেষবার একসঙ্গে অ্যাকশনে গিয়েছিল

ওরা। জেরাল্ডের মনে হলো, তা মাত্র গতকালের কথা। কোনও কথা হচ্ছে না ওদের ভিতর, কিন্তু পরিষ্কার বুঝছে কী করবে অন্যজন। ডেস্কের পাশে উঠে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করল জেরাল্ড, স্বাভাবিক করে নিচ্ছে হৃৎস্পন্দন। বুঝে গেছে, ওই লোক আর ওর মাঝে রয়েছে করিডোরের কোণের পাতলা প্লাস্টার। সুপারসনিক ৯-এমএম বুলেট অনায়াসেই ভেদ করবে ওদিকের দেয়াল।

এক সেকেণ্ড পর দেয়ালের নির্দিষ্ট জায়গায় পর পর দশটা বুলেট গাঁথল জেরাল্ড, বিদ্যুদ্বেগে ভরে নিল নতুন ম্যাগাযিন। আগের জায়গা থেকে একটু দূরে তাক করেছে নল। যেকোনও সময়ে পাল্টা হামলা হবে। কিন্তু ওদিকে পা হড়কে যাওয়ার শব্দ তুলে গুঙিয়ে উঠল কেউ। তারপর মেঝেতে ঠং-ঠনাৎ আওয়াজ তুলল এম-১৬ কারবাইন। হুমড়ি খেয়ে করিডোরে পড়ল রক্তাক্ত এক লোক, আর নড়ছে না।

'সাইকিক হটলাইনে যোগাযোগ করেছিলে?' করিডোরের দিকে চেয়ে রইল ডিগবার্ট। 'গুড শট!'

মৃদু হাসল জেরাল্ড। প্রতিটি বুলেট খরচের সময় হিসাব কষছে। ম্যাগাযিনে এখনও আছে ছয়টা বুলেট। এ ছাড়া, আছে পনেরো বুলেট ভরা একটা ম্যাগাযিন। ইমার্জেন্সি রিলোডের জন্য দুটো। ঠিক করল, পাল্টে নেবে না ছয় বুলেটের ম্যাগাযিন। ডেস্কের পিছন থেকে বেরিয়ে ডিগবার্টের পিঠে পিঠ ঠেকিয়ে সাবধানে রওনা হয়ে গেল।

'পুরনো দিনের কথা মনে পড়ছে, ডিগ, আগের রুটিন যেন!'

'দু'পা করে বাড়বে, কাভার করবে সামনে, ডানে-বামে,' বলল ডিগবার্ট। বুকের উচ্চতায় ধরেছে উযি। চকচক করছে চোখ। কিছুই এড়াচ্ছে না দৃষ্টি।

মনে মনে ডিগবার্টের প্রশংসা না করে পারল না জেরাল্ড। পাঁচ

BanglaBook.org

বছরে একটুও নরম হয়নি মানুষটা। দশ মিনিট পর নিঃশব্দে নীরব ল্যাবোরেটরির দরজার কাছে পৌঁছল ওরা। ঝট্ করে ভিতরে ঢুকেই ডানদিকে, পরক্ষণে বামদিকে সিগ সাওয়ার তাক করল জেরাল্ড। সশস্ত্র কাউকে দেখলেই গুলি করতে তৈরি। কিন্তু ফাঁকা ল্যাবোরেটরিতে কেউ নেই।

'বিশ্রাম নেয়ার উপায় নেই,' চাপা স্বরে বলল ডিগবার্ট। দেখল লম্বা করিডোরের দু'মাথা। 'ওরা আছে ধরে নিয়েই যেতে হবে, সাবধান!'

বড় একটা কমপিউটারের পাশে কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে জেরাল্ড। 'সামনের ওই শালারা...' ঢোক গিলে বড় করে দম নিল, 'তাদের কাছে রেডিয়ো মাইক ছিল না।'

'আমিও দেখেছি,' চারপাশ দেখছে ডিগবার্ট। 'তার মানে এমন নয় যে, এদের সঙ্গে আরও কেউ নেই।'

'তো এবার কী করতে চাও?'

'ওই মেয়ের তো এখানে থাকার কথা?'

'হ্যাঁ।'

কয়েক সেকেণ্ড ভেবে নিয়ে বলল ডিগবার্ট, 'ঠিক আছে, একটা একটা করে ঘর সার্চ করব। রুটিন থেকে সরব না।'

'মেথোডিক্যালি?'

'হ্যাঁ। ধীরে সুস্থে যাব, সতর্ক থাকব।'

সিগ সাওয়ারের হ্যামার তুলে দিল জেরাল্ড। 'ঠিক আছে। এ জায়গা আমি চিনি, কাজেই আমার পরে আসবে তুমি।' সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে করিডোরে বেরিয়ে এল ও, রওনা হয়ে গেল ধীর পায়ে। নজর রেখেছে সামনের দিকে। কয়েক ফুট পিছনে আসছে ডিগবার্ট। বার-বার দেখে নিচ্ছে পিছন দিক। চোখ রেখেছে সামনে আর ওপরে। দরকার পড়লে ঝড়ের গতিতে গুলি করবে

পাঁচ মিনিট পর সীসা দিয়ে সংরক্ষিত ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের

BanglaBook.org

দরজা টেনে খুলল ওরা। ভিতরে কেউ নেই।

ঘামে চুপচুপ করছে জেরাল্ডের মুখ। হতাশ হয়ে উঠেছে। বেরিয়ে এল করিডোরে। 'আমরা আসার আগেই ওই মেয়েকে সরিয়ে নিয়েছে,' ফিসফিস করল, 'এতক্ষণে হয়তো মেরেই ফেলেছে।'

কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ডিগবার্ট, চেহারা দেখে মনে হলো কিছু শুনতে পেয়েছে। চুপ করে আছে। কয়েক সেকেণ্ড পর নিচু স্বরে বলল, 'শুনতে পেলে?'

কান পাতল জেরাল্ড। চাপা স্বরে বলল, 'না, কিছুই না। তুমি কী শুনলে?'

ঘাড় নাড়ল *পাথর ভাঙা*। দরজা দিয়ে ভিতরে চেয়ে আছে। খুব সাবধানে আবারও ঢুকল ঘরে। কাঁধের উচ্চতায় রেখেছে ডান হাতের উযি, অন্যটা কোমরের কাছে। খুব সাবধানে চোখ বোলাতে শুরু করেছে ঘরে। বিড়বিড় করে বলল, 'ঠিক বুঝলাম না। কিন্তু আওয়াজ... যেন ধাক্কা দিল কেউ।'

আবারও ঘরে ঢুকল জেরাল্ড। ডিগবার্টকে পাশ কাটিয়ে সামনে চলল। সতর্ক থাকা ভাল, কিন্তু অধৈর্য হয়ে উঠছে ও। মন চাইছে, একটার পর একটা দরজা খুলে ভিতরে গুলি পাঠাবে। প্রচণ্ড ব্যথা, কড়া ওষুধ এবং টানটান উত্তেজনা বেপরোয়া করে তুলেছে ওকে। কেউ লাফিয়ে বেরিয়ে এসে গুলি করলেও পাত্তা দেবে না, পাল্টা গুলি করতে পারলেই সন্তুষ্ট।

'ওদিকে,' হঠাৎ বলল ডিগবার্ট। উযি তাক করল এক সারি হলদে রেফ্রিযারেটারের দরজার দিকে।

ঝট্ করে ওদিকে চাইল জেরাল্ড।

সতর্ক পায়ে রওনা হয়ে গেল ওরা। দেয়ালের কাছে একের পর এক ফ্রিয, সংখ্যায় কমপক্ষে বিশটা। কাছে যাওয়ার পর আওয়াজটা শুনতে পেল জেরাল্ডও।

BanglaBook.org

একই সঙ্গে নির্দিষ্ট ফ্রিযের দরজায় অস্ত্রের মাযল তাক করল ওরা। তারপর পিছনে চলে গেল জেরাল্ড। দুই উযি হাতে তৈরি ডিগবার্ট। মনে মনে এক এক করে তিন গুনল ওরা, তারপর হ্যাঁচকা টানে ফ্রিযের দরজা খুলে দিল জেরাল্ড। নাটকীয়ভাবে অস্ত্র তাক করেছে ডিগবার্ট, লাফিয়ে সামনে বেড়েও থতমত খেয়ে নামিয়ে ফেলল উযি।

'কী হলো?' সামনে চলে এল জেরাল্ড।

হোলস্টারে উযি রেখে ডান হাতে রেফ্রিযারেটার থেকে টিপা মুইকে টেনে বের করল ডিগবার্ট। মেয়েটার মাথায় পরিয়ে দেয়া হয়েছে সাদা প্লাস্টিকের ব্যাগ। দড়ি দিয়ে বাঁধা হাত-পা। বেচারি কেমন আছে দেখতে গেল না জেরাল্ড, ছুরি বের করে ঝটপট কেটে দিল দড়ি।

মেয়েটার মুখ বরফের মত সাদা, তাতে নীলচে রং। খটা-খট আওয়াজ তুলছে দাঁত। ভয়ে গুটিয়ে উঠে আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে মাথার ওপর তুলল হাত।

'দাঁড়িয়ে কী দেখছ, বাছা, ওকে একটা কম্বল জোগাড় করে দাও,' ধমক দিল ডিগবার্ট।

'পাব কোথায়? সঙ্গে করে কম্বল এনেছি না কি!' মেয়েটাকে জড়িয়ে ধরল জেরাল্ড। আচ্ছামত ডলতে শুরু করেছে টিপার নরম দেহ। বুঝতে পারছে সেরা মেডিকেল চিকিৎসা দিচ্ছে না, কিন্তু এর বেশি কিছু করবারও নেই এখন। যেকোনও সময়ে শুরু হবে শত্রুদের সঙ্গে গোলাগুলি।

কয়েক মিনিট পর কথা বলবার মত শক্তি ফিরে পেল টিপা। ডিগবার্ট ও জেরাল্ডকে বলল, 'ওরা... আমা... আমাকে মেরে ফেলতে... চেয়েছে! লোকগুলো...'

'বুঝতে পেরেছি,' বলল জেরাল্ড।

ওদের গা থেকে পোড়া গানপাউডারের গন্ধ পেয়েছে টিপা।

BanglaBook.org

দ্বিধান্বিত চোখে দু'জনকে দেখল।

'লবিতে গোলাগুলি হয়েছে,' জানাল জেরাল্ড। 'ওদের নিয়ে ভাবতে হবে না, মারা পড়েছে।'

তাতে বিমর্ষ মনে হলো না টিপা মুইকে। শান্ত কণ্ঠে বলল, 'আমাদের বোধহয় এখান থেকে চলে যাওয়াই উচিত।'

'এক মিনিট,' মেয়েটার কাঁধে হাত রাখল ডিগবার্ট, 'ওরা ক'জন ছিল?'

'পাঁ... পাঁচ।'

চোখে চোখে কথা হয়ে গেল ডিগবার্ট ও জেরাল্ডের।

'তা হলে একজন রয়ে গেল,' পাথরের মত হয়ে গেল প্রাক্তন মার্শালের চেহারা।

'চলো, যাওয়া যাক, ডিগ,' সিগ সাওয়ার থেকে ছয় গুলির ম্যাগাযিন খুলে লোডেড ক্লিপ আটকে নিল জেরাল্ড।

ভুরু কুঁচকে মাথা দোলাল ওর গুরু।

'হাঁটতে পারবে, টিপা?' জানতে চাইল জেরাল্ড।

পায়ে ভর দিতে পারছে না মেয়েটা। এক হাতে ওর কাঁধ জড়িয়ে ধরল টম, বাম হাতে রাখল সিগ সাওয়ার। তাকাল ডিগবার্টের চোখে। 'বুঝতেই পারছ, অন্যজনকে খতম করতে না পারলে নিরাপদে বেরোতে পারব না।'

মৃদু মাথা দোলাল প্রাক্তন মার্শাল, চলে গেল করিডোরে। ওখান থেকে বলল, 'করিডোর ফাঁকা, একটা একটা করে দরজা পেরিয়ে যাব আমরা।'

তা-ই করল ওরা। ধীর পায়ে টিপা মুইকে নিয়ে সামনে বাড়ল জেরাল্ড। সবচেয়ে কাছের এক্যিট দিয়ে পৌঁছতে পারবে গাড়ির কাছে কিন্তু সেক্ষেত্রে ঘুরে যেতে হবে দালান। কোথাও কোনও আড়াল থাকবে না। তার চেয়ে করিডোর ধরে যাওয়া ভাল অফিসঘর বা লবিতে আড়াল পাবে।

BanglaBook.org

দশ মিনিট পর মেইন লবির সামনে পৌছল ওরা। জেরাল্ড ও ডিগবার্ট ধারণা করছে, পঞ্চম লোকটা ভাবতেও পারবে না, আগের গোলাগুলির এলাকা দিয়ে বেরিয়ে যাবে ওরা। দীর্ঘ লবিতে চোখ বোলাল জেরাল্ড। বড় করে দম নিল। ঘরে অনেক ফাঁকা জায়গা। দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার আগে প্রায় কোনও কাভারই নেই।

পরস্পরকে একবার দেখে নিল জেরাল্ড ও ডিগবার্ট, তারপর দরজা খুলে পা রাখল লবিতে। লম্বা এক জায়গা ফাঁকা। প্রতি দু'কদম যাওয়ার পর ঝট্ করে ঘুরে চারপাশ দেখে নিচ্ছে ওরা। গতি অত্যন্ত ধীর। সতর্ক, যেকোনও নড়াচড়ার জন্য তৈরি। কোমরের কাছে সিগ সাওয়ার ধরেছে জেরাল্ড। আরেক হাতে ধরে আছে মেয়েটাকে। দুই উযিতে ষাট রাউণ্ডের ক্লিপ আটকে নিয়েছে ডিগবার্ট।

পিঁপড়ার গতিতে চলেছে ওরা।

তখনই হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল টিপা মুই।

ওর চোখ অনুসরণ করে কয়েক কদম সরে গেল জেরাল্ড, আড়াল করে ফেলেছে টিপা মুইকে– একই সময়ে টিপতে শুরু করল ট্রিগার।

বিকট 'বুম!' আওয়াজ তুলল সিগ সাওয়ার, উগরে দিল বুলেট। টিপা মুইকে ধাক্কা দিয়ে মেঝেতে ফেলে দিয়েছে জেরাল্ড।

একই সময়ে দেয়ালের কাছের এক কাউন্টারের দিকে গুলি শুরু করেছে ডিগবার্ট।

আততায়ীর বুলেটের আওয়াজ শোনেনি জেরাল্ড, টের পেল কানের পাশ দিয়ে বাতাসে ঝাপটা তুলে বেরিয়ে গেছে বুলেট। বুঝে গেল ও, ওই লোকের কাছে সাইলেন্সার আছে। চোখের কোণে ডিগবার্টকে দেখল। গুডিয়ে উঠেছে সে। ছিটকে পিছিয়ে গেল। ওদিকে মনোযোগ নেই জেরাল্ডের, এক সেকেণ্ড বাড়তি

BanglaBook.org

সময় নিল ডেড এইম করবার জন্য।

নীরব এক বুলেট ছিলে গেল ওর ডান বাহুর ত্বক। পাত্তা দিল না জেরাল্ড, তাক করেছে কাউন্টারের নির্দিষ্ট জায়গায়। আটকে ফেলেছে দম, কাঁপছে না হাত। লোকটা এবার মাথা তুলুক, তা হলেই...

ঝটকা দিয়ে উঠে দাঁড়াল লোকটা।

পর পর দশবার ট্রিগার টিপল জেরাল্ড। প্রথম গুলিটা লাগল কাউন্টারে, পরের নয়টা বুলেট ফুটো করে দিল লোকটার বুক। পিছলে মেঝেতে নামল লাশ।

এখনও চারটে গুলি আছে, ম্যাগাযিন পাল্টে নিল না জেরাল্ড, ঘুরে চাইল মেঝেতে পড়ে থাকা ডিগবার্টের দিকে। সে পুরু হাত ভরে দিয়েছে ভেস্টের নীচে। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে রাগী মুখ। দরদর করে ঘামছে। কয়েক সেকেণ্ড পর ঘোঁৎ করে উঠল। ভেস্টে লেগে আটকে আছে বুলেট, নীল করে দিয়েছে বুকের এক অংশ। বিরক্তি নিয়ে জেরাল্ডকে দেখল সে।

মাথা দোলাল জেরাল্ড।

ধীরে সুস্থে উঠে দাঁড়াল ডিগবার্ট। নিচু স্বরে বলল, 'চলো বেরিয়ে যাই, বেশি সময় পাব না।'

পরের তিন মিনিটে লিংকন গাড়িতে চেপে বসল ওরা। ইন্সটিটিউটে আসবার একমাত্র রাস্তা ধরে রওনা হয়ে গেল প্রাক্তন মার্শাল। জ্বেলেও নিভিয়ে দিল হেডলাইট। সামনের রাস্তা ধরে আসছে পুলিশের কয়েকটা গাড়ি, মাথার ওপর ঝলমলে বাতি।

ঝড়ের গতিতে রাস্তা থেকে সরে গেল ডিগবার্ট, বিশ বছরী ছোকরার মত উঠতে লাগল পাহাড়ি সরু এক রাস্তায়। ওটা আগে দেখেনি জেরাল্ড। পাহাড়ের কাঁধে উঠে থামল *পাথর ভাঙা*। ঘুরিয়ে নিল গাড়ি। ফিরতি পথের দিকে তাক করেছে লিংকনের নাক। ব্রেক লাইট এড়াতে ব্যবহার করছে পার্কিং লাইট। ওই

BanglaBook.org

কৌশল জেরাল্ড শিখেছে ডিগবার্টের কাছ থেকেই।

চুপ করে চোখ রাখল ওরা নীচের রাস্তার ওপর।

ঝড়ের গতি তুলে দূরের ইন্সটিটিউটের পার্কিং লটে গিয়ে ঢুকল পুলিশের গাড়ি। পুরো সিল করে দেবে এলাকা।

আবারও পাহাড়ি রাস্তায় নেমে এল ডিগবার্ট, চলল শহরের উদ্দেশে। পিছনের সিটে শুয়ে আছে টিপা, পাশেই জেরাল্ড।

মাত্র আধ ঘণ্টা পর মার্সি জেনারেল হসপিটালে পৌঁছে গেল ডিগবার্টের লিংকন। গাড়ি রাখল সে ইমার্জেন্সি সেকশনের সামনে। কাজে এল জেরাল্ডের ক্রেডেনশিয়াল। ওর নির্দেশে দেরি না করে টিপা মুইকে স্ট্রেচারে তুলে নিল কয়েকজন আর্দালি। জরুরি বিভাগে ঢুকে পড়বার আগেই জেরাল্ড গলা উঁচু করে বলল, 'টিপা, তুমি আমার কথা শুনছ?'

মাথা দোলাল মেয়েটা।

স্ট্রেচার নিয়ে থমকে গেছে আর্দালিরা।

'তুমি প্রথমেই যোগাযোগ করবে ইউনাইটেড স্টেট্‌স্ মার্শাল্‌স্ অফিসে! ওটা ওয়াশিংটনে! বলবে কথা বলতে চাও মার্শাল ফ্র্যাঙ্ক করেলির সঙ্গে! মনে থাকবে তো, টিপা? ফ্র্যাঙ্ক করেলি! যা জানো সব বলবে ওঁকে! আরও জানাবে, উনি যেন সতর্ক করে দেন আলাস্কার মার্শালদেরকে! বলবে যেকোনও সময়ে ওঁদের সাহায্য লাগবে আমার! আর বলবে, শীঘ্রিই যোগাযোগ করব আমি!'

ওর হাত ধরে ফেলল টিপা মুই, ফিসফিস করে বলল, 'সবই বলব। সাবধানে থাকবেন! ধন্যবাদ।'

BanglaBook.org

জড়ো হয়েছে বেশ কয়েকজন আর্দালি ও মেল নার্স, থমকে গেছে জেরাল্ডের কথা শুনে। অপেক্ষা করছে, তাদের আগে ইমার্জেন্সি রুমে ঢুকবে ও।

ধমকে উঠল জেরাল্ড, 'এই মেয়ে ফেডারেল উইটনেস! ওয়াশিংটন পুলিশ ডিপার্টমেন্ট আর মার্শাল ডিভিশনের সঙ্গে

যোগাযোগ করো! তাদেরকে বলবে, মার্শাল টম জেরাল্ড রেখে গেছে এই মেয়েকে!'

ভয় ফুটে উঠল আর্দালি ও মেল নার্সদের চেহারায়। আইনের প্যাঁচে পড়তে চায় কে!

'যাও, এক্ষুণি ওর চিকিৎসার ব্যবস্থা করো!'

লোকগুলো ব্যস্ত হয়ে টিপা মুইকে নিয়ে ইমার্জেন্সি সেকশনে ঢুকে যেতে গাড়িতে এসে উঠল জেরাল্ড। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে তুমুল গতি তুলল ডিগবার্ট। চারবার বাঁক নিয়ে নিশ্চিত হলো পিছনে লাগেনি কেউ। এবার চলল নিজের বাড়ির দিকে।

আট

সিরামের আইসোটনিক ডিস্টিলেশন গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখছে ডক্টর ডেভিড গ্রেবার। টেকনিশিয়ান খুবই সতর্ক, তৈরি করছে বিশ সিসি তরল। এক ফোঁটা এক ফোঁটা করে কাঁচের ভায়ালে জড় হচ্ছে সিরাম। কাজটা খুবই ধৈর্যের। কিন্তু তিনঘণ্টা অপেক্ষা করবার পর প্রায় ভরে এসেছে ভায়াল। ওই তরল এখন পরীক্ষা করতে হবে মানুষের ওপর।

BanglaBook.org

ডক্টর গ্রেবারের পাশেই আছে ডক্টর মারিয়া বারগিট, হাতে ক্লিপবোর্ড। 'ইলেকট্রন স্ক্যান আর ক্রস-চেক করার পর যদি দেখি রিসেপ্টর ও ট্র্যান্সমিটার জিনের রিওপেনিং বা সাইক্লাইযেশন নেই, সেক্ষেত্রে কাজে নামব আমরা।'

'হ্যাঁ,' চিন্তিত কণ্ঠে বলল গ্রেবার, 'বোধহয় দেখেছ এখনও

আস্ত আছে কি না লিনিয়ার ইন্ট্রনগুলো?'

'নিশ্চয়ই,' মাথা দোলাল মারিয়া, 'এখন আর মিউটেশনের সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। রোগ সারিয়ে তোলা আর দীর্ঘায়ু করা এখন হাতের মুঠোয়।'

'ঠিকই বলেছ,' তৃপ্ত মনে হলো গ্রেবারকে। 'সময় হয়ে এল প্রথম ল্যাবোরেটরি টেস্টের।'

'ডক্টর... জানি কত বড় কাজে নেমেছি, কিন্তু ভুললে চলবে না এরই ভেতর মস্ত দুর্যোগও ডেকে এনেছি আমরা। আপনার কি মনে হচ্ছে না আরও অনেক সতর্ক হওয়া উচিত? ...ভাল হতো না নির্জন কোথাও টেস্ট সাবজেক্টকে আটকে রেখে এক্সপেরিমেন্ট করলে?'

অন্তর থেকে হাসল গ্রেবার, চোখে-মুখে আত্মবিশ্বাস। 'মারিয়া... আসলে ঝুঁকিহীন কিছুই নেই বিশ্বে। তবে নিজেদের ওপর ব্যবহার না করে অযোগ্য লোকের ওপর পরীক্ষা করব আমরা। তাতে ক্ষতি হবে না। বর্তমান এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতি তো বুঝতেই পারছ। এখন সৃষ্টিশীল চিন্তা করতে হবে। নিশ্চয়ই আশা করো না নিরানব্বই পার্সেন্ট ডিএনএ-র চেয়েও কম, অযোগ্য কোনও স্তন্যপায়ীর ওপর সিরাম পরীক্ষা করব? আমাদের দরকার হোমো সেপিয়েন্স। যার ডিএনএ-র সঙ্গে অনেক মিল আমাদের দেবতার। বুঝতেই পারছ, আমাদের পরীক্ষা সফল হলে ক্ষতি হবে না মানুষটার। বরং বাঁচবে হাজার বছর। কিন্তু যদি সফল না হই, আমরা বুঝব কীভাবে তৈরি করতে হবে সিরাম। লক্ষ্যের আরও কাছে পৌঁছে যাব। তাই না?'

'ভয় পাচ্ছি, আবারও না দানব তৈরি হয়, ডক্টর,' বলল মারিয়া বারগিট। 'ভাবুন একবার ডেমিয়েনের কথা!'

হেসে ফেলল গ্রেবার। 'তুমি কি সত্যিই ভাবছ নিরাপত্তা-ব্যবস্থা না রেখেই সিরাম টেস্ট করব? পরীক্ষার কারণে কী হতে

BanglaBook.org

পারে, সেসব আগেই ভেবে দেখেছি। নিশ্চিত হয়েছি কোনও বিপদ হবে না, কেউ হামলা করবে না আমাদের পাতাল এই ফ্যাসিলিটিতে। এসব নিয়ে আর ভাববে না, মারিয়া। নিশ্চিন্তে থাকো।'

ল্যাব পারসোনেলদের দিকে চাইল মারিয়া বারগিট। 'আমি এসব বলছি, ডক্টর, কারণ ভীষণ ভয় পেয়েছে আমাদের ল্যাবের টেকনিশিয়ানরা। এতে ক্ষতি হবে কাজের। মস্ত কোনও ভুলও হতে পারে। নিশ্চয়ই জানেন, স্যর, অন্যান্য ফ্যাসিলিটির অসংখ্য ডেটা হারিয়ে যাওয়ায় প্রতিদিন প্রায় বিশ ঘণ্টা করে কাজ করছে ওরা। পরিশ্রান্ত, ভীত, ভাবতে শুরু করেছে যেকোনও সময়ে বড় কোনও ভুল করে বসবে।'

'সত্যিই এমন হতে পারে,' মাথা দোলাল গ্রেবার। 'আর সে কথা মাথায় রেখেই ডিস্টিলেশন প্রোসেসের প্রতিটি পদে চোখ রাখছি আমি। আগামীকাল বিকেলের আগেই তৈরি করব প্রথম গবেষণামূলক সিরাম, আর এর পরদিন জানব সফল হলাম কি না।'

গ্রেবারের কথায় মুগ্ধ হলো না ডক্টর মারিয়া বারগিট। 'আর সত্যিই যদি সিরামের জন্যে সৃষ্টি হয় ডেমিয়েনের মত আরেকটা দানব?'

'আগেই বলেছি,' কাজের দিকে ঘুরল গ্রেবার, 'মিউটেশনের সামান্য লক্ষণ দেখলেই টেস্ট সাবজেক্টকে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছে দেয়া হবে। মরদেহ অটোপসি করলেই জানব কী অবস্থায় আছে ইলেকট্রো মলিকিউলার অবস্থা।' বিরক্ত হয়ে মাথা নাড়ল সে। মনে হলো বাচ্চা মেয়েকে বোঝাতে চাইছে। 'মারিয়া, বিশ্বাস রাখো আমার ওপর। আহত হবে না কেউ, বড়জোর ক্ষতিগ্রস্ত হবে টেস্ট সাবজেক্ট। আর তারপর যখন নিখুঁত হবে আমাদের সিরাম, হাজার দিক থেকে উপকৃত হব আমরা।'

BanglaBook.org

নীরবে বসের দিকে চেয়ে রইল মারিয়া বারগিট।

'একবার ভাবো, মারিয়া, কী লুকিয়ে আছে ওই দেবতার রক্তে,' বলল গ্রেবার, 'প্রতিটি রোগের বিরুদ্ধে তৈরি থাকবে মানুষের ইমিউন সিস্টেম। ক্যানসার বা এইচআইভির মত সব ভয়ঙ্কর অসুখ তখন কোনও রোগই নয়। হাজার বছর বাঁচবে মানুষ। এর চেয়ে ভাল কিছুও হতে পারে– আমরা হয়তো হয়ে উঠব অমর।' মহিলার চোখে চোখ রাখল। 'এর মানে বুঝতে পারো, মারিয়া?'

সামান্য দ্বিধা নিয়ে মাথা দোলাল ডক্টর বারগিট। 'বুঝতে পারছি, স্যর। কিন্তু... বার-বার ভয় হচ্ছে, মস্ত কোনও ভুল না করে ফেলি আমরা। বলছি না টেস্ট করা অনুচিত, কিন্তু ভাল হতো টেস্ট সাবজেক্টকে বন্দি করে দূরে কোথাও রেখে পরীক্ষা করলে।'

'প্রায় তা-ই করা হবে,' বলল গ্রেবার, 'টেস্ট সাবজেক্টকে নিরাপদ জায়গা থেকে পর্যবেক্ষণ করব।' নতুন করে আবারও মাইক্রোস্কোপের দিকে ফিরল সে। 'ঠিক আছে, মারিয়া, এবার ভেরিফাই করব সিরামের স্যাম্পল। মনে করি না মিউটেশনের সম্ভাবনা আছে, তবুও দেখব। আমিও চাই না ডেমিয়েনের মত দৈত্য হয়ে উঠুক আর কেউ। তবে... আমাদের ওই দানবের লাশ... পরবর্তী সময়ে কাজে আসবে গবেষণায়।'

প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে গায়ের জোর, একেক উঁচু তাক থেকে আরেক তাকে লাফিয়ে উঠছে সে, তারপর একবার সমতল জমিতে নামতে পারলেই ছুটছে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে। নিজেও জানে না, কেন অন্তর বলছে, যেতে হবে ওদিকেই। অন্তরের কালো অজানা কী যেন ঠেলছে তাকে। কোনও জানোয়ার মেরে মাংস খেয়ে নিয়ে দেরি না করে আবারও রওনা হচ্ছে। পিছনে পড়ছে মাইলের পর

BanglaBook.org

মাইল পাহাড়, জঙ্গল। ক্লান্তি নেই কোনও।

একটু আগে হত্যা করেছে একটা বুল এল্ক্। ভেঙে দিয়েছিল ওটার ঘাড়। পেট পুরে খেয়েছে লাল মাংস, তারপর আবারও শুরু করেছে ছুটতে। টের পাচ্ছে, ফিরে পেয়েছে সব। এখন আর প্রয়োজন নেই বিশ্রামের, দেহে অসীম শক্তি। যদিও দম নিলে জ্বলছে সামান্য পোড়া ফুসফুস। মাংস খাওয়ার পর পরতের পর পরত ক্ষমতা যেন জমা হচ্ছে দেহে।

কখনও কখনও আঁধারে থামছে কালো কোনও গাছের পিছনে, বসে পড়ছে হামাগুড়ি দিয়ে। শুঁকে দেখছে বাতাস। মাটি খুঁড়ে বের করে খেয়ে নিচ্ছে মাটিসহ শেকড়। অনেক আগেই বুঝে গেছে, কিছু গাছের পাতা বা শেকড় খেলে কাজে আসে, দ্রুত সেরে যায় ক্ষত। এমনই হওয়ার কথা। আগেই ফিরে পেয়েছে দৃষ্টিশক্তি, রাতেও দেখছে দিনের মত। ওর চোখ খুঁজছে এক লোককে। তার সঙ্গে থাকবে একটা কালো নেকড়ে। ওই লোকটা আর ওই নেকড়েকে দু'হাতে ছিঁড়ে ফেলবে সে। তাদের কথা ভাবতে গেলেই রেগে উঠছে, খুবলে দিচ্ছে আশপাশের গাছের কাণ্ড। প্রায় দৌড়ের গতি তুলে ছুটে চলেছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

ওই লোককে পেতে হবে নাগালে। ওকে ব্যথা দিয়েছে সে। দুনিয়ার যেখানে, যত দূরে যাক ওই লোক বা তার নেকড়ে, তাদের রক্ষা নেই। বুক ছিঁড়ে তারিয়ে তারিয়ে খাবে ওদের হৃৎপিণ্ড, মাথা ফাটিয়ে খাবে মগজ। যারা সামনে পড়েছে, তাদের বেশিরভাগের হৃৎপিণ্ড ও মগজ খেয়েছে সে। এভাবে খুঁজতে শুরু করে একসময় পেয়ে যাবে তার দলের অন্য ভাইদেরকে। তারা অপেক্ষা করছে নেতার জন্যে। আগের মতই দল বেঁধে রাতে ঘুরবে ওরা জঙ্গলে, গ্রামে গিয়ে খুন করবে নশ্বর মানুষগুলোকে।

অন্ধকারে জীর্ণশীর্ণ দুর্বল চাঁদের দিকে উঁচু করল সে কালো নখ, খাবলে ধরতে চাইল শীতল, হালকা বাতাস। গলা চিরে

BanglaBook.org

বেরিয়ে এল ভয়ঙ্কর বিকট গর্জন। পাঁচ মাইলের ভিতর সমস্ত জানোয়ার বুঝে গেল, খেপে গেছে জঙ্গলের রাজা!

নয়

মাসুদ রানার বুকে মুখ গুঁজে আছে জিনা।

ওর কালচে-সোনালি চুলে আলতো হাত বোলাচ্ছে রানা। কিছুই বলছে না জিনা, তবে কী ভাবছে, বুঝতে পারছে রানা।

মন খারাপ জিনার।

একটু আগে পরস্পরকে আদর করেছে ওরা।

পরিশ্রান্ত জিনা হঠাৎ নিচু স্বরে বলতে লাগল ওর কৈশোরের ভাল লাগা আর ভয়ের কথা। কিছুক্ষণ পর জানাল, গত ক'দিন কাটিয়েছে কী ভীষণ আতঙ্কে।

জিনা থেমে যাওয়ার পরেও চুপ করে থাকল রানা।

আরও কিছুক্ষণ পর জানতে চাইল জিনা, 'তুমিও ওটাকে ভয় পাও, তা-ই না, রানা?'

মৃদু হাসল রানা।

ওর ওই হাসি দেখে সব বুঝে গেল জিনা।

'হ্যাঁ, ভয় পাই,' বলল রানা।

'কিন্তু তার পরেও ওটার পেছনে যাবে।'

মৃদু স্বরে বলল রানা, 'হ্যাঁ।'

কোনও কথা না বলে চুপ করে থাকল জিনা। পাঁজরে রানার পুরনো এক ক্ষতর ওপর হাত বোলাল। 'তুমি আসলে ব্যথাকে

BanglaBook.org

পাত্তা দাও না, তা-ই না?'

জিনার গাল স্পর্শ করল রানার ঠোঁট। ফিসফিস করে বলল, 'রীতিমত ভয় পাই। তাই ব্যথা পেতে চাই না।'

'কিন্তু কখনও ভয় পাও না ঝুঁকি নিতে,' বলল জিনা, 'বহুবার ঠেলে দিয়েছ নিজেকে মস্ত সব বিপদে। তোমাকে রক্ষা করেছে সৌভাগ্য, দুঃসাহস আর দক্ষতা। কিন্তু, রানা, একদিন যদি ফুরিয়ে যায় সৌভাগ্য?'

'তা হলে ধরে নেব খেলা খতম,' হাসল রানা।

ফিসফিস করল জিনা, 'বলতে চাও, কোনও মেয়ে বেঁধে ফেলবে তোমাকে, আর তখনই ফুরাবে সৌভাগ্য? আমি কিন্তু তোমাকে বাঁধতে চাইব না।' একটু পর বলল, 'খুব কষ্ট পাব তুমি মারা গেলে। কেউ তো অমর নয়, রানা। আর তোমাকে খুন করতে চাইছে ওই রাক্ষস। অপেক্ষা করছে তোমার জন্যে। তুমি নিজেও জানো। অথচ, যাবেই। এমন এক দানবের সঙ্গে লড়বে, যাকে খুন করা যায় না।'

চুপ করে আছে রানা।

'তোমাকে ঝুঁকি নিতে হবে, এমনও নয়,' বলল জিনা।

'আমরা এ-বিষয়ে আগেও আলাপ করেছি,' জিনার ঠোঁট বুজিয়ে দিল রানা চুমু দিয়ে। 'এবার বিশ্রাম নাও। তোমার ঘুম দরকার।'

'আমি ঘুমাতে পারছি না।'

মৃদু হাসল রানা। 'চেষ্টা করো, পারবে।'

চোখ বুজল জিনা।

ওদের সঙ্গী হলো নীরবতা।

'ওটাও তোমাকে ভয় পায়,' বলল জিনা, 'তাই মেরে ফেলতে চাইছে।'

আঙুল বুলিয়ে দিল রানা জিনার গালে। 'ঘুমাও।'

BanglaBook.org

রানার বুকে মুখ গুঁজল জিনা। দশ মিনিট পর ভারী হয়ে এল শ্বাস। মুখটা দেখাল বাচ্চা মেয়ের মত। ঘুমিয়ে পড়বার আগে ফিসফিস করে বলল, 'আমাদেরকে মেরে ফেলার আগেই ওটাকে মেরে ফেলো, রানা...'

চুপ করে জেগে থাকল রানা।

পেরিয়ে গেল অনেকক্ষণ, তারপর ঘুমের ভিতর কাত হয়ে অন্যদিকে ফিরল জিনা। অজান্তেই চাদর টেনে ঢেকে নিয়েছে দেহ।

সাবধানে উঠে বসল রানা, নেমে পড়ল মেঝেতে। চোখে ঘুম নেই। নীরবে পরে নিল পোশাক, দরজার কাছে গিয়ে আরেকবার দেখল জিনাকে। জরুরি কাজ আছে, তাতে রয়েছে মস্ত বিপদের ঝুঁকি।

দরজা খুলতেই সামনের মেঝেতে জেগে গেল কালো নেকড়ে।

শুয়ে থাকা জিনাকে আঙুল তাক করে দেখিয়ে দিল রানা।

উঠে দাঁড়াল হান্টার, গিয়ে ঢুকল ঘরে।

রানা না আসা পর্যন্ত পাহারা দেবে মেয়েটাকে দুনিয়ার সেরা বডিগার্ড!

নিঃশব্দে দরজা বন্ধ করে বেরোল রানা। কান পাতল, কোথাও কোনও আওয়াজ নেই। ভাল করেই জানে, সৈনিকরা পাহারা দিচ্ছে কমপ্লেক্স। গোপনে এড়িয়ে যেতে হবে তাদেরকে। খুঁজে বের করবে এমন এক লোকের ঘর, যাকে এক ফোঁটাও বিশ্বাস করে না ও।

BanglaBook.org

ইনফার্মারি থেকে বেরিয়ে করিডোরে থামল। মনে রেখেছে আসবার পথের প্রতিটি বাঁক। প্ল্যান করে কাজে নেমেছে, কিন্তু দরকার পড়লে দেরি না করে পাল্টে নেবে সেটা।

থমথম করছে চারপাশ। কোনও আওয়াজ নেই।

ক্ষিপ্র চিতার মত রওনা হয়ে গেল রানা, অন্তরে শুনছে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের ইঙ্গিত।

'কঠোর শাস্তি পেতে হবে ওদেরকে,' বলল প্রাক্তন মার্শাল হ্যাঙ্ক ডিগবার্ট। ফুটছে ভোরের ধূসর আলো। নদীর ওপরের আকাশে হলদে রং, একটু পর মুখ তুলবে সূর্য। বইছে শীতল হাওয়া। অদ্ভুত ভেজা গন্ধে মনে হচ্ছে বৃষ্টি হবে।

টেলিফোন বুদ থেকে পুলিশে যোগাযোগ করেছিল ওরা, যাতে সত্যিকারের পুলিশ যায় ওই ইন্সটিটিউটে। ভিতরে ঢুকলেই যা বুঝবার বুঝবে তারা, চোখ এড়াবে না গোলাগুলির চিহ্ন। লাশ পেলেই বের করবে তাদের পরিচয়। মার্শাল টম জেরাল্ডকে খুঁজবে পুলিশ, কারণ ওই ইন্সটিটিউটে বহু জায়গায় আছে ওর আঙুলের ছাপ। এ ছাড়া রয়েছে খালি গুলির খোসা। ওর পিছু নিতে দেরি করবে না এফবিআই। কিন্তু যতই বাধা দিক এনএসএ, ততক্ষণে কেস গুছিয়ে নেবে ও।

পরে কিছুই করতে পারবে না সিআইএ।

মেজাজ খিঁচড়ে আছে জেরাল্ডের, রাগে জ্বলছে বুক। ওর এই রাগ কাজে আসবে আলাস্কার শেষ রিসার্চ স্টেশনে গেলে। খুঁজে বের করবে ডক্টর ডেভিড গ্রেবারকে, জানবে তার প্রেটের কথা।

আইনী পথে কাজটা করা কঠিন, কিন্তু এসব নিয়ে ভাবছে না ও। এমনিতেই নিয়েছে মস্ত ঝুঁকি। এখন থামবে না, দেখে ছাড়বে এর শেষ। আশা করছে, কাজে সহায়তা করবে মার্শাল করেলি।

'ডিগ, আমি আলাস্কায় যাচ্ছি।'

'আমিও।'

পাশের জানালা দিয়ে দূরে চেয়ে আছে জেরাল্ড, মাথা নাড়ল। 'ডিগ, লড়াইটা তোমার না। এরই ভেতর কিছু লাশ পড়েছে। তোমার উচিত হবে না আরও জড়িয়ে যাওয়া। এমনিতেই অনেক

করেছ আমার জন্যে।'

'একটা কথা মন দিয়ে শোনো, বাছা,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল ডিগবার্ট, 'আমি যখন মার্শাল, তুমি তখনও প্রাইমারি স্কুলে। হয়তো খেয়াল করোনি, চিরকালের একাকী মানুষ তুমি। নিজ হাতে ট্রেনিং দিয়েছি। আর ভাবছ বড় হয়ে গেছ। কিন্তু কথাটা ঠিক না। একদল খুনির সঙ্গে লড়তে চলেছ। তোমাকে এত বড় বিপদে ফেলে সরে যাওয়ার লোক আমি নই।' কর্কশ হাসি হাসল *পাথর ভাঙা*। সে হাসিতে রস নেই। 'তোমাকে যেদিন পথ চলতে ছেড়ে দেব, সেদিন নিজের মাথায় গ্রেনেড ধরে খুলব পিন।' মাথা নাড়ল। 'না, স্যর। গলা পর্যন্ত ডুবে গেছি আমরা। এক মেয়ের জন্যে বোকামি করে মরবে, তা হতে দেব না। ...হ্যাঁ, স্যর, কথাটা মগজে গেঁথে নাও। লড়াই আমরা নিয়ে যাব ওদের কাছে।'

প্রাক্তন বসকে দেখে নিয়ে আনমনে মাথা নাড়ল জেরাল্ড। 'তো কী করতে চাও?'

'প্রথম কথা, কমার্শিয়াল বিমানে যাব না,' বলল ডিগবার্ট। 'আমার এক বন্ধু আছে মিলিটারিতে। ওর কাজ হবে মিলিটারি উড়োজাহাজে করে আমাদের আলাস্কায় পাঠিয়ে দেয়া। আমাদের নাম প্রকাশ পাবে না। ওখানে নেমে জোগাড় করে নেব হেলিকপ্টার। ওটা সহজেই পাবে ক্রেডেনশিয়াল দেখালে। বুঝতে পেরেছ?'

'এতে সমস্যা নেই,' হাসল জেরাল্ড। 'আগেই বলে রেখেছি।'

'গুড।' ডানদিকে বাঁক নিল ডিগবার্ট। 'মনে আছে কীভাবে চালাতে হবে হেলিকপ্টার?'

'অনেক দিন চালাই না। ওদিকে চলে ব্ল্যাকহক কপ্টার, তবে মনে হয় না সমস্যা হবে।'

'ঠিক আছে, বাসায় পৌঁছেই মালপত্র নিয়ে চলে যাব

BanglaBook.org

মিলিটারি বেসে। রওনা হব দুপুরে। দশ ঘণ্টার ফ্লাইট। তারপর ওখান থেকে কপ্টার নিয়ে যাব তোমার ডক্টর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের সঙ্গে দেখা করতে। ক্রেডেনশিয়ালটা এখনও আমার কাছেই আছে, আর তোমার আছে ইনভেস্টিগেশনের জন্যে ফেডারেল রিযার্ভেশন। আমাদের সরিয়ে দেয়ার আগেই শেষ করব কাজ।'

সামান্য দ্বিধা করল ডিগবার্ট। 'তবে একটা কথা বলে রাখি, টম, যা করার করতে হবে ঝটপট। কপাল ভাল থাকলে বড়জোর পাব একটা দিন, তারপর তোমাকে সরিয়ে দেয়া হবে ওই কেস থেকে।'

'জানি,' মাথা দোলাল জেরাল্ড। ঠিক করল, বিমানে উঠে ঘুমিয়ে নেবে কয়েক ঘণ্টা।

'চিন্তা কোরো না, বাছা,' নিজের বাড়ির ড্রাইভওয়েতে ঢুকে পড়ল ডিগবার্ট। 'ভল্ট থেকে নেব স্পেশাল মাল। কেউ লাগতে এলে খবর আছে তার।'

দশ

ভোর হওয়ার আগেই ফিরেছে রানা, দেখেছে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে জিনা; ওকে না ডেকে হান্টারকে নিয়ে বেরিয়ে এসেছে আবার। এখন ওর পরনে নতুন পোশাক। কালো কমব্যাট শার্ট নিয়েছে মিলিটারি স্টোর থেকে। করিডোর ধরে হাঁটতে শুরু করে চলল ক্যান্টিনের দিকে। রাতে ভালভাবে ঘুরে দেখেছে গোটা ইন্সটলেশন।

BanglaBook.org

আগের সব ফ্যাসিলিটি ছিল দুর্বল কাঠামোর, তৈরি করা হয়েছিল মন্দার সময়; কিন্তু এখানে চারদিকের দেয়াল স্টেইনলেস স্টিলের। করিডোরে একটু পর পর উজ্জ্বল আলো। এই ফ্যাসিলিটি দামি হাসপাতালের মতই বিলাসবহুল। বৃত্তাকার কমপ্লেক্স মাকড়সার জালের মত। নির্দিষ্ট সব জায়গায় করিডোর। একেবারে ভিতরের বৃত্ত দেখেনি রানা। ধারণা করছে, ওখানে আছে ল্যাবোরেটরি। ওদিকে যাওয়ার সময় পেয়েছে কাঁচা মাটির গন্ধ। ওর ভুল না হয়ে থাকলে স্টেশনের মাঝের গবেষণাগার মাটির কয়েক তলা নীচে। কোথাও কোনও দরজার কবজা নেই। চারদিকে মসৃণ দেয়াল।

এই ফ্যাসিলিটি পাহারার দায়িত্বে মেরিনরা নেই, রয়েছে সত্তরজনেরও বেশি রেঞ্জার সৈনিক। প্রত্যেকের সঙ্গে রাইফেল। পরনে হাই-টেক বডি আর্মার। ওই জিনিস আগে কখনও দেখেনি রানা। প্রথমে ভেবেছিল, মোল্ডেড প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি আর্মার। পরে বুঝেছে, ব্যবহার করা হয়েছে স্পেস এইজ সিরামিক ও ধাতু। কচ্ছপের শক্ত খোলস যেন। একই জিনিসে তৈরি নি-প্যাড, এলবো-প্যাড ও হেলমেট। হেলমেটে আছে নাইট-ভিশন ভাইযর, ইচ্ছা হলে উঠিয়ে রাখা যায়।

ক্লান্ত রানার মনে হচ্ছে হাঁটতে হাঁটতে ঘুমিয়ে পড়বে, কিন্তু চারপাশ আরও ভালভাবে দেখে বুঝল: এই ফ্যাসিলিটি যারা পাহারা দিচ্ছে, তারা ব্যবহার করছে দুনিয়া-সেরা ইকুইপমেন্ট। ভয়ঙ্কর কোনও বিপদ মোকাবিলা করতে প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

রানার পরনে উলের প্যান্ট, কালো বিডিইউ শার্ট, পায়ে হাঁটু সমান মোকাসিন– হেঁটে যাওয়ার সময় দেখল, পালা বদল হলো সৈনিকদের। ওর দিকে তেমন নজর দিল না কেউ। বুঝে গেল রানা, আগেই এদেরকে ভালভাবে ব্রিফ করেছে কর্তৃপক্ষ। ক্লিয়ারেন্স নেই এমন কেউ ফ্যাসিলিটিতে ঢুকলে তিন পা যাওয়ার

BanglaBook.org

আগেই গ্রেফতার হবে। পাঁচ মিনিট পেরোবার আগেই ক্যান্টিনে পা রাখল রানা। হান্টারের জন্য মস্ত আকারের চারটে স্টেক নেয়ার পর খাবার নিল নিজের জন্য।

খেতে বসে চারপাশে চোখ বোলাল। খেয়াল করছে কারা আসছে বা বেরিয়ে যাচ্ছে। দেয়ালের কাছে একটা সিকিউরিটি ডিভাইসের সামনে থামছে তারা, স্ক্যানারে ধরছে আইডি কার্ড। রানা লক্ষ করেছে, ক্যান্টিন থেকে শুরু করে ইনফার্মারি পর্যন্ত প্রতিটি দরজা খোলা। চারপাশ ঘুরে দেখলে আপত্তি তুলবে না কেউ। মনে মনে হাসল ও। এরা জানে না, ও গভীর রাতে হাঁটতে বেরিয়েছিল। আসলে টেকনোলজির যতই উন্নতি হোক, গলদ রয়েই যায়।

পায়ের আওয়াজ পেয়ে ঘুরে চাইল রানা। ওর পাশে এসে দাঁড়ালেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল রব ম্যাক্সিমিলিয়ান।

'কঠোর নিরাপত্তা,' মন্তব্য করল রানা।

মৃদু নড করে হাসলেন ম্যাক্সিমিলিয়ান। 'সাধ্যমত করছি, মিস্টার রানা। খুব ভোরেই উঠে পড়েছেন!'

'কখনোই খুব বেশি ঘুমাই না।'

'ভাল,' রানার মুখোমুখি চেয়ারে বসলেন ম্যাক্সিমিলিয়ান। আলাপ করবার মুডে আছেন। 'আপনার বন্ধুদের কী খবর?'

'জানি না তো, ওরা আবার কবে আমার বন্ধু হলো?'

সামান্য বিস্ফারিত হলো লে. কর্নেলের চোখ। 'নাইট শিফটের নার্সের সঙ্গে কথা বলেছি। আগের চেয়ে ভাল আছেন প্রফেসর। একই কথা খাটে তানামুরা আর ওয়েইলারের ক্ষেত্রে। সামান্য পুড়ে গেছে, এ ছাড়া ছোট সব ক্ষত। অবশ্য, বিস্ফোরণের সময় মারাত্মকভাবে পিঠ পুড়েছে প্রেস্টনের। সেরে উঠবে, যদিও সময় লাগবে। আজ বিকেলে ওকে পাঠিয়ে দেয়া হবে কাছের হাসপাতালে।' থেমে যাওয়ার পর আবারও দ্বিধা নিয়ে বললেন

BanglaBook.org

তিনি, 'হয়তো ভাবছেন, কী করব আমরা এ পর্যায়ে?'

'আপনারা কী করবেন তা নিয়ে ভেবে দেখিনি।'

কাঁধ ঝাঁকালেন ম্যাক্সিমিলিয়ান, 'তা হলে আপনি জানেন না, আপনার টিমের ব্যাপারে আমরা কী করব?'

'ওটা এখন আর আমার টিম নয়, লে. কর্নেল,' বলল রানা, 'আর্মির তথাকথিত মিশন থেকে সরিয়ে নিয়েছি নিজেকে। প্রফেসর সুস্থ হলেই বিদায় নেব এখান থেকে।'

'তারপর কোথায় যাবেন?'

'শিকার ধরতে।'

কী বলা উচিত বুঝলেন না ম্যাক্সিমিলিয়ান। তবে কয়েক সেকেণ্ড ভেবে নিয়ে বললেন, 'আসলে... বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই... আপনি আমাদের অপারেশনে সমস্যা তৈরি করলে... আমরা কিন্তু আপনাকে গ্রেফতারও করতে পারি। জানেনই তো পরিস্থিতি অস্বাভাবিক, বিষয়টি হয়ে উঠেছে অত্যন্ত জটিল।'

মন্তব্য বা ইঙ্গিত করেনি রানা, কিন্তু ওর মুখ থমথম করছে দেখেই চার পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে হাণ্টার। রানা কালো নেকড়েকে শান্ত করবার আগেই ওটার বুকের গভীর থেকে বেরোল চাপা গর্জন। থরথর করে কাঁপছে ঘরের হালকা সব আসবাবপত্র। ফুলে উঠেছে ভয়ঙ্কর হিংস্র নেকড়ের ঘাড়ের রোম। মনে কোনও ভয় নেই, ব্যথা নেই, দ্বিধা নেই, পরিষ্কার প্রকাশ পেল পাশবিকতা ও শক্তি। থমকে গেছে সবাই।

ফ্যাকাসে হয়ে গেলেন ম্যাক্সিমিলিয়ান, হাত তুললেন ওপরে। আড়ষ্ট স্বরে বললেন, 'বাছা... হুমকি দিইনি মিস্টার রানাকে। আসলে... হয়েছে কী... আনমনে ভাবছিলাম। ঠিক হয়নি কিছু বলা। তোরও উচিত না ঝাঁপিয়ে পড়া। কাজেই...'

'নিজের হুমকি বন্ধ করুন,' হাণ্টারের দিকে না চেয়েই বলল রানা। 'নইলে স্রেফ আপনাকে ছিঁড়ে ফেলবে ও।'

BanglaBook.org

‘কি...কিন্তু... আমি তো হুমকিই দিইনি!’

ভয়ে কাঁপছেন ম্যাক্সিমিলিয়ান। আরও নিচু গর্জন বেরোল হান্টারের বুকের গহীন থেকে। অত্যন্ত নীচ মনে হলো কালো নেকড়েকে, বেরিয়ে এসেছে ছোরার মত চারটে শ্বদন্ত।

রানা বুঝল, থামাতে হবে হান্টারকে, নইলে ঝাঁপিয়ে পড়বে লে. কর্নেলের ওপর। তিন সেকেণ্ড পর কড়া চোখে কালো নেকড়েকে দেখল রানা। ‘হান্টার!’

ক’ মুহূর্ত পর আবারও শুয়ে পড়ল নেকড়ে। কিন্তু নির্মম চোখ ম্যাক্সিমিলিয়ানের ভীত চোখে।

‘গুড লর্ড!’ ফিসফিস করলেন লে. কর্নেল। প্যান্টের পকেট থেকে রুমাল বের করে মুছলেন ঘামে ভেজা মুখ। ভীষণ ভয় পেয়েছেন। নরম সুরে বললেন, ‘এর কোনও দরকার ছিল না... মিস্টার রানা। কোনও দরকারই ছিল না।’

আবারও প্লেটে চোখ রাখল রানা। গম্ভীর কণ্ঠে বলল, ‘আমি কিছু করিনি, যা করার করেছেন আপনি।’

‘আমি আবার কী করলাম?’

‘অন্যের বাজে আচরণে রেগে যায় হান্টার,’ সহজ সুরে বলল রানা।

সামলে নিতে সময় নিলেন ম্যাক্সিমিলিয়ান, ভুলেও চাইলেন না নেকড়ের দিকে। ‘মিস্টার রানা... বোঝাতে চাইছিলাম... বিষয়টা এখন জাতীয় পর্যায়ে চলে গেছে। আপনি যখন আর্মির হয়ে কাজ করছিলেন, তখন চুক্তি অনুযায়ী সাধ্যমত সাহায্য করতে চেয়েছি আমরা। কিন্তু, এখন... একা কিছু করতে গেলে আপনাকে নিরাপত্তা দিতে পারব না আমরা।’

‘আপনারা আবার কখন নিরাপত্তা দিলেন?’

‘কিন্তু... আপনি যদি একা যান ওই দানবকে হত্যা করতে, ধরে নিতে পারেন অন্যদের যা হয়েছে, তা-ই হবে আপনার।

BanglaBook.org

কোনও মানুষের সাধ্য নেই ওটাকে খুন করবে।'

এক চুমুক কফি নিল রানা। 'তা আমি বুঝব, লে. কর্নেল। আপনাকে দুশ্চিন্তা করতে হবে না।' কাপ নামিয়ে রেখে পরিষ্কার কণ্ঠে বলল, 'যা করার করব হান্টার আর আমি। আপনার লোকদের বলে দেবেন, তারা যেন বিরক্ত না করে আমাদেরকে। প্রফেসরকে হাসপাতালে পৌঁছে দেয়ার পর কী করব, তা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। তার আগেই নানান সহায়তা দেয়ায় আপনাকে ধন্যবাদও জানিয়ে দেব।'

চুপ করে থাকলেন ম্যাক্সিমিলিয়ান, বোকা নন। এমনিতেই বুক কাঁপিয়ে দিয়েছে ওই নেকড়ে, আর এ লোক কথা বলছে ত্যাড়া ভঙ্গিতে। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন, তারপর বললেন, 'মিস্টার রানা, একটা কথা বলতে চাই। আমি কিন্তু এই মিশনে প্রথম থেকেই সত্যি কথা বলেছি। পাহাড়ে বা জঙ্গলে যা হয়েছে, সেজন্য দায়ী নই আমি। আমার যে পদবী, তাতে কখনও কখনও কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে হয়। কঠিন সব মিশনে পাঠাতে হয় সৈনিকদেরকে। তারা কখনও প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারে, কখনও পারে না। কিন্তু বিশ্বাস করুন বা না করুন, কখনও কাউকে এমন কোনও মিশনে পাঠাইনি, যেটা নিজে স্যাবোটাজ করেছি। তানামুরা, ওয়েইলার ও প্রেস্টনের কাছ থেকে পুরো রিপোর্ট পেয়েছি। কোনও মন্তব্য করবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে জিনা উইলসন। ...আমি এখানে এসেছি আপনাকে বলতে, সত্যিই যদি কেউ স্যাবোটাজ করে থাকে, আমার সাধ্যমত যা করার করব। বিচারের মুখে দাঁড়াতে হবে স্যাবোটায়ারকে।'

নিজের বুকের অনুভূতিকে বিশ্বাস করে রানা, মাত্র তিন সেকেণ্ড পর ওর অন্তর জানাল, মিথ্যা বলছে না এ। মুখ তুলে ম্যাক্সিমিলিয়ানকে দেখল রানা। গম্ভীর, তবে বন্ধুত্বপূর্ণ শোনাল ওর কণ্ঠ: 'লে. কর্নেল, আমিও বিশ্বাস করি আপনি সৎ মানুষ।

BanglaBook.org

এখানে কী ঘটছে সে সম্পর্কে কিছুই জানেন না। আপনাকে ব্যবহার করছে আর কেউ। এবং সে বিষয়ে কিছুই জানা নেই আপনার।'

কৌতূহল নিয়ে রানাকে দেখলেন ম্যাক্সিমিলিয়ান। 'আপনি আসলে কী বোঝাতে চাইছেন, বলবেন?'

দ্বিধাহীনভাবে বলল রানা, 'কর্নেল, আপনি কি জানেন এসব ফ্যাসিলিটি আসলে কী কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে?'

'বিষয়টি ক্লাসিফায়েড, মিস্টার রানা।'

'গোপনীয়তার আবরণ রক্ষা করছে সিআইএকে। আর্মির কাছ থেকেও তারা লুকিয়ে রাখছে বহু কিছু।'

'আপনি আসলে কী বলতে চাইছেন?'

'অসংখ্য সত্য-মিথ্যা আর গোপন তথ্যের ডালা সাজিয়ে বসে আছে সিআইএ। কিন্তু আর্মিকে জানতে দেবে না কিছুই। মরলে মরবে আপনাদের সৈনিক।' সরাসরি ম্যাক্সিমিলিয়ানের চোখে চোখ রাখল রানা। 'বলুন তো, কত দিন আগে শেষ ঘুরে দেখেছেন এই ফ্যাসিলিটির ল্যাবোরেটরি, লে. কর্নেল?'

'এ তথ্য আপনাকে দেয়ার মত নয়,' বললেন ম্যাক্সিমিলিয়ান।

'আপনি কখনও ল্যাব দেখার সুযোগই পাননি,' সোজাসাপ্টা বলল রানা।

'আর... তা যদি না-ই দেখে থাকি... তাতে কী যায়-আসে?'

'অনেক কিছু যায়-আসে,' বলল রানা। 'এখানে গোপনে কিছু করছে সিআইএ, কিন্তু ওই বিষয়ে কিছুই জানছেন না আপনি। জানার উপায় রাখছে না তারা। তাদের গোপন সত্য তাদের কাছেই রয়ে গেছে। আর আপনার হাতে ধরিয়ে দিয়েছে এক গাদা মিথ্যার ঝুড়ি। খুব সম্ভব না জেনেই তাদেরকে মিথ্যার ঝুড়ি বিক্রি করতে সাহায্য করছেন আপনি।'

BanglaBook.org

'আপনি আন্দাজে এসব বলছেন, মিস্টার রানা।'

'কখনও ঢুকেছেন এই ফ্যাসিলিটির ল্যাবে?'

'না,' কঠোর সুরে বললেন লে. কর্নেল। 'আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যেন ল্যাবোরেটরির কাজে কখনও জটিলতা তৈরি না করি।'

'কেন তা করা হলো?'

'কারণ তাদের কাজ গোপন।'

কিছুক্ষণ পর বলল রানা, 'আমি কিন্তু আপনাকে ডেকে এনে এসব বলছি না, নিজেই আপনি এসেছেন। সিআইএ চাইলেই এ ফ্যাসিলিটির চিফ বা লে. কর্নেলকে ঠেকাতে পারবে না। আপনার দায়িত্ব সব নিয়ন্ত্রণ করা এবং প্রত্যেকের জীবন রক্ষা করা। এবার আমার একটা উপকার করুন। নিজেরও। কিছু একটা অজুহাত তৈরি করে ঢুকে দেখুন আসলে ওই ল্যাবোরেটরিতে কী আছে। অনেক কিছুই জানতে পারবেন।'

চুপ করে বসে আছেন ম্যাক্সিমিলিয়ান।

'আপনি এই ফ্যাসিলিটির হেড-ম্যান, লে. কর্নেল,' আবারও বলল রানা, 'ফ্যাসিলিটির যেকোনও জায়গায় যাওয়ার অধিকার আছে আপনার। আপনি কিন্তু এনএসএ-র হয়ে কাজ করছেন না, চাকরি করছেন ইউনাইটেড স্টেট্স্ আর্মির হয়ে। আপনার দায়িত্ব গোটা ফ্যাসিলিটির নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। আর তার ভেতর পড়ে ওই ল্যাবোরেটরিও।'

দীর্ঘ নীরব সময় পেরিয়ে গেল।

'আপনি আসলে আমাকে কী করতে বলছেন, মিস্টার রানা?' জানতে চাইলেন ম্যাক্সিমিলিয়ান।

লে. কর্নেলের প্রতি সহানুভূতি জাগল রানার। 'আমি বলতে চাইছি, ডক্টর ডেভিড গ্রেবার ধরে নিয়েছে, আপনি আসলে নিতান্তই বোকা লোক।'

BanglaBook.org

পাথর হয়ে গেল ম্যাক্সিমিলিয়ানের মুখ।

'আরও আছে,' বলল রানা, ভদ্রলোক কষ্ট পাচ্ছেন বুঝে নিজেরও খারাপ লাগছে ওর, 'গ্রেবার এমন সব গবেষণা করছে, যেগুলো বেআইনী, অসৎ, অনৈতিক এবং প্রেসিডেনশিয়াল ম্যাণ্ডেটের বিপরীত। আর আপনি না বুঝে সাহায্য করছেন তার অপরাধে। এই ফ্যাসিলিটি রক্ষা করতে গিয়ে নিজ জীবনের ঝুঁকি নিচ্ছেন, কাজেই ইউনাইটেড স্টেট্স্ আর্মির লে. কর্নেল হিসাবে ব্যবহার করুন নিজের ক্ষমতা। আমার ভুল না হয়ে থাকলে, আপনাকে বুদ্ধু ভেবে নিয়ে লেজে খেলাচ্ছে গ্রেবার।'

রাগে লালচে হয়ে গেছে ম্যাক্সিমিলিয়ানের মুখ। ঝট্ করে উঠে দাঁড়ালেন, সোজা করে নিলেন কোট। শীতল কণ্ঠে বললেন, 'পরে এ বিষয়ে আবারও কথা হবে।'

হন-হন করে হেঁটে চলে গেলেন তিনি।

ক্যান্টিন থেকে শুরু করে ইনফার্মারি পর্যন্ত প্রতিটি দরজা খোলা পেল রানা, কিন্তু এখন প্রতিটি দরজার পাশে এম-১৬ রাইফেল হাতে মোতায়েন করা হয়েছে দু'জন করে ইউনিফর্মড় সৈনিক। রানার উদ্দেশে কোনও মন্তব্য করল না তারা, ও নিজেও কিছু বলতে গেল না।

আইসিইউ-এ ঢুকে প্রফেসর সিরাজউদ্দীনকে বিছানায় বসে থাকতে দেখল ও। মনিটরে চোখ রেখে বুঝল, বৃদ্ধের হৃৎস্পন্দন স্বাভাবিক।

কালো নেকড়ের দিকে চেয়ে মৃদু হাসছেন সিরাজউদ্দীন। চাইলেন রানার চোখে। দৃষ্টি এখন স্বচ্ছ, কিন্তু মুখ ফ্যাকাসে। বললেন, 'এই ফ্যাসিলিটি ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত আমাদের, রানা; নইলে আগামী সকালের আগেই খুন হয়ে যেতে পারি।'

তাঁর বেডের পাশে থামল রানা। হাত রাখল বৃদ্ধের বাহুতে।

BanglaBook.org

‘স্যর, ভাববেন না। সবই বুঝতে পারছি। নতুন কিছু তথ্যও পেয়েছি ওই দানবের ব্যাপারে।’

চুপ করে রানার দিকে চেয়ে আছেন সিরাজউদ্দীন।

চোখের কোণে মনিটর দেখল রানা, তারপর শান্ত স্বরে বলল, ‘আমি ওটার সঙ্গে কথা বলেছি। জবাবও দিয়েছে। সত্যিই একসময় মানুষ ছিল। কিন্তু এসব ফ্যাসিলিটির গবেষণা তাকে করে তুলেছে ওই ভয়ানক দানব।’

বৃদ্ধ হতবাক হবেন ভেবেছিল রানা, কিন্তু আস্তে করে মাথা দোলালেন তিনি। গম্ভীর হয়ে গেল মুখ। বিড়বিড় করে বললেন, ‘এরা একেকটা আস্ত গাধা!’

ব্যাখ্যা করে শোনাতে হলো না বলে খুশি হয়েছে রানা, একটু সামনে ঝুঁকে বলল, ‘বুঝতেই পারছেন, প্রফেসর, ওটা আসছে এই ফ্যাসিলিটি লক্ষ্য করেই।’ বার কয়েক মাথা দোলালেন সিরাজউদ্দীন। ‘তার আগেই চেষ্টা করব আপনাকে সরিয়ে দেয়ার। দলের অন্যরাও কপ্টারে করে চলে যাবে আপনার সঙ্গে। ওরা নিশ্চিত করবে আপনার নিরাপত্তা।’

‘আমরা চলে যাব, আর একা তুমি দৈত্যের মোকাবিলা করবে,’ আনমনে বললেন সিরাজউদ্দীন।

পাথরের মত কঠিন হয়ে গেল রানার মুখ। চুপ করে আছে।

ক্লান্ত চেহারায় ওকে দেখলেন সিরাজউদ্দীন, আবারও মাথা দোলালেন হতাশভাবে। ‘জানতাম এমন হবে। সারাজীবন রক্ষা করতে চেয়েছ নিরপরাধীদেরকে। আর এ কারণে সবসময় তোমার প্রশংসা না করে পারিনি। মানুষের সেরা যেসব গুণ, তার সবচেয়ে বড়টা অন্যকে সাহায্য করা; আর সেই গুণ সবসময় তোমার মধ্যে ছিল। কাজেই, আমি জানি তুমি কী করবে। অবাক হইনি। আমার স্বাস্থ্য নিয়ে ভাবতে হবে না তোমাকে, কারণ আমি ভালই আছি।’

BanglaBook.org

মৃদু হাসলেন সিরাজউদ্দীন বাঙালি। 'তুমি ভাবছ, বলব ওটার সঙ্গে লড়াই করা মানেই আত্মহত্যা করা। কারণ তুমি বাঁচবে না। ...কিন্তু তা বলব না। সত্যি যদি কেউ খতম করতে পারে ওই দানবকে, তো সে লোক তুমি, রানা।' চুপ হয়ে গেলেন প্রফেসর। একটু পর বললেন, 'একটা কথা বলব, আর তা বলতে গিয়ে অপরাধবোধও কাজ করছে বুকের ভেতর। বাছা, তুমি ওটাকে ঠেকাতে না পারলে কেউ পারবে না। যদি শেষ করতে পারি ওই দানবকে, তো তোমার পাশে থেকে খুশি মনে মরতেও আপত্তি নেই আমার। কিন্তু আমি বুড়ো, দুর্বল হয়ে গেছি...'

মৃদু হাসল রানা। ঠিক-ঠাক করে দিল প্রফেসরের বালিশ। 'চুপ করে শুয়ে থাকুন, স্যর। আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না।'

হাত তুলে বাধা দিলেন সিরাজউদ্দীন, নিচু স্বরে বলতে শুরু করলেন। মন দিয়ে শুনল রানা, বার কয়েক মাথা দোলাল। চলে গেল দরজার কাছে, ওখান থেকে চাইল হান্টারের দিকে।

কালো নেকড়ে এতই বড়, সিরাজউদ্দীনের কিউবিকলের চার ভাগের এক ভাগ জায়গা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ওটার চোখে চাইল রানা, তারপর আঙুল তাক করল প্রফেসরের দিকে। 'গার্ড দে, হান্টার!'

নীরবে প্রফেসরের পাশে চলে গেল নেকড়ে, সামনের দুই পা তুলল বিছানার ওপর। দাঁড়িয়ে পড়েছে প্রায়। মনোযোগ দিয়ে দেখছে সিরাজউদ্দীনকে। দৈর্ঘ্যে হান্টার প্রায় ছয় ফুট। হাঁপিয়ে চলেছে বরাবরের মতই। খুশি প্রিয় মানুষটাকে কাছে পেয়ে।

মৃদু হাসলেন সিরাজউদ্দীন।

হান্টারকে বসে পড়তে নির্দেশ দেবে রানা, কিন্তু হাত তুলে নীরবে ওকে মানা করলেন তিনি। 'থাক, বাছা। ওর খুশি নষ্ট কোরো না।' মস্ত কালো মাথায় হাত বোলাতে লাগলেন। 'আমিও খুশি পুরনো বন্ধুকে কাছে পেয়ে।'

BanglaBook.org

এগারো

শক্তিশালী জেট ইঞ্জিনওয়ালা সি-১৪১ ট্র্যান্সপোর্ট বিমানের পেটে উঠে প্রাক্তন মার্শাল হ্যাঙ্ক ডিগবার্টের দিকে চাইল ডেপুটি মার্শাল টম জেরাল্ড। ওর ওস্তাদ রাইফেলের এক বাক্স নিয়ে ব্যস্ত। ওটার ভিতর একগাদা বুলেট ও অস্ত্র। পেশাদার ভঙ্গিতে পরিষ্কার করছে রাইফেল, পরখ করছে সব যন্ত্রপাতি।

অনেক দিন পর আবারও অ্যাকশনে নেমেছে ডিগ, ভাবল জেরাল্ড। আগের মতই অস্ত্রের বিষয়ে দক্ষ। বিড়বিড় করে হিসাব কষছে বুঝে পেয়েছে কি না সব।

শটগানের মত দুটো এম-৭৯ গ্রেনেড লঞ্চার দেখল জেরাল্ড। ওটার স্লিঙে এক সারি গ্রেনেড। সন্দেহ নেই, কালো বাজার থেকে ওই মাল জোগাড় করেছে *পাথর ভাঙা*। যদি পাওয়াও যায়, প্রতিটি গ্রেনেডের দাম হবে কমপক্ষে এক শ' পঞ্চাশ ডলার। দুটো ভারী এবং প্রকাণ্ড রাইফেল দেখল জেরাল্ড। দেখতে ডাবল ব্যারেল বন্দুকের মত। ওদিকে আঙুল তুলল ও। 'এগুলো কী, ডিগ?'

একটা তুলে দেখাল প্রাক্তন মার্শাল। ভার্নিস করা অত্যন্ত চকচকে কাঠের বাঁট। দুই নলের মুখের পরিধি অস্বাভাবিক বড়। না, ওটা কোনও বন্দুক নয়।

'ওয়েদারবাই .৪৫৪,' খুশি মনে বলল ডিগবার্ট। ব্রিচ খুলে দেখাল। 'ব্যবহার করবে .৪৫৪ গ্রেইনের বুলেট। প্রতি সেকেণ্ডে ভেলোসিটি চার হাজার ফুট। এক শ' গজ দূর থেকে ভেঙে দিতে

BanglaBook.org

পারবে মর্দা হাতির মেরুদণ্ড। আর কাছের রেঞ্জে হাতির কাঁধে গুলি বিঁধলে পেছন দিয়ে বেরিয়ে দূরে গিয়ে নাক গুঁজবে বড় কোনও গাছে। স্রেফ মজা পাওয়ার জন্যে গত গ্রীষ্মে গুলি করেছিলাম চার ফুট বৃত্তের এক ওক গাছে। ওদিক দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল বুলেট। কাছের রেঞ্জে এর চেয়ে ভয়ঙ্কর রাইফেল আর তৈরি হয়নি।'

প্রকাণ্ড রাইফেলের দিকে চেয়ে রইল জেরাল্ড। ভারী স্টিলের অস্ত্র। নলের দৈর্ঘ্য পুরো বিশ ইঞ্চি। চকচক করছে কালচে পোক্ত ওয়ালনাট বাঁট।

'কিন্তু মাত্র দু'বার গুলি করার সুযোগ পাব, তারপর রিলোড করতে হবে,' বলল জেরাল্ড। 'আর ওটা যদি খুব কাছে থাকে?'

ঘোঁৎ করে উঠল ওর ওস্তাদ। বের করল মস্ত এক রিভলভার।

ওটা ক্যাসাল .৪৫৪ ক্যালিবার, খেয়াল করল জেরাল্ড।

প্রথম-দর্শনে মনে হবে সাধারণ ছয় গুলির রিভলভার, অনেকটা পেটমোটা কোল্ট পিসমেকারের মত। কিন্তু মডিফাই করা ভারী জিনিস। বুকে পাঁচটা বুলেট। বেশি সময় ধরে গান পাউডার পুড়তে দেয়ার জন্য ব্যারেল পুরো ছয় ইঞ্চি দীর্ঘ।

অস্ত্রের বিষয়ে নিজ সামান্য জ্ঞান থেকে জেরাল্ড বুঝল, এ জিনিস চাইবে আলাস্কার যে-কেউ। ক্যাসালের একটা মাত্র বুলেট ফেলে দিতে পারবে গ্রিজলি, কোডিয়াক বা বাদামি ভালুককে। অভিজ্ঞরা বলেন, জঙ্গলে কাছ থেকে বড় শিকারি প্রাণী ঠেকাতে হলে একমাত্র হ্যাণ্ডগান হওয়া উচিত ক্যাসাল।

হ্যাঙ্ক ডিগবার্ট দুটোর একটা বাড়িয়ে দিতেই নিল জেরাল্ড। কাছ থেকে দেখল, সত্যিই অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তৈরি অস্ত্র। নিখুঁত অ্যালাইনমেন্ট। অপূর্ব সুন্দর সিলিণ্ডার ও ব্যারেল। ওর মনে পড়ল, ক্যাসালকে বলা হয় হাতে তৈরি দুনিয়ার সেরা হ্যাণ্ড গান। বিরূপ পরিবেশেও খুব নির্ভরযোগ্য।

BanglaBook.org

'অনেক যত্নে তৈরি করেছে,' বিড়বিড় করল জেরাল্ড। তাক করল একটা কার্গোর দিকে। টের পেল, এই মুহূর্তে ওর হাতে দুর্দান্ত এক অস্ত্র। 'সত্যিই, ডিগ, বহুৎ টাকা খরচ করেছ এসবের পিছনে!'

'যতটা ভাবছ তত না,' কাজের ফাঁকে বলল ওর ওস্তাদ, 'এখানে একটা, ওখানে আরেকটা, এভাবে জোগাড় করেছি। আসলে বেশ কয়েক বছর সংগ্রহের পর নিজেরই অবাক হতে হয়, এত এল কোথা থেকে? আগে হোক বা পরে, খরচ হয়েই যেত ওই টাকা। তার চেয়ে শখের জিনিস পেলাম, তা-ই ভাল না? তা ছাড়া বউটাও যখন প্রশ্রয় দিচ্ছে।' জেরাল্ডের পাশে এক বাক্স .৪৫৪ ক্যাসাল রাউণ্ড রাখল ডিগবার্ট। 'যাই বলো, নামকরা কারও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় দেখবে বেশ কিছু আর্মার্ড কার, চাইলেও ওর একটাও কিনতে পারবে না। কিন্তু তার চেয়ে অনেক কম পয়সায় পাবে অপূর্ব সব অস্ত্র।'

ক্রেটের ভিতর চোখ বোলাল জেরাল্ড। আছে তিরিশ গজ দৈর্ঘ্যের দড়িসহ কল্যাপসিবল গ্র্যাপলিং হুক, গুলির বাক্স, ওয়েদারবাই-এর গুলিভরা বেল্ট, ক্যাসালের হিপ হোলস্টার, এম-৭৯-এর জন্যে স্ট্র্যাপ, দুটো কালো বিডিইউ, দু'জোড়া কালো কমব্যাট বুট এবং ঠিকভাবে ইকুইপমেন্ট বহনের জন্য লোড বেয়ারিং ভেস্ট। এ ছাড়া, ক্যান্টিন, কমপাস, সার্ভাইভাল কিট, মরফিন ও অ্যাড্রেনালিন ইনজেকশন, একগাদা ছোরা ও দুটো নাইট-ভিশন গগল্‌স্‌ও বাদ পড়েনি।

অস্ত্র পরিষ্কার করবার পর উঠে দাঁড়িয়ে শার্ট খুলে ফেলল হ্যাঙ্ক ডিগবার্ট, জেরাল্ড দেখল গত পাঁচ বছরে একটু নরম হয়নি প্রাক্তন মার্শালের একটা পেশিও। রীতিমত মোষের জোর দেহে।

'কাপড়-চোপড় পরে নাও,' তাড়া দিল সে। ফেটিগ পরতে শুরু করেছে। 'দশ ঘণ্টা আকাশে থাকছি। দু'বার খাবার খেয়ে

BanglaBook.org

নেব। যতটা পারো ঘুমিয়ে নেবে। নামার পর রওনা হব কপ্টার নিয়ে।'

আরেকবার অস্ত্রের ক্রেট দেখল জেরাল্ড। বেশ নিরাপদ মনে হলো নিজেকে। কেন এমন লাগছে, জানে না: হতে পারে ওস্তাদের উপস্থিতি, কিংবা হতে পারে নানান মারাত্মক অস্ত্রের সান্নিধ্য।

বিশ মিনিটে তৈরি হয়ে গেল ওরা। ডিগবার্টের সঙ্গে থাকল ডাবল ব্যারেলের ওয়েদারবাই ও ক্যাসাল। পিঠে ঝুলিয়ে নিয়েছে এম-৭৯ গ্রেনেড লঞ্চার। স্লিঙে দশটা গ্রেনেড। প্রৌঢ় মানুষটার উৎসাহ দেখে অবাক হচ্ছে জেরাল্ড। আজও যেন মেরিন সৈনিক রয়ে গেছে ডিগবার্ট, যেন 'হাল্লা চলেছে যুদ্ধে'। পুরানো বচন মনে পড়ল ওর: একবার যে মেরিন, সে চিরকাল মেরিন।

গ্র্যাপলিং হুক নিজের কাছে রেখেছে জেরাল্ড। বাড়তি ওজন চাপিয়ে দিতে চায়নি ডিগবার্টের ওপর। দেখবার মত দৃশ্য, প্রৌঢ় হাঁটছে খ্যাপা সিংহের মতই।

সশস্ত্র হয়ে নেয়ার পর ওরা ঠিক করল এবার সেরে নেবে দুপুরের খাবার। বাড়তি কথা হলো না ওদের ভেতর। ক্রেট তালা মেরে সংক্ষিপ্ত মই বয়ে উঠে গেল ওপর তলায়।

'কাজ করলেই খিদে বাড়ে,' ঘোঁৎ করে উঠল ডিগবার্ট, 'এসো খেয়ে নেয়া যাক।'

স্টোরেজ বে পেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে জেরাল্ড ভাবল, উচিত হলো না বয়স্ক মানুষটাকে মস্ত ওই বিপদে টেনে আনা। কথাটা জানাল।

জবাবে ডিগবার্ট বলল, 'চোপ! পাঁচ বছর পর মনে হচ্ছে বেঁচে আছি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আবারও একবার ফিল্ডে নামতে পেরেছি।'

BanglaBook.org

বারো

ভোরের সূর্যের কাঁচা সোনারঙা আলো মিষ্টি লাগছে ডক্টর ডেভিড গ্রেবারের, চেয়ে আছে দূরের সবুজ জঙ্গলের দিকে। তখনই নুড়িপাথরে শুনল জুতোর হালকা আওয়াজ। ঘুরে দাঁড়াল সে, মুখে মিষ্টি হাসি। অবশ্য, মানুষটাকে দেখেই দপ্ করে নিভে গেল তার হাসি।

পাশে এসে দাঁড়িয়ে দূরের নীল পাহাড়ে চোখ রেখেছে মাসুদ রানা। কিছুই বলছে না, বলবেও না বোধহয়।

সুযোগটা নিতে চাইল গ্রেবার, নরম সুরে বলল, 'যাই, অনেক কাজ পড়ে আছে।'

'আমি জানি আপনার কীসের এত কাজ,' ঘুরে চাইল না রানা।

পাশ ফিরে রানাকে দেখল গ্রেবার। 'কিছু বললেন?'

গম্ভীর কণ্ঠে বলল রানা, 'আপনার ডেমিয়েন।'

ডক্টর গ্রেবারের হঠাৎ করেই মনে হলো, উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে সূর্য, অস্বাভাবিক তাপ দিতে শুরু করেছে আলাস্কার সকাল

ঘুরে কঠোর চোখে তাকাল সে রানার চোখে। 'সরি? কী বললেন আপনি?'

'বলছিলাম আপনার ডেমিয়েনের কথা,' সহজ সুরে বলল রানা, 'আপনার ঘনিষ্ঠ সহযোগী সে। গতকাল কথা হয়েছে তার সঙ্গে নানান সমস্যার ভেতর আছে তার হয়ে আপনাকে

BanglaBook.org

''হ্যালো'' জানাতে বলেছে।'

গ্রেবারের ধারণা ছিল, কেউ বুঝতে পারে না তার হাসির অর্থ। বছরের পর বছর প্র্যাকটিস করেছে। গোপন রেখেছে নিজ উদ্দেশ্য। হাস্যরত মুখে শুনেছে সবার কথা, বোকা বানিয়ে দিয়েছে যে-কাউকে। এখনও হাসি-হাসি মুখে বলল, 'ইয়াং ম্যান, বুঝলাম না কী বলছেন।'

সরাসরি তার চোখে স্থির দৃষ্টি রাখল রানা। 'ডেমিয়েন তো আপনার প্রিয় বন্ধু। পরের দিকে একটু বদলে গেছে, এই যা।'

আড়ষ্ট কণ্ঠে বলল ডেভিড, 'আপনি ভুল বলছেন। এই নামে কাউকে চিনি না আমি।'

নিষ্ঠুর হাসল রানা। 'চেনেন, ভাল করেই চেনেন। ও আসছে আপনার সঙ্গে আলাপ করতে।'

চুপ করে থাকল ডেভিড গ্রেবার। ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেছে হাসি। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'আপনি খুব বিপজ্জনক এলাকায় বিচরণ করছেন, মিস্টার রানা।'

রানার কুচকুচে কালো মণি থেকে ছিটকে বেরোল আগুনের হলকা। ডেভিড গ্রেবার টের পেল, শুকিয়ে গেছে তার গলা।

'আপনি ভাল করেই জানেন বিপদ নিয়েই আমার কারবার,' বলল রানা। চট্ করে দেখে নিল আশপাশে কেউ আছে কি না। 'কাজেই বিপদের ভয় আমাকে দেখাবেন না। আমি জানি কী তৈরি করেছেন আপনি। তার সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার, কথাও হয়েছে। লড়াই করেছি সামনাসামনি। আপনি এমন এক পরিস্থিতি তৈরি করেছেন, এখন বাধ্য হয়ে একে অপরকে মেরে ফেলতে চাইছি আমরা। এর দায় সম্পূর্ণ আপনার। আর তা ভাল করেই জানা থাকা উচিত আপনার। আরও কিছু কথা বলব আপনাকে। এই ঝামেলা দূর হলে, ধ্বংস করে দেব আপনার গবেষণালব্ধ সব ডেটা, ছবি এবং অন্যান্য সব। আপনি যে অন্যায়

BanglaBook.org

করেছেন, তা করার অধিকার কোনও মানুষের নেই। এমন এক দানব তৈরি করেছেন, যে হারিয়ে গিয়েছিল হাজার হাজার বছর আগে। তাকে ফিরিয়ে আনা উচিত ছিল না আপনার। অনেক বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন। কাজেই এজন্যে উপযুক্ত শাস্তি পেতে হবে আপনাকে।'

পিঠ টানটান করে দাঁড়াল গ্রেবার। আবারও ঠোঁটে ফুটে উঠল হাসি। চোখদুটো যেন ক্ষুরধার ছুরি, চাপা স্বরে বলল, 'মিস্টার রানা, আপনার মত লোক আমার কী ক্ষতি করবে, বলুন তো?' কথাটা বলতে পেরে সন্তুষ্ট। 'মাথা ঠাণ্ডা রাখুন বরং। আপনি পরিশ্রান্ত। বুঝতে পারছি, মস্ত সব বিপদে পড়ে গুলিয়ে গেছে মাথা। আপনি চাইলে অনায়াসেই আপনাকে কপ্টারে করে পাঠিয়ে দিতে পারি কাছের শহরে...'

'বাঁচবে না আপনার ডেমিয়েন, ডক্টর,' বলল গম্ভীর রানা। 'থাকবে না আপনার কোনও কীর্তি। ব্যস, এটুকুই আমার বক্তব্য। মনে রাখবেন, বন্ধ করে দেয়া হবে এসব ফ্যাসিলিটি।'

সরাসরি চ্যালেঞ্জ শুনে হতবাক হয়ে গেছে লোকটা, রাগে লালচে হয়ে গেল দু'গাল। আরও শীতল হয়ে উঠেছে চোখের দৃষ্টি। 'চেষ্টা করে দেখুন। আসলে এসব ফ্যাসিলিটি বন্ধ করে দেয়া আপনার সাধ্যের বাইরে।'

'সঠিক সময়ে দেখবেন সেটা,' বলল রানা, 'আমার কাজ শেষ হলে যদি বেঁচে থাকেন, জেলে যাবেন আপনারা।'

সরু চোখে রানাকে দেখছে গ্রেবার। 'আপনি বোধহয় জানেন না, মিস্টার রানা, আমি কতখানি ক্ষমতাশালী লোক।'

স্মিত হাসল রানা। 'আমার ধারণা, ডক্টর, আমিও তেমনই কেউ। টক্কর খেলেই টের পাবেন।'

নীরবতা নামল দু'জনের মাঝে।

একটু পর কঠোর সুরে বলল গ্রেবার, 'আমি আসলেই নিশ্চিত

BanglaBook.org

নই আপনি কী বোঝাতে চেয়েছেন। ডেমিয়েন মারা গেলেও সমস্যা নেই আমার। কোথাও কোনও প্রমাণ পাবেন না।'

'অভাব হবে না প্রমাণের, ডক্টর,' বলল রানা, 'আপনার বিরুদ্ধে বহু তথ্য সরবরাহ করবে ডেমিয়েনের লাশ।'

বাঁকা হাসল ডেভিড গ্রেবার।

ঘুরে দাঁড়িয়ে রওনা হয়ে গেল রানা। কিন্তু দশ কদম যেতেই পিছন থেকে বলল গ্রেবার, 'আপনি যে পরিস্থিতিতে আছেন, যেকোনও সময়ে খুন হয়ে যেতে পারেন, মিস্টার রানা।'

ঘুরে চাইল রানা, বরফের মত ঠাণ্ডা চোখদুটো। ঠোঁটে শীতল হাসি। সহজ সুরে বলল, 'চিরকাল কেউ বাঁচে না, ডক্টর।'

অসংখ্য গাছের কাণ্ড ও পাতার মাঝ দিয়ে দেখছে সে বহু দূরে রোদের সোনালি আলো। হয়ে উঠেছে খুব সতর্ক। হামলা করবে সামনের ওই শহরে। নাকে আসছে তপ্ত ইলেকট্রিক সার্কিট ও পোড়া তেলের গন্ধ। বাতাসে মানুষের ঘামের কুবাস। দিনের আলো এড়িয়ে ছায়া আর অন্ধকার বেছে নিয়ে সবুজ পাতার আড়াল ব্যবহার করে সামনে বাড়ছে সে।

গভীর অরণ্যে কেউ দেখবে না। লুকিয়ে থাকবে ও। মস্ত বড় সব গাছের কাণ্ড উঠে গেছে এক শ' ফুটেরও বেশি ওপরে, ডালপালা ছড়িয়ে দিয়েছে নানানদিকে। ঘন পাতার কারণে মাটিতে নামে না সূর্যের আলো। চারপাশ প্রায় অন্ধকার।

ছায়ার ভিতর দিয়ে ছুটে চলেছে সে সামনের ফ্যাসিলিটি লক্ষ্য করে। তার কোনও প্রয়োজন নেই বিশ্রাম নেয়ার। বার-বার থেমে দেখে নিচ্ছে চারপাশ। মনের চোখে দেখছে ওই লোক আর তার কালো নেকড়েকে আগের মত ভুল করবে না আর, প্রথমেই ছিঁড়ে ফেলবে ওই লোকের গলা। বুক চিরে বের করে নেবে হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস। ছিঁড়ে দু'টুকরো করে দেবে ওই নেকড়ের

BanglaBook.org

বাচ্চাকে!

মাইলের পর মাইল এক নাগাড়ে দৌড়ে চলেছে সে। বুঝতে পারছে, পৌঁছে গেছে শেষ রিসার্চ স্টেশনের খুব কাছে।

হ্যাঁ, ওখানে থাকবে অনেক লোক...

তাদের বেঁচে থাকার অধিকার নেই!

বেশ কয়েক ঘণ্টা একাধারে ছুটেছে, এবার কমাল গতি। হাঁপ ধরেছে কিছুটা। খিদেও লেগেছে। নতুন করে শক্তি পেতে চাইলে দরকার রক্ত-মাংস। সেজন্য খুঁজে নিতে হবে শিকার। অসুবিধা নেই, জঙ্গলে অভাব নেই জানোয়ারের। একবার খেয়ে নেয়ার পর আবারও রওনা হবে সে ফ্যাসিলিটি লক্ষ্য করে।

আর রাত নামলে...

খল-খল করে হাসল সে।

সামনেই থাকবে সুস্বাদু একদল লোক!

হ্যাঁ, বাঁচতে দেবে না সে কাউকে!

ইনফার্মারিতে ঢুকে রানা দেখল, প্রফেসর সিরাজউদ্দীন বাঙালির বেড ঘিরে জড় হয়েছে কয়েকজন, মনোযোগ দিয়ে শুনছে বৃদ্ধের বক্তব্য। বেডের একদিকে তানামুরা ও ওয়েইলার, অন্য দিকে চেয়ারে জিনা উইলসন। একটু আগে হেলিকপ্টারে করে দূরের হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে আহত প্রেস্টন ওয়েস্টকে। সে বিদায় হয়েছে বলে খুশি তানামুরা, ওয়েইলার ও জিনা। মুখে বলছে না কিছু, কিন্তু কমিউনিকেশন এক্সপার্ট হিসাবে যোগ্যতার প্রমাণ রাখতে পারেনি ওই ব্রিটিশ লোকটা।

ভারী গলায় কথা বলছেন প্রফেসর: 'আবারও বলব, বড্ড কষ্ট পেয়েছি, সাহসী মানুষগুলো এভাবে মরে গেল।' চুপ হয়ে গেলেন তিনি, যেন নীরবে সম্মান দেখালেন মৃত সৈনিকদেরকে। 'তাদের জন্যে এখন আর কিছুই করার নেই আমাদের। কিন্তু যারা বেঁচে

BanglaBook.org

আছে, তাদের জন্যে কিছু করা উচিত। আর সে-কারণেই তোমাদের সবাইকে আসতে বলেছি।'

চুপ করে থাকল সবাই। সবার মনোযোগ প্রফেসরের দিকে।

'ক্রোমোসোমাল ম্যানিপুলেশন আসলে,' বললেন তিনি।

চট্ করে জিনা আর রানা পরস্পরকে দেখল। চকচক করছে জাপানি সৈনিকের চোখ। নাক কুঁচকে রেখেছে ওয়েইলার।

'এ ছাড়া ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব নয় ব্যাপারটার,' বললেন সিরাজউদ্দীন, কণ্ঠে অসীম ক্লান্তি। 'সন্দেহ করেছি আগেই, কিন্তু নিশ্চিত ছিলাম না। আর পরে রানা জানাল ওটা কথা বলতে পারে।'

প্রফেসর এ বিষয়ে আলাপ করতে পারেন ধারণা করে আগেই দলের সবাইকে সংক্ষিপ্তভাবে ব্রিফ করেছে রানা। হতভম্ব হলো না কেউ।

বৃদ্ধ প্রফেসরকে বলল রানা, 'মনে হয়েছিল কথা বলতে অসুবিধা হচ্ছে ওটার। জানত কী বলতে চায়, কিন্তু জিভ নড়ছিল না।'

'স্বাভাবিক,' মাথা দোলালেন সিরাজউদ্দীন, 'এমনই হওয়ার কথা।' একটু চুপ করে থেকে তারপর বললেন, 'আমাকে রক্ষা করেছ, সেজন্যে আবারও ধন্যবাদ দিচ্ছি তোমাদের সবাইকে। নিজের চেষ্টায় কখনও ফিরতে পারতাম না ওই পাহাড়ি এলাকা থেকে। প্রচণ্ড পরিশ্রম করেছ তোমরা আমার জন্যে। একবারও ভাবোনি চলে যেতে পারো আমাকে ফেলে। জীবনের মস্ত ঝুঁকি পাত্তা দাওনি, এ সাহসের কোনও তুলনা হয় না। তোমাদের কাছে চিরকালের জন্যে ঋণী হয়ে থাকলাম। ...যাই হোক, যে-কারণে ডেকেছি, তা বলছি। তোমরা হয়তো জানতে চাইবে, কোথা থেকে এল ওই দানব, আসলে সে কে... আমি এর ব্যাখ্যা দিতে পারি, কিন্তু যথেষ্ট প্রমাণ দিতে পারব না। ...গত কয়েক দিন লড়াই

BanglaBook.org

পারো হতক্লান্ত তোমরা, কাজেই ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বেশি সময়ও পাব না।'

'আপনি বলুন, প্রফেসর,' বলল তানামুরা। 'আমরা শুনছি। আমাদের জানার অধিকার আছে, আসলে ওটা কী।'

আস্তে করে মাথা দোলালেন সিরাজউদ্দীন। 'বেশ, তোমরা জানতে চাও আসলে ওই দানব কে বা কী। সাধ্যমত জানাব তোমাদেরকে। আমার কথা যদি অযৌক্তিক বা অবিশ্বাস্য মনে হয়, তবু বাধা দিয়ো না, আগে পুরোটা শুনো। পরে বিচার করে দেখবে ভুল বলেছি কি না।'

'কখনও কোনও অযৌক্তিক কথা বলতে শুনিনি আপনাকে, স্যর,' বলল রানা।

গম্ভীর মুখে মাথা দোলালেন প্রফেসর। 'বেশ, বলছি: গতকালও যার সঙ্গে লড়াই করেছ, ওই দানব এর আগে কখনও ছিল না পৃথিবীতে। ওটাকে তৈরি করেছে একদল বিজ্ঞানী। কৃত্রিম জানোয়ার। ওটা স্রষ্টার সৃষ্টি নয়, আমেরিকার জনা কয়েক বদ্ধ উন্মাদ বিজ্ঞানীর কীর্তি। যা দেখেছি, তাতে মনে হয়েছে, শক্তি বা গতির দিক থেকে মানুষের চেয়ে অনেক উন্নত সে। হিংস্রতাও অনেক বেশি। সবাই তা দেখেছ। কিন্তু আদিম মানুষের সাধ্য ছিল না কথা বলার। এটা এক রহস্য। তা হলে কি একই সঙ্গে মানুষ ও আদিম মানুষের জিন বহন করছে সে?' সবাইকে দেখে নিলেন। 'আদিম আমলের মানুষ ছিল প্রায় জানোয়ারের মত, আমাদের ভেতরেও রয়ে গেছে ওই হামলার আগ্রহ, আর সেটা আমরা সামলে সুমলেও রাখি। কিন্তু আমাদের দানব কোনও কিছুকে বাধা বলে মনে করে না, সামলেও রাখে না। বিবেক বা নৈতিকতা তার নেই। শুধু নিজের ইচ্ছা পূরণ করে। আসলে মানুষ ছাড়া অন্য সব প্রাণী তা-ই করে। কোনও ধরনের বাধা ওই দানবের পছন্দ নয়। দ্বিধা না করেই লাশ ফেলে দেয়। রক্ত আর মাংস পছন্দ, তাই

BanglaBook.org

ইচ্ছেমত হামলা করে। ...মানুষের মত প্রতিশোধ নেয়, কথা বলে ইংরেজি ভাষায়। যেটা আদিম মানুষ পারত না।'

প্রফেসর থেমে যাওয়ার পর বলল তানামুরা, 'এর কী ব্যাখ্যা দেবেন আপনি, স্যর?'

'সহজ ব্যাখ্যা দেব,' বললেন সিরাজউদ্দীন, 'প্রাচীন এক বরফে ভরা সংরক্ষিত গুহা থেকে নেয়া হয়েছে মৃত আদিম মানুষের জিন, আর তা মিশিয়ে দেয়া হয়েছে আধুনিক মানুষের দেহে। এটাই একমাত্র যুক্তিসঙ্গত উত্তর। একসময় আধুনিক মানুষ ছিল সে, কিন্তু এসব রিসার্চ স্টেশনের গবেষণার কারণে হয়ে গেছে আধ-খাপচা এক আদিম মানুষ। না সে আদিম মানুষ, না আধুনিক। অনায়াসেই খুন করে খেয়ে ফেলছে মানুষকে। তাই করত দশ হাজার বছর আগের মানুষ। কথা বলতে পারত না, যোগাযোগ মাধ্যম ছিল প্রাচীন, আবেগ বলতে ছিল শুধু প্রতিহিংসা, রাগ ও লোভ।' মাথা নাড়লেন তিনি। 'গত ক'দিন তোমরা সাধারণ কোনও জন্তুর বিরুদ্ধে লড়াই করোনি। বহুকাল আগে থেকে মানুষ একটু একটু করে যেসব হিংস্র অনুভূতি দমন করেছে, সেসব বুকে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে আঁধার জগতের ওই জানোয়ার শুধু তাই নয়, তার আবার আছে মানুষের মত কূট-বুদ্ধি। ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করছে না বলে আগের মতই আদিম। কোনও পরিবর্তন নেই তার ভেতর। অথচ তার রয়েছে অস্বাভাবিক দৈহিক বা মানসিক শক্তি।'

চুপ করে আছে সবাই।

রানা ভাবছে: এরপর কী করবে। প্রফেসর এখনও দুর্বল ও অসুস্থ। তাঁকে সরিয়ে নেয়া যাবে না এখান থেকে। বাধ্য হলে তা-ই করবে, কিন্তু তাতে রয়েছে মস্ত ঝুঁকি। আকাশ-পথে গেলে মানুষটার যেকোনও সময়ে হার্ট অ্যাটাক হতে পারে।

'আধুনিক বিজ্ঞান অবিশ্বাস্যভাবে উন্নতি করেছে,' বললেন

BanglaBook.org

সিরাজউদ্দীন। কারও দিকেই চেয়ে নেই। 'কিন্তু ওই জ্ঞান কখনও হয়ে উঠছে মানুষের ধ্বংসের মূল। অথচ, স্রষ্টা হয়তো চাননি এভাবে মানুষ নিজেদের সর্বনাশ করুক।'

তানামুরার চোখে চোখ রেখে আবারও প্রফেসরের দিকে চাইল রানা। নরম সুরে বলল, 'স্যর, আপনি বলেছিলেন চলে যাওয়া উচিত এখান থেকে, কিন্তু ডাক্তাররা বলেছে, এ মুহূর্তে আপনাকে সরিয়ে নেয়া সম্ভব হবে না। পরে...'

'জানি কী ভাবছ,' হাত তুলে বাধা দিলেন সিরাজউদ্দীন। 'এসব রিসার্চ স্টেশনে হামলা করছে বলেই বুঝতে পারছি, জরুরি কিছু খুঁজছে ওটা। এমন কিছু, যা পরিপূর্ণতার জন্যে তার দরকার। না পাওয়া পর্যন্ত থামবে না। আর সেজন্যে যখন আসবে, খুন করবে যাকে পাবে তাকেই। বাঁচতে দেবে না কাউকে। কাজেই এখান থেকে কেউ চলে না গেলে হয়তো রাতেই খুন হবে। বুঝতে পারছি আজ রাতেই হয়তো হামলা করবে ওই দানব, কিন্তু সেজন্য আমি ভীত নই।'

একটু সামনে ঝুঁকল রানা। 'আপনি থাকছেন, কাজেই আমিও থাকছি। থাকবে হাণ্টারও। সৈনিকরাও ফ্যাসিলিটি ফেলে যাবে না। ওরা ভাবছে যুদ্ধে জিতে যাবে ওটার বিরুদ্ধে। জানি না, হয়তো সত্যিই তা-ই হবে। প্রত্যেকের সঙ্গে আছে প্রচুর গুলি সহ রাইফেল। অন্য সব স্টেশন থেকে অনেক নিরাপদ এই ফ্যাসিলিটি। ওই দানবের জন্যে খুব সহজ হবে না ঢুকে পড়া।'

অন্যদেরকে দেখে নিল রানা, তারপর বলল, 'আমি খুঁজে বের করব এই রিসার্চ স্টেশনের ল্যাবোরেটরি, দেখব ওখানে কী আছে। ...স্যর, আপনি সুস্থ হয়ে ওঠা পর্যন্ত এখানে থাকছি আমি। ...তানামুরা, টড, জিনা, তোমরা যে সিদ্ধান্তই নাও, তোমাদের প্রতি শ্রদ্ধা বিন্দুমাত্র নষ্ট হবে না আমার।'

'আমি থাকছি,' সোজা জানিয়ে দিল জিনা।

BanglaBook.org

জবাব দিল না তানামুরা, চোখ বলে দিল ভয় নেই অন্তরে।

'নিজেকে ভীতু মানুষ মনে করি না,' বলল টড ওয়েইলার। 'আমিও থাকছি।'

'ধারণা করেছিলাম পরিণতি যাই হোক, তোমরা রয়েই যেতে চাইবে,' বললেন সিরাজউদ্দীন। আস্তে করে মাথা নাড়লেন। 'আর এ কারণেই কখনও কষ্টকর হয়ে ওঠে জীবন। তোমাদের কেউ আহত হলে বা মারা গেলে অপরাধবোধে ভুগব আমি। চাই না আমার কারণে মরতে হোক কাউকে। নিশ্চিত জেনো, আসছে ওই দানব। নতুন করে লড়তে হবে তোমাদেরকে। তখন আমার কথা ভুলে যেয়ো। ওটা কিন্তু কোনও দ্বিধা করবে না হত্যা করতে। ভয় নেই ওটার মনে। দয়া বা কোমলতা নেই। ভয়ঙ্কর এক জন্তু। তার বিরুদ্ধে লড়ে জিততে চাইলে অন্তর থেকে মুছে ফেলতে হবে সব আবেগ। তোমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ওটাকে ধ্বংস করা।'

তাঁর বাহুতে হাত রাখল জিনা, মৃদু হাসল। 'আমরা তা-ই করব, প্রফেসর। বিশ্রাম নিন, ওটাকে শেষ করে আপনাকে ভাল কোনও হাসপাতালে নিয়ে যাব।'

স্নেহ নিয়ে ওর দিকে চাইলেন বাঙালি প্রফেসর। একটু পর আনমনে বললেন, 'ভাবছি, দশ হাজার বছর আগে কী কারণে বিলুপ্ত হলো ওই দানবের পূর্বপুরুষ। আগে ছিল ইকোসিস্টেমের টপ লিস্টে। বলতে গেলে কোনও শত্রু ছিল না ওর। অথচ, ঝাড়ে বংশে শেষ হয়ে গেছে। ধ্বংস হলো কী করে, ভেবে পাইনি।'

চট্ করে হাতঘড়ি দেখল রানা। বিকেল হতে চলল। কয়েক ঘণ্টা পর নামবে আঁধার। বেশি সময় নেই হাতে, তৈরি হয়ে নিতে হবে ওদেরকে।

প্রফেসরের বাহুতে হাত রাখল রানা। নরম সুরে বলল, 'স্যর, বিশ্রাম নিন। আমরা তৈরি থাকব ওটার জন্যে। মনে রাখব একটু

BanglaBook.org

আগে বলা আপনার কথা: দশ হাজার বছর আগে যে কারণেই হোক, বিলুপ্ত হয়েছিল ওরা। একবার যদি তাদেরকে শেষ করে দেয়া হয়ে থাকে, আমরাও পারব এই দানবটাকে শেষ করতে।'

তেরো

প্রাথমিক পরিচয়-পত্র দেখিয়ে, আর্মির তৈরি আইন ও নিয়ম মেনে প্রথমবারের মত রিসার্চ স্টেশনের আর্মারিতে ঢুকল তানামুরা ও জিনা। জাপানি যোদ্ধার পরনে জাঙ্গল ফেটিগ, জিনার গায়ে কুচকুচে কালো বিডিইউ। কালচে-সোনালি ঘন চুল তিন ভাঁজ করে পনি টেইল করেছে। চোখে কালো সানগ্লাস। এখন থেকে পরে থাকলে রাতে যখন নাইট-ভিশন গগল্স্ পরবে তখন ঘন আঁধারেও পরিষ্কার দেখতে পাবে সব কিছু।

র‍্যাকে রাখা একের পর এক অস্ত্রের ওপর চোখ বোলাল তানামুরা। ওর দিকে চেয়ে আছে আর্মির মাস্টার সার্জেন্ট।

কিছুক্ষণ পর বলল তানামুরা, 'ওই দেয়ালের কাছের ক্রেইগ হেভিওয়েইট ব্যারেলের এম-১৪ দিন, সঙ্গে বিশ গুলির দশটা ম্যাগাযিন। এ ছাড়া, .৪৫ ক্যালিবারের চারটে বাড়তি ম্যাগাযিন চাই।'

অস্ত্র ও ম্যাগাযিন কাউন্টারে নামিয়ে রাখল সার্জেন্ট। নেভি সিল সৈনিকদের প্রিয় অস্ত্র এম-১৪, কারণ নিখুঁত লক্ষ্যভেদ করে ওটা। .৩০৮ ক্যালিবারের বুলেট থামিয়ে দিতে পারে ছুটন্ত মোষ। ওই অস্ত্রকে বলা যেতে পারে একটা শিল্প।

BanglaBook.org

'টাইটেনিয়ামের ফায়ারিং পিন বসানো আছে কাঁচের বেড়ে, মসৃণভাবে কাজ করবে,' মন্তব্য করল সার্জেন্ট। 'আগেও ব্যবহার করা হয়েছে ওই .৪৫, কাজেই ধরে নিতে পারেন এ-দুটো অস্ত্র কোনও ঝামেলা করবে না।'

কিছুই না বলে রাইফেল তুলে নিল তানামুরা, ভিতরে ভরল ম্যাগাযিন, পরক্ষণে খুলে ফেলল। 'রাতের আগেই প্র্যাকটিস করতে চাই, সেক্ষেত্রে কোথায় যেতে হবে আমাকে?'

'বেসের পিছনে ফায়ারিং রেঞ্জ। এক শ' গজ টার্গেটে জিরো ইন করতে লাগবে বড়জোর দু'মিনিট। কোনও স্কোপ লাগবে?'

'নিজের চোখই যথেষ্ট,' বিড়বিড় করল জাপানি যোদ্ধা। সংগ্রহ করে নিল নিজের জন্য বেল্ট, ম্যাগাযিন ও রিভলভারের হিপ হোলস্টার।

ওর নেয়া শেষ হলে নরম সুরে বলল জিনা, 'আমার লাগবে .৫০ ক্যালিবারের ব্যারেটের জন্য তিরিশটা বুলেট। এ ছাড়া, সাতটা বাড়তি ম্যাগাযিন। পরিষ্কার করার কিটও চাই।'

'কোনও সমস্যা নেই,' বলল সার্জেন্ট। এক মিনিটের ভিতর সব বুঝিয়ে দিল সে।

'রেঞ্জে দেখা হবে,' জিনাকে বলল তানামুরা। 'আগে থেকে মতিগতি না বুঝে ব্যবহার করি না কোনও অস্ত্র।'

'আধ ঘণ্টা পর দেখা হবে,' বলল জিনা। ছোট এক ডাফল ব্যাগে ভরল অ্যামিউনিশন ও ম্যাগাযিন। 'তার আগে পরিষ্কার করব ব্যারেট, তেলও দেব। মাউন্টে স্কোপটা ঠিকমত বসাব। আমার ধারণা, ঝাঁকি খেয়ে নষ্ট হয়ে গেছে অ্যালাইনমেন্ট।'

'হতেই পারে। তোমার জন্যে অপেক্ষা করব। অস্ত্র পরীক্ষা করার পর প্রস্তুতি নিতে হবে রাতের জন্যে।'

'রাত নামতে কতক্ষণ বাকি?' সার্জেন্টের কাছে জানতে চাইল জিনা।

BanglaBook.org

‘আরও তিন ঘণ্টা, ম্যাম।’

‘যথেষ্ট সময়। ঠিক আছে, আধ ঘণ্টা পর দেখা হবে রেঞ্জে।’

দরজা পেরিয়ে চলে গেল দীর্ঘদেহী জ্যাপানি সৈনিক। সারি সারি অস্ত্রের দিকে মনোযোগ দিল জিনা। খুঁজছে এমন কোনও অস্ত্র, যেটা ভেদ করবে দানবের পুরু চামড়া। ‘আমাদের দলের টড ওয়েইলার কী নিয়েছে?’ জানতে চাইল। উপযুক্ত কোনও অস্ত্র দেখছে না।

‘ওই বিরাট লোকটা?’

‘হ্যাঁ।’

‘ওই যে যার গাল পোড়া?’

‘হুঁ।’ একটু বিরক্ত হলো জিনা। ‘আপনার মনে আছে সে কি নিয়েছে?’

একটা ক্লিপবোর্ড তুলে নিয়ে শিস বাজাল সার্জেন্ট। ‘বাপরে! ওই লোকই তো খালি করে দিয়েছে আমাদের স্টোর। প্রথমে নিয়েছে বারো গেজের পঞ্চাশটা ডিপ্লেটেড ইউরেনিয়াম শটগান রাউণ্ড, তারপর নিয়েছে .৫০ ক্যালিবারের ডেযার্ট ঈগলের চল্লিশটা বুলেট। ভাবলাম আর কিছু নেবে না, কিন্তু কীসের কী, এরপর নিল দশটা অ্যান্টিপার্সোনেল গ্রেনেড।’ চোখে ভীতি নিয়ে জিনাকে দেখল সে।

চুপ করে আছে জিনা। পাহাড়ে-জঙ্গলে ওদের টিম কী মোকাবিলা করেছে, তা নিয়ে আলাপ হয়েছে রেঞ্জার সৈনিকদের ভিতর। সবাই এখন জানে, পাহাড়ে ওদের প্রায় সবাইকে মেরে ফেলেছে ওই দানব। এই বেসে ওরা আসবার পর সতর্ক হয়ে গেছে সবাই। এখন প্রত্যেকের সঙ্গে ভারী ক্যালিবারের রাইফেল বা রিভলভার। এমন কী নিরাপদ বেসের বুকে বসেও শোল্ডার হোলস্টারে .৪৫ ক্যালিবারের রিভলভার রাখছে মাস্টার সার্জেন্ট। আরেকটা হোলস্টার ঝুলছে উরুর পাশে। নিয়ম ভেঙে পাশের

BanglaBook.org

দেয়ালে ঠেস দিয়ে রেখেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গ্যারান্ড। একসময় ওটা ছিল দুনিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী সেলফ লোডিং ব্যাটল রাইফেল।

ভাবল জিনা, সবাই জানে আমাদের টিমের কপালে কী ঘটেছে। এরপরেও যদি সত্যিই বিধ্বস্ত হয় এই ফ্যাসিলিটি, তাতে সময় লাগবে অনেক।

'অবস্থা কি অতই খারাপ, ম্যাম?' জানতে চাইল সার্জেন্ট। সরু করে ফেলেছে চোখ।

ভুরু কুঁচকে ভেবে নিল জিনা, তারপর আস্তে করে মাথা দোলাল। 'সত্যিই ভয়ঙ্কর কিছু হতে পারে।' সরাসরি সার্জেন্টের চোখে চাইল। 'আর দুঃখের কথা, তখন ওই পুরনো গ্যারান্ড আপনার কোনও কাজে আসবে না।'

হতবাক হয়ে গেল লোকটা। নার্ভাস হয়ে জানতে চাইল, 'কোন্ অস্ত্র কাজে আসবে?'

আস্তে করে মাথা নাড়ল জিনা। 'প্রার্থনা।'

হাঁ হয়ে গেছে সার্জেন্ট।

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার আগে বলল জিনা, 'শেষ বুলেট রাখুন নিজের জন্যে। কারণ ওটা আপনাকে ধরলে অনেক বেশি কষ্ট পেয়ে মরতে হবে।'

BanglaBook.org

কাঁচ-ঢাকা আইসিইউ-এর ছোট্ট কিউবিকলের বাইরে দাঁড়িয়ে অচেতন প্রফেসর সিরাজউদ্দীনকে দেখছে কুটিল মনের বিজ্ঞানী ডক্টর ডেভিড গ্রেবার। আবারও জ্ঞান হারিয়েছেন বাঙালি বৃদ্ধ। কড়া ওষুধ দেয়া হয়েছে ব্লাড প্রেশার কমাতে। তাতে আগের চেয়ে নিয়ন্ত্রিতভাবে চলছে তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস।

ধীরে ধীরে ঠোঁটে হাসি ফুটল ডক্টর গ্রেবারের। সাবধানে ডান পকেট থেকে নিল সিরিঞ্জ। আঙুল দিয়ে স্পর্শ করল প্লাস্টিকের

সেফটি ক্যাপ।

যা করবার ঝটপট, কেউ দেখবে না কী করা হয়েছে। কোনও ঝামেলাও হবে না, চুপচাপ প্রফেসরের আইভি ক্যানিউলার ভিতর ইনজেক্ট করবে ওর এক্সপেরিমেন্টাল সিরাম, তারপর গোপন ক্যামেরার মাধ্যমে ল্যাবোরেটরি থেকে দেখবে কী ঘটে। যদি ঠিকভাবে দানব তৈরির রিসেপ্টর আর ট্র্যান্সমিটার জিন সরিয়ে নেয়া হয়ে থাকে, এই সিরামের কারণে সঙ্গে সঙ্গে সুস্থ হয়ে উঠবে বাঙালি প্রফেসর। আর, তা যদি না হয়, জেনেটিক ট্র্যান্সফর্মেশনের ধাক্কায় সঙ্গে সঙ্গে খুন হবে লোকটা। তাতে কী-ই বা যায় আসে? বড়জোর মরবে বুড়ো-হাবড়া এক অকর্মা লোক। অথচ, ভাবাই যায় না কত বিরাট উপকার হবে বিজ্ঞানের। এজন্য দু'-এক শ' লোক বলি দিতে দ্বিধা করবে না অনেকেই, আর তাদেরই একজন ডেভিড গ্রেবার।

একবার নিখুঁতভাবে কাজ করলেই বন্ধ করা হবে সমস্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা। কখনোই এ সিরাম পৌঁছবে না সাধারণ মানুষের হাতে। উপকৃত হবে দুনিয়ার নামকরা ক্ষমতাশালী নেতা-নেত্রীরা। তাদের থাকবে না কোনও রোগ, বাঁচবে শত-সহস্র বছর, হয়তো একসময় হয়ে উঠবে অমর। আর সেক্ষেত্রে ঈশ্বরের সঙ্গে কোনও তফাৎ থাকবে না তাদের।

আসলে কিছুদিনের ভিতর আমেরিকা হয়ে উঠবে গোটা পৃথিবীর মালিক। হাজার হাজার বছর ধরে আমেরিকানরা শাসন করবে দুনিয়ার সমস্ত জাতির মানুষকে। আমেরিকানদের বিরুদ্ধে টুঁ শব্দ করতে পারবে না কেউ। ইতিহাসে যা হয়নি কখনও, তাই করবে আমেরিকানরা। তাদের রাজত্ব চলবে লাখ লাখ বছর ধরে।

ফাঁকা আইসিইউ-তে ঢুকে মাত্র একজন নার্সকে দেখেছে ডেভিড গ্রেবার। মেয়েটা বসে আছে মনিটরের সামনে। মাঝে মাঝে প্রফেসরের ভাইটাল সাইন দেখে নোটিফিকেশন নিচ্ছে।

BanglaBook.org

পাত্তা না দিয়ে প্রফেসরের রুমের দিকে চলল গ্রেবার। কে বাধা দেবে, তাকে একবার দেখে নিয়ে কাজে মন দিল নার্স। এবার নিশ্চিন্তে বাঙালি বুড়ো-হাবড়ার শরীরে সিরাম ইনজেক্ট করবে গ্রেবার। মনে মনে হাসল। দেখা যাক কী হয়!

সত্যিই হয়তো এই কম্পাউণ্ডে ঢুকতে পারবে ওই দানব। সেক্ষেত্রে খুন হবে অসংখ্য সৈনিক। হয়তো স্টিলের দেয়াল ছিঁড়ে ঢুকবে ফ্যাসিলিটিতে, কিন্তু ভল্টের ভিতর নিজের লোকসহ নিরাপদে থাকবে সে। কারও সাধ্য নেই তার কোনও ক্ষতি করে।

পা টিপে টিপে নির্দিষ্ট রুমের দরজার দিকে চলেছে গ্রেবার, অথচ কিছুই জানেন না অচেতন, অসুস্থ প্রফেসর। ঘরে ঢুকে সাবধানে সিরিঞ্জের মুখ থেকে প্লাস্টিকের কাভার সরাল সে।

চার সেকেণ্ড... ব্যস, তাতেই হবে... দরকার মাত্র চারটে সেকেণ্ড...

আইভির ইনজেকশন পোর্টের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল গ্রেবার, ঠোঁটে ফুটে উঠেছে জটিল হাসি। এবার...

ঠিক তখনই বেড ঘুরে এদিকে এল বিশাল, কালো কী যেন! ওটার বুক থেকে বেরোল নিচু গর্জন। ঘরের মাঝে মস্ত নেকড়ে দেখে হাঁ হয়ে গেল গ্রেবার। হিংস্র চোখে চেয়ে আছে ওটা তার দিকে! মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছে সাদা, ক্ষুরধার দাঁত! মাথার পিছনে লেপ্টে গেছে দুই কান, ফুলে উঠেছে শক্তিশালী কাঁধ!

প্রফেসর আর গ্রেবারের মাঝে থমকে দাঁড়িয়ে বুক কাঁপিয়ে দেয়া আরেকটা নিচু গর্জন ছাড়ল কালো নেকড়ে। থরথর করে কাঁপছে মেঝের টাইল্‌স্।

দরদর করে ঘামতে লাগল ডেভিড গ্রেবার, সেই সঙ্গে শুরু হয়েছে দেহ জুড়ে অদ্ভুত এক কাঁপুনি। পিছিয়ে গেল কয়েক পা। নার্সকে ডাক দেবে, কিন্তু গলা দিয়ে বেরোল না আওয়াজ। কয়েক সেকেণ্ড পর ফিসফিস করল, 'হায়, ঈশ্বর! ...আমি... বাছা...'

BanglaBook.org

আস্তে করে হাত দোলাল বাতাসে। 'দূরে... থাকো, বা-বাছা! ...লক্ষ্মী কুকুর!'

সামনে থেকে নড়ল না কালো নেকড়ে। চিতাবাঘের চোখের মত জ্বলজ্বল করছে ওটার চোখ।

কিছুক্ষণ পর গ্রেবার বুঝল: যেহেতু এখনও খুন হয়নি, কাজেই সম্ভাবনা আছে, তা করবে না নেকড়ে। একটু সাহস পেল গ্রেবার, টিপে দিল নার্সকে ডাক দেয়ার কলিং বেল।

কয়েক সেকেণ্ড পর ঘরে ঢুকল নার্স। তার চোখ প্রথমে পড়ল নেকড়ের ওপর।

'হান্টার!' কড়া সুরে ডাকল।

নড়ল না নেকড়ে, তবে পিছিয়ে গেল আধ ফুট। কিন্তু চোখ সরল না ডেভিড গ্রেবারের ওপর থেকে।

নেকড়ে সামান্য পিছিয়ে গেছে দেখে সাহস ফিরে পেল গ্রেবার, গলা স্থির রেখে নার্সকে বলল, 'নার্স, এটা কী? এটা কেন ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে?'

'তেমনই আদেশ দেয়া হয়েছে, স্যর।'

'কে আদেশ দিয়েছে?'

'লে. কর্নেল রব ম্যাক্সিমিলিয়ান, স্যর।'

চুপ করে আছে গ্রেবার, কয়েক সেকেণ্ড পর বড় করে দম নিয়ে বলল, 'বলো তো, কী কারণে এমন নির্দেশ দিলেন তিনি? উনি কি জানেন না হাসপাতালের নিয়ম? কী কারণে একটা কুকুর রাখা হবে আইসিইউ-তে?'

BanglaBook.org

'ওটা নেকড়ে, স্যর।'

'তাতে আমার কিছুই না!' চোখে রাগ নিয়ে নার্সকে দেখল গ্রেবার। 'কুকুর না নেকড়ে সেটা বড় কথা নয়, এখানে কেন ওটা?'

নার্সের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে হেভিলি আর্মড্ এক যুবতী

কমাণ্ডো। পনি টেইল করেছে কালচে-সোনালি চুল। পরনে কালো ফেটিগ। বেল্টে দুটো পিস্তল, কাঁধের স্লিঙে প্রকাণ্ড এক রাইফেল। সন্দেহ নিয়ে গ্রেবারকে দেখছে সে। জানতে চাইল নিষ্কম্প কণ্ঠে, 'এখানে কী চাই আপনার?'

'হাসপাতালের আইসিইউ-এর নিয়ম ভেঙেছেন, কাজেই যা বলার লে. কর্নেলকেই বলব আমি,' আড়ষ্ট কণ্ঠে বলল গ্রেবার।

'হান্টার,' নেকড়ের দিকে চেয়ে নিচু স্বরে বলল যুবতী, 'ডাউন!'

গ্রেবারের ওপর থেকে চোখ সরাল না নেকড়ে।

বিজ্ঞানী বুঝল, এখন প্রফেসরের দিকে এগোলেই খুন হবে সে।

'হান্টার!' আবারও নির্দেশ দিল যুবতী কমাণ্ডো। 'ডাউন!'

নড়ল না নেকড়ে।

গ্রেবারের দিকে চোখ সরু করে চাইল মেয়েটা। 'ডক্টর, আপনাকে পছন্দ করছে না হান্টার।'

গ্রেবারের মেরুদণ্ড বেয়ে বইছে হিমশীতল স্রোত। চেহারায় ছাপ পড়ল ভয়ের। 'আমি এই ফ্যাসিলিটির সিনিয়র মেডিকেল স্টাফ... ইয়ে...'

'লেফটেন্যান্ট,' বলল যুবতী।

'লেফটেন্যান্ট,' মাথা দোলাল গ্রেবার। 'হ্যাঁ, লেফটেন্যান্ট, আমি ফ্যাসিলিটির সিনিয়র মেডিকেল সুপারভাইযার। তোমাকে নির্দেশ দিলাম, ওই নেকড়েকে সরিয়ে না নেয়া গেলে, দেরি না করে গুলি করবে ওটাকে।' খুব সাবধানে ইন্টারকমের দিকে হাত বাড়াল সে।

চাপা গর্জন ছাড়ল হান্টার।

'গার্ডরা আসার আগেই ওটাকে সরিয়ে নাও,' নিচু স্বরে বলল গ্রেবার। কণ্ঠে কোনও হুমকি নেই।

BanglaBook.org

ফুলে উঠেছে হান্টারের কালো রোম, বাতাসে চাপা গর্জন। যে কারণেই হোক, ভয়ঙ্কর খেপে গেছে নেকড়ে। কারণ বুঝতে পারল না জিনা। 'না, ডক্টর,' সতর্ক সুরে বলল ও, 'আমার মনে হয় না এখন ওকে স্পর্শ করা উচিত।'

হান্টারকে মনোযোগ দিয়ে দেখছে জিনা।

ইন্টারকমের বাটন টিপল গ্রেবার।

নেকড়ের দিকে চেয়ে আছে জিনা, চোখে সামান্য ভয়। কড়া সুরে বলল, 'হান্টার! শুয়ে পড়ো! শুয়ে পড়ো!'

নড়ল না মস্ত নেকড়ে।

ইন্টারকমে নিচু স্বরে কথা বলছে গ্রেবার। কয়েক সেকেণ্ড পর রেখে দিল রিসিভার। জিনা ও নেকড়েকে দেখে নিয়ে ঠোঁটে ফুটল সরু হাসি। 'দুশ্চিন্তা কোরো না, লেফটেন্যান্ট। কাজে আসবে এমন একদল লোককে ডেকে পাঠিয়েছি, ত্রিশ সেকেণ্ডে পৌঁছে যাবে তারা। দেরি করবে না ওটাকে খুন করতে।'

সত্যিই কোথা থেকে যেন ছুটে এল এক স্কোয়াড সৈনিক। জিনা দেখল, সংখ্যায় তারা ছয়জন। পুরোপুরি সশস্ত্র। ঝট্ করে নেকড়ের দিকে তাক করল এম-১৬।

পথ ছাড়ল না জিনা, যদিও ভয় পেয়েছে। সৈনিকদের উদ্দেশে কড়া সুরে বলল, 'সার্জেন্ট, আমি সিনিয়র অফিসার এখানে!'

'কৃ-কিন্তু...'

'কোনও কিন্তু নেই,' ধমক দিল জিনা। 'সিনিয়র অফিসার হিসেবে নির্দেশ দিচ্ছি, এখনই ডেকে আনো লে. কর্নেল রব ম্যাক্সিমিলিয়ানকে, যাও!'

শক্তপোক্ত দেহের সার্জেন্টের বাম কাঁধে ৮২তম এয়ারবোর্ন লেখা। নেকড়েকে একবার দেখে নিয়ে মাথা দোলাল। 'ঠিক আছে, লেফটেন্যান্টের নির্দেশ পালন করো!'

তার এক সৈনিক রেডিয়ো করল রব ম্যাক্সিমিলিয়ানকে।

BanglaBook.org

তখনই সৈনিকদের মাঝ দিয়ে এল রানা, কারও অনুমতির তোয়াক্কা না নিয়েই ঢুকল কিউবিকলে। থামল না, কোনও মনোযোগও দিল না সৈনিক বা জিনার দিকে। ঘাড় ধরে পিছিয়ে নিতে চাইল নেকড়েকে।

বাধা তৈরি করে হাঁচড়েপাচড়ে একই জায়গায় রয়ে যেতে চাইল হান্টার। জোর খাটিয়ে সরাতে গিয়ে চাপা স্বরে বলল রানা, 'নো, হান্টার!'

কিছুতেই নড়বে না নেকড়ে।

চোখে চোখ রেখে বলল রানা, 'প্রফেসরকে পাহারা দে!'

খুব বিরক্ত মনে হলো হান্টারকে, কঠোর চোখে চেয়ে আছে গ্রেবারের চোখে। মাথা নাড়ল বার কয়েক, হতাশ।

সময় ব্যয় না করে ডক্টর গ্রেবারের সামনে চলে গেল রানা।

অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা, অল্প অল্প কাঁপছে।

তখনই তার হাতে ওষুধের সিরিঞ্জ লক্ষ করল রানা।

তার হাত খপ্ করে ধরে সামান্য একটু মোচড় দিয়ে সিরিঞ্জটা নিয়ে নিল ও। একবার দেখল সিরিঞ্জের ভিতরের স্বচ্ছ হলদে তরল। জানতে চাইল, 'এটার ভেতরে কী, ডক্টর?'

'ব্যথা কমিয়ে দেয়ার ওষুধ।'

'তাই?' প্রফেসরকে একবার দেখল রানা। 'মনে তো হচ্ছে না তাঁর কোনও ব্যথা আছে।' ডক্টরের চোখে চোখ রাখল রানা। 'ঠিক আছে, পরে দেখব ওটা কীসের।'

'ভাবছেন এ জিনিসের মেডিকেল পরীক্ষা করতে পারবেন আপনি?' বিদ্রূপের সুরে বলল গ্রেবার, 'ট্রমার এ রোগীর চিকিৎসা ব্যাহত করেছেন। চাইলে জোর করে আপনাদেরকে বের করে দিতে পারি এই ফ্যাসিলিটি থেকে অথবা প্রয়োজন বোধ করলে আটকে রাখতে পারি এই ফ্যাসিলিটির জেলখানায়।'

'মনে করি না তা পারবেন, ডক্টর,' অলস ভঙ্গিতে জিনার

BanglaBook.org

হাতে সিরিঞ্জ দিল রানা, 'কিন্তু চেষ্টা করে দেখতে পারেন। বোধহয় ভুলে গেছেন, এ ফ্যাসিলিটির দায়-দায়িত্ব এখনও আর্মির হাতে। আমাকে সরিয়ে দিতে চাইলে আগে অনুমতি নিতে হবে লে. কর্নেল রব ম্যাক্সিমিলিয়ানের কাছ থেকে।'

দৈর্ঘ্যে রানার চেয়ে বেশি গ্রেবার, অবশ্য পেশিবহুল নয়। প্রতিপক্ষের চেয়ে লম্বা বলে সুযোগটা নিতে চাইল সে। সামনে থেমে উঁচু থেকে চোখ রাখল রানার চোখে। 'একটা কথা মনে রাখবেন, ওই জন্তু হামলা করেছিল আমার ওপর। আর এ কারণে মরতে হবে ওটাকে।'

মৃদু হাসল রানা। 'হান্টার সত্যিই হামলা করলে আইসিইউ-তে নয়, শুয়ে থাকতেন কবরে। সেক্ষেত্রে হান্টার আপনার সঙ্গে দেখা করতে গেলে, কবর ছেড়ে লাফিয়ে পালাত অন্য লাশগুলোও।'

'ওটা অত্যন্ত হিংস্র কুকুর।'

'ওটা কুকুর নয়, নেকড়ে।'

'ওটা কী তাতে কিছুই যায়-আসে না! আমার দায়িত্বে বাধা দিয়েছে! ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক জন্তু, কাজেই তাকে শেষ করে দিতে হবে, অথবা বের করে দিতে হবে এই বেস থেকে।'

'সঠিক সময়ে চলে যাবে এখান থেকে, ডক্টর, আমি যখন ওকে নিয়ে যাব কোথাও। বা যখন সুস্থ হবেন প্রফেসর। আর ততক্ষণ নিজ দায়িত্ব পালন করবে ও, থাকবে এই ঘরে। পাহারা দেবে প্রফেসরকে।'

নাক কুঁচকে ফেলল গ্রেবার, 'এমনিতেই গার্ড দেয়া হয়েছে, মিস্টার রানা।'

জবাবে মৃদু হাসল রানা।

পেরিয়ে গেল কয়েক মুহূর্ত, তারপর চোখ সরু করে বলল ডক্টর গ্রেবার, 'ও, তা হলে আপনিই সে-লোক, একদল পেশাদার

BanglaBook.org

সৈনিককে নিয়ে গিয়েছিলেন জঙ্গলে তাদেরকে মেরে সাফ করতে?' মাথা নাড়ল আপত্তির ভঙ্গিতে। 'অবাক হচ্ছি না আপনার বেপরোয়া আচরণ দেখে। আগেই বলেছি এখানে গার্ড রয়েছে, তার পরেও আপনি আইসিইউ-তে রেখেছেন ওই উন্মাদ নেকড়েকে।'

'আপনি কোনও গার্ড পাবেন না যে ঘুমাবে না, ডক্টর,' বলল রানা। 'কিন্তু হান্টার ঘুমাবে না। আপনার যদি এতই আপত্তি থাকে, যাতে পাহারা না দেয় হান্টার, আপনি যোগাযোগ করুন লে. কর্নেল রব ম্যাক্সিমিলিয়ানের সঙ্গে। অনুমতি যা দেয়ার তিনিই দিয়েছেন।'

'আমি তা-ই করব, যোগাযোগ করব তাঁর সঙ্গে।'

তখনই দরজা পেরিয়ে এলেন ম্যাক্সিমিলিয়ান, একটু হাঁপিয়ে গেছেন। লাল হয়ে গেছে গাল। কম্পাউণ্ডের দূর প্রান্ত থেকে ছুটে এসেছেন। 'কিছু বলার থাকলে বলতে পারেন, ডক্টর,' বললেন তিনি। সামনে বাড়লেন কয়েক পা। 'এখানে কী ধরনের সমস্যা?'

হান্টারের দিকে আঙুল তুলল গ্রেবার। কণ্ঠে প্রকাশ পেল রাগ, 'সমস্যা ওই পশু, কর্নেল। এটা হসপিটাল ফ্যাসিলিটি, কোনও কেনেল নয়। আশা করি আপনাকে মনে করিয়ে দিতে হবে না, হাসপাতালের পরিচ্ছন্নতা বা নিরাপত্তার জন্যে কোনও বুনো জন্তুকে এই কম্পাউণ্ডে ঢুকতে দেয়ার নিয়ম নেই। বিশেষ করে যদি হয় এমন এক ফ্যাসিলিটি, যেখানে সবাই ভয় পাচ্ছে, যেকোনও সময়ে আসবে মস্ত বিপদ। কাজেই সিনিয়র মেডিকেল সুপারভাইযার হিসাবে পরামর্শ দিচ্ছি: দেরি না করে সরিয়ে দেয়া হোক ওই নেকড়েকে, বা মেরে ফেলা হোক।'

একবার হান্টারকে দেখলেন লে. কর্নেল, তারপর চাইলেন ডক্টরের চোখে। 'আমার মনে হচ্ছে না আপনি আহত হয়েছেন।'

'সময়মত গার্ড এসে পড়েছিল, নইলে হামলা করত।'

'তাই?' থুতনি উঁচু করলেন রব ম্যাক্সিমিলিয়ান, 'তা হলে আপনি ভাবছিলেন হামলা হবে আপনার ওপর?'

কর্নেলের কথার সুরে আহত হয়েছে, এমন ভঙ্গিতে বলল গ্রেবার, 'অবশ্যই! যেকোনও সুস্থ মস্তিষ্কের লোক ভয় পাবে। ভয়ঙ্কর হিংস্র জন্তু ওটা। মারাত্মক বুনো। ইনফার্মারিতে নয়, ওটাকে রাখা উচিত খাঁচায়।'

'এই ফ্যাসিলিটি থেকে দূরের হাসপাতালে পাঠাবার আগে, ডক্টর সিরাজউদ্দীনের বিপদ হতে পারে বলেই, তাঁকে পাহারা দেবে ওই নেকড়ে। তখন ফ্যাসিলিটি ছেড়ে যাবে হান্টিং টিমও। ...এবার খুশি হয়েছেন?'

তর্ক করবার জন্য মুখ খুলেছিল গ্রেবার, কিন্তু তাকে থামিয়ে দিলেন ম্যাক্সিমিলিয়ান, 'এ বিষয়ে আর কোনও কথা হবে না, ডক্টর।' ভাল করেই বোঝেন তাঁর দায়িত্ব। 'ভুলে যাবেন না, এই ফ্যাসিলিটির কমাণ্ড আমার হাতে। এবং প্রফেসরকে পাহারা দেয়ার জন্যে থাকছে ওই নেকড়ে। উচ্চপদস্থ কোনও অফিসারের কাছ থেকে অন্য কোনও নির্দেশ না এলে এই নিয়মই চলবে। আপনি তাঁদের সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ করতে পারেন, সেজন্যে আগেই অনুমতি দিয়ে রাখলাম আপনাকে।'

রাগে কাঁপছে গ্রেবার, কিন্তু কথা বলল সহজ সুরে, 'অবশ্যই দেরি না করে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করব আমি, কর্নেল। এতে কোনও সন্দেহ রাখবেন না মনে। দেখা যাক আসলে কে আছে এই ফ্যাসিলিটির চার্জে।'

'যা ভাল বোঝেন,' জবাবে বললেন ম্যাক্সিমিলিয়ান।

'বেশ,' তাঁকে পাশ কাটিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে গিয়েও থামল গ্রেবার জিনার সামনে। বাড়িয়ে দিল হাত। 'ওই সিরিঞ্জ, লেফটেন্যান্ট।'

'ওটা আমার কাছেই থাকবে,' আস্তে করে জিনার হাত থেকে

BanglaBook.org

জিনিসটা নিল রানা। 'ঘুম ভাঙলে হয়তো এই ওষুধ পরীক্ষা করতে চাইবেন প্রফেসর।' অপলক চোখে গ্রেবারের চোখ দেখল রানা। 'নাকি আপনি চান না সিরিঞ্জের ভেতর কি আছে তা কেউ পরীক্ষা করে দেখুক?'

ফ্যাকাসে হয়ে গেল গ্রেবারের চেহারা, একটা কথাও না বলে বেরিয়ে গেল সে ঘর ছেড়ে।

সিরিঞ্জের দিকে চেয়ে কুঁচকে গেছে রানার ভুরু।

ওকে বলল জিনা, 'ফেরত দিলে না কেন?'

হলদে তরল চোখের সামনে তুলল রানা। বলল, 'কেউ কিছু লুকাতে চাইলে ধরে নিতে পারো সে ভাল কিছু করছে না।'

চোদ্দ

পড়ন্ত দুপুরে স্প্যারেভোহ্ এয়ার বেস থেকে মডিফায়েড ব্ল্যাকহক হেলিকপ্টার নিয়ে রওনা হলো ডেপুটি মার্শাল টম জেরাল্ড ও তার ওস্তাদ। আকাশে উঠে দেখতে পেল সূর্যটাকে অনেক তাজা দেখাচ্ছে। কিন্তু জেরাল্ড ভাল করেই জানে, এটা স্রেফ চোখের ভুল। বাস্তবে উচ্চতার কারণে এমন দেখাচ্ছে। সমতল থেকে যত ওপরে উঠবে, ততই বাড়বে দিনের আলো।

সবচেয়ে কাছের শহর থেকে মাত্র দশ মাইল দূরে চার শ' একর নিয়ে এয়ার বেস। আর শ' পাঁচেক মাইল দূরে বুনো এলাকায় ওই শেষ রিসার্চ স্টেশন। তাতে ভয় পাওয়ার কিছুই নেই, প্রতি ঘণ্টায় তিন শ' মাইল বেগে ছুটবে কপ্টার। ওটার রেঞ্জ

BanglaBook.org

পাক্কা পনেরো শ' মাইল। অনায়াসে পৌঁছবে গন্তব্যে, ফিরেও আসতে পারবে।

অ্যাটাক কপ্টার সহজেই চালাতে পারছে জেরাল্ড।

ওয়াশিংটনের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ করবার পর বুঝে গেছে বেসের কমাণ্ডার, ডেপুটি মার্শাল আলাস্কায় এসেছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কোনও কাজে। তাই দেরি হয়নি তাকে হেলিকপ্টার বুঝিয়ে দিতে।

মাত্র দশ মিনিটে দরকারী মালপত্র কপ্টারে তুলে নিয়েছে হ্যাঙ্ক ডিগবার্ট, বিশ মিনিট পর রওনা হয়েছে ওরা। তার আগে পুরো দশ মিনিট জেরাল্ডকে ব্ল্যাকহকের নতুন সব ফিচার কীভাবে কাজ করে, তা বুঝিয়ে দিয়েছে আর্মির এক পাইলট। জেরাল্ডের মনে হয়েছে, আগে যেসব কপ্টার চালিয়ে দেখেছে, এর তুলনায় সেগুলো ছিল গরুর গাড়ি, আর ব্ল্যাকহক হচ্ছে সত্যিকারের লিমাযিন।

শক্তিশালী জোড়া টার্বো ইঞ্জিনের আধুনিক সাইলেন্সারের কারণে প্রায় আওয়াজই করে না এই হেলিকপ্টার, বড়জোর শোনা যায় রোটরের খাপাটি-খাপাটি আওয়াজ। সিভিলিয়ান আকাশযান এই ব্ল্যাকহক, আবার একইসঙ্গে সশস্ত্র গানশিপও; যদিও জেরাল্ড ভাবছে না ৩০ এমএম কামান ওর কোনও কাজে আসবে।

আকাশে নয় হাজার ফুট উঠে বরফে ছাওয়া শ্বেত দেয়ালের মত প্রথম সারির পাহাড় পেরিয়ে গেল জেরাল্ড। পথ দেখাল মেগেলান ন্যাভিগেশনাল সিস্টেম। নিজের তেমন কিছুই করবার থাকল না ওর। ডিসপ্লেতে চোখ রেখে দেখল, আরও ওপরে উঠছে যান্ত্রিক ফড়িং। প্রয়োজন পড়লে সর্বোচ্চ উচ্চতা ব্যবহার করে টপকে যাবে সামনের বারো হাজার ফুট উঁচু পর্বত। তাতে সমস্যা হবে না, কিন্তু এ কপ্টারের খারাপ দিক, কেবিন মোটেও প্রেশারাইয্‌ড্‌ নয়। এদিকে অক্সিজেন ট্যাঙ্ক ব্যবহার না করলে

BanglaBook.org

বারো হাজার ফুট উচ্চতায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলবার সম্ভাবনা রয়েছে।

চট্ করে জেরাল্ড দেখে নিল, স্বাভাবিক আছে হাইড্রোলিক প্রেশার। ওভারহিট বা ওভারকুল্ড নয় ইঞ্জিন। কোথাও সমস্যা নেই পিচ ও রোটর স্পিডে। পিছনের স্ট্যাবিলাইযার সম্পূর্ণ কমপিউটারাইয্ড্, আপনা-আপনিই বাতাস ও পরিবেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অ্যাডজাস্ট হচ্ছে।

আগে কখনও কমপিউটার চালিত রিয়ার রোটর ব্লেড ও অ্যান্টি-টর্ক কন্ট্রোল্ড হেলিকপ্টার চালায়নি জেরাল্ড, কিন্তু দেখতে না দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেল। বুঝে গেল, গাড়ির চেয়েও সহজে নিয়ন্ত্রণ করা যায় এই জিনিস।

'কতক্ষণ পর মাটিতে নামব, বাছা?' মাইকে জানতে চাইল ডিগবার্ট।

'পাঁচ শ' মাইল তো, লাগবে বড়জোর দু'ঘণ্টা,' হেডসেটে জবাব দিল জেরাল্ড। ইচ্ছা হলে ব্যবহার করতে পারবে ক্লোকিং ডিভাইস, সেক্ষেত্রে অনেক কমে যাবে ইঞ্জিন ও টার্বোর ঘ্যান-ঘ্যান আওয়াজ। তাতে সহজ হবে আলাপ করা। কিন্তু ওই সিরামিক শিল্ড ব্যবহার করলে বাড়তে শুরু করবে হাইড্রোলিক টেম্পারেচার। জেরাল্ডের মনে পড়ল, আর্মির পাইলট বলেছে, একেকবারে পনেরো মিনিটের বেশি ব্যবহার করা উচিত হবে না সাউণ্ড ড্যাম্পেনিং সিস্টেম, নইলে ক্ষতি হবে ইঞ্জিনের।

'তা হলে দিনের আলো থাকতেই পৌঁছে যাব,' মন্তব্য করল ডিগবার্ট। চোখ রেখেছে মাইল কে মাইল জুড়ে নিথর হয়ে জমে থাকা বিশাল, ধবল পর্বতে, ওটা মিশেছে গিয়ে সেই বহু দূরের দিগন্তে।

'সন্ধ্যা হওয়ার অন্তত দু' ঘণ্টা আগেই।'

'সময় নিয়ে ঘুরে দেখব ফ্যাসিলিটি, আর তুমি সে-সুযোগে

BanglaBook.org

কথা বলবে ওই ডক্টর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের সঙ্গে।'

'প্রথম সুযোগে,' বলল জেরাল্ড। 'লোকটা যদি বুঝতে পারে আমরা ওখানে যাব, তৈরি হয়ে বসে থাকবে। আর আমার ধারণা, বাস্তবে তা-ই হবে। সরাসরি যোগাযোগ করবে ওয়াশিংটনে, তার বসকে জানিয়ে দেবে, ঝামেলা করতে এসেছে দুই মার্শাল। শুধু তাই নয়, ব্যাটা নিজেও ঝামেলা করবে। লুকিয়ে ফেলবে যা নিয়ে রিসার্চ করছে।' মাথা দোলাল জেরাল্ড। 'এমনিতেই ঝামেলার ভেতর আছি। ওয়াশিংটনে মানুষ খুন করে এসেছি বলে জেলও হতে পারে।'

ঘোঁৎ করে উঠল ডিগবার্ট। 'আগে হোক আর পরে, বাছা, জবাবদিহি করতেই হবে। কিন্তু দুশ্চিন্তা কোরো না। আসল কথা, আমাদেরকে আটকে ফেলার আগেই রওনা হয়ে গেছি। সেটা বুদ্ধিমানের কাজই হয়েছে। যদি ওয়াশিংটনে রয়ে যেতে, ওরা তোমাকে একের পর এক স্টেটমেন্ট দিতে বাধ্য করত। কোনও কৌশলে আটকে রাখত অন্তত কয়েকটা দিন। গোলাগুলি করেছ বলে বোর্ড বসিয়ে তোমাকে সাসপেণ্ড করলেও অবাক হতাম না। ঠিক কাজই করেছ। সব সমস্যা কেটে যাওয়ার পর সাক্ষী হিসেবে তোমাকে সমর্থন দেব আমি। পরে বলতে পারব, যা ঘটেছে, তা কোনওভাবেই ঠেকাতে পারতে না। আর সব আইন মেনেই করা হয়েছে।'

ভুরু কুঁচকে দূরে চেয়ে আছে জেরাল্ড, কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'পরের কথা ভাবছি না, বস্। আমরা যা করে এসেছি ওয়াশিংটনে, তার চেয়েও খারাপ কিছু আছে আলাস্কায়।' সামান্য বিরতি নিয়ে বলল, 'মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে, এখানে না এলেই হয়তো ভাল করতাম।'

হাসল ডিগবার্ট, চট্ করে দেখে নিল স্যাণ্ডাৎকে। 'তুমি শুধু মনে রেখো: নিজের দায়িত্ব পালন করতে হবে তোমাকে, বাছা।

BanglaBook.org

আমরা ওই দানবকে খুন করতে এখানে আসিনি। আমাদের কাজ খুঁজে বের করা, কী ঘটছে এসব রিসার্চ স্টেশনে। তথ্য প্রমাণ জোগাড় করব, সেসব পাঠিয়ে দেব উচ্চ পর্যায়ের অফিসারদের কাছে। তারপর তারাই ঠিক করবে কী করবে।' একটু পর বলল, 'ভুললে চলবে না, এসবের বাইরেও আমাদের দায়িত্ব আছে। খুন করে ফেলা হয়েছে প্রতিভাবান এক মহিলা বিজ্ঞানীকে, মেরে ফেলতে চেয়েছে আরেকজনকে। খুন করতে চেয়েছে তোমাকে। ভাল সূত্র পেয়েই এসেছি এখানে, খামোকা সময় নষ্ট করছি না।'

'ঝামেলায় নাক ডুবিয়ে দেয়া সহজ, বেরিয়ে যাওয়া কঠিন,' মন্তব্য করল জেরাল্ড। একটু পর বলল, 'বহু দূরে চলে এসেছি আমরা, ওস্তাদ। এখন তদন্ত বাদ দিয়ে ফিরে গেলে এক শ' গুণ খারাপ হবে। লোকে হাসবে আমাদেরকে নিয়ে। বুঝতে পারছি, এমন এক পর্যায়ে আছি, এখন আর পিছিয়ে যাওয়ার উপায় নেই। সামনে এগিয়ে যাওয়া অনেক সহজ।'

আস্তে করে মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল ডিগবার্ট। হেলান দিয়ে বসল সিটে। বুজে ফেলল চোখ।

চেয়ে আছে জেরাল্ড তুষার ছাওয়া সব চূড়ার দিকে। পিছিয়ে চলেছে ওগুলো একটার পর একটা। ও জানে, বরফে ঢাকা এই এলাকা কত কঠিন ও রুক্ষ। বরফ-ভরা উপত্যকা, র‍্যাভিন, তুষার-ঝড় বা গ্লেসিয়ারে সহজেই হারিয়ে যায় মানুষ। মাসুদ রানার কথা মনে পড়ল ওর। শুনেছে ওই লোক বর্তমান দুনিয়ার সেরা ট্র্যাকার, জঙ্গলের বিষয়ে খুবই দক্ষ– এমন একজন, যে অন্য অনেকের চেয়ে অনেক ভালভাবে চেনে বুনো এলাকা। কেন যেন জেরাল্ডের মনে হচ্ছে, তার সঙ্গে আলাপ করলে জরুরি কিছু তথ্য পাবে ও।

মনে মনে বলল জেরাল্ড, গপ্পবাজ ডক্টর ডেভিড গ্রেবার ইচ্ছা করেই এড়িয়ে গেছে মাসুদ রানার কথা। তার নাকি গুরুত্বই নেই

BanglaBook.org

এই গোটা অপারেশনে! তাই যদি হয়, তো গ্রেবার ভয় পাচ্ছে কেন মাসুদ রানাকে?

পনেরো

দিগন্তে চোখ রেখে রানা বুঝতে চাইছে, কতক্ষণ পর নামবে সন্ধ্যা। আজ রাতে দেখা দেবে কঙ্কালের করোটির মত ভাঙা চাঁদ। তাতে বড় কোনও সমস্যা নেই, তিরিশ মিলিয়ন মোমবাতির সমান উজ্জ্বল আলো দেবে পেরিমিটারের নির্দিষ্ট সব জায়গায় বসিয়ে দেয়া স্পট লাইট।

কম্পাউণ্ডে কোনও ছায়া থাকবে না। চট্ করে যে তারকাঁটার বেড়া পেরিয়েই লুকিয়ে পড়বে ওই দানব, সে-সম্ভাবনা নেই। অবশ্য, আগেও দিনের আলোয় হামলা করেছে ওটা।

নিখুঁতভাবে গুলি করতে হবে, তাই অস্ত্রের তাক ঠিক করতে চাঁদমারিতে এসেছে জিনা ও তানামুরা। লক্ষ্যস্থির করতে আধ ঘণ্টা ধরে এম্-১৪ রাইফেল দিয়ে কমপক্ষে এক শ' গুলি ছুঁড়েছে জাপানি যোদ্ধা। এখন পুরোপুরি আত্মবিশ্বাসী। হ্যাঁ, বিপদের সময়ে ডুবিয়ে দেবে না তার অস্ত্র।

ওদিকে মাত্র তিরিশটা গুলি খরচ করেছে জিনা। অ্যাডজাস্ট করে নিয়েছে স্কোপ। ওটা ব্যবহার করবে কাছের টার্গেটে।

বিস্ময়কর, এক হাজার গজ দূরের টার্গেটের চেয়ে এক শ' গজ দূরের লক্ষ্যে অনেক কম নিখুঁত ব্যারেট। তাতে যে মস্ত কোনও ক্ষতি হবে, তা নয়। বুলস্ আই-এ না বিঁধে আধ ইঞ্চি

BanglaBook.org

দূরে লাগবে বুলেট।

এ বিষয়ে জানা আছে জিনার। আসলে এক শ' গজ দূরে সুপারসনিক বুলেট সরতে থাকে বাতাসে। দু' শ' বা তিন শ' গজ দূরে আসে স্থিরতা। ওই পর্যন্ত যেতে সময় নেবে বুলেট এক সেকেণ্ডের মাত্র দশ ভাগ সময়। আর তারপর রাইফ্লিঙের তৈরি মোচড় সামলে লক্ষ্যভেদ করতে ছুটবে নিজ গতিপথে। কথাটা বলেওছে রানাকে।

মনে মনে জিনার প্রশংসা করেছে রানা। ভাল করেই জানে, ঠিক বলেছে মেয়েটা। এমনই হবে ব্যারেট রাইফেলের ক্ষেত্রে। জিনা নিখুঁতভাবে শিখে নিয়েছে বুলেটের ব্যালিস্টিক্স্, উইণ্ডেজ, বুলেট স্পিড, প্লেসমেন্ট ও তার পতন। এ সম্পর্কে আরও কিছু ওকে জানাতে পারত রানা, কিন্তু ইচ্ছা হয়নি মুখ খুলতে। মুখ খুললে ওর অতীত জানতে চাইবে মেয়েটা।

এই মুহূর্তে পাশাপাশি বসে আছে রানা ও জিনা। অলস ভঙ্গিতে ব্যারেট রাইফেল পরিষ্কার করছে জিনা।

গতরাতে ওদের দু'জনের অন্তরঙ্গ সময়ের কথা ভাবছে রানা। কে জানে, ক্ষণিকের এ ভালবাসা কী প্রভাব ফেলবে ওদের ওপর!

এ বিষয়ে কিছু বলত রানা, কিন্তু দেখল ওর দিকে চেয়ে আছে তানামুরা। এইমাত্র টার্গেটে বিশ রাউণ্ড গুলি করেছে সে। অস্বস্তির ভিতর পড়ে গেছে, যেন মানতে পারছে না, সত্যিই ভালবেসে ফেলেছে তার রাইফেলটাকে। তার চেয়েও বড় কথা, জিনার ওপর নির্ভর করতে শুরু করেছে সে!

তানামুরার জানা নেই কতটা দক্ষ জিনা। কিন্তু মেয়েটার মনের নরম অনুভূতি, দুর্বলকে সাহায্যের ইচ্ছে, বুদ্ধি, জ্ঞান বা অন্তরের স্বচ্ছতা যেকোনও মেয়ের চেয়ে বেশি। মনের ভিতর খচ্ করে কাঁটা বিঁধল তানামুরার। অদ্ভুত মেয়ে এই জিনা, ওকে পেলে হয়তো সুখী হতো সে নিজের জীবনে। কিন্তু বুঝে গেছে, মেয়েটা

BanglaBook.org

ভালবাসে মাসুদ রানাকে।

রানার দিকে চেয়ে হাসছে জিনা। পরীক্ষা করছে ব্যারেট। নিচু সুরে বলল, 'পুরো সুস্থ হয়ে উঠেছ, রানা। যদিও রাতে মুখ দেখে মনে হয়েছিল ঘুমিয়ে পড়বে ক্লান্তিতে।' মিষ্টি করে হাসল। 'তবুও দশে দশ দেব তোমাকে।'

মৃদু হাসল রানা। 'চাইনি ঘুমিয়ে পড়তে।'

রানা বুঝে গেছে, গতরাতে যা হয়েছে, সেজন্য মনে কোনও অপরাধবোধ নেই জিনার।

'আমি চেয়েছিলাম,' লাল হলো জিনার মুখ। 'তুমি অদ্ভুত মানুষ, রানা। হয়তো মানুষই নও!'

'তা হলে কী?'

'স্বর্গ থেকে পড়ে যাওয়া কোনও দেবতা।'

'আমি আবার স্রষ্টার বিরুদ্ধে কী করলাম, যে ফেলে দিল?' ভুরু নাচাল রানা।

'তা জানি না। তবে রাতে মনে হয়েছিল, আমি কচি বাচ্চা মেয়ে! কেউ আদর করে ঘুম পাড়িয়ে দিল, আর' হঠাৎ অতি ব্যস্ত হয়ে ম্যাগাযিন সাফ করতে লাগল জিনা। 'সত্যিই, জাদু জানো তুমি!'

জিনার দিকে চেয়ে চুপ রইল রানা।

'বলো তো, কবে বিয়ে করবে তুমি? দাওয়াত পাব তো!'

জবাব দিল না রানা। ওর অন্তর বলল, যা হওয়ার নয়, তা নিয়ে ভাবতে যেয়ো না। জিনার দিকে চাইল, আর, তখনই ধোঁয়া তোলা এম-১৪ থেকে চোখ সরিয়ে ওদেরকে দেখল তানামুরা। রানা জানল না, কীসের কষ্ট জাপানি যোদ্ধার বুকে।

নিচু কণ্ঠে বলল জিনা, 'আশা করি মিষ্টি কোনও মেয়েকে বিয়ে করবে তুমি, রানা? ভাবছি না কারও রোমান্টিক প্রেমিক হবে তুমি, কিন্তু তোমার বউ তবু ভারি সুখী হবে। নির্দ্বিধায় ভরসা

BanglaBook.org

করতে পারবে তোমার ওপর।'

রানা চট্ করে বুঝল, ওর মনের চাপ কমিয়ে দিতে হালকা সব কথা বলছে জিনা। নিজে মানসিক চাপে আছে বেচারি। যদিও গোপন করছে তা। সামনে অপেক্ষা করছে ভয়ঙ্কর লড়াই, আর সেই বিপদ মোকাবিলা করতে গিয়ে গভীর মনোযোগ দিতে হচ্ছে ওকে; অথচ এক নাগাড়ে বেশিক্ষণ মনস্থির রাখা সাধ্যের বাইরে মানুষের।

টেবিলের পাশে থামল তানামুরা, হাত বাড়িয়ে নিল ক্লিনিং কিট। 'যথেষ্ট প্র্যাকটিস করেছি।' হঠাৎ খেয়াল করল ওর উপস্থিতির কারণে চুপ হয়ে গেছে রানা ও জিনা। 'ও... সরি... আমি বুঝি বিরক্ত করলাম?'

'মোটেও না,' হাসল জিনা। 'গতরাতে ভালভাবে ঘুমাতে পেরেছেন?'

দু'চোখ সরু হয়ে গেল তানামুরার, চট্ করে দেখল রানাকে, তারপর আন্তরিক হাসল। 'ঘুম? নাহ্, ওই জিনিস মোটেও হয়নি। আমি ছাড়া আমার চেনা আরও কেউ রাতে ঘুমাতে পারেনি, তা জানি।' কয়েক মুহূর্ত পর বলল, 'সত্যিই অবাক লাগে, শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামলে মানুষের মন কীভাবে পরস্পরে বাঁধা পড়ে! আসলে একসঙ্গে কয়েক ঘণ্টা লড়লে আরেকজনকে যতটা চেনা যায়, ততটা চেনা যায় না দশ বছরেও। আর লড়াই শেষ হওয়ার পর বোঝা যায়, পরস্পরের অন্তরের খবর জানা হয়ে গেছে। কখনও দেখেছি, এজন্যে একেবারে বদলে গেছে মানুষের জীবন।'

কোনও মন্তব্য করল না জিনা, ম্লানও হলো না ওর ঠোঁটের হাসি।

জিনার দিকে একবার চেয়ে ফায়ারিং রেঞ্জটা দেখল রানা, তারপর চোখ রাখল তানামুরার চোখে। 'ঠিক কথাই বলেছ।'

দক্ষ হাতে এম-১৪ রাইফেল খুলতে লাগল তানামুরা, নিচু

BanglaBook.org

স্বরে বলল, ‘আসলে যুদ্ধ অনেক কিছু শিখিয়ে দেয়। মিথ্যা বলব না, যাদের পাশে লড়াই করেছি, তারাই আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাদেরই বিশ্বাস করেছি, যারা নিজ জীবনের ঝুঁকি নিয়েছে আমার জন্য। মনে পড়ে না কেউ তারা কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। ...দিনের আলোয় সবাই সাহস দেখাতে পারে, কিন্তু রাতের আঁধারে যখন একা থেকেছি আমরা, ঠিকই বুকে চেপে বসতে চেয়েছে ভয়। আর সেই ভয় যে জয় করেছে, তাকে অবশ্যই বলব: ভাই, তুমি রাতের আঁধারে ভয় পাওয়ার মানুষই নও। তোমাকে হাজারো সালাম।’

রানা বুঝে গেল, ওর উদ্দেশেই এ কথা বলেছে তানামুরা।

ব্যস্ত হাতে অস্ত্র জোড়া দিচ্ছে তানামুরা। একটু দূর থেকেও রানা টের পেল, তাপ বেরোচ্ছে রাইফেলের নল ও রিসিভার থেকে। সেদিকে যেন খেয়ালই নেই জাপানি যোদ্ধার। মনোযোগ দিয়ে পরিষ্কার করছে নলের ভিতরাংশ। তানামুরা যেন দেখেও দেখেনি চুপ হয়ে গেছে অন্য দু’জন।

দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে এল চাপা আওয়াজ। ঘুরে ওদিকে চাইল রানা। আকাশে চোখ রেখে দেখল, অনেক দূরের ব্লাফ পেরিয়ে আসছে রুপালি এক হেলিকপ্টার। কয়েক সেকেণ্ড পর রানা চিনতে পারল, ওটা ব্ল্যাকহক—যান্ত্রিক ফড়িং। সর্বোচ্চ গতি তুলে আসছে অনেক নীচ দিয়ে।

‘অতিথি আসছে,’ মন্তব্য করল রানা

পড়ন্ত সূর্যের লালচে আলো ঠেকাতে কপালে হাত রেখে ওদিকে চাইল জিনা। ‘মনে হয় না আরও সৈনিক আসছে। এরই ভেতর এই ফ্যাসিলিটিতে জড় হয়েছে আর্মি রেঞ্জারের এক শ’র বেশি সৈনিক।’ কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, ‘ওটা কোনও গানশিপ নয়। র‍্যাকে মিসাইল নেই। কে জানে কে আসছে... নতুন কোনও হান্টিং পার্টি?’

BanglaBook.org

'না,' জবাবে বলল রানা। 'একই ভুল করবে না। অন্য পরিকল্পনা আছে। হয়তো বন্দি করতে চাইবে ওই দানবকে। বাধ্য হলে তখন খুন করবে।'

'কপ্টারের লোকগুলো হয়তো ভিআইপি?' আনমনে বলল জিনা।

এম-১৪-এর পার্টস্ জোড়া দিয়েছে তানামুরা, ভুরু কুঁচকে দেখল অগ্রসরমান হেলিকপ্টার। দেখতে না দেখতে খুব কাছে চলে এল ওটা, তারপর ধীরে সুস্থে নেমে পড়ল হেলিপ্যাডে। কয়েক সেকেণ্ড পর ওটা থেকে নামল দু'জন লোক। তাদের একজন গ্রিজলি ভালুকের মত বিশাল, সঙ্গে একগাদা ভারী অস্ত্র। অন্যজন দৈর্ঘ্যে তার চেয়ে অনেক খাটো। অবশ্য বোঝা গেল শারীরিকভাবে পুরোপুরি ফিট। হন-হন করে হাঁটতে শুরু করে ঢুকে পড়ল স্টেশনে। তার আগে সৈনিকদের দেখিয়ে দিয়েছে কোনও ক্রেডেনশিয়াল। খটাস্ করে স্যালিউট দিয়েছে সৈনিকরা। খুলে দিয়েছে স্টিলের দরজা।

'কে জানে কোন্ আপদ,' বিড়বিড় করল তানামুরা। পরিবেশ ভাল লাগছে না ওর। 'এক শ' সৈনিকের সঙ্গে যোগ দিল আরও দু'জন। তাতে তেমন কিছুই যাবে আসবে না। শেষ পর্যন্ত হারতে হবে আমাদের সবাইকে। বিধ্বস্ত করে দেবে দানব এই ফ্যাসিলিটি।'

ভুরু কুঁচকে হেলিকপ্টারের দিকে চেয়ে রইল সে। ধীরে ধীরে কমে এল চার পাখার রোটরের গতি, তারপর থেমে গেল সমান্তরাল চরকি কাটা। রানার দিকে ফিরল তানামুরা, 'খোঁজ নেয়া উচিত না আমাদের? এদের কাউকে বিশ্বাস করতে পারব না আমরা।'

'ওয়েইলার কোথায় গেছে?' জানতে চাইল রানা। তুলে নিল মারলিন রাইফেল। 'ও জানতে চাইবে এখানে কী ঘটছে।'

BanglaBook.org

‘এরা কিলার টিম?’ স্নাইপার রাইফেল কাঁধে ঝুলিয়ে নিল জিনা। ‘দেখে মনে হলো না খুব বন্ধুত্বমূলক আচরণ করবে। দু’জনই পেশাদার।’

‘পেশাদার, কিন্তু কী পেশার দার?’ বলল তানামুরা।

‘কে জানে,’ মাথা নাড়ল জিনা। ‘সহজ লোক হবে না এরা। ব্ল্যাকহক হেলিকপ্টার চালাতে হলে লাগে ছয় মাস ট্রেনিং। আর মিলিটারির লোক না হলে ওটার ধারেকাছে কাউকে ভিড়তে দেয়া হয় না। হতে হবে মেরিন সৈনিক, নইলে আর্মির লোক।’

চুপ করে কী যেন ভাবল রানা, তারপর চাইল তানামুরার দিকে। ‘এক কাজ করো, তানামুরা, দেরি না করে খুঁজে বের করো ওয়েইলারকে। এদিকে জিনা আর আমি খোঁজ নিয়ে দেখি এরা কী কারণে এসেছে।’

‘হাই,’ মাথা দুলিয়ে বলল তানামুরা, তুলে নিল এম-১৪। ‘ওয়েইলারকে পেলেই জানাব নতুন লোক এসেছে, তারপর আধ ঘণ্টার ভেতর চলে যাব ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে। ওখানে দেখা হবে।’

‘ঠিক আছে, তিরিশ মিনিট পর দেখা হবে,’ ফ্যাসিলিটির দিকে পা বাড়াল রানা। একবার দেখল, আঁধার হয়ে আসতে শুরু করেছে দূরের জঙ্গল। ‘সতর্ক থেকো সবাই। এখন যেকোনও সময়ে আসবে আক্রমণ। আজই পৌঁছে যাবে ওটা। দেরি করবে না হামলা করতে।’

BanglaBook.org

ষোলো

ঘন অরণ্যে প্রায় ঘুটঘুটে আঁধারেও পরিষ্কার দেখছে সে, চোখ সরু করে চেয়ে আছে দূরে। বেশ কিছুক্ষণ আগে সামনের ওই মাঠে নেমেছে রুপালি একটা হেলিকপ্টার। যান্ত্রিক ফড়িং থেকে নেমে দালানে গিয়ে ঢুকেছে দুই লোক। বেশ হোমরাচোমরা বলেই মনে হলো। এখনও বেরোয়নি। ওদিক থেকে মনোযোগ সরিয়ে তারকাঁটা ঘেরা কম্পাউণ্ডে চোখ রাখল সে।

আগের অন্য সব রিসার্চ স্টেশনের চেয়ে অনেক বেশি সৈনিক ও কুকুর রাখা হয়েছে এ ফ্যাসিলিটিতে। এরা ভাবছে তাদের ওপর হামলা করতে পারবে না কেউ।

খল-খল শব্দে হাসল ডেমিয়েন।

ভাল কোনও জায়গা বাছাই করে ভিতরে ঢুকে পড়বে সে।

একটু পর নামবে-সন্ধ্যার আঁধার।

অসংখ্য বাতি জ্বেলে চারপাশ দিন করে রেখেছে লোকগুলো।

তাতে কোনওই সমস্যা নেই।

আত্মসন্তুষ্টি বোধ করছে সে। পেট পুরে মাংস খেয়েছে বলে পেয়ে গেছে প্রচুর শক্তি। আগের মতই সুস্থ লাগছে এখন। সামনের ফ্যাসিলিটিতে হামলা করেই সঙ্গে সঙ্গে খিদে লাগবে না। আর এরপর তো পাবে তাজা মানুষের সুস্বাদু রক্ত, মাংস, মগজ, হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস। নরহত্যা করতে করতে একদিক থেকে শুরু করে কম্পাউণ্ডের আরেকদিকে যাবে। বাইরের লোকগুলোকে শেষ

BanglaBook.org

করবার পর স্টিলের পোর্টাল বা দরজা উপড়ে নেবে একটানে। ভিতরে যারা থাকবে, তাদেরও রক্ষা নেই কারও!

ছায়ার ভিতর মোটাসোটা এক গাছের মত পোক্ত পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। ঘষল দু'হাতের তালু, পুরু সব নখ আওয়াজ তুলল 'ক্লিট-ক্লিট'।

আর বেশিক্ষণ নেই, তারপর...

ফ্যাসিলিটির কাছে পৌঁছে গেছে সে, আরেকটু সামনে বাড়লে আলো এসে পড়বে তার ওপর। সবার আগে ওই আলোর ব্যবস্থা করতে হবে। তার চাই ঘুটঘুটে আঁধার। সেই আঁধারে সে হয়ে উঠবে পৃথিবীর একমাত্র সম্রাট। ধ্বংস করবে মানুষের সব সৃষ্টি! বরাবরের মতই খুন করবে শত শত মানুষ।

এসব মানুষ সহজেই ভয় পায়, এদের জন্যে তেমন কোনও অনুভূতি নেই তার বুকে। শুধু বুঝতে পারে, বুকে টগবগ করছে ব্যস্ত রক্ত। আরও শক্তি আসে তখন শরীরে। কাঁধে গরম তেলের মত ফুটতে থাকে কেমিকেল, তাতে বেড়ে যায় গতি, কমিয়ে দেয় ব্যথার অনুভূতি। শীতল মাটিতে নখ আঁচড়াল সে, সরিয়ে দিল বছরের পর বছর ধরে জমে থাকা পচা পাতা।

কুঁজো হয়ে গোপন এক ঘেসো পথে চলল সে। আছে গাছের আড়ালে। এ আঁধারে তাকে খুঁজে পাবে না কোনও নাইট-ভিশন ডিভাইস। ব্যাপারটা মনে রয়ে গেছে তার। আঁধারে কীভাবে যেন তার মতই দেখতে পায় মানুষ। অবশ্য, তাতে তাকে ঠেকাতে পারে না তারা।

আঁধারও তার কাছে দিনের মত পরিষ্কার। আর আজ আকাশে চাঁদ উঠেছে বলে গাছ দেখাচ্ছে সাদা আগুনের মত। অন্ধকার হচ্ছে ফ্যাকাসে ছায়া। গত কয়েক সপ্তাহের ভেতর যত জীবিত জন্তু এদিক দিয়ে গেছে, তাদের গায়ের গন্ধ লেপ্টে আছে গাছের কাণ্ড, পাতা, বাতাস বা মাটিতে।

BanglaBook.org

নিজেকে অতিমানব মনে হচ্ছে তার, কিন্তু অন্তরে জানে, এখনও পূর্বপুরুষের মত দেবতা হয়ে উঠতে পারেনি সে।

আর তাই বুঝতে পারছে, সামনের ওই ফ্যাসিলিটিতে হামলা করতেই হবে। ওখানে আছে তার রক্তের জন্য জরুরি আরও কিছু কেমিকেল। ওগুলো তাকে করে তুলবে তার ভাইদের মতই নিখুঁত। আর এরপর বাঁচবে সে হাজার বছর ধরে।

ঈশ্বরের মতই ধ্বংস নেই তার।

তৈরি করবে আঁধার রাজত্ব।

যখন খুশি প্রাণ নেবে মানুষের।

মজা করে খাবে তাদের মাংস।

আহ্, কী ফুর্তিই না হবে!

গাছের মাঝ দিয়ে ফিসফিস করে বয়ে যাওয়া মিষ্টি হাওয়ায় লম্বা লম্বা পদক্ষেপে হেঁটে চলেছে সে– ভয়ঙ্কর এক দানবীয় দেবতা। এক ছায়া থেকে চলে যাচ্ছে আরেক ছায়ায়। বেরিয়ে পড়েছে বড় বড় দাঁত, হাসছে সে খুনের নেশায়।

আসছি আমি, তৈরি থাক্ তোরা!

উপড়ে খেয়ে নেব তোদের কলজে, হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস!

আহ্, কী মজা মানুষের তাজা রক্ত ও মাংস!

BanglaBook.org

'তা হলে আপনিই বিখ্যাত ট্র্যাকার ও অভিযাত্রী মাসুদ রানা,' বলল টম জেরাল্ড, অপমান করতে বা অপমানিত হতে রাজি নয়, তাই সতর্ক। কুচকুচে কালো মণির দিকে চেয়ে ওর মনে হলো, এই লোক মোটেও সাধারণ কেউ নয়।

'বিখ্যাত কি না জানি না, তবে আমি মাসুদ রানা,' বলল রানা। 'আপনার জন্যে কী করতে পারি?'

প্রফেসর সিরাজউদ্দীনের আইসিইউ-তে মুখোমুখি চেয়ারে বসে আছে টম জেরাল্ড ও মাসুদ রানা। একটু আগে জ্ঞান ফিরেছে

বাঙালি বৃদ্ধের। নার্সকে বলে দিয়েছেন, ব্যথানাশক কোনও ওষুধ নেবেন না। ক্লান্তিতে চোখ বুজে আসছে তাঁর। সেই সঙ্গে রয়েছে বুকে ব্যথা। তবুও মনোযোগ দিয়েছেন সামনের দু'জনের কথা শুনবেন বলে। নিয়মিত বিপ্-বিপ্ আওয়াজ তুলছে হৃৎস্পন্দনের মনিটর। হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা আপাতত নেই।

'আপনার সঙ্গে জরুরি কিছু কথা আছে,' বলল জেরাল্ড।

ডেপুটি মার্শাল যেকোনও কারণেই হোক, সম্পূর্ণ বিশ্বাস করছে না ওকে, টের পেল রানা। লোকটার কণ্ঠ তা-ই বলছে।

'বহু দূর থেকে এসেছি, মিস্টার রানা,' আবারও বলল জেরাল্ড। 'তার আগে নানান ধরনের ঝামেলায় ছিলাম। দরকারী কিছু প্রশ্ন করব। আশা করি নষ্ট হবে না আপনার সময়।'

চট্ করে একবার প্রফেসরকে দেখে নিল রানা। 'আপনাকে সাহায্য করতে পারব কি না, জানি না। তবে চেষ্টা করব, মার্শাল...'

'আমাকে টম বা জেরাল্ড বলে ডাকলেই হবে।'

মৃদু মাথা দোলাল রানা। 'ঠিক আছে, জেরাল্ড, আবারও বলছি, আমি বা আমার দলের কেউ আপনাকে সাহায্যে করতে পারবে কি না, সে বিষয়ে আমরা এখনও নিশ্চিত নই।' একবার জিনাকে দেখে নিল। 'এই ফ্যাসিলিটিতে আমরা ক'জন মানুষ, যাদের গোপন করার মত কিছুই নেই। যা জানতে চান, জিজ্ঞেস করুন। অবশ্য, তার আগে বলুন, আপনার সঙ্গে ইনি কে? অস্ত্র দেখে বুঝতে পারছি, ভালুক শিকারের জন্যে তৈরি হয়েছেন।'

একবার ডিগবার্টকে দেখে নিয়ে হাসল জেরাল্ড। 'সরি, আগেই আপনাদেরকে পরিচয় করিয়ে দেয়া উচিত ছিল। ইনি আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু– হ্যাঙ্ক ডিগবার্ট, প্রাক্তন মার্শাল। আমার তদন্তে সহায়তা দেয়ার জন্যে এসেছেন। পাশাপাশি কাজ করছি আমরা এই কেসে। *পাথর ভাঙা* বলে ডাকতে পারেন তাঁকে। সবাই

BanglaBook.org

ড়াকে ওই নামেই।'

হাসি-হাসি মুখে রানা ও জিনাকে দেখল ডিগবার্ট। 'জরুরি কাজ নেই, তাই জুটে গেছি ওর সঙ্গে। যদি আমার সামনে আলাপ করতে আপত্তি থাকে আপনাদের, ঘুরে আসতে পারি চারপাশ। কারও পেখম নেড়ে দিয়ে অসন্তুষ্ট করতে চাই না।'

কয়েক মুহূর্ত শক্তপোক্ত প্রৌঢ়কে দেখল রানা, তারপর বলল, 'এমনিই জানতে চেয়েছি। আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম।'

'আমারও একই অনুভূতি, রানা,' হাসল ডিগবার্ট। 'আসুন আঁস্তাকুড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিই ''মিস্টার'' জিনিসটা। ওটা অন্তরের সঙ্গে আরেক অন্তরের মাঝে দেয়াল তৈরি করে।'

মৃদু হাসল রানা। বুঝে গেছে হামবড়া ভঙ্গি বা সন্দেহজনক কিছু নেই এদের বুকে। যা বলবার বা করবার, সরাসরি বলবে বা করবে। দায়িত্ব নিয়ে এসেছে, তা পালন করতে চাইছে। *পাথর ভাঙার* একগাদা অস্ত্র দেখে রানা বুঝেছে, বাড়তি কথা বলতে হবে না তাকে। আগেই এরা জানে এখানে পরিস্থিতি কেমন, এবং সেজন্য প্রস্তুতিও নিয়েছে।

'আপনি আসলে কী জানতে চাইছেন, জেরাল্ড?'

আয়েস করে চেয়ারের পিঠে হেলান দিল ডেপুটি মার্শাল। বুকের ওপর ভাঁজ করেছে দু'হাত। কনুই পর্যন্ত গুটিয়ে রেখেছে কালো বিডিইউ-এর হাতা। রানা বুঝল, অফিসে বা কোর্টে বেশিক্ষণ বসে থাকবার লোক নয় জেরাল্ড, দৌড়ঝাঁপ করে নিজেকে ফিট রেখেছে। এ কারণে মনে মনে তার প্রশংসা করল ও। এই যুবক জানে, লড়াই করে টিকে থাকতে হলে শারীরিক শক্তি, ধৈর্য, সহনশীলতা ও দক্ষতা ধরে রাখতে হবে তাকে।

'যা আগেই জেনেছেন, তা নতুন করে বলতে চাই না, কারণ আপনি সম্ভবত এসব বিষয়ে আমার চেয়ে ঢের বেশি জানেন.'

BanglaBook.org

সহজ সরল সুরে বলল জেরাল্ড। 'এককথায়, আমাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, যেন খুঁজে বের করি কোন্ প্রাণী বারোটা বাজাচ্ছে এসব রিসার্চ স্টেশনের। এবং কেন তা করছে। মোটামুটি ওই একই দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল আপনাকেও।' চোখের পলক পড়ল না জেরাল্ডের। 'শুনেছি কী হয়েছে আপনার টিমের। এই ফ্যাসিলিটিতে নেমেই দেখা করেছি সিওর সঙ্গে। এসব লুকিয়ে রাখেননি তিনি।' সামান্য বিরতি নিল সে। তারপর বলল, 'আমি দুঃখিত, রানা। আগে যুদ্ধে লোক নিয়ে গেছি আমিও, আর মারা পড়েছে তাদের কেউ কেউ। কাজেই বুঝতে পারছি আপনার দুঃখটা। আসলে এই কষ্ট কখনও ভুলে যাওয়ার নয়।'

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা। 'এ কারণে আমার সঙ্গে চুক্তি শেষ হয়ে গেছে আর্মির।'

'স্বাভাবিক।'

'আপনি আসলে কী বিষয়ে জানতে চাইছেন?' বলল রানা।

খুক-খুক করে কেশে নেয়ার পর এক চুমুক কফি নিল জেরাল্ড, তারপর বলল, 'আপনি কি আমাকে বলতে পারেন, ঠিক ক'বার দেখেছেন ওই জানোয়ারটাকে?'

ওই দানবের বিষয়ে তথ্য চাইছে সমবয়সী যুবক, আর তাতে কোনও ভণিতাও নেই। 'বেশ কয়েকবার দেখা হয়েছে,' বলল রানা। 'অন্তত চার-পাঁচবার।'

'প্রতিবার লড়াই হয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

চুপ করে রানার চোখে চেয়ে রইল জেরাল্ড, ভাবছে কী করে বাঁচল মানুষটা! কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'আপনি বাঁচলেন কী করে? আমি যা শুনেছি ওটার সম্পর্কে... আসলে... মেরে সাফ করে দিয়েছে একের পর এক রিসার্চ স্টেশনের সবাইকে।'

জেরাল্ডের চোখে নিষ্কম্প চোখ রেখে বলল রানা, 'আমরা

BanglaBook.org

কয়েকজন বেঁচে যাই, জেরাল্ড। এখনও জানি না কী করে তা সম্ভব হলো। গেরিলা লড়াইয়ের কৌশলে হামলা করেছে ওটা, প্রয়োজনে পিছিয়ে গেছে। প্রতি হামলায় আমাদের সঙ্গে ওটার লড়াই হয়েছে মাত্র কয়েক সেকেণ্ড। আমাদের নিয়ে খেলেছে বলতে পারেন। আর তারপর একসময় হয়ে উঠল সিরিয়াস। কিন্তু ততক্ষণে আমরা উঠে পড়লাম হেলিকপ্টারে। এরপর সোজা এসে নেমেছি এখানে।'

বিস্ময় নিয়ে রানার দিকে চেয়ে আছে জেরাল্ড। 'আপনি বলতে চাইছেন, এসব হামলা ছিল সংক্ষিপ্ত ও তীব্র। আপনারা ওটাকে খুন করতে চাইলেই পিছিয়ে লুকিয়ে পড়েছে?'

'ওটাকে খুন করার অস্ত্র আমাদের কাছে ছিল না, জেরাল্ড,' সহজ সুরে বলল রানা। 'ওই জন্তুর চামড়া এতই পুরু, ছোট ক্যালিবারের অস্ত্রের গুলিতে কিছুই হয় না তার। এ বিষয়ে আমার চেয়ে ভালভাবে বোঝাতে পারবেন প্রফেসর। সাধারণ কোনও বুলেটে কোনও ব্যথাই পায় না ওটা। ব্যথা পেয়েছে একমাত্র ব্যারেট রাইফেল ব্যবহার করলে। ওটার বুলেট ভেদ করতে পেরেছে তার চামড়া। সংক্ষেপে বললে, জঙ্গলে-পাহাড়ে যে লড়াই হয়েছে, সেসব ছিল সংক্ষিপ্ত সময়ের, আর ভয়ঙ্কর। প্রতি হামলায় সময় ব্যয় হয়েছে বড়জোর এক মিনিট।'

'তাই?' চমকে গেছে জেরাল্ড। 'আগেও বলেছেন, ওটা পিছিয়ে গেছে। আপনাদেরকে নিয়ে খেলেছে। কিন্তু হিংস্র জানোয়ার কখনও এভাবে মানুষের সঙ্গে খেলে না। এ বিষয়টা আমি পুরো বুঝতে পারিনি।'

কোনও জবাব দিল না রানা।

'এ সত্যিই বিস্ময়কর,' আবারও বলল জেরাল্ড, 'হামলা করছে, খুন করছে, খেয়ে ফেলছে মানুষ, তারপর আবারও রওনা হচ্ছে কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে। যেন ঘুরছে ভালুকের মত, বা বাঘের

BanglaBook.org

মত।'

রানা বা জিনা এ বিষয়ে কোনও তথ্য দিল না।

একবার মনে হলো রানার, বলে দিই, ওটা আসলে মানুষই ছিল। পরে হয়ে উঠেছে ভয়ঙ্কর এক দানব বা রাক্ষস।

কিন্তু ইচ্ছাটা দমন করল রানা।

'তার মানে বার-বার ফিরে এসে হামলা করেছে, অথচ আপনাদের সবাইকে আগেই মেরে ফেলতে পারত,' বলল জেরাল্ড। 'তার মানে কোনও না কোনও কারণে কৌশল পাল্টে নিয়েছে। ওটা যেহেতু জানোয়ার, অভ্যেসের দাস। তা হলে নতুন করে প্ল্যান পাল্টে নিল কেন? নিশ্চয়ই কোনও উদ্দেশ্য ছিল ওটার?' রানার চোখে তাকাল জেরাল্ড। 'রানা, বোধহয় কিছু তথ্য গোপন করছেন আপনি। দয়া করে সেসব আমাকে জানান।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল রানা, তারপর বলল, 'মার্শাল, একটা কথা মনে রাখুন, ওটা সাধারণ কোনও জানোয়ার নয়। আপনি বিশ্বাস করুন বা না করুন, তাতে আমার কিছুই যায় আসে না, তবুও বলব: ওটা কোনও জন্তু নয়।'

মনে হলো না হতবাক হলো জেরাল্ড।

ভুরু কুঁচকে রানাকে দেখছে ডিগবার্ট।

কয়েক সেকেণ্ড পর মুখ খুলল জেরাল্ড, 'তা হলে কী, রানা?'

রানা বুঝে গেছে, কিছু গোপন রাখতে এখানে আসেনি ডেপুটি মার্শাল, ছোট করতে চাইছে না ওকে, দেখাতেও চাইছে না নিজ ক্ষমতা। সত্যের কাছ দিয়ে যেতে ইচ্ছে হলো ওর, ধীর কণ্ঠে বলল রানা, 'আমার ধারণা, ওটা অনাবিষ্কৃত কোনও স্পিশিস, জেরাল্ড। অনেকটা মানুষের মতই, বাঘের চেয়েও হিংস্র। বাঘের মতই অ্যামবুশ করে, যদিও তার চিন্তা মানুষের মতই স্বচ্ছ। দু'পায়ে ভর করে হাঁটে। কিন্তু যেকোনও হিংস্র চার-পেয়ে জন্তুর চেয়ে ঢের বেশি দৈহিক ক্ষমতা। বাঘ বা সিংহের মত একই

BanglaBook.org

এলাকায় রাজত্ব করতে আসেনি সে, তার চাই গোটা পৃথিবী। রাতে হামলা করে, কিন্তু প্রয়োজন পড়লে শিকার ধরে দিনের আলোতেও। চলে নিজের ইচ্ছেমত।'

চুপ করে আছে জেরাল্ড, চোখ সরাতে পারল না রানার চোখ থেকে। কিছুক্ষণ পর বলল, 'এর আগে এই ধরনের কোনও জন্তুর সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে, রানা?'

'না,' এককথায় মানা করে দিল রানা।

'ওই জন্তুর বিষয়ে আগে কখনও কোনও গল্প শুনেছেন?'

'না।'

'তা হলে বলুন কী করে ওটার ব্যাখ্যা দেবেন?'

'আমি তো কোনও ব্যাখ্যা দিচ্ছি না, জেরাল্ড। আমি শুধু বলছি, কী দেখেছি।'

ঠোঁট মুড়ে কী যেন ভাবতে লাগল টম জেরাল্ড। চুপ করে মেঝের দিকে চেয়ে আছে ডিগবার্ট, কুঁচকে গেছে ভুরু। গভীরভাবে ভাবছে সে।

পুরো এক মিনিট চুপ করে থাকবার পর বলল জেরাল্ড, 'রানা, বুঝতে পারছি, আপনি আমাকে কোনও মিথ্যা বলেননি। ওটার বিষয়ে যা ভেবেছেন, তাই বলেছেন। কিন্তু এটাও বুঝতে পারছি, সব কথা আপনি বলেননি। আপনাকে বা আপনার দলের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে ইউনিফর্ম পরা একদল লোক, কাজেই কাউকেই বিশ্বাস করছেন না আপনি। কিন্তু এদিকে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে পরিস্থিতি। ...সরি, কিন্তু আপনার জন্যে খারাপ কিছু সংবাদ নিয়ে এসেছি আমি।' রানা চুপ করে আছে। কয়েক মুহূর্ত পর বলল জেরাল্ড, 'প্রফেসর সিরাজউদ্দীনের ইন্সটিটিউটের বিজ্ঞানী নিনা সয়্যারকে মেরে ফেলা হয়েছে। খুন করার চেষ্টা হয়েছে টিপা মুইকে। আমি নিজেও আহত হই ওদের হামলায়।'

নীরবতা নামল ঘরে।

BanglaBook.org

কিছুক্ষণ পর জানতে চাইল রানা, 'কারা খুন করেছে নিনা সয়্যারকে?'

'জানি না, তবে নিজেরাও খুন হয়ে গেছে ডিগবার্ট ও আমার হাতে,' বলল জেরাল্ড।

'গুড,' আস্তে করে মাথা দোলাল রানা। 'আর টিপা মুই?'

'হাসপাতালে। তার কাছ থেকে তথ্য পেয়েই এখানে এসেছি। আমাকে বলেছে, আপনি হয়তো এমন কিছু তথ্য দিতে পারবেন, যেটা অবিশ্বাস্য বলে মনে হবে আমার কাছে।'

'ঠিক আছে, মার্শাল,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল রানা। 'মন দিয়ে শুনুন: আপনি কোনও সাধারণ জন্তুর বিরুদ্ধে লড়বেন না। আপনার লড়তে হবে জেনেটিক এক রাক্ষসের বিরুদ্ধে। কথা বলতে পারে ওটা। হামলা করলে ঝড়ের চেয়েও বেশি হয় গতি। গুলি করেও আহত করা যায় না, এমনই তার চামড়া।' ডিগবার্ট ও জেরাল্ডের বিস্ময় লক্ষ করছে রানা। 'শত শত গুলি করেছি আমরা ওটার দেহে, কিছুই হয়নি। এত গুলি করা হলে খুন হয়ে যেত অন্তত এক শ' সৈনিক। তারপরেও ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে আমাদের ওপর। কোনও ক্ষত তৈরি হয়নি তার দেহে। খুব যে ব্যথা পেয়েছে, তাও নয়। তাকে আহত করতে হলে একমাত্র উপায় ছোরা ব্যবহার করা।'

'ছোরা?' অবাক চোখে রানাকে দেখল জেরাল্ড। 'বুলেট যেখানে কাজ করে না, সেখানে কী করবে ছোরা? তা ছাড়া, আপনারা গেলেন কী করে ওটার অত কাছে? আপনার কথা থেকে মনে হয়েছে, কাছে পৌঁছে গিয়েই আপনাদেরকে খুন করেছে ওটা।'

'ছোরার ব্যাপারটা অস্বাভাবিক নয়, মার্শাল,' প্রথমবারের মত মুখ খুললেন প্রফেসর সিরাজউদ্দীন। 'এটা আসলে সাধারণ কিছু ইঞ্জিনিয়ারিং স্ট্রেস দিয়েই বুঝিয়ে দেয়া যায়।'

BanglaBook.org

বৃদ্ধের দিকে চেয়ে আছে টম জেরাল্ড।

নিচু স্বরে বলতে লাগলেন বাঙালি প্রফেসর, 'ওই দানবের এপিডারমাল মলিকিউলার স্ট্রাকচার অনেকটা রাইনোসরাসের মত। আপনি তো জানেন, দুনিয়ার আর সব প্রাণীর ত্বকের চেয়ে পুরু গণ্ডারের চামড়া? চট্ করে এ ধরনের চামড়া চিরে দিতে পারে না ভোঁতা বুলেট বা শ্র্যাপনেল, যদি না হয় তীক্ষ্ণ। ওই চামড়া খুব পুরু হতে হবে, এমনও নয়। আসল কথা ওটার কমপোযিশন।'

'আরেকটু খুলে বলবেন?' চেয়ারে ঝুঁকে বসল জেরাল্ড।

মাথা দোলালেন সিরাজউদ্দীন। গম্ভীর কণ্ঠে শুরু করলেন, 'বিষয়টি খুব জটিল নয়, মার্শাল, এ জন্যে জানতে হবে সামান্য এনালজি। এ বিষয়ে কিছু পড়েছেন কখনও?'

হ্যাঁ-সূচক মাথা দোলাল জেরাল্ড।

'তো আপনি জানেন বুলেট আঘাত হানলে তৈরি হয় নির্দিষ্ট জায়গায় ট্রমা। এখন ধরুন, কোনও সিল্কের রুমালের দু'প্রান্ত টানটান করে ধরে মাঝে গুলি করলে, এত দ্রুত শিথিল হবে সিল্কের রুমাল, আসলে প্রায় কোনও আঘাতই লাগবে না। ওটা বুলেটের আঘাত ছড়িয়ে দেবে চারপাশে। তা-ই হয়েছে ওই দানবের চামড়ায়। নির্দিষ্ট জায়গার ফাইবার টিস্যু বুলেটের আঘাত ছড়িয়ে দিয়েছে সারা শরীরে, ফলে তৈরি হয়নি কোনও ক্ষত। ধরুন, কোনও বুলেটপ্রুফ ভেস্ট ছুঁড়ে দিলেন আকাশে, তারপর গুলি করলেন ওটার ওপর। ...কী হবে? ওটার ওজন সিল্কের রুমালের চেয়ে বেশি, কিন্তু বুলেটের আঘাত চারপাশে ছড়িয়ে দেবে ওটার টিস্যু, তৈরি হবে শকওয়েভ। এভাবেও বলতে পারি: শান্ত পুকুরে ঢিল মারলে, তৈরি হবে পানির সমতলে ঢেউয়ের কম্পন। তেমনই হয়েছে দানবের চামড়ায়। রাইফেল বা পিস্তল দিয়ে যত গুলিই করা হোক, সহজেই ওই আঘাত নানানদিকে ছড়িয়ে দিয়েছে তার ত্বক। আসলে, অবিশ্বাস্য নিরাপত্তা বলয়

BanglaBook.org

আছে দানবের দেহে। সেটা তার ত্বক। আর জিনার রাইফেল...' জিনার দিকে চাইলেন সিরাজউদ্দীন।

'ব্যারেট,' নাম মনে করিয়ে দিল মেয়েটা।

'হ্যাঁ, জিনা, ব্যারেট,' মাথা দোলালেন তিনি। 'ওটা অত্যন্ত শক্তিশালী অস্ত্র। কিন্তু তারপরেও ভালভাবে ক্ষত তৈরি করতে পারেনি দানবের এপিডারমিসে। ...বলো তো, জিনা, তোমার অস্ত্রের ভেলোসিটি কত?'

'তিন শ' গ্রেইন বুলেট,' তথ্য দিল জিনা। 'ভেতরে রয়েছে ১,১১০ হজ্‌ডন পাউডার। মিশনে আসার আগে পরীক্ষা করে দেখেছি, প্রতি সেকেণ্ডে বুলেট গেছে ৪,৩৭৪ ফুট দূরে। পরে এক্সপ্লোসিভ ডেটোনেশন যেন হয়, সেজন্যে ব্যবহার করেছি সিএফআই। আমার ধারণা, তাতে গতি বেড়েছে পাঁচ হাজার ফুট পার সেকেণ্ডেরও বেশি। তা ছাড়া, ব্যবহার করেছি ১৯৫ গ্রেইনের টেফলন টিপ্‌ড্ বুলেট। ছোট বুলেট, যাতে বাড়ে ভেলোসিটি। উইণ্ডেজের কথাও মাথায় রেখেছি।' আস্তে করে মাথা দোলাল জিনা। 'আমার ধারণা, ব্যারেটের সর্বোচ্চ ক্ষমতা ব্যবহার করেছি ওই বুলেট ছুঁড়তে গিয়ে। বারুদ আরও বেশি দিলে ফেটে যেত রাইফেলের চেম্বার ও নল।'

'ঠিক,' বললেন সিরাজউদ্দীন, 'দানবের চামড়া যে পরিমাণ সহ্য করতে পারে, তার চেয়েও জোরে আঘাত হেনেছে তোমার বুলেট। সাবসনিক অ্যামিউনিশন বড়জোর টোকা দিয়েছে তার ত্বকে। কিন্তু যখন ঢের বেশি দ্রুতগামী বুলেট ভেদ করল চামড়া, চমকে গেল ব্যথা পেয়ে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক, এই ফ্যাসিলিটির সৈনিকদের সবার হাতে ব্যারেটের মত রাইফেল নেই। তাদের অস্ত্র কোনও কাজেই আসবে না। শেষে হয়তো কেউ ঠেকাতে পারবে না ওটার হামলা।'

চিন্তাক্লিষ্ট কণ্ঠে বলল জেরাল্ড, 'আপনার কথাই হয়তো সঠিক

BanglaBook.org

হবে, প্রফেসর। কিন্তু আপনার কথা অনুযায়ী, ব্যারেটের মত রাইফেলের বুলেট তার দেহে তৈরি করবে ট্রমা বা সামান্য সব ক্ষত। সেক্ষেত্রে পিছিয়েও যেতে পারে।'

'হয়তো,' শুয়ে পড়লেন সিরাজউদ্দীন। আরও বাড়ছে বুকের ব্যথা। 'কিন্তু সত্যিই যদি খুব দ্রুত নিরাময় হয় ওটার দেহ, সেরে উঠবে ঝটপট। আমাদের কাজ হবে বুলেটের পর বুলেট ছুঁড়ে ওকে ব্যথা দিয়ে সরিয়ে রাখা। দেহে যদি ক্ষত তৈরি হয়, সেক্ষেত্রে ওটার কেমিকেল রিযার্ভে টান পড়বে। কমতে থাকবে শক্তি ও সহিষ্ণুতা। তাতে কমবে গতিও। বাড়তি সুবিধা পাব আমরা। এ কারণেই জিনার বুলেট গায়ে লাগতে পালিয়ে গিয়েছিল। আহত বলে নয়, শক্ড্ হয়ে দুর্বল হয়েছে মানসিকভাবে। তবে ভুললে চলবে না, এসব আঘাত সহ্য করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে তার দেহ। মিউটেশনের কারণে নতুন সব হামলা ঠেকাতে শিখে যাচ্ছে। ক্রমেই দৈহিকভাবে হয়ে উঠছে আরও ক্ষমতাশালী। দ্রুত মেরে ফেলতে না পারলে, একসময় এমন হবে, মানুষের তৈরি কোনও অস্ত্রে তার কিছুই হবে না। সব প্রাণীকে এভাবেই রক্ষা করে প্রকৃতি।'

চুপ হয়ে গেলেন সিরাজউদ্দীন। হাঁপিয়ে গেছেন।

'আপনাকে বোধহয় ক্লান্ত করে ফেলেছি,' তাঁর দিকে চেয়ে বলল জেরাল্ড।

'পরে আবারও আলাপ হবে,' বলল রানা। 'স্যর, আপাতত বিশ্রাম নিন।'

'না, ঠিক আছি, রানা,' দুর্বল হাত তুললেন প্রফেসর। 'একটু পরে বিশ্রাম নেব, তার আগে আরেকটা কথা বলে রাখি: ওই দানবের চামড়ায় রয়েছে কয়েকটা স্তর। আর এ কারণেই ধারালো ছোরা বা তলোয়ার কেটে দিতে পেরেছে ত্বক। বিষয়টি ঠিক পিরামিডাল পেনিট্রেশনের মত। তীক্ষ্ণ এক অংশ ভেদ করেছে

BanglaBook.org

ত্বক। তখন আর বাধা দিতে পারেনি গায়ের চামড়া বা মাংস।'

প্রফেসর খুবই ক্লান্ত, বুঝে গেছে জেরাল্ড। নরম সুরে বলল, 'সময় দেয়ার জন্যে অনেক ধন্যবাদ, স্যর।' রানাকে দেখল একবার, তারপর চোখ চলে গেল ঘরের বাইরে।

গোপনে আলাপ করতে ইনফার্মারি থেকে বিদায় করে দিয়েছে নার্সকে, আপাতত ডিসপ্লে মনিটর করছে জিনা। আবারও রানার দিকে চাইল জেরাল্ড, নিচু স্বরে বলল, 'রানা, বলুন তো, আসলে কতটা শক্তিশালী ওটা? কেউ হয়তো বলবে গরিলার মত, কিন্তু ওই ধরনের মন্তব্য চাইছি না। সঠিক ক্ষমতা জানতে চাইছি।'

'শক্তি?' সরাসরি জেরাল্ডের চোখে চোখ রাখল রানা। 'মনে করুন, মোকাবিলা করতে হবে দশটা বাঘের হামলা।'

'আপনার কোনও ভুল হলো না তো?' ভুরু কুঁচকে ফেলল জেরাল্ড।

'না,' মাথা নাড়ল গম্ভীর রানা, 'ট্র্যাক করেছি, লড়তেও হয়েছে ওটার সঙ্গে। বেঁচে আছি, তার মূল কারণ, আসলে ভাগ্যবান ছিলাম। কিন্তু অনেকেই সাহায্য পায়নি ভাগ্যের। আরেকটা কথা মনে রাখবেন, ওটা স্রষ্টার তৈরি নয়, মানুষের তৈরি। আর এ কারণেই কেউ কেউ চাইছে, মরলে মানুষ মরুক, কিন্তু ওটা যেন বেঁচে থাকে।'

কুঁচকে গেল জেরাল্ডের ভুরু। চুপ করে আছে।

'মনে রাখুন, ওটা অচেনা কোনও প্রজাতি নয়,' বলল রানা। 'হাজার হাজার বছর আগে বিলুপ্ত হয়েছে। নতুন করে গবেষণার মাধ্যমে তৈরি করা হয়েছে। নইলে এত দিনে ওটার মত একদল দানব দেখা যেত আলাস্কার উত্তর পাহাড়ে। কিন্তু পাওয়া যায়নি তাদের হাড়গোড় বা অস্ত্র। আসলে দশ হাজার বছর আগে মারা পড়েছে ওই জাতের প্রতিটি জানোয়ার।'

রানার দিকে চেয়ে জেরাল্ডের মনে পড়ল, ডক্টর গ্রেবারের

BanglaBook.org

বাড়ির ওই ম্যাগাযিনের কথা। এখন বুঝতে শুরু করেছে অনেক কিছুই।

'আমাদের জানা নেই, ওই জানোয়ারের পূর্বপুরুষের লাশ আবিষ্কার করেছে কে, কিন্তু এটা জানি, ওটার জিন ব্যবহার করেই তৈরি করা হয়েছে নতুন এই রাক্ষস,' বলল রানা। 'যারা এর জন্য দায়ী, তাদের আছে গভীর কোনও উদ্দেশ্য।'

চুপ করে আছে জেরাল্ড।

'যখন জানবেন, কেন সৃষ্টি করা হয়েছে ওই রাক্ষসকে, তখন আপনি এ-ও বুঝবেন, কেন খুন করা হয়েছে নিনা সয়্যারকে,' বলল রানা। 'এ বিষয়ে সামান্য ধারণা হয়েছে আমার। তবে কোনও প্রমাণ দেখাতে পারব না।'

'জেম্স সিমন্স?' চট্ করে জানতে চাইল জেরাল্ড।

মাথা নাড়ল রানা। 'ডক্টর ডেভিড গ্রেবার। সরকারী কোনও প্রজেক্ট নয় এটা। প্রথম থেকেই ছিল তার ব্যক্তিগত আগ্রহ। অবশ্য, সরকারী অনেকে এর সঙ্গে জড়িয়ে নিয়েছে নিজেদের। বড় কোনও স্বার্থ আছে তাদের। হয়তো সিআইএ, বা অন্য কোনও এজেন্সি সাহায্য করছে গ্রেবারকে। শুরু থেকেই এই প্রজেক্টের হেড সে।'

কিছুক্ষণ নীরবতার পর বলল হ্যাঙ্ক ডিগবার্ট, 'এবার বোধহয় কাজে নামার সময়, জেরাল্ড। পাখি ধরে পুরতে হবে খাঁচায়।'

ঠিক তখনই কিউবিকলে পা রাখল ডক্টর গ্রেবার। সাদা অ্যাপ্রনের পকেটে রেখেছে দু'হাত।

একটু অবাক হয়ে তাকে দেখল রানা ও জেরাল্ড।

থমকে দাঁড়িয়ে গেল গ্রেবার।

ঘরে যেন শুরু হয়েছে সরকারী দুই অফিশিয়ালের ক্ষমতার লড়াই। রানার মনে হলো, আগ্রাসী ভঙ্গিতে গ্রেবারের দিকে চেয়ে আছে জেরাল্ড, যদিও একটা কথাও বলেনি।

BanglaBook.org

ক' মুহূর্ত পর বিজ্ঞানীর সামনে চলে গেল জেরাল্ড, সরাসরি চোখে চোখ রেখে বলল, 'আপনি তো একজন ডাক্তার, সারিয়ে তোলেন রোগীকে, প্রয়োজন পড়লে অপারেশন করেন গুরুতর অসুস্থ মানুষের দেহে; একটা কথা বলুন তো, ডক্টর, তা হলে জিয়োলজিস্ট বা কমপিউটার এক্সপার্টের ভূমিকায় কী করছেন আপনি এই রিসার্চ ফ্যাসিলিটিতে? আরেকটা কথা, কী এত জরুরি সমস্যা হয়ে গেল এখানে যে আমার তদন্ত শেষ হয়নি জেনেও আপনাকে চলে আসতে হলো এই বিরান ভূমিতে?'

কঠোর সুরের এসব প্রশ্ন শুনে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বসল গ্রেবারের। চট্ করে একবার দেখে নিল রানাকে। তারপর বলল, 'বুঝতে পারছি শুনছিলেন মিস্টার রানার কল্পকাহিনি। একের পর এক উদ্ভট অভিযোগ তুলছেন তিনি।' বাচ্চাদের দুষ্টুমি সহ্য করছে এমন ভঙ্গিতে হাসল সে। 'সত্যি বলতে, আমি আঁধারে আছি ওই জানোয়ারের বিষয়ে। কী তার অতীত? এল কোথা থেকে? আমি অবশ্য মেনে নিতে পারিনি মিস্টার রানার থিয়োরি।'

'কী সেই থিয়োরি, ডক্টর?' জানতে চাইল জেরাল্ড।

চুপ করে আছে রানা।

ওর দিকে চেয়ে সামান্য বিস্ফারিত হলো গ্রেবারের দু' চোখ। সহজ সুরে বলল, 'বুঝতে পারছি, আপনার কান ভারি করেছেন মিস্টার রানা তাঁর জানোয়ারের থিয়োরি দিয়ে।'

'সেই থিয়োরি কী?' আবারও বলল জেরাল্ড, এবার কণ্ঠ কঠোর।

হেসে ফেলে কাঁধ ঝাঁকাল গ্রেবার। 'ভুল না হয়ে থাকলে, আমার চেয়ে বহু গুণ ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে সব বলতে পারবেন মিস্টার রানা, মার্শাল। তাঁর অতি-আধুনিক বৈজ্ঞানিক থিয়োরি শুনিনি, ব্যস্ত ছিলাম অন্য চিন্তায়।'

কেউ যে তার কথা বিশেষ পাত্তা দিচ্ছে না, তা চট্ করে বুঝে

BanglaBook.org

গেল গ্রেবার। যে কারণেই হোক, ছোট চোখে দেখা হচ্ছে তাকে।

'হ্যাঁ, মিস্টার রানার থিয়োরি উনি বলেছেন,' বলল জেরাল্ড। 'কিন্তু আমি বিজ্ঞানী নই, ডক্টর গ্রেবার। আপনিই বরং বলুন, কেন তাঁর থিয়োরি ঠিক নয়। আমার মনে হয়েছে, সঠিক পথেই ভাবছেন মিস্টার রানা।'

'আসলে,' জেরাল্ডের চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিল গ্রেবার, 'হয়তো মিস্টার রানার মত করে আমাকে প্রশিক্ষিত করা হয়নি অ্যানথ্রোপোলজি বা জেনেটিক্স বিষয়ে, মার্শাল? আমার জানা আছে শুধু প্রাথমিক বিষয়গুলো। ...মিস্টার রানা, অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমার কোথাও ভুল হয়ে থাকলে তা ধরিয়ে দেবেন। আপনার থিয়োরি অনুযায়ী, ওই জানোয়ার সৃষ্টি করা হয়েছে বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে। আর এসব দুর্গম রিসার্চ স্টেশনে সাইসমিক অ্যাকটিভিটি মনিটর না করে আমরা বেআইনী কিছু করছি।'

গ্রেবার থেমে যাওয়ার পর জানতে চাইল জেরাল্ড, 'ওঁর থিয়োরি কী কারণে উড়িয়ে দেয়া হবে?'

'অপমান করতে চাই না মিস্টার রানাকে, কিন্তু তাঁর মতামত কোনওভাবেই মেনে নেয়া সম্ভব নয় সুস্থ মনের কোনও মানুষের পক্ষে। সত্যিই যদি এসব ফ্যাসিলিটি ব্যবহার করে তৈরি করা হতো ওই দানবকে– যদিও তা হয়নি– সেক্ষেত্রে মস্ত একটা প্রশ্ন রয়ে যেত: কী কারণে তৈরি করা হলো ওই দৈত্যকে? বাস্তব কথা হচ্ছে, ওটা প্রায় ধ্বংস করে দিয়েছে আমাদের প্রোগ্রাম। নতুন করে আবারও সব গুছিয়ে নিতে পারব না। সেই ফাণ্ড আর দেবে না কংগ্রেশনাল কমিটি। বুঝতেই পারছেন, বৃথা হয়ে গেছে আমাদের এতজনের এত পরিশ্রম। আমরাই যদি সৃষ্টি করতাম ওই দানবকে, সেক্ষেত্রে কী প্রাপ্তি হতো আমাদের? মেরে সাফ করে দিয়েছে ওটা আমাদের দলের বহু সৈনিক, বিজ্ঞানী ও তাদের সহকারীকে।'

BanglaBook.org

সামান্য বিরতি নিয়ে আবারও শুরু করল সে, 'জেনেটিক্স সম্বন্ধে যতটুকু শুনেছি বা জেনেছি, তাতে বর্তমান বিজ্ঞানের সাধ্য নেই তৈরি করবে ওই ধরনের কোনও জানোয়ার।' সামান্য দ্বিধা করল, মনে হলো কথাটা বলবে কি না ভাবছে। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'তা ছাড়া, স্বাভাবিক অবস্থায় ভাল যেকোনও ডিএনএ-র মলিকিউলার স্ট্রাকচার টিকে থাকবে দুই থেকে তিন হাজার বছর। এটা আমার কথা নয়, মস্ত সব বিজ্ঞানীর মন্তব্য। কিন্তু আমার ভুল না হয়ে থাকলে প্রফেসর সিরাজউদ্দীন ধারণা করছেন, ওই জানোয়ার এসেছে প্লেইস্টোসেন আমল থেকে। অর্থাৎ কমপক্ষে দশ হাজার বছর আগের। কিন্তু কোনওভাবেই অত আগের ডিএনএ রয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। অন্তর থেকেই শ্রদ্ধা করি তাঁকে, কিন্তু মেনে নিতে পারব না তাঁর থিয়োরি। ডিএনএ বা হিম ইউনিটের রক্ত সংরক্ষিত থাকলেও পাঁচ হাজার বছর ধরেও রয়ে যেত না।'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল সে। 'না, আপনারা যা-ই ভাবুন, আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত, ভুল হচ্ছে আপনাদের। বুঝতে পারছি, যে কারণেই হোক, সন্দেহ করছেন আমাকে, ভাবছেন অনৈতিক কাজে জড়িয়ে পড়েছি; কিন্তু এ বিষয়ে আমার কিছুই বলার নেই। মিথ্যা বলব না, ক্লাসিফায়েড কিছু উদ্দেশ্য রয়েছে এসব রিসার্চ স্টেশনের, কিন্তু সেসব জানাতে পারব না কাউকে। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, সেসব কাজ ক্লাসিফায়েড বলেই সুপারভাইয করা হচ্ছে ল্যাংলি থেকে।' মিষ্টি হাসল গ্রেবার। তারপর আবারও খেই ধরল, 'মিস্টার রানা যা-ই ভাবুন, আমাদের সেসব কাজের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই ওই দানবের। হাজারো কোটি ভাগের এক ভাগ সম্ভাবনাও নেই দশ হাজার বছর আগের কোনও দানব ফিরে আসবে। আর সত্যি যদি মস্ত কোনও বিজ্ঞানী নতুন করে তৈরি করত ওসব দানব; সেটা কিন্তু হতো ভয়ঙ্কর অনৈতিক কাজ।

BanglaBook.org

উচিত নয় স্রষ্টার সঙ্গে মানুষের প্রতিযোগিতা। ...মিস্টার রানার কথায় অপমানিত হইনি, একাধিক মানুষের চিন্তা একইরকম হবে, এমনও নয়। বিজ্ঞান সম্পর্কে সামান্য বেশি জানি বলেই, এ কারণে নিজেও খানিকটা অপমান করে ফেলেছি মিস্টার রানাকে। সত্যিই বলছি, সেজন্য আমি দুঃখিত। আমার সাধ্যের ভেতর এমন কোনও সাহায্য আপনাদের লাগলে, জানাতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবেন না।'

মৃদু হাসল রানা। 'বুঝলাম আপনার অন্তরটা পরিষ্কার।'

'যা বিজ্ঞানের বাইরে, সে বিষয়ে কথা বলব না, এর বেশি কিছুই বলার নেই আমার,' বলল গ্রেবার।

চট্ করে হাতঘড়ি দেখল রানা। বাইরে এতক্ষণে নামতে শুরু করেছে আঁধার। জ্বেলে দেয়া হয়েছে সব সিকিউরিটি ল্যাম্প। আর আধ ঘণ্টা পর জ্বলবে বিশাল আকৃতির সব স্পটলাইট, দিন করে দেবে গোটা কম্পাউণ্ড।

ডক্টর গ্রেবারকে বলল রানা, 'ডক্টর, কিছুদিনের ভেতর ষাট মিলিয়ন ডলারের তিনটে ইন্সটলেশন হারিয়েছেন আপনি। এক দানবের হাতে মারা পড়েছে এক শ'রও বেশি মানুষ। ওটা কোনও জন্তু নয়, হামলা করেছে একের পর এক রিসার্চ স্টেশনে, কারণ কিছু খুঁজছে সে। এমন কিছু, যা আছে আপনার কাছে। সহজেই বুঝতে পারছি, এসব রিসার্চ স্টেশন খুঁজে দেখা জরুরি তার জন্যে। আর আপনি একমাত্র মানুষ, যিনি বলছেন আসলে এসব রিসার্চ স্টেশনে তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছুই নেই। আমাদের একটু খুলে বলবেন, কেন এত কম গুরুত্বপূর্ণ এসব ফ্যাসিলিটি?'

সমস্ত জবাব প্র্যাকটিস করে জিভের কাছে রেখে দিয়েছে ডক্টর ডেভিড গ্রেবার। এ কারণে মনে মনে পিঠ চাপড়ে দিল নিজের।

'মিস্টার রানা, বোকা লোক নন আপনি, শিক্ষিত একজন। নামডাকও আছে আন্তর্জাতিকভাবে। আমার তা নেই, সাধারণ

BanglaBook.org

এক বিজ্ঞানী। সেনেট ইন্টেলিজেন্স সাবকমিটির পলিসির বাইরে যেতে পারি না। প্রতি বছর চারবার সদস্যদের কাছে জবাবদিহি দিতে হয়। আপনার রয়েছে থিয়োরি, আর সেগুলো যে একেবারে উড়িয়ে দেব, তাও সম্ভব নয়। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে ওগুলো যৌক্তিক বলে মনে হয়নি আমার।' সরাসরি রানার চোখে তাকাল সে। 'আপনার হাতে অবিশ্বাস্য ওই থিয়োরির বিষয়ে সামান্যতম প্রমাণ থেকে থাকলে, বিনা দ্বিধায় মনোযোগ দিয়ে সবই শুনব। বুঝতে পারছি, আপনার মনে সন্দেহ জন্মেছে, কিন্তু আগে তো আপনার দেখাতে হবে যথেষ্ট প্রমাণ। নইলে আমরা বিশ্বাস করব কীসের ভিত্তিতে! আমরা একদল উন্মাদ বিজ্ঞানী নই যে ভয়ঙ্কর কোনও জেনেটিক এক্সপেরিমেন্ট করব, আর সেই কারণে মস্ত কোনও ভুলে খুন হবে শত শত নিরীহ মানুষ– মিস্টার রানা, একটু ভেবে দেখুন, এ কি সম্ভব?'

রানা বুঝল, আপাতত তার বক্তৃতা শেষ করেছে লোকটা।

নীরবতা নেমেছে ঘরে।

কয়েক সেকেণ্ড পর মার্শাল জেরাল্ডের দিকে ফিরল গ্রেবার। 'বোধহয় আপাতত আর কোনও প্রশ্ন নেই, মার্শাল? এখানে এসেছি ডক্টর সিরাজউদ্দীনকে দেখতে। ঠিক গতিতেই চলছে তাঁর হৃৎপিণ্ড। মনে হচ্ছে না আর কোনও বিপদ হবে। কাজেই এবার ফিরতে চাই ল্যাবে। ক্লাসিফায়েড এক্সপেরিমেন্ট চলছে ওখানে। সুপারভাইয ও ভেরিফিকেশনের কাজটা আমাকেই করতে হবে।'

'সামান্য দু'-একটা প্রশ্ন করব,' বলল জেরাল্ড। 'দেরি করিয়ে দেব না আপনাকে। আমার প্রথম প্রশ্ন: এই কমপ্লেক্স কত তলা, ডক্টর?'

'সমতল থেকে ওপরে তিনতলা। মাটির নীচে একতলা। ওটা স্টোরেজ এরিয়া। ওয়্যারহাউস হিসেবেও ব্যবহার করা হয়। আর সায়েন্টিফিক সব ইকুইপমেন্ট থাকে এই তলায়। ওপরের দুই

BanglaBook.org

তলা ব্যবহার করা হয় অফিস ও আর্মির ব্যারাক হিসেবে। এ ছাড়া মেডিকেল স্টাফও ওখানেই থাকে।'

'বেযমেন্ট ঘুরে দেখব,' বলল টম জেরাল্ড। 'আমি জানতে চাই ওখানে কী ধরনের ইকুইপমেন্ট রাখা হয়েছে।'

'অবশ্যই, মার্শাল,' মাথা দোলাল গ্রেবার, 'যেকোনও সময়ে দেখতে যেতে পারেন ব্যারাক বা সায়েন্স ফ্যাসিলিটি। আশা করি এরপর আর সন্দেহ থাকবে না মনে।' বাম হাত তুলে হাতঘড়ি দেখল গ্রেবার। 'এখনও একটু সময় দিতে পারব। আপনার আপত্তি না থাকলে চলুন, ঘুরিয়ে দেখাই চারপাশ।'

'ভাল হয় তা হলে,' বলল জেরাল্ড।

বড় করে দম ফেলল ডেভিড গ্রেবার, যেন আপত্তিসত্ত্বেও রাজি হতে হয়েছে বাচ্চা ছেলের আবদারে। 'ঠিক আছে, তবে মনে হয় না পুরো ইনভেন্টরি আজই দেখে শেষ করতে পারবেন। সমস্যা নেই, কালকে আবারও শুরু করবেন।' হাতের ইশারায় দরজা দেখিয়ে দিল সে। 'প্রথমে কোথায় যেতে চান?'

'দেখি কোথা থেকে শুরু করি,' বলল জেরাল্ড।

মুহূর্তের জন্য ডাক্তারের চোখে বিরক্তি ও রাগ দেখল রানা। যদিও চট্ করে মিলিয়ে গেল সেসব। সেখানে দেখা দিল বন্ধুত্বপূর্ণ হাসি। 'আসলে সারি সারি কার্ডবোর্ডের বাক্স ছাড়া দেখার মত তেমন কিছুই নেই। বেশিরভাগই কমপিউটারের ইকুইপমেন্ট, খাবার, ব্ল্যাঙ্কেট বা ভেহিকেলের পার্টস্। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, এই দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় দরকারী সব জিনিস আগে থেকেই এনে রাখতে হয়। ছয় মাসের মালপত্র মজুদ রাখি আমরা।' আরেকবার দরজা দেখিয়ে বুঝিয়ে দিল, সে ব্যস্ত লোক, ইতিমধ্যে নষ্ট হয়েছে যথেষ্ট সময়। 'আগে স্থির করুন কোথা থেকে শুরু করবেন, মার্শাল।'

তাকে কিছু না বলে ডিগবার্টকে বলল জেরাল্ড, 'চারপাশ ঘুরে

BanglaBook.org

দেখব। দরকার পড়লে পরে তোমাকে ডেকে নেব।'

হান্টারের দিকে চাইল রানা। নিচু স্বরে বলল, 'গার্ড দে।'

প্রফেসর সিরাজউদ্দীনের বেডে দু'পা তুলে দিল হান্টার, হাঁপিয়ে চলেছে। চকচকে চোখে দেখছে মানুষটাকে। বিছানা থেকে পা নামিয়ে পায়চারি শুরু করল ছোট্ট ঘরে। এখান থেকে সরবে না প্রাণ থাকতে।

ওর দিকে চেয়ে হাসলেন সিরাজউদ্দীন।

টম জেরাল্ডের দিকে চাইল রানা। 'আপনার আপত্তি না থাকলে আমিও সঙ্গে যেতে চাই। ঘুরে দেখব চারপাশ।'

'কোনও আপত্তি নেই,' বলল জেরাল্ড। ডেস্ক থেকে তুলে নিল ওয়েদারবি .৪৫৪ রাইফেল। ব্রিচ খুলে নিশ্চিত হলো, ভিতরে আছে ব্রাসের দানবীয় দুই শেল। ধাতব আওয়াজ তুলে আবারও আটকে নিল চেম্বার। টের পেল, সত্যিই তুলনা নেই এই অস্ত্রের ভারসাম্যের। 'চলুন, ডক্টর গ্রেবার, আপনি আমাদের ট্যুর গাইড।'

'আমি প্রফেসরের সঙ্গে রয়ে যাচ্ছি,' রানাকে বলল জিনা। 'নার্স ফিরলে চলে যাব আমার পযিশনে। আমাকে বোধহয় রাখা হবে ছাতে।'

ওর উদ্দেশে মাথা দোলাল রানা।

সামান্য ঠোঁট নেড়ে নীরবে বুঝিয়ে দিল জিনা, 'সাবধানে থেকো, রানা!'

BanglaBook.org

সতেরো

কম্পাউণ্ডে টহল দিতে বেরিয়ে চারপাশে চোখ রেখেছে সতর্ক তানামুরা ও ওয়েইলার। দুপুরে ব্যস্ত সময় কাটিয়েছে ওরা। আর্মি ইন্টেলিজেন্স থেকে ডিব্রিফ করা হয়েছে ওদেরকে।

ওই ঘর থেকে বেরিয়ে দেরি না করে লড়াইয়ের জন্য অস্ত্র জোগাড় করেছে ওয়েইলার। এখন ওর বুকে আড়াআড়িভাবে ঝুলছে দুটো ব্যাণ্ডোলিয়ার, তাতে কমপক্ষে এক শ'টা শটগানের কার্তুজ। এ ছাড়া, ওর কাঁধে স্লিঙে রয়েছে সেমি-অটোমেটিক স্ট্রিট সুইপার– ওটা খাটো নলের বন্দুক। রিভলভারের সিলিণ্ডারের মতই গোল ম্যাগাযিন, ভিতরে বারোটা গুলি। কোমরের হোলস্টারে রেখেছে ডাবল ব্যারেলের আরেকটা কাটা বন্দুক। পাশাপাশি দুই নল বড়জোর আট ইঞ্চি দীর্ঘ। আগেই কেটে দেয়া হয়েছে স্টক। ওখানে এখন আরামদায়ক পিস্তল গ্রিপ। হোলস্টার থেকে খপ্ করে তুলে নিয়েই গুলি করতে পারবে। ডান উরুতে .৫০ ক্যালিবারের ডেযার্ট ঈগল সেমি-অটোমেটিক পিস্তল। কমব্যাট বেল্টে বাড়তি কয়েকটা ম্যাগাযিন। গলার কাছে ইলাস্টিকের স্ট্র্যাপে নাইট-ভিশন গগল্স্। মাঝে মাঝে নিজেকে বেশ নিরাপদ বলে মনে হচ্ছে ওয়েইলারের। কিন্তু ভাল করেই জানে, সত্যি ওই দানবের মুখোমুখি হলে হয়তো কোনও কাজেই আসবে না এসব অস্ত্র।

তানামুরার পিঠে ঝুলছে ধারালো কাটানা, হাতে এম-১৪। এ

BanglaBook.org

ছাড়া রয়েছে ভারী সব অস্ত্র। কোমরের দু'পাশের হোলস্টারে দুই .৪৫ ক্যালিবারের পিস্তল, বুকে কমপক্ষে আটটা অ্যান্টি-পারসোনেল গ্রেনেড। লড়াইয়ের সময় অ্যাড্রেনালিনের কারণে ডিসচার্জ হয়ে যেতে পারে, তাই সাদা এক ফালি টেপ দিয়ে সিকিয়োর করেছে প্রতিটি পিন। যথেষ্ট জোরে টান না দিলে খুলবে না ওগুলো।

ওর কমব্যাটের কৌশল বুঝে গম্ভীর কণ্ঠে বলল ওয়েইলার, 'আসলেই ভাল করেছ এভাবে পিন আটকে। আফগানিস্তানের মরুভূমিতে এক ধরনের কাঁটা-ঝোপ আছে, ওগুলোর টান লেগে ফেটে যেতে দেখেছি গ্রেনেড। ঝোপঝাড় থেকে বেরোচ্ছে তরুণ ক'জন সৈনিক, এমন সময় ফাটল একজনের গ্রেনেড। টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল সবাই। তারপর থেকে এক ফোঁটা বিশ্বাস করি না গ্রেনেড জিনিসটাকে।'

'সতর্ক হওয়া ভাল, বিশেষ করে যুদ্ধে,' বলল তানামুরা।

'তোমার ধারণা আজ রাতেই আসছে ওটা, তাই না?' হঠাৎ জানতে চাইল ওয়েইলার।

'হুঁ।'

নীরবতা নামল দু'জনের মাঝে। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল ওয়েইলার, 'তুমি এত নিশ্চিত কেন? ওটার হামলা করার বিশেষ কোনও জরুরি কারণ আছে?'

কম্পাউণ্ডের বাইরে পাহাড়ি এলাকায় নেমে এসেছে গাঢ় ছায়া। ওদিক থেকে চোখ সরিয়ে দালানের বুকে বড়সড় ঘড়িটা দেখল তানামুরা। কুঁচকে গেল ভুরু। 'ওটা আসবেই। আসবে আসলে রানার জন্যে।'

'রানার জন্যে?'

'হ্যাঁ।' মাথা দোলাল তানামুরা, 'লড়াই হলে ওদের দু'জনের একজনকে মরতেই হবে।'

BanglaBook.org

ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের কারণে সহজেই জেনে গেছে সে কোথায় আছে বাইরের লিসেনিং পোস্ট। ভেবেছিল হামলা করবে আচমকা, কিন্তু হতাশ হতে হয়েছে। অনেকক্ষণ আগেই পরিত্যক্ত হয়েছে ওই একাকী ঘাঁটি। তখনই রাতের আঁধারে হঠাৎ করেই বহু দূর থেকে ভেসে এল করুণ এক বিলাপ-ধ্বনি।

মুখ তুলে ওদিকে চাইল সে। হেসে ফেলল খল-খল শব্দে।

হ্যাঁ, এক থাবা মেরে ওদিকের এক নেকড়েকে খতম করে দিয়েছে সে, আরাম করে খেয়েছে মগজ। ওই ছিন্নভিন্ন লাশ দেখে কাঁদছে এখন ওটার সঙ্গিনী।

সে ছাড়া কেউ বুঝবে না, খুন করতে আসলে কী আনন্দ।

লাশটার বুকে পা রেখে কী ভালই না লেগেছিল!

তারপর আরাম করে খেল মগজ, হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস ও পিছনের দু'পায়ের মাংস। তাতে ফিরে এসেছে শরীরে পূর্ণ শক্তি।

আবারও ঘুরে চাইল কম্পাউণ্ডের দিকে। গলা থেকে বেরোল ঘড়-ঘড় আওয়াজ। বুঝতে চাইল কোথায় হামলা করবে প্রথমে।

ফ্যাসিলিটির ভিতরে টিলার গায়ে গাছের গুঁড়ির এক কুটির, ছাত ঝোপঝাড় ও কাদা-মাটির। কাছেই এক বাঙ্কার। দুই জায়গা থেকেই আসছে মানুষের গায়ের কড়া গন্ধ।

গুঁড়ির কুটিরের দেয়ালে বা বাঙ্কারের মাঝে নজর রাখবার জায়গা। এদিকে কোনও দরজা নেই। গোপন দরজা পিছন দিকে। হ্যাঁ, সতর্ক হয়ে উঠেছে লোকগুলো। এ কারণেই কাউকে রাখা হয়নি কাঁটাতারের এদিকে। আর ওই তারকাঁটার দেয়াল অন্যান্য সব ফ্যাসিলিটির বেড়ার চেয়ে অনেক উঁচু ও পোক্ত।

কম্পাউণ্ড থেকে তিন শ' ফুট দূরে জঙ্গলের আঁধারে চুপ করে বসে আছে সে। মনোযোগ কম্পাউণ্ডের ভেতরে। টহল দিচ্ছে সশস্ত্র সৈনিক ও পাহারাদার কুকুর। দূরে একের পর এক

BanglaBook.org

ভেহিকেল। এখানে ওখানে উঁচু টাওয়ার। ওখানে নড়ছে লোক।

ঝোপের মত ভুরু কুঁচকে এসব ফ্যাসিলিটির রুটিন মনে করতে চাইল সে।

কোথায় যেন থাকবে বেশিরভাগ সৈনিক?

কম্পাউণ্ডের পিছনে মস্ত বড় দালানের দিকে চাইল লাল দু'চোখে। ওদিক থেকে আসছে যন্ত্রপাতির গর্জন। ওই যন্ত্রের কারণে বেড়ায় থাকে ইলেকট্রিসিটি। খুব সাদা বাতিও জ্বলে। আর ওসব যন্ত্র একবার থামলে অন্ধকারে অসহায় হয়ে ওঠে মানুষ।

উঠে দাঁড়াল সে। হাঁটুর কাছে ঝুলছে বনমানুষের হাতের মত দুই দীর্ঘ, পেশিবহুল হাত। কাঁচা মাংস ও মগজ খেতে পেয়েছে বলে ফিরেছে দেহের সমস্ত শক্তি। বড় করে দম নিতেই ফুলে উঠল পিপের মত মস্ত বুক। পুরু মোটা দুই ঠোঁটে ফুটে উঠল টিটকারির হাসি। তৈরি হয়ে নিচ্ছে।

মাত্র কয়েক সেকেণ্ড পর বুক ভরে গেল ক্রোধে।

এবার মাফ নেই ওই মাসুদ রানার!

মাফ নেই ওই নেকড়েরও!

কাউকে ছাড়বে না সে!

সামনের ওই ফ্যাসিলিটি খুবই দুর্গম, কিন্তু সে যখন হামলা করবে, কারও সাধ্য হবে না ঠেকায় তাকে।

বুকে সামান্য ভয় নেই। ছুটতে শুরু করে উঠে যেতে লাগল ফ্যাসিলিটির দিকের টিলায়। চোখ রেখেছে মাটিতে। কোথাও কোনও তার দেখলে আরও সতর্ক হবে। আগেও ব্যথা দিয়েছে ওসব তার। ওগুলো বিপজ্জনক। মাত্র কয়েক সেকেণ্ড পর জোরালো আওয়াজ তোলা দালানের দিকে রওনা হয়ে গেল সে।

প্রথমেই নষ্ট করে দিতে হবে বৈদ্যুতিক মেশিন।

কোমর সমান উঁচু ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে এগোল সে।

BanglaBook.org

‘এটা কী, ডক্টর গ্রেবার?’ নীরব পাতাল-ঘরে জানতে চাইল টম জেরাল্ড।

ওর দিকে এগোল ডক্টর গ্রেবার। ‘ও, এটা? ব্যাকআপ ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক মনিটর। আমরা আসলে জানতে চাইছি সানস্পটের সঙ্গে টেকটোনিক প্লেটের নড়াচড়ার কোনও সম্পর্ক আছে কি না। এখন পর্যন্ত কোনও যোগাযোগ দেখা যায়নি। কিন্তু সম্পূর্ণ নিশ্চিত নই আমরা। ব্যাপারটা বেশ ইন্টারেস্টিং।’

দেয়ালের ক্রো-বার থেকে সরল জেরাল্ড। ‘চলুন, আশপাশ ঘুরে দেখি।’

‘অবশ্যই, মার্শাল। যেকোনও কিছু দেখতে চাইতে পারেন।’

একটু পর কাঠের এক ক্রেট খুলল জেরাল্ড, সরিয়ে ফেলল স্টাইরোফোম ও কার্ডবোর্ড। ভিতরের জিনিসটা বের না করেই সামনের ও পিছনের দিক হাতড়ে দেখল। মনে হলো ওটা কোনও মনিটর। সামনে বাড়ল জেরাল্ড। মস্ত ঘরে সারি সারি বাক্সে খাবার, ফিউয়েল, স্পেয়ার পার্টস্, ওয়েপন্স, কাপড়-চোপড় ইত্যাদি। এ ঘর নানান দরকারী মালপত্রে ভরা। হাঁটতে শুরু করে কুঁচকে গেল জেরাল্ডের ভুরু।

ওদিকে পাতাল-ঘরের আরেক প্রান্তে মাসুদ রানা, জেরাল্ডের মতই চোখ বোলাচ্ছে অসংখ্য মালপত্রে। অবশ্য কয়েক সেকেণ্ড পর সব বাদ দিয়ে দেখতে চাইল, এ ঘরে আসলে কী নেই। ভাল করেই জানে, রহস্যময় কিছু থাকলে মার্শালের কথায় এখানে আসত না গ্রেবার। এখানে সন্দেহজনক কিছু থাকলে, তা লুকিয়ে রাখা হয়েছে ভালভাবেই।

রানা ভাবতে লাগল, নিজে গ্রেবার হলে কী করত।

বোঝা কঠিন!

গ্রেবার যদি কুমির হতো, মৃতদেহ লুকিয়ে রাখত কোনও গাছের ডালের নীচে। পচলে খেত।

BanglaBook.org

ভালুক হলে ধুলো দিয়ে ঢেকে দিত শিকারের দেহ। কয়েক দিন ধরে একটু একটু করে খেত মাংস।

মৃতদেহ নিজের বাড়ি থেকে দূরে লুকিয়ে রাখবে শেয়াল। ঢেকে দেবে পাতা দিয়ে। বাড়ির এত কাছে রাখবে না যে এসে হামলা করবে হিংস্র প্রাণী।

বাঘ হলে লাশ নিয়ে গোপন কোনও জায়গায় রেখে ঢেকে দিত পাতা দিয়ে। পুরো এক সপ্তাহ ধরে প্রতি এক ঘণ্টা পর পর খেত মাংস।

অবলা জানোয়ার নয় গ্রেবার, অত্যন্ত চতুর।

লুকিয়ে রেখেছে কিছু, বা গোপন করছে।

ওই যে একটু দূরে আরেকটা বাক্স খুলেছে জেরাল্ড। পাশেই ধৈর্যের প্রতিমূর্তি গ্রেবার, দু'হাত ভাঁজ করেছে বুকে। তার দিকে চেয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াল রানা। দেয়াল ঠাণ্ডা ও মসৃণ। আরও কিছু মনে পড়তে চাইছে ওর। কিন্তু সেটা কী?

আস্তে করে বসে পড়ল রানা, হাত রাখল মেঝেতে।

একই অনুভূতি, শীতল ও মসৃণ।

কিন্তু কী যেন অস্বাভাবিক।

চোখ বুজে বসে রইল রানা।

পাঁচ সেকেণ্ড পর বুঝল, খুব মৃদু কাঁপছে মেঝে।

এটাই যদি বেযমেন্ট হয়, তা হলে নীচে কাঁপে কী?

চোখ মেলল না রানা, মেঝে থেকে সামান্য তুলল দু'হাতের আঙুল। আলতো করে মেঝে ছুঁয়ে রইল ওর নখ। দেহের অন্য যেকোনও অংশের চেয়ে অনেক বেশি নার্ভ থাকে নখের প্রান্তে।

অপেক্ষা করছে রানা চুপ করে।

ওই যে, আবারও কম্পন!

নিয়মিত চলছে বিরতি নিয়ে!

খুব সাবধানে মেঝে স্পর্শ না করলে বোঝাই যায় না কিছু!

BanglaBook.org

ঘাড় ফিরিয়ে চারপাশে চোখ বোলাল রানা। মাটির ওপরের ফ্যাসিলিটির বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয় কমপ্লেক্সের পিছনের শেডের প্রকাণ্ড জেনারেটার থেকে। ওটা যথেষ্ট দূরে। ওটার কারণে কাঁপছে না মেঝে।

অন্য কিছু চলছে।

তা ওপরে নেই, আছে মেঝের নীচে।

চোখ মেলে রানা দেখল, সার্চের কাজে জেরাল্ডকে সাহায্য করছে গ্রেবার। নতুন করে মিলিটারি ক্রেট খুলে দেখছে তারা। উঠে দাঁড়িয়ে তাদের দশ ফুট দূরে পৌঁছে গেল রানা, ওখানে থেমে বলল, 'আমি ফিরে যাচ্ছি, জেরাল্ড।' ঘুরে রওনা হয়ে গেল। 'এখানে সন্দেহজনক কিছুই নেই, যাচ্ছি জিনার সঙ্গে কথা বলতে।'

ভুরু কুঁচকে ওর পিঠ দেখল জেরাল্ড। 'আমরা এখনও পুরো ঘর দেখিনি, রানা! অন্য দিকটা দেখুন, অস্বাভাবিক কিছু তো থাকতেও পারে!'

'সময় নেই,' হাঁটবার গতি কমল না রানার। 'ছাতে গিয়ে দেখতে হবে আমার লোকজন ঠিক পযিশন নিয়েছে কি না। বাকি কাজ আপনি শেষ করে আসুন।'

বিশ ফুট যেতে না যেতেই পিছন থেকে বলল গ্রেবার, 'এলিভেটারের সুইচ টিপলে নিজেই ওটা প্রথমতলায় থামবে।'

জবাব দিল না রানা, খুব হতাশ লোকের মত থামল গিয়ে এলিভেটারের দরজার সামনে। টের পেল ধুক-পুক করছে বুক।

গ্রেবার এখনও ওর দিকে চেয়ে থাকলে ধরা পড়বে ও।

খুলতে শুরু করেছে লিফটের দরজা।

তখনই গ্রেবারের কাছে কী যেন জানতে চাইল জেরাল্ড।

চোখের কোণে রানা দেখল, মার্শালের দিকে ফিরছে লোকটা।

এ সুযোগে ঝট্ করে এলিভেটারের দরজা থেকে সরে কয়েক

BanglaBook.org

সারি বাক্সের আড়াল নিল রানা। দূর থেকে চোখ রাখল লোক দু'জনের ওপর।

তিন সেকেণ্ড পর বন্ধ হলো এলিভেটারের দরজা।

তখনই এলিভেটারের দিকে আবারও চাইল গ্রেবার, কুঁচকে গেল ভুরু। শত্রুর নিশ্চিত পরাজয় নিজ চোখে দেখতে পেল না বলে বিরক্ত। আবারও সামনে বাড়ল জেরাল্ড। ওর সঙ্গে চলল গ্রেবার। ব্যস্ত হয়ে উঠেছে মার্শালকে সন্তুষ্ট করতে।

ওয়্যারহাউসের আরও দূরে সরল তারা। উল্টো দিকে গেল রানা। কয়েকবার ঝুঁকে স্পর্শ করল মেঝে। কিন্তু পশ্চিম থেকে খুঁজতে শুরু করে পুবে পেল বেশি কম্পন। এ ছাড়া মেঝের তলায় রয়েছে খুব মৃদু গুঞ্জন। ওদিকে মনোযোগ দিয়েছে, এমন সময় রানা টের পেল, কেউ একজন আসছে ওর দিকে!

ঝট্ করে সরে গিয়ে একটু দূরের ছায়া দেখল রানা। আড়াল নিল কয়েকটা ক্রেটের। জায়গাটা কোনও বড় ফ্রিয রাখার মত। ওখান থেকে চোখ রাখল এলিভেটারের ওপর।

লিফটের দরজার সামনে গ্রেবার ও জেরাল্ড।

মার্শালের কথা পরিষ্কার শুনল রানা। 'আমার কাজ শেষ হয়নি,' বিরক্তি ঝরল কণ্ঠে, 'আগামীকাল পর্যন্ত সার্চ বন্ধ রাখছি। এরপর শুরু করব নতুন করে।'

'অবশ্যই,' বলল গ্রেবার। 'আপনার যা ইচ্ছে, মার্শাল।'

দশ সেকেণ্ড পর বন্ধ হলো এলিভেটারের দরজা।

ক্রেটের ওদিক থেকে বেরিয়ে এল রানা। মস্ত ঘরে আর কেউ নেই। জ্বলছে প্রতিটি ফ্লুরেসেন্ট বাতি। রানা আন্দাজ করল, বাতি এখানে সারাদিন-সারারাত এভাবেই জ্বলে।

আবারও হাঁটতে শুরু করে চলে এল ঘরের পুবে। কম্পনের কেন্দ্রবিন্দু এখানেই। ওর ধারণা: এদিকে আছে কোনও কুলিং সিস্টেম। এ কারণেই ঠাণ্ডা বা গরম প্রবাহ বের করে দেয়ার জন্য

BanglaBook.org

দরকার ভেন্টিলেশন।

খুঁজতে শুরু করে মেঝেতে পেল ছোট দুটো ভেন্ট। হতাশ হলো না, কিছুক্ষণ পর একটু দূরেই মিলল বড় একটা ভেন্ট। বুঝে গেল; ছোট দু'ভেন্ট ঠাণ্ডা বা গরম সরিয়ে দেয়ার জন্য, কিন্তু বড়টার কাজ সম্পূর্ণ আলাদা– বের করছে মেঝের নীচের ব্যবহৃত বাতাস।

ভারী এক ক্রেট সরিয়ে দেয়ালের ভেন্ট বের করতে সময় লাগল দশ মিনিট। তিক্ত হাসল রানা। ভেন্টিলেশন গ্রিলের সামনে হাত রাখতেই টের পেল, ওদিক থেকে আসছে উষ্ণ বাতাস।

ওদিকেই রয়েছে আসল গবেষণাগার!

অথচ ডক্টর গ্রেবার ওটার কথা উল্লেখই করেনি।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে পরিবেশটা বুঝতে চাইল রানা। ওদিকের হাওয়ায় কাগজ, কালি, মানুষের ঘাম ও ইলেকট্রিকাল সার্কিটের গন্ধ। মনে মনে বলল ও, 'তোমার গোপন কিছুই আর থাকল না, ডক্টর গ্রেবার।'

BanglaBook.org

আঠারো

প্রকাণ্ড কোনও রাক্ষসের আগুনঝরা মস্ত চোখের মত ওসব আলো। এতই উজ্জ্বল, যেন গায়ে এসে পড়ছে গনগনে তাপ। মাথার ওপর দিয়ে ওই আলো গিয়ে পড়েছে টিলার পাথুরে বুকে। এক মুহূর্তের জন্য থামল সে, তারপর হাঁটতে লাগল আবারও। নীচের বিরান ঢালে গিয়ে পড়েছে চোখ।

কঠিন ছিল ফ্যাসিলিটির পিছনের ছাউনির কাছে পৌঁছানো। এরই ভিতর চারবার থমকে গিয়ে তার দিকে ঘুরে চেয়েছে টহলরত একদল কুকুর। কিন্তু ওরা চাইলেও পাথরের পিছনে দেখতে পেত না তাকে। কোনও গন্ধও নেই, কারণ তাদের দিক থেকেই আসছে হাওয়া। কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করে কুকুরগুলোকে নিয়ে আবারও সামনে বেড়েছে সৈনিকরা। কিন্তু একটু পর পর কুকুর নিয়ে আসছে তারা। এ কারণে একেকবারে মাত্র কয়েক পা সামনে বাড়তে পারছে সে। একবার বাধ্য হয়ে শুয়েও পড়তে হয়েছিল পাথর খণ্ডের পিছনে।

বুকের ভিতর কোথায় যেন কাজ করছে শঙ্কা, এ জন্যে খেপে আছে নিজের ওপর। বুকে ওই ভয় জাগছে একজন লোকের কথা ভাবতে গিয়ে। শুয়ে পড়ে ক্রল শুরু করে একবার মাথা ঝাঁকাল সে।

মাসুদ রানা!

তোর মাফ নেই!

মরতেই হবে তোকে!

মরবে তোর নেকড়েও!

হামাগুড়ি দিয়ে আরও দ্রুত চলতে গিয়ে ভাবল, প্রায় নিখুঁত হয়ে উঠেছে দেহ। আর সেজন্যে বুকে গর্ব আসা স্বাভাবিক। অবশ্য, ঝিলিক দিয়ে মনে আসছে অপছন্দের সব ভাবনা। এ থেকে বুঝতে পারছে, পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়নি সচেতনতা। হঠাৎ কখনও কখনও মনে হচ্ছে, কোন্ মোহে এত মস্ত বড় ভুল করল সে!

যাক ওসব!

আর বেশিক্ষণ বিরক্ত করবে না এসব চিন্তা।

সামনের ফ্যাসিলিটিতে আছে অমর হওয়ার সুধা।

এমনিতেই কমে গেছে বয়স। মিউটেট হওয়ার পর বাড়ছে

BanglaBook.org

শক্তি। দরকার হলে সহ্য করবে অকল্পনীয় কষ্ট। বেড়েও গেছে চাতুরি। এসবই করে তুলবে তাকে পৃথিবীর বুকে তুলনাহীন এক সম্রাট। কেউ অস্বীকার করতে পারবে না, সে হয়ে উঠেছে দুনিয়ার সেরা শিকারি।

এক মাইল দূরের নেকড়ের গায়ের গন্ধ পাচ্ছে অনায়াসে। অরণ্যের ছায়াভরা শেওলার মেঝেতে জমে আছে শত শত বছরের পাতা ও পচে যাওয়া গাছপালা; কিন্তু ওসব গন্ধ পাত্তা না দিয়েও খুঁজে বের করছে দরকারী লতা বা গুল্ম। দেখতে পাচ্ছে আঁধারে দিনের মত।

দোআঁশলা মাটিতে পাতার আস্তরের তলে যেসব গাছ ও গুল্ম জন্মেছে, সেগুলো সারিয়ে দিতে পারে রোগ ও ক্ষত। এসব ব্যবহার করে প্রায় সব প্রাণী। আর তাদের মতই সব জেনে গেছে সে-ও। বলে দিতে পারবে, পরের টিলার ওদিকে কী ধরনের জন্তু মরেছে। নীরবতায় সামান্য কোনও সরু ডাল ভেঙে গেলেও, তা বাতাসে ভাঙল না অন্য কারণে, বুঝবে পরিষ্কার। শেষ নেই তার দৈহিক ক্ষমতা, ক্রোধ বা গৌরবের।

সত্যি সে হয়ে উঠেছে সত্যিকারের ঈশ্বর!

কোনও মানুষ ওকে দেখলে আঁৎকে উঠবে, আঁধারে বড় বড় দাঁত আর কালো নখওয়ালা ভয়ঙ্কর এক দানব সে। ক্লান্তি নেই তার। শিকার ধরতে ছুটবে মাইলের পর মাইল। আসলে দৈহিক শক্তির দিক থেকে প্রায় নিখুঁত সে, অন্য কোনও শিকারি জানোয়ার তার কাছে কিছুই নয়।

বাঘ?

ছোহ্!

সিংহ?

হ্যাৎ!

ক্রল করতে করতে ভাবছে সে: না, আসলে কোনও মানুষকে

BanglaBook.org

ভয় পাই না আমি। বিশেষ করে মাসুদ রানাকে তো নয়ই!

কিন্তু তাকে ব্যথা দিয়েছে ওই লোক– মাসুদ রানা!

এরপর তাকে কোনও সুযোগই দেবে না সে।

দু'হাতে চেপে ধরবে তার গলা, সরু করে দেবে দড়ির মত।

ব্যাটা হাড়ে হাড়ে বুঝবে মরণ কাকে বলে।

তার আগে বুঝবে পরাজয় কেমন কষ্টের।

তখন আরও টের পাবে, সত্যিকারের ভয় কী জিনিস।

ওই ভয় পেতে হবে সামনের ফ্যাসিলিটির সবাইকে।

মাফ পাবে না কেউ!

অবশ্য, আপাতত তাকে দেখবে না তারা।

যদিও নিজে দূর থেকে সবই দেখবে সে। তারপর যখন হামলা করবে, ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে তাদের।

খল-খল শব্দে হাসল ডেমিয়েন।

আসলে কী দুর্বল ওই মানুষের বাচ্চারা!

চাইলেও কখনও তার মত হতে পারবে না!

রাতের আঁধারে দেখেও না ওরা।

দু'হাতে ধরবে ভাল কোনও শিকার?

ছোহ্! হ্যাৎ!

নিজেরাই তো সামান্য শিকার! কিন্তু তাদের লবণ ভরা রক্ত-মাংসে কী যেন আছে, বড়ই সুস্বাদু!

হ্যাঁ, সে ছাড়া কেউ বুঝবে না মানুষের রক্ত, মগজ, হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস বা মাংস কচ-কচ করে খেতে কী মজা!

হ্যাঁ, তোরা অপেক্ষা কর!

আসছি তোদেরকে ছিঁড়েখুঁড়ে খেতে!

BanglaBook.org

উনিশ

শীতল, মসৃণ, সাদা দেয়াল থেকে চকচকে অ্যালিউমিনিয়ামের ভেন্টিলেশন কাভারের স্ক্রু খুলতে পাক্কা দশ মিনিট লেগেছে রানার। কাজটা শেষ করে উঁকি দিল নীচের চৌকো, দীর্ঘ শাফটে। বুঝে গেল, অনায়াসেই নেমে যেতে পারবে যে-কেউ। মোটামুটি বুঝে গেছে নীচে কী আছে। তবে নেমে গিয়ে চারপাশ ভাল করে দেখবার সময় হবে কি না, তা নিয়ে দ্বিধায় আছে।

কিছুক্ষণ কান পাতল।

না, কোথাও গোলাগুলির আওয়াজ নেই।

বাজছে না অ্যালার্ম।

তাতে অবশ্য স্বস্তি পাওয়ার উপায় নেই। যেকোনও সময়ে শুরু হবে দানব বা ওই রাক্ষসের বিরুদ্ধে মানুষের সশস্ত্র ও মানসিক লড়াই।

রানা নিশ্চিত, আজ রাতেই হামলা করবে ওটা। গত কয়েক দিনে হয়ে উঠেছে অত্যন্ত চতুর ও সতর্ক। প্রথম সুযোগেই বইয়ে দেবে রক্তের বন্যা। যতক্ষণে বাজবে অ্যালার্ম, ততক্ষণে হয়তো মেরে সাফ করে দেবে পঞ্চাশ-ষাটজন সৈনিক। সেক্ষেত্রে লড়াই শুরু হওয়ার আগেই অর্ধেক হেরে যাবে ওরা।

ট্র্যাকিঙের কাজটা নেয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত যা ঘটেছে, তা নিয়ে ভাবছে রানা।

দানবটা প্রথম রিসার্চ স্টেশন বিধ্বস্ত করে দেয়ার পর

ওদেরকে জড় করা হয়েছিল লড়াইয়ের জন্য। অথচ শুরু হতেই স্যাবোটাজ করা হয়েছে ওদের অভিযান। মানুষের মত বুদ্ধি নিয়ে নরখাদক ওই দানব হামলা করেছে বার-বার। খুঁজছে তার জন্য খুব জরুরি কিছু, এগিয়ে আসছে এই দিকেই।

আর এই শাফটের নীচে ওই ল্যাবোরেটরিতেই রয়েছে সব প্রশ্নের জবাব। যে সিরামের জন্য পাগল হয়ে উঠেছে দৈত্য, বলা যেতে পারে ওটার কারণেই খুন হয়েছে শত শত মানুষ। ওই সিরাম না পেলে থামবে না ওটা, মরবে আরও শত শত লোক।

অন্তরে তাগিদ অনুভব করল রানা। ওর যাওয়া উচিত ওই ল্যাবোরেটরিতে। সব দেখে আসবে, তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেবে।

বোকা লোক নয় ডক্টর ডেভিড গ্রেবার, একটু পরেই খেয়াল করবে ফ্যাসিলিটির কোথাও নেই ও। সন্দেহ হবে তার, হয়তো ছুটে আসবে ল্যাবোরেটরিতে বিপদ দূর করতে।

কাজেই কিছু করতে চাইলে দেরি করা উচিত হবে না ওর।

খাপের বাউয়ি ছোরা আলগা করে নিল রানা, ওটা ছাড়া অস্ত্র বলতে নিজ হাতে তৈরি টাইটেনিয়ামের তার ও স্টিলের টিউব দিয়ে বানানো মৃত্যুযন্ত্রটা। মৃত্যুর ঝুঁকি দেখলে ব্যবহার করবে।

মাউন্টেন ক্লাইমারের মত শাফটে নামল রানা, সামান্য কোনা ব্যবহার করে নীরবে নেমে চলেছে ঘুটঘুটে আঁধারে।

নীচ থেকে আসা হাওয়া যা ভেবেছিল, তার চেয়ে অনেক শীতল; বোধহয় এই ব্যবস্থা হয়েছে ল্যাবোরেটরির কমপিউটার ইকুইপমেন্ট ঠাণ্ডা রাখতে। নীরবে পুরো এক মিনিট নামল রানা, তারপর থেমে গেল। সামনে স্টিলের জালি বা গ্রিল। একটু দূরের ডেস্কে মস্ত এক হলদেটে কমপিউটার।

ওপরের গ্রিলের মত নয়, এই গ্রিল ঘরের একপাশের নিচু দেয়ালে। স্ক্রু নেই বলে খুলে ফেলা সহজ। এক ফুট নামলেই

BanglaBook.org

মেঝে। চারপাশ দেখে নিয়ে বেরিয়ে এল রানা, আটকে দিল গ্রিল। বুঝল, হাজির হয়েছে মস্ত এক ল্যাবোরেটরির বদ্ধ ও শীতল কামরায়। অনেকটা ব্যাঙ্কের প্রকাণ্ড কোনও ভল্টের মত।

ছাত অনেক উঁচু। গুন-গুন আওয়াজ তুলছে কমপিউটার টার্মিনাল। দূরে মানুষের কণ্ঠস্বর। পেটমোটা হলদে কমপিউটারের আড়াল থেকে ওদিকে চোখ রাখল রানা।

বিশাল এই ঘরকে যে-কেউ বলবে অত্যাধুনিক সায়েন্স কমপ্লেক্স। চারপাশে হাজারো ধরনের বৈজ্ঞানিক জিনিস-পত্র।

ওর দিকে পিঠ দিয়ে ব্যস্ত হয়ে কাজ করছে লোকগুলো। মাল্টি-মনিটরওয়ালা কমপিউটার ডায়াসে চোখ রেখেছে চারজন ল্যাব টেকনিশিয়ান। ঘরের মাঝে অনেকটা ওপরে সাদা ছাতের কাছে ঝুলছে দীর্ঘ এক গোল টিউব। ভিতরটা কুচকুচে কালো। মনে হচ্ছে, ওটার জন্যই তৈরি করা হয়েছে এই ল্যাবোরেটরি।

এক ডেস্ক থেকে আরেক ডেস্কের পিছনে আড়াল নিয়ে খুব সতর্ক পায়ে এগোতে লাগল রানা। মনে মনে বলল, তোমাদের কোনও দিকেই হুঁশ নেই দেখছি! আর এ কারণেই আগের সব ফ্যাসিলিটিতে হামলা করে সবাইকে মেরে ফেলতে পেরেছে ডেমিয়েন। চর্চা করছে বিজ্ঞানের, অথচ মানসিক ও দৈহিকভাবে নিজেদেরকে করে তুলেছে দুর্বল আর অসহায়

নিজেদের রুটিনের বাইরে কিছুই করবে না এরা। দেখছেও না কখন ঘরে এসে ঢুকেছে এক অচেনা লোক। সবার চোখ যার যার যন্ত্রের পর্দায়। একসময়ে এসব মেশিন তৈরি করেছে এদের মতই বিজ্ঞানীরা, কিন্তু পরবর্তী সময়ে এরা হয়ে উঠেছে মেশিন নির্ভর হারিয়ে ফেলেছে স্বাভাবিক দক্ষতা ও সচেতনতা। যদি ওই দানবের বদলে রানা এখানে হামলা করত, এদেরকে মেরে সাফ করতে লাগত বড়জোর এক মিনিট।

চকচকে মঞ্চের মত একটা জায়গায় রয়েছে অত্যন্ত দামি,

BanglaBook.org

কালো এক কমপিউটার। ওটার পিছনে থেমে আরেকবার চারপাশ দেখল রানা। কেউ দেখছে না ওকে। কমপিউটারের পিছন থেকে বেরিয়ে এসে মনোযোগ দিল কালো মনিটরে। পর্দায় কিছু ব্লাড অ্যানালিসিস চার্ট, কমপ্লেক্স হিম ইউনিটের ব্রেকডাউন রেশিয়ো, ইলেক্ট্রোলাইট্স্, রিসেপ্টর সেল ও জেনোমের হিসাব।

এসব কী, তা বুঝতে শুরু করেছে রানা।

গত কয়েক বছর দুনিয়ার সেরা নামকরা জেনেটিক্স স্কলার আহমেদ সিরাজউদ্দীন বাঙালির সঙ্গে মিশে উপকার হয়েছে ওর, সহজেই বুঝছে কিছু ডেটা। এসব আসলে ডিএনএ স্ট্র্যাণ্ডের মলিকিউলার ডায়াগ্রাম।

কি-প্যাডে স্পর্শ করল রানা, তারপর আরও তথ্য পাওয়ার জন্য স্ক্রল করল। একটু পর কোনও আওয়াজ না করেই টাইপ করল ডিরেক্টরি/পথ। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুদ্গতিতে পর্দায় ভেসে উঠল একের পর এক ফাইলের নাম, বাদ পড়ল না সাব-টপিক্সও। কার্সার নিয়ে গেল স্পিশিস লেখা ফাইলের ওপর, তারপর টিপে দিল এণ্টার কী।

এক সেকেণ্ডও লাগল না, পর্দায় এল রঙিন ছবি। ওই দানবের বিরুদ্ধে পুরো তিন দিন জঙ্গলে-পাহাড়ে লড়াই করেছে ওরা। সাধারণ ছবি নয়, দেখিয়ে দেয়া হচ্ছে কীভাবে চলে তার শরীরের পেশি, রক্ত চলাচল ও মস্তিষ্কের তরঙ্গ। প্রচণ্ড ক্রোধের সময় কেমন হয় তার চেহারা। নীচে বড় করে লেখা: পরের প্রজেক্ট সিরাম এইচডি-৬৭ এবং তার ফলাফল।

এরপর কিছুই লেখা নেই।

বোধহয় কাজ শুরু করা হয়নি ওই প্রজেক্টে।

এসব দেখতে দেখতে চট্ করে চারপাশে চোখ বোলাল রানা। মাত্র পঁচিশ ফুট দূরে সবচেয়ে কাছের টেকনিশিয়ান, ঝুঁকে দেখছে নিজের মনিটরে কী যেন।

BanglaBook.org

কমপিউটার টেকনোলজির সঙ্গে পরিচিত বলে 'এইচডি-৬৭' টাইপ করল রানা। যা এল পর্দায়, তাতে অবাক হলো না।

নর্থ রিজ এক্সপ্লোরেশন অ্যাণ্ড দ্য ল্যাবোরেটরি

নর্থ রিজ থেকে পাওয়া প্রোটোটাইপ অচেনা স্পিশিসের ডিএনএ সিনথেসাইয হয়েছে এই ল্যাবোরেটরির জন্য। মূল উদ্দেশ্য: ইনজেকশন ও এক্সপেরিমেন্টেশন। অসফল হতে হয়েছে স্পিশিস এন-৪, এন-৫ এবং এন-৬-এর বিষয়ে। শেষজনের ডিএনএ রেকর্ড হয়েছে রাত ৯:৩০:০৫ সময়ে। এইচডি-৬৭ সিরাম থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে হোমো সেপিয়েন্স-এর ট্র্যান্সমিটার ৯২.৪ মলিকিউল ও রিসেপ্টর জিনের ডুয়াল-স্ট্র্যাণ্ড।

প্রথম ব্যবহার করা হয়েছে ০০:০১:০৩ সময়ে।

আইএ ইনজেকশন আনরিফাইণ্ড এইচডি-৬৭ সিরাম ব্যবহার করা হয়েছে এন-৬-এর ওপর ১১:০০:২০ সময়ে।

এরপর আরও কিছু তথ্য দেয়া হয়েছে ফাইলে। মাঝের এক প্যারাগ্রাফে লেখা: প্রতিটি হোস্ট সিস্টেমকে নাইট্রাস অক্সাইড দিয়ে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে ৭৪ ঘণ্টা ১৮ মিনিটে। নতুন করে শুদ্ধ করা হয়েছে এইচডি-৬৭ ১৫:০০:০০ ঘণ্টায়।

ফাইল আরও পড়তে শুরু করেও থেমে গেল রানা। চট্ করে দেখে নিল চারপাশ। আবার চোখ রাখল পর্দায়। জানতে ইচ্ছে হলো ওর 'সিকিউরিটি ভিডিয়ো, স্টেশন ওয়ান' ফাইলে কী আছে। ক্লিক করল আইকনে।

পর্দায় চালু হলো সাদা-কালো ছায়াছবি। ওপরে লেখা: ৪৫:১৩:০৫ সময়কালের।

পর্দার মাঝ থেকে নীচের অংশ ছায়াছবি। দেখা গেল ল্যাবের টেকনিশিয়ানদেরকে। মেঝের কাছে ঝুলছে কাঁচের এক আধার। ওখানে শুইয়ে রাখা হয়েছে এক লোককে। নড়ছে না একেবারে। পরক্ষণে যা ঘটল, হতবাক হয়ে গেল রানা। প্রচণ্ড ব্যথায় কুঁকড়ে

BanglaBook.org

গেল লোকটা, ছিটকে পড়ল মেঝেতে। খামচে ছিঁড়ে ফেলছে শার্ট ও গেঞ্জি। বিস্ফারিত হলো দুই চোখ। ছবি আছে, কিন্তু শব্দ নেই, বিকট হাঁ করে চিৎকার জুড়েছে লোকটা। মুচড়ে যাচ্ছে তার শরীর মেঝেতে। বদলে যেতে শুরু করেছে চেহারা।

অবাক হয়ে দেখছে রানা।

ঝর-ঝর করে মাথা থেকে খসে গেল লোকটার সব চুল। মনে হলো আগুনে পুড়ছে সে, ডাঙায় তোলা মাছের মত বার-বার আছাড় খাচ্ছে নানানদিকে। তারপর একসময় একদম শিথিল হয়ে গেল দেহ।

সময় দেখানো হলো পর্দায়।

তারপর আবারও এল ছায়াছবি।

ধীরে ধীরে মেঝে থেকে উঠে দাঁড়াল বিকৃত চেহারার ভয়ঙ্কর এক লোক। যেন হয়ে উঠেছে প্রকাণ্ড এক দানব। হাত তুলল কিছু ধরতে।

অবাক হয়ে তাকে দেখছে টেকনিশিয়ানরা, চোখে-মুখে ভয়। বুকের কাছে ধরেছে ক্লিপবোর্ড।

বড় করে দম নিল দানব। খুব ধীর গতিতে সামনে বাড়ল।

এবার বোঝা গেল, সে আছে প্লেক্সিগ্লাসের ওদিকে।

দু'হাতের মারাত্মক দুই আঘাতে চুরমার করল সে বুলেটপ্রুফ প্লেক্সিগ্লাস। পরক্ষণে ঝাঁপ দিল সামনের লোকগুলোর ওপর।

পরের এক মিনিটে খুন হয়ে গেল সবাই।

মনিটর থেকে চোখ সরিয়ে ছাতের কাছে ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেটিক ফিল্ডে ঝুলন্ত শবাধারটা দেখল রানা। বুঝে গেছে, ওটার ভিতর রয়েছে নিষ্ঠুর এক সত্য। তখনই দেখল চোখের কোণে নড়াচড়া।

ওর কাছে পৌঁছে গেছে সেই চার টেকনিশিয়ান!

একবার চিৎকার দিলেই ধরা পড়বে ও। ঝড়ের গতিতে নড়ে উঠল রানা, ডানদিকের লোকটার গলা চেপে ধরেই আছড়ে ফেলল

BanglaBook.org

বুক-সমান কমপিউটার টার্মিনালের ওপর। খাপ থেকে বাউয়ি ছোরা বের করেই ওটার ডগা ঠেকিয়ে দিল লোকটার গলায়।

একদম স্থির হয়ে গেল টেকনিশিয়ান, চোখে ভীষণ ভয়।

'কেউ নড়বে না, নইলে...' হুমকি দিল রানা।

বরফের মূর্তি হয়ে গেছে অন্য তিনজন।

'কিছুই স্পর্শ করবে না,' ধমক দিল রানা। বাম হাতে খামচে ধরল বামদিকের লোকটার ঘাড়, টেনে আনল টার্মিনালে পড়ে থাকা লোকটার পাশে। অন্য দু'জনের একজন মহিলা। তাকে কড়া সুরে বলল রানা, 'ওই কফিনের বাতি জ্বেলে দাও। ভেতরে কী আছে দেখতে চাই।'

রানার ওপর থেকে চোখ সরাল না মহিলা, দুই পা সামনে বেড়ে টিপে দিল কমপিউটারের কি-বোর্ডের একটা বাটন।

তার আগেই টেকনিশিয়ানদের আওতার বাইরে সরে গেছে রানা। খেয়াল করল, শবাধারের ভিতর সবুজ আলো।

পরিষ্কার দেখল দানবীয় এক মুখ। তার উষ্কখুষ্ক চুল ভাসছে সবুজ তরলে। গম্বুজের মত ফোলা কপাল। পুরু ভুরু যেন ঘন ঝোপ। গর্তে কালো চোখ। চ্যাপ্টা নাকের দু'দিকে পাথর সদৃশ শক্ত দুই গাল। এবড়োখেবড়ো চোয়াল। বাঁকা, মোটা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এসেছে চারটে ক্ষুরধার শ্বদন্ত। পূর্ণ-বয়স্ক মর্দা গরিলার ঘাড় বা কাঁধের চেয়েও প্রকাণ্ড তার ঘাড় ও কাঁধ। পেশিবহুল হাত ও পা অকল্পনীয় শক্তিশালী। সারা শরীরে কর্কশ রোম।

ওটা মানুষ না, অন্য কিছু।

নিজে রানা অ্যাকশনে দেখেছে ওটার উত্তর-পুরুষকে।

গতি চিতার মত, ভারী যেকোনও পুরুষমানুষকে তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে বিশ ফুট দূরে।

শবাধারের প্রাণীটা মৃত, কোনও সন্দেহ নেই। হয়তো হাজার হাজার বছর ধরেই পড়ে ছিল বরফের তলে। নইলে এত মসৃণ

BanglaBook.org

হতো না মুখ ও দেহের ত্বক। শতাব্দীর পর শতাব্দী ভোঁতা হয়নি কালো ছোরার মত ধারালো নখ।

আস্তে করে দম নিল রানা, মনে মনে বলল, মস্ত বড় ভুল করেছে এরা। উচিত ছিল না ওই দানবকে নতুন করে জন্ম দেয়া।

চিন্তা এল ওর মনে: কী কারণে এরা চেয়েছে বেঁচে থাকুক ডেমিয়েন! তাতে কী পাবে এরা?

এই প্রশ্নের জবাব পেতে হবে ওকে।

কান পাতল রানা।

ওপরে বাজছে না কোনও অ্যালার্ম। ব্যস্ততা নেই কারও, নইলে ছাতে থাকত ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ।

পালাতে শুরু করেনি টেকনিশিয়ানরা। হঠাৎ করেই নিজে ও হাজির হয়েছে বলে ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে এরা।

এবার এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। ম্যাক্সিমিলিয়ানকে জানিয়ে দিতে হবে কী আছে এই ল্যাবোরেটরিতে।

তখনই টিং শব্দ শুনল রানা।

পিছনে খুলে গেছে এলিভেটারের দরজা।

বেরিয়ে এসেছে কয়েকজন।

পায়ের আওয়াজ শুনল রানা।

সব মিলে ছয় বা সাতজন।

হ্যাঁ, ছয় জোড়া মিলিটারি বুট।

মৃদু কিঁচকিঁচ আওয়াজ তুলল দামি শ্যু সোল।

ওটার মালিক বোধহয় ডক্টর ডেভিড গ্রেবার।

খাপে ছোরা রেখে দিল রানা, না ঘুরে চেয়ে রইল শবাধারের ওই দানবের দিকে।

কয়েক সেকেণ্ড পর ওর পাশে থামল গ্রেবার, মুখে রাগ বা হতাশার কোনও ছাপ নেই। আসলে কোনও কারণেই বিস্মিত হয় না সে। বুকে ভাঁজ করে রেখেছে দু'হাত। ভাব দেখে মনে হলো

BanglaBook.org

হতবাক হয়ে দেখছে ছাতের কাছে ঝুলন্ত কোনও অপূর্ব পেইন্টিং। কয়েক মুহূর্ত পর ঝিকমিকে সাদা দাঁত বের করে হাসল, যেন অবাক হয়েছে এখানে রানাকে দেখে।

'আচ্ছা, তা হলে তুমি জেনে গেছ,' খুশি-খুশি সুরে বলল।

বলবার মত কিছুই নেই, চুপ থাকল রানা। অবশ্য কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'এই তথ্য লুকিয়ে রাখলে কী করে?'

হাসল গ্রেবার। 'তাতে ভুল করিনি, মিস্টার রানা।'

এই লোক আবারও আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছে, বুঝল রানা। আগের মতই আসমানের ওপর থেকে দেখছে ওকে– সামান্য এক শিকারি, ট্র্যাকার।

চট্ করে দেখে নিল রানা, একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে কালো পোশাকধারী ছয়জন সশস্ত্র সৈনিক। সহজ সুরে বলল ও, 'এবার বোধহয় মেরে ফেলা হবে আমাকে?'

কোনও জবাব দিল না গ্রেবার। আগের মতই স্বাভাবিক।

রানা বুঝে গেল, এসব সৈনিক রেগুলার মিলিটারির সদস্য নয়। এই গবেষণাগার পাহারা দেয়ার জন্য আনা হয়েছে এদেরকে।

কী করে বেরিয়ে যাবে ভাবতে শুরু করে প্রথমেই মনে পড়ল ওর জিনার কথা। হামলা হবে সেজন্য দলের অন্যদের সঙ্গে আছে জিনা। আশা করা যায় না ওর কাছ থেকে সাহায্য পাবে। গ্রেবারের দিকে চেয়ে আস্তে করে মাথা নাড়ল রানা।

'তুমি আসলেই উন্মাদ, গ্রেবার।'

'তাই?' ভুরু উঁচু করল ডাক্তার। 'কেউ কেউ তা ভাবতেই পারে। কিন্তু আমি একমত নই। ...তার প্রমাণ দেব? যেমন আগেই ভেবেছি তুমি এখানে এসে ঢুকবে, ঠিক তা-ই তো হলো। আমরা আসলে দু'জনই বাস্তব জগতের মানুষ। কমও হয়নি আমাদের অভিজ্ঞতা। যে যার পথে ভাল করেছি। অবশ্য, বাধ্য

BanglaBook.org

হয়েই বেআইনী, বিপজ্জনক পথে কালো সব গোপনীয়তা বজায় রেখে চলতে হয়েছে আমাকে। এ ছাড়া উপায়ও ছিল না। আশা করি আমার অপারগতা বুঝবে তুমি, রানা। উপায় নেই, তোমাকে শেষ করে দিতেই হচ্ছে।'

শত্রুর চোখে চোখ রেখে ভয় খুঁজল সে।

মহাবিরক্ত হলো, ও জিনিস নেই রানার চোখে।

মৃদু হাসল রানা। 'জানো, গ্রেবার, অনেক মানুষ মারা গেছে আমার হাতে, কিন্তু অন্যায় না করে খুন হয়নি কেউ।'

লালচে হয়ে গেল গ্রেবারের দুই গাল। মনে হলো অপমানিত হয়েছে। কঠিন হয়ে উঠল চোখের চাহনি। আড়ষ্ট কণ্ঠে বলল, 'তাই? তোমার মত ওই কথা বলতে পারব না আমি।'

বিশ

দুর্গম ফ্যাসিলিটির মস্ত দালানের ছাতের একপাশে দাঁড়িয়ে আছে জিনা উইলসন, হাতে ব্যারেট রাইফেল। চেয়ে আছে দূরের আঁধারে। কিছুক্ষণ পর খালি এক ক্রেটের ওপর বাইপডে ঠিকভাবে রাখল রাইফেল। ওর অস্ত্র অন্যদের চেয়ে ভারী, এর পাশে কিছুই নয় এম-১৬। পাশের টেবিলে গুলিভরা দুটো ম্যাগাযিন রেখেছে জিনা। আরাম করে বসে পড়ল পিছনের গদিওয়ালা বেঞ্চে। ওকে দেয়া হয়েছে সেরা জায়গা, যাতে লক্ষ্যভেদ করতে পারে বেড়ার কাছে।

মিলিটারি থেকে বিনকিউলার দিতে চাইলেও নিতে রাজি

BanglaBook.org

হয়নি জিনা, তার বদলে নিয়েছে জেনারেশন থ্রি নাইটকোয়েস্ট স্টারলাইট স্কোপ। প্রয়োজনে ব্যবহার করবে বাম হাতে। জিনিসটা বড়জোর ওর পাঞ্জার সমান। স্বাভাবিক দৃশ্যকে পুরো ৪৫,০০০ গুণ বড় করবে দুই পাউণ্ডের মোনোকিউলার। প্রতি তিন বা চার মিনিট পর পর ওটা দিয়ে বেড়া, ঝোপঝাড় ও আশপাশ দেখছে জিনা।

দালানের চারদিকে পাহারা দিচ্ছে পঞ্চাশজন সৈনিক। বেশিরভাগের কাছে হালকা অটোমেটিক অস্ত্র। অবশ্য তাদেরকে সহায়তা দেবে এম-৬০ মেশিনগানসহ একজন সৈনিক। তার গুলি জোগান দেবে আরেকজন। এ ছাড়া কম্পাউণ্ডে টহল দিচ্ছে চার বা ছয়জনের অ্যাটাক স্কোয়াড, সঙ্গে রয়েছে শিকারি কুকুর। প্রতি দলে দুটো করে। কঠোরভাবে পাহারা দেয়া হচ্ছে বেড়া।

ফ্যাসিলিটিতে অস্ত্র, অসংখ্য সৈনিক ও শিকারি কুকুর রয়েছে, কোথাও কোনও ত্রুটি রাখা হয়নি কাজে। ছাত থেকে চারপাশ দেখে বুঝে গেল জিনা, নিজে কোনওভাবেই এতজনকে ফাঁকি দিয়ে ঢুকতে পারত না এ কম্পাউণ্ডে। কাঁটাতারে চলছে অত্যন্ত শক্তিশালী বিদ্যুৎ। জিজ্ঞেস করেছিল জিনা, আর্মি থেকে বলা হয়েছে, ব্যবহার করা হচ্ছে পঁচিশ হাজার ভোল্ট। দালানের পিছনে বিকট আওয়াজ তুলে ছাউনির ভিতর চলছে বেশ কয়েকটা জেনারেটার। তাদের পেট ভরাতে কাছেই রয়েছে দশ হাজার গ্যালনের ট্যাঙ্কার। তেল যোগান দিতে পারবে রাতভর।

ছাতে যারা রয়েছে, কেউ কথা বলছে না জিনার সঙ্গে। এটাই নিয়ম। আসলে কথা কম বলে স্নাইপাররা। লক্ষ্যভেদ করতে গিয়ে গভীর মনোযোগ দিতে হয় তাদেরকে। নির্বিকার চেহারায় বসে আছে জিনা। হঠাৎ ভাবল: কোথায় গেল রানা? নিরাপদ কোথাও আছে তো?

অস্বাভাবিক ভুতুড়ে পরিবেশে কেমন যেন লাগছে জিনার।

BanglaBook.org

ভাবছে, অদূর ভবিষ্যতে অপেক্ষা করছে রক্তাক্ত প্রাণপণ লড়াই। কে বাঁচবে আর কে মরবে, কেউ জানে না। খুব চাপ পড়ছে মনে। যদিও ট্রেনিং দেয়া হয়েছে, যাতে নিয়ন্ত্রণ থাকে নিজের ওপর। কেমন যেন কষ্ট হচ্ছে ওর রানার জন্য।

মানুষটা কোথায় গেল?

কী করছে এখন?

মস্ত কোনও বিপদে পড়ে গেল না তো?

সিরিঞ্জ হাতে ওই ডাক্তার লোকটা...

'আপনি এদিকে মাসুদ রানাকে দেখেছেন?' পিছন থেকে এল গম্ভীর কণ্ঠস্বর।

ঘুরে জিনা দেখল, দাঁড়িয়ে আছে মার্শাল টম জেরাল্ড। পাশেই বিশালদেহী *পাথর ভাঙা* হ্যাঙ্ক ডিগবার্ট। দু'জনের হাতেই .৪৫৪ ডাবল ব্যারেলের ওয়েদারবাই হান্টিং রাইফেল। বুকের ফিতা থেকে ঝুলছে পাঁচ ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের ব্রাসের বুলেট। এ ছাড়া *পাথর ভাঙার* পিঠে একে-৪৭ অ্যাসল্ট রাইফেল। কোমরে পুরো তিরিশ বুলেটের ছয়টি ম্যাগাযিন। রেগুলেশন ইশ্যু গানবেল্টে চারটে অ্যান্টি-পারসোনেল গ্রেনেড।

ভুরু কুঁচকে বলল জিনা, 'না, দেখিনি। আপনার সঙ্গেই না ছিল?'

'ছিল। কিন্তু বলল ছাতে আসবে আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে,' বলল জেরাল্ড। 'তারপর নাকি যাবে বেড়া দেখতে।'

চিন্তা করতে গিয়ে সরু হয়ে গেল জিনার চোখ। 'ও তো আসেনি। এটা কতক্ষণ আগের কথা?'

'বিশ-তিরিশ মিনিট।'

ছাতে চোখ বোলাতে শুরু করেছে *পাথর ভাঙা*।

কয়েক সেকেণ্ড পেরিয়ে গেল, কিছুই বলল না কেউ। তারপর বলল জিনা, 'আমাদের কারও যাওয়া উচিত ওর খোঁজে। এমন

BanglaBook.org

লোক নয় যে এক কথা বলে অন্য কাজ করবে।' সামান্য রাগ প্রকাশ পেল ওর কণ্ঠে, 'না, এখানে আসেনি ও।'

মাথা দোলাল জেরাল্ড। আধ পাক ঘুরে বলল, 'ঠিক আছে, আমি গিয়ে দেখছি কোথায় গেছে।'

'কাজটা আমি নিলাম,' জেরাল্ডের বাহুতে ভারী হাত রাখল *পাথর ভাঙা*, 'আগেও দেখেছি এই ধরনের ফ্যাসিলিটি। হারিয়ে যাওয়া খুব কঠিন নয়। বিশেষ করে মোটর পুলে। মাসুদ রানা ওদিকে সার্চ করতে গিয়ে থাকলে, সাহায্য করতে পারব। কাজ শেষ হলে ওকে নিয়ে ফিরব ছাতে।'

'তা হলে খুবই ভাল হয়,' বলল জেরাল্ড, 'তবে ওকে বোলো, যত দ্রুত সম্ভব যেন চলে আসে এখানে। অন্যদের চেয়ে ও অনেক বেশি চেনে ওই জানোয়ারটাকে। হয়তো বলে দিতে পারবে এরপর কী করবে।'

মাথা নাড়ল জিনা। 'রানা ছাতে থাকতে চায়নি, মার্শাল। ওর ইচ্ছে, বাইরের ওই খোলা মাঠে লড়বে ওটার সঙ্গে।'

'কিন্তু ওই দানবকে শিকার করা বা তার বিরুদ্ধে লড়াই নয়, অন্য আরেকটা কাজেও তাকে দরকার,' অধৈর্যের ছাপ পড়ল জেরাল্ডের কণ্ঠে। 'রানা জানে ওই দানবের মন, আর এ সুযোগটা পেলে অন্য সব ফ্যাসিলিটির চেয়ে ভালভাবে পাল্টা হামলা করতে পারব আমরা। যুদ্ধের সব বিষয়ে দায়িত্বে আছেন লে. কর্নেল রব ম্যাক্সিমিলিয়ান, কিন্তু তিনি আমার সঙ্গে একমত– আমাদেরকে জয়ী হতে হলে সাহায্য চাই রানার। আমরা যত বেশি বুঝতে পারব ওই দানবের মন, ততই ভাল। কপাল ভাল থাকলে যুদ্ধে জিতেও যেতে পারি।'

মাথা নিচু করে রওনা হয়ে গেছে হ্যাঙ্ক ডিগবার্ট, কী যেন ভাবছে। পিছনে না ফিরে বলল, 'তোমরা তৈরি থেকো। আমি খুঁজতে গেলাম।' কী যেন মনে পড়তে ঘুরে চাইল। 'টম, রানা

BanglaBook.org

তোমাকে বলেছিল ছাতে আসবে?'

'হ্যাঁ।' মাথা দোলাল জেরাল্ড।

ভুরু কুঁচকে চাইল ডিগবার্ট। 'তখন কোথায় ছিলে তোমরা?'

'বেযমেন্টে। ইনভেন্টরি দেখছিলাম। তবে আমার আগেই চলে আসে।'

'তাই?' আবারও রওনা হলো ডিগবার্ট।

কিছু বলতে হাঁ করেছিল জেরাল্ড, কিন্তু তার আগেই বলল জিনা, 'দেখুন, আপনার সঙ্গে তর্ক করার মুড নেই আমার। রানা কোনও নির্দেশ দিলে তা পালন করব। আপনার কিছু বলার থাকলে রানাকে খুঁজে বের করে ওকেই বলুন।'

খপ্ করে মুখ বন্ধ করল জেরাল্ড। আস্তে করে মাথা দোলাল। চোখ গেল ছাতের আরেক দিকে।

অ্যান্টেনা ও ডিশ ভরা ছাতে হেঁটে আসছেন লে. কর্নেল রব ম্যাক্সিমিলিয়ান। নিজের জন্য বেছে নিয়েছেন কমাণ্ড সেন্টার। ঢুকে পড়লেন নিজ দরবারে। ওখানে রয়েছে বেশ কয়েকটা ফিল্ড টেলিফোন, একজন সার্জেন্ট ও তরুণ এক কমিউনিকেশন অফিসার। শেষজন ইউএইচএফ রেডিয়ো ব্যবহার করে নির্দেশ পাঠিয়ে দেবে সৈনিকদের কাছে।

সোজা হেঁটে গিয়ে কমাণ্ড সেন্টারে ঢুকল জেরাল্ড।

'ইভিনিং, মার্শাল,' বললেন ম্যাক্সিমিলিয়ান, বাইরের লোক দেখে একটু বিরক্ত। সই করে দিলেন ক্লিপবোর্ডে। দেখে নিলেন কোমরে ঝুলন্ত হোলস্টারের .৪৫ কোল্ট রিভলভার।

প্রথমবারের মত ম্যাক্সিমিলিয়ানকে রণ পোশাকে দেখছে জেরাল্ড। অবশ্য মুখ খুলল অন্য বিষয়ে: 'লে. কর্নেল, আমার ধারণা মাঠে না রেখে, বাড়তি সুবিধা পাব আমরা রানাকে কমাণ্ড সেন্টারে রাখলে।'

ফাঁকা চোখে মার্শালকে দেখলেন লে. কর্নেল। '...অ্যাঁ?'

BanglaBook.org

'আমি বলছি,' নতুন করে শুরু করল জেরাল্ড, 'রানা একমাত্র মানুষ যে বুঝতে পারবে ওই দানবের মনে কখন কী চলছে, কাজেই উচিত ওকে কমাণ্ড সেন্টারে রাখা।'

মাথা দোলালেন ম্যাক্সিমিলিয়ান।

জেরাল্ডের মনে হলো, কিছুই শুনছে না লোকটা। কখনও কখনও কারও এমন হয় যুদ্ধের সময়, কাজই করে না মাথা। জেরাল্ড বুঝল, এই লোককে জোর করে কথা শুনিয়ে তারপর কাজে বাধ্য করতে হবে। 'লে. কর্নেল, কমাণ্ড সেন্টারে এমন এক লোক রাখা উচিত, যে আগে থেকেই বুঝতে পারবে কী করবে ওই দানব। আর তাই আমি চাই পরামর্শক হিসাবে এখানে থাকুক মাসুদ রানা।'

মাথা দোলালেন ম্যাক্সিমিলিয়ান। 'বুঝতে পেরেছি। ঠিক আছে, তাঁকে বলুন আমরা চাই উনি যেন এখানে আসেন।' নার্ভাস চোখে চারপাশ দেখলেন তিনি। 'যা করার তাড়াতাড়ি করুন।'

একুশ

BanglaBook.org

এই অত্যাধুনিক গবেষণাগারে কী ধরনের ইকুইপমেন্ট ও কমপিউটার টার্মিনাল আছে গম্ভীর চেহারায় দেখছে রানা। আগেই দেখে নিয়েছে কোথায় একমাত্র স্টিলের দরজা। এখনও স্থির করেনি কী করবে। কিন্তু একটা কথা ঠিক, ওকে যদি মরতেই হয়, পাশে দাঁড়িয়ে থাকা এই নরকের কীট ডেভিড গ্রেবারকে জানে বাঁচতে দেবে না কোনওভাবেই। সিদ্ধান্ত হয়ে যেতেই আদায়

করতে চাইল সময়। বেশ কিছু প্রশ্ন জন্মেছে মনে, সেগুলোর জবাব জানতে পারলে ভাল হয়।

'তা হলে তুমি প্রথম থেকেই এসবের সঙ্গে জড়িত?'

মৃদু হাসল ডক্টর গ্রেবার। 'ঠিক ধরেছ। তবে জড়িয়ে নিয়েছি ক্ষমতাশালী একদল লোককেও। নইলে এত সুবিধা পেতাম না। তাদের কারও আছে সরকারী ক্ষমতা, কারও কারও কোটি কোটি ডলার। সবাই চাইছে সফল হই। কারণ, ওই জানোয়ারের কাছ থেকে ডিএনএ নেয়ার পর দেখা গেছে, দেড় হাজার বছর বাঁচত ওটা। তাই ওটার সাহায্য নিয়ে তৈরি করছি অত্যন্ত জরুরি একটি সিরাম। বলতে পারো অমর হওয়ার সুধা। যাদের দেয়া হবে, তারা বাঁচবে এক থেকে দেড় হাজার বছর। তাদের কখনও কোনও রোগ-বালাই হবে না। বুঝতেই পারছ, ব্যস্ত হয়ে আমাকে সাহায্য করেছে অনেকেই।'

'ও, এ কারণেই বুঝি বিনা দোষে মেরে ফেলতে দ্বিধা করোনি ডক্টর নিনা সয়্যারের মত প্রতিভাবান বিজ্ঞানীকে?' আস্তে করে মাথা নাড়ল রানা। 'তোমাদের চাই দীর্ঘায়ু।'

সামান্য দুলে উঠে হাসতে শুরু করেছে গ্রেবার।

রানার মনে হলো, এখনই খুন করা উচিত নরপিশাচটাকে। নিয়ন্ত্রণ করল নিজেকে। দাঁড়িয়ে আছে পাথরের মূর্তির মত।

'আসলে, রানা, তোমাকে যা ভেবেছি, তার চেয়ে অনেক বোকা লোক তুমি,' রানাকে দেখল গ্রেবার, 'সত্যিই ভেবেছিলে এত কিছু একা আমি করেছি? আসলে এসব অসম্ভব ছিল একটা মাত্র এজেন্সির পক্ষে। না, রানা, সরকারের নানান বিভাগের একদল বড় কর্মকর্তা এর সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত, তারা সবসময় থাকে ছায়ার ভেতর।'

চুপ করে আছে রানা।

'এখন মনে হচ্ছে তুমি আসলে আস্ত হাঁদা, রানা। তবে

BanglaBook.org

বেচারা ডেমিয়েনের ব্যাপারে সবই প্রায় মিলিয়ে ফেলেছিলে।'

'ও আবার বেচারা হলো কী করে?'

আন্তরিক হাসল গ্রেবার। 'বেচারাই তো! ওকে দানব বলো বা অর্ধমানব, বা যা খুশি, কিন্তু একসময় ছিল আমারই সহকারী।' মাথা নাড়ল ডাক্তার। 'ও জানত না, তখনও সম্পূর্ণ তৈরি হয়নি সিরাম। ব্যস্ত হয়ে পুশ করল নিজ রক্তে। আগে ছিল প্রতিভাবান তরুণ বিজ্ঞানী, কিন্তু হয়ে গেল সামান্য এক জানোয়ার। দৈহিকভাবে শক্তিশালী, কিন্তু খতম হয়ে গেল ওর মগজটা। আমার ভুল না হয়ে থাকলে তুমি নিজেও দেখেছ ভিডিয়ো। সেই রাতে ডেমিয়েন...' পবিত্র যাজকের মত ধীরে ধীরে হাত নাড়ল গ্রেবার। 'দেবতা না হয়ে হলো ভয়ঙ্কর হিংস্র এক নরখাদক দানব।'

ঝুলন্ত শবাধারের দিকে চাইল না রানা। 'ঝুঁকি নিয়েছে সে, আর তার পেছনে ছিলে তুমি?'

মৃদু কাঁধ ঝাঁকাল গ্রেবার। 'আসলে কেউ জানত না মানব দেহে কী প্রতিক্রিয়া হবে ওই সিরামের। ডেমিয়েন ধরে নিয়েছিল নিখুঁত করে ফেলেছে ওটা। আগে বেবুনের দেহে দেয়া হয়েছিল। পযিটিভ কিছু চিহ্নও দেখা গিয়েছিল। যাই হোক, সেই বিকেলে আমাকে ফোন করল ডেমিয়েন, অনুমতি চাইল, নিজ দেহে সিরাম নিতে চায়। এত বড় সুযোগ ছাড়ি কী করে! পারলে বাঁচুক হাজার বছর!'

'তুমি অনুমতি দিয়ে দিলে?'

'সন্দেহ কী! নিজেও চলে গেলাম প্রথম সুযোগে। আমাদের দ্বিতীয় দল ওকে আটকে জেলে রাখল, কিন্তু রাতে খুলে দিলাম দরজা। তারপর পরিত্যাগ করলাম ওই ফ্যাসিলিটি।'

'আসলে তুমি বা তোমার দলের সবাই ভুলে গেলে মানুষ চিরকালের জন্যে আসে না,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল রানা।

BanglaBook.org

'তুমি বিজ্ঞান পড়েছ, রানা? মানব দেহের সেলিউলার মডিউল কেন বুড়ো হয়, কেউ জানে না। বহু দিন ধরে ওই রহস্য নিয়ে ভাবছে বিজ্ঞানীরা। আমিও তাদের একজন। এখন আমার বয়স পুরো ষাট বছর। বুড়ো হইনি। অথচ ভেঙে যেতে শুরু করেছিল মন। আর ক'টা দিন, তারপর মরতেই হবে। চিরকাল ধরেই এসব চিন্তা তাড়িয়ে বেড়ায় মানুষকে। তরুণরা মৃত্যুর কথা ভাবে না, কিন্তু ওই চিন্তা ছাড়া আর কিছুই থাকে না বুড়ো মানুষের মনে। দোষ দিতে পারবে না, ওই মানসিক যন্ত্রণা বা মৃত্যুকে এড়িয়ে যেতে চেয়েছি। বড়জোর বলতে পারো, ঈশ্বর বা আমার পেশার প্রতি নিষ্ঠাবান থাকিনি। বেশ অনেক বছর ধরেই খুঁজছি অমর হওয়ার সুধা। তা যদি না-ও পাওয়া যায়, বাড়িয়ে যেন নিতে পারি আয়ু।'

দ্বিধা করল ডেভিড গ্রেবার। ভাবতে শুরু করেছে কী যেন।

এ সুযোগে অর্ধচন্দ্রের মত ঘিরে রাখা ছয় সৈনিকের দিকে মনোযোগ দিল রানা। তাদের হাতে এম-১৬। পরনে কালো ইউনিফর্ম, মাথায় কালো ব্যালাক্লাভা। চোখের সাদা অংশ ও মণি ছাড়া কিছুই দেখা যাচ্ছে না। অন্তরে বুঝে গেল রানা, এদের কাজ এই ল্যাবোরেটরি থেকে অনাকাঙ্ক্ষিত মানুষকে সরিয়ে দেয়া। শুধু তাই নয়, এদের আরেকটা কাজ বাড়াবাড়ি করে ফেলা লোককে গুম করে ফেলা।

'ঈশ্বর যদি থেকেও থাকেন, স্বর্গ থেকে মানুষকে জগতে নামিয়ে দেয়া উচিত হয়নি তাঁর,' আবারও মুখ খুলল গ্রেবার। 'সবই যদি জানেন, তো মানুষকে সুযোগ দিলেন কেন আপেল খেতে? আর পৃথিবীতে আসার পর থেকেই অসীম কষ্ট সহ্য করে চলেছে মানুষ। জেনারেশনের পর জেনারেশন। এই সমস্যা দূর করতে চেয়েছি আমি। আমার সিরাম নিখুঁত হলে প্রয়োজন পড়বে না কোনও ঈশ্বরের। অবশ্য, তোমার মত কেউ কেউ বলবে:

BanglaBook.org

গবেষণার নামে খুন করা হচ্ছে অনেক মানুষকে! এর জবাব সোজা: কয়েক শ'জন কেন, হাজার মানুষ মরলেও আবিষ্কার করা জরুরি অমর হওয়ার সূত্র। আর, বিশ্বাস করো বা না, রানা, পৌঁছে গেছি মস্ত এক প্রাপ্তির একেবারে কাছে। সাফল্য চলে এসেছে হাতের প্রায় মুঠোয়।'

গ্রেবারের চোখে চোখ রেখে বলল রানা, 'অন্যের জীবন নিয়ে জুয়া খেলার অধিকার তোমাকে কে দিয়েছে?'

'এমনিতেই ওরা প্রত্যেকে আগামী এক শ' বছরের ভেতর মরত,' গ্রেবারের চোখ-মুখ দেখে মনে হলো, বুঝিয়ে দিতে পেরেছে মূল কথা। 'আর প্রফেসর সিরাজউদ্দীনের ইন্সটিটিউটের ওই মহিলা বিজ্ঞানীকে সরিয়ে দিতে হয়েছে নিরাপত্তার কারণে। মৃত্যু সবসময় কষ্টকর, কিন্তু বিশ্বাস করো বা না, তাকে না মেরে কোনও উপায় ছিল না। এটা ভেবে দেখো, কত দিনই বা বাঁচত ওই মেয়ে? আরও পঞ্চাশ বছর? ষাট? ভুগত এক শ'টা রোগে। তারপর একদিন মরে পড়ে থাকত বিছানায়। ততদিনে শেষ তার মনের সব ইচ্ছে। প্রতিদিন বার-বার বলত, হে, ঈশ্বর, দয়া করে তুলে নিয়ে যাও!' মাথা নাড়ল গ্রেবার। 'কিন্তু, আমি, হ্যাঁ, এই আমি, মানুষকে দেব চিরকালীন যৌবন। ওই মেয়ে যদি পেত আমার তৈরি অমৃত, সে কখনও চাইত পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে? না, রানা, ওই মেয়ে আমার পা ধরে পড়ে থাকত, যাতে ওকে অমর করে দিই। দেবতারা যে ক্ষমতা পায়নি, সেটা পেতে চলেছি এই ল্যাবোরেটরিতে। এক শ' বছর বেঁচে থাকার চেয়ে হাজার হাজার বছর বেঁচে থাকা অনেক আনন্দের। অস্বীকার করতে পারবে?'

রানার চোখ সবুজ তরলে ভাসমান দানবের দেহে। দু' সেকেণ্ড পর বলল, 'বলছ ওটার মত হওয়া উচিত সবার?'

'না, তা বলছি না,' মাথা নাড়ল গ্রেবার 'ওটা একটা দৈত্য।

অর্ধমানব। ভয়ঙ্কর দানব। সত্যি বলতে ওটাকে কোনও ক্যাটাগরিতেই রাখতে পারিনি। তাতে কোনও ক্ষতি হয়েছে, তা-ও নয়। সে ছিল দীর্ঘায়ু, এবং তার বিষয়ে যা জানতে চেয়েছি, তা পেরেছি। ওটার হাড়ে যে হিম, মানে হিমোগ্লোবিন ইউনিট পেয়েছি, ওখান থেকেই এসেছে জাদুর মত কোডিং। সেগুলোর দরকারী অংশ নিয়ে তৈরি করেছি আমরা অমৃত। এত দিনে কাজ শেষ হয়ে যেত, কিন্তু মাঝখান থেকে সমস্যা করল ডেমিয়েনের এক্সপেরিমেন্ট। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে, ভুলই করেছি ওকে সিরাম ব্যবহার করার সুযোগ করে দিয়ে। উচিত ছিল আগেই ওকে পৃথিবী থেকে দূর করে দেয়া।'

'তোমার মস্ত ভুল ও নির্লজ্জ লোভের কারণে খুন হয়ে গেছে কয়েক শ' মানুষ, গ্রেবার,' বরফের মত ঠাণ্ডা গলায় বলল রানা। 'এসব কোনও দুর্ঘটনা নয়, ঠাণ্ডা মাথার খুন।'

'তুমি বুঝতে চাইছ না, ওই এক্সপেরিমেন্টের কারণে অনেক তথ্য পেয়েছি আমরা,' অভিমানী কণ্ঠে বলল গ্রেবার। 'ডেমিয়েন দ্বিতীয়বার হামলা করতেই প্রথমবারের মত বুঝলাম, এর ভাল দিকও আছে।'

থমথম করছে রানার মুখ। 'তার মানে, স্বীকার করছ, ইচ্ছে করেই ওদেরকে খুন করিয়েছ ঠাণ্ডা মাথায়। এসব নৃশংস খুন, গ্রেবার। তোমার ওই দানবের চেয়ে অনেক বড় রক্তপিশাচ তুমি নিজে। যা চেয়েছ, তা পেয়ে যেতেই খুন করিয়ে দিলে একদল মানুষকে। যাতে গোপন থাকে তোমার সিরামের কথা।'

বিকারহীন চেহারায় রানাকে দেখছে লোকটা। হঠাৎ মৃদু হেসে বলল, 'রানা, তুমিই তো বলেছ, কেউ বাঁচে না চিরকাল।'

BanglaBook.org

বাইশ

'চারপাশের পরিবেশ-পরিস্থিতি মোটেও ভাল ঠেকছে না,' চাপা স্বরে বলল ওয়েইলার।

মোটর পুলের লিসেনিং পোস্টে ঢুকে বলল তানামুরা, 'নাইট-ভিশন ব্যবহার করো। সহজেই ছায়া দেখার কথা তোমার।'

'সলিড স্টিল ভেদ করবে না নাইট-ভিশন, তানামুরা। চেক করেছি ওদিকের জঙ্গল আর পাথুরে এলাকা। কাছেই কোথাও আছে সে। আমার অন্তর বলছে খুবই কাছে।'

বুক ও উরুর কাছে তানামুরার এম-১৪-এ১। গানবেল্টের বামদিকে বাড়তি ম্যাগাযিন ও অ্যান্টি-পারসোনেল গ্রেনেড। নানান জাতের শটগান নিয়ে তানামুরার সঙ্গে ঘুরছে ওয়েইলার। স্ট্রিট-সুইপারের পেটে বারোটা ডিপ্লেটেড ইউরেনিয়াম শেল। ট্রিগার টিপলেই রওনা হবে লক্ষ্যভেদ করতে। বিশালদেহী সৈনিকের প্রথম পছন্দ ওটা।

জঙ্গলের দিকে চেয়ে আছে ওরা, এমন সময় হঠাৎ করেই হেডফোনে স্ট্যাটিক শুনল তানামুরা, তারপর কথা। ভুরু কুঁচকে গেল ওর।

হেডফোন বিরক্তিকর বলে সঙ্গে আনেনি ওয়েইলার। চোখ সরু করে চেয়ে রইল জাপানি যোদ্ধার দিকে।

কয়েক সেকেণ্ড পর জবাব দিল তানামুরা, 'না... না... আমরা দেখিনি। হাই। দেখলেই জানাব।' আবারও জঙ্গলের দিকে চোখ

BanglaBook.org

ফেরাল তানামুরা।

'ওদিক থেকে কী বলল?' জানতে চাইল ওয়েইলার।

'মার্শাল টম জেরাল্ড,' বলল তানামুরা, 'সে রানাকে খুঁজছে। কোথাও নাকি পাওয়া যাচ্ছে না।'

চোখ সরু করে এদিক ওদিক দেখল ওয়েইলার। 'তাই তো, খেয়ালই ছিল না রানার কথা! অনেকক্ষণ হলো দেখছি না। সে এমন লোক নয় যে যুদ্ধে পিছিয়ে যাবে। ওর নেকড়েটা কোথায়?'

'পাহারা দিচ্ছে আইসিইউ-তে প্রফেসরকে। লিসেনিং পোস্টের ডিউটিতে আসার আগে গিয়েছিলাম ওখানে।' চুপ হয়ে গেল তানামুরা। কিছুক্ষণ পর বলল, 'ঠিকই বলেছ, লুকিয়ে পড়ার লোক নয় মাসুদ রানা।'

ব্যাপারটা ভাল ঠেকছে না ওয়েইলারের। 'আমাদের বোধহয় খুঁজতে যাওয়া উচিত,' বলল নিচু স্বরে। পরক্ষণে বুঝে গেল এই অবস্থায় লিসেনিং পোস্টের ভাইটাল পযিশন ফেলে এখানে ওখানে ঘুরতে পারবে না। দানব হাজির হলে চট্ করে সবাইকে জানিয়ে দিতে হবে, শুরু হয়েছে হামলা, নইলে সম্পূর্ণ তৈরি থাকবে না সৈনিকদল। আরেকটা কথা, কমাণ্ড সেন্টারের এত লোকবল নেই যে নতুন করে কাউকে পাঠাবে। সেই সময়ও নেই। মন খুঁত-খুঁত করছে ওয়েইলারের। মনে এল একের পর এক দুশ্চিন্তা। কিছুক্ষণ পর দ্বিধা নিয়ে বলল, 'তোমার কি মনে হয়, তানামুরা, জঙ্গলে গেছে ওই দানবের সঙ্গে লড়তে? মানে, আগেও তো একবার গেছিল...'

'না,' সোজা মানা করে দিল আত্মবিশ্বাসী তানামুরা, 'সেবার আমাদেরকে রক্ষা করতে গিয়ে মস্ত ঝুঁকি নিয়েছিল। রানা সাহসী লোক, কিন্তু পাগল নয়। ওর জ্ঞানের অভাব আছে তা মনে করি না। বাধ্য না হলে ঝুঁকি নেবে না। ঝুঁকির তুলনায় প্রাপ্তি বেশি হলে তখন ভাববে কী করবে। ...বৈদ্যুতিক সংযোগ দেয়া

BanglaBook.org

তারকাঁটার বেড়ার ওদিকে একা ওই জঙ্গলের আঁধারে যাবে? না। অস্ত্র ও লোকজন এদিকে। আশা করা যায় ভোর পর্যন্ত ওটাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারব আমরা। আর তারপর কপাল ভাল থাকলে হেলিকপ্টারে করে সরিয়ে নেয়া হবে আমাদেরকে। একা পড়ে থাকবে ওই দানব।'

'হেলিকপ্টারে করে আজই সরিয়ে নিতে পারত,' আপত্তির সুরে বলল ওয়েইলার। 'তা করেনি। কালকেও করবে না। ওদের হাতে বা ওই দানবের হাতে জিম্মি হয়ে গেছি আমরা। আগে মারতে হবে দানব শালাকে। নইলে ছাড়বে না সিআইএ বা আর্মি। ওটা গ্রামের পর গ্রাম উজাড় করবে, তা চাইছে না কেউ। মরলে মরব আমরা। আর যদি ধরা পড়ে দানব, সংবাদ-মাধ্যম বা সাধারণ মানুষ জানার আগেই সরিয়ে ফেলা হবে ওটাকে। সরকারী দলের নেতা শালাদেরকে কে জানাবে, এখানে আমাদের বাঁচার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে! এটা আমাদের সমস্যা, ওদের না। শালারা দূরে বসে শুয়োরের মত ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করবে। রেগে উঠবে ওই নরখাদকটাকে আমরা মারতে পারছি না কেন। বড় বড় বুলি ঝাড়বে। ...আর তা ছাড়া, অনেক বেশি জেনে গেছি। ওয়াশিংটনের কুকুরগুলো খুশিই হবে আমরা মরে ভূত হলে। সাক্ষী থাকল না।' রেগে গিয়ে মাথা নাড়ল ওয়েইলার। 'ধরে নাও, ওসব কুকুর আমাদেরকে এখানেই রাখবে। হয় মরবে ওই দানব, নইলে আমরা। এটা আমি বুঝে গেছি।'

মাথা দোলাল তানামুরা। ঠিক কথাই বলেছে পোড়ামুখো ওয়েইলার। তিক্ত হয়ে গেল ওর মন। ঝুঁকি আছে জেনেই এ কাজটা নিয়েছিল। পেশাদার সৈনিক সে, কখনও নালিশ করবে না কারও কাছে। ঘুরে ওয়েইলারের দিকে চাইল। ঠোঁটে সামান্য হাসি, কালো দুই চোখে কৌতুক। 'জানো, ওয়েইলার, এক সময়ে যুদ্ধে সম্মান পাওয়ার কথা ভাবতাম।'

BanglaBook.org

'এখন চাও না?' জানতে চাইল ওয়েইলার।

'আর্মির জন্যে? জীবনেও না!' ফিসফিস করল তানামুরা, 'সম্মান চাই তাদের জন্যে, যারা আমার পাশে লড়াই করেছে।'

চুপ করে কী যেন ভাবছে ওয়েইলার। একটু পর বলল, 'কে জানে, আমরা হয়তো ধুলোর ভেতর ওই দানবের নাক ডলে দিতে পারব। ভালুক শিকারের অস্ত্র আছে আমাদের কাছে। তা ছাড়া, দলেও আমরা ভারী। সহজ হবে না ওটার জন্যে জিতে যাওয়া।'

আস্তে করে মাথা দোলাল তানামুরা, কুঁচকে গেল ভুরু। 'দেখা যাক আমরা জিতি কি না।'

রুক্ষ পাথুরে এলাকায় বড় এক পাথরের পিছনে গা ঢাকা দিয়ে আছে সে, ঝিরঝিরে শীতল হাওয়ায় ভাসছে ভীরু মানুষের মৃদু কণ্ঠস্বর। দালানের পিছনে ছাউনিতে সগর্জনে চলছে ভারী সব ইঞ্জিন। খুব কাছেই আছে সে, চাইলে এক লাফে পেরিয়ে যেতে পারবে বেড়া। কিন্তু টের পাচ্ছে অদৃশ্য শক্তি আছে ওসব তারে। কী যেন নাম ওটার...

বিপজ্জনক!

খুবই বিপজ্জনক!

একবার ওই বাধা পেরোলেই শুরু হবে সত্যিকারের লড়াই।

অন্তত এক শ' ফুট দূরের নিচু কণ্ঠ বুঝিয়ে দিচ্ছে কী যেন।

হ্যাঁ, এমনই ছিল আদিম আমলেও।

জঙ্গলে, পর্বতে বা গ্রামে।

ভয় পেয়েছে মানুষগুলো।

কিন্তু মরিয়া হয়ে হামলাও করতে পারে উল্টো।

বদ্ধ এক রক্ত-জমাট পরিবেশ।

যেকোনও সময়ে যা খুশি হবে।

ছুটন্ত শিকারি জানোয়ারের মত বুকে টগবগ করে ফুটছে তপ্ত

BanglaBook.org

রক্ত, চুপ করে শুয়ে আছে সে, নিথর। একটু পর ঝাঁপিয়ে পড়বে শিকারের ওপর।

হঠাৎ আর ভেসে এল না কোনও কণ্ঠস্বর।

সামান্য ভুরু কুঁচকে পাথরের ওদিক থেকে চাইল সে।

ওই যে, দূরে বেড়ার ওদিকে টহল দিচ্ছে প্রহরীরা।

তাদের অস্ত্র কোনও কাজেই আসবে না।

সঙ্গে কোনও মেয়েলোকও নেই। তার মানে, যে মেয়েলোক ব্যথা দেয়, সে এদের সঙ্গে নেই। ওই মেয়ের জন্যেই পাঁজর থেকে দরদর করে গরম, কালো রক্ত পড়েছে তার।

হ্যাঁ, ওই বেটি বিপজ্জনক! খুব ব্যথা দিতে পারে!

তাকে মেরে ফেলতে হবে!

ওই মেয়েলোক বা ওই মাসুদ রানাকে ভয় পায় না সে।

নেকড়েটাকেও ভয় পায় না।

তিন জোরালো থাবা মেরে খুন করবে ওই তিন শয়তানকে।

তারপর?

আঁধারে খুন করবে লোকগুলোকে।

কারও সাধ্যি নেই বাধা দেয়।

মরার আগে ওরা ছাড়বে করুণ চিৎকার।

পালাতে চাইবে কেউ কেউ। কিন্তু বাঁচবে না।

এক এক করে শেষ করবে সব ক'টাকে।

সবাইকে খুন করবে ভেবে বুকের গভীর থেকে উঠল সন্তুষ্ট ঘড়ঘড়ে আওয়াজ।

খুব কাছেই সব শিকার। নিঃশব্দে হামলা করবে, ওরা বুঝবেই না ঝাঁপিয়ে পড়েছে সে।

ভয় পেয়ে পালাতে চাইবে অস্ত্র ফেলে।

কিন্তু বাঁচবে না কেউ।

রওনা হয়ে গেল সে নিঃশব্দে। চলেছে ইঞ্চি ইঞ্চি করে।

BanglaBook.org

শিকার ধরতে এত নিখুঁত নয় ক্ষুধার্ত বাঘও।

প্রয়োজনে দিনের পর দিন পিছু নিয়ে সঠিক সময়ে অ্যামবুশ করবে। আর ওপর থেকে শিকারের চোখে চোখ রেখে গর্জন ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়বার সময় যে আনন্দ, তার কোনও তুলনা আছে?

কী চিৎকারই না ছাড়ে মানুষ!

বুকে, মুখে বা মাথার ওপর হাত তুলে প্রাণভিক্ষা চায়।

আর তাদের বুক খুবলে হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস ছিঁড়ে নিয়ে বা খুলি ফাটিয়ে মগজ খেতে শুরু করলে তখন মনে হয়: সত্যিই সে এই পৃথিবীর রাজা!

তেইশ

'তোমার অনুমতি নিয়েই নিজের দেহে সিরাম পুশ করেছিল ডেমিয়েন,' বলল রানা। 'আর তুমি বলতে চাইছ, এর দায়-দায়িত্ব তোমার নয়?'

'আমি ওকে বাধ্য করিনি নিজের শরীরে ইঞ্জেক্ট করতে,' বলল ডক্টর ডেভিড গ্রেবার। 'অমানুষ হয়ে গেছে। নিজ হাতে খুন করেছে ওর কলিগদেরকে। তাতে আমার কিছুই করার ছিল না। আমি এমন লোক নই যে ওদের জন্যে কাঁদব। অসফল হয় ওই এক্সপেরিমেন্ট। অবশ্য, দৈহিকভাবে ডেমিয়েন হয়ে গেল ওই দানবের মত। আহত হলে খুব দ্রুত হয়ে উঠতে লাগল সুস্থ। মানুষের হাত থেকে রক্ষা পেলে বাঁচবে এক হাজার বা দেড়

BanglaBook.org

হাজার বছর। কিন্তু সে জীবন জানোয়ারের জীবন। শেষে মরবে একা কোনও পাহাড়ি গুহা বা গহীন জঙ্গলে। আমরা অবশ্য পরবর্তী সময়ে দানবের ডিএনএ-র ক্ষতিকর অংশ ছেঁটে ফেলে দিয়েছি।' চকচক করছে গ্রেবারের দু'চোখ। 'হ্যাঁ, রানা, আমরা তৈরি করেছি নিখুঁত সিরাম। ওটা ব্যবহার করলে মানুষ বাঁচবে দেড় হাজার বছর! শুধু তা-ই নয়, দানবের মত বাঁচতে হবে না, মানুষ থাকবে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। শত শত বছর ধরে যে যার কাজে দক্ষতা অর্জন করবে। ...কিন্তু কথা হচ্ছে, প্রায় অমর হওয়ার ওই সুধা দেয়া হবে শুধু হাতে গোনা ক'জন মানুষকে।' হাসল ডেভিড গ্রেবার। 'আর দুঃখের কথা, তুমি তাদের মধ্যে নেই।'

'তুমি আসলে কখনোই চাওনি খুন হোক ডেমিয়েন, তাই না?' জানতে চাইল রানা। পিত্তি জ্বলে যাচ্ছে ওর। ওকে সিরাম দেয়া হবে না, সেজন্য নয়। এই উন্মাদ বিজ্ঞানী আমেরিকার বাছাই করা একদল নিষ্ঠুর, লোভী, নরপিশাচকে সিরাম দেবে। আর তারা আগামী হাজার বছর ধরে যা খুশি তাই করবে গোটা মানবজাতির ওপর।

'কী যেন বললে?' চোখ পিটপিট করল গ্রেবার। 'ও, হ্যাঁ।' পিঠে দুই হাত বাঁধল সে, মনে হলো ছাত্রদের জন্য লেকচার দেবে মস্ত জ্ঞানী কোনও অধ্যাপক। 'হ্যাঁ, রানা, কখনও কখনও ভেবেছি ওর টিকে থাকা জরুরি। তা হলে দ্বিধা ও দ্বন্দ্বে থাকবে অনেকে। আড়ালে চলে যেতে পারব আমরা। তার চেয়েও বড় সুবিধে, অপ্রয়োজনীয় লোকগুলোকে মেরে সাফ করবে ও। গোপন রয়ে যাবে আমাদের আবিষ্কার। ওসব ফ্যাসিলিটির রিসার্চ টিম বা আর্মির সৈনিকদেরকে পরে আর কোনও দরকার ছিল না। সেই সময়ে তোমাদের জড়ানো হলো ওই মিশনে। ভাবলাম, মারা পড়বে। অথবা, মরবে ডেমিয়েন। তোমরা মরো বা ডেমিয়েন,

BanglaBook.org

কোনওটাই অপছন্দের ছিল না আমার। সত্যিই যদি ধরতে ওকে, এরপর কী করতাম তা ভেবেছি কখনও কখনও। ঝামেলা হয়ে যেত আসলে। আর পরেও ধরা পড়লে ঝামেলা হবে, তাই প্রথম সুযোগে ওকে শেষ করে দেব আমরা।'

চোখের কোণে ছায়া নড়তে দেখেই সতর্ক হয়ে উঠেছে রানা। দ্বিতীয়বার চাইল না ওদিকে। ঝুঁকি নিল, একটু সরে গেল ডেভিড গ্রেবারের দিকে।

তেরছা চোখে ওকে দেখল লোকটা, সরে গেল না নিজে।

নড়ল না সৈনিকরা। অবশ্য, শক্ত হাতে ধরে আছে রাইফেল।

'আর কিছুই গোপন রইল না তোমার,' সরাসরি সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে গ্রেবারের চোখে তাকাল রানা। 'আগেই জেনে গেছি ডেমিয়েন কী খুঁজছে। এ-ও আন্দাজ করেছি, ইচ্ছে করলে ঠেকাতে পারতে ওকে, তা করোনি।'

মুহূর্তের জন্য বিস্ময় দেখা দিল লোকটার চোখে। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'তুমি কি আসলেই বোকা, রানা? বুঝতে পারছ না এবার মরতে হবে তোমাকে?'

'একসময় মরতে হবে তোমাকেও,' বলল রানা।

বাঁকা হাসল গ্রেবার। 'বলো দেখি, প্রথমে কোন সূত্র দেখে বুঝলে আমাদের আবিষ্কৃত সিরাম খুঁজছে ডেমিয়েন? এমন হতে পারত, কোনও কারণে মানুষের ওপর প্রতিশোধ নিচ্ছে ও। অথচ, প্রথম থেকেই নিশ্চিত ছিলে– দানবের চাই খুব জরুরি কিছু। ...সন্দেহ করলে কী কারণে? জানতে ইচ্ছে হচ্ছে।'

BanglaBook.org

রানা একটু আগে দেখে নিয়েছে, মস্ত, কালো কমপিউটারের পাশে পড়েছে সেই ছায়া। যে-ই হোক, কোনও আওয়াজ করেনি। জানা খুব প্রয়োজন আসলে সে কে। হয়তো জিনা বা জেরাল্ড। অথবা হয়তো ওই ভয়ঙ্কর দানব! সেক্ষেত্রে বাঁচবে না এই ঘরের কেউ।

হয়তো গোপন কোনও সুড়ঙ্গ আছে এখানে আসার। আর্মির কাছে নেই সেই ব্লুপ্রিন্ট। তারা কিছুই জানে না। মোকাসিনের ভিতর পা নেড়ে তৈরি হয়ে গেল রানা। প্রয়োজন পড়লে ঝাঁপ দেবে যেকোনও দিকে। বিজ্ঞানী যা জানতে চেয়েছে, তা বলতে আপত্তি নেই ওর, তাতে বাড়তি সময় পাবে।

'প্রথমে বুঝলাম রিসার্চ স্টেশনে পৌঁছে,' হালকা টিটকারি রানার কণ্ঠে, 'ওটা ছিল তোমার প্রথম ভুল।'

'তাই?' ভুরু উঁচু করল গ্রেবার। 'ওখানে কী পেলে? তোমরা পৌঁছে যাওয়ার অনেক আগেই সব সরিয়ে ফেলেছিল আমাদের স্যানিটেশন টিম। একই কাজ করেছে অন্য স্টেশনেও।'

ডাক্তারের কথা পাত্তা দিল না রানা। 'জানি। কোনও খুঁত রাখেনি। আর ওটাই ওদের ভুল। অত নিখুঁত কাজ না করলে সন্দেহ হতো না। ভালভাবে পরিষ্কার করেছে ভুল জায়গা।'

'বুঝলাম না।'

'আসলে মানুষ বা কোনও প্রাণী কোনও না কোনও চিহ্ন রাখেই,' বলল রানা। খেয়াল করল, কমপিউটারের কাছের ওই ছায়া নেই। 'স্টেশনে হামলা করে সৈনিক বা সবাইকে খুন করেছে ওই জন্তু, ওখানে আছে হাত-পায়ের অনেক ছাপ। দানবের নখের আঁচড়, মেঝে বা দেয়ালে রক্তের দাগের অভাব নেই। কোথায় গেছে, কী করতে চেয়েছে, কোন্ দিকে ঘুরেছে, কী ভাবছিল– সবই বুঝতে পেরেছি। সবই ছিল খোলা বইয়ের মত। কাউকে শুধু বুঝতে হবে কীভাবে পড়তে হবে ওই বই।'

'আচ্ছা?' মাথা দোলাল গ্রেবার। 'বুঝলাম। কিন্তু কী করে বুঝলে ওটা আসলে কী চাইছে? এটা কিন্তু পরিষ্কার হলো না।'

'ওই স্টেশনের প্রতিটি ঘরে আছে কাহিনির একটা করে পাতা,' বলে চুপ হয়ে গেল রানা। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'কিন্তু একটা ঘরে কোনও কাহিনির অংশ নেই।'

BanglaBook.org

চট্ করে বুঝে গেল ডাক্তার। মৃদু হেসে বলল, 'ভল্ট।'

'হ্যাঁ, ভল্ট। সারা স্টেশন তোলপাড় হলেও ওই ভল্টে কিছুই ভাঙচুর করা হয়নি। যেন হারিয়ে গেছে কাহিনির একটা পাতা।' লোকটার চোখে চোখ রাখল রানা। 'গোটা ভল্ট খুঁজেও ওই দৈত্যের তেমন কোনও চিহ্ন পেলাম না। তখনই বুঝলাম, কোথাও মস্ত কোনও গাফিলতি হয়েছে কারও। নতুন করে আবারও সার্চ করলাম ভল্ট। বুঝে গেলাম, তোমার লোকদের পরনে ছিল বায়োহ্যাযার্ড সুট। খুব ভালভাবে চারপাশ পরিষ্কার করেছে।'

'তা-ই,' হাসল গ্রেবার, বিড়ালের মত মজা পাচ্ছে শিকারকে ফাঁদে ফেলে খেলতে। 'আর ফ্রিয খুলে পেলে কিছু তথ্য।'

মাথা দোলাল রানা। 'ভাবলাম, কেন দানবের ছাপ মুছে ফেলা হলো এই ঘরে? কাজেই মন দিলাম ইনভেন্টরির ম্যানিফেস্টে। ওখানে থাকার কথা একগাদা সিরাম, আছেও অনেক। কিন্তু...' গ্রেবারের চোখে তাকাল রানা।

'একটা নেই,' মাথা দোলাল সায়েন্টিস্ট।

'হ্যাঁ, একটা নেই।'

'এইচডি-৬৭,' সন্তুষ্ট হয়ে বলল গ্রেবার।

'তখনও বুঝিনি পুরো গুরুত্ব, তবে জানতাম এর কোনও ব্যাখ্যা থাকবে। পরে ভাবতে গিয়ে বুঝলাম, গল্পের আস্ত একটা পৃষ্ঠা লুকিয়ে ফেলেছে কেউ। আর অনেক পরে তোমার সঙ্গে কথা হয়েছে আমার। তখনই বুঝলাম, তুমিই সরিয়ে ফেলেছ ওই হারিয়ে যাওয়া পৃষ্ঠা।'

জ্বলজ্বল করছে লোকটার চোখ। 'তা হলে ভালভাবে সব মিলিয়ে ফেললে। কিন্তু তাতে লাভ কী হলো?'

'তা পরে বুঝবে,' বলল রানা, 'আগে শেষ করি কথা। ...আসলে অতি গর্ব শেষ করেছে তোমাকে। তুমি ধরে নিলে যা

BanglaBook.org

করছ, সবই আসলে ঠিক। লোভ পেয়ে বসল তোমাকে। স্বপ্ন দেখতে লাগলে দুনিয়ার সেরা বিজ্ঞানীর চেয়ারে বসবে। ভুলে গেলে মানবিকতা।'

ভুরু কুঁচকে ফেলেছে গ্রেবার।

কথা শেষ করতে চাইল রানা, 'গতকাল রাতে তুমি যখন নিজের ঘরে ঘুমিয়ে ছিলে, তখন অনেকটা সময় কাটিয়ে এলাম ওখান থেকে।'

প্রথমবারের মত গ্রেবারের চোখে ভয় দেখল রানা।

'পুরো ঘর সার্চ করেছি,' বলল রানা। 'ভাল কোনও সূত্র ছিল না, কাজেই ভয় নেই। নিয়ম মেনে চলো, তাই দরকারী জিনিস রাখো ল্যাবোরেটরিতে। ...তা হলে বলো তো, কী পেলাম তোমার ঘরে? জানতে চাও?'

'কী?' গলা শুকিয়ে গেছে গ্রেবারের।

'বললে লজ্জা পাবে না তো?'

'না।'

'ঘুমিয়ে পড়ার সময় যে বইটা পড়ছিলে, ওটা ঘাঁটলাম।'

আস্তে করে মাথা দোলাল গ্রেবার। বিড়বিড় করে বলল, 'ও, হার্ট অভ ডার্কনেস।...অনেক কিছু খেয়াল করো তুমি।'

'অভ্যেস।' রানা আবারও দেখেছে ওই ছায়া। ওটা একের পর এক ডেস্ক পেরিয়ে চলে যাচ্ছে সৈনিকদের পিছনে। 'জোসেফ কনরাডের বই কেন, তা ভাবলাম। সাধারণ মানুষ যখন বিপদের সময় স্রষ্টার কাছে সাহায্য চাইবে, সে সময়ে তুমি কী করলে? তার চেয়েও বড় কথা, হলুদ দাগ দিয়ে রেখেছ একটা লাইন: "The mind of man is capable of anything because everything is buried inside it-- all the past as well as all the future."'

প্রশংসার হাসি হাসল গ্রেবার। 'তো সবই বুঝে গেলে তুমি।'

BanglaBook.org

'বুঝলাম ওই এইচডি-৬৭ সিরাম না পাওয়া পর্যন্ত থামবে না ওই দানব।' বুকে সামান্য ভয় নেই রানার। মরতে হলে তার আগে খতম করবে গ্রেবারকে।

নীরবতা নেমেছে ঘরে। ওর দিকে চেয়ে আছে প্রত্যেকে।

যেকোনও সময়ে মেরে ফেলা হবে ওকে।

'বাইরের ওই দানব ল্যাবোরেটরির দানবের ডিএনএ-র কোডিং চাইছে, নইলে পাবে না পূর্বপুরুষের অনেক স্মৃতি।' গ্রেবারের চোখে তাকাল রানা। 'কিন্তু ওটা জানে না, তোমাদের সিরাম অসম্পূর্ণ, তাই না?'

'তা-ই ছিল। সেই কারণেই একের পর এক স্টেশনে হামলা করেছে ডেমিয়েন। এখন বোধহয় নিখুঁত করা গেছে সিরাম।'

'হয়তো।'

'ব্রাভো, রানা; ব্রাভো!' হাসল গ্রেবার। 'সত্যিই অবাক করেছ। বিশ্বাস করা কঠিন, হতদরিদ্র, অশিক্ষিত এক দেশের লোক হয়েও এতটা বুঝতে পেরেছ। আবারও কংগ্র্যাচুলেশন্স, রানা। যদিও খারাপ লাগছে, কোনওভাবেই তোমাকে ছেড়ে দিতে পারব না।' গার্ডদের দিকে ফিরল গ্রেবার। 'এবার, দুঃখিত, রানা, বিদায় নেবে তুমি পৃথিবী ছেড়ে।'

তখনই বিদ্যুদ্বেগে সামনে বেড়ে দড়াম করে গ্রেবারের বুকে ক্রিকেট ব্যাটের মত গিয়ে লাগল রানা। আট হাত-পায়ে জড়াজড়ি করে পড়ল ওরা কমপিউটার ডায়াসের ওদিকে। নানানদিকে ছিটকে গেল কাগজ ও স্টেশনারি জিনিসপত্র। পরের সেকেণ্ডে লাফ দিয়ে উঠেই গ্রেবারের ঘাড় ধরে টেনে তুলল রানা। বর্মের মত ধরল ওকে নিজের সামনে। বাম হাতে বাউয়ি নাইফ, ধারালো ফলা ঠেসে ধরেছে লোকটার গলায়।

রানা ধমক দেয়ার আগেই দু'হাত আকাশে তুলে চিৎকার ছাড়ল গ্রেবার, 'গার্ডস্! গার্ডস্! যে যেখানে আছ, ওখানেই

BanglaBook.org

থাকো!' এখন আর তার কণ্ঠে সেই সমাহিত বৈজ্ঞানিকের ভাব নেই। বড় বড় হয়ে উঠেছে দুই চোখ। কাঁপছে সারা শরীর।

তখনই মস্ত এক বুক-শেলফের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল বিশালদেহী *পাথর ভাঙা* হ্যাঙ্ক ডিগবার্ট, হাতে দোনলা ওয়েদারবাই রাইফেল। তার বাদামি ভেস্টে ঝুলছে পিস্তল ও গ্রেনেড। কাঁধ থেকে কোমর পর্যন্ত চামড়ার ব্যাণ্ডোলিয়ারে আঙুলের চেয়েও দীর্ঘ সব বুলেট। আবছাভাবে *পাথর ভাঙার* পিঠে অ্যাসল্ট রাইফেল দেখল রানা।

'অস্ত্র ফেলে দাও সবাই!' বদ্ধ ঘরে গমগম করে উঠল ডিগবার্টের হুঙ্কার।

ঝট করে ঘুরেই ওর দিকে রাইফেল তাক করতে চাইল সৈনিকরা।

ওই একই সময়ে ঘুরতে শুরু করেই বুকে গুলি নিয়ে ছিটকে গেল প্রথম সৈনিক এক কমপিউটারের ওপর। ছিঁড়েখুঁড়ে গেছে পাঁজর। ওয়েদারবাই-এর নল থেকে ছয় ফুটি লাল আগুনের লকলকে জিভ চাটল বাতাস। নল ঘুরিয়েই আবারও গুলি করল ডিগবার্ট। বিকট এক আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে পিছনের মেঝেতে গিয়ে পড়ল দ্বিতীয় সৈনিক।

তখনই *ঠেলে* গ্রেবারকে মেঝেতে ফেলে দিল রানা, ঝাঁপিয়ে পড়ল তার পাশে।

পরক্ষণে ল্যাবোরেটরিতে আরম্ভ হলো তুমুল গোলাগুলি।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

চব্বিশ

চকচকে রুপালি স্টিলের প্রকাণ্ড দালান থেকে বেরিয়ে এসে মোটর পুলে ঢুকে প্রতি সেকেণ্ডে আরও বিরক্ত হয়ে উঠছে ডেপুটি মার্শাল টম জেরাল্ড, ঘুরে দেখছে একের পর এক ট্রাক, হামভি, ট্র্যান্সপোর্টার ট্রাক ও ট্যাঙ্কার। এদিকে কোথাও নেই মাসুদ রানা। তাকে খুঁজতে গিয়ে উধাও হয়েছে *পাথর ভাঙা*। মস্ত ছাউনির নীচে ঘুটঘুটে আঁধার। লুকিয়ে পড়তে পারবে যে-কেউ। জেরাল্ড বুঝতে পারছে, ফ্যাসিলিটি থেকে নাইট-ভিশন জোগাড় না করে ভুল করেছে।

আসবার পথে থেমে খবর নিয়েছে ডজনখানেক লিসেনিং পোস্টে, ওখান থেকে জানিয়ে দিয়েছে সৈনিকরা, এদিকে আসেনি মাসুদ রানা। এখনও বেড়ার কাছের লিসেনিং পোস্টে তানামুরা বা ওয়েইলারের সঙ্গে দেখা হয়নি জেরাল্ডের। রানা বলেছিল ওদিকেই যাবে। হন-হন করে হাঁটতে হাঁটতে ছাউনির সামনে পৌঁছে গেল জেরাল্ড। কাছেই গর্জন ছাড়ছে ভারী কয়েকটি জেনারেটার, জোগান দিচ্ছে গোটা ফ্যাসিলিটির বৈদ্যুতিক চাহিদা। তখনই হঠাৎ সামনের দৃশ্য দেখে থমকে গেল জেরাল্ড।

বেড়া পেরিয়ে অন্তত বিশ ফুট ওপর দিয়ে আসছে কী যেন!

ভুতুড়ে ধূসর কুয়াশা?

গতি তুমুল!

দু'দিকে ছড়িয়ে দিয়েছে দু'হাত।

BanglaBook.org

কৌতূহলী চোখে চেয়েই দ্বিতীয় সেকেণ্ডে জেরাল্ড বুঝে গেল কী ঘটছে! ওর গলা দিয়ে বেরোল বোবার আওয়াজ।

কয়েক সেকেণ্ড ওপরে-নীচে সরল না ওটা, তারপর অনেক দূর পেরিয়ে নামল এদিকের মাটিতে। গুলির মত যে জোরালো ধুপ্ আওয়াজ উঠল, তাতে একইসঙ্গে মুখ ফিরিয়ে ওটার দিকে চাইল অন্তত এক শ'জন সৈনিক।

শুরুতেই গুলি করেনি বলে নিজেকে চাবুক-পেটা করতে ইচ্ছে হলো জেরাল্ডের। কেন যেন মনে হয়েছিল, ঘুরেই পালাবে ওটা। আর তখুনি আরেক মস্ত লাফে গিয়ে পড়ল ছাউনির পাশে রাখা সবুজ ট্যাঙ্কারের সামনে।

হুঁশ ফিরতেই কাঁধে ওয়েদারবাই তুলে গুলি করল জেরাল্ড। পুরো নিশ্চিত হতে পারল না গুলি লাগাতে পেরেছে কি না। পরক্ষণে আরেক লাফে নামল ওটা দূরের ট্রাক ও দালানের মাঝের ঘন ঘাসে, ফলে হারিয়ে গেল নামবার সব আওয়াজ।

ইন্টারকম সিস্টেমে লে. কর্নেল রব ম্যাক্সিমিলিয়ানের জোরালো কণ্ঠ, 'হোল্ড ফায়ার! হোল্ড ফায়ার!'

ওই নির্দেশের কারণ বুঝতে পারছে জেরাল্ড।

ভীত সৈনিকদের কেউ কেউ কখনও যুদ্ধে যায়নি, বোকার মত হাজার হাজার গ্যালন অকটেনের ট্যাঙ্কে গুলি করলে এক সেকেণ্ডে উড়ে যাবে আশপাশের সব। নিজেও জেরাল্ড একেবারে শেষ মুহূর্তে বিপদটা বুঝতে পেরে গুলি করেছে দানবের উর্ধ্বাঙ্গ লক্ষ্য করে। সে-কারণেই নিশ্চিত নয় লক্ষ্যে লেগেছিল কি না।

হতবাক হয়ে ওদিকে চেয়ে আছে জেরাল্ড।

কুয়াশা-ভরা কালো রাতে বাদুড়ের মত উড়ে আসতে দেখেছে দানবটাকে, কিন্তু সেজন্য মোটেও তৈরি ছিল না। যখন জোর আওয়াজ তুলে নামল মাটিতে, তখনও পুরো বিশ্বাস করেনি নিজ চোখকে। পুরো দু'সেকেণ্ড চুপ করে দাঁড়িয়ে লোলুপ চোখে দালান

BanglaBook.org

দেখেছে ওটা! এখন ওই দ্বিধাদ্বন্দ্বের জন্য খচ-খচ করছে মন। ভাল সুযোগ হারিয়ে বসেছে।

গুলি পাঠিয়ে ওয়েদারবাই-এর ব্রিচ খুলে নতুন বুলেট ভরে নিয়েছে জেরাল্ড। এজন্য মনে মনে এখন চাপড়ে দিল নিজের পিঠ– ওকেও তো বাঁচতে হবে!

দশজন করে সৈনিকের তিনটা দল ছুটে পেরিয়ে গেল ওকে, পযিশন নিল মোটর পুলের সামনে। জেনারেটারের জোরালো আওয়াজ ছাপিয়ে হেঁড়ে গলায় একের পর এক নির্দেশ দিচ্ছে তাদের অফিসাররা। জিপ ও ট্রাকের মাঝের সরু পথ ধরে ঝেড়ে দৌড় দিয়ে ভাবল জেরাল্ড, ওটা যেদিকেই থাকুক, থাকবে ভেহিকেলের জন্য বরাদ্দ করা তিন একর জমিতেই।

তখনই এক সেকেণ্ডের জন্য শুরু হয়েই আচমকা থেমে গেল করুণ এক বীভৎস চিৎকার। পরক্ষণে ব্রাশ ফায়ার হলো এম-১৬ রাইফেল থেকে। ভীষণ ভয় পেয়ে সংক্ষিপ্ত চিৎকার ছাড়ল আরেকজন। তারপর আবারও নামল নীরবতা। কী ঘটছে বুঝে গেল জেরাল্ড। এসব চিৎকার এসেছে পুলের প্রথম লিসেনিং পোস্ট থেকে। তার মানে খুন হয়ে গেছে ওদিকের দুই সৈনিক।

ভয়ে জড়সড় হয়ে যাওয়া এক প্লাটুন সৈনিক একটু দূরেই, মোটর পুলের দক্ষিণ দিক লক্ষ্য করে চলেছে অস্ত্র হাতে। উত্তর দিকে ছুটল পনেরোজনের দুটো দল। তাদের সঙ্গে যোগ দিল অন্তত চল্লিশজন সৈনিক। সাবধানে সবাই ঢুকে পড়ল সারি সারি গাড়ির মাঝের সরু সব পথে।

BanglaBook.org

এক পা এক পা করে সামনে বাড়ছে সবাই, সতর্ক।

সার্জেন্ট ও লেফটেন্যান্টরা বার-বার বলছে: 'সাবধান! চোখ চারদিকে!'

কিন্তু প্রায়-আঁধারে বিশাল এই এলাকায় নজর রাখা অত্যন্ত কঠিন। বড় সব গাড়ির কারণে চারপাশে অসংখ্য ছায়া।

বিঘার পর বিঘা জমি, দূরে চাইল জেরাল্ড। তখনই ওদিক থেকে এল ভীতিকর আর্তচিৎকার। কালো কী যেন ছিটকে সরে গেল আরেক দিকে। রাগে-ক্ষোভে দাঁতে দাঁত চাপল জেরাল্ড। খুন হয়ে গেছে আরও দুই সৈনিক।

বিদ্যুতের গতি তুলে নানানদিকে গিয়ে খুন করছে দানব।

ছুটবার গতি বাড়িয়ে এলাকার তিন ভাগের এক ভাগ জমি পেরিয়ে গেল সৈনিকরা। কিন্তু রাতের আঁধারে দূর থেকে আসছে আর্তনাদ, তারপর থেমে যাচ্ছে সব। আবারও নীরবতা। তানামুরা ও ওয়েইলারের কথা মনে পড়ল জেরাল্ডের, যোগাযোগ করতে চাইল থ্রোট মাইকে। কয়েকবার রেডিয়োতে ডাকলেও সতর্ক করা গেল না তাদেরকে।

ওদিক থেকে কোনও সাড়া নেই।

স্টেডিয়ামে ব্যবহৃত ফ্লাডলাইটের সাদা আলোয় চোখ তুলে দেখল ওয়েইলার, ঘামে ভিজে গেছে তানামুরার মুখ। কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে জাপানি, এক হাতে কাটানা, অন্য হাতে .৪৫ পিস্তল। ভীষণ খেপে গেছে বলে চোখে হিংস্র দৃষ্টি। দেখে নিল ওপরের দিক, তারপর আরও কুঁজো হয়ে চোখ বোলাল ওদের পাশের ট্রাকের নীচে। সোজা হয়ে হতাশায় মাথা নাড়ল। চাপা স্বরে বলল, 'কুকুরটা আমাদের দিক থেকে উত্তর দিকে যাচ্ছে। হামলা করছে একটার পর একটা লিসেনিং পোস্টে।'

'ওটার পেছনে যেতে চাও?' জানতে চাইল ওয়েইলার। ঝটকা দিয়ে ঠিক করে নিল কাঁধের ব্যাণ্ডোলিয়ার।

মাথা নাড়ল তানামুরা। 'না... উচিত হবে না। এমনিতেই এদিকে আসবে। কাউকে ছাড়ছে না।' হিসাব কষতে শুরু করে একটু পর বলল, 'হ্যাঁ, ওটা খুঁজে নেবে। কিন্তু অন্যদের যেভাবে বেকায়দা অবস্থায় পেয়েছে, তা পাবে না আমাদেরকে।'

BanglaBook.org

'অ্যামবুশ করতে চাও?' ফিসফিস করল ওয়েইলার।

'ওই দানব আর আমাদের মাঝে আরেকটা লিসেনিং পোস্ট আছে। খুন করছে নিয়ম ধরে, বুকে ভয় নেই। আমাদের আগের লিসেনিং পোস্টের দুই সৈনিককে খুন করবে আগে।' আরও কঠোর হয়ে গেল তানামুরার সরু চোখের দৃষ্টি। 'কাজে লাগাতে হবে ওই সুযোগটা। কিন্তু এরপরে ও আমাদের ওপর হামলা করবে।' দু'সেকেণ্ড পর বলল, 'তোমার কি মনে হয় ওটার চামড়া ভেদ করবে ডিপ্লেটেড ইউরেনিয়াম বুলেট?'

'জানি না, ভেদ করার কথা ট্যাঙ্কের আর্মার। কিন্তু নিশ্চিত নই যথেষ্ট ভেলোসিটি দেবে কি না ম্যাগনাম শেল। ব্যথা ঠিকই পাবে।' আস্তে করে মাথা নাড়ল ওয়েইলার, বড় করে দম নিয়ে কপাল থেকে ঝেড়ে ফেলল ঘাম।

'তাই যথেষ্ট,' কুঁজো হয়ে সামনের ট্র্যান্সপোর্টারের তলা দিয়ে চোখ চালাল তানামুরা।

ফ্যাসিলিটির শেষমাথা থেকে এল অন্তত বিশটা রাইফেলের ব্রাশ ফায়ারের আওয়াজ, নরক হয়ে উঠল চারপাশ।

সেই আওয়াজের ওপর দিয়ে এল দানবীয়, ভয়ানক হুঙ্কার।

ওদিক থেকে আসছে অসহায় একদল মানুষের আর্তচিৎকার, ছিঁড়ে ফেলা হচ্ছে তাদেরকে। বন্ধ হয়ে গেল নিয়মিত গুলির নিয়ন্ত্রিত আওয়াজ, বদলে থেমে থেমে চলল গুলি।

দূরে মাযল ব্লাস্টের সাদা আলো দেখল তানামুরা। ভয়ে পাগল হয়ে চারপাশে গুলি ছুঁড়ছে ওদিকের লোকগুলো।

'এ-ই সুযোগ, যা করার এখনই,' কর্কশ হলো তানামুরার কণ্ঠ, 'ওরা যুদ্ধে ব্যস্ত, আমরা চলে যাব লিসেনিং পোস্টের পেছনে। ওদের ওপর চড়াও হবে ওটা, আর তখনই গেঁথে ফেলব। দৌড় শুরু করো!'

লুকিয়ে থেকে লাভ হবে না, মাঠের শেষমাথা লক্ষ্য করে

BanglaBook.org

ঝেড়ে দৌড় দিল দু'জন। ওদিকে থেমে থেমে চলছে গুলি। কখনও কখনও করুণ আর্তনাদ। কারও দৃষ্টি আকর্ষণ না করেই লিসেনিং পোস্টের পিছনে পৌঁছল ওরা। একটা হামভির হুডের ওপর এম-১৪ রাখল তানামুরা, চালু করল স্টারলাইট স্কোপ। সরে গেল ওয়েইলার, এক ট্র্যান্সপোর্ট ট্রাকের পিছনের বেড়ে পেতে রাখা তাঁবুর ভিতর গিয়ে ঢুকল। কমপক্ষে তিরিশ ফুট পরিষ্কার দেখবে।

ওদেরকে বিস্মিত করে পিছনে শুরু হলো গোলাগুলি ও হৈ-চৈ। ওদিকটা মোটর পুলের সামনের দিক।

হতবাক হয়ে গেছে তানামুরা ও ওয়েইলার। মাঝে অবস্থান নেয়া তিরিশজনের একটি দলকে পাশ কাটিয়ে মস্ত জমি পেরোতে মাত্র পনেরো সেকেণ্ড নিয়েছে দানব! সার্চ করতে শুরু করেছিল দক্ষিণের একটি দল, হামলা করেছে তাদের ওপর।

'হায়, ঈশ্বর,' বিড়বিড় করল ওয়েইলার, বিস্মিত। ওদের কপাল ভাল যে পাহাড়-জঙ্গল পেরিয়ে জানে বেঁচে ফিরে এসেছে। এই ফ্যাসিলিটিতে যা করছে দানব, বোঝা যাচ্ছে, ক্রমেই আরও শক্তিশালী ও চতুর হয়ে উঠেছে ওটা।

ওদের এক শ' গজ পিছনে গর্জে উঠল রাইফেল। মনে হলো, কোনও টার্গেট না দেখেই আন্দাজে গুলি করা হচ্ছে আঁধারে। তারপর একটু দূরে, নিঃশব্দে নাকে ভর দিয়ে খাড়া হয়ে উঠল দশ টনের এক ট্রাক! হতবাক হয়ে ওদিকে চেয়ে রইল ওয়েইলার। তখনই দেখল, সিংহের মত তুমুল বেগে ছিটকে উড়ে এল প্রকাণ্ড আকারের এক লোক! ধুপ্ করে নামল ওর ট্রাকের ফেণ্ডারের দশ ফুট সামনে, পরক্ষণে সামনে বাড়ল ছিটকে।

হাঁটু গেড়ে গুলি করবার আগেই লিসেনিং পোস্টের একজনের ওপর চড়াও হলো দানব। সৈনিকের গলা খপ্ করে ধরেই এক টানে ছিঁড়ে নিল মাথাটা। শুরু হয়েই থেমে গেল বেচারার

BanglaBook.org

চিৎকার। ঝট্পট্ গুলি করল তার সঙ্গী, কিন্তু বুলেট গেল দূর দিয়ে। তখনই তার বুকে নামল প্রচণ্ড থাবা, খড়ের মত ছিঁড়েখুঁড়ে গেল সৈনিকের কেভলার ভেস্ট। মাত্র দুই সেকেণ্ডের ব্যবধানে খুন হয়ে গেছে দুই সৈনিক!

লাশদুটো মেঝেতে পড়বার আগেই ট্রিগার টিপল ওয়েইলার। অস্ত্রের নলের মুখে ঝিকিয়ে উঠল বজ্রবিদ্যুতের মত সাদা আগুন। পরের সেকেণ্ডে লাফিয়ে ট্রাক থেকে নামল বিশালদেহী কমাণ্ডো, দেখল ট্রাকের পিছনের দরজায় হেলান দিয়েছে দানব, আহত কাঁধে ডান হাত।

রক্তিম চোখে রাগ নিয়ে ওয়েইলারকে দেখল। ব্যথার কাতর ধ্বনি নেই, বড় বড় দাঁতের ওপাশ থেকে এল ভয়ানক এক হুঙ্কার!

ওয়েইলারের মনে হলো, ওই আওয়াজ বাড়ি মেরেছে ওর শক্তপোক্ত বর্মে। নিজেও গর্জে উঠে আবারও টিপ দিল ট্রিগারে। আবছাভাবে শুনল, পিছনে চলছে গুলি। পরের কয়েক সেকেণ্ডে পৌঁছবে কয়েকজন সৈনিক। কিন্তু তাতে দেরি হয়ে যাবে অনেক।

একটু ভাঁজ করা দু'পায়ে ঝড়ের গতি নিয়ে তেড়ে এল বিকটদর্শন দানব, সামনে বাড়িয়ে দিয়েছে পেশিবহুল দীর্ঘ দু'হাত। বার-বার ট্রিগার টিপল ওয়েইলার। ব্যবহার করছে সমস্ত অভিজ্ঞতা ও মানসিক জোর। নিশ্চিত করছে যেন লক্ষ্যভেদ করে বারোটা বুলেটের প্রতিটি। আবছাভাবে টের পেল, একটা হামভির হুড টপকে এদিকে পড়েই হাঁটু গেড়ে বসল তানামুরা, পরক্ষণে গুলি করল।

BanglaBook.org

একই সময়ে ওয়েইলারের ওপর হামলে পড়ল দানব।

শেষ গুলি খরচ করল পোড়ামুখো কমাণ্ডো।

ওর মনে হলো, প্রকাণ্ড এক ধূসর দেয়াল আড়াল করে দিল কালো রাত ও তারাগুলোকে। ওপর থেকে ওর দিকে চাইল প্রকাণ্ড রাক্ষস, বেরিয়ে পড়েছে বড় বড় দাঁত। ওপরে তুলল দু'হাত, কিন্তু

হামলা করবার আগেই তার বুকের কাছে ঢুকে গেল ওয়েইলার, খাপ থেকে বের করে ফেলেছে বাউয়ি নাইফ, এবার গেঁথে দেবে দানবের বুকে...

'না, ওয়েইলার!' হায়-হায় করে উঠল তানামুরা। ওই একই সময়ে দেখল প্রকাণ্ডদেহী কমাণ্ডোর বুক ছিঁড়ে ফেলল দানব। ছিটকে পিছনে গিয়ে পড়ল ওয়েইলারের ক্ষত-বিক্ষত লাশ। ঘুরেই তানামুরার দিকে চাইল দানব। শাবলের মত দাঁত বেরোতেই মুখে ফুটে উঠল এক চিলতে ভয়ঙ্কর হাসি।

তানামুরা চট্ করে দেখে নিল চারপাশ। বিশ সেকেণ্ডে পৌঁছবে বেশ কয়েকজন সৈনিক। হাঁটু গেড়ে গুলি শুরু করল ও। মাত্র কয়েক সেকেণ্ডে খরচ করল তিরিশ বুলেটের ম্যাগাযিন। কিছুই পাত্তা না দিয়ে গুলি সহ্য করে সামনে বাড়ছে দানব। কোনও তাড়া নেই তার। নতুন ম্যাগাযিন ভরে গুলি করল তানামুরা, কোনও কাজেই আসছে না ওর রাইফেল। নিশ্চিত পায়ে আসছে দানব।

শেষ কয়েকটা বুলেট ফুরিয়ে এল তানামুরার। বুঝে গেল, ধীর পায়ে এগিয়ে এসে খুন করতে চায় ওটা। অনেক বেশি আনন্দ পাবে চেনা শত্রু নিধন করে। পাঁচ ফুট দূরে পৌঁছে দাঁত বের করে ভয়ানক এক হুঙ্কার ছাড়ল ডেমিয়েন।

বোধহয় ভেবেছে, অন্যদের মত ভীষণ ভয়ে চিৎকার করব, ভাবল তানামুরা। আবারও তুলল রাইফেল, যেন বুকে ভয় নেই ওর।

লোলুপ চোখে ওকে দেখে নিয়ে মাথার ওপরে দু'হাত তুলল দানব, এবার শেষ করবে শিকারকে। তার আগে হাসল ভয়ানক নিষ্ঠুরভাবে।

তখনই বিদ্যুদ্বেগে নড়ে উঠল তানামুরা। সারাজীবন কেণ্ডো প্র্যাকটিস করেছে, ঝট্ করে হাত থেকে ছেড়ে দিল রাইফেল,

BanglaBook.org

একই সময়ে বের করে নিল কাটানা; কোমর ও কাঁধের সমস্ত জোরে একপাশ থেকে চালাল তলোয়ার। রাইফেল ছেড়ে দেয়া থেকে শুরু করে কাটানা বের করে আঘাত হানবার মাঝে সময় লেগেছে মাত্র আধ সেকেণ্ড।

স্বাভাবিক কোনও মানুষের ওপর ওই আঘাত হানলে কোমর থেকে দু'টুকরো হয়ে যেত সে। কিন্তু এক পা সামনে বাড়ল দানব। মুখ নিচু করে দেখল বুক থেকে ফিনকি দিয়ে বেরোচ্ছে কালো রক্ত। পরক্ষণে ধীরে ধীরে মুখ তুলে তানামুরাকে দেখল সে।

তার দিকে বিস্ময় ও ক্রোধ নিয়ে চেয়ে আছে জাপানি যোদ্ধা। বুঝে গেছে, পরেরবার সাহায্য করবে না কপাল। প্রথমবার দানবের গর্বের সুবিধাটা পেয়েছিল। কিন্তু এখন ওটা জানে আহত করতে পারে কাটানা। কাজেই ভুল করবে না।

এমন সময়ে এদিকের সাইটে পৌঁছল সৈনিকদের প্লাটুন। দেরি হলো না গুলি করতে। এক লাফে সরে গেল তানামুরা। অন্তত এক শ'টা বুলেট লাগল দানবের দেহে। চারপাশ ভরে উঠেছে ধোঁয়া ও কান ফাটানো আওয়াজে। তানামুরা খেয়াল করল, দানবের চামড়ায় লাগছে অসংখ্য বুলেট, ছিটকে যাচ্ছে বা চ্যাপ্টা হয়ে নীচে পড়ছে। একটা বুলেটও ভেদ করতে পারছে না ত্বক!

খেপে গিয়ে শত বুলেটের হামলা পরোয়া না করে এগোল তানামুরাকে ধরবার জন্য।

তলোয়ার নিয়ে আবারও তৈরি হয়ে গেল জাপানি সৈনিক। দু'হাতে ধরেছে কাটানার বাঁট। ভাল করেই জানে, ওকে খুন করতে পারবে রাক্ষসটা। ও নিজে চাইলেও খুন করতে পারবে না ওকে। তবুও বিদ্যুদ্বেগে সরে গেল তানামুরা। বেশিরভাগ মানুষের চেয়ে অনেক দ্রুত সে।

BanglaBook.org

ক্ষুধার্ত সিংহের মত দানবটা ছুটে আসতেই মাটিতে পড়েই শরীর গড়িয়ে দিল, সরে গেল তিরিশ টনের এক ডুলির নীচে।

শেষ মুহূর্তে থেমে যেতে না পেরে প্রকাণ্ড ট্র্যান্সপোর্ট ভেহিকেলের দরজায় বাড়ি খেল দানব। ভীষণভাবে দুলে উঠল মস্ত গাড়ি। চুরচুর হয়ে গেল জানালার কাঁচগুলো। পরক্ষণে তানামুরা দেখল, রাগে উন্মাদ হয়ে স্টিলের দরজা উপড়ে নিল দানব, ছুঁড়ে ফেলে দিল অন্তত তিরিশ ফুট দূরের ছায়ায়।

ঝুঁকে ক্যাবের নীচে হাত ভরল দানব, খুঁজতে শুরু করেছে তানামুরাকে। পায়ের কাছে থাবা পড়তেই কুমিরের মত ক্রল করে উল্টো দিকে বেরিয়ে এল জাপানি যোদ্ধা। হাড়ে হাড়ে জানে: এ খেলায় জিতবে না, মরতেই হবে! শত শত গুলি হচ্ছে দানবকে লক্ষ্য করে। নানান দিকে ছুটছে বুলেট। ফুটো হচ্ছে ডুলি, টায়ার, ভেহিকেল, বাতি বা ছিঁড়ছে বেড়া– কিন্তু আহত হচ্ছে না ওই দানব! রাতের আঁধারে চিৎকার ও গর্জন ছাড়ছে, চড়াও হচ্ছে একের পর এক সারি সৈনিকের ওপর। একজনকে খুন করেই ছুটে যাচ্ছে পরেরজনের ওপর হামলা করতে। ওই দুই হাতের আওতায় যে পড়ছে, মরতে হচ্ছে তাকে।

হতবাক হয়ে গেছে তানামুরা, গড়ান দিয়ে উঠে দাঁড়াল। লড়াইয়ের সময় টের পাওয়া যায় না নিজে আহত কি না, তাই বুক, পেট, কাঁধ ও উরু হাতড়ে দেখল। আসলেই জখম হয়নি। গাড়ির ওদিকে চলছে খণ্ড লড়াই। বার বার সৈনিকদের ওপর হামলা করছে দানব।

BanglaBook.org

তানামুরা খুঁজল ওর রাইফেল, কিন্তু কোথাও দেখা গেল না ওটা। ধোঁয়াভরা ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে, হাত মুঠো করে অদৃশ্য কাউকে অভিশাপ দিল জাপানি যোদ্ধা। তখনই রকেটের গতি তুলে ওর বুকে লাগল কী যেন। ছিটকে পড়ে গেল তানামুরা। গড়ান দিয়ে উঠে বসল বটে, আর নিতে পারল না দম। বুঝে

গেছে কী হয়েছে: বুকের ভেস্টে লেগেছে লক্ষ্যহারা এক .২২৩ বুলেট। নিজে টার্গেট ছিল না ও। বদ্ধ জায়গায় এত গুলি চলছে, নিরাপদ নয় কেউ।

কয়েক সেকেণ্ড পর দম নিতে পারল তানামুরা। অবশ লাগছে শরীর, আঁচড়ে-পাছড়ে খুলে ফেলল ভারী লোড বেয়ারিং ভেস্ট, ফেলে দিল মাটিতে। চোখে এখনও দেখছে আঁধার। ঢিলে করে দিল বুলেটপ্রুফ ভেস্টের দুই ভেলক্রো স্ট্র্যাপ। তাতে লাগল একটু স্বস্তি। এতই ক্লান্ত যে গুঙিয়ে উঠল।

না, ভেস্ট ভেদ করে বুলেট বেঁধেনি বুকে।

উঠে দাঁড়াতে চাইল, কিন্তু রাত সাদা, বাতাসও কেমন হালকা আর গরম। ঝাপসা লাগছে সব।

উঠে দাঁড়িয়ে এক পা সামনে বাড়ল তানামুরা, তারপর হঠাৎ করেই কালো হয়ে গেল চারপাশ।

পঁচিশ

একটা ডেস্কের ওপর হাতি-মারা রাইফেল রেখেই উঠে বসতে গেল *পাথর ভাঙা* হ্যাঙ্ক ডিগবার্ট, আর ঠিক তখন কোনও কারণ ছাড়াই ডক্টর গ্রেবারের দিকে ঘুরে চাইল রানা; একটু সরেই ছোরার বাঁট দিয়ে মারল জোর গুঁতো। খটাস্ করে লাগল ওটা ডক্টরের কানের পাশে। উঠে বসতে শুরু করেছিল সে, নার্ভ সেন্টারে বেকায়দাভাবে লাগতেই ধুপ্ করে পড়ল মেঝেতে। শিথিল হয়ে গেছে দেহ, নিশ্চিন্তে অজ্ঞান।

BanglaBook.org

চারপাশ দেখে নিল রানা, একটু দূরে দ্বিতীয় সৈনিকের রাইফেল। কিন্তু তাও এতটা কাছে নয় যে আওতার ভিতর পাবে। চট্ করে ডেস্কের ওপর দিয়ে চারপাশ দেখল ও। চার সৈনিক গুলি করছে ডিগবার্টের ঘাঁটি লক্ষ্য করে। আপাতত ওর কথা মনে নেই কারও।

সামনে এগিয়ে দ্বিতীয় সৈনিকের এম-১৬ রাইফেল তুলে নিল রানা। গড়িয়ে দিল শরীর, থামল পুরু স্টিলের এক ডেস্কের আড়ালে। ওর নড়াচড়া টের পেয়েছে সৈনিকরা, গুলি করল স্টিলের ডেস্কের প্যানেলে।

ওখানে থামল না রানা, ক্রল করে পেরিয়ে গেল অন্তত ছয়টা ডেস্ক। পিঠ ঠেকিয়ে বসল একদিকের দেয়ালে। ম্যাগাযিন বের করে দেখল কয়টা গুলি। ঘামছে দরদর করে। হ্যাঁ, পুরো তিরিশটা বুলেটই আছে ম্যাগাযিনে। টিপে ফুল অটোমেটিক-এ নিল সিলেক্টর সুইচ। চেম্বারে দিল গুলি। দেখে নিল অফ আছে সেফটি ক্যাচ। শক্ত হাতে রাইফেল ধরে অংশ নিল যুদ্ধে।

নতুন করে গুলি ভরার ঝামেলার কারণে ওয়েদারবাই দিয়ে দুটো গুলি করবার পর অস্ত্রটা সরিয়ে রেখেছে ডিগবার্ট। এখন হাতে সেমি-অটোমেটিক পিস্তল।

ওদিকে ব্যস্ত হয়ে ওকে কোণঠাসা করতে চাইছে কালো পোশাকের সৈনিকরা। আর তখনই তাদের দু'জনের দিকে মনোযোগ দিল রানা। একটা ডেস্কের কোনা থেকে নল বের করে টিপে দিল ট্রিগার।

রিকয়েল থেকে বুঝল, ওপর দিয়ে গেছে বুলেট। নল নামিয়ে লক্ষ্যস্থির করল নতুন করে। এবার লাগল দুই সৈনিকের বুকে। বাড়তি কয়েকটা বুলেট উড়িয়ে দিল লোক দু'জনের আশপাশের ইকুইপমেন্ট। লক্ষ্যহীনভাবে মেঝেতে ও ছাতে লাগল সৈনিকদের অস্ত্রের গুলি।

BanglaBook.org

ততক্ষণে সরে গেছে রানা অন্য দিকে। মনে মনে প্রশংসা করল সৈনিকের অস্ত্রের। ৩০.৩০ ক্যালিবারের চেয়ে অনেক ভাল, তবে অস্ত্র হিসাবে এম-১৬ রাইফেলও পুরো নিখুঁত নয়। তা ছাড়া, বাড়তি ম্যাগাযিন নেই ওর কাছে। বাঁচিয়ে রাখতে হবে বুলেট।

গুলি করছে জীবিত দুই সৈনিক ডিগবার্টকে লক্ষ্য করে।

কিন্তু তার কাছ থেকে আদায় করা সম্ভব হচ্ছে না কোনও সুবিধা। গুলির পাশাপাশি তুমুল গালিও চালাচ্ছে ডিগবার্ট সমানে। হালকা এম-১৬-এর বুলেটের তুলনায় ভারী আওয়াজ তুলছে তার বুলেট। আত্মা কাঁপিয়ে দেয়।

আওয়াজ শুনে রানা বুঝল, কোথায় আছে সে।

তারপর একদম থেমে গেল গোলাগুলি।

চমকে গেছে রানা, ল্যাবোরেটরির যেদিকে যেতে চেয়েছে, ওদিকের ছাত থেকে এসেছে প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণের আওয়াজ। থরথর করে কেঁপে উঠেছে মেঝে, দেয়াল ও ছাত।

রানা বুঝে গেল, কী চালু হয়েছে। টের পেয়ে গেল, যত দ্রুত সম্ভব ওকে যেতে হবে উপরে। পাশে থাকতে হবে যুদ্ধরত সৈনিকদের।

অকটেনের ট্যাঙ্কার বিস্ফোরিত হতেই কম্পাউণ্ডের তিন ভাগের এক ভাগ জমি ভরে গেল লাল আগুনে।

'হায়, ঈশ্বর!' বিড়বিড় করল জিনা।

আগে আর পরে এমনই হবে ভেবেছিল, চলবে উল্টোপাল্টা গোলাগুলি। বুলেট লেগেছে অকটেনের ট্যাঙ্কে, আর সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরিত হয়েছে ওটা। কম্পাউণ্ডে শুরু হয়েছে আগুনের লাল-নীল হলকার ঢেউ। আগুনের ঝড় শুরু হতেই তৈরি হয়েছে উত্তপ্ত দমকা হাওয়া।

অন্তত তিরিশজন সৈনিককে দেখল জিনা, তাদের পোশাকে

BanglaBook.org

ধরে গেছে লেলিহান আগুন। মোটর পুল লক্ষ্য করে দৌড় দিল তারা। অন্য সৈনিকরা চেপে ধরে মাটিতে ফেলে দিল তাদেরকে। চাপড় দিয়ে নেভাতে চাইছে আগুন। আগুনের কমলা ঝড়ের দাপটে আকাশে ছিটিয়ে উঠেছে অনেক কিছুই। ধ্বংসযজ্ঞ দেখে আস্তে করে মাথা নাড়ল জিনা।

এ দৃশ্য আগে কখনও দেখেনি। যেন শেষ হয়ে যাচ্ছে গোটা পৃথিবী। লড়াই চলছে নরকের দেবতার সঙ্গে মানুষের। আর আজ রাতে হয়তো খুন হবে সব ক'জন মানুষ। বাঁচবে না কেউ। রক্ষা নেই ওরও।

দূরে হারকিউলিসের মত মস্ত আকারের এক লোককে দেখে সচেতনতা ফিরে পেল জিনা। না, ওটা কোনও মানুষ নয়, ভয়ঙ্কর কোনও দানব। গতি তার দ্রুত নয়, আবার মন্থরও নয়। একটার পর একটা হামভি পেরিয়ে আসছে এদিকে। খতম করছে মাটিতে পড়ে থাকা পুড়তে থাকা সৈনিকদেরকে।

তাকে চিনতে ভুল হলো না জিনার।

মাথা ভরা ধূসর চুল। লাল চোখদুটো স্কোপের মত।

নিজেও স্কোপে চোখ রেখেছে জিনা। অফ করে দিল রাইফেলের সেফটি ক্যাচ। অন্তর থেকে বুঝে গেছে: ওর বুলেটের গন্তব্য এক শ' বিশ গজ দূরে।

আগুনে পুড়তে পুড়তে ছটফট করছে সামনের লোকটা। তার বুক খুবলে মাংস বের করতে ঝুঁকল দানব

পয়েন্ট অভ এইম কন্ট্যাক্ট দেখল জিনা, তারপর টিপে দিল ট্রিগার। এক পলকের জন্য অন্ধ হয়ে গেল ব্যারেটের লেলিহান আগুনের ঝলকে। পরক্ষণে দেখল, কয়েক ফুট পিছিয়ে গেছে ওটা। তখনই একটা হামভির পাশে উঠে দাঁড়াল এক সৈনিক, রাইফেল তুলেই গুলি করল সামনে দাঁড়ানো দানবের বুকে। নিজেও দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না গালে প্রচণ্ড এক চাপড় খেয়ে।

BanglaBook.org

মাথাটা উড়ে গেল আরেক দিকে।

জ্বলন্ত ট্যাঙ্কারের কাছের জেনারেটার থেকে এল পরের বিস্ফোরণ। ভীষণভাবে থরথর করে কেঁপে উঠল চারপাশের পর্বত। বিস্ফোরিত হয়েছে ছাউনির ভিতর ইমার্জেন্সি সময়ের জন্য জমিয়ে রাখা হাজার হাজার গ্যালন অকটেন। ছোটখাটো নিউক্লিয়ার বোমার মত আগুন ও ধোঁয়ার মস্ত এক ছাতি উঠল আকাশে। তিন শ' গজ দূরের ওই আগুন মুখ পুড়িয়ে দিতে চাইল জিনার। বিস্ফোরণের প্রলয়ঙ্করী আওয়াজ হয়ে উঠেছে প্রচণ্ড গর্জন। বাড়ি খেয়ে ফিরল পাহাড়ে পাহাড়ে, যেন ধ্বংস হচ্ছে গোটা পৃথিবী।

সেকেণ্ডারি কনকাশন আসতেই গলা ফাটিয়ে হুঁশিয়ার করল জিনা, ঝট্ করে শুয়ে পড়ল মেঝেতে। ওই কনকাশন ওয়েভ ভয়ানকভাবে কাঁপিয়ে দিল গোটা দালান। ছিটকে নানানদিকে গেল ছাতের সব অ্যান্টেনা ও ডিশ।

প্রাথমিক শক সামলে নিয়েই উঠে দাঁড়াল জিনা, স্টারলাইট স্কোপে চোখ রেখে আগুনের কমলা আলোয় খুঁজল দানবকে। যে হামভির পাশে ছিল, সেখানে নেই সে। কিছুই হয়নি প্রচণ্ড বিস্ফোরণে। সৈনিকদের সর্বনাশ করছে, তাও নয়, কম্পাউণ্ডের মাঝে জড় হয়েছে তারা।

গেল কোথায় পিশাচটা!

স্কোপ ঘোরাল জিনা, ব্যস্ত হয়ে খুঁজছে। তিন সেকেণ্ড পর ওদিকের দৃশ্য দেখে বিড়বিড় করল, 'হায়, ঈশ্বর!'

মাত্র বিশ ফুট দূরে এক ট্রাকের ক্যাবের ছাতে লাফিয়ে উঠেছে ওটা! তখনই রাইফেল ঘুরিয়ে গুলি করল জিনা। কিন্তু রাইফেল গর্জে উঠতেই বুঝল, মিস করবে টার্গেট। দ্বিতীয়বারের মত কাঁধে ঠেকিয়ে নিল কুঁদো, ভুলে গেল স্কোপের কথা। এত কম রেঞ্জে ওটা লাগবে না।

BanglaBook.org

ছাতে দাঁড়িয়ে থাকা দশজন সৈনিক গুলি করল ওরই মত। নীচে ছুটে গেল একরাশ বুলেট। কিন্তু বিন্দুমাত্র পাত্তা না দিয়ে লাফ দিয়ে ট্রাক থেকে নেমে গেল ওটা, পরক্ষণে ছিটকে গেল সামনে। যেন খ্যাপা কোনও ষাঁড়। প্রচণ্ড গতি নিয়ে জোরালো ধুম্ আওয়াজ তুলে লাগল ফ্যাসিলিটির স্টিলের দরজায়। কয়েক পশলা বুলেট লাগল তার দেহে। কিন্তু সেদিকে কোনও খেয়াল নেই, আরও কয়েক গুঁতো দিয়েই ছিঁড়ে ফেলল দরজার কবজা ও বোল্ট। ঢুকে এল ফ্যাসিলিটির ভিতরে।

ছাতে আতঙ্কে জমে গেল সৈনিকরা, পরিষ্কার দেখেছে কীভাবে খুন হয়েছে সৈনিকরা মোটর পুলে। ভীত অফিসারদের কাছ থেকে এল উল্টোপাল্টা নির্দেশ। কেউ বুঝতে পারছে না কী করবে। এমন সময় ভীত কণ্ঠে ধমক দিলেন লে. কর্নেল রব ম্যাক্সিমিলিয়ান। 'সরে যাও! এরপর গুলি করা হবে এম-৬০ থেকে!'

মার্কিন বাহিনীর স্মল আর্মস্ হিসাবে ভিয়েতনামে সেরা অস্ত্র ছিল ওই ফুল অটোমেটিক মেশিনগান। ছাতের একমাত্র দরজার দিকে তাক করা হলো ওটা।

মরলে মরবে, বাঁচলে বাঁচবে, নিজেদেরকে সামলে নিয়েছে সাহসী সৈনিকরা। যে যার অস্ত্র তাক করল দরজার দিকে। ওই দানব যদি সত্যিই ঝাঁক ঝাঁক গুলি ঠেলে এগোয়, কিছুই করবার থাকবে না।

ছাতের খাটো দেয়ালের পাশে আড়াল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে জিনা। দেখে নিল চারপাশ। মনে পড়েছে রানার পরামর্শ। বুজে ফেলল চোখ, শান্ত করতে চাইল মনকে। ধীরে ধীরে কয়েকবার নিল দম। বুঝে নিতে চাইল, এরপর কী করা উচিত ওর। নিজেকে জিজ্ঞেস করল, ওটা কি সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসবে? মাথা নাড়ল। আগে বার-বার চমকে দিয়েছে ওদেরকে। এমন কিছু

BanglaBook.org

করবে, যেটা আশাই করা যায় না।

'এবারও চমকে দেবে,' ফিসফিস করে নিজেকে বলল। ঝেড়ে দৌড় দিল দালানের দক্ষিণ দিক লক্ষ্য করে। পৌঁছে গিয়ে নীচে চাইল সতর্ক চোখে। কেউ নেই এদিকে। আরেক দৌড়ে পুবের রেলিঙে পৌঁছল জিনা। সামনেই সিঁড়িঘর। চিৎকার করে ওকে সাবধান করল বেশ কয়েকজন সৈনিক।

'সিঁড়িঘরের দরজার দিকে তাক করা হয়েছে মেশিনগান!'

'জিনা উইলসন, সরে এসো!'

'সরে যাও!'

'দরজা ভেঙে গেলেই মেশিনগান চালু হবে!'

'বোকা মেয়ে...'

ওদিকে মনোযোগ না দিয়ে ছাতের রেলিঙের কিনারা দেখছে জিনা। দৌড়ে এসে হাঁফিয়ে গেছে।

না, এদিকেও তো নেই ওটা!

'সরে যাও, জিনা উইলসন!' রাগ ও ক্ষোভ নিয়ে ধমকে উঠল এক বয়স্ক সৈনিক।

দরদর করে ঘামছে জিনা। উত্তর দিকের রেলিং লক্ষ্য করে দৌড়াতে শুরু করেছে। আকাশের এক শ' ফুট ওপরে জিভ চাটছে লালচে আগুন। কয়েক পা যেতে না যেতেই সেই আলোয় ওটাকে দেখল জিনা। কিন্তু ওকে দেখেনি সে। মাটি থেকে মস্ত এক লাফে তিরিশ ফুট উঠে নেমেছে ছাতের কিনারায়, টপকে এল রেলিং। কুঁজো হয়ে একবার দেখল চারপাশ। তার দিকে পিঠ দিয়ে রেখেছে সৈনিকরা, জানেও না পিছনে পৌঁছে গেছে সাক্ষাৎ মৃত্যু। থমকে দাঁড়িয়ে গেল জিনা, ঘুরেই তুলল ব্যারেট রাইফেল, চাইল সাইটের ভিতর দিয়ে। তখনই ওর দিকে ধীরে ধীরে মাথা ঘোরাল ওটা। শাবলের মত দাঁত বের করে হাসতে শুরু করেছে।

জিনা বুঝে গেছে, আজ হোক বা কাল, একদিন মরতেই

BanglaBook.org

হবে। পেশাদার সৈনিকের ট্রেনিংও ওকে উদ্বুদ্ধ করল: যতক্ষণ মারা না পড়ছ, লড়াই করার চেষ্টা করো!

গুলি করল জিনা। বুলেট গিয়ে লাগল দানবের বুকের ওপরাংশে। পিছনের দেয়ালে পিঠ ঠেকল দানবের। হিসাব কষে ফেলেছে জিনা, ম্যাগাযিনে আছে মাত্র দুটো বুলেট। দানবটা লাফিয়ে সোজা হতেই আবার গুলি করল ও। বুকে লাগল ভারী বুলেট, থরথর করে কেঁপে উঠে ছাতে উপুড় হয়ে আছাড় খেল দানব। কিন্তু ধীরে ধীরে হাঁটু ও হাতের জোরে আবারও উঠে দাঁড়াচ্ছে। গলা দিয়ে বেরোল চাপা গর্জন। প্রায় খালি ম্যাগাযিন খুলে আরেকটা ভরে নিল জিনা। রাইফেলে এখন আছে পাঁচটা বুলেট।

ছাতের সৈনিকরা বুঝে গেছে, অকস্মাৎ হামলা করেছে দানব। ঘুরেই লক্ষ্য ঠিক করে নিল তারা, পশলা পশলা বুলেট গেল ওদিকে। ব্যথা লাগছে ওটার, বুলেটের আঘাতে ছড়ে যাচ্ছে চামড়া, হাত-পায়ের কোথাও কোথাও পুড়েও গেছে; দেহ থেকে ঝরছে কালো রক্ত, উঠে দাঁড়িয়েই ছুটে গেল জিনার দিকে।

ভুরু কুঁচকে পাথরের মূর্তি হয়ে আছে জিনা, আর কিছুই করবার নেই ওর।

নাকি আছে?

দাঁতে দাঁত চেপে গুলি করল। দীর্ঘ ব্যারেলের মুখ থেকে বেরোচ্ছে ছয় ফুটি কমলা আগুন। ব্যথায় গর্জে উঠল দানব, প্রচণ্ড সব ধাক্কা খেয়ে থমকে যেতে হচ্ছে তাকে। আবারও তার দিকে রাইফেল তাক করল জিনা পরের বুলেট আবারও লাগল বুকে। ব্যারেটের লাল আগুনের ঝিলিকে আলোকিত হয়ে উঠেছে ছাত। শেষ গুলির পর জিনা দেখল, ছিঁড়ে গেছে দানবের গলা ও ঘাড়ের এক অংশের মাংস।

তবুও দাঁড়িয়ে ভারসাম্য পাওয়ার জন্য টলমল করছে। মনে

BanglaBook.org

হলো চলে গেছে শকের ভিতর। মারাত্মকভাবে আহত। বাঁকা হয়ে দাঁড়াল। দু'হাতে ধরল আহত গলা।

পিছনে রেলিং, পিছাতে পারবে না জিনা। খালি ম্যাগাযিন ফেলে ক্লিক আওয়াজে ভরে নিল নতুন একটা। তাতে সময় লাগল দু'সেকেণ্ড। ছয় ইঞ্চি বুলেট এবার বিঁধিয়ে দেবে শত্রুর হৃৎপিণ্ডে। কিন্তু ওর দিকে খেয়াল নেই ওটার। টলতে শুরু করে গোঙাচ্ছে, চলল আরেক দিকে। এক হাতে চেপে ধরেছে গলা।

'অ্যাই!' চিৎকার করল জিনা। 'পালাচ্ছ কোথায়?'

টলমল করতে করতে সৈনিকদের দিকে চলেছে সে।

'জিনা!' তখনই চিৎকার করল এক সৈনিক, 'সরো ওদিক থেকে!'

সৈনিকদের খুব কাছে পৌঁছে গেছে দানব।

জিনা ও সৈনিকরা রয়েছে পরস্পরের লাইন অভ ফায়ার-এ। জিনা খুন হবে বলে দানবের দিকে গুলি করছে না সৈনিকরা। এদিকে ব্যারেট ব্যবহার করছে না জিনা, কারণ গুলিবিদ্ধ হতে পারে সৈনিকরা।

আর দশ কদম গেলেই সৈনিকদের মাঝে গিয়ে পড়বে দানব।

এদিকে জিনার সময় নেই যে সরে যাবে কোনওদিকে।

মানুষগুলোর চেহারায় আতঙ্ক দেখল জিনা।

এবার গুলি ওদেরকে করতেই হবে!

ঘাড় ফিরিয়ে ছাতের কিনারা দেখল জিনা। তিরিশ ফুট নীচে জমিন। ওখানে রয়েছে জং ধরা কিচেন ডোর। একপাশে বড়সড় কয়েকটা ট্র্যাশ ক্যান। ভরে গেছে আবর্জনায়। এক সেকেণ্ডের দশ ভাগের মাত্র এক ভাগ সময় ভাবল জিনা, পরক্ষণে ব্যারেট রাইফেল হাতে টপকে গেল রেলিং, উড়াল দিল রাতের আঁধারে। পড়তে শুরু করে চিৎকার করল, 'খুন করো ওটাকে!'

সাঁই-সাঁই করে নীচে পড়ছে জিনা। ওর পিছনে সাদা হয়ে

BanglaBook.org

গেল আকাশ। ছাতে শুনল আহত এক ভয়ানক গর্জন। পরের সেকেণ্ডে দড়াম করে কী যেন লাগল জিনার পিঠে।

ব্যথা, বড্ড ব্যথা!

কীসে যেন ঠাস্ করে লাগল মাথা।

চুলগুলো বিছিয়ে গেল মুখের ওপর।

চোখে নামল নিকষ কালো আঁধার।

ছাব্বিশ

রক্তে একরাশ অ্যাড্রেনালিন, মন চাইছে এখনই ছুটবে ছাতে, কিন্তু নিজেকে সামলে রেখেছে রানা। এখন কোনও ভুল করলে মরতে হবে। বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে ক্রল করতে লাগল রানা।

একইসঙ্গে থেমে গিয়েছিল দুই পক্ষ, এবার নতুন উদ্যমে চলল গোলাগুলি।

দক্ষ মেরিন সৈনিক প্রাক্তন মার্শাল হ্যাঙ্ক ডিগবার্ট, প্রতিপক্ষকে সামান্য সুযোগও দিচ্ছে না। বরং তাকেই একটু ভয় পাচ্ছে রানা। যেভাবে গুলি করছে সে, ওকেই না গেঁথে ফেলে!

এদিকে নীরবে ক্রল করে শেষ দুই সৈনিকের পিছনে পৌঁছে বাঘের মত খাপ পেতে বসে আছে রানা।

কংক্রিটের এক পিলারের আড়াল থেকে উঁকি দিল।

ওই যে, ধূসর পোশাক পরে বসে আছে হ্যাঙ্ক!

দাঁত খিঁচিয়ে গুলি করছে। সামনে উল্টে ফেলা ডেস্ক। এক সৈনিক গুলি শুরু করবার আগেই ঝট্ করে সরে গেল রানা। ওর

BanglaBook.org

আশপাশের দেয়াল, মেঝে, ছাত ও নানান ইকুইপমেন্টে লাগছে একরাশ গুলি। ওই গুলিবর্ষণ থেমে যাওয়ার জন্যে অপেক্ষা করল ও, তারপর পিলারের আড়াল থেকে এম-১৬-এর নল বের করে গুলি পাঠাল।

কপালে তৃতীয় নয়ন নিয়ে শুয়ে পড়ল সৈনিক।

কিন্তু ঘুরেই রাইফেল তাক করল তার সঙ্গী।

আগেই পিলারের ওদিকে লুকিয়ে পড়েছে রানা। দেয়াল ও পিলার ক্ষত-বিক্ষত করে নানানদিকে ছিটকে গেল সৈনিকের বুলেট। তখনই শোনা গেল ডিগবার্টের টিটকারি: 'আরে, শালা, ভুলে গেলি দুলাভাইয়ের কথা?'

ওদিকে উঁকি না দিয়েও রানা বুঝে গেল শেষ সৈনিককে বাগে পেয়ে গেছে ডিগবার্ট।

একরাশ ৭.৬২ এমএম বুলেট খ্যার-খ্যার আওয়াজ তুলল। ওর রাইফেল একে-৪৭। তবে নল কাটা।

পাঁচ সেকেণ্ড পর আবারও উঁকি দিল রানা।

ওদিকের মেঝেতে শুয়ে আছে কালো পোশাকধারী সৈনিক। উড়ে গেছে আস্ত মুখ।

খটাং আওয়াজ তুলে মেঝেতে পড়ল ব্যানানা ক্লিপ। আটকে নেয়া হলো রাইফেলে নতুন ম্যাগাযিন। পিলারের আড়াল থেকে রানা বেরিয়ে আসতেই ওর দিকে চাইল ডিগবার্ট। দাঁত বেরিয়ে গেল চওড়া হাসিতে। চোখ টিপল, 'কী বুঝলে, বাছা?'

'বুঝলাম আপনি মোটেও সুবিধার লোক না,' হাসল রানাও।

'বাছা, ওই একই কথা বলে তোমার চাচী!'

মাথা দোলাল রানা। বুঝে গেছে, আপাতত প্রায় বধির হয়ে গেছে গোলাগুলির আওয়াজে। এম-১৬ থেকে খুলল ম্যাগাযিন, মরা এক সৈনিকের পাশ থেকে নিল ব্যাণ্ডোলিয়ার। ওটাতে আছে ছয়টা ম্যাগাযিন। একটা আটকে নিল রাইফেলে। বোল্ট পিছিয়ে

banglabook.org

নিয়ে চেম্বারে পাঠিয়ে দিল বুলেট। এবার এক নাগাড়ে করতে পারবে তিরিশটা গুলি। ওয়েদারবাই তুলে নিয়ে ওর দিকে এল ডিগবার্ট। খটাস্ করে বন্ধ করল প্রকাণ্ড রাইফেলের ব্রিচ।

'আমাদের ছাড়াই দানবের সঙ্গে নাচতে শুরু করেছে ওরা,' বলল ডিগবার্ট। উত্তেজনার ছাপ নেই কণ্ঠে। 'কিন্তু আমাদেরও তো নাচতে হবে?'

'হুঁ, চাচী যখন দেখছে না আপনি কার সঙ্গে নাচছেন।'

'আমেরিকান সৈনিক গো-হারা হারছে,' বলল ডিগবার্ট, 'এখানে আসার আগে সবই শুনেছি জেরাল্ডের কাছে। ওই সিরাম ভরে দেয়া উচিত ওই শুঁটকি ডাক্তারের পোঁদে। তা হলে যদি শালা মানুষ হয়! যথেষ্ট প্রমাণও আছে আমাদের কাছে। এদের মাফ নেই।' তাড়া দিল ডিগবার্ট, 'চলো, বাছা, নাচে যোগ দিই!'

প্রৌঢ়ের অনুরোধ না শুনে খুঁজে বের করল রানা সিরাম মডিউল। দেখে নিল ওখানে লেখা: এইচডি-৬৭। জিনিসটা চেপ্টে যাওয়া প্লাস্টিকের স্যালাইন ব্যাগের মত দেখতে। ল্যাবোরেটরি থেকে কালো এক ক্যানভাস ব্যাগ নিয়ে তার ভিতর রাখল জিনিসটা। কোমরে গুঁজে নিল কালো ব্যাগ।

'এবার কী করতে চাও, বাছা?' জানতে চাইল ডিগবার্ট।

'আরেকটা কাজ,' বলল রানা। পরক্ষণে এম-১৬ তুলেই গুলি করল ঝুলন্ত শবাধার লক্ষ্য করে। বিস্ফোরিত হলো সবুজ তরলে ভরা আধার। ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক ফিল্ড ও তামার কয়েলে বয়ে গেল ভয়ঙ্কর বিদ্যুৎ। একই সময়ে খণ্ড খণ্ড হলো ওই দানবের দেহ ও তারবাহিত কফিন।

আরও দুটো ম্যাগাযিন ব্যবহার করে আশপাশের সব চুর-চুর করে দিল রানা। দানবের দেহের খণ্ডাংশ পোড়াতে শুরু করেছে তামার কয়েল। শর্ট সার্কিট হয়েছে ওদিকের সব কিছুতে।

'এবার কী?' গুলি থামবার পর জানতে চাইল ডিগবার্ট।

BanglaBook.org

'চলুন, যাওয়া যাক,' শান্ত গলায় বলল রানা।

'তুমি দেখি, বাছা, আমার চেয়েও এক কাঠি সরেস,' বিড়বিড় করল ডিগবার্ট।

ওরা চলে এল লিফটের সামনে। টিপে দিল রানা দেয়ালের সুইচ। দেখলে মনে হবে পাশের ওই স্টিলের দরজা মস্ত কোনও রেফ্রিযারেটারের। ঘাড় ফিরিয়ে মাটিতে শোয়া গ্রেবারকে দেখাল *পাথর ভাঙা* ডিগবার্ট, ভুরু নাচিয়ে জানতে চাইল বদমাশটাকে এখানেই খতম করে দেয়া উচিত কি না। মাথা নাড়ল রানা।

লিফটের কবাট খুলে যেতেই দু'জন উঠে পড়ল। বড়সড় লিফট। ওদের পিছন পিছন ভিতরে ঢুকল শীতল হাওয়া। কয়েক সেকেণ্ড পর চওড়া দরজা বন্ধ হয়ে ওপরে উঠতে লাগল লিফট।

মাত্র একটা নতুন তথ্য পেয়েছে রানা ল্যাবোরেটরিতে। তা নিয়ে ভাবছে। বাইরে যে দানব হামলা করছে, তার বেঁচে থাকবার কথা মানুষের অন্তত দশ গুণ বেশি। গুলি করে তাকে আহত করা যায় না। যা খুশি করছে, ঠেকাতে পারছে না কেউ।

তখনই টিং শব্দে খুলে গেল লিফটের দরজা।

সামনের আকাশে আগুন ও ধোঁয়া। চলছে রাইফেলের বিক্ষিপ্ত গুলির আওয়াজ। আঁধারে ছোটাছুটি করছে সৈনিকরা। আরও দূরে শোনা গেল বিকট এক ভয়ঙ্কর আওয়াজ। আগুনে বিস্ফোরিত হয়েছে কিছু। ওই আওয়াজ শুনে চমকে গেছে রানা। ভাবল, আমার কাছে ওই সিরাম। ওটা চায় ওই দানব। এবার ওটাকে টেনে আনতে হবে নিজের দিকে।

Banglabook.org

লিফট থেকে বেরিয়ে খোলা দরজা দিয়ে একটু দূরের লেলিহান আগুন দেখে ভুরু কুঁচকে ফেলল ডিগবার্ট। জানের ভয়ে পালিয়ে গেছে দালানের ভিতরের অফিশিয়ালরা ঘুরে চাইল সে রানার দিকে। 'বাছা, এত ধোঁয়ার ভেতর তো কিছুই দেখব না!' খক-খক করে কেশে ফেলল। 'ওই শয়তানটা নষ্ট করে দিয়েছে

বিদ্যুৎ সংযোগ! তুমি কোন্‌দিকে যেতে চাও? আমি যদি পারি, খুঁজে বের করব টমকে!'

ঝড়ের গতিতে সামনের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল রানা, ডিগবার্টের উদ্দেশে বলল, 'যাচ্ছি ছাতে! ওটাকে যদি দেখতে পাই, নিজের দিকে টেনে নেব!'

'কও কী, বাছা!' রানা ওপরে চলে গেছে দেখে কম্পাউণ্ডে বেরিয়ে এল ডিগবার্ট।

দূরে আর্তচিৎকার।

খুন করে ফেলা হচ্ছে সৈনিকদেরকে।

সাতাশ

কোথাও কোনও ব্যথা নেই, খুব অলস লাগছে নিজেকে, পিঠের নীচে কী যেন টের পেয়ে কাত হলো জিনা। নীচে ওটা একটা টিনের টুকরো। আনমনে হাত বাড়িয়ে পেয়ে গেল ব্যারেট রাইফেলের বাঁট। তখনই বুঝল, ছাত থেকে পড়ে জ্ঞান হারায় আবর্জনার ভিতর।

কাত হয়ে হাতের জোরে উঠে বসল জিনা। ওপর থেকে আছাড় খেয়ে প্রচণ্ড ঝাঁকি লেগে অবশ হয়ে গেছে শরীর। ঈশ্বর জানেন ভেঙেছে কয়টা হাড়। শরীর চলছে এখনও শুধু অ্যাড্রেনালিনের স্রোতের জোরে। তাই তেমন ব্যথাও নেই।

কোলে ব্যারেট রাইফেল তুলে নিল জিনা, কিন্তু হাত ফস্কে পড়ে গেল ওটা। বড় করে দম নিয়ে চারপাশে চাইল।

BanglaBook.org

না, আর কেউ ওর মত ছাত থেকে লাফ দেয়নি। ফ্যাসিলিটির আরেক প্রান্তে হৈ-চৈ তুলছে একদল ভীত লোক।

উঠে দাঁড়িয়ে দাঁতে দাঁত চেপে ব্যারেট রাইফেল কাঁধে ঝুলিয়ে নিল জিনা। প্রয়োজন পড়লে কোমরের কাছ থেকে গুলি করবে। বোল্ট টেনে চেম্বারে পাঠাল রাউণ্ড।

রওনা হয়ে গিয়ে ভাবল, জানি না কী ধরনের ক্ষত হয়েছে দেহে। কিন্তু, ভালভাবেই তো হাঁটতে পারছি!

দালানের কোনা ঘুরে দেখল ওদিকটা স্টোরেজ ছাউনি, কালো হয়ে গেছে আগুনে পুড়ে।

হাজারবার যে ট্রেনিং নিয়েছে, তা কাজে এল ওর। চট্ করে দেখল লোড বেয়ারিং ভেস্টে এখনও পাঁচটা ম্যাগাযিন। দালানের পিছনে পৌঁছে থমকে বুঝল, আশপাশে নেই কুঁজো ওই দানব। একটু দূরে পড়ে আছে একদল সৈনিক। ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে হাত-পা-বুক-কোমর-উরু। লাশ হয়ে গেছে বেশিরভাগ। এখনও বেঁচে আছে কেউ কেউ, সহ্য করছে প্রচণ্ড ব্যথা। চিকিৎসা না পেলে আগামী কিছুক্ষণের ভিতর মরবে।

চোখ সরু করে চারপাশ দেখল জিনা। না, এদিকে নেই ওই দানব। ছাতেও নেই। একটু দূরে কেঁউ-কেঁউ করছে কয়েকটা জার্মান শেফার্ড কুকুর। মনে হলো ভীষণ ব্যথা দেয়া হয়েছে ওগুলোকে।

দালানের আরেক কোণে ধূসর এক প্রকাণ্ডদেহী লোক!

দেরি না করে কাঁধে ব্যারেট রাইফেল তুলল জিনা। ট্রিগারে চেপে বসছে আঙুল, এমন সময় পিছনের আগুনের শিখার পটভূমিতে রাইফেল হাতে ডিগবার্টকে চিনতে পারল।

হাতের ইশারা করল সে।

দ্রুত প্রায় দৌড়ে প্রৌঢ়ের সামনে গিয়ে থামল জিনা। সারা শরীরের ব্যথায় অস্থির লাগছে ওর। হাঁফাতে শুরু করে বলল,

BanglaBook.org

'আমার... মনে হয়... ওটা ভেতরে ঢুকে পড়েছে!'

রাগে বিকৃত চেহারায় জানতে চাইল ডিগবার্ট, 'বেঁচে আছে ক'জন?'

কয়েক সেকেণ্ড পেরিয়ে গেল, তারপর মাথা নাড়ল জিনা। 'বেশি নেই, সবাই প্রায় শেষ। বাকিরা মরছে। আগে কখনও এমন দেখিনি। যারা আহত, তাদের জন্যে কিছুই করতে পারব না।' মাথা নাড়ল জিনা। সহ্য করছে দেহের নানান মারাত্মক ব্যথা। এসব হয়েছে কনকাশনের কারণে। নিচু স্বরে বলল, 'রানা কোথায়?'

'বেঁচে আছে,' বলল ডিগবার্ট, মনে হলো নিজেই অবাক। 'কিন্তু ওই দানবকে খুন করতে না পারলে বাঁচবে না বেশিক্ষণ।'

'জানি,' বিড়বিড় করল জিনা।

ফ্যাসিলিটির পাশের এক দরজা খুলতে চাইল ডিগবার্ট। ওটা লক করা। ছুটতে শুরু করে ফ্যাসিলিটির সামনের দিকে চলে এল ওরা। জিনার পিছনেই ডিগবার্ট। থমকে গেল ওরা। সামনেই পড়ে আছে আগুনে পুড়ে শিককাবাব হয়ে যাওয়া এক সৈনিক। ছিঁড়ে নেয়া হয়েছে নাড়িভুঁড়ি। খেয়ে ফেলা হয়েছে হৃৎপিণ্ড ও কলিজা। মনেই হচ্ছে না মানুষটা একসময় বেঁচে ছিল। ভেঙে দেয়া হয়েছে ঘাড়। আর ছায়ায় বসে ঝুঁকে পড়ে তার পোড়া মাংস খাচ্ছে ওই দানব!

জিনা ও ডিগবার্টকে দেখে লাশ ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ওটা। মাত্র পাঁচ সেকেণ্ডে মস্ত কয়েক লাফে চলে গেল অন্তত এক শ' ফুট দূরে।

হতবাক হয়ে ওদিকে চেয়ে রইল ডিগবার্ট। তখনই ব্যারেট রাইফেল কাঁধে তুলে গুলি পাঠাল জিনা। চারপাশ কেঁপে উঠল ভারী রাইফেলের আওয়াজে।

হাঁটু গেড়ে বসে গুলি করল ডিগবার্ট। দেখল, বার কয়েক গুলি

BanglaBook.org

লাগল ওটার পিঠে। আরও কয়েক লাফে দেড় শ' গজ দূরে সরে গেল দানব। পরের কয়েক সেকেণ্ডে হারিয়ে গেল আঁধারে।

তার আগে অন্তত পাঁচটা গুলি করেছে জিনা। ওর বুলেটের আঘাতে ছিটকে সামনে বেড়েছে ওই দানব।

নতুন করে রিলোড করে নিল ডিগবার্ট। সামনে বাড়ছে দক্ষ সৈনিকের মত, ভয় নেই বুকে। কিন্তু টার্গেট চলে গেছে বহু দূরের ছায়ায়।

আগেরটা ফেলে নতুন ম্যাগাযিন রাইফেলে ভরল জিনা। বড় করে দম নিল।

বুলেটের ধূসর ধোঁয়ায় থমকে গেছে ডিগবার্ট। চেম্বার থেকে ফেলে দিল খরচ করা খোসা। ব্যাণ্ডোলিয়ার থেকে নিল আরও দুটো কার্তুজ। রাইফেল তৈরি রেখে আস্তে করে মাথা দোলাল।

কথা হলো না ওদের ভিতর। যেদিকে গেছে ওই দানব, সেদিকে পা বাড়াল জিনা ও ডিগবার্ট। আর তখনই জিনার কাঁধে হাত ফেলল কে যেন! চরকির মত ঘুরে কোমরের কাছ থেকে রাইফেল তাক করল ডিগবার্ট। থেমে গেল ট্রিগার টিপতে গিয়েও। আগুনের কমলা পটভূমিতে দেখতে পেয়েছে পরিচিত একজনকে।

ঘুরেই বিসিআই এজেন্টের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল জিনা। 'রানা!'

কোন্‌দিকে গেছে দানব জেনে নিল রানা।

'এভাবে লড়াই করলে হারব আমরা,' প্রায় ফিসফিস করে বলল ও। দেয়ালের পাশে ছায়ায় টেনে নিল জিনাকে। 'আমার সঙ্গে এসো!'

জিনা বা ডিগবার্ট কেউই জানতে চাইল না কী করতে চাইছে রানা। প্রিয় মানুষটাকে দেখে ভরে গেছে জিনার বুক। আর রানার দক্ষতা নিজ চোখে দেখেছে ডিগবার্ট, বুঝেছে এর ওপর ভরসা করা চলে।

BanglaBook.org

খুব সাবধানে দালানের পিছনে চলল রানা। বাঁক ঘুরে গিয়ে থামল ভাঙা স্টিলের দরজার কাছে।

'ও যা খুঁজতে এসেছে তা পায়নি,' বলল রানা। 'সে জিনিস পেতে হলে দালানের ভেতর ঢুকতে হবে ওকে। যেকোনও দিক দিয়ে বিদ্যুদ্বেগে আসবে।' আবার চারপাশ দেখল রানা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে। 'আমাদেরকে ভঙ্গি নিতে হবে, যেন পিছাতে শুরু করেছি,' নিচু স্বরে বলল রানা। ডিগবার্ট বা জিনার দিকে চোখ নেই ওর, বার-বার দেখছে চারপাশ। 'খোলা জায়গায় বেরোলে হারব। এমন কোথাও ফাঁদ পাততে হবে, যেখানে সব অস্ত্র নিয়ে ওটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি। এ ছাড়া ঠেকাতে পারব না ওটাকে।'

মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম রানার, চুল লেপ্টে গেছে ত্বকে, কিন্তু মনে হলো না ছোটাছুটি করে মোটেও ক্লান্ত। কোনও কথা না বলে হাতের ইশারায় ডিগবার্ট ও জিনাকে নিয়ে গেল স্টিলের দরজার আরও কাছে।

কর্কশ স্বরে জানতে চাইল ডিগবার্ট, 'টম কোথায়? আর ওই জাপানি? পেছনের বেড়ার কাছে মোটর পুল পাহারা দেয়ার কথা ওদের।'

চট্ করে ডিগবার্টকে দেখে নিল জিনা। 'ওয়েইলার মারা গেছে। নিজের চোখে দেখেছি। তারপর পড়ে গেল তানামুরা, কিন্তু বোঝা গেল না মারা গেছে কি না।' ঊরুর হাড়ে খচ্ করে ব্যথা পেতেই ঝুঁকে দাঁড়াল ও। আস্তে করে মাথা নেড়ে বলল, 'আমি... ঠিক জানি না মিস্টার জেরাল্ড কোথায়।'

'ঠিক আছে, তোমরা বুঝে নাও কী করব আমরা,' ফিসফিস করল রানা। চট্ করে দেখল দরজা দিয়ে ভিতরে। ওখানে জ্বলছে লাল ইমার্জেন্সি বাতি। ডিগবার্ট ও জিনাকে একবার দেখে নিয়ে বলল, 'আমি বেরিয়ে যাব বাইরে। দেখব কেউ বেঁচে আছে কি

BanglaBook.org

না। তোমাদের ধারণা পিছনের বেড়ার কাছে আছে জেরাল্ড আর তানামুরা?'

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল জিনা। কপাল থেকে সরিয়ে দিল ঘর্মাক্ত চুল।

'ঠিক আছে। এটাই একমাত্র খোলা দরজা। পাহারা দেবে তোমরা। অন্যগুলো ঝালাই করে বন্ধ করা হয়েছে। আমি চললাম পিছনের উঠান ঘুরে দেখতে।' জিনা বা ডিগবার্ট আপত্তি তুলতে পারে, সেজন্য কয়েক সেকেণ্ড সময় দিল রানা, তারপর বলল, 'দশ মিনিট সময় দেবে। তার ভেতরে যদি না ফিরি, যেভাবে পারো, বল্টু বা কিছু দিয়ে বন্ধ করবে এই দরজা। এদিকের বল্টু ভেঙে ফেলেছে, যদি কোনওভাবে কবাট বন্ধ করতে না পারো, টানা গুলি করে ঠেকাবে ওটাকে। যদি সম্ভব হয়, ওয়েল্ডিং মেশিন ব্যবহার করে ঝালাই করবে দরজা। পরে ভুলেও খুলতে চেষ্টা করবে না। ফ্যাসিলিটির ভেতরে থাকার কথা রেডিয়ো, সেক্ষেত্রে ইমার্জেন্সি এক্সট্র্যাকশনের জন্যে সাহায্য চাইবে আর্মির কাছে।' দূরের ব্ল্যাকহক হেলিকপ্টার দেখে নিল রানা। গুরুত্ব বুঝতে পারেনি বলেই ওটার ক্ষতি করেনি ওই দানব। ডিগবার্ট ও জিনাকে আরেকবার দেখল রানা। 'তোমরা ওটাকে আকাশে তুলতে পারবে?'

'আমি পারব না,' মাথা নাড়ল জিনা।

'আমিও না,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল ডিগবার্ট।

'সেক্ষেত্রে দালানের ভেতরে থাকবে,' বলল রানা। 'আমি ফিরে এলে তোমাদেরকে নিয়ে ওটাতে করে সরে যাব।' এক মুহূর্ত চুপ করে থাকল রানা, তারপর বলল, 'চোখ-কান খোলা রেখো। ছাতের দরজার ব্যাপারে সাবধান। ওদিক দিয়ে নেমে এসে হামলা করতে পারে।'

'এটা রাখো,' ব্যাণ্ডোলিয়ার আর ওয়েদারবাই রাইফেল রানার

BanglaBook.org

দিকে বাড়িয়ে দিল ডিগবার্ট। 'চেম্বারে দুটো কার্তুজ আছে। ব্যথা দেবে, কিন্তু খুব কাছে না পেলে সাধ্য নেই ওটাকে শেষ করার।'

রাইফেল ও ব্যাণ্ডোলিয়ার বুঝে নিয়ে একটা কথাও বলল না রানা, হালকা পায়ে চিতার মত নিঃশব্দে রওনা হয়ে গেল পিছনের উঠান লক্ষ্য করে। থামল না আগুনে পোড়া আঁধার মোটর পুলে ঢুকে পড়বার আগে।

আটাশ

জ্ঞান ফিরতেই ঝাপসা চোখে সাদা আলো দেখল ডক্টর ডেভিড গ্রেবার। মাথার ওপর সাদা ছাত। ওখানে সরু সরু সব রড। কয়েক সেকেণ্ড পর বুঝল, ওগুলো ফ্লুওরেসেন্ট টিউব লাইট। মেঝের টাইলসে থকথক করছে কালচে কী যেন।

ভালভাবে হুঁশ ফিরল গ্রেবারের।

সে আছে ল্যাবোরেটরিতে!

'আরে...' থেমে গেল সে। সারা শরীরে টনটনে ব্যথা। গড়ান দিয়ে উঠে বসল হাঁটুর ওপর ভর করে। টলে পড়ে যাচ্ছিল, কোনওমতে সামলে নিল ভারসাম্য। হাঁটুর নীচে কুড়মুড় করে ভাঙল কীসের টুকরো। ওগুলো বোধহয় প্লাস্টিক, কাঁচ ও অন্যান্য জঞ্জাল। মুষ্টিযোদ্ধার মত কুঁজো হয়ে বসল গ্রেবার। মনে করতে চাইল, জ্ঞান হারাবার আগে কেমন ছিল পরিস্থিতি। কয়েক সেকেণ্ডে বুঝে গেল কী হয়েছে।

সর্বনাশ! এখনও বেঁচে আছে ওই হারামি মাসুদ রানা!

BanglaBook.org

ফিসফিস করল সে, 'মাই গড! কুকুরটাকে ঠেকাতে হবে!'

ঘুরে বসে ল্যাবোরেটরির পিছনের দিকে চাইল গ্রেবার। রাগে কেঁপে গেল কণ্ঠ, জুড়ে দিল চিৎকার: 'বেরিয়ে এসো কাপুরুষের দল! বেরিয়ে এসো, নইলে ঘাড় ধরে টেনে বের করব!'

পেরিয়ে গেল নীরব থমথমে কয়েকটা মুহূর্ত। তারপর ঘরের কোনা ঘুরে দেখা দিল ডক্টর মারিয়া বারগিট, এলোমেলো মাথার চুল। কাঁধের পিছন থেকে উঁকি দিল দুই অ্যাসিস্ট্যান্ট। একজন পুরুষ, অন্যজন মহিলা। বাকি সবাই পিছনে। সামনে রেখেছে বসকে, যেন সে-ই রক্ষা করবে ওদেরকে। ভীষণ ভয় মারিয়ার চোখে-মুখে।

নিজেকে সামলে রাখতে গিয়ে বড় করে বার কয়েক দম নিল গ্রেবার। ভুলে যেতে চাইল ঘাড়ের টনটনে ব্যথা। উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটতে গিয়ে টের পেল, টলমল করছে পা। হারামি মাসুদ রানা ওর ঘাড়ে ভীষণ জোরে গুঁতো দিয়েছে। ক্ষমা করে দেবে, এমন ভঙ্গি নিয়ে মারিয়াকে সামনে আসতে ইশারা করল গ্রেবার।

মহিলাকে স্বাভাবিক করতেই ঝুঁকে গেল এক কমপিউটারের স্ক্রিনে। বার কয়েক ডলে নিল ঘাড়। একটু দূর থেকে তাকে দেখছে মারিয়া বারগিট। গ্রেবার মাথা নাড়ল, যেন এই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতেই পারে ল্যাবোরেটরিতে, আর সেজন্য তৈরি ছিল সে। মুখে কিছুই বলছে না, বুঝিয়ে দিচ্ছে নীরবে: ভয়ঙ্কর এক উন্মাদ লোক এসব করেছে!

বুঝতেই দিল না খেপে পাগলা কুকুরের মত হয়ে গেছে সে। মারিয়া বারগিটের দিকে চেয়ে মাথা নাড়ল আস্তে করে। 'এসো, মারিয়া। পরিস্থিতি যেমনই দুঃখজনক হোক, সবই সামলে নেব আমরা। আবারও বাঙ্কারে লুকিয়ে পড়লে কোনও সুবিধা পাবে না। যদিও সে-সময়ে ঠিক কাজই করেছ তোমরা। আমাদের কপাল ভাল যে এখনও বেঁচে আছি।'

BanglaBook.org

ছাদের দিকে চেয়ে বহু কষ্টে নিজেকে সামলে রাখল গ্রেবার। দানবের লাশের সর্বনাশ করে দিয়েছে ওই শুয়োর! নানানদিকে ছিটকে পড়েছে লাশের প্লাস্টিক কফিন। মেঝেতে গলে যাওয়া দানবের সামান্য মাংস ও হাড়। অধীনস্থদের কিছুই বুঝতে দিল না গ্রেবার, কিন্তু প্যাঁচার মত হয়ে গেল ওর চেহারা। কুঁচকে ফেলেছে ভুরু, কপাল ও চোখ। আবারও মারিয়ার দিকে ফিরল। তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে চুপ করে থাকল মহিলা।

'না, মারিয়া, মস্ত কোনও ক্ষতি হয়ে যায়নি,' ভদ্রতা দেখাল গ্রেবার। বুঝতে পারছে, সর্বনাশ হয়েছে প্রজেক্টের। ওই মাসুদ রানা সৈনিকদের সঙ্গে লড়াই করে তেরোটা বাজিয়ে দিয়েছে ওর সব পরিকল্পনার। 'আগে আমাদেরকে দেখতে হবে কতটা ক্ষতি হয়েছে এই কমপ্লেক্সের। ওই গোলাগুলির কারণে... তখন আমি অচেতন ছিলাম।'

'আপনি ওই লড়াই দেখেননি?' জানতে চাইল বারগিট।

'পুরোটা নয়,' ঘাড় মালিশ করল গ্রেবার। বুঝে গেছে, এই শালীর কাছ থেকে আদায় করতে হবে সহানুভূতি। 'আমি অবশ্য নিশ্চিত ছিলাম, দেরি না করে তোমরা আশ্রয় নেবে বাঙ্কারে। ভাল লাগছে যে বাজেটের ভেতরে রেখেছিলাম ওটা। কিন্তু নিজে রয়ে গিয়েছিলাম এখানে। ওই লোকদু'জনকে বোঝাতে গেলাম ওরা কত বড় ভুল করছে, আর তখনই...'

চুপ করে মাথা দোলাল মারিয়া বারগিট।

'ওই হান্টিং পার্টি আসলে ডাকাত দল, গোপনে ঢুকে পড়েছিল আমাদের নিরাপত্তা বলয় ভেদ করে,' বলল গ্রেবার। 'ধরাও পড়ে গিয়েছিল আমাদের গার্ডদের হাতে। আমি ওদেরকে বোঝাতে গেলাম খামোকা খুন-জখম ঠিক নয়, আর তখনই তাদের একজন, লোকটার নাম মাসুদ রানা, সে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার ঘাড়ে বাড়ি মেরে অজ্ঞান করে দিল। কপাল ভাল যে বেঁচে আছি।' তিক্ত

BanglaBook.org

চেহারা করল গ্রেবার। 'ডাক্তারি চিকিৎসা দরকার, কিন্তু সে-সময় এ মুহূর্তে আমার হাতে নেই। তোমাদের কাউকে পরিচর্যা করতে হবে আমার ক্ষত। এখন সামনে পড়ে আছে অনেক কাজ। আবারও হামলা করতে পারে ওই নৃশংস খুনি।'

অ্যাসিস্ট্যান্টদেরকে পিছনে নিয়ে গ্রেবারের কাছে এগিয়ে এল মারিয়া বারগিট।

গ্রেবার ঘাড় নেড়ে ভঙ্গি নিল, তার ব্যথা বা জখম এখন গুরুত্বপূর্ণ নয়, আসল জরুরি হচ্ছে কাজ। 'আশা করি, তোমরা আমার পাশে থাকবে দেশের এই মস্ত বিপদে। আর তা করবে না-ই বা কেন, আমি সবসময় নিরাপদ রাখতে চেয়েছি তোমাদের সবাইকে। কখনও ভুলিনি আমরা সবাই পরস্পরের সহকর্মী। তা ছাড়া, আমি প্রথম থেকেই তোমাদের শিক্ষক।'

কাঁধ ঝাঁকাল গ্রেবার। ভঙ্গিটা এমন, যেন তার প্রতি এদের বিশ্বস্ততার বিষয়ে কোনও সন্দেহই থাকতে পারে না। 'ঠিক আছে, এবার আমাদেরকে দেখতে হবে কোনও ডেটা চুরি করা হয়েছে কি না।'

ঘাড় বাঁকা করে মারিয়া বারগিটকে দেখল সে। আসলেই ব্যথায় মনে হচ্ছে, ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলবে। "প্লিয, মারিয়া, ফাইল চেক করো। খুঁজে বের করবে গত তিন ঘণ্টার ভেতরে কে বা কারা ওসব দেখেছে। তারপর ঘুরে দেখব গোটা ভল্ট। আশা করি কিছুই সরিয়ে নেয়া হয়নি।'

BanglaBook.org

নড়ল না কেউ। ড্যাব-ড্যাব করে চেয়ে আছে বসের দিকে।

'কাজে নামব আমরা!' কর্তৃত্বের সুরে বলল গ্রেবার। ভাল করেই জানে, যথেষ্ট তোষামোদ করেছে। কিন্তু কারও কারও মগজ এখনও খেলছে না ভয়ের কারণে। ঘাড়ের ব্যথা সহ্য করে চাপা রাগ নিয়ে বলল গ্রেবার, 'এবার যার যার কাজে নামতে দেরি করা ঠিক হবে না!'

তাড়া খেয়ে একপাল পিঁপড়ের মত রওনা হয়ে গেল কর্মীরা। তাদেরকে দেখিয়ে দিতে হলো না কী করতে হবে। ভাব দেখে মনে হলো প্রয়োজনে জান দেবে বিধ্বস্ত এই ল্যাবোরেটরি রক্ষা করতে। এখনও কিছু কমপিউটার থেকে বেরোচ্ছে ধোঁয়া। দশজনের টেকনিশিয়ান টিম দু'মিনিটে খুঁজে বের করল পাশের ঘরের কমপিউটারের ব্যাকআপ সিস্টেম।

সবাই ব্যস্ত, গ্রেবারের শেষ নির্দেশ শুনবারও সময় তাদের হয়নি। মারিয়া বারগিটের দিকে চেয়ে বলেছে গ্রেবার, 'দেরি না করে এক্ষুণি যোগাযোগ করো মিস্টার জেন্স সিমন্সের সঙ্গে এনএসএ স্যাটালাইটে।' ক'সেকেণ্ড পর জানিয়েছে, 'আরেকটা কথা, কাউকে পাঠিয়ে দাও দরজা বন্ধ করতে। একদম নিরাপদ রাখতে হবে ভল্ট।'

ঊনত্রিশ

BanglaBook.org

নিঃশব্দে হাঁটছে রানা, ভাল করেই জানে অনেক দূর থেকে ওর গায়ের গন্ধ পাবে ওই দানব। রেগে গেছে বলে অন্তর থেকে উড়ে গেছে সব ভয়। ঠিক করেছে, যেভাবে হোক ফাঁদে ফেলবে ওই দানবকে।

থমকে দাঁড়াল পোড়া এক সৈনিকের লাশের পাশে। আগেই তার বুক ছিঁড়ে হৃৎপিণ্ড বের করেছে দানব। মানুষটার জন্য আর কিছুই করবার নেই ওর দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবারও রওনা হয়ে গেল রানা। সামনে পড়ল আরও অন্তত বারোজন সৈনিকের লাশ।

প্রতিবার তাদের রক্ত মেখে নিচ্ছে রানা মোকাসিনের ডগায়। তাতে হয়তো দ্বিধান্বিত হবে ওই দানব।

ট্যাঙ্কারের লেলিহান কমলা আগুনে সামনের দিকে কোনও ছায়া নেই। আলো-আঁধারির ভিতর ডুবে আছে মোটর পুল। দ্রুত পায়ে সামনে বাড়ছে রানা, তবে মাটিতে নয়, হাঁটছে এক ট্রাক থেকে অন্য ট্রাকের বেডে বা ক্যাবে। প্রয়োজনে কখনও কখনও নামছে মাটিতে। বুকের কাছে ধরে রেখেছে ওয়েদারবাই রাইফেল। মৃত সৈনিকের লাশ পিছনে ফেলছে। বিশেষ কোনওদিকে নজর আছে ওর, তাও নয়। বিপদ এলে তা মোকাবিলা করবে। কিছুক্ষণ ট্রাক থেকে ট্রাকে পা রেখে যাওয়ার পর চাপা গোঙানি শুনল রানা। ঝট্ করে ঘুরে চাইল আওয়াজ লক্ষ্য করে। সরু হয়ে গেছে চোখ।

তিরিশ ফুট দূরে রানা দেখল, খুব দুর্বলভাবে নড়ছে একটা হাত। চারপাশ দেখে নিল ও। নড়ছে না আর কিছু।

ওই সৈনিক যুবক নয়, বড়জোর তরুণ।

পাশে থেমে মন ছোট হয়ে গেল রানার।

বুকের একাংশ ছিঁড়ে নেয়া হয়েছে ওই ছেলের। রক্তে মেখে আছে ক্ষত। তিরতির করে কাঁপছে হৃৎপিণ্ড। রানার দিকে অসহায় চোখে তাকাল বেচারা। অন্তরে বুঝে গেল রানা, ওর জন্য কিছুই করতে পারবে না। উপড়ে নেয়া হয়েছে পাঁজর। মারা যাবে আগামী দশ মিনিটের ভেতর।

কাঁপা স্বরে জানতে চাইল ছেলেটা, 'আপনারা... ওটাকে মারতে পেরেছেন, স্যর?'

আরও তিক্ত হয়ে গেল রানার মন। মাথা দোলাল, 'হ্যাঁ। মরে গেছে ওটা।'

অদ্ভুত করুণ কিন্তু মিষ্টি হাসি ফুটল ছেলেটার মুখে, পরক্ষণে কাত হয়ে গেল মাথা। ঘুমিয়ে পড়েছে চির দিনের জন্যে।

BanglaBook.org

উঠে দাঁড়িয়ে একবার থরথর করে কেঁপে উঠল রানা। বুকে একরাশ ক্ষোভ। বিড়বিড় করে বলল, 'তুমি দেখো, আমি যদি বেঁচে থাকি, সত্যিই বাঁচতে দেব না ওটাকে!'

চারপাশ দেখে নিল রানা। বুঝতে পারছে কী ঘটেছে এখানে।

সঠিক জমি বেছে নিয়েছিল দানব, আগের মতই হামলা করেছে ওপর থেকে। বুঝবার আগেই ওই ধূসর যমের হামলায় শেষ হয়েছে সৈনিকরা। আসলে ধাওয়া করতে গিয়ে অ্যামবুশে পড়েছে ওরা।

আস্তে করে মাথা নাড়ল রানা।

ছায়া-আলো-আঁধারির মাঝে সঠিক জায়গা বেছে নিয়েছিল দানব। অপেক্ষা করেছে, এরপর প্রথম সুযোগে সৈনিকদেরকে ছিঁড়েখুঁড়ে দিয়ে আবারও হারিয়ে গেছে রাতের আঁধারে।

কী দুঃখজনক, একদল মানুষের এমন করুণ মৃত্যু!

এই রণক্ষেত্রে বা কবরস্তানে হয়তো জিতে যেত ওরা, কিন্তু তা হয়নি। মৃদু এক আওয়াজ পেয়ে চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল রানা। আওয়াজ অনুসরণ করে তাক করল ওয়েদারবাই। এবার...

থমকে গেল রানা।

তানামুরা!

চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে, দু'হাতে ধরে রেখেছে বুকের ক্ষত। দরদর করে ঘামছে মুখ। বিষণ্ন চোখে দেখছে ছেলেটার লাশ। মানতে পারছে না এমন দুঃখজনক মৃত্যু। আস্তে করে মাথা নাড়ল জাপানি যোদ্ধা, হেলান দিল একটা হামভির বনেটে।

"চলো, যাওয়া যাক,' চাপা স্বরে বলল রানা। কোনও প্রশ্ন নেই মনে। তানামুরার বগলে কাঁধ ভরে দিয়ে হাঁটতে সাহায্য করল।

'ওটা আমাদেরকে পাওয়ার আগেই দালানে গিয়ে ঢুকতে হবে,' বলল রানা। 'তারপরও হামলা করতে পারে ওটা।'

BanglaBook.org

সত্যিকারের যোদ্ধা তানামুরা, নিজে আহত ও ক্লান্ত, তাই আপত্তির ভঙ্গিতে কুঁচকে ফেলেছে ভুরু। ওরও কোনও প্রশ্ন নেই রানার প্রতি। সঙ্গীর সাহায্য নিয়ে রওনা হয়ে গেল টলতে টলতে। হাতের তলোয়ারের ডগা চিরে দিতে লাগল ধুলোর বুক।

রানা বুঝে গেছে, জাপানি যোদ্ধা খুব গুরুতর আহত নয়। অবশ্য, জানতে চাওয়ার সময় নয় এখন।

ছাউনির কাছে ছোটখাটো কয়েকটা বিস্ফোরণের আওয়াজ হতেই থমকে দাঁড়িয়ে গেল রানা। মাথা ঘুরিয়ে দেখল, আগুনের ওদিকে চিৎকার করে কথা বলল কয়েকজন। আবারও শুরু হলো গোলাগুলি। কয়েক সেকেণ্ড পর থেমেও গেল। চিৎকার করল দু'একজন। তারপর আবারও চালু হলো গুলি।

দূরে ছায়ান্ধকারে দু'একজনকে নড়তে দেখল রানা। রাইফেল তুলেই গুলি করল একজন। তখনই উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হলো তাকে। হারিয়ে গেল ছায়ার ভিতর।

একটা ট্রুপ ক্যারিয়ারের গ্রিলে ঠেস দিয়ে তানামুরাকে দাঁড় করিয়ে দিল রানা। বুকের কাছে ঝুঁকে গেল জাপানি যোদ্ধার মাথা। বড় বেশি ক্লান্ত সে। দালানের দিকে আঙুল তাক করল রানা, লোকটার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, 'তানামুরা! ওই পর্যন্ত যেতে হবে! ওদিকের দরজায় আছে ডিগবার্ট আর জিনা! ওখানে যাবে! অনেক দূর না! বুঝতে পারছ আমার কথা?'

খুব ধীরে মাথা দোলাল জাপানি। 'হাই।'

রানার সাহায্যের হাত সরিয়ে দিল তানামুরা, টলতে টলতে রওনা হয়ে গেল দালান লক্ষ্য করে। যেদিকে গোলাগুলির মাযল ফ্ল্যাশ দেখেছে, সেদিকে চলল রানা। একবার ঘুরে দেখল, খুব ধীর পায়ে চলেছে জাপানি যোদ্ধা। মনে হলো দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, যেভাবেই হোক পৌঁছুবে ওই দালানে। সহজ শিকার সে, কিন্তু রানার মনে হলো না অন্যদের বাদ দিয়ে তানামুরাকে খুন করতে

BanglaBook.org

ছুটে আসবে দানব। আসলে মোটর পুলের ওদিকে গুলি করছে যারা, তাদের আগে শেষ করবে ওটা।

ট্যাঙ্কারের আগুনের কাছে পৌঁছে যাওয়ার আগেই রানা আঁচ করল, ওদিকের ওই যোদ্ধা আসলে কে হতে পারে।

দেড় শ' ফুট দূর থেকেও এতই তাপ আসছে, মনে হচ্ছে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে ত্বক। পরিষ্কার দেখল রানা, ওয়েদারবাই রাইফেল কাঁধে তুলে নিয়েছে টম জেরাল্ড। পর পর দু'বার গুলি করল। দক্ষ হয়ে উঠেছে দোনলা ওই রাইফেলের বিষয়ে। বুলেটের খোসা ফেলে ঝটপট ব্রিচে ভরে নিল নতুন দুটো বুলেট। সময় লাগল বড়জোর পাঁচ সেকেণ্ড। সেমি-অটোমেটিক অস্ত্রও এর আগে রিলোড করতে পারবে না বেশিরভাগ মানুষ।

ঝুঁকি না নিয়ে হামভির আড়াল থেকে গলা ছাড়ল রানা, 'জেরাল্ড!' হয়তো ঝোঁকের বশে গুলি করে বসবে মার্শাল।

পাল্টা গলা ছাড়ল জেরাল্ড, 'হ্যাঁ, রানা?'

হামভির পাশ থেকে রওনা হলো রানা, যেদিকে চেয়ে আছে জেরাল্ড, সেদিকে বোলাচ্ছে চোখ। মাত্র কয়েক সেকেণ্ডে মুখোমুখি হলো ওরা। চট্ করে রানা দেখে নিল ডানদিকের গাঢ় সব ছায়া। দূরে বামদিকেও তাই। প্রচণ্ড তাপ আসছে পোড়া ট্যাঙ্কার থেকে।

লেলিহান আগুনের হু-হু শব্দের ওপর দিয়ে জানতে চাইল রানা, 'কী অবস্থা তোমার?'

'আরেকটু সুযোগ পেলে শালাকে খতম করতে পারতাম,' পাল্টা চেঁচাল জেরাল্ড, 'কে যেন আহত করতে পেরেছে ওটাকে! জানি না কাজটা কার, কিন্তু কুকুরটা পড়ে গিয়েছিল মাটিতে! তখনই পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে বুকে গুলি করেছি!'

'খুন করতে পেরেছ?' জানতে চাইল রানা।

'না!'

রানা খেয়াল করল, ব্যাণ্ডোলিয়ারের চার ভাগের তিন ভাগ

বুলেট খরচ করে ফেলেছে জেরাল্ড।

'কিন্তু বেদম ব্যথা পেয়ে পাগল হয়ে গেছে শুয়োরটা! মাটি থেকে উঠেই পালিয়ে গেল এক দৌড়ে!' বড় করে দম নিল জেরাল্ড। 'পরেও বুলেট লাগাতে পেরেছি! তেড়ে গেলাম মাঠের দিকে, কয়েকবার লাগাতেও পারলাম পিঠে! তারপর এখানে এসেই হারিয়ে গেল শালা! মাত্র কয়েক সেকেণ্ড আগেও ওটাকে দেখেছি!' আগুনের দিকে দেখাল জেরাল্ড, মাথা নাড়ল আস্তে করে। 'তারপর উধাও হয়েছে!'

স্বাভাবিক পরিবেশে ডেপুটি মার্শালের সাহসিকতার জন্য প্রশংসা করত রানা, কিন্তু সে-সময় এখন নয়। ছাউনির এক পাশের আগুনের হলকার হু-হু আওয়াজের ওপর দিয়ে ভেসে এল কর্কশ এক কণ্ঠ, 'রানা! তোকে চিনি আমি! মরবি তুই!'

ডেমিয়েন!

এখনও বেঁচে আছে!

জবাব দেবে কি না এক সেকেণ্ড ভাবল রানা, তারপর গলা ছাড়ল, 'সাহস থাকলে বেরিয়ে এসো! দেখি কে জেতে!'

'না! এখন না! পরে! ছাড়ব না তোকে! ভেবেছিস জিতে গেছিস? হাহ্-হাহ্-হাহ্! পিষে ফেলব! ভুলে গেছিস তোদের চেয়ে অনেক বড় কিছু আমি! আমি মানুষ না! আমি দেবতা!'

'তুই একটা জানোয়ার, ডেমিয়েন,' পাল্টা চেঁচাল রানা। 'এর বেশি কিছুই না! মরবিও তুই জানোয়ারের মতই!'

'পারলে ওই কথা বলবি যখন চিবিয়ে খাব তোর হৃৎপিণ্ড!'

রানা বাধা দেয়ার আগেই 'এটা খেয়ে দ্যাখ!' বলেই দানবের গলার আওয়াজ লক্ষ্য করে ওয়েদারবাই রাইফেল থেকে গুলি ছুঁড়ল জেরাল্ড।

'না!' চাপা স্বরে বলল রানা। 'আগে ফিরতে হবে দালানে! এসব অস্ত্র দিয়ে ঠেকাতে পারব না! এসো! সবাইকে সরিয়ে নেব

BanglaBook.org

ওই দালানে! আর ওটা হামলা করলে তখন ঠেকাতে চেষ্টা করব!'

রাগে কুঁচকে গেছে জেরাল্ডের ভুরু, লাল শিখার ওপর দিয়ে ওদিকটা দেখল। কয়েক সেকেণ্ড পর ঘুরে চাইল রানার চোখে। লড়তে গিয়ে বুঝে গেছে, সঠিক ট্যাকটিক্যাল নির্দেশনা দিয়েছে রানা। 'ঠিক আছে, চলো ফিরে যাই!' ওয়েদারবাই রাইফেল হাতে তিক্ত মনে হাঁটতে লাগল দালানের দিকে।

ত্রিশ

টনটনে ব্যথা, তাই ডান হাতে বাম বুক চেপে ধরেছেন আহমেদ সিরাজউদ্দীন বাঙালি, চুপ করে বসে আছেন বেডের কিনারায়। বাইরের ঘরে জ্বলছে লাল ইমার্জেন্সি বাতি। মোটর পুলে দানব ও মানুষের যুদ্ধ আরম্ভ হতেই বিকট আওয়াজ হয়েছে ওদিকে, তারপর বন্ধ হয়ে গেছে স্বাভাবিক বিদ্যুৎ সাপ্লাই। সে-সময় থেকে বার-বার শুনেছেন হতভাগ্য মানুষদের করুণ আর্তচিৎকার। তারপর ইনফার্মারিতে উঁচু কণ্ঠে কথা বলল কারা যেন, তারপর চারপাশ হয়ে গেল একদম নীরব। বোধহয় ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল নার্স ও ডাক্তাররা।

পুরু দেয়ালের ওদিক থেকেও এসেছে ব্যস্ত সব নির্দেশ ও গোলাগুলির আওয়াজ। কিন্তু তা বেশ কিছুক্ষণ আগের কথা। এখন প্রায় থেমে গেছে গুলি। মাঝে মাঝে গর্জে উঠছে দু'চারটে রাইফেল। কেউ কেউ এখনও ঠেকাতে চাইছে ওই দানবকে। বাঙালি প্রফেসর বুঝে গেছেন, হেরে গেছে মানুষ।

BanglaBook.org

ছোট্ট ঘরের দরজা জুড়ে পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে কালো নেকড়ে হান্টার। বিশ্বাসঘাতকতা শেখেনি, বুক ভরা ভালবাসা নিয়ে পাহারা দিচ্ছে প্রিয় মানুষটাকে। একবারের জন্যও ঘর ছেড়ে কোথাও যায়নি। অন্তরে কোনও ভয় নেই, প্রফেসরের জন্য বিপজ্জনক কাউকে দেখলে ঝাঁপিয়ে পড়বে তার ওপর।

ভীষণ ব্যথা সহ্য করে মৃদু হাসলেন সিরাজউদ্দীন। ভাল করেই জানেন, নতুন করে রানা নির্দেশ না দিলে তাঁকে ফেলে কোথাও যাবে না নেকড়ে। তিনি ভাবতে শুরু করেছেন, এখন যদি আদেশ দেন, সেক্ষেত্রে কি মালিকের খোঁজে যাবে হান্টার? মনে ভয় ঢুকে গেছে তাঁর: সত্যিই হয়তো দানবের হাতে খুন হয়ে গেছে রানা। অসহায় লাগছে তাঁর। বুড়োমানুষ তিনি, কী-ই বা করতে পারবেন শরীরের এ অবস্থায়!

চোখ তুলে কালো নেকড়েকে দেখলেন। ভাবছেন, সত্যিই যুদ্ধে হেরে গেল মানুষ, কিন্তু এখনও হয়তো নিজেকে বাঁচাতে পারবে হান্টার। পাহাড়ে গেলে বাঁচবে। ওই এলাকাই আসলে ওর বাড়ি। অথবা, আহত অবস্থায় রানাকে পেয়ে যেতেও পারে হান্টার। সেক্ষেত্রে ওর পাশে দানবের বিরুদ্ধে লড়তে পারবে। একটা কথা ঠিক, এখানে হান্টারকে কোনও প্রয়োজন নেই। কোনও সাহায্যেও আসবে না। টের পেলেন সিরাজউদ্দীন, অনেক বেড়ে গেছে বুকের ব্যথা।

'আর বেশিক্ষণ নেই আমি।' বিড়বিড় করলেন। আইসিইউ-এর দরজা আঙুল তুলে দেখালেন কালো নেকড়েকে। 'যা!' চেঁচিয়ে উঠলেন, 'খুঁজে বের কর্ রানাকে!'

'রানা' শব্দটা শুনে চমকে গেছে নেকড়ে। খাড়া হয়ে গেল দু'কান। ওটার কালো চোখ দেখতে পাচ্ছেন না প্রফেসর, কিন্তু বুঝতে পারলেন, তাঁর দিকেই চেয়ে আছে ওটা। হঠাৎ করেই আড়ষ্ট হয়ে গেছে নেকড়ের দাঁড়াবার ভঙ্গি।

BanglaBook.org

আবারও নির্দেশ দিলেন প্রফেসরঃ 'যা, হান্টার! রানাকে খুঁজে বের কর্!'

চুপ করে আছে নেকড়ে, দ্বিধান্বিত। কাত হয়ে গেল মস্ত মাথা।

'যা, হান্টার!' আবার বললেন তিনি। নেমে পড়লেন বেড থেকে। আঙুল তাক করলেন দরজার দিকে। 'খুঁজে বের কর্ রানাকে!'

আদেশের সুর টের পেয়ে এক পা পিছিয়ে গেল হান্টার। চট্ করে দেখে নিল দরজা, আবারও দেখল সিরাজউদ্দীনকে। বুঝতে পারছে না কী করা উচিত। আবারও আঙুল তাক করলেন প্রফেসর, চেঁচিয়ে উঠলেন, 'যা, হান্টার, রানাকে খুঁজে বের কর্! রানা! রানার কাছে যা! যা-যা-যা!'

দরজার কাছে থেমে আবারও তাঁকে দেখল হান্টার। নিশ্চিত নয় কী করবে। একবার দরজা দেখল, তারপর প্রফেসরকে। আবারও চোখ গেল দরজার দিকে।

শরীরে শক্তি পাচ্ছেন না সিরাজউদ্দীন, আঁধার হয়ে আসছে চোখ। 'যা, হান্টার,' বিড়বিড় করলেন, 'যা! যা! রানার কাছে!'

এক তিল না নড়ে প্রফেসরকে দেখল হান্টার।

টলতে শুরু করেছেন প্রিয় মানুষটা। কাত হয়ে মেঝেতে পড়ে গেলেন সিরাজউদ্দীন। মাত্র একবার বিড়বিড় করে বলতে পারলেন, 'যা, রানার কাছে!'

প্রিয় বন্ধুর নাম শুনে এক পা সামনে বাড়ল হান্টার, তারপর ঘুরেই ছুটল গেট লক্ষ্য করে। লাল আলোর অদ্ভুত এলাকা পেরিয়ে মাত্র কয়েক সেকেণ্ডে হারিয়ে গেল বাইরের কালো ছায়া ভরা দেশে।

মোটেই আহত নয় জেরাল্ড, অনায়াসেই রানার পাশে হন-হন করে

BanglaBook.org

হাঁটছে। মোটর পুল এলাকা ছেড়ে এসে ওরা দেখল, মস্ত প্রাঙ্গণের অর্ধেক পথ টলতে টলতে পেরিয়ে গেছে তানামুরা। আগের চেয়ে গতি অনেক মন্থর। থামতে হচ্ছে প্রায় প্রতি পদক্ষেপে। কোনাকুনিভাবে ওর দিকে রওনা হয়ে গেল রানা। সাহায্য করবে তানামুরাকে। রানার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছে জেরাল্ড, আগেও ইউএন-এর প্রয়োজনে নানান দেশে লড়াই করেছে বলে জানে, আহত সঙ্গীকে কখনও ফেলে যায় না বাঙালি যোদ্ধারা। সেজন্য সঙ্গীর প্রতি সম্মান বাড়ল জেরাল্ডের। দীর্ঘ পায়ে তাল মিলিয়ে পাশে চলে এল ও।

বামদিকে চোখ গেল রানার। ওদিকে এক ক্রেটে বাইপড তুলে তার ওপর ব্যারেট রাইফেল রেখে হাঁটুতে ভর দিয়ে অপেক্ষা করছে জিনা, লক্ষ্যভেদ করতে তৈরি। ওর চোখ সার্চ করছে দূরে। রানা বুঝে গেল, জিনার অলক্ষে ওদের ওপর হামলা করতে পারবে না দানব। হয়তো ওটাকে ঠেকাতে পারবে না ব্যারেট রাইফেল, কিন্তু সন্দেহ নেই ধীর করে দেবে গতি। হয়তো সেই সুযোগে দালানে পৌঁছতে পারবে ওরা। আসলে এ মুহূর্তে ছোট সব আশাও নিরাশার চেয়ে অনেক ভাল।

হুমড়ি খেয়ে পড়ে যেতে গেল তানামুরা, এমন সময় ওর কোমর জড়িয়ে ধরে সমস্ত ভর নিজে বহন করে পতন ঠেকাল রানা। তখনই শুনতে পেল ভারী পদক্ষেপ। সামনে থেকে আসছে হ্যাঙ্ক ডিগবার্ট। পিঠে একে-৪৭ অ্যাসল্ট রাইফেল। রানার পাশে পৌঁছে বুঝে নিল তানামুরার ওজন। ঘাড়ে তুলে নিয়েছে আহত যোদ্ধার বাম হাত। ডানদিকে রানা, বামদিকে ডিগবার্ট, তানামুরাকে প্রায় তুলে নিয়ে দালানের দিকে চলল ওরা। পিছনে পাহারা দিচ্ছে জেরাল্ড।

মাটিতে পায়ের খস-খস আওয়াজ পেয়ে ঝট্ করে ঘুরে চাইল

BanglaBook.org

জিনা। এক সেকেণ্ড পর বুঝল, ওই আওয়াজ দানবের পায়ের নয়। তবুও ওদিকে চেয়ে রইল জিনা। চমকে গেল পরের সেকেণ্ডে, কুচকুচে কালো আঁধার থেকে বেরিয়ে এল আরেকটা দানব! ছুটছে রেলগাড়ির গতি তুলে! রাইফেল হাতে জিনাকে দেখে থমকে গেল, পরক্ষণে সব দ্বিধা ঝেড়ে ছুটে এল বড় বড় লাফে!

হেসে ফেলল জিনা। আদুরে কণ্ঠে বলল, 'হান্টার!'

দৌড়ে এসে থামল নেকড়ে, তারপর শেষ দুই ফুট পেরিয়ে নাক চেপে ধরল জিনার গালে। কর্কশ রোম গালে লাগতেই মুখ পিছিয়ে নিল জিনা, হাসছে। আবারও চোখ রাখল প্রাঙ্গণে। ওর দৃষ্টি লক্ষ্য করে ঘুরে ওদিকে চাইল হান্টার।

'হান্টার, স্টে!' নির্দেশ দিল জিনা।

কিন্তু রানাকে দেখতে পেয়ে ছিটকে রওনা হয়ে যেতে চাইল কালো নেকড়ে। তখনই ওর গলা জড়িয়ে ধরল জিনা, আগের চেয়ে জোরে বলল, 'যায় না!' ছিটকে উঠতে চাইছে নেকড়ের শরীর, কিন্তু জিনা ওর ঘাড় জড়িয়ে ধরতে স্থির হয়ে গেল।

জিনা বুঝে গেছে, ঠেকাতে হবে হান্টারকে। নইলে ছুটবে ওদিকে। তাতে পরিস্থিতি হবে জটিল। ওই দানব হামলা করলে কখনোই পিছিয়ে যাবে না নেকড়ে। মরবে বেঘোরে।

জিনার আপত্তি আছে বুঝতে পেরে থমকে গেছে নেকড়ে, যদিও বার কয়েক ঝটকা দিয়ে ছাড়িয়ে নিতে চাইল নিজেকে। তাতে ভয় পেল জিনা, আরও জোরে জাপটে ধরল হান্টারকে। নেকড়ে বুঝতে চাইছে না মানুষের গায়ে অত শক্তি থাকে না।

হান্টারের ঘাড়ের নরম চামড়া শক্ত করে ধরেছে জিনা, শান্ত করতে চাইছে ওটাকে। কিন্তু তখনই হঠাৎ পিছনের দুই পায়ে ভর করে উঠে দাঁড়াল কালো নেকড়ে, গা শিউরে দেয়া ভয়ঙ্কর এক গর্জন ছেড়েই বেরিয়ে গেল জিনার আওতা থেকে। ছিটকে রওনা

BanglaBook.org

হয়ে গেল। পিছনে হুমড়ি খেয়ে পড়ল জিনা, দেখল সাদা দাঁতের ঝিলিক। নেকড়ের কালো চোখে অকল্পনীয় হিংস্রতা!

দূরে চোখ গেল জিনার।

সিংহের গতি তুলে রানা ও জেরাল্ডের খুবই কাছে পৌঁছে গেছে ওই দানব!

ব্যারেট রাইফেলের দিকে ঝাঁপ দিল জিনা। তবে বুঝে গেছে, এত কম সময়ে টার্গেটে গুলি পাঠাতে পারবে না।

চিৎকার করে রানাকে সাবধান করতে চাইল।

ইতিমধ্যে দালান থেকে চল্লিশ ফুট দূরে চলে গেছে হান্টার। গতি কালো তীরের মত। পাশবিক এক জানোয়ারের বিরুদ্ধে লড়তে চলেছে আরেক জানোয়ার। আরেক লাফে আঁধারে হারিয়ে গেল হান্টার।

পিছন থেকে ডাকল জিনা, 'না, হান্টার!'

ওদিকে জিনার চিৎকার শুনেই মুখ তুলে চেয়েছে রানা, দেখল বুলেটের গতি তুলে প্রাঙ্গণ পেরিয়ে আসছে কালো নেকড়ে! কিন্তু সরাসরি ওর দিকে নয়!

ঘুরেই বসে পড়ল রানা, বুঝে গেছে কী ঘটবে। পিছনে ঠেলে মাটিতে ফেলে দিল তানামুরাকে, একই সময়ে কাঁধে তুলে নিল ওয়েদারবাই রাইফেল।

ওর তুলনায় কিছুটা ধীর জেরাল্ড, কিন্তু মাত্র তিন সেকেণ্ডের তফাৎ। রানা ঘুরে গুলি করতেই বুঝে গেছে, কী ঘটছে। প্রায় একই সময়ে দু'জনের চার ব্যারেল উগরে দিল শক্তিশালী গুলি।

তাতে থামল না দানবের দৌড়, অবশ্য কমে গেল গতি। ব্যথা পেয়েছে ভীষণ। একবার মুখ তুলে দেখল লোকগুলোকে, তারপর আবারও বাড়ল ছুটবার গতি। এমন সময়ে দূরের দালান থেকে এল বিস্ফোরণের আওয়াজ। পিঠে ভীষণ গুঁতো দিল কী যেন! ধাক্কা খেয়ে একপাশে হুমড়ি খেয়ে পড়ল ডেমিয়েন। দাঁত বের

BanglaBook.org

করে হুঙ্কার ছাড়ল রানাকে লক্ষ্য করে। পরক্ষণে আবারও উঠে দাঁড়াল। তেড়ে গেল রানার দিকে।

খটাস্ আওয়াজ তুলে জেরাল্ডের ব্রিচ বন্ধ হলো, তখনই রানা টের পেল, ওর নতুন রাইফেলে গুলি ভরতে হবে! ঝট্ করে ব্রিচ খুলল, আঙুল পুড়ে যেতে চাইল কার্তুজের পোড়া খোসা ফেলতে গিয়ে। নতুন দুটো বুলেট ভরে নিল রাইফেলে। আর একই সময়ে একে-৪৭ অ্যাসল্ট রাইফেল থেকে গুলি করল ডিগবার্ট। তার গুলি .২২৩ ক্যালিবারের জিনিস নয়, যথেষ্ট ব্যথা দেবে। একরাশ গুলি লাগল দানবের পুরু চামড়ায়, ছিটিয়ে গেল প্রতিটি বুলেট।

ওয়েদারবাই-এর চেম্বারে দুই গুলি পাঠিয়ে দিল জেরাল্ড। একই সময়ে লক্ষ্যস্থির করল রানা। এখনও টলতে টলতে আসছে দানব। যেন সবাইকে শেষ না করে থামবে না। দু'বার গুলি করল রানা ওটার বুকে।

ক্রোধ ও ক্ষোভে বিকৃত হয়ে গেল দানবের চেহারা। একের পর এক গুলি সহ্য করে আসছে মানুষ হত্যা করতে। কাজই যেন খুন করা। নইলে অন্তর ভরবে না তার।

হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল অসহায় তিনজন মানুষ, চেম্বারে আবারও বুলেট পাঠাল রানা ও জেরাল্ড। ম্যাগাযিন ফুরিয়ে যেতেই নতুন একটা আটকে নিয়ে গুলি করল ডিগবার্ট।

বিকট গর্জন ছাড়তে ছাড়তে পায়ে পায়ে এগোচ্ছে ডেমিয়েন। তখনই চোখের কোণে কালো কী যেন দেখল রানা।

আসছে ওটা তীরের মত!

'না, হান্টার!' ধমকে উঠল রানা।

মস্ত কালো নেকড়ে আকাশে ভেসে উঠেই ঝাঁপিয়ে পড়ল দানবের পিঠে। দুই জানোয়ারের সাদা দাঁতের ঝিলিক দেখল রানা। কেউ ছাড়ছে না কাউকে। তারপর আলাদা হয়ে লালচে আগুনের আভায় ঘুরতে লাগল পরস্পরকে।

BanglaBook.org

দানবটাকে রানার দিকে এগোতে দেবে না কালো নেকড়ে। বুক থেকে বেরিয়ে আসছে ভয়ঙ্কর গর্জন। তারপর সুযোগ তৈরি করে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল শত্রুর ওপর। ছিঁড়ে নিতে চাইছে দানবের হাত, উরু, বুক ও পিঠের মাংস। বার-বার ছিটকে পিছিয়ে এসে আবার হামলা করছে। ফ্যাসিলিটির নানানদিকে গিয়ে হামলা করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে দানব, নেকড়ের আক্রমণে ক্ষত থেকে দরদর করে বেরোচ্ছে কালো রক্ত। হঠাৎ বাগে পেয়ে প্রচণ্ড এক চাপড় মারল নেকড়ের ঘাড়ে। অন্তত বিশ ফুট দূরে গিয়ে পড়ল হাণ্টার। পরক্ষণে উঠেই ঘুরে রওনা হলো শত্রুর দিকে। খেয়াল নেই ছিঁড়ে গেছে কাঁধের মাংস। রক্ত ঝরছে ঘাড় থেকে। কয়েক লাফে গিয়ে পড়ল দানবের বুকে। কামড়ে ধরল ঘাড়ের কাছে।

পাঁজরে ভয়ঙ্কর আরেক চাপড় মেরে নেকড়েকে উড়িয়ে দিল দানব। তখনই রানা টের পেল, ওকে জাপটে ধরে মাটিতে ফেলে দিয়েছে ডিগবার্ট। ঝটকা দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল রানা। ওর মাথার ওপর দিয়ে গেল কয়েকটা গুলি।

'বুম! বুম! বুম! বুম!' জোর আওয়াজ তুলেছে জেরাল্ড ও জিনার রাইফেল।

সেই আওয়াজ ছাপিয়ে গর্জন ছাড়ছে কালো নেকড়ে ও খ্যাপা দানব। কিন্তু বুকে-পিঠে ভারী বুলেটের আঘাতে গুরুতরভাবে আহত ওই নরখাদক। বুক-ঘাড়ে রক্তাক্ত ক্ষত। নেকড়ের হামলায় ছিঁড়ে গেছে দু'বাহুর মাংস, বেরিয়ে এসেছে সাদা হাড়।

রাইফেল তুলেই দানবের গলায় বুলেট বিঁধিয়ে দিল রানা।

ব্যথা ও রাগে গর্জে উঠল ওটা। টলতে শুরু করেছে।

রাইফেল ফেলে বাউয়ি ছোরা হাতে ছুট লাগাল রানা। পিছনে শুনল ডিগবার্ট ও জেরাল্ডের বিস্মিত চিৎকার। এমন কী আহত তানামুরাও দেরি করল না, রানার পিছনে ছুটল ওরা তিনজন।

BanglaBook.org

তানামুরার হাতে ক্ষুরধার তলোয়ার। অপেক্ষা না করে ঝাঁপিয়ে পড়বে শত্রুর ওপর।

আবারও দানবের মুখোমুখি হয়েছে আহত হান্টার। তখনই পৌঁছে গেল রানা। বিদ্যুদ্বেগে নড়ে উঠল ওর হাত, দানবের পাঁজরের মাঝ দিয়ে সেঁধিয়ে দিল ছোরা। পরক্ষণে বুকের ভিতর ফলা মুচড়ে দিয়ে ঝট করে সরে যেতে চাইল, কিন্তু সম্ভব হলো না।

কাঁধে দানবের প্রচণ্ড এক থাবা খেয়ে দশ ফুট উড়ে দূরে গিয়ে পড়ল রানা। একই সময়ে ওর ফেলে আসা ওয়েদারবাই-এর দুই নলের দুই বুলেট পাঠিয়ে দিল ডিগবার্ট দানবের কোমরে। করুণ আর্তচিৎকার ছাড়ল ওটা। পাশ থেকে নামল ঘাড়ে তানামুরার কাটানা! ওই আঘাত দু'টুকরো করে দেবে যেকোনও মানুষকে!

কয়েক পা পিছিয়ে গেল ডেমিয়েন, তার আগে ধারালো নখ দিয়ে খুবলে নিতে চেয়েছে তানামুরার হৃৎপিণ্ড। আগেই সরে গেছে জাপানি যোদ্ধা। তখনই দানবের ঊরু কামড়ে ধরল হান্টার। উন্মাদের মত ঝটকা দিয়ে ছিঁড়ে নিল এক পোয়া মাংস। পাশ থেকে দানবের মাথার ওপর নামল ডিগবার্টের ওয়েদারবাই রাইফেলের বাঁট। ওই প্রচণ্ড আঘাতে ঠাস্ করে ফেটে গেল পুরু কুঁদো। আওয়াজটা শক্তিশালী পটকার মত। নাঙ্গা ব্যারেল তাক করা ডেমিয়েনের মুখের দিকে। ট্রিগার টিপে দিল ডিগবার্ট। দৌড়ে এসে আবারও দানবের বুকে ছোরা বসাতে চাইল রানা। দুই সেকেণ্ড আগে দুটো .৪৫৪ রাউণ্ড গুলি ওটার মাথায় বিঁধিয়ে দিয়েছে জেরাল্ড। কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে চিত হয়ে মাটিতে পড়ল দৈত্য। রানা ও অন্যদের কাছে পৌঁছে গেছে জিনাও। পর পর পাঁচটা গুলি করল ডেমিয়েনের বুকে।

কিন্তু সবাইকে হতবাক করে আবারও লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল নরখাদক রাক্ষস। একই সময়ে তার বুকে নামল তানামুরার

BanglaBook.org

ধারালো তলোয়ার। খপ্ করে ওটার ফলা ধরল দানব, এবার আর ভুল হলো না, বাম হাতে কেড়ে নিল তলোয়ার। তানামুরার লাশ মাটিতে ফেলবার আগেই পিছন থেকে দানবের পিঠে ঝাঁপিয়ে পড়েছে কালো নেকড়ে। ছিঁড়ে নিতে চাইল কাঁধের মাংস। ঘুরেই এক থাবা মেরে বারো ফুট দূরে হান্টারকে উড়িয়ে দিল সে। ঘুরতে শুরু করেছে তানামুরার দিকে। এমন সময় সামনে থেকে ছোরা চালাল রানা, পুরো গেঁথে দিল ফলা। পেট চেপে ধরে বিকট আর্তনাদ ছাড়ল দানব। ছোরা আবারও টেনে নিল রানা, পরক্ষণে বসাতে চাইল বুকে। কিন্তু বিদ্যুদ্বেগে সরে গেল দানব, হঠাৎ করেই ঘুরে কয়েক লাফে গিয়ে পড়ল চল্লিশ ফুট দূরে, পরের কয়েক সেকেণ্ডে হারিয়ে গেল অন্ধকারে।

হঠাৎ চারপাশে নামল থমথমে নীরবতা।

নিকষ আঁধারে হারিয়ে গেছে দানব। ওদিকে চেয়ে রইল রানা। খেয়াল করল, জীবনে প্রথমবারের মত ওর সামনে এসে কুকুরের মত খুশিতে লেজ নাড়ছে কালো নেকড়ে হান্টার। ভয়ঙ্করভাবে আহত, কিন্তু খুশি যে বেঁচে আছে ওর প্রিয় বন্ধু।

চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। আপাতত যুদ্ধে জিতে গেছে ওরা। কিন্তু ভাবতে গিয়ে ছোট হয়ে গেল ওর মন, এই কাজ নেয়ার পর খুন হয়েছে দলের অনেকে। প্রায় কাউকেই বাঁচাতে পারেনি। দেখল এগিয়ে আসছে জিনা।

মেয়েটা বুঝতে পেরেছে ওর ব্যর্থতার কষ্ট। কাঁধে হাত রেখে নিচু স্বরে বলল, 'ফ্যাসিলিটির ভেতর চলো।'

মৃদু কাঁধ ঝাঁকাল রানা। ঘুরে দেখল জেরাল্ড, ডিগবার্ট ও তানামুরাকে।

'এবার নতুন করে তৈরি থাকতে হবে,' বলল ডিগবার্ট।

মাথা দোলাল ইউএস ডেপুটি মার্শাল।

হাঁটতে লাগল ওরা ফ্যাসিলিটির দিকে।

BanglaBook.org

রানার পাশে হাঁটছে জিনা। একটু সামনে আহত হাণ্টার, ঘাড় ও পাঁজর থেকে দরদর করে পড়ছে রক্ত।

পিছনে নজর রেখেছে ওরা। ভাল করেই জানে, আবারও যেকোনও সময়ে হামলা করবে ওই দানব।

একত্রিশ

বহু দূরে পাহাড়ি কালচে ভোরের আকাশে এক সারি হেলিকপ্টার দেখা দিতেই ফ্যাসিলিটির দালান থেকে বেরিয়ে এল রানা, জিনা, তানামুরা, ডিগবার্ট ও টম জেরাল্ড। কয়েক মুহূর্ত ঠায় দাঁড়িয়ে থাকার পর ক্লান্ত ওরা বসল উঠানে। রানার পায়ের পাশে চুপ করে শুয়ে রইল হাণ্টার। মারাত্মকভাবে আহত, কিন্তু টুঁ শব্দ করছে না।

'সুস্থ হয়ে যাবি, হাণ্টার,' নিচু স্বরে বলল রানা, 'আমরা এবার বাড়ি ফিরব।'

পিটপিট করে রানাকে দেখছে হাণ্টার, চোখে ভালবাসা।

তিক্ত মনে ভাবল রানা, স্রেফ একটা দানব খুন করেছে বেশিরভাগ সৈনিককে। ছাতে দলবল সমেত মারা পড়েছেন লে. কর্নেল ম্যাক্সিমিলিয়ান। কম্পাউণ্ডের প্রায় সব সৈনিক খতম, জঙ্গলে পালিয়ে গেছে শুধু ক'জন। তাদেরকেও বোধহয় ছাড়বে না ওই রাক্ষস। আবারও ল্যাবোরেটরিতে নেমেছিল ও। ওখানে গ্রেবার বা তার কোনও টেকনিশিয়ানের টিকিও দেখেনি। ওই লেভেলে তাদের কারও লাশও ছিল না। হতে পারে, গোপন অন্য

BanglaBook.org

কোথাও লুকিয়ে পড়েছে তারা।

আবারও দূরের ধূসর পাহাড়ের দিকে চাইল রানা।

মাত্র পাঁচ মিনিট পর জনবিরল আলাস্কার দুর্গম এই পাহাড়ি রিসার্চ ফ্যাসিলিটির মস্ত বড় ময়দানে নামল বেশ কয়েকটি সামরিক হেলিকপ্টার। রোটর ব্লেডের জোরালো আওয়াজ থামার আগেই দু'দিকের দরজা খুলে গেল, নেমে পড়ল কালো ইউনিফর্ম পরা একদল সৈনিক, হাতে অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র। রক্তাক্ত, ক্ষত-বিক্ষত সৈনিকদের লাশ এড়িয়ে নানাদিকে পযিশন নিচ্ছে তারা।

তাদেরই ছোট একদল এসে অস্ত্র বাগিয়ে ঘিরে ফেলল বসে থাকা রানা ও অন্যদেরকে।

উঠে দাঁড়িয়ে লড়তে চেয়েও আবারও শুয়ে পড়ল হান্টার, বুঝে গেছে শরীরে একফোঁটা শক্তি নেই। আলতো হাতে ওর ঘাড়ের রোম এলোমেলো করে দিল রানা, নরম সুরে বলল, 'কিচ্ছু হয়নি, বিশ্রাম নে।'

চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রিয় বন্ধুর চোখে চেয়ে রইল হান্টার, কেন যেন খুব বিমর্ষ।

কালো পোশাক পরা সৈনিকদের কাউকে দলের নেতা বলে মনে হলো না রানার। কঠোর চোখে ওকে দেখছে তারা।

'মিস্টার সিমন্স কোথায়?' জানতে চাইল রানা, কণ্ঠ একটু কর্কশ।

'অ্যাই! মাটিতে শুয়ে পড়ো!' কড়া ধমক দিল এক সৈনিক। 'একটা কথাও বলবে না!'

ঘুরে চাইল রানা, নিষ্পলক চোখে দেখল লোকটাকে। নিচু স্বরে বলল, 'পারলে বাধ্য করো!'

চোখে খুনের নেশা। অস্ত্র বাগিয়ে ধরে এক পা পিছিয়ে গেল সৈনিক।

'বাড়াবাড়ি করবে না, খবরদার!' ধমকের সুরে তাকে নির্দেশ

BanglaBook.org

দিয়েছে কে যেন। মাটিতে বসে ছিল জেরাল্ড, টিপে ধরেছে ছড়ে যাওয়া কপাল, ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল।

ভোরের আবছা আলোয় প্রথমবারের মত রানা খেয়াল করল, নীল-লাল হয়ে ফুলে উঠেছে জিনা বেচারির ঘাড়ের একাংশ। ওখানে সরু রক্তের রেখা, প্রায় শুকিয়ে এসেছে। খামচে ধরতে চেয়েছিল দানব, কিন্তু ফস্কে গেছে তাক। আরেক থাবা খেয়ে ছিঁড়ে গেছে পেটের কাছে কেভলার ভেস্ট। ওটা সরিয়ে জিনার পেট দেখল রানা। আঁচড় পড়েছে ধবধবে সাদা ত্বকে। কিন্তু দেহের অন্যান্য কেটে যাওয়া জায়গা থেকে ঝরেছে অনেক রক্ত।

আবারও ধমকের সুরে ওদেরকে শুয়ে পড়তে বলা হলো। পাত্তা দিল না রানা, ঘুরে দেখল লোকগুলোকে। স্বাভাবিক সুরে বলল, 'তোমাদের সঙ্গে মেডিক আছে?'

গুরুত্ব পেল না ওর কথা।

অস্ত্র তাক করে রেখেছে ওরা ওদের দিকে।

তখনই কর্তৃত্বের সুরে কথা বলল কে যেন। ওই লোক জানে কী করতে হবে।

সৈনিকদের পাত্তা না দিয়ে ওদিকে চাইল রানা।

এইমাত্র সামনে এসে থেমেছে সিআইএ এজেন্ট জেম্স সিমন্স। নির্বিকার চেহারা। কড়া মাস্টারদের মত করে পিঠে বেঁধে রেখেছে দু'হাত। অন্তত এক শ' সৈনিক রাইফেল তাক করে রেখেছে রানার ওপর।

উঠে দাঁড়িয়ে মৃদু হেসে রানা ওকে বুঝিয়ে দিল, সত্যিকারের সাহস সিমন্সের বুকে নেই, আছে ওর নিজের বুকে।

সিআইএ এজেন্ট মোটেও বিব্রত হলো না। রানা এবং ওর দলের সবাই কমপক্ষে তিনটে দিন নরক দেখেছে, কিন্তু তাতে কোনও শ্রদ্ধা বা সহানুভূতি নেই তার মনে।

এমন রূঢ় আচরণই আশা করেছিল রানা। কিন্তু এতজন মানুষ

BanglaBook.org

খুন হয়ে যাওয়ার পরেও কোনও বিকার থাকবে না এর, তা বিস্ময়কর। অনায়াসেই রক্ষা করা যেত ওই মানুষগুলোকে!

'মিস্টার রানা!' ধমকের সুরে শুরু করল সিমন্স, 'বলতে বাধ্য হচ্ছি, আগামী তিন সেকেণ্ডে হাতের ওই ছোরা না ফেললে গুলি করা হবে আপনাকে! এবং সেক্ষেত্রে রক্ষা পাবে না আপনার দলের অন্যরাও! আপনি সৈনিক নন, আমি সৈনিক! কাজেই যা বলছি মেনে নিন, নইলে খুন হবেন!'

নিষ্ঠুর চোখে তার চোখ দেখল রানা, হেসে ফেলল। 'মাত্র তিন সেকেণ্ড দেবে?'

'হ্যাঁ, তিন সেকেণ্ড!'

'বাড়তি সময় দেবে না?'

বাঁকা হাসল সিমন্স। 'আপনি গাধা, মিস্টার রানা। আমি এবার গুনতে শুরু করব। মনে রাখবেন, সুযোগ পাবেন মাত্র তিন সেকেণ্ড!'

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা। বুঝতে পেরেছে সব। 'ঠিক আছে, গুনতে শুরু করো।'

'এক... দুই...'

বাম হাত পিঠের কাছে নিল রানা, অন্য হাতে বাউয়ি নাইফ। ঝট্ করে আবারও দু'হাত আনল সামনে। বিশ টাকায় রসগোল্লার মত গোল হয়ে উঠল সিআইএ এজেন্টের দু'চোখ। পরিষ্কার দেখতে পেয়েছে, এইচডি-৬৭ সিরামের সেই একমাত্র ব্যাগ এখন ওই বাঙালি লোকটার হাতে! আর ওটার খুব কাছে পৌঁছে গেছে ছোরার ডগা। সিআইএ কোটি-কোটি ডলার খরচ করেছে ওই সিরামের জন্য। এখন ছিঁড়ে ফেললে মাটিতে গিয়ে পড়বে স্যালাইন ব্যাগের ওই সিরাম। সেক্ষেত্রে শেষ হয়ে যাবে কয়েক বছরের এত কষ্ট ও গবেষণা!

ভরতনাট্যম নাচের পাকা নর্তকের মত নানানদিকে হাত তুলে

BanglaBook.org

নাড়তে শুরু করেছে জেম্স সিমন্স, গলা থেকে ঢাকের মত হাঁক বেরোল: 'হোল্ড ফায়ার! হোল্ড ফায়ার! হোল্ড ফায়ার! কেউ গুলি করবে না! পরিষ্কার শুনেছ আমার কথা? কেউ গুলি করবে না! কেউ না! কেউ না!'

সিআইএ এজেন্টের দিকে বিস্ময় নিয়ে দেখছে সৈনিকরা। সেদিকে তাকাল না রানা, চেয়ে আছে দালানের দিকে। এইমাত্র দরজা দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে এসেছে উন্মাদের মত এক লোক। প্রায় উড়ে চড়ুই পাখির মত দফায় দফায় লাফ দিয়ে আসছে।

ডক্টর ডেভিড গ্রেবারকে পরিষ্কার চিনল রানা। কাঁদো-কাঁদো মুখে ছুটছে সে। তার দিক থেকে চোখ সরিয়ে সিমন্সের দিকে চাইল রানা। টের পেল, রক্তে মাতম তুলছে অ্যাড্রেনালিন।

চারপাশ দেখে বিড়বিড় করল জেরাল্ড, 'এরা আমেরিকার সেরা সৈনিক।'

ধীরে সুস্থে উঠে সাবধানে জিনাকে টেনে তুলল তানামুরা। বসিয়ে দিল সামান্য দূরের এক ট্রাকের ফেণ্ডারে। ব্যারেট রাইফেল সঙ্গে নেই জিনার, হঠাৎ করেই বুঝতে পেরেছে, কীভাবে যেন পাল্টে গেছে দাবার চাল। এক সেকেণ্ড পর নিচু স্বরে বলল, 'জানতাম এভাবেই বিশ্বাসঘাতকতা করবে এরা!'

হাঁফাতে হাঁফাতে সিমন্সের পাশে এসে থামল ডক্টর গ্রেবার। 'এরা... এরাই... সেই কালপ্রিট!' রানার দিকে আঙুল তুলল সে। 'এরাই স্যাবোটাজ করেছে আমাদের ল্যাবোরেটরি!'

রানার ওপর থেকে চোখ সরাল না সিমন্স।

মৃদু হাসছে রানা, সিআইএ এজেন্টের চোখ থেকে সরল না ওর চোখ।

'আপাতত কী করবেন তা ঠিক করবেন মিস্টার রানা, ডক্টর,' শীতল কণ্ঠে বলল জেম্স সিমন্স।

রানা বুঝে গেছে, যে মুহূর্তে সিরামের ব্যাগ পাবে ওই লোক,

BanglaBook.org

সঙ্গে সঙ্গে খুন হয়ে যাবে ওরা। ব্যাগের তরল নষ্ট করবার হুমকি দিয়েছে বলেই এখনও বেঁচে আছে। কঠোর চোখে লোকটার দিকে চাইল রানা। 'সবাইকে বলো হেলিকপ্টারে উঠতে হবে! এক্ষুণি!'

উশ্‌খুশ্‌ করে উঠল সিমন্স। চট্‌ করে দেখল ডক্টর গ্রেবারকে। লোকটা খেয়াল করেছে হলদে সিরামের ব্যাগ রানার হাতে। হঠাৎ করেই ছাইয়ের মত ফ্যাকাসে হয়ে গেছে সে। সামনে বাড়াল কাঁপা-কাঁপা হাত। 'আপনি ওটা নিয়ে নিয়েছেন! সিরাম চুরি করেছেন!' শোকে একটু টলে উঠল সে। মাথা নাড়ল আস্তে করে। 'এটা মানুষের কাজ, মিস্টার রানা?' থরথর করে কাঁপতে লাগল সে। 'আপনিই বলুন, উচিত হবে অদ্ভুত, রহস্যময়, চমৎকার ওই সিরাম নষ্ট করা? আপনার তো কোনও কাজেই আসবে না ওটা। তা হলে ধ্বংস করবেন কেন?'

গ্রেবারকে দেখে নিয়ে সিমন্সের দিকে চাইল রানা। নরম সুরে বলল, 'ভাল কথা, সিমন্স, আমিও তোমাকে তিন সেকেণ্ড দিলাম, এর ভেতরে সব অস্ত্র ফেলে দৌড় দেবে তোমার সৈনিকরা। হেলিকপ্টার নিয়ে চলে যাবে অন্তত দশ মাইল দূরে। অবশ্য, তুমি তাদের সঙ্গে যাচ্ছ না, তোমাকে থাকতে হবে এখানে।'

কথা শুনে চমকে গেছে সিমন্স, বার কয়েক চোখ পিটপিট করে বলল, 'আপনি এটা আশা করতে পারেন না।'

'এক...'

'সবাই অস্ত্র ফেলে হেলিকপ্টারে ওঠো!' চরকির মত ঘুরেই হুঙ্কার ছাড়ল সিআইএ এজেন্ট, দু'হাতে মুখের কাছে তৈরি করেছে চোঙ: 'অস্ত্র ফেলো সবাই! ওঠো হেলিকপ্টারে! হেলিকপ্টারে উঠতে দেরি করবে না কেউ! মুভ! মুভ! মুভ!'

দ্বিধার ভিতর পড়ে গেছে সৈনিক ও অফিসাররা।

'দুই...'

'শুয়োরের বাচ্চারা, হেলিকপ্টারে ওঠ্‌!' রাগে নাচতে শুরু

BanglaBook.org

করেছে সিমন্স। খপ্ করে কাছের সৈনিকের হাত থেকে কেড়ে নিল অস্ত্র, ফেলে দিল মাটিতে। ঘাড় ধরে তাকে ধাক্কা দিল হেলিকপ্টারের দিকে। 'সবাই হেলিকপ্টারে! এক্ষুণি! কেউ বাদ পড়বে না! মুভ! মুভ! মুভ!'

নির্দেশ মত অস্ত্র ফেলে দিল সৈনিকরা, দৌড় শুরু করে গিয়ে উঠল হেলিকপ্টারে। কয়েক মুহূর্তে অস্ত্রহীন সৈনিকে ভরে গেল যান্ত্রিক সব ফড়িং। একের পর এক হেলিকপ্টার উঠতে লাগল আকাশে। ঘুরিয়ে নেয়া হলো ওগুলোকে, ঝড়ের গতি তুলে চলল ফিরতি পথে। মাত্র দু'মিনিটে চলে গেল দূর পাহাড়ের ওপারে, মিলিয়ে গেল সব আওয়াজ।

থমথম করছে কম্পাউণ্ড।

রানার দল ছাড়া রয়ে গেছে শুধু গ্রেবার ও সিমন্স।

সিআইএ এজেন্টকে বলল রানা, 'বাস্তব আসলে কঠিনই হয়, সিমন্স।'

নিজেকে সামলে নিতে গিয়ে কয়েক মিনিট পেরিয়ে গেল লোকটার, ঘুরে দেখল তানামুরা, *পাথর ভাঙা*, জিনা ও জেরাল্ডকে। আবার তার চোখ ফিরল রানার চোখে। দৃষ্টিতে আহত বিস্ময়।

'তোমার দলের প্রায় সবাই শেষ, রানা,' প্রায় তুষ্টি নিয়েই হাসল। 'সাতজন রওনা হয়েছিলে, ফিরেছ তিনজনকে নিয়ে। তোমরা পালাতে শুরু করলেই খুন হয়ে যাবে। ব্ল্যাকহক হেলিকপ্টার নিয়ে পালাতে চাইলে, মিসাইল মেরে আকাশ থেকে ফেলে দেয়া হবে ওটাকে।'

'সেই সমস্যা নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না, সিমন্স,' বলল রানা, কণ্ঠে রহস্য। 'তুমি বরং ভাবতে শুরু করো কীভাবে বাঁচবে এই অবস্থায়।'

ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে ওকে দেখল সিমন্স। আস্তে করে মাথা নাড়ল।

BanglaBook.org

'তুমি হেরে গেছ, রানা। কিছুই করার নেই। ভাবছ সিআইএ-র সঙ্গে লড়াই করে জিতে যাবে? তুমি কী করবে, তা সবই জানি আমরা। তোমার প্রতিটা পদক্ষেপ আমাদের জানা।'

'আমার সবই জেনে গেছ তোমরা, সিমন্স?' নিরীহ কণ্ঠে জানতে চাইল রানা।

কঠোর চোখে ওকে দেখল লোকটা, দু'হাত নামিয়ে দিয়েছে দেহের দু'পাশে। 'হ্যাঁ, আমরা স্টাডি করেছি তোমাকে।'

'তার মানে আর বাঁচার উপায় নেই আমার, তা-ই না?' হতাশ হয়ে মাথা নাড়ল রানা। 'শত শত মানুষ খুন হয়ে গেল, অথচ তাদেরকে বাঁচাতে পারতে তোমরা। এই সিরাম পেলে তোমাদের মত একদল লোক বাঁচবে হাজার বছর, কিন্তু সাধারণ মানুষকে বহু বছর বাঁচার সুযোগ দেবে না তোমরা– এই তো? ব্যাপারটা আমার ভাল লাগছে না, সিমন্স। আর সবাই কী দোষ করল?'

'আমরা এসব পলিসি তৈরি করি না, রানা।'

'কারা করে?'

অপলক চোখে রানাকে দেখল সিমন্স। তারপর আস্তে করে মাথা নাড়ল। 'আমার জানা নেই।'

দেহের পাশে ঝুলিয়ে দিয়েছে রানা সিরাম। অন্য হাতে আলগাভাবে ঝুলছে বাউয়ি নাইফ। একবার ওর মনে হলো ছিঁড়ে মাটিতে ফেলে দেবে ওই সিরাম। কিন্তু তখনই বিসিআই চিফের কথা মনে পড়ল ওর: 'শক্তিশালী শত্রুর বিরুদ্ধে ধৈর্য ধরলে বেশিরভাগ সময়ই জেতা যায়।' গত কয়েক ঘণ্টা লড়াইয়ের কথা ভাবল, তখনই মনে এল ইণ্ডিয়ান বৃদ্ধের কথা। বুঝে গেল, কোথায় চলেছে ওই দৈত্য। ছোট সব চিন্তা জোড়া দিলে অনেক আগেই বুঝে যেত, যদি প্রতিটা মুহূর্ত ব্যস্ত না থাকত। চট্ করে দূরের জঙ্গল দেখে নিল রানা। বহু দূরে বিশাল সব পর্বত।

হ্যাঁ, ওই রাক্ষস মারাত্মক আহত, কাজেই ফিরবে নিজ

BanglaBook.org

ডেরায়, পরিচিত পরিবেশে।

ওটার অন্তরের মানুষের অংশ বুঝে গেছে, সহজে আর পাবে না ওই সিরাম। এবার তার জান্তব অনুভূতি তাকে ফিরিয়ে নেবে নিরাপদ কোথাও। যেকোনও জানোয়ার আহত হলে সবসময় সুস্থ হওয়ার জন্য ফিরতে চায় নিজ আস্তানা বা চেনা কোথাও।

কাজেই লড়তে হলে রানাকেও যেতে হবে ওই জায়গায়।

বড় একটা ঝুঁকি নেব, ভাবল রানা।

'তুমি কিন্তু কথা শুনছ না, রানা,' আবারও বলল সিমন্স। 'এ অবস্থায় তোমার জন্য বুদ্ধিমানের কাজ হবে, আমার হাতে ওই সিরাম তুলে দেয়া। মন দিয়ে শোনো, তুমি ধ্বংস করে দিয়েছ ওই আদিম দানবের লাশ। রয়ে গেছে শুধু ওই সিরাম। ওটা হাজার হাজার ঘণ্টা শ্রম ও হাজার কোটি ডলারের ফসল। নতুন সোর্স না পেলে নতুন করে সিনথেসাইয করা যাবে না ওই সিরাম।'

'কেন, ডেমিয়েন তো রয়ে গেল,' বলল রানা।

থমকে গেল সিমন্স। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'হ্যাঁ, রয়ে গেল... ওই পশুটা...'

'আমি যদি তাকে ধরে দিই তোমাদের জন্যে?' জানতে চাইল রানা।

তিক্ত হাসল সিমন্স। 'সে সম্মতি বা নির্দেশ দেয়ার অধিকার আমার নেই, রানা। আমার আওতার বাইরে চলে গেছে সব।'

'আগেও তো এ ধরনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।'

'না,' মাথা নাড়ল সিমন্স, 'কখনোই দেয়া হয়নি ওই ধরনের নির্দেশ। অফিশিয়ালি দায়িত্ব দিলেও আসলে বোকা বানানো হয়েছে তোমাদেরকে।' কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'আমরা কখনোই চাইনি ওটাকে মেরে ফেলবে বা ধরে ফেলবে তোমরা। সিআইএ স্রেফ ভান করেছে, সাধ্যমত করছি আমরা। আর তাতেই সন্তুষ্ট ছিল সরকার।' নিজের বুদ্ধির ওপর পূর্ণ আস্থা আছে তার, মাথা

BanglaBook.org

নাড়ল। 'সবই ঠিকভাবে চলছিল। টনকে টন প্রশ্ন করা হয়েছে, আর আমরা জানিয়েছি, ভেবেচিন্তে সঠিক সব সিদ্ধান্ত নিচ্ছি। ফলে আমাদের দিকে আঙুল তাক করেনি কেউ। দুনিয়ার সেরা ট্র্যাকারকে ব্যবহার করেছি, বাছাই করেছি দুনিয়া-সেরা হান্টিং টিম। এর চেয়ে বেশি আর কী করার ছিল? বলতে পারো, ব্যাঙ্কের ভল্টে ঢুকে হাজারখানেক কম্বল গায়ে জড়িয়ে নিরাপদ থেকেছি আমি।' মৃদু হাসল। 'আমাকে বলতে পারো দুনিয়ার সেরা ট্যাকটিশিয়ান, রানা।'

'তাই?' সামান্য দ্বিধা না করে বাউয়ি ছোরা দিয়ে স্যালাইনের ব্যাগ ফেড়ে ফেলল রানা। ঝরঝর করে তরল নামল শুকনো ধুলোর মাঝে। ব্যাগ ফেলে জুতো দিয়ে মাড়িয়ে দিল রানা।

বিরাট হাঁ করে একবার ধুলো আরেকবার রানাকে দেখল গ্রেবার। পরক্ষণে মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে চেয়ে রইল ভেজা ধুলোর দিকে। মনে হলো অন্তরটা হাজারো টুকরো হয়ে গেছে তার।

হতাশ চোখে তাকিয়ে থাকল সিআইএ এজেন্ট। খুঁজে পেল না উপযুক্ত ভাষা। পুরো এক মিনিট পর নিচু স্বরে বলল, 'রানা, ভাবতেও পারিনি তুমি এই ধরনের বোকামি করবে।'

'সত্যিই তো দেখছি মস্ত ভুল করে ফেললাম,' মৃদু হাসল রানা, 'ওই দানবের মত আরেকটা তো রয়ে গেছে। তাকে চাই তোমার?'

'না, ও মেরে ফেলবে ডেমিয়েনকে!' গ্রেবার দু'হাত তুলল বুকের কাছে। যেন মাফ চাইছে।

খুব আপত্তি নিয়ে গ্রেবারকে দেখল সিমন্স, তারপর চোখ ফেরাল রানার দিকে। কয়েক সেকেণ্ড পর মাথা নাড়ল। 'তুমি সত্যিই তোমার এই বিধ্বস্ত টিম নিয়ে যেতে চাও ওই দানবের পিছনে?' মৃদু হেসে ফেলল। 'গত দু'এক দিনে নিজেকে আয়নায়

BanglaBook.org

দেখেছ? পচা টমেটোর মত একেবারে ধসে গেছ। ওই একই কথা খাটে এদের ব্যাপারেও! তবে সবার সেরা তুমি, মার খাওয়া কুকুরের মত অবস্থা তোমার! ...জানি বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের সেরা এজেন্ট তুমি– কঠিন লোক, প্রায় যেকোনও পরিবেশে বাঁচতে পারো। কিন্তু গত তিন দিনে একেবারে বাতিল মাল হয়ে গেছ! বাঁচতে চাইলে তোমার দরকার এখন হাসপাতালের বেডে শুয়ে থাকা! কিন্তু বাঁচবে না তুমি! দারুণ একটা খবর আছে তোমার জন্যে!' চওড়া হাসল সে।

'না,' বিড়বিড় করল জেরাল্ড, কী যেন খুঁজছে সিআইএ-র এজেন্টের চোখে। 'তুমি নিশ্চয়ই এত বড় ঝুঁকি নেবে না?'

'আমেরিকার নেতারা আসলেই পাগল, জেরাল্ড,' চট্ করে হাতঘড়ি দেখল সিমন্স। 'আর ছাব্বিশ মিনিট... তারপর আমরা কেউ থাকছি না এই পৃথিবীতে।'

যা বুঝবার বুঝে গেছে রানা। নিষ্ঠুর হাসল।

নেমেছে থমথমে নীরবতা।

কয়েক সেকেণ্ড পর অন্যরাও বুঝে গেল, আকাশ থেকে বোমা মেরে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হবে এই রিসার্চ স্টেশন। থাকবে না কোনও প্রমাণ। না, ওই আদিম দানব, না মানুষের কোনও লাশ।

আধ ঘণ্টা পর এখানে থাকবে মরুভূমির মত পোড়ো জমি। উড়ে যাবে চারপাশের জঙ্গল, বন্যপ্রাণী– সব। সেই সঙ্গে ওরাও।

স্বাভাবিকভাবেই তদন্ত হবে, চারপাশ ঘুরে দেখে গোয়েন্দারা বলবে, ভয়ানক এক দাবানলে হঠাৎ করেই পুড়ে ছাই হয়ে গেছে এদিকের মস্ত এক এলাকার জঙ্গল।

'ওই ল্যাবোরেটরি মাটির দু'তলা নীচে,' বলল জেরাল্ড। 'চল্লিশ ফুট নীচের স্থাপনা নষ্ট করবে ওরা কী করে?'

'তা ঠিক জানি না,' প্যাকেট থেকে সিগারেট নিয়ে ঠোঁটে ঝুলিয়ে লাইটার দিয়ে ধরিয়ে নিল সিমন্স। 'বোধহয় ব্যবহার

BanglaBook.org

করবে ফিউয়েল-এয়ার বম্। ইরাকের মাটির নীচের বাঙ্কার উড়িয়ে দিতে কাজে এসেছিল।' কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'এসব নিয়ে ভাবতে হবে না, আসল কথা আমরা রওনা হব স্রষ্টার সঙ্গে দেখা করতে। হয়তো ফিউয়েল-বম্, বা সাইডওয়াইণ্ডার ,বা ড্রাগন– তাতে কী-ই-বা আসে-যায়! আসল কথা, সঠিকভাবে কাজ শেষ করবে সিআইএ। এতে কোনও সন্দেহ নেই। কাজেই, আধ ঘণ্টা পর পারলৌকিক জগতে পৌঁছব আমরা। কোনও এক্সপেরিমেণ্ট থাকবে না, ফ্যাসিলিটিও থাকবে না। ...আর প্রমাণ? নাহ্, তাও থাকবে না। দানব আবার কীসের? আমরাই তো নেই কোথাও!'

অলস ভঙ্গিতে সিগারেট ফুঁকছে জেন্স সিমন্স।

রানা তার দিকে চেয়ে বুঝে গেল, সে আশা করছে সবাইকে নিয়ে ব্ল্যাকহক হেলিকপ্টারে চাপবে ও। এদিকে নিজেকে রক্ষা করবার মত কোনও উপায় অবশ্যই আছে তার। হয়তো ওই ল্যাবোরেটরি বাঙ্কার পুরোপুরি নিরাপদ। কিন্তু ওখানে গিয়ে ঢুকলে বোমা পড়বার পর আবার যখন আর্মি ও সিআইএ-র লোক আসবে, তখন ধরা পড়তে হবে ওদেরকে। মোট কথা, নিশ্চিতভাবে মেরে ফেলা হবে ওদেরকে।

'প্রফেসরকে নিয়ে এসো তোমরা, জেরাল্ড,' রানার হাতের ইশারায় দালানের দিকে রওনা হয়ে গেল জিনা ও জেরাল্ড।

একবার মানুষটাকে দেখে এসেছে রানা। মেঝেতে পড়ে ছিলেন অজ্ঞান হয়ে। তুলে বেডে শুইয়ে দিয়ে এসেছে।

জিনার পাশে পা চালাল জেরাল্ড।

'প্রথম থেকেই তোমাদের এই পরিকল্পনা ছিল, তা-ই না?' সিমন্সের কাছে জানতে চাইল রানা। 'তুমি ভেবেছিলে পেয়ে যাবে নিখুঁত সিরাম, ফ্যাসিলিটির ভেতর আটকে ফেলবে ওই ডেমিয়েন নামের রাক্ষসটাকে, তারপর আকাশ থেকে বোমা মেরে উড়িয়ে দেবে এদিকের সব। মরে সাফ হবে সবাই। থাকবে না কোনও

BanglaBook.org

প্রমাণ। যা চাও সবই পেয়ে গেছ। সত্যি, প্রায় পারফেক্ট প্ল্যান।'

'প্রায় মানে?' আপত্তির সুরে জানতে চাইল সিমন্স। 'এর চেয়ে ভাল প্ল্যান জীবনে দেখেছ? কিন্তু সবই নষ্ট হয়ে গেল তোমার মত একটা ইয়েকে এসবে জড়িয়ে।' মাথা নাড়ল সে, 'একবারও ভাবিনি সামান্য বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের এক এজেন্ট এভাবে সর্বনাশ করতে পারবে এত বড় প্রজেক্টের। ভুলটা আমারই। তোমাকে অনেক ছোট চোখে দেখেছি। আসলে প্রায় বাধ্য হয়ে একেবারে শেষ সময়ে তোমাকে রাখতে হয়েছিল আমার প্ল্যানের ভেতর। তোমার মত বাগড়া দেয়া লোক জীবনেও দেখিনি। সব হিসাবের ভেতর রেখে ধরে নিয়েছি, মরে সাফ হয়ে যাবে তোমরা। আমি হয়ে উঠব সিআইএ-র সেরা এজেন্ট। কিন্তু তা আর হলো না।'

'কেন জানি মরতে খুবই আপত্তি আছে আমার,' বলল রানা।

'সন্দেহ কী,' গম্ভীর চেহারা করল সিমন্স। পায়ের কাছে থুক্ করে ফেলল থুতু। 'কিন্তু চাইলেও এবার আর বাঁচবে না। বোমার আগুনে ছাই হবে সব। বেশি সময়ও নেই, বড়জোর বিশ মিনিট।'

'অথচ, এখনও তোমার কাছে সিরাম নেই,' বলল রানা।

চোখ বুজে বিড়বিড় করে কী যেন বলল গ্রেবার। মনে হলো কেঁদে ফেলবে।

'না, সত্যিই সিরাম পেলাম না,' তিক্ত সুরে বলল সিমন্স। 'কিন্তু তুমিও এখান থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারছ না।'

'তুমি পারছ?'

একটু ইতস্তত করল সিমন্স, হেসে ভিন্ন প্রসঙ্গে গেল রানা।

'একটা কথা বলবে? আসলে কারা চেয়েছিল ওই সিরাম?' সিমন্সকে মাথা নাড়তে দেখে আবার বলল, 'বুঝতে পারছি বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচ করেছ। মিথ্যা বলেছ কংগ্রেশনাল কমিটিকে। অথচ, পেলে না কিছুই।' কাঁধ ঝাঁকাল। 'আমি জানি,

BanglaBook.org

বিশেষ কোনও ব্যবস্থা আছে তোমাদের। ওই বোমায় তোমাদের কিছুই হবে না। কিন্তু আমাদের হাত থেকে বাঁচবে কী করে? আমরা যদি দুটো বুলেট ঢুকিয়ে দিই তোমাদের দু'জনের মগজে? তোমাকে জ্যান্ত রেখে আমরা যাচ্ছি না। যদি কোনওভাবে বেঁচেও যাও, নিশ্চিত জেনো, আগামী বিশ বছরের জন্যে আলাস্কা বা সাইবেরিয়ার কোনও স্টেশনে পাঠিয়ে দেয়া হবে তোমাকে।'

'কথা ঠিক,' সায় দিল সিমন্স। 'আমার আর ক্ষমা নেই।'

ধীরে ধীরে পেরোতে লাগল সময়।

'আরেক কাজ করলে কেমন হয়,' হাসল রানা, 'তুমি নিজেও আমাদের সঙ্গে যেতে পারো।'

বিস্ময় নিয়ে রানাকে দেখল সিমন্স।

রানা যা ভেবেছে, তেমনই চট্ করে নিজেকে সামলে নিল সে। 'না, তা হবে না।'

দালান থেকে বেরিয়ে এসেছে জিনা। পিছনে জেরাল্ড। সে কাঁধে তুলে আনছে বৃদ্ধ প্রফেসরকে। জ্ঞান নেই মানুষটার।

ডিগবার্ট চলে গেল ওদিকে, জেরাল্ডের কাছ থেকে প্রফেসরকে বুঝে নিয়ে আবারও দৌড়ে ফিরল রানার কাছে।

'হেলিকপ্টারের ইঞ্জিন স্টার্ট করো, জেরাল্ড,' বলল রানা, 'আমরা আকাশে উঠছি।' কথাটা শেষ করেই খপ করে সিমন্সের কলার চেপে ধরল ও, হেঁচড়ে নিয়ে চলল হেলিকপ্টারের দিকে।

'আরে, রানা! কী করছ!' আপত্তি তুলল সিআইএ এজেন্ট। বুঝে গেছে, ক্লান্ত বাঙালি লোকটার গায়ের জোরের কাছে সে কিছুই নয়।

প্রাঙ্গণের রক্তাক্ত ঘাসে ছেঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাকে। অপমানে হাঁফিয়ে গেছে সে। কিছুদূর গিয়ে কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে থামল রানা, পিছন ফিরে চাইল গ্রেবারের দিকে। আঁৎকে উঠে ঝেড়ে দৌড় দিল পাটকাঠির মত লোকটা ফ্যাসিলিটির

banglabook.org

ভেতর। মুচকি হাসল রানা।

'রানা! রানা! এসব কী হচ্ছে!' করুণ হয়ে উঠল সিমন্সের কণ্ঠ। 'বিশ্বাস করো, ওরা মিসাইল মেরে উড়িয়ে দেবে কপ্টার!'

কয়েক সেকেণ্ড পর তাকে ফেলা হলো হেলিকপ্টারের পাশে। কঠোর কণ্ঠে বলল রানা, 'সেক্ষেত্রে তুমিও উড়ে যাবে। একই যাত্রায় ভিন্ন ফল হবে না কারও!' হেলিকপ্টারের বে ডোর খুলল রানা, ঘাড় ধরে ঠেলে ভিতরে পাঠিয়ে দিল জেম্স সিমন্সকে। চেপে বসল নিজের সিটে। পায়ের কাছে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে যেতে চাইল সিআইএ এজেন্ট। আবারও ঘাড় ধরে পাশের দেয়ালে আছড়ে ফেলল রানা ওকে। কঠোর হয়ে উঠল কণ্ঠ: 'আবার বেরোতে চাইলে পাছায় গুলি করব!'

এই এককথায় পাথরের মূর্তি হয়ে গেল সিমন্স।

বৃদ্ধ প্রফেসরকে কোলে নিয়ে খোলা দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকল ডিগবার্ট। এরপর এয়ারক্রাফটে উঠল তানামুরা, জিনা, শেষে হান্টার। চট্ করে হাতঘড়ি দেখল ডিগবার্ট। ককপিটে জেরাল্ডের উদ্দেশে বলল, 'বাছা, বড়জোর পাঁচ-সাত মিনিট!'

'তার আগেই আমরা ভাগছি!' বলল জেরাল্ড।

দড়াম করে বে ডোর বন্ধ করে দিল রানা।

হাউমাউ করে উঠল সিমন্স। ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল দরজার ওপর। তখনই চালু হলো রোটরের টুইন টার্বো।

'সবাই সাবধান!' ইন্টারকমে বলল জেরাল্ড, 'বাধ্য হয়ে কোল্ড টেকঅফ করতে হচ্ছে! সবাই হ্যাণ্ডেল চেপে ধরুন!'

সত্যিই ভয়ঙ্কর কয়েকটা ঝাঁকি খেল ওরা সবাই।

যথেষ্ট হাইড্রলিক প্রেশার নেই বলে ওপরে উঠতে শুরু করে বামদিকে নাক ঘুরিয়ে ছুটল ব্ল্যাকহক হেলিকপ্টার। নীচে সাঁই-সাঁই করে পিছনে পড়ছে ময়দান। তারপর খাড়া হয়ে স্বর্গে উঠতে চাইল হেলিকপ্টার। অবশ্য কয়েক সেকেণ্ড পর ওটাকে নিয়ন্ত্রণে

BanglaBook.org

আনতে পারল জেরাল্ড, স্বাভাবিক হয়ে উঠল গতি। বেড়া পেরিয়ে জঙ্গলের মাথা ছুঁয়ে ছুটল হেলিকপ্টার কালচে-ধূসর আকাশ চিরে।

জানালা দিয়ে নীচে চেয়ে আতঙ্কে ফ্যাকাসে হয়ে গেল সিমন্স। আর তখনই তার কানের কাছে বলল রানা, 'মৃত্যু এলে এমনই লাগে। ...খুব ভয় বুঝি?' ভুরু কুঁচকে গেল ওর। 'হারামজাদা! শত শত মানুষকে ঠেলে দিয়েছ মৃত্যুর মুখে! এবার বুঝবে মরতে কেমন লাগে! চোখে চোখ রাখবে ওই দানবের!'

থরথর করে কাঁপছে সিমন্সের দু'ঠোঁট। হাত সামনে বাড়িয়ে বলল, 'শোনো, রানা, আসলে...'

'জীবন কত প্রিয় তা বুঝবে, যখন দাঁড়াবে ওটার সামনে,' নিষ্ঠুর কণ্ঠে বলল রানা, 'এরপর বাঁচলে কখনও ভুলবে না, কাউকে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়া উচিত নয়!'

থরহরিকম্প শুরু হয়েছে সিআইএ এজেন্টের দেহে। বুজে ফেলল দু'চোখ। দু'হাত তুলল কপ্টারের আকাশে, যেন নালিশ করবে স্রষ্টার কাছে!

জানালা দিয়ে চাইল রানা। আর তখনই দূরে দেখল কমলা-সাদা ছাতির মত কী যেন। চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছে লেলিহান আগুনের হু-হু হলকা। পেটে ভরল ওদিকের গোটা জঙ্গল। লালচে হয়ে উঠছে ভোরের আকাশ।

চারপাশে শুরু হয়েছে জোরালো শোঁ-শোঁ গর্জন।

'হুঁশিয়ার!' ইন্টারকমে বলল ডেপুটি মার্শাল টম জেরাল্ড।

প্রচণ্ড কনকাশন ওয়েভ এল অদৃশ্য এক ভয়ঙ্কর দানবের মত, যেন আছে তার এক শ'টা হাত। পিছন থেকে খপ্ করে ধরল শক্তিশালী ব্ল্যাকহক হেলিকপ্টারকে, বার কয়েক ঘুরিয়ে দিল চরকির মত, ছিটকে ওপরে উঠতে গিয়েও আবার নীচে ছুটল যান্ত্রিক ফড়িং।

সাগরে মারাত্মক ঝড়ে পড়া জাহাজের ক্যাপ্টেনের মত শোনা

BanglaBook.org

গেল ককপিটে জেরাল্ডের চাপা গর্জন। সব সামলে নিতে চাইছে সে। নানানদিকে ছিটকে পড়েছে সবাই। কিন্তু অন্যরা উঠবার আগেই ককপিটে পৌঁছে গেল রানা, জেরাল্ডের পাশে হাত লাগাল জয়স্টিক নিয়ন্ত্রণে। তখনই এল সেকেণ্ডারি শক ওয়েভ। ভয়ানক বিস্ফোরণে আকাশে তৈরি হয়েছে ফাঁকা জায়গা, আর তা ভরে দিতে সামনে থেকে আসছে জোরালো দমকা হাওয়া। রানা-জেরাল্ড দু'জন মিলে সিধে করেছিল হেলিকপ্টার, কিন্তু আবারও নীচে নাক তাক করে সোজা মাটির দিকে ছুটল ওটা।

কন্ট্রোল প্যানেলে হুমড়ি খেয়ে পড়তে গিয়েও সামলে নিল রানা। আবারও লড়াই শুরু করল জয়স্টিক নিয়ে। জ্বলে উঠেছে ওদের পেছনের আকাশ, নীচ থেকে উঠে আসছে আগুনের হলকা। মস্ত এক ব্যাঙের ছাতার মত মেলে যাচ্ছে নানানদিকে। ভোরের কালচে-ধূসর আকাশ ভরে গেল আলোয়, তারপর ধীরে ধীরে কমতে লাগল শোঁ-শোঁ আওয়াজ। পাহাড়ে পাহাড়ে কমছে তার প্রতিধ্বনি।

একটু পর হেলিকপ্টারের আওয়াজ ছাড়া কিছুই থাকল না। আবারও স্থির হয়ে ছুটছে ব্ল্যাকহক।

জয়স্টিক ছেড়ে জেরাল্ডকে দেখল রানা।

আস্তে করে মাথা দোলাল জেরাল্ড। 'থ্যাঙ্ক ইউ, রানা।'

কাঁধ ঝাঁকাল বিসিআই এজেন্ট।

মাত্র এক মিনিটে ঘেমে নেয়ে উঠেছে ওরা।

ওয়্যারলেস হেড সেট তুলে নিল রানা। ঠিক তিন মিনিট কথা বলল ভিন্ন তিনটি ওয়েভ-লেংথে। এক মিনিট মেরিন ফোর্সের চিফের সঙ্গে, এক মিনিট আমেরিকার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আর শেষ এক মিনিট বিসিআই চিফের সঙ্গে। উঠে দাঁড়াতে গিয়ে পারল না– খামচে ধরেছে জেরাল্ড ওর জামার আস্তিন। বিস্ফারিত চোখে দেখছে রানাকে।

BanglaBook.org

'সত্যিই কাজ হবে?' কণ্ঠে অবিশ্বাস।

হাসল রানা, 'দেখাই যাক না।'

আবারও পিছনের কেবিনে এসে ঢুকল ও। চুপ করে আছে সবাই। ডিগবার্ট ঠিকভাবে শুইয়ে দিয়েছে অচেতন প্রফেসরকে। পরীক্ষা করে দেখল রানা, বড় কোনও আঘাত লাগেনি তাঁর।

ভয় কাটিয়ে নিচু স্বরে বলল সিমন্স, 'কোথায় যাচ্ছি, রানা?'

জবাব না দিয়ে দেয়ালের হুক থেকে হেডসেট নিয়ে মাইকে বলল রানা, 'জেরাল্ড, হোয়াইট মাউন্টেন পার্কে যেতে ডেটা দাও মেগেলানে। ওখানে একটা ক্রিক আছে, নাম ফসিল রিভার। রেঞ্জের উত্তর থেকে দক্ষিণে গেছে। উজানের দিকে যেতে হবে। ওখানে পাব একটা গুহা। আরও কাছে যাওয়ার পর অন্যান্য তথ্য দেব।' কয়েক মুহূর্ত পর জানতে চাইল, 'দেখো তো কেউ আমাদের পিছু নিয়েছে কি না।'

রেইডার চেক করে বলল জেরাল্ড, 'রিফিউয়েলঙের জন্য মাটিতে নেমে গেছে কয়েকটা। কিন্তু অন্যগুলো এখনও ঘুরছে। সব মিলে আকাশে চক্কর কাটছে সাতটা ব্ল্যাকহক আর ছয়টা এ-১৪। বোধহয় উপকূলের কাছের কোনও ক্রুযার থেকে এসেছে। মনে হয় না জানে আমরা কী করছি।' সামান্য বিরতি নিয়ে জানতে চাইল জেরাল্ড, 'ওদেরকে কিছু বলতে হবে?'

'হ্যাঁ। ওদের জানাও, আমাদের সঙ্গে আছে সিআইএ এজেন্ট জেম্স সিমন্স। আরও বলবে, এই মিশনের দায়িত্বে যে আছে, তাকে জানাতে হবে, আমরা জানি দানবটা কোথায় গেছে। এসবের শেষ দেখে ছাড়ব।' ক্লান্তিতে ভেঙে আসছে রানার দেহ।

আবারও সিআইএ এজেন্টের ঘাড় ধরল রানা, ঠেলে নিয়ে গেল ককপিটে। বসিয়ে দিল মেঝেতে। 'আপাতত তোমাকে এখানে থাকতে হবে। দরকার পড়লে ওদের সঙ্গে কথা বলবে। কেমন?'

হেডসেটে বলল জেরাল্ড, ‘বলছে এমনিতে সার্ভেইল্যান্স করছে। বলেছি, এসব বন্ধ করতে হবে, নইলে হেলিকপ্টার ঘুরিয়ে অন্য দিকে রওনা হব।’

তিক্ত হাসল রানা। আসলেই বিকৃত মনের লোক সিআইএ-র এরা। প্রথমে ওকে পাঠিয়ে দিয়েছে মরতে, আর তারপর যখন মরল না ও, এখন মনে ঢুকে গেছে ভয়, তাই অভিশাপ দিচ্ছে। তাতে কিছুই যায়-আসে না ওর, ফুরিয়ে আসছে এই খেলা– হয় বাঁচবে ওই দানব, নইলে ও।

ঘুরে একবার জিনাকে দেখল রানা।

চোখে চোখে কথা হলো ওদের।

ম্লান হাসল জিনা। বুঝে গেছে, চাইলেও ঠেকাতে পারবে না রানাকে।

‘এবার যোগাযোগ করতে হবে মেরিন ফোর্স হেডকোয়ার্টারে জেনারেল ম্যাকমিলানের সঙ্গে,’ বলল রানা, ‘উনি হয়তো জানাতে পারবেন কাছে তাঁদের কোনও ফ্যাসিলিটি আর হাসপাতাল আছে কি না।’

‘ওখানে নেমে যাব আমরা? নিরাপত্তা দেবে ওরা?’

‘তা চাইব না। তবে সম্ভব হলে কিছুক্ষণের জন্য নামব।’

জেরাল্ডের পাশের সিটে বসল রানা। ব্যস্ত হয়ে উঠল রেডিয়ো নিয়ে। পঁচিশ সেকেণ্ড পর পেয়েও গেল জেনারেলের এইডকে। রানা পরিচয় জানাতেই পাঁচ সেকেণ্ড পর সরাসরি লাইন দিল সে।

‘মিস্টার রানা?’ বজ্রপাতের আওয়াজে বিকট গর্জে উঠলেন জেনারেল। ‘অনেক দিন পর!’

‘শেষ আলাপ দু’মাস আগে,’ বলল রানা। ‘আপনার মাথায় তখনও গোটা দশেক চুল ছিল।’

‘আহ্-হা, ওগুলোর কথা আর বলবেন না। এখন ছয়টা। বলুন এ নিয়ে বেঁচে থাকা যায়!’

BanglaBook.org

'তো থাক্ ওই প্রসঙ্গ,' এবার সরাসরি কাজের কথায় এল রানা, 'হোয়াইট রিভার এলাকায় আপনাদের কোনও ফ্যাসিলিটি আছে?'

'আছে। প্রেসিডেন্ট রিগ্যান বেস।'

'যদি ওখানে হাসপাতাল থাকে, কপ্টার নিয়ে ওখানে নামতে চাই। সম্ভব?'

'সম্ভব। মাঝারি বেস। কিন্তু হাসপাতাল অত্যন্ত আধুনিক। আপনি আহত নাকি?'

'সঙ্গে আছেন এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক, তিনি অসুস্থ।'

'নিয়ে যান, ওই বেসের কমাণ্ডারকে জানিয়ে দিচ্ছি। সব ব্যবস্থা করে দেবে।'

'ধন্যবাদ, জেনারেল। কৃতজ্ঞ রইলাম।'

'কী যে বলেন, মিস্টার রানা, আমাদের সব ঋণ আগে শোধ করে নিই, তারপর কোনও কাজে এলে তখন কৃতজ্ঞ হবেন।'

আরেকবার ধন্যবাদ জানিয়ে রেডিয়ো যোগাযোগ কেটে দিল রানা।

আড় চোখে ওকে দেখল জেরাল্ড। 'দুনিয়ার সবার সঙ্গেই দেখি খাতির! এটা সম্ভব হলো কী করে?'

'সবার সঙ্গে নয়,' মাথা নাড়ল রানা। 'ভুলে গেলে, আমাদের পিছনে পিছনে আসছে সিআইএ?'

'হুঁ!' গম্ভীর হয়ে গেল জেরাল্ড।

'হ্যাঁ, পেয়ে গেছি!' তখনই চেঁচিয়ে উঠল ডিগবার্ট। সরিয়ে ফেলেছে বে-র বড় একটা প্যানেল। ওদিকে সারি সারি অস্ত্র।

রানা দেখল, রীতিমত যুদ্ধে নামতে তৈরি হয়ে এসেছে *পাথর ভাঙা* ডিগবার্ট। জড় করে রাখা হয়েছে গ্রেনেড, ফ্লেম থ্রোয়ার, এম-২০৩ রকেট লঞ্চড্ গ্রেনেড ও দুটো ব্যারেট রাইফেল। কম্পার্টমেন্টের নীচে ক্রেটে ভরা অ্যামিউনিশন ও ফ্লেম থ্রোয়ারের

BanglaBook.org

জন্য নাপাম ক্যানিস্টার।

ওগুলো দেখে গম্ভীর হয়ে গেল প্রাক্তন মার্শাল। বিড়বিড় করে বলল, 'দেখা যাক এবার বাঁচে কি না ওই শুয়োরের বাচ্চা!'

বত্রিশ

গভীর, আঁকাবাঁকা, পাহাড়ি ক্যানিয়নের মাঝ দিয়ে সাবলীল গতি তুলে ছুটে চলেছে রানাদের ব্ল্যাকহক হেলিকপ্টার, পিছনে ধেয়ে আসছে ধূসর মেঘের শক্তিশালী এক বিদ্যুৎঝড়। দুনিয়া থেকে আলাদা করে দিয়েছে রানাদেরকে। আর স্রষ্টাও যেন চাইছেন দানবের বিরুদ্ধে মানুষের লড়াই গোপনই থাকুক।

আকাশে বার-বার ঝলসে উঠছে নীল বজ্রবিদ্যুৎ, একেকবার বিকট আওয়াজ তুলে বাজ পড়তেই থরথর করে কাঁপছে যান্ত্রিক ফড়িং। একটু আগে জেরাল্ডকে জানিয়ে দিয়েছে রানা, কয়েক মিনিট পর পাথুরে এক এবড়োখেবড়ো উঁচু উপত্যকায় নামাতে হবে। ওই উপত্যকার বুক চিরে গেছে এক খরস্রোতা নদী, খাড়া এক ঢাল থেকে সরাসরি গিয়ে পড়েছে সামনের খাদে।

অচেতন প্রফেসরকে মেরিন বেসের হাসপাতালে নামিয়ে আবারও রওনা হয়েছে ওরা। ওখানেই নেমে যেতে চেয়েছিল কাপুরুষ সিআইএ এজেন্ট জেন্স সিমন্স, কিন্তু সে সুযোগ দেয়নি রানা। হান্টারকে ডাক্তারের পরিচর্যায় রাখতে চেয়েছিল, কিন্তু ওকে ছাড়া নড়বে না বুঝে বাধ্য হয়ে ফার্স্ট এইড দিয়ে সঙ্গেই রাখতে হয়েছে। আপাতত হান্টার পাহারা দিচ্ছে জেন্স সিমন্সকে।

BanglaBook.org

ওই লোক ছাড়া অন্যরা ব্যস্ত হয়ে উঠেছে হেলিকপ্টারের ভিতর। অস্ত্র হাতে তৈরি হয়ে নিচ্ছে দানবের বিরুদ্ধে শেষ লড়াইয়ের জন্য। রানা, জিনা ও তানামুরা রক্তাক্ত ও হতক্লান্ত, কিন্তু ওদের সময় নেই ক্ষত পরিচর্যার।

অবশ্য, ভারী গজ-ব্যাণ্ডেজ দিয়ে জিনার ছেঁড়া কেভলার ভেস্টের জায়গাটা মেরামত করে দিয়েছে রানা। ভালভাবে আটকে দিয়েছে ইলাস্টিক স্ট্র্যাপ। এদিকে তানামুরা ও রানার ক্ষত স্যাভলন দিয়ে পরিষ্কার করে ব্যাণ্ডেজ করেছে জিনা। হান্টারেরও শরীরের কয়েক জায়গায় ব্যাণ্ডেজ। ওরা সবাই আহত।

গায়ে লেপ্টে আছে শুকনো রক্ত। এসব রক্ত যে শুধু ওদের, তা নয়, ওই দানবেরও আছে। সবার ভিতর সবচেয়ে করুণ অবস্থা রানার, সারা শরীরে মার খাওয়া কালশিটে। পোশাক দেখে যে-কেউ বলবে, এই লোককে একটা কাঠিতে বেঁধে ফসলের মাঠে দাঁড় করিয়ে দিলে সে-মাঠে আর কাকতাড়ুয়া লাগবে না!

চওড়া ও গভীর লম্বা এক ক্ষত গাল ও কপালে। ওটা কখন হয়েছিল, মনে করতে পারেনি। এখনও বেরোচ্ছে অল্প অল্প রক্ত। ব্যাণ্ডেজ করবার উপায় নেই, নইলে এক চোখে প্রায় কিছুই দেখবে না।

শেষবার লড়াইয়ের সময় বাম বাহু দিয়ে ঠেকিয়ে দিয়েছিল দানবের থাবা, ফেটে গেছে ওই জায়গার পেশি। রক্ত পড়া থেমে গেলেও কালো হয়ে আছে ক্ষতটা। পরে বুঝেছে রানা, দানবের চামড়াও একটা অস্ত্র, লোহা ঘষার শিরিষের মত ধারালো। অবশিষ্ট গজ-ব্যাণ্ডেজ দিয়ে জায়গাটা বেঁধে দিয়েছে জিনা, আপাতত এ ছাড়া কিছু করার নেই। ওরা যদি সামনের লড়াই শেষ করে ফিরতে পারে, ওদের প্রত্যেকেরই নিতে হবে মেডিকেল সাপোর্ট।

বে থেকে ককপিটে এল রানা, বসল জেরাল্ডের পাশের সিটে।

BanglaBook.org

হেডসেট কানে বসে আছে টম, শুনছে অস্ত্রপাতি নিয়ে নামার তোড়জোড় করছে ডিগবার্ট, জিনা ও তানামুরা। পিছনের ঝড়ের দিকেও চোখ রেখেছে জেরাল্ড, অনেক নিচু দিয়ে ছুটে চলেছে হেলিকপ্টার। রেইডার বলছে, অন্যান্য হেলিকপ্টার চলেছে দক্ষিণে, সরে আছে বজ্রবিদ্যুৎ ঝড় থেকে। ইন্টারকমে রানার উদ্দেশে বলল জেরাল্ড, 'এত দ্রুত ওটা এদিকে আসতে পারবে?'

মাথা দোলাল রানা। 'হ্যাঁ, পারবে।'

তর্কে গেল না জেরাল্ড। 'ঠিক আছে, পথ দেখিয়ে নিয়ে চলো ওই গুহার দিকে।'

'নদীর আরও উজানে,' বলল রানা, 'সামনের বাঁকের পর। আমরা খুঁজে বের করব একটা জলপ্রপাত। ওটা নেমে এসেছে এক ক্লিফের খাড়া ঢাল থেকে। ওই নদীর দু'পাশে থাকবে নেকড়ের মুখের মত কিছু, বা বাঘের মুখের মত। খুঁজে নিতে সমস্যা হবে না।'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল জেরাল্ড, তারপর বলল, 'একটা কথা বলবে, ওই জন্তু তো ছিল দশ বা বারো হাজার বছর আগে। তা হলে ওটা বরফ-যুগ পার করে এল কী করে?' ইন্টারকমে তার কথা শুনছে অন্যরা।

'বরফ-যুগেও বহু জন্তু বেঁচে ছিল,' হেডসেটে বলল রানা। মনোযোগ দিয়ে খুঁজছে সামনের সব ক্লিফ। 'আর এসব দানব যে ধরনের বুদ্ধি রাখত, সহজেই বেঁচে থাকার কথা পাহাড়ি গুহায়। তা ছাড়া, মানুষের মতই প্রকৃতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারত এরা।' একটু পর আবারও বলল রানা, 'ওরা ছিল ফুড চেইনের চূড়ায়। শত্রু ছিল না। কিন্তু আমার ব্যক্তিগত ধারণা, ঝাড়ে বংশে শেষ হয়েছে ওই বরফ-যুগেই। যখন নানানদিকে পালিয়ে গেল অন্য সব প্রাণী, বা মরে সাফ হলো। মেরে খাওয়ার মত কিছুই পেল না এরা। নিজেদেরকে খুন করতে লাগল খাবারের অভাবে।

BanglaBook.org

এ ছাড়া তো আর কোনও ব্যাখ্যা নেই।'

নদীর উজানে চলেছে হেলিকপ্টার।

'ওই গুহায় ঢোকার পর হয়তো জানব কী কারণে হারিয়ে গেছে এরা,' আবারও বলল রানা।

তখনই সামনে আঙুল তুলল জেরাল্ড। 'ওই যে!'

আকাশে থেমে গেল হেলিকপ্টার।

দক্ষিণে অনেকটা দূরে মসৃণ, খাড়া এক দেয়ালের মত ক্লিফ। আগে কখনও না এলেও পরিষ্কার জায়গাটা চিনে গেল রানা।

তিন শ' ফুট উঁচু এক উপত্যকা থেকে নীচে নেমেছে এক পাহাড়ি নদী। দু'পাশে ক্লিফের খাড়া দেয়াল। জলপ্রপাতের সত্তর বা আশি ফুট নীচে বামদিকের খাড়া দেয়ালে এক চওড়া ফাটল। ভিতরে গাঢ় অন্ধকার। ক্লিফের দু'দিকে এবড়োখেবড়ো বড় দুটো পাথর-স্তূপ, দেখতে অনেকটা নেকড়ের মুখের মত। সহজেই বোঝা গেল প্রাকৃতিকভাবে তৈরি নয়। হাজার হাজার বছর ধরে ক্ষয় হয়ে অনেকটা ভোঁতা হয়েছে খোদাই চিত্র। ক্লিফ থেকে ফাটল ধরে চুর-চুর হয়ে সরে গেছে গ্র্যানেট পাথর। পাথর-স্তূপের ওজন হবে অন্তত এক শ' টন।

প্রথম দর্শনে মনে হলো ওপরের ওই গুহায় পৌঁছতে পারবে না কেউ। কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড পর রানা বুঝল, ক্লিফে আছে অস্পষ্ট এক ট্রেইল। তবে ক্লাইমিং ইকুইপমেন্ট না থাকলে গুহায় ওঠা সহজ হবে না ওদের জন্য। কিন্তু বনমানুষের মত করে ঠিকই ওখানে উঠতে পারবে ওই দানব।

BanglaBook.org

আকাশে গুড়-গুড় আওয়াজ তুলে সরে যাচ্ছে কালো-ধূসর সব মেঘ। বার-বার ঝলসে উঠছে বিদ্যুৎ। আরও বাড়তে শুরু করেছে হাওয়ার বেগ। আরও বাড়বে ঝড়ের মাতম।

আগেই দেখেছে রানা, ডিগবার্ট ও জেরাল্ড সঙ্গে করে এনেছে ক্লাইমিং গিয়ার। 'আমরা ওপর থেকে র‍্যাপেল করে নামব,'

জানিয়ে দিল ও। 'জলপ্রপাত থেকে আশি ফুট নীচে ওই গুহা।'

ঝোড়ো হাওয়ার বিরুদ্ধে হেলিকপ্টার স্থির রেখেছে জেরাল্ড। রওনা হয়ে গেল ওপরের উপত্যকা লক্ষ্য করে। হেডসেট খুলে বে-তে এসে ঢুকল রানা। চুপ করে সিটে বসে আছে জিনা ও তানামুরা, হাতে নতুন অস্ত্র। জিনার সঙ্গে এখন বারোটা নতুন ম্যাগাযিন ও একটা বেরেটা ৯ এমএম পিস্তল। রানা ভাল করেই বুঝল, ওই দানব ঠেকাতে কোনও কাজেই আসবে না সাইড আর্মস্। তবুও সান্ত্বনা হিসাবে ওটা নিজের কাছে রেখেছে জিনা।

ওরা বাধ্য হয়েই নানান অস্ত্র নিয়েছে, যদিও জানে, কিছুই হবে না এসবে। *পাথর ভাঙার* কাছে ওয়েদারবাই, কিন্তু প্রায় ফুরিয়ে এসেছে ওই অস্ত্রের গুলি। এ কারণে সাইড আর্ম হিসাবে রেখেছে ক্যাসাল .৪৫৪ ক্যালিবারের পিস্তল। ওটা ভেদ করবে ওই দানবের চামড়া।

উপত্যকার একপাশে নিখুঁতভাবে হেলিকপ্টার নামতেই ওরা টের পেল, ওপরে বইছে জোরালো দমকা হাওয়া। মাঝে মাঝে থরথর করে কাঁপিয়ে দিচ্ছে হেলিকপ্টার।

এখনও তানামুরার মূল অস্ত্র বলতে সেই কাটানা– দানবকে আহত করতে উপযুক্ত অস্ত্র ওটা। এ ছাড়া, ওর রয়েছে বেরেটো সেমি-অটোমেটিক পিস্তল, ছয়টি ফসফরাস হ্যাণ্ড গ্রেনেড ও ভারী একটা রাইফেল।

বে-তে এসে ঢুকল জেরাল্ড। ওর ইশারায় বামদিকের দরজা খুলে দিল ডিগবার্ট।

সামনে বাড়ল রানা, পিঠে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে নামিয়ে দিল জেন্স সিমন্সকে। ভয়ে কাঁপছে লোকটার দুই হাঁটু। অফিসে বসে পদোন্নতি পেয়ে পেয়ে উঁচু অফিসার হয়েছে, কিন্তু নিজে কখনও বড় কোনও বিপদের মুখোমুখি হয়নি। হেলিকপ্টারের মেঝে থেকে একটা এম-১৬ রাইফেল ও কয়েকটা ম্যাগাযিন নিয়ে তার হাতে

BanglaBook.org

ধরিয়ে দিল রানা। ভাল করেই জানে, এত সাহস হবে না যে ওদের ওপর হামলা করবে এই লোক।

'খেলা শুরু,' বলল রানা, 'আমাদের সঙ্গে ঢুকবে ওই গুহায়, তারপর শুধু মজা আর মজা!'

আপত্তির সুরে বক্তব্য শুরু করেছিল সিমন্স, কিন্তু রানার লালচে চোখ দেখে খপ্ করে বন্ধ করল মুখ।

বে-র মেঝে থেকে .৫০ ক্যালিবারের প্রকাণ্ড হ্যারিস এম-৯৮ ব্রাউনিং স্নাইপার রাইফেল নিল রানা। দৈর্ঘ্যে ওটা চার ফুটেরও বেশি। তিন ভাগের দু'ভাগই ব্যারেল, কাজে ব্যারেট রাইফেলের মতই। গুলি লাগাতে পারে দু'হাজার গজ দূরের টার্গেটে। ব্যারেল থেকে বেরোবার সময় গুলির ভেলোসিটি প্রতি সেকেণ্ডে পাঁচ হাজার ফুট। ব্যারেটের মতই ফুটো করবে এক ইঞ্চি পুরু স্টিলের প্লেট। কিন্তু অপ্রশস্ত গুহায় ঝামেলা হবে লম্বা ব্যারেল নিয়ে।

টুলকিট থেকে রেঞ্চ নিল রানা, ওটা ব্যবহার করে খুলে ফেলল ভারী ব্যারেলের শেষ সতেরো ইঞ্চি নল। ওই অংশ ছিল লং-রেঞ্জে নিখুঁতভাবে গুলি করবার জন্য। আপাতত দূর-পাল্লায় লক্ষ্যভেদ করতে হবে না।

এই ব্রাউনিং রাইফেল আগে ব্যবহার করেনি রানা, কিন্তু দ্বিধা না করে খুলে ফেলল স্কোপ ও শোল্ডার স্টক। থাকল শুধু পিস্তল গ্রিপ। কাজটা শেষ করতে লাগল সব মিলে দুই মিনিট। খাটো একটা রাইফেলে দাঁড়াল অস্ত্রটা, কিন্তু শক্তি ভয়ঙ্কর। এবার ক্রেট থেকে পাঁচ সেকেণ্ডের ফসফরাস ফিউযওয়ালা দুটো থারমাইট গ্রেনেড তুলে ঝুলিয়ে নিল বেল্টে।

'চলো, যাওয়া যাক?' রানাকে বলল জেরাল্ড। ছোট্ট একটা রেডিয়ো তার হাতে, চালু করল ফ্রিকোয়েন্সি বিকন। রেডিয়োটা রেখে দিল হেলিকপ্টারে।

মাথা দোলাল রানা, বুঝে গেছে কী করেছে জেরাল্ড। 'ঝড়

BanglaBook.org

বাড়ার আগেই নেমে যেতে হবে গুহায়,' বলল ও, 'জেরাল্ড, প্রথমে নামব আমি। তারপর জেন্স সিমন্স। এরপর তুমি, ডিগবার্ট, তানামুরা ও সবার শেষে জিনা। ওই দানব কাছাকাছি থাকলে আগেই সতর্ক করতে পারব তোমাদেরকে। এদিকে কপ্টার পাহারা দেবে হাণ্টার।'

ধীরে ধীরে উঠে দরজার পাশে গিয়ে বসল আহত হাণ্টার।

'ওখানে হয়তো ওই দানবের পূর্বপুরুষদের কবর,' মন্তব্য করল রানা।

কেউ কিছু বলল না, থমথম করছে মুখ।

জেরাল্ডের কাঁধে ওয়েদারবাই, অন্য হাতে ছোট এক পুটুলি ভরা ফ্লেয়ার। ডিগবার্ট কপ্টার থেকে র‍্যাপেল রোপ নীচে নামিয়ে দেয়ার পর উপত্যকার কিনারা থেকে নেমে গেল রানা।

দশ মিনিটে গুহার মেঝেতে নামল সবাই।

সাধারণ গুহা নয়, এই সুড়ঙ্গপথ গেছে পাহাড়ের অনেক গভীরে। ভিতরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। যেন ওপর থেকে ঝরঝর করে পড়ছে পানি, কিন্তু বাস্তবে ওই হালকা শব্দ তুলে পুড়তে শুরু করেছে ফ্লেয়ারের গন্ধক। ওই লালচে আলোয় সামনে পা বাড়াল ওরা।

অবশ্য কয়েক পা গিয়ে থামল রানা, বসে পড়ে দেখল মেঝে।

হ্যাঁ, পৌঁছে গেছে ওই দানব।

পাথরের মেঝেতে কালচে রক্ত।

তিক্ত হাসল রানা। ঠিকই ধরেছে, বিশ্রাম নিতে পূর্বপুরুষের আদি আস্তানায় ফিরে এসেছে ওটা। ভেবেছে, ধাওয়া করলেও এখানে তাকে খুঁজে পাবে না কেউ।

ডেমিয়েন, তোর চাই মানুষের রক্ত, মগজ, হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস ও মাংস, ভাবল রানা। কিন্তু তোকে বাঁচতে দেব না, নইলে সুস্থ হয়েই আবারও মানুষ খুন করতে বেরোবি তুই।

BanglaBook.org

এখানেই শেষ করতে হবে এই লড়াই। যেমন করে হোক।

খুব নিচু স্বরে বলল জেরাল্ড, 'কী মনে হয়, রানা– এসেছে?'

দূরের আঁধারে চোখ রাখল রানা। 'হ্যাঁ। পৌঁছেছে আমাদের সামান্য আগে। চলে গেছে সুড়ঙ্গের আরও গভীরে।'

'বুঝলে কী করে, বাছা?' পিছন থেকে জানতে চাইল *পাথর ভাঙা*।

'অনেক জন্তু ঠিক যেখানে জন্মায়, আবারও ফিরে যায় সেখানে,' বলল রানা, 'নতুন কিছু নয়, এটা ঘটে তাদের জেনেটিক কোডের কারণে।' মেঝে ছেড়ে উঠে সামনে আলো ফেলে এগোতে লাগল রানা।

ওর পিছনে চলেছে সবাই।

একটু পর প্রশস্ত হয়ে উঠল সুড়ঙ্গ। নানানদিকে গেছে বেশ কিছু অন্ধকার সুড়ঙ্গপথ। কোনও কোনোটা সরু, আবার কোনোটা যথেষ্ট চওড়া। ছায়া-আঁধারি তৈরি করছে ফ্লেয়ার, সেই লালচে আলোয় নতুন করে ট্র্যাক করছে রানা। বুঝে গেছে, গোলকধাঁধার মত এই পাহাড়ে পরিচিত পথে চলেছে ওটা। নীচে নামছে পাথুরে মেঝে, জায়গায় জায়গায় কালো রক্তের ফোঁটা। এদিক বা ওদিক না গিয়ে সরাসরি হেঁটে গেছে দানব।

রানা যা ভেবেছিল, আঁধারে অনেক তীক্ষ্ণ ওটার দৃষ্টিশক্তি। আঁধার থেকে হামলা করলে হয়তো মস্ত বিপদে পড়বে ওরা।

'এক মিনিট,' হাত তুলল রানা।

দম আটকে ফেলল সবাই।

'কী, রানা?' ফিসফিস করে জানতে চাইল জেরাল্ড।

চুপ করে আঁধারে চেয়ে আছে রানা।

ফাটল ধরা মেঝে, দু'দেয়াল ও ছাতের এই সুড়ঙ্গে হিসহিস আওয়াজে পুড়ছে ফ্লেয়ার। 'ওটা সামনে কোথাও আছে,' কয়েক সেকেণ্ড পর বলল রানা। 'চিৎকার শুনেছি।'

BanglaBook.org

সামনে বেড়ে নিচু স্বরে বলল তানামুরা, 'কী শুনলেন? আমি তো কিছুই শুনিনি।'

'অনেক দূরে ছিল আবছা আওয়াজ,' বলল রানা, 'এক মাইল বা আরও দূর থেকে এসেছে।'

'জিসাস ক্রাইস্ট, রানা!' কাঁপা গলায় বলল সিমন্স। 'ওদিকে যাওয়া মোটেও বুদ্ধিমানের কাজ নয়! তার চেয়ে এসো বোমা মেরে উড়িয়ে দিই পাহাড়! ভেবে দেখো, দরকার কী মুখোমুখি হওয়ার? ওটা...'

'এখন বড্ড ভয় লাগছে, না?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ!' নির্দ্বিধায় স্বীকার করল সিআইএ এজেন্ট।

'এ কারণেই তোমার মত নির্লজ্জ কাপুরুষদেরকে কখনও পছন্দ করতে পারিনি,' তিক্ত কণ্ঠে বলল রানা, 'নির্দ্বিধায় এক শ'জনকে পাঠিয়ে দেবে মরতে, কিন্তু বাঁচিয়ে রাখবে নিজের চামড়াটা!' আস্তে করে মাথা নাড়ল রানা। 'কার বাঁচা উচিত বা কার উচিত নয়, সে-সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার কে দিয়েছে তোমাকে?'

রানার কঠোর কণ্ঠ থেমে যাওয়ার পর নৈঃশব্দ্য নেমেছে সুড়ঙ্গে। ওই থমথমে পরিবেশে আবারও কথা বলে উঠল রানা, 'সিমন্স, মনে রেখো, এ পর্যন্ত যত অপরাধ করেছ আমাদের প্রতি, সেজন্য সমস্ত দায় তোমাকে নিতে হবে, মাফ পাবে না আমাদের কাছ থেকে।'

ঘুরে চেয়ে রানা দেখল, সিআইএ এজেন্টের দু'কাঁধ ধরে সামনে ঠেলে দিল হ্যাঙ্ক ডিগবার্ট। গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'দেশের জন্য কাজ করবে বলে শপথ নিয়েছ সিআইএ-তে, কাজেই সামনে বাড়ো, সিমন্স, সামনে বাড়ো!'

রওনা হয়ে গেল ওরা।

অনেকক্ষণ হেঁটে যাওয়ার পর মেঝে হয়ে উঠল ফাটল ধরা

BanglaBook.org

সিঁড়ির মত। তারপর ক্রমেই আরও সরু হলো ধাপ।

নিঃশব্দে চলেছে রানা। এখন দেখছে না দু'দিকের ছায়া। দু'পাশে চেপে এসেছে দেয়াল। ওরা যেন ঢুকে পড়েছে পুরনো আমলের রাজপ্রাসাদের কানাগলিতে, সামনে চিপা কোনও ঘরের মেঝেতে শুইয়ে ওদের কল্লা নেবে জল্লাদ। অনেক দূরে টিমটিমে আবছা সাদা আলো দেখল রানা। ওখানে বাঁক নিয়ে আরেক দিকে গেছে সুড়ঙ্গ। সামনের অংশটা ঘুটঘুটে আঁধার।

ফ্লেয়ার তুলে লালচে আলো দু'দিকে ফেলল রানা।

ছোট ছোট জোঁকে ভরা পাশের দুই দেয়াল।

অনেক তপ্ত হয়ে উঠেছে সুড়ঙ্গের আবহাওয়া।

রানা বুঝল, ওরা চলে এসেছে পাহাড়ের অনেক গভীরে।

সুড়ঙ্গ-মুখ থেকে অন্তত তিন মাইল ভেতরে।

সামনেই বোধহয় প্রকাণ্ড কোনও গুহা, সেখানে গিয়ে শেষ হবে এসব সুড়ঙ্গপথ।

আগেও এ ধরনের সুড়ঙ্গে ঢুকেছে রানা। বেশিরভাগ সময় শেষদিকে থাকে বড় কোনও গুহা।

সুড়ঙ্গের বাঁকে না থেমে ওদিকে পা বাড়াল ওরা।

সত্যি সামনে মস্ত বড় এক গুহা।

ছাত থেকে নেমে এসেছে প্রকাণ্ড সব স্ট্যালাগমাইট।

আরও বিস্ময়কর, বিশাল গুহার দেয়ালে দেয়ালে সবজেটে সব তৈলচিত্র।

সেজন্য নয়, অন্য কারণে চমকে গেল রানা।

প্রকাণ্ড এই গুহা স্টেডিয়ামের মত। চারপাশে হাড়ের তৈরি একের পর এক উঁচু স্তূপ। রানার মন বলল, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পাতাল জল্লাদখানায় এসে হাজির হয়েছে ওরা।

হয়তো আদিম কাল থেকেই এখানে রয়েছে রক্তের স্যাঁতসেঁতে গন্ধ, মনে করিয়ে দিচ্ছে নিশ্চিত মৃত্যুর কথা। ওদের

BanglaBook.org

দিকে যেন তাক করা হয়েছে অভিযোগের লক্ষ লক্ষ আঙুল। দৈত্যের কঙ্কাল যেন নীরবে বলছে: কোথাও পালিয়ে যেতে পারবে না তোমরা! কোথাও না!

প্রায় প্রতিটি কঙ্কালের করোটির তালু ডাবিয়ে দেয়া হয়েছে প্রচণ্ড আঘাতে, বা ভেঙে দেয়া হয়েছে মেরুদণ্ড।

নীরবে একবার মাথা দোলাল রানা। বুঝে গেছে, কী কারণে পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেছে এইসব ভয়ঙ্কর প্রাণী। ছোট ছোট সব ছায়া ভরা গুহার মত কুঠুরি নানানদিকে। ওখানেও জড় করে রাখা হয়েছে অসংখ্য হাড়। কোনও কোনও কঙ্কাল লড়াই করতে করতেই মারা গেছে।

একদম চুপ হয়ে গেছে ওরা, সুড়ঙ্গে ঢুকবার আগে হেলিকপ্টারে রানা যা বলেছিল, তা নিয়ে ভাবছে।

ফুড চেইনের সবচেয়ে ওপরে ছিল এসব দৈত্য।

দরকার পড়লে যেকোনও প্রাণীকে খুন করে খেত।

কিন্তু তারপর একসময় শুরু হলো বরফ-যুগ। হারিয়ে যেতে লাগল খাবার।

ক্ষুধার কারণে ভাগ হয়ে গেল তারা কয়েকটা দলে।

শুরু হলো নিজেদের ভিতর লড়াই।

দেয়ালে দেয়ালে তৈলচিত্র দেখছে রানা।

হ্যাঁ, এরা যে শুধু নরখাদক ছিল, তা-ই নয়, নিজেদের দলের মৃত দানবের লাশও খেত। শেষদিকে হয়তো বেঁচে ছিল দু'চারজন। তারা কষ্ট করে অন্য প্রাণী খুঁজতে যায়নি, দলের দুর্বল দানবকে ধরে খেয়ে নিয়েছে পেট পুরে। হয়তো শেষে দানবদের এই পাহাড়ি বসতবাড়ি বা কবরস্তানে রয়ে গিয়েছিল মাত্র একটা দানব, কিন্তু এরপর একদিন মরতে হলো তাকেও।

অপ্রাকৃত, বেসুরো কণ্ঠে বলল জেরাল্ড, 'এখন আমরা জানি কী হয়েছিল। খিদের জ্বালায় নিজেদের খেয়ে শেষ করেছে এরা।

BanglaBook.org

কে জানে, হয়তো মাত্র কয়েক দিনে শেষ হয়েছে হাজার হাজার দানব। বোধহয় দেখার মত ছিল ওসব লড়াই।'

ধীরে ধীরে মাথা দোলাল তানামুরা। ভুতুড়ে গুহায় উঁচু সব স্তূপে ফাটল ধরা বা ভাঙা সব হাড়, করোটি, মেরুদণ্ড। ফ্লেয়ারের লালচে আলোয় অদ্ভুত লাগছে দেখতে। নীরবে চেয়ে আছে ওদের দিকে হাজারো শূন্য অক্ষিকোটর।

'এরা যদি দল বেঁধে থাকত, মানুষের সাধ্য ছিল না যে পৃথিবী শাসন করবে,' নিচু স্বরে বলল তানামুরা।

'মনে নেই খনিতে প্রফেসরের কথা?' বলল জিনা, 'যতটা মনে আছে, তাঁর কথা ছিল: ওই দানবের পূর্বপুরুষরা বহু কাল ধরে যুক্তি বা সচেতন চিন্তার বদলে অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছে সহজাত প্রবৃত্তিকে, শিকারের দক্ষতা ও শারীরিক শক্তি বাড়িয়ে নেয়ায়, ফলে হয়ে উঠেছে অসচেতন মগজের প্রাণী। সামান্য কিছুতেই খুন-খারাবি করত। দয়া ও ভালবাসার অনুভূতিহীন... ছিল শুধু ইচ্ছে। যা খুশি করত, কারণ তাদের ছিল ক্ষমতা। নিয়ন্ত্রণ করত না মনকে। খুশি হতো খুন করতে পারলে। আসলে সবসময় তা-ই চেয়েছে। ইচ্ছেপূরণ ছিল খুব জরুরি। অবদমিত ইচ্ছে আদিম মানুষের মত। যা খুশি তাই পেতে চেয়েছে, না পেয়ে থামত না। এরা ছিল মানুষের চেয়ে অনেক দক্ষ শিকারি। মনে রাগ জাগলেই ঝাঁপিয়ে পড়ত।' কাঁধ ঝাঁকাল জিনা। 'আমরা মানুষেরা নিজেদেরকে বদলে নিয়েছি, কিন্তু ওরা পারেনি।'

'কাজেই নিজেদের মেরে সাফ করেছে,' তিক্ত কণ্ঠে বলল ডিগবার্ট। 'ভাগ্যিস মরেছে! নইলে আমরা...' চুপ হয়ে গেল সে। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'কাজেই বুঝে নাও সবাই, সামনের ওই দানব আসলে কী! খুব সাবধান!'

সামনে বাড়ল তানামুরা, ফ্লেয়ার জ্বেলে রেখে দিল ওপরের এক তাকে। ওখান থেকে বাড়তি আলো দেবে ওটা। ঝট করে

BanglaBook.org

সরে গেল অন্ধকার।

নীরবে আবারও সামনে বাড়ল ওরা।

কিছুদূর গিয়ে পরিচিত গন্ধ পেয়ে থমকে গেল রানা, উবু হয়ে দেখল মেঝে। সামনে থকথক করছে কালো কী যেন। আঙুলে সামান্য তুলল রানা, নাকের কাছে নিল। নিচু স্বরে বলল, 'তেল।' ওর পাশে এসে থেমেছে জিনা। 'তোমার ফ্লেয়ার আমার হাতে দিয়ে পিছিয়ে যাও,' হাত বাড়িয়ে দিল রানা। ফ্লেয়ার পেয়ে যেতেই অপেক্ষা করল, জিনা পিছিয়ে যেতে নিজেও পিছাল। জ্বলন্ত ফ্লেয়ার ফেলল তেলের সরোবরে।

জোরালো হুইশ্ আওয়াজ তুলে দপ্ করে দাউ-দাউ আগুন জ্বলে উঠল অপরিশোধিত পেট্রোলিয়ামে, চারপাশ হয়ে উঠল প্রায় দিনের মত ফকফকা। ম্লান হয়ে গেল ওদের হাতের ফ্লেয়ার। পরিষ্কার দেখল, হাজার হাজার বছর ধরে চার দেয়ালে সবুজ রঙে আঁকা অসংখ্য চিত্র। ছুটে চলেছে একদল দানব, লাফিয়ে উঠছে, শিকার করছে, খতম করছে মস্ত বড় সব প্রাণী বা খুন করছে একদল মানুষকে। তাড়া দিয়ে ক্লিফ থেকে ফেলে দেয়া হচ্ছে একপাল বাফেলো বা হরিণকে। শিকারিদের পরনে রুক্ষ চামড়ার পোশাক। ভিন্ন কোনও পরিবার বা সামাজিকতা নেই। কোনও চিত্রে এসব চিত্র শুধু শিকার ও খুনের। গপগপ্ করে মাংস খাচ্ছে একদল দৈত্য। দলের কেউ মারা গেলে খেয়ে ফেলা হচ্ছে তার লাশ।

আসলে তাদের মন বা সচেতনতা বলতে কিছুই ছিল না। রক্ত ও মাংস মানেই তা খেতে হবে। কার মাংস, তা জানার প্রয়োজন নেই

এসব দৃশ্য মনোযোগ দিয়ে রানা দেখল, মস্ত এই গুহায় এসে ঢুকেছে কমপক্ষে বারোটা সুড়ঙ্গ। ভেবেছিল এমনই হবে। আগে বোধহয় আরও অনেক পথ ছিল, পরে হাজার হাজার বছর ধরে

BanglaBook.org

পাহাড়ের অবস্থান বদলে যাওয়ায় ধসে বা বুজে গেছে সেসব সুড়ঙ্গের ছাত।

সবাই একটু ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দেখে একটু স্বস্তি পেল রানা। খুঁজতে শুরু করল ট্র্যাক। কিছুক্ষণ পর পেয়ে গেল কোন্ জায়গা দিয়ে হেঁটে গেছে ডেমিয়েন। বার-বার থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে ওটা, যেন ভীষণ বিস্মিত। সুড়ঙ্গের মুখে যে অস্পষ্ট চিৎকার শুনেছিল রানা, সেই কথা ভেবে ওর মনে হলো, অন্যদের এই পরিণতি দেখে ভীষণ কষ্ট পেয়েছে ডেমিয়েন

ডক্টর গ্রেবারের পাওয়া দানবের কাছ থেকে যে জেনেটিক মেমোরি পেয়েছে সে, সেখানে কোনও মস্ত লড়াইয়ের কথা নেই, কারণ তার আগেই মারা পড়েছে ওই দানব। হয়তো এখানে এসে ডেমিয়েনের মনে হয়েছিল, ওকে আদর করে গ্রহণ করবে ওর ভাইয়েরা। কিন্তু, প্রকৃতি অনেক আগেই নিজ হাতে সে সম্ভাবনা নষ্ট করে দিয়েছে বরফ-যুগ এনে। আর অনেক পরে আমেরিকান উন্মাদ-বিজ্ঞানী ডেভিড গ্রেবার সাহায্য করেছে ডেমিয়েনকে বদলে যেতে। তখন আর সুষ্ঠু জেনেটিক কোডিং পাওয়ার উপায় ছিল না তার।

নিজের মত একদল ভাইকে পাবে ভেবে এখানে এসে হাজারে হাজারে হাঁড় পেয়েছে সে। বুঝে গেছে, আর কেউ নেই! তখনই মনে হয়েছে, আর কেউ তো নেই, কাজেই সুস্থ হয়ে উঠে আবারও বেরিয়ে যাবে এখান থেকে, খুন করবে যাকে সামনে পাবে।

এতে বাড়তি সুবিধা হবে, ভাবল রানা। সোজা হয়ে দাঁড়াল। ব্যথায় টনটন করছে সারা দেহের পেশি। ঝেড়ে ফেলল ভুরুর ঘাম। এই গুহার ভিতরে আবহাওয়া কেমন যেন বদ্ধ, অনেক বেশি আর্দ্র। দরদর করে ঘামছে সবাই। জিনার ঘাড়ের কাছে সপ্-সপ্ করছে চুল। পকেট থেকে রুমাল নিয়ে মাথায় বেঁধে নিল সে। ঘামে কালো হয়ে গেছে ব্যাটল ড্রেস। অন্যদের অবস্থাও

BanglaBook.org

ভাল নয়।

ব্রাউনিঙের বোল্ট টেনে চেম্বারে ছয় ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের .৫০ ক্যালিবারের বুলেট ঢোকাল রানা, তারপর বলল, 'ঠিক আছে, আমি ট্র্যাক শুরু করব। সতর্ক থাকবে তোমরা। এই এলাকা ভাল করেই চেনে সে। ধরে নিতে পারো, সুযোগমত বিপদে ফেলবে। ওপরের দিকেও চোখ রাখতে হবে। প্রয়োজনে যেন ঝট্ করে গুলি করতে পারো। সামনে থেকে তেড়ে এলে, অন্যরা সাহায্য করবে আক্রান্তকে।'

তখনই রাগী, জান্তব, আহত এক বিকট গর্জন ভেসে এল গুহার ভেতর থেকে। বদ্ধ জায়গায় ওই আওয়াজ মনে হলো প্রচণ্ড জোরালো।

চোখ তুলে রানা বুঝতে চাইল, কোথা থেকে এল ওই হুঙ্কার। চট্ করে দেখে নিল জিনাকে।

শক্ত করে ব্যারেট ধরেছে মেয়েটা, ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখ। চেম্বারে ভরে নিল বুলেট। কোমর পেরিয়ে ঝুলছে দীর্ঘ ব্যারেল। ট্রিগারে আঙুল। দাঁড়িয়ে আছে পাথরের মূর্তির মত। কিন্তু দানবের গর্জনের ভয়ানক গুড়-গুড় শব্দে থরথর করে কাঁপছে সিআইএ এজেন্ট জেন্স সিমন্স্।

কাঁধ ধরে তাকে সামনে বাড়াল রানা।

ছড়িয়ে পড়ে এগোতে শুরু করেছে অন্যরা।

'থামার উপায় নেই, সিমন্স, জায়গাটা তেমন ভাল নয়, কি মনে হয়?' জানতে চাইল রানা।

কাঁপতে কাঁপতে রানার সামনে কয়েক পা গিয়ে আবারও পিছিয়ে পড়তে চাইল জেন্স সিমন্স।

হলরুমের চেয়েও বড় এই গুহায় অনায়াসেই দশ ফুট জায়গা মাঝে রেখে এগোতে পারবে সবাই। কিন্তু জ্বলন্ত তেলকূপের আগুনের কমলা আলো বা হাতের লালচে ফ্লেয়ার যথেষ্ট

BanglaBook.org

আলোকিত করেনি এই মস্ত, আদিম ক্যাথিড্রালকে।

দেয়ালের নানানদিকে বিভিন্ন উচ্চতায় একের পর এক তাক, আর মেঝেতে ঝুরঝুরে পাথরের স্তূপ। এসবের মাঝ দিয়ে হঠাৎ ওটা হামলা করলে মস্ত বিপদে পড়বে ওরা। অনেক তাক রয়েছে যেগুলো গিয়ে মিশেছে ওপরের প্যাসেজ ও সুড়ঙ্গে। ওদিকটা একেবারেই অন্ধকার। এবং বিপজ্জনক।

সামনে বাড়ল রানা, কোনও আওয়াজ পেলেই আরও সতর্ক হবে। ভাল করেই বুঝে গেছে, ওদের উপস্থিতি গোপন নেই ডেমিয়েনের কাছে। ওর কাজ এখন শুধু ট্র্যাক করা নয়, ঠেকাতে হবে হামলা।

হ্যাঁ, এমন নয় যে চট্ করে দেখতে পাবে তেড়ে আসছে ওই দানব। রানা নিশ্চিত, হঠাৎ করেই ভয়ঙ্কর হিংস্রতা নিয়ে ওদের মাঝে হাজির হবে ওটা, চাইবে প্রথম হামলাতেই সব ক'জনকে শেষ করতে। গতি তার ছুটন্ত সিংহের চেয়েও বেশি। এদিকে নিজেদের গায়ে যেন গুলি না লাগে, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। কপাল থেকে ভুরু পেরিয়ে চোখে নামল ঘাম, মুখ মুছল রানা।

প্রায় নিঃশব্দে সামনে বাড়ছে সবাই।

রানার একপাশ থেকে বলল ডিগবার্ট, 'ওটা অ্যামবুশ করবে না তো, বাছা?'

'তা-ই করবে,' বলল রানা। আশপাশের তাক দেখে নিল।

'ভাল হতো না আমাদের কেউ পিছন থেকে কাভার দিলে?' বলল প্রাক্তন মার্শাল, 'সেক্ষেত্রে সে আগেই দেখবে হামলা করছে ওটা। সেই সুযোগে গুলি করতে পারব আমরা।'

'মন্দ হয় না,' বলল রানা। নিজেও ভেবেছিল এ কথা বলবে, কিন্তু পরে গিলে ফেলেছে কথাটা। আসলে পিছনে যে রয়ে যাবে, তার ওপর হামলা করা অনেক সহজ হবে ওটার জন্য।

এ কথাই বলল রানা ডিগবার্টকে।

BanglaBook.org

'ঝুঁকি তো আছেই,' সামান্য হাঁপাতে হাঁপাতে বলল *পাথর ভাঙা*। 'কিন্তু আমার আপত্তি নেই ঝুঁকি নিতে। নইলে আমাদের ওপর চড়াও হলে নিজেদের দিকেও গুলি করব আমরা, বাছা। তার চেয়ে ঢের ভাল পেছন থেকে একজন চোখ রাখুক নানানদিকে।'

চট্ করে জেরাল্ডের দিকে চাইল রানা।

মুখ থেকে ঘাম মুছে মাথা দোলাল ডেপুটি মার্শাল। 'ঠিক আছে, আপাতত পিছনে থাকো, ডিগ। আমরা পিছন থেকে গুলি করব ওটাকে। আমিও থাকছি তোমার পাশে। হামলা করা সহজ হবে না ওটার জন্যে।'

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা। বুদ্ধিটা ভাল। দেখল, সম্মতি দিয়ে মাথা নাড়ছে তানামুরা। দশ সেকেণ্ড পর আবার সামনে বাড়ল ওরা।

সামনে সামনে চলেছে রানা।

ওয়েদারবাই রাইফেল হাতে পিছনে জেরাল্ড ও ডিগবার্ট।

আগের চেয়ে সামান্য নিরাপদ বোধ করছে রানা।

সামনের সব তাকে চোখ রাখছে পিছনের দু'জন।

কিন্তু খচ-খচ করছে রানার মন। কী যেন এড়িয়ে যাচ্ছে ওর চোখ! অন্তর বলছে, এরপর যা ঘটবে, তা আগে ভাবেনি ও!

ওই দানবের সঙ্গে যতবার লড়াই হয়েছে, সেগুলো নতুন করে ভাবতে শুরু করেছে রানা। ওটার সব কৌশল বা সহজাত প্রবৃত্তি খুঁটিয়ে দেখতে চাইছে। বার-বার একই কৌশল কাজে লাগিয়েছে; হামলা করেছে উঁচু জায়গা থেকে। তখন ঝট্ করে সরে যাওয়ার উপায় ছিল না ওদের। খোলা জায়গা না পেলে হামলা করেনি। সবসময় আক্রমণ করেছে অন্ধকার এলাকা বা পাহাড়ি জমির ফাটল ধরা অংশে। ঝট্ করে আক্রমণ করেই আবারও সরে গেছে। প্রতিবার সুযোগ নিয়েছে সবার দ্বিধার। কিন্তু এ মুহূর্তে

BanglaBook.org

পাহাড়ি গুহায় সেই সুযোগ তার নেই।

একটা কথা ভাল করেই বুঝে গেছে রানা, ওই দানব আক্রমণ করবে সামনের বা দু'পাশের কোনও তাক থেকে।

শত শত ফুট দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের এই পাতাল-গুহায় আলো নেই বললেই চলে, চারপাশে আবছা আঁধার।

একবার থেমে আবারও রওনা হলো রানা। জানে, কাছেই আছে ওটা।

দূর থেকে হামলা করবে সে সুযোগ তার নেই।

তা ছাড়া, হাতের কাছে শিকার দেখলে নিজেকে সামলে রাখতে পারবে না ডেমিয়েন।

ওপরের কোনও তাক থেকে এখন চেয়ে আছে ওদের দিকে, ভাবল রানা। সে আছে খুবই কাছে, দেখছে নীরবে।

ওরা এগোলেই নেমে এসে হামলা করবে পিছন থেকে। গতি বিদ্যুতের ঝিলিকের মত। বদ্ধ বাতাসে থাকবে ভয়ঙ্কর এক গর্জন। কোনও সুযোগই দেবে না কাউকে।

কাজেই খুব সাবধান– নিজেকে বলল রানা।

দলের অন্যরা যে অসাবধান, তা নয়। নাগালে পেলেই গুলি চালাবে দানবের পেট-বুক-গলা-মাথায়।

এই লড়াইয়ে লাগবে রানার সারাজীবনের সমস্ত দক্ষতা। আহত করে ওটাকে বন্দি করবে, তা নয়, লড়বেই শুধু খুন করতে। দেয়াল দেখে নিয়ে বলল রানা, 'আরও আলো চাই। ফ্লেয়ার জ্বালো।'

সামনের দলের চেয়ে পুরো চল্লিশ ফুট পিছনে জেরাল্ড ও ডিগবার্ট। ছয়টা ফ্লেয়ার জ্বেলে নানানদিকে ফেলা হলো উজ্জ্বল লালচে-সাদা আলো। পরিষ্কার দেখা গেল গুহা ও সুড়ঙ্গের একটা বড় অংশ। যদিও গভীর ছায়ায় রয়ে গেল বেশিরভাগ তাক। আলোকিত হয়ে উঠেছে কুঠুরির মত সব জায়গা।

BanglaBook.org

আনমনে মৃদু হাসল রানা। ঠিক করেছে, ব্যবহার করবে আরেকটা কৌশল।

হ্যাঁ, আলো কমবে সেজন্য অপেক্ষা করবে ওই দানব। মনে আশা: আঁধার নামলে সেই সুযোগে হামলা করবে। ভাববে, তার ভয়ে আত্মরক্ষামূলক ভঙ্গিতে এগোবে ওরা।

কিন্তু তা না করে উল্টোটা করবে ওরা, লড়াই পৌঁছে দেবে তার কাছে।

'চারপাশে চোখ রাখো,' বলে মাঝারি এক বোল্ডারে উঠল রানা। ওই পাথর থেকে উঠে গেল গুহার মাঝের একটা তাকে। 'তাড়িয়ে ওটাকে বের করতে চাই।'

কোনও কথা না বলে দুই হ্যামার কক করে হাতি-মারা রাইফেল তৈরি রাখল ডিগবার্ট। একই কাজ করল জেরাল্ড। দু'জন দু'পাশে লক্ষ্য রাখছে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। গলা তুলে সতর্ক করল, 'রানা, সাবধান! খুব দ্রুত ওটা!'

'জানি।' সাবধানে আরও ওপরের তাকে উঠল রানা, হাতে মিনি লাইট। ফ্লেয়ারের চেয়ে কম আলো দিল না ওটা। মাঝের ও নীচের করিডোরের মত সুড়ঙ্গ বা উল্টো দিকের তাক ভাসিয়ে দিল ঝকঝকে আলোয়।

ওদিকে কেউ নেই।

ভুরু কুঁচকে গেল রানার। ভাল করেই জানে, কাছেই আছে ওটা। হামলা করবে এখুনি। গোলাগুলির আওয়াজে ভরে উঠবে গুহা। সে লড়াই হবে প্রাণপণ ও বন্য। অশ্বের মত একটা পাথরে উঠল ও। সাবধানে পা বাড়াল সামনে। ক্লিক আওয়াজে অফ করে দিল ব্রাউনিঙের সেফটি ক্যাচ।

তৈরি রানা। একবার ভাবল অপেক্ষা করে বিরক্ত করে তুলবে কি না। না, তা সম্ভব নয়। বড়জোর পনেরো মিনিট জ্বলবে ফ্লেয়ার, তারপর নিভে যাবে। তা হলে মস্ত বিপদে পড়বে ওরা।

BanglaBook.org

তার আগেই তাড়া দিয়ে বের করতে হবে ওটাকে। প্রথম হামলার সময় গুলি করে ঠেলে দিতে হবে করিডোরের মত জায়গায়, সেক্ষেত্রে অনায়াসেই লক্ষ্যভেদ করতে পারবে অন্যরা। তবে যতই দক্ষ হোক বা নির্ভীক, হয়তো খুব কাছ থেকে ওটাকে গুলি করতে পারবে না কেউ। ওদের চেয়ে অনেক বেশি গতি ওটার।

সামনের তাকে কালো ঘুটঘুটে অন্ধকার। অপেক্ষা করছে রানা। ছোট-বড় সব বোল্ডারের ওদিকে থাকলে বিরক্ত করে তুলতে পারবে দানবটাকে। সেক্ষেত্রে হয়তো দেরি না করে হামলা করবে ওটা।

তিল তিল করে পেরোচ্ছে সময়। কপাল বেয়ে ভুরুর ভিতরে ঢুকছে ঘাম, তারপর নামছে চোখে। পিটপিট করে দৃষ্টি পরিষ্কার রাখছে রানা। কোথাও কোনও আওয়াজ নেই।

এবার হামলা কর্! মনে মনে বলল রানা।

এত দেরি কীসের!

আয়!

বেশ, তুই অপেক্ষা কর্, আমিই আসি!

নিঃশব্দে এগোল রানা। সামনের কোনা ঘুরে যেতে হবে ওদিকে। সরসর করে দাঁড়িয়ে গেল ওর ঘাড়ের সব কাঁটা খাটো রোম। সতর্ক করছে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। বরফের মূর্তির মত থমকে গেল রানা।

হয়তো আর মাত্র দুই সেকেণ্ড, তারপর হামলা করবে ওটা!

বাম হাতে বাতি সামনে বাড়াল রানা, পিছিয়ে গেল সামান্য, কুঁজো হয়ে গেছে পিঠ, একটু ভাঁজ করল দু'পা। বাঁকের ওদিকে ওটা থাকুক বা না থাকুক, নিষ্ঠুরভাবে ওকে নিয়ে খেলতে শুরু করেছে ওর ইন্দ্রিয়। এভাবে চললে কিছুক্ষণ পর আর নিজের মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না।

নিঃশব্দে বড় করে দম নিল রানা, তারপর দেরি না করে তিন

BanglaBook.org

কদমে পেরিয়ে গেল কোনা। বসে পড়ল হাঁটুর ওপর ভর করে, হাতে তৈরি ব্রাউনিং রাইফেল। থমকে গেল। না, এদিকে নেই দানব! তিক্ত হয়ে গেল মন। বার-বার এভাবে বোকা বনলে আত্মবিশ্বাস বলতে কিছুই থাকবে না!

কিন্তু একটু আগেও ছিল ওটা!

থমকে থাকা বাতাসে এখনও ওটার গায়ের বোটকা গন্ধ!

.বারো পা সামনে বেড়ে বিধ্বস্ত এক অ্যালকোভের কাছে থামল রানা। সামনের ছাত থেকে ভেঙে পড়েছে ছোট-বড় পাথর। তৈরি করেছে কিছু স্তূপ। ওদিকে অন্তত দশটা জায়গায় লুকিয়ে থাকতে পারবে দানব।

যদি নিশ্চিত হতে পারে দৈত্য, অ্যামবুশ করতে পারবে না, তো ধৈর্য হারিয়ে আগের মতই পিছন থেকে হামলা করবে।

তাই হয়তো ভাল।

রাইফেল নামিয়ে আবারও পিছনের কোনার দিকে ফিরল রানা। কিন্তু বাঁক নেয়ার আগে থেমে গেল। ওর ঘাড় ও বাহুর রোমে কীসের শিহরন! বুঝে গেল রানা, বেশিক্ষণ এভাবে বুকে গভীর ভয় চেপে নিজেকে সামলে রাখতে পারবে না। মস্ত কোনও ভুল করে বসবে, আর তখনই...

আরও দু'কদম গেলেই বাঁক পেরোতে পারবে।

রানা ভাবল, ওটা হামলা করবে একেবারে নিঃশব্দে...

খুব সাবধানে এক পা সামনে বাড়ল রানা।

আর এক পা গেলেই...

ধড়াস্ ধড়াস্ শব্দে বুকে লাফ দিচ্ছে হৃৎপিণ্ড।

নিজের ওপর মহা ক্ষুব্ধ হয়ে গেল ও।

ঝুঁকি নিতে পারছিস না, গাধা?

একটাই তো জীবন, বাঁচলে বুক ফুলিয়ে বাঁচবি, নইলে মরবি!

যথেষ্ট হয়েছে!

BanglaBook.org

লাফ দিয়ে সামনে বেড়ে বাঁক নিল রানা...

আর দেখল...

কুঁজো হয়ে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে দু'হাত তুলে পা টিপে ওর দিকে আসছে ওটা! আর মাত্র পাঁচ ফুট দূরে! খুশিতে চকচক করছে শয়তানি ভরা লাল দু'চোখ! এইমাত্র মেঝে থেকে তুলেছে এক পা!

রানার গলা থেকে বেরোল হিংস্র এক হুঙ্কার, কাঁধে রাইফেল তুলেই পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে গুলি করল দানবের বুকে।

বিকট এক আর্তনাদ ছাড়ল ওটা। হামলা করতে দু'হাত তুলল মাথার ওপর, কিন্তু এক পা এগোবার আগেই তাক থেকে মস্ত এক লাফে কমপক্ষে দশ ফুট নীচের এক ঢালু বোল্ডারে গিয়ে পড়ল রানা। গড়িয়ে দিল নিজেকে, নামল গিয়ে নীচের মেঝেতে। ব্যথায় ওর মনে হলো ছাত ফুঁড়ে উঠে যাবে পাহাড়ের চূড়ায়।

মাত্র দু'সেকেণ্ড পর গুলি শুরু করেছে জেরাল্ড ও অন্যরা। প্রচণ্ড শক্তিশালী সব বুলেট ছিঁড়েখুঁড়ে দিল তাকের দেয়াল। নানানদিকে ছিটকে যাচ্ছে কুচি-কুচি পাথর। বেশ কয়েকটা বুলেটের আঘাতে পিছিয়ে গেল দানব। নতুন করে রিলোড করছে সবাই, এই সুযোগে কয়েক লাফে দূরের তাকে পৌঁছে উড়ে নামল ওটা জেরাল্ডের পাশে।

চরকির মত ঘুরেই রাইফেল তুলল ডেপুটি মার্শাল, কিন্তু তখনই হাতুড়ির মত হাতের এক কিল নামল ওয়েদারবাইয়ের স্টকে। চুর-চুর হলো পোক্ত কাঠের কুঁদো। ওটার ওই জোর আঘাতে উড়ে গেল জেরাল্ড। খুন হয়ে যায়নি টম, বোধহয় আহত। ঝট্ করে ম্যাগাযিন পাল্টে নিয়ে মেঝে ছেড়ে উঠেই গুলি করল রানা।

নিখুঁতভাবে গুলি করল ডিগবার্টও শত্রুকে পেয়ে গেছে প্রায় পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে। মারাত্মক ব্যথা পেয়ে শরীর মুচড়ে সরে গেল

BanglaBook.org

ওটা। তার আগে ডান হাতে প্রচণ্ড এক থাবা মারল ডিগবার্টের বুকে। রানা দেখল অন্তত পনেরো ফুট দূরে গিয়ে পড়েছে মানুষটা। আর নড়তে দেখা গেল না তাকে।

ঘুরেই চারদিকে চাইল দানব, বুঝে গেছে সরে যেতে হবে।

ওটা নতুন করে আহত, বুঝে গেছে রানা। দেরি না করে আবারও গুলি করল। ওর মতই গুলি করছে তানামুরা ও জিনা। করিডোরে ছুটছে সারি সারি গুলি ও আগুনের কমলা হলকা।

গুলির পর গুলি বুকে-হাতে-পেটে লাগছে বলে পিছাতে হচ্ছে ওটাকে। বার-বার মুখ থেকে বেরোচ্ছে আর্তনাদ। খেপে গেছে ব্যথা পেয়ে। ঘুরেই কয়েক লাফে গিয়ে পড়ল তানামুরার কাছে।

যেন এমনই হবে ভেবেছিল তানামুরা, দানব গায়ে গিয়ে পড়বার আগেই লাফ দিয়ে একপাশে ঝাঁপিয়ে পড়ে গড়িয়ে সরে গেল সে। তারই ভিতর পিঠের খাপ থেকে বের করে ফেলেছে কাটানা। দানব এগিয়ে আসবার আগেই হাত ঘুরিয়ে তলোয়ার চালাল ওটার মেরুদণ্ডে। পরক্ষণে বুকে নামাল তলোয়ারের পরের কোপ। চিরে গেল দানবের পাঁজরের পেশি। ভলকে বেরোল কালচে রক্ত। ভালভাবেই আবারও আহত হয়েছে ডেমিয়েন, কিন্তু ঘুরেই ঝুঁকে বসে থাবা চালাল তানামুরার বুকে। গলা দিয়ে বেরোচ্ছে ভয়ানক গর্জন।

রানার পরের গুলি লাগল তার স্টারনামে, ফলে হোঁচট খেয়ে গিয়ে পড়ল সে জিনার খুব কাছে। শত্রু সামনেই দেখে টলতে টলতে থাবা মারল বুক লক্ষ্য করে। কিন্তু অনায়াসেই সরে গেল জিনা, একের পর এক গুলি ছুঁড়ছে ব্যারেট দিয়ে ওটার বুক-মুখ ও মাথায়। প্রত্যেকটা বুলেট দেহে তৈরি করছে গভীর ক্ষত, ছিটকে বেরোচ্ছে রক্ত। কিন্তু ওটার পরের হামলা বেপরোয়া নয়, বাঘের মত সামনে বেড়ে থাবা মেরে ছিঁড়ে দিল জিনার ভেস্ট। বেচারীর পরনে থাকল ছেঁড়া কাঁথার মত কেভলার আর্মার, উড়ে গেছে

BanglaBook.org

বেশিরভাগ অংশ। নিজেও ধাক্কা খেয়ে দূরে গিয়ে পড়ল।

ব্রাউনিং ব্যবহার করে পর পর ক'বার লক্ষ্যভেদ করল রানা। প্রতিটি মারাত্মক, কিন্তু আহত হলেও মরছে না ওই দানব।

হাঁটু গেড়ে আবারও উঠে বসেছে জিনা, নতুন করে গুলি করল। যেন থেমে গেছে সময়। এই গুহায় শুরু হয়েছে প্রলয়কাণ্ড। প্রচণ্ড শক্তিশালী রাইফেল উগরে দিচ্ছে আগুন ও বুলেট। বার-বার নানান দিকে সরছে ডেমিয়েন। হাত তুলে আড়াল করতে চাইছে মুখ। ব্যথায় ছাড়ছে বিকট গর্জন। যেন কিছুতেই মেনে নেবে না মৃত্যুকে।

ওপরে তুলল দু'হাত, ঠেকাতে চাইল বুলেট। ঠোঁট ফাঁক হতেই বেরিয়ে এসেছে বড় বড় দাঁত, বুক থেকে বেরোল কর্কশ হিংস্র হুঙ্কার। .৫০ ক্যালিবারের বুলেটের ভয়ানক আওয়াজের ওপর দিয়েও শোনা গেল সেই গর্জন। তারপর হঠাৎ করেই যেন বুঝল কী করতে হবে। ঘুরেই মস্ত এক লাফে গিয়ে পড়ল দূরের আঁধার সব বোল্ডারের ওদিকে।

রানার মন চাইল ছুটে গিয়ে ওটাকে শেষ করবে, কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করল নিজেকে। রাইফেল হাতে চলল জিনার দিকে। তখনই দূরে দেখল পড়ে আছে তানামুরা।

হাঁটু গেড়ে বসে আছে জিনা। চিরে গেছে বুক, দরদর করে পড়ছে রক্ত। হাঁ করে বাতাস নিতে চাইল, তারপর দম নিতে পেরে ডান হাতে ধরল বুকের ক্ষত। কেশে উঠল খক-খক করে। ব্যথায় বুজে ফেলল চোখ। গলা থেকে বেরোল নিচু গোঙানি।

পাশে বসে পিঠে হাত রাখল রানা। বুঝিয়ে দিতে চাইল, আমি তোমার পাশে আছি। কথা বলল না। বুঝে গেছে, নিজেও জিনা কিছু বলতে পারবে না।

আলো-ছায়ায় এল জেরাল্ডের কণ্ঠ: 'রানা!'

মুখ তুলে ওর দিকে চাইল রানা।

BanglaBook.org

চুপ করে জেন্স সিমন্সের পাশে দাঁড়িয়ে আছে মার্শাল। আস্তে করে মাথা নাড়ল। 'এইমাত্র পরীক্ষা করলাম, শুয়োরটা মারা গেছে। সম্ভবত হার্ট অ্যাটাকে!'

লোকটার বিচার হোক চেয়েছিল রানা, সেজন্য আটকে রেখেছিল, যাতে পরে আইনের হাতে তুলে দিতে পারে। কাঁধ ঝাঁকাল, 'খুব সহজে বেঁচে গেল।'

বড় করে দম নিল টম জেরাল্ড, 'সর্বনাশ! কী দিয়ে ওটাকে ঠেকাব আমরা?' চোখ পড়ল গিয়ে ডিগবার্টের ওপর। দেরি না করে পাশে গিয়ে বসে পড়ল। পরীক্ষা করল পাল্স্। বিড়বিড় করে বলল, 'বেঁচে আছে তিনটে আর্মার ভেস্ট পরে আছে বলে। কিন্তু জ্ঞান নেই।' রানার দিকে চাইল। 'এবার? ওই জানোয়ারটাকে না মেরে বেরোতে পারব না এখান থেকে।'

'খতম করেই বেরোব,' বলল রানা। জানতে চাইল জিনার কাছে, 'তোমার কী অবস্থা?'

খক-খক কাশল মেয়েটা। হাত রাখল বুকের ক্ষতের ওপর। থকথক করছে রক্ত। 'আমি ঠিক আছি,' বাহুর ওপরের দিক দিয়ে চোখ মুছল। 'ম্যাগাযিন পাল্টে নিলেই গুলি করতে পারব। মাত্র পাঁচ সেকেণ্ড লাগবে ব্যারেট রেডি করতে।'

'তোমার বদলে আমি ওটা চালাতে পারি,' প্রস্তাব দিল রানা।

মাথা নাড়ল জিনা। 'আমার কাজ আমিই করব।' কণ্ঠে জেদ।

'ঠিক আছে,' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'একবার দেখে নেব তোমার ক্ষত। ব্যথানাশক কোনও ওষুধ আছে তোমার কাছে?'

'আছে, কিন্তু সেটা কাজ শুরু করার আগেই শেষ হবে এই লড়াই। পেইন কিলার না হলেও চলবে।'

জেরাল্ডের কাছে জানতে চাইল রানা, 'ডিগের কী অবস্থা?'

'দেখছি জ্ঞান ফেরাতে পারি কি না, নইলে মস্ত বিপদ। এদিকে তোমাদের কাজে আসব আমি।' ডিগবার্টের পাশে নিজের

BanglaBook.org

রাইফেল রাখল জেরাল্ড, ফেটে গেছে কুঁদো। আলতো হাতে চাপড় শুরু করল সিনিয়র বন্ধুর গালে।

কয়েক সেকেণ্ড পর ঘড়ঘড়ে গলায় কী যেন বলে উঠল ডিগবার্ট, তারপর চোখ মেলে জেরাল্ডকে দেখে ধড়মড় করে উঠে বসল। 'মরেছে ওটা?'

'এখনও না,' বলল জেরাল্ড।

তানামুরার দিকে পা বাড়াল রানা।

'ঠিক আছে, তুমি সুস্থ হয়ে উঠেছ, ডিগ, এবার খুঁজে বের করব ওটাকে,' বলল জেরাল্ড।

নীরবে মাথা দোলাল প্রাক্তন মার্শাল।

জিনা উঠে দাঁড়াল ব্যারেট হাতে।

তখনই তানামুরার কণ্ঠ শুনল ওরা। মনে হলো কণ্ঠে অনেক কফ তার। রাইফেলের আওয়াজে আপাতত আংশিক কালা হয়ে গেছে ওরা।

'তানামুরা, কী অবস্থা?' ওর পাশে বসল রানা।

'খারাপ ক্ষত,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল জাপানি যোদ্ধা, কণ্ঠ খুব দুর্বল।

আসলেই বাঁচবে না মানুষটা। ছিঁড়ে নেয়া হয়েছে বুকের প্রায় সব পেশি। বেরিয়ে এসেছে পাঁজরের হাড়। চুপ করে থাকল রানা। মিথ্যা বলা অন্যায় হবে বলে মনে হলো ওর।

'শেষ লড়াইয়ে পিছিয়ে যেতে চাই না,' বলল তানামুরা, 'অপমান করব না বাপ-দাদার। বুঝতে পারছি উঠতে পারব না, কিন্তু যদি এদিকে আসে, আরেকবার লড়াই করব তার সঙ্গে।'

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা।

'প্রতিশোধ নিতে পাগল হয়ে গেছে,' কেশে উঠল তানামুরা, 'আমরা ওটাকে গুরুতরভাবে আহত করেছি। ওটাও জানে হয়তো বাঁচবে না। তাই চাইছে শোধ নিতে। আর তোমরাও শোধ নিয়ো,

BanglaBook.org

আমরা যারা চলে যাচ্ছি, তাদের যেন অপমান না হয়।'

চুপ হয়ে গেছে জাপানি যোদ্ধা। কবজি তুলে পাল্‌স্‌ দেখল রানা। থেমে গেছে মানুষটার হৃৎপিণ্ড।

'রানা, ওটাকে শেষ না করলে বেরোতে পারবে না কেউ,' বলল ডিগবার্ট। বুঝে গেছে তানামুরা নেই। 'চলো, রওনা হই!' সামনে বেড়ে মৃত জাপানি যোদ্ধার কাটানার খাপ খুলে নিল ডিগবার্ট। ভিতরে তলোয়ার ভরে কাঁধে ঝুলিয়ে নিল স্লিং। তিক্ত কণ্ঠে বলল, 'মহান যোদ্ধা! সুযোগ পেলে ব্যবহার করব এই অস্ত্র। আশা করি খুশি হবে ওর আত্মা।'

রাইফেলের চেম্বারে গুলি ভরে উঠে দাঁড়াল রানা।

ওরা আরেকবার পরীক্ষা করে দেখল অস্ত্রে গুলি আছে কি না, তারপর নীরবে পা বাড়াল দীর্ঘ করিডোর ধরে।

থমথম করছে চারপাশ।

একটু পর নিভে যাবে সব ফ্লেয়ার।

নামবে ঘুটঘুটে অন্ধকার।

তখন অনায়াসেই ওদেরকে শেষ করতে পারবে ওটা।

খুবই ক্লান্ত রানা, কিন্তু ক্লান্তিকে পাত্তা দিতে চাইছে না। শেষ করতে হবে লড়াই, খুন করতে হবে ওই রাক্ষসটাকে, নইলে মরতে হবে ওদের সবাইকে।

মনে মনে বলল রানা: সহজে হাল ছাড়ব না। শেষ করতে হবে নরখাদকটাকে। তারপর ফিরব দেশে। পড়ে আছে অনেক কাজ। আহা, কতদিন বকুনি শোনে না বুড়োটার... সোহেল অপেক্ষা করছে ওর জন্যে... সোহানাও...

মনের ওপর জোর খাটিয়ে সচেতন হয়ে উঠতে চাইল রানা।

বাঁক নিয়ে সামনে গেছে সুড়ঙ্গ। হাঁটতে শুরু করে দু'মিনিট পর রানা টের পেল, আবারও ফিরতি পথে চলেছে ওরা।

ওই যে দূরে পুড়ছে পুরনো ফ্লেয়ার!

BanglaBook.org

আবারও মেঝেতে দানবের রক্তের চিহ্ন দেখল রানা। পেরিয়ে গেল ওরা ফ্লেয়ারের সব আগুন। সামনে মস্ত, গোল এক ঘর, ছাতটা গম্বুজের মত। হাজার হাজার বছর ধরে ওখানে জমিয়ে রাখা হয়েছে দানবদের হাড়গোড়। ফ্লেয়ারের লালচে-সাদা আভায় অদ্ভুত লাগছে দেখতে। অন্তরে রানা বুঝে গেল, ওই দানব এখানে ফিরে এসেছে শেষবারের মত লড়াই করবে বলে। হয় জিতবে, নয়তো থাকবে এখানেই।

বার-বার হামলা করে ওটার অকল্পনীয় শক্তি অনেক ক্ষয় করে দিয়েছে ওরা। এখন হয়তো আর পুরো ভরসা নেই তার নিজের ওপর। তাই মস্ত এই গোলকধাঁধায় ঘুরে লড়াইয়ের জন্য খুঁজে বের করছে সেরা জায়গা। শেষ হামলা করবে ওদের ওপর।

আরও সতর্ক হয়ে উঠেছে রানা। ধূসর হাড়ের ক্যাথিড্রালে সামনে এগোচ্ছে খুব হিসাব কষে।

হাজার হাজার হাড় তৈরি করেছে একের পর এক স্তূপ। মনে হচ্ছে, ওগুলোর কোনও একটা বুঝি হাত বাড়িয়ে খামচে ধরবে। তাদের ছিল অচিন্তনীয় দৈহিক ক্ষমতা। কিন্তু হেরে গেছে মনের কালো অংশের কাছে। ওই একই পরিণতি হবে ডেমিয়েনের, ভাবল রানা। মনে কোনও ভয় টের পেল না। মনে মনে বলল, 'হ্যাঁ, মরতে হবে তোকে!'

ক্যাথিড্রালের মাঝামাঝি এসে থেমে নিচু স্বরে বলল রানা, 'আবারও রেডি হয়ে নেব আমরা। আগে থেকে কিছুই বলার উপায় নেই, কাজেই প্রতি মুহূর্তে সতর্ক থাকবে সবাই। সুযোগ পেলেই গুলি করবে বুকে বা মাথায়।'

'আমার অস্ত্র তৈরি, ঘনিয়ে এল শেষ লড়াই,' কর্কশ কণ্ঠে বলল ডিগবার্ট। জিনার পাশে দাঁড়িয়ে আছে সে।

'ঠিক আছে, আমরা শুধু মনে রাখব, ওটাকে খুন করা যাবে না– সেটা ভুল কথা,' বলল রানা, 'আহত ওটা। এবার মরবে।'

BanglaBook.org

চুপ করে আছে ডিগবার্ট, জিনা ও জেরাল্ড।

আবারও ধীর পায়ে এগোল রানা।

একটু ছড়িয়ে পড়ে পিছনে আসছে অন্য তিনজন।

মেঝে পরীক্ষা করতে করতে চলেছে রানা। সামনে কোথাও রক্তের দাগ নেই, লুকিয়ে পড়েছে দানব। হামলা করবে সুবিধামত।

কিন্তু চিহ্ন না রেখে যেতে পারে না কেউ, ভাবল রানা।

বড় কোনও ভুল হচ্ছে না তো ওর?

দ্বিধা এল মনে। সতর্কতা নষ্ট হচ্ছে তাতে।

ফ্লেয়ারের আবছা আলোয় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আশপাশ দেখছে রানা। এমন কিছু নেই যেটা সরিয়ে ফেলা হয়েছে। আগের চেয়েও সতর্ক হয়ে উঠছে। মনে মনে বলল, 'ওটা এখানেই আছে! থাকতেই হবে! কিন্তু কোথায়?'

ধুলোভরা এক কুঠুরির দিকে চোখ গেল ওর। বামদিকের পাথুরে মেঝেতে আবছা চিহ্ন, তারপর হারিয়ে গেছে আবারও।

রক্তের দাগ থাকার কথা...

বিরক্ত ও হতাশ হয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ঘরের চারপাশে চোখ বোলাল রানা। ভাবল, ট্র্যাকিঙে ওর দক্ষতা ওকে ভুল পথে নেবে না। আগেও বার-বার ওটাকে খুঁজে বের করেছে। আর এখানে এত দূরে এসে হারবে কেন ও?

না, খুব কাছেই আছে ওটা!

চারপাশ দেখছে রানা।

একটু ছায়ার ভিতর দাঁড়িয়ে জিনা, ডিগবার্ট ও জেরাল্ড। প্রয়োজনে মুহূর্তে হামলা ঠেকাতে প্রস্তুত।

রানার অন্তর বলছে, কোনও ধরনের ভুল করছে ও।

চিহ্ন না রেখে কোথাও যেতে পারে না কেউ...

যে সুড়ঙ্গ ধরে এসেছে, সেদিকে ঘুরে চাইল রানা। ওদিকে

BanglaBook.org

নিভে গেছে একটা ফ্লেয়ার, এখন ঘুটঘুটে আঁধার। রক্তের দাগ অনুসরণ করেই এসেছে ওরা। তারপর হারিয়ে গেছে সব চিহ্ন। ঘুরে আবারও ওই সুড়ঙ্গ লক্ষ্য করে পা বাড়াল রানা, প্রতি পদক্ষেপে কাঁপছে বুক। অন্তর বলছে, সামনে মস্ত বিপদ!

ক্যাথিড্রালের প্রবেশ-মুখ থেকে বিশ ফুট আগে থামল রানা। কালো হয়ে আছে সুড়ঙ্গের মুখ। নিচু স্বরে বলল ও, 'ওটা উল্টো আমাদের পিছু নিয়েছে।' চোখ সরাল না সুড়ঙ্গের দিক থেকে।

'কী বললে?' আঁৎকে উঠল জেরাল্ড। গমগম করে উঠল ওর কণ্ঠ।

'ওটা পিছু নিয়েছে!' আঁধার আরেকটা সুড়ঙ্গ দেখল রানা। 'এসব সুড়ঙ্গ অন্যগুলোর সঙ্গে যুক্ত! ওটা চাইছে পিছনে পৌঁছতে!'

ভুরু কুঁচকে দ্বিধা নিয়ে বলল ডিগবার্ট, 'ভেবেছিলাম... ওটা এখানে ঢুকেছে।'

'তাই করেছে,' খুব নিচু স্বরে বলল রানা। চট্ করে দেখে নিল আরেকটা সুড়ঙ্গ-মুখ। দু'হাতে শক্ত করে ধরেছে রাইফেল। 'গোপনও নেই সেকথা। কিন্তু বেশিক্ষণ এদিকে থাকেনি। আবারও রওনা হয়েছে আমাদের পিছনে আসবে বলে।'

'তুমি শিয়োর, রানা?' গলা কেঁপে গেল জিনার। 'আহত ছিল। বেশি দূরে যেতে পারবে না। দরদর করে ঝরছিল রক্ত।'

'বেশি ভাবতে হয়নি,' বলল রানা, 'সরে গিয়ে আমাদেরকে পার হতে দিয়েছে, তারপর পিছু নিয়েছে।' আস্তে করে মাথা দোলাল। 'মারাত্মক ব্যথা কী, জেনে গেছে। বুকে ভয়, হেরে যাবে। তাই লুকিয়ে পেছন থেকে আক্রমণ করতে চাইছে।'

'আবারও খুঁজে বের করব?' দ্বিধা নিয়ে বলল জেরাল্ড।

'এবার আগের কৌশল ব্যবহার করবে না,' বলল রানা।

'তা হলে কী করবে?' অস্বস্তি নিয়ে জানতে চাইল জেরাল্ড।

'নিজ ভুল থেকে শিক্ষা নেয় ওটা, টম,' বলল রানা। 'বুনো

BanglaBook.org

জানোয়ারের মত; কিন্তু বুদ্ধি নেই, তা নয়। এবার পিছনে পিছনে ঘুরবে, এড়াতে চাইবে আমাদের বন্দুকের নল, তারপর সুযোগ পেলেই হামলে পড়বে। কিন্তু তার আগেই এমন ব্যবস্থা নিতে হবে, যাতে নতুন করে পালাতে না পারে।'

'তা হলে?' আপত্তির সুরে বলল জেরাল্ড, 'আমরা দু'ভাগে ভাগ হয়ে যাব এই আঁধারে? ওটা ঝাঁপিয়ে পড়লে? এমন কী সবাই একসঙ্গে লড়লেও যে বাঁচব, সে নিশ্চয়তা নেই। আর...' চুপ হয়ে গেল সে।

'দু'ভাগে ভাগ না হয়ে উপায় নেই, টম, নইলে হারব সবাই,' শান্ত স্বরে বলল রানা। কয়েক মুহূর্ত পর বলল, 'মন দিয়ে শোনো, ওটার প্রতিটা পালাবার পথ বন্ধ করতে হবে, নইলে কোণঠাসা করা যাবে না। ব্যাপারটা ফাঁদ পেতে বাঘ ধরার মত। ঝোপে বিট করতে করতে সঠিক দিকে নিতে হবে ওটাকে। মনে রেখো, এ এলাকা ওর ভাল করেই চেনা। অন্তরের গভীর টানে এখানে এসেছে, চেনে সব হাতের তালুর মত। আমরা আরেকবার চেষ্টা করব, যাতে ওটাকে বের করে আনতে পারি বাইরে।'

রানার কথা শেষ হওয়ার পর থমথমে নীরবতা নেমেছে।

কয়েক সেকেণ্ড পর রাইফেল উঁচু করে ধরল জিনা। 'ঠিক আছে, আমার মনে হয় রানার কথামত চেষ্টা করা উচিত। এ ছাড়া উপায়ও নেই।' ওর ইউনিফর্মের সামনের দিক ভিজে গেছে রক্তে।

'আমরা দুটো দল তৈরি করে রওনা হব,' বলল রানা। 'জিনা আর আমি যাব একটু আগে ফেলে আসা সুড়ঙ্গে। ...ডিগবার্ট আর জেরাল্ড, তোমরা যাবে ডানদিকের সবচেয়ে বড় সুড়ঙ্গ ধরে। যেখানে মিলিত হবে দুই সুড়ঙ্গ, ওখানে দেখা করব আমরা। মনে রাখবে, ওপরের প্রতিটা তাক দেখতে দেখতে যেতে হবে। ওটা যেন কোনওভাবেই পৌঁছুতে না পারে পেছনে।'

ওর কথায় নীরবে মাথা দোলাল সবাই।

BanglaBook.org

'ঠিক আছে, চলো রওনা হই,' বলল রানা, 'গতবার যেভাবে ওটাকে তাড়া করেছি, সেভাবে বড় গুহায় আটকে ফেলতে পারলে খুন করতে পারব।'

রানার পাশে এসে থামল জিনা।

কিছুটা দূরেই সুড়ঙ্গ।

রওনা হয়ে আঁধারে পা বাড়াল ওরা।

ফ্লেয়ারের আলোয় সামনে কিছুদূর দেখতে পাচ্ছে।

কোনও আওয়াজ করছে না কেউ। কান খাড়া। যেকোনও সময়ে পিছন থেকে হামলা করবে ওই দানব। মাত্র দু'মিনিট হাঁটবার পর এই সুড়ঙ্গে মিশল অন্য এক সুড়ঙ্গ।

মুখ থেকে ঘাম মুছল হতক্লান্ত জিনা।

চারপাশে চোখ বোলাচ্ছে রানা।

দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াল জিনা। পাতালপুরীর আর্দ্র, ভারী বাতাসে বন্ধ হয়ে আসছে ওর দম।

রানা বুঝল, প্রচুর রক্ত হারিয়ে দুর্বল হয়ে গেছে জিনা। কিন্তু এই মুহূর্তে কিছুই করার নেই কারও।

'ওটার অবস্থা খারাপ, তাই না?' নিচু স্বরে বলল জিনা। 'আমরাও তো প্রায় মরতে বসেছি!'

মাথা দোলাল রানা। 'আমাদের আগেই মরবে ওটা।'

'এত নিশ্চিত হচ্ছ কী করে?' ঢোক গিলল জিনা।

'আমার অন্তর বলছে।'

'একটা কথা বলবে,' গলা আরও নিচু করল জিনা, 'তাতে হয়তো সাহস বাড়বে আমার। ...সত্যিই কি মরবে ওটা?'

জিনার দিকে চেয়ে একটু হাসল রানা। দেয়াল থেকে সরিয়ে নিল হাত। আগেই জেনেছে আঙুলে রক্ত। 'আমার আঙুলে ওটার রক্ত। কালচে নয়, টকটকে লাল। কাটা পড়েছে ওটার আর্টারি। নতুন করে চট্ করে সুস্থও হয়ে উঠবে না।' একটু থেমে আবার

BanglaBook.org

বলল, 'ক্লান্ত ওটা। এমনিতেই মরবে। কিন্তু আমরা ঝুঁকি নেব না, খুন করব ওটাকে। কাজটা হয়তো কঠিন হবে, কিন্তু দেখো, আমরা হারব না।'

দেয়াল থেকে সরে দাঁড়াল জিনা। বয়ে নেয়া কঠিন হয়ে উঠেছে ব্যারেট রাইফেল। 'তো চলো, আমাদের খুন করার আগেই ওটাকে শেষ করি,' চাপা স্বরে বলল।

আস্তে করে মাথা দুলিয়ে নরম সুরে বলল রানা, 'কী করে এত শক্ত মেয়ে হলে?'

ক্লান্ত হাসল জিনা। 'যাদের সঙ্গে মিশি, তাদের কারণেই আজ আমার এই করুণ পরিণতি।'

থমকে গেছে জেরাল্ড। ভুরু থেকে ঝেড়ে ফেলল ঘাম।

করিডোরের মত সুড়ঙ্গে মারাত্মক বিপদের ভয় ক্লান্ত করে তুলেছে ওকে। ঘামে ভেজা কালচে ইউনিফর্ম। গায়ে খড়খড়ে অনুভূতি তুলছে শুকনো রক্ত। কপালে যে অগভীর ক্ষত, ওখান থেকে ঝরছে রক্ত। রাইফেলের স্টক ফেটে যাওয়ার সময় আহত হয়েছে। ওই ক্ষত যে খুব ব্যথা দিচ্ছে, তা নয়। রক্ত কপাল থেকে চোখে নামলে বিপদ হতো, কিন্তু চোয়াল বেয়ে পড়ছে নোনতা ধারা।

পাশেই থেমেছে ডিগবার্ট। চুপচাপ দেখছে সামনের দিক। একবার পোশাক নেড়ে ঠিক করে নিতে চাইল। কিন্তু বিডিইউ এতই ছিঁড়ে গেছে, নিজেকে তার তৃতীয় বিশ্বের ভিক্ষুক বলে মনে হলো।

ওকে দেখে নিজের পোশাক ঠিক করতে চাইল জেরাল্ড। তিন সেকেণ্ড পর করুণ চোখে দেখল প্রিয় ওস্তাদকে।

'কোনও লাভ নেই,' হতাশ সুরে বলল ডিগবার্ট।

থমথমে নীরবতা নামল করিডোরে।

BanglaBook.org

আর তখনই অন্ধকার থেকে ডিগবার্টের পিছনে দুটো হাত ওপরে উঠতে দেখল জেরাল্ড। ওই দু'হাত বনমানুষের লম্বা হাতের চেয়েও অনেক দীর্ঘ ও শক্তিশালী।

ডিগবার্ট জানেও না এবার ছিঁড়ে নেয়া হবে ওর মাথা!

ঝট্ করে রাইফেল তুলেই সাইটে চোখ রাখল জেরাল্ড।

একই সময়ে কেন যেন ভয় পেল ডিগবার্ট, একপাশে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

পুরো তাক না করেই গুলি করল জেরাল্ড।

বুলেটের লালচে আলোয় ভরে উঠল প্যাসেজ, সেই সঙ্গে প্রচণ্ড আওয়াজ। গুলি লাগতেই কুঁচকে গেল দানবের মুখ, ছাড়ল বিকট এক আর্তনাদ। থমকে গেছে। কয়েক সেকেণ্ড পর গুলি করল ডিগবার্ট। আবারও ঝলসে উঠল বারুদের আগুন। পরক্ষণে প্রচণ্ড রাগে কর্কশ চিৎকার ছেড়ে জেরাল্ড ও ডিগবার্টের সামনে পৌঁছে গেল দানব।

ওই গর্জন শারীরিক হামলার চেয়ে কম কিছু নয়। তখনই বুকে ও মুখে বেমক্কা এক চাপড় নামছে দেখে মরিয়া হয়ে ছিটকে পিছিয়ে গেল জেরাল্ড। আবারও গুলি করল শত্রুর বুক লক্ষ্য করে।

ডিগবার্টের বুক খুবলে নিতে সামনে বেড়েছে দানব, ওই একই সময়ে সড়াৎ করে খাপ থেকে কাটানা বের করে নিয়েই কোপ বসাল প্রাক্তন মার্শাল দানবের বুকে। থমকে গেল ওটা। বুক থেকে ছিটকে বেরোচ্ছে কালচে রক্ত। প্রায় আঁধারে আবারও ঝলসে উঠল কাটানা।

'সাবধান, ডিগ!' চিৎকার ছাড়ল জেরাল্ড।

সামনে বেড়ে দু'হাতের সমস্ত জোরে দানবের বুকে তলোয়ারের ডগা গেঁথে দিল ডিগবার্ট। খচ্ করে বুক ফুটো করে ডেমিয়েনের পিঠ ভেদ করে বেরিয়ে গেল ক্ষুরধার ফলা। স্বয়ং

BanglaBook.org

তানামুরাও হয়তো এত নিখুঁত হামলা করতে পারত না। শত্রুর বুক থেকে ফলা বের করতে গিয়ে দানবের পেটে হাঁটু ঠেকাল ডিগবার্ট, পিছাতে শুরু করে টেনে নিল তলোয়ার। ফিনকি দিয়ে ওর মুখে পড়ল টকটকে লাল রক্ত। তখনই রিলোড শেষ করল জেরাল্ড, সরে গিয়ে পর পর দু'বার গুলি করল দানবের কলজে বরাবর।

আবারও সামনে বাড়ল ক্ষ্যাপা ডিগবার্ট, এবার গলা কাটবে তলোয়ারের কোপে। কিন্তু হাতের ধাক্কা দিয়ে ফলা সরিয়ে দিল দানব। আরেক হাতের উল্টো চাপড় বুকে লাগতেই পিছনে উড়ে গেল ডিগবার্ট।

মনে মনে হায়-হায় করে উঠল জেরাল্ড।

ওই আঘাতে বাঁচার কথা নয় কারও!

পর পর দু'বার বুকে গুলি গেঁথে দেয়ার পর খালি হয়ে গেল চেম্বার, হাত থেকে রাইফেল ছেড়ে হোলস্টার থেকে রিভলভার তুলেই দানবের বুকে ও মুখে গুলি শুরু করল জেরাল্ড। আন্দাজ করল, এতে কিছুই হবে না দানবের!

কিন্তু ওরা বার-বার আহত করে অনেক শক্তি ক্ষয় করে দিয়েছে, টলতে টলতে মাঝের গুহায় পা রাখল দানব। মস্ত সব ছায়া পড়ল দেয়ালে। সামনে বাড়তে গিয়ে হাতের ধাক্কায় ঝরঝর করে নীচে ফেলল স্তূপের শত শত হাড়। পিছনে তেড়ে গিয়ে আবারও গুলি করল জেরাল্ড শত্রুর পিঠে। ঝট্ করে ঘুরে ওকে দেখল দানব, লাল দু'চোখে প্রচণ্ড রাগ ও ঘৃণা।

পাঁচ ফুট দূরত্বে পরস্পরের দিকে চেয়ে আছে দু'জন।

মস্ত লাফে হাড়ের এক স্তূপের চূড়ায় উঠল রাক্ষসটা। ওপর থেকে হামলা করবে। কেন যেন ভয় পেল না জেরাল্ড, ওটার বুক লক্ষ্য করে তুলল রিভলভার।

দাঁত বের করে হাসছে ডেমিয়েন। সরসর করে পিছলে নেমে

BanglaBook.org

আসতে লাগল শত্রু খতম করতে।

এক সেকেণ্ডে ডেপুটি মার্শাল দেখল, সারা দেহে অসংখ্য ক্ষত ওটার। হাড়ের স্তূপ থেকে ক্ষুরধার নখ নিয়ে নামছে ওকে খুন করতে! চকচক করছে লাল দু'চোখ। ভীষণ হিংস্র দৃষ্টি। মেঝেতে নেমেই দু'হাত তুলল মাথার ওপর, আরেক লাফে পৌঁছে শেষ করবে শত্রুকে।

পিছিয়ে না গিয়ে ক্যাসাল রিভলভার তুলে আবার গুলি করল জেরাল্ড। একটা বুলেট বিঁধল হাড়ের স্তূপে, অন্যটা লাগল দানবের বুকে। একই সময়ে পৌঁছে গেছে রানা ও জিনা, ওদের গুলি লাগল দানবের কপাল ও বুকে। আবছা আলোয় ওরা দেখল ছিটকে উঠল রাক্ষসের কপাল থেকে হাড়ের গুঁড়ো।

বিকট এক গর্জন ছেড়ে ঝটকা খেয়ে সিধে হয়ে গেছে দৈত্য। ভুলে গেছে জেরাল্ডের কথা, ওকে পাশ কাটিয়ে ছুটে গেল সামনের হাড়ের পাহাড় লক্ষ্য করে। তার হাতের ধাক্কা খেয়ে মেঝেতে পড়ছে অসংখ্য হাড়– একেকটা ভারী বর্শার মত। হাড়-বৃষ্টি এড়াতে দুই লাফে সরে গেল জেরাল্ড।

একটু দূরের এক স্তূপের ওদিকে হারিয়ে গেছে দানব।

রাইফেলে নতুন ম্যাগাযিন ভরল রানা। সুড়ঙ্গের দিকে পা বাড়াল জেরাল্ড। কিন্তু ওদিকে যাওয়ার আগেই টলতে টলতে বেরিয়ে এল ডিগবার্ট। প্রিয় স্যাঙাতকে দেখে বলল, 'আমি ঠিক আছি।' রাগী চোখে দেখল চারপাশ। 'আহত হয়েছে ওটা! এবার মরবে জন্তুর মত! আমি ফুটো করে দিয়েছি ওটার বুক-পিঠ!'

'সবাই কাছাকাছি থাকো,' বলল রানা, 'আবার আক্রমণে যাব আমরা।' চুপ হয়ে গেল ও। চোখ সামনের স্তূপের চূড়ায়। তিরিশ ফুটি হাড়ের পাহাড়ের চূড়ায় উঠে ভয়ঙ্কর এক হুঙ্কার ছেড়েছে দানব! পরক্ষণে মস্ত এক লাফে ঝাঁপিয়ে পড়ল রানাকে লক্ষ্য করে!

BanglaBook.org

রিফ্লেক্সের কারণে বিদ্যুদ্বেগে সরে গেল রানা, নইলে মরত।

মেঝেতে নেমে এসেই শত্রুকে না পেয়ে দু'হাত বাড়িয়ে এগোতে শুরু করেছে রাক্ষস। ঝট্ করে সরে গিয়ে প্রথম হামলা এড়িয়ে গেল রানা। বাম হাতে ওর মাথা উড়িয়ে দিতে চেয়েও ব্যর্থ হলো দানব। তখনই সামনে বেড়ে তার বুকের কাছে পৌঁছে গেল রানা, কাঁধের জোরে প্রচণ্ড এক গুঁতো দিয়ে চিত করে ফেলে দিল ওটাকে। নিজেও হুড়মুড় করে পড়ল তার বুকে। দেরি না করে বের করল বাউয়ি নাইফ, কিন্তু রাক্ষস উঠে বসছে দেখে পিছাতে হলো ওকে।

ব্যারেট রাইফেল কাঁধে হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছে জিনা। দানবটা রানার বুক লক্ষ্য করে থাবা মারতেই গুলি করল বুকে। সবাই দেখল, ছিটকে বেরোচ্ছে রক্ত।

ক্যাসাল রিভলভার থেকে ওটার কপালে ও বুকে গুলি করল রানা। উঠে দাঁড়িয়ে পিছাতে গিয়ে হোঁচট খেল একটা স্তূপে।

একই সময়ে দানবের বুকে গুলি করল জেরাল্ড ও ডিগবার্ট। কিন্তু গুলি পাত্তা না দিয়ে উন্মত্তের মত তাদের দিকে তেড়ে গেল ওটা।

রক্তিম চোখদুটো দেখেছে জিনা, ম্যাগাযিন ফেলে ভরতে চাইল নতুন একটা। কিন্তু ব্রিচে জ্যাম হয়ে গেছে ম্যাগাযিন। ওকে দেখেছে দানব, মনেও পড়ে গেছে খুব ব্যথা দিয়েছে ওই মেয়ে। ঘুরেই শাবলের মত দাঁত বের করে তেড়ে গেল ওর দিকে।

'মাই গড!' বিড়বিড় করল জিনা।

খুন করতে আসছে দানব। হ্যাঁচকা টানে ম্যাগাযিন খুলতে না পেরে হতভম্ব হয়ে গেল জিনা। রাক্ষসটা তিন ফুট দূরে পৌঁছে যেতেই ওটার মুখ লক্ষ্য করে ব্যারেট রাইফেল ছুঁড়ল। পরক্ষণে ঘুরেই লাফিয়ে উঠতে চাইল সামনের হাড়ের স্তূপে। কিন্তু পিছন থেকে বাম হাতে জড়িয়ে ধরল দানব ওর সরু কোমর। আরেক

BanglaBook.org

হাতে চুল। হিড়হিড় করে টেনে এনে ফেলল হাড় ভরা মেঝেতে।

পিস্তল বের করতে চাইল জিনা, কিন্তু বুঝে গেল, পারবে না! এবার মরতে হবে ওকে!

তেত্রিশ

এইমাত্র সিধে হয়েছে রানা, দেখল জিনার ওপর হামলা করছে দানবটা! ব্যস্ত হয়ে ওর চোখ খুঁজল রাইফেল বা রিভলভার। কিন্তু হাড়ের নীচে হারিয়ে গেছে সব!

এক পলক দেরি না করে দানব ও জিনার দিকে ছুটল রানা। বেল্ট থেকে নিল শেষ অস্ত্র। কখনও ব্যবহার করতে হবে, ভাবেনি।

খপ্ করে এক হাতে মেয়েটার কাঁধ ধরল দানব, অন্য হাতে এবার ছিঁড়ে নেবে গলা। কিছুই করবার নেই জিনার, কাঁধের মাংসে ধারালো নখ বিঁধতেই গলা চিরে বেরোল তীক্ষ্ণ আর্তচিৎকার। খুশিতে গর্জন ছাড়ল দানব।

তখনই ছুটন্ত রানা চিৎকার করল, 'ডেমিয়েন!'

থমকে ঘাড় ফেরাল রাক্ষসটা। দু'সেকেণ্ড পর ধাক্কা দিয়ে জিনাকে ফেলে দিয়েই ঘুরে রক্ত-লাল চোখে দেখল রানাকে।

রানার পিছনে পেট্রোলিয়ামের সরোবরে জ্বলছে লেলিহান কমলা আগুন। সেই লালচে আলোয় ভয়ঙ্করভাবে দাঁত খিঁচিয়ে হাসল দানব। রানার ওপর প্রচণ্ড রাগ তার। দু'হাত সামনে বাড়িয়ে এক পা এক পা করে এগোচ্ছে।

BanglaBook.org

পিছাল না রানা, হাতে টাইটেনিয়ামের তার ও স্টিলের টিউব নিয়ে এগিয়ে গেল, চোখ দানবের ওপর।

'তুই একটা বোকা!' ঘড়ঘড়ে কণ্ঠে বলল ডেমিয়েন।

'নিজেই আসলে তুমি তা-ই!' কর্কশ শোনাল রানার কণ্ঠ, 'জীবন বরবাদ করলে দেবতা হবে বলে, কিন্তু শেষে হলে ছোট জাতের একটা জানোয়ার!' হাত তুলে হাড়ের স্তূপ দেখাল রানা। 'নিজ চোখে দেখো এসব! কোথায় আজকে তোমার দানবের দল?'

মুঠো পাকিয়ে ফেলল ডেমিয়েন, রাগী কণ্ঠে বলল, 'আমাকে আর কখনও ডেমিয়েন বলে ডাকবে না! ডেমিয়েন মারা গেছে!' এক পা এক পা করে চলেছে রানার দিকে।

টাইটেনিয়ামের তার ও স্টিলের টিউব হাত বদল করল রানা। 'তোমার প্রিয় ভাইরা মরে ভূত, আছে শুধু তাদের হাড়!' এক পা পিছিয়ে গেল। সরিয়ে আনতে চাইছে জিনা, ডিগবার্ট ও জেরাল্ডের দিক থেকে। 'কেউ বেঁচে নেই ওরা! আসলে গাধার কাজ করেছ তুমি দেবতা হতে চেয়ে! একসময় মানুষ ছিলে! আর এখন? সামান্য এক জানোয়ার! কী পেলে আসলে?'

'আমরা রাজত্ব করেছি দুনিয়ার ওপর!' গর্জে উঠল ডেমিয়েন।

দ্রুত পায়ে রওনা হয়ে গেল রানার দিকে।

হামলা ঠেকাতে তৈরি হয়ে ডানদিকে সামান্য ঘুরল রানা। 'ফিরে এলে কবরস্তানে, ডেমিয়েন! কোথায় আজ ওই রাজাদের দাপট? ফিরলে এই নরকে! ওরা সবাই মরে ভূত হয়ে গেছে, ডেমিয়েন! রয়ে গেছ শুধু তুমি! নিজেও বাঁচবে না! এক সপ্তাহ? নাকি এক মাস? তারপর খুঁজে বের করে খুন করা হবে তোমাকে!'

উত্তরে গর্জন বেরোল দানবের গলা চিরে। রাগে থরথর করে কাঁপছে দেহ। বেরিয়ে এল সাদা দাঁত। চেহারা হয়ে উঠেছে আরও ভয়ঙ্কর। কয়েক কদমে প্রায় পৌঁছে গেল রানার কাছে।

BanglaBook.org

সামনে বেড়ে দু'হাত তুলে দোলাল নখর। প্রথম সুযোগে ছিঁড়ে ফেলবে রানার গলা ও বুক। গর্জে উঠে বলল, 'তুই মরবি!'

'সত্যি কথা বলেছি, সেজন্যে?'

'না! আমার সঙ্গে লড়তে চেয়েছিস, তাই!'

চট্ করে জিনাকে দেখল রানা। এখনও জ্যাম হওয়া ম্যাগাযিন খুলতে পারেনি ও। আপাতত ওর কাছ থেকে কোনও সাহায্য পাবে না। ডিগবার্ট ও জেরাল্ড গুলি করতে পারবে, কিন্তু তাতে মারাত্মক ঝুঁকি আছে। হয়তো দানবের শরীরে না লেগে বুলেট লাগবে ওরই গায়ে।

পিছিয়ে যাওয়া বন্ধ করে দাঁড়িয়ে পড়েছে রানা। সতর্ক চোখে দেখল রাক্ষসটাকে। দিক ঠিক করে নেয়ার জন্য সামান্য সরে গেল। ওর পিছনে দাউ-দাউ জ্বলছে তেলের সরোবর। দানবের পিছনে সুড়ঙ্গের ঘুটঘুটে অন্ধকার। সবাই গুলি করলে আবারও হয়তো লুকিয়ে পড়বে সে। সেক্ষেত্রে শেষ হবে না লড়াই।

'তোমার আর বাঁচার উপায় নেই, ডেমিয়েন!'

'খবরদার! আমি ডেমিয়েন নই! আমি দেবতা! আমি অমর!'

'চিরকাল কেউ বাঁচে না,' মাথা নাড়ল রানা।

এক লাফে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইল দানব। একই সময়ে ঝট্ করে সরল রানা। দানবটা আগের মত সুস্থ থাকলে মারাই পড়ত ও, কিন্তু অনেক কমে গেছে তার গতি। তবুও তেড়ে এল মোষের মত। রানা আগের জায়গায় নেই বুঝে থেমে যেতে চাইল, কিন্তু সামনেই হাড়ের স্তূপ। হুমড়ি খেয়ে পড়ল ওখানে। আর তখনই বিদ্যুদ্বেগে নড়ল রানা, দানবের গলায় পরিয়ে দিল রুপালি তার।

ওর তৈরি চকচকে অস্ত্র দেখে চমকে গেছে জিনা।

পরক্ষণে প্রাণপণে মৃত্যু-ফাঁসের টিউব পিছিয়ে নিল রানা।

কণ্ঠে হ্যাঁচকা টান খেয়ে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল ডেমিয়েন।

BanglaBook.org

দু'হাতে সরাতে চাইল কণ্ঠ কেটে বসা তার।

একই সময়ে এক পাশ থেকে রাক্ষসটাকে ঠেলল রানা। আবারও উপুড় হয়ে হাড়ের স্তূপে পড়ল দানব।

তারের অস্ত্রে মোচড় মেরেই দানবের পিঠে চেপে বসল রানা। ডেমিয়েনের কণ্ঠে কেটে বসছে তার। ঝটকা দিয়ে রানাকে পিঠ থেকে ঝেড়ে উঠে দাঁড়াল সে। ঘুরেই হামলা করতে চাইল শত্রুর ওপর।

পা পিছলে হাড়ের স্তূপে পড়তে পড়তে নিজেকে সামলে নিল রানা। নানানদিকে ছিটকে গেল ছোট-বড় হাড়। পায়ে পায়ে আসছে দানব। কিন্তু তখনই তার বুকে গুলি করল জেরাল্ড। দাঁড়িয়ে পড়ল ওটা। পরক্ষণে লাফ দিয়ে সামনে বেড়েই একপাশে সরে গেল রানা, আবারও খপ্ করে ধরেছে ডেমিয়েনের ঘাড়ের পিছনের টিউব। এত জোরে টান দিল, মেঝেতে ধড়াস্ করে আছাড় খেল দানব। দেরি না করে দানবের পিঠে হাঁটু গেড়ে বসে টিউবে মোচড় বসাল রানা। লালচে আলোয় শুরু হলো দু'জনের ঝটকা-ঝটকি। এক পর্যায়ে পিঠ থেকে রানাকে ফেলে দিল দানব।

দু'হাতে টিউব ধরে চকচকে টাইটেনিয়ামের তার মুচড়ে চলেছে রানা। গলা থেকে ফাঁস খুলতে চাইল দানব, ভীষণ ভয়ে বুক থেকে বেরোচ্ছে ঘড়-ঘড় গর্জন। শুরু হয়েছে প্রচণ্ড ব্যথা, গলার মাংস কেটে বসছে ধারালো তার। আবারও শত্রুর পিঠে চাপতে চাইল রানা, কিন্তু ওকে ঝেড়ে ফেলে উঠে দাঁড়াল ডেমিয়েন।

একই সময়ে সটান দাঁড়িয়ে পড়েছে রানাও।

বিস্মিত দৃষ্টিতে লড়াই দেখছে জিনা, ডিগবার্ট ও জেরাল্ড।

ল্যাং মেরে হাড়ের স্তূপে ডেমিয়েনকে ফেলল রানা। কিন্তু ধড়মড় করে উঠতে গিয়ে আবারও পিছলে পড়ল দানব। পাশেই

BanglaBook.org

জ্বলন্ত তেলের গভীর কূপ।

রাক্ষসের গলার টিউব ধরে মুচড়ে চলেছে রানা। কিন্তু সেই অবস্থাতেই উঠে দাঁড়াল দানব। তখনই বাউয়ি নাইফের ক্ষুরের মত ধারালো নয় ইঞ্চি ফলা ডেমিয়েনের পাঁজরের ফাঁকে গেঁথে দিল রানা। মোচড়াচ্ছে হাতল ধরে। বেহেড মাতালের মত টলছে দানব। একপাশ থেকে থাবা মেরে রানাকে মেঝেতে ফেলল, কিন্তু এখন আর নেই আগের সেই শারীরিক শক্তি ও গতি।

হাঁচড়ে-পাছড়ে উঠে দাঁড়িয়েই তলোয়ারের মত করে ছোরা চালাল রানা। ফলা বিঁধল দানবের ঘাড়ের পেশিতে। চামড়া-মাংস ভেদ করে দরদর নামছে রক্ত। দৈত্যের গায়ে সেঁটে গেল রানা, পরক্ষণে জুডোর কায়দায় হিপ থ্রো করল। কয়েক ফুট উড়ে হুড়মুড় করে বড় এক স্ট্যালাগমাইট ভেঙে নিয়ে পড়ল গিয়ে জ্বলন্ত তেলের সরোবরে। রক্তশূন্যতায় অনেক ধীর ডেমিয়েন। বুঝে গেছে, মরতে হবে তাকে। পাগল হয়ে গেল আগুনের প্রচণ্ড তাপে। ধড়মড় করে উঠে আসতে চাইল ওপরে। সামনে রানাকে দাঁড়ানো দেখে হাতের উল্টো চাপড় মারল ওর হাঁটু লক্ষ্য করে।

সরে গেছে রানা, পরক্ষণে সামনে বেড়ে বসে পড়েই রাক্ষসের বুকে গেঁথে দিল বাউয়ি নাইফ। পাঁজরের ফাঁক দিয়ে পড়পড় করে ঢুকল ধারালো ফলা। আগুনের আঁচ লাগতেই রানা এক টানে খুলে নিল ছোরা।

বিকট চিৎকার জুড়ে জ্বলন্ত তেলের তেলতেলে নীল আগুনে পুড়ছে ডেমিয়েন। অসহ্য কষ্ট সহ্য করেও উঠে এল অগভীর কিনারায়। কিন্তু তখনই তার বুকে আবারও ঢুকল রানার বাউয়ি নাইফের ফলা। পরক্ষণে পেটে লাথি খেয়ে ধুপ্ করে আগুনের গভীর সরোবরের ভেতর পড়ল দানব। নানানদিকে গেল জ্বলন্ত তেল। করুণ কিন্তু বিকট টানা চিৎকার জুড়েছে রাক্ষস, তলিয়ে যেতে শুরু করেছে জ্বলন্ত কূপের গভীর অংশে।

BanglaBook.org

এসব দেখবে বলে বসে নেই রানা, উঠে ছুটতে শুরু করে সরে গেছে অন্তত পঁচিশ ফুট দূরে। বেল্ট থেকে গ্রেনেড নিয়ে পিন খুলেই ছুঁড়ল সরোবরে।

এখনও পাড়ে উঠতে চাইছে জ্বলন্ত দানব। কিন্তু তখনই তার পাশে বিস্ফোরিত হলো গ্রেনেড। অত্যুজ্জ্বল সাদা ঝিলিক তৈরি করল থারমাইট। থরথর করে কাঁপতে লাগল মস্ত গুহা। প্রচণ্ড শক ওয়েভে ধসে গেল জ্বলন্ত তেলের সরোবরের ওপরের দুর্বল ছাত। নানানদিকে ছিটিয়ে গেল তেলের আগুন। দপ্‌ করে জ্বলে উঠল হাড়ের কিছু স্তূপ। কালো হয়ে যেতে লাগল করোটি ও হাড়। পুড়ে যাচ্ছে সব।

তারই মাঝ থেকে বেরিয়ে এল লাল এক জ্বলন্ত মূর্তি!

হতবাক হয়ে গেল রানা।

ওর দিকেই এগিয়ে এল ওটা!

'আমি অমর!' কর্কশ কণ্ঠে চিৎকার ছাড়ল ডেমিয়েন।

'কেউ অমর নয়,' যেন সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিল রানা।

'না, তা-না! না-না-না-না!' এক দৌড়ে জ্বলতে জ্বলতে শত্রুর খুবই কাছে পৌঁছে গেল ডেমিয়েন। ঝাঁপিয়ে পড়বে, কিন্তু তখনই দু'হাতে বুক চেপে হুড়মুড় করে পড়ে গেল মেঝেতে রানার পায়ের কাছে। ছটফট করছে গলা-কাটা মুরগির মত। কয়েক সেকেণ্ড পর স্থির হয়ে গেল।

রাক্ষসটা সত্যি মরেছে, যেন বিশ্বাস করতে পারছে না রানা। কয়েক মুহূর্ত পর ঘুরে চাইল জিনার দিকে।

চুপ করে আছে জিনা। তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'তোমার পায়ের ধুলো নিতে এসেছিল ওই দেবতা। কিন্তু সেটুকুও পেল না।'

ওরা সবাই হতক্লান্ত, হতভম্ব ও রক্তাক্ত।

কাঁধ ঝাঁকাল রানা।

BanglaBook.org

'আসলে কেউ অমর নয়,' মাথা দোলাল মেয়েটা।

নীরবে এই অভিশপ্ত এলাকা থেকে বেরোবে বলে রওনা হয়ে গেল ওরা।

চৌত্রিশ

সবার পর রক্তাক্ত রানা উঠে এল উপত্যকার মেঝেতে। অস্ত্র বলতে রয়েছে গ্রেনেড ও বাউয়ি নাইফ। প্রথমেই ওর চোখ পড়ল এক সারি কালো হেলিকপ্টারের ওপর। দাঁড়িয়ে আছে কালো পোশাকে একদল সৈনিক ও অন্তত এক শ'জন মেরিন সৈনিক। অস্ত্র হাতে মুখোমুখি হয়েছে দু'দল। এদিকে মেরিনদের পক্ষে দাঁড়িয়ে গেছে পঞ্চাশজন ইউ.এস. ডেপুটি মার্শাল। এ ছাড়া, জটলার ভিতর রয়েছে সিআইএ-র দু'একজন সিভিলিয়ান।

উপত্যকায় নেমে এসেছে মেরিন ফোর্সের গোটা পাঁচেক মস্ত হেলিকপ্টার, ইউ.এস. মার্শাল সার্ভিসের দুটো মেডিকেল হেলিকপ্টার ও তাদের অন্তত দশটা পারসোনেল কপ্টার। বিস্ময় নিয়ে ভাবল রানা, ছোট এই উপত্যকায় কী করে নামল এতগুলো যান্ত্রিক ফড়িং!

BanglaBook.org

একটু দূরে মার্শাল সার্ভিসের দলের চিফ ও আর্মি কমাণ্ডারের মাঝে চলছে মানসিক দ্বন্দ্ব। তাদের পাশেই দাঁড়ানো ডক্টর ডেভিড গ্রেবার। লোকটা বেঁচে গেছে আগুনে-বোমার হামলা থেকে।

সবার সামনে বক্তব্য দিচ্ছে জেরাল্ড। পাশেই ডিগবার্ট, দু'চারটা কথা বলছে খেই ধরিয়ে দেয়ার জন্য।

তাদের পাশে গিয়ে থামল রানা।

ওকে দেখে মৃদু হাসল মেরিন ফোর্সের মেজর বব কালাহান। 'যাক, পৌঁছে গেছেন, মিস্টার রানা। আমাদেরকে পাঠানো হয়েছে প্রেসিডেন্টের তরফ থেকে। পুরো নিরাপত্তা দেয়া হবে আপনার দলের সবাইকে। তবে বাধ্য না হলে ইউ.এস. আর্মির বিরুদ্ধে লড়ব না আমরা। কথা শুনে দেখি, কী বলে এরা মার্শাল সার্ভিসের চিফকে।'

'ঠিক আছে,' বলল রানা। মনোযোগ দিল জেরাল্ডের কথায়।

তিক্ত চেহারা করে মাথা নাড়ল জেরাল্ড। 'বস্, সিআইএ-র এই হারামজাদা দুনিয়ার মিথ্যুক। পুরো প্ল্যান এর। প্রমাণ সব পাহাড়ের দু'মাইল নীচের গুহায়। এবার বেশি খরচ করিয়ে দিইনি তো?'

'তুমি সত্যিকারের যোগ্য মার্শাল, জীবনেও তোমাকে অবিশ্বাস করিনি, বাছা,' গম্ভীর কণ্ঠে বললেন ওর বস। মানুষ না হলে গলা-ছেলা শকুনও হতে পারতেন। কঠোর চোখে দেখলেন গ্রেবারকে। 'ডক্টর, বহু কিছুর ব্যাখ্যা দিতে হবে আপনাকে। আর সেসব প্রশ্নের জবাব আমিই আদায় করব।'

আড়ষ্ট থমথমে পরিবেশ চারপাশে।

ডক্টর গ্রেবারের পিছনে অস্বস্তির ভিতর পড়ে গেছে কালো পোশাক পরা সৈনিকরা। তাদেরকে বলা হয়েছিল সিআইএ-র ডক্টর ডেভিড গ্রেবারের হয়ে দায়িত্ব পালন করতে হবে। কিন্তু ইউ.এস. মেরিন ও ডেপুটি মার্শালরা অস্ত্র হাতে তৈরি। এবং একজন দু'জন নয় তারা, সংখ্যায় অনেক বেশি!

আর্মির নেতা হিসাবে এসেছে এক মেজর। সে বলল, 'মার্শাল করেলি, গ্রেফতার করুন ডেপুটি মার্শাল জেরাল্ড আর মিস্টার রানাকে!'

জবাবে তিক্ত হাসলেন করেলি। 'কাকে গ্রেফতার, আর কাকে

BanglaBook.org

নয়, তাও বুঝে নিতে হবে আমাকে আপনার কাছ থেকে, মেজর? আপনার জুরিসডিকশন নেই। কারণ এখন আর আপনাদেরকে রক্ষা করছে না পোসি কোমিটেটাস। সত্যিকারের অপরাধীদের ধরতে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে আমাদেরকে। বুঝতে পেরেছেন, মেজর?' ডক্টর গ্রেবারের দিকে চাইলেন কঠোর চোখে। 'ফেডারেল কাস্টডিতে নেয়া হচ্ছে আপনাকে, গ্রেবার। অনেক তথ্য গোপন করেছেন। এ ছাড়া, খুন, ষড়যন্ত্র, অন্যান্য নাগরিক আইনভঙ্গের মস্ত সব অপরাধে আপনাকে গ্রেফতার করছি। আপাতত বাদই থাক বায়োলজিকাল বিষয়ে এক্সপেরিমেন্ট করার কথা! আর এসব যথেষ্ট দোষ বলে মনে না হলে, নতুন অভিযোগ তৈরি করে নেব আমি।'

বসের দিকে চেয়ে হেসে ফেলল জেরাল্ড, মাথা নাড়ল। জেরা করে গ্রেবারের বারোটা বাজিয়ে দেবে গলা-ছেলা শকুন!

চুপ করে আছে রানা।

ওর ওপর চোখ পড়ল গ্রেবারের। রাগে লাল হয়ে গেল চেহারা। এক পা সামনে বেড়ে তর্জনী তুলে বলল, 'এই সেই লোক!' খেপে গিয়ে হারিয়ে বসেছে বাস্তবতা-জ্ঞান। 'এ লোকই ধ্বংস করেছে আমার ল্যাবোরেটরি!'

'তুমি নিজে কী করেছ তা ভাবো, গ্রেবার,' শান্ত স্বরে বলল রানা। 'ভাল করেই জানো, খুন হয়ে গেছে ডেমিয়েন। লাশ আছে দু'মাইল নীচে পাহাড়ি গুহায়। অপেক্ষা করো, প্রমাণ হয়ে যাবে সবই।'

BanglaBook.org

দলের কয়েকজনের দিকে চেয়ে মাথা দোলালেন করেলি। র‍্যাপেল করে সুড়ঙ্গের দিকে নামতে লাগল ডেপুটি মার্শালরা।

রানা ভাল করেই জানে, ওরা ওখানে প্রমাণ হিসাবে পেয়ে যাবে ডেমিয়েনের লাশ। আপাতত আর কোনও কাজ নেই ওর।

'রানা, ডক্টর গ্রেবার তোমাকে বাছাই করে মস্ত ভুল করেছিল,

নইলে এভাবে ডুবত না,' বলল জেরাল্ড।

কাঁধ ঝাঁকাল রানা, অন্য প্রসঙ্গে এল, 'এবার জিনা আর হান্টারকে হাসপাতালে পৌঁছে দিতে হবে।'

'আসলে আমাদের সবারই চিকিৎসা প্রয়োজন। মেডিকেল হেলিকপ্টারে জরুরি ভিত্তিতে তোলা হবে আহতদেরকে,' বলল জেরাল্ড, 'জিনার প্রাথমিক চিকিৎসা শেষ হলে ডানদিকেরটায় করেই রওনা হবে। ...আমাদের কপ্টার নিয়ে ফিরব আমি, তুমি আমার সঙ্গে যাবে?'

'বেশ।'

হাঁটতে শুরু করে জিনার পাশে গিয়ে থামল রানা। স্ট্রেচারে চুপ করে শুয়ে আছে আহত মেয়েটা। আলতো হাতে ওর কালচে-সোনালি চুল নেড়ে দিল রানা। মেডিকরা পরিষ্কার করছে ক্ষত। আইভি দেয়া হলো বাহুতে। নীরবতা ভেঙে রানাকে বলল জিনা, 'সিআইএ-র হাতে ধরা পোড়ো না, রানা! পালিয়ে যাও, নইলে মেরে ফেলবে ওরা তোমাকে!'

মৃদু হাসল রানা। 'আমাকে নিয়ে ভেবো না, জিনা। তোমার সঙ্গে দেখা হবে হাসপাতালে। মনে নেই, ছলাৎ-ছলাৎ শব্দ তোলা বিশাল এক নদীতে নৌকায় করে এক লোকের সঙ্গে রাতে মস্ত এক চাঁদ দেখতে যেতে হবে? কাজেই জলদি সেরে ওঠো!'

ঝিক্ করে হেসে উঠল জিনা, 'আমি এখনই সুস্থ!'

হেলিকপ্টারে তুলতে ওকে নিয়ে চলল মেডিকরা। জিনার স্ট্রেচার উঠবার পর হেলিকপ্টারের বেতে নিজেও উঠল রানা। মেঝেতে আহত হান্টার। বন্ধুকে পেয়ে খুশি হয়ে গলা দিয়ে তুলল কুঁই-কুঁই আওয়াজ।

'তা হলে মরল ওই নরখাদক,' দুর্বল সুরে বলল জিনা। যেন এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না। 'খুব স্বস্তি লাগছে। এক হাজার বছর বাঁচলে লাখ লাখ মানুষ খুন করত!' তৃপ্তির সঙ্গে চোখ দুটো

BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

বুজল ও।

'আপনাদের হাসপাতালে নেকড়ে বা কুকুরের চিকিৎসা হবে?' মেডিকদের উদ্দেশে জানতে চাইল রানা।

ওই দলের নেতা মাথা দোলাল। 'হবে। জন্তু-জানোয়ারের জন্যে ওই হাসপাতালে পশুদের ডাক্তার আছে। চিন্তা করবেন না।'

রানা দরজার দিকে পা বাড়াতেই পিছু নিল হান্টার।

'স্টে, হান্টার,' নরম সুরে নির্দেশ দিল রানা। নিশ্চিত হলো নেকড়ে পিছু নেবে না। 'তোর একটু পরেই ওখানে পৌঁছে যাব।'

করুণ কুঁই-কুঁই শব্দ করে সামান্য আপত্তি তুললেও কপ্টারের মেঝেতে বসে পড়ল হান্টার। রানা নেমে আসতেই তিন মিনিট পেরোবার আগেই মেঘে ভরা ধূসর আকাশে উঠল যান্ত্রিক ফড়িং, ছুটল কাছের হাসপাতাল লক্ষ্য করে।

দূরে চলে যাওয়া হেলিকপ্টারের দিকে চেয়ে হঠাৎ করেই মনে পড়ল রানার, মোকাসিনের হাঁটুর পকেটে আছে শেষ ফ্যাসিলিটি থেকে পাওয়া ডক্টর গ্রেবারের সেই সিরিঞ্জ, ভিতরে অবশিষ্ট সিরামের স্যাম্পল!

আনমনে হাসল রানা।

সঠিক সময়ে সিরামের স্যাম্পল পৌঁছে যাবে বিসিআই-এ।

কে জানে, হয়তো ভবিষ্যতে মানুষ বাঁচবে দেড় হাজার বছর!

(সমাপ্ত)